

বনবাসাজ্ঞা) প্রতিপালন করিতে স্বীকার করিলেন ; যেহেতু
গুরু আজ্ঞার দোষগুণ বিচার করা কর্তব্য নহে ॥ ১৩৯ ॥

তথাহি বাল্মীকি রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে দ্বাবিংশতি সর্গে

শ্রীরামচন্দ্রস্ত বনবাস প্রসঙ্গে নবম শ্লোকঃ

‘নির্বিচারং গুরোরাজ্ঞা ময়া কার্য্যা মহাত্মনঃ

শ্রেয়োহেবং ভবত্যাশ্চ মম চৈব বিশেষতঃ’ ॥ ১৪০ ॥

‘মহাত্মনঃ’ ‘গুরোঃ’ পিতৃঃ ‘আজ্ঞা’ ‘ময়া’ ‘নির্বিচারং’ যথা স্যাৎ তথা
‘কার্য্যা’ পালনীয়্য ; ‘এবং’ কৃতে সতি ‘হি’ নিশ্চিতং ‘ভবত্যাঃ’ মাতুঃ কৌ-
শল্যায়াঃ ‘বিশেষতঃ’ ‘মমচ’ রামস্তচ ‘শ্রেয়ঃ’ ভবতীতিশেষঃ ॥ ১৪০ ॥

রামচন্দ্র মাতা কৌশল্যাকে কহিতেছেন :—মহাত্মা পিতার
আজ্ঞা বিচার না করিয়া আমার প্রতিপালন করা উচিত ;
ইহাতে আপনার এবং আমার মঙ্গল হইবে ॥ ১৪০ ॥

তবে মহাপ্রভু তারে কৈল অঙ্গীকার ;

আপন শ্রীঅঙ্গ সেবায় দিল অধিকার ।

প্রভুর প্রিয় ভৃত্য করি সবে করে মান ;

সকল বৈষ্ণবের গোবিন্দ করে সমাধান ।

ছোট বড় কীর্তনীয়া ছুই হরিদাস ;

রামাই নন্দাই রহে গোবিন্দের পাশ ।

গোবিন্দের সঙ্গে করে প্রভুর সেবন ;

গোবিন্দের ভাগ্য সীমা না যায় বর্ণন ।

আর দিনে মুকুন্দদত্ত কহে প্রভু স্থানে :—

‘ব্রহ্মানন্দ ভারতী আইলা তোমার দর্শনে ।

আজ্ঞা দেহ তাঁরে যদি আনিরে এথাই’ ;

প্রভু কহে ‘গুরুতিহ যায তাঁর ঠাই’ ।

এত বলি মহাপ্রভু ভক্তগণ সঙ্গে ;

চলি আইলা ব্রহ্মানন্দ ভারতীর আগে ।

মধ্যলীলা ।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ।

সুবিখ্যাত ৮ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী
বিরচিত ।

শ্রীজগদীশ্বর গুপ্ত প্রণীত

সরল টীকা ও ব্যাখ্যা সহিত ।

‘মগ্নি ভক্তি হি ভূতানামমৃতত্বায় কর্তে ।’
শ্রীমদ্ভাগবত ।

কলিকাতা

২৪ নং বিডন ষ্ট্রীট, ভিক্টোরিয়া প্রেসে

শ্রীমণিমোহন রক্ষিত দ্বারা মুদ্রিত

ও

২১০/৪ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে শ্রীদেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী কর্তৃক
প্রকাশিত ।

• ১২৯৬—জ্যৈষ্ঠ ।

সমগ্র গ্রন্থের অগ্রিম মূল্য ৫৭ টাকা ।

তথাহি ত্রিংশদগবতে একাদশকণ্ডে চতুর্দশাধ্যায়ে অষ্টা-
দশশ্লোকে উক্তং এতি ত্রিকৃৎবাক্যং

‘যথাগ্নিঃ হুসমুচ্ছার্জিঃ করোত্যেবাংসি ভস্মনাৎ ।

তথা মদ্বিষয়া ভক্তি রুদ্ভবৈনাংসি কৃৎস্নশঃ’ ॥ ৪৫৫ ॥

‘হুসমুচ্ছার্জিঃ’ প্রদীপ্তশিখঃ প্রজ্জ্বলিত ইত্যর্থঃ ‘অগ্নিঃ’ ‘বথা’ ‘এবাংসি’
কাষ্ঠানি ‘ভস্মনাৎ’ ‘করোতি’ ‘তথা’ হে ‘উক্তব’ ! ‘মদ্বিষয়া’ ‘ভক্তিঃ’
‘এনাংসি’ পাপানি ‘কৃৎস্নশঃ’ সাকল্যেন ভস্মনাৎ করোতীতিশেষঃ ॥ ৪৫৫ ॥

হে উক্তব ! প্রজ্জ্বলিত অগ্নি যেমন কাষ্ঠ সকল ভস্মী-
ভূত করে ; তেমনি মদ্বিষয়া ভক্তি সমস্ত পাপরাশি বিনষ্ট
করে ॥ ৪৫৫ ॥

‘তবে করে ভক্তি বাধক কর্ণ অবিন্যাসন ;

শ্রবণাভ্যাস কল প্রেমা করয়ে প্রকাশ ।

নিজ গুণে তবে হয়ে দেহেন্দ্রিয় মন ;

ঐছে কপালু কৃক, ঐছে তাঁর গুণ ।

চারি পুরুষার্ধ ছাড়ার, হয়ে সবার মন ;

‘হরি’ শব্দের এই সুখা করিল লক্ষণ ।

‘অপি’ ‘চ’ দুই শব্দ অব্যাস হর ;

যেই অর্থ লাগাইরে সেই অর্থ হর ।

তথাপি ‘চ’ কারের কহে সুখা অর্থ লাভ ;

তথাহি বিদ্যপ্রকাশে ।

‘ভাষ্যচরে সমাহারে হস্তোক্তার্থে চ সমুচ্চরে ।

মহাস্তরে তথা পাদপূরণে ব্যবধারণে’ ॥ ৪৫৬ ॥

‘চ’ শব্দঃ ‘অন্তর্গতঃ’ একতরঙ্গ্য প্রাধাত্তে ‘সমাহারে’ একত্রীকরণে সমু-
হে ইত্যর্থঃ ‘অন্যোক্তার্থে’ ইত্যন্তরঙ্গ্যে ‘সমুচ্চরে’ সংযোগার্থে ‘ব্যাক্তরে’
ব্যক্তিশেষে ‘তথা’ ‘পাদপূরণে’ প্রদমনাভিবিধরে ‘ব্যবধারণে চ’ অবধারণে চ
সংক্ষেপে ॥ ৪৫৬ ॥

মধ্যলীলা ।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ।

সুবিখ্যাত ৮ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী

বিরচিত ।

শ্রীজগদীশ্বর গুপ্ত প্রণীত

সরল টীকা ও ব্যাখ্যা সহিত ।

‘ময়ি ভক্তি হি ভূতানামমৃতস্যায় কল্পতে ।’

শ্রীমতাগবত ।

কলিকাতা

২৪ নং বিডন ষ্ট্রীট, ভিক্টোরিয়া প্রেসে

শ্রীমণিমোহন রক্ষিত দ্বারা মুদ্রিত

ও

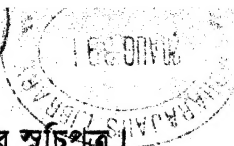
২১০/৪ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে শ্রীদেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী কর্তৃক

প্রকাশিত ।

১২২৬—জ্যৈষ্ঠ ।

সমগ্র গ্রন্থের অগ্রিম মূল্য ৫৭ টীকা ।

360(6)



মধ্যলীলার সূচিপত্র।

প্রথম পরিচ্ছেদ—শেষলীলার সূত্র কথন।

মঙ্গলাচরণ—লীলাবিভাগ—নিত্যানন্দের বঙ্গদেশে ধর্মপ্রচার—রূপসনা-
তন কর্তৃক বৃন্দাবনে ভক্তি প্রচার ও বিবিধ গ্রন্থ প্রণয়ন—অবৈতনাদির প্রতি-
বৎসর নীলাচলে আগমন—শেষ লীলার প্রথম দ্বাদশ বৎসরের প্রেমোন্মাদ-
সূত্র কথন—মধ্যলীলার প্রথম ছয় বৎসরের লীলার সূত্রকথন—রাম-
কেলিতে রূপসনাভনের সহিত মিলন বর্ণন—অন্ত্যলীলার প্রথম ছয় বৎসরের
লীলার সূত্র কথন—শ্রীবাসাদির গৌরান্বিত গুণকীর্তন বর্ণন—রঘুনাথ দাসের
গৃহত্যাগ ১-৩০

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—প্রলাপ বর্ণন।

বন্দনা—চৈতন্ত প্রভুর বিরহোন্মাদ বর্ণন—নানা গ্রন্থের স্নোকাবাদ—শেষ
ছয় বৎসরের অবস্থা বর্ণন—গ্রন্থকারের দোষকালন ও শেষ লীলার সংক্ষেপ
বর্ণনার হেতু ৩০-৫১

তৃতীয় পরিচ্ছেদ—সন্ন্যাসান্তে।

বন্দনা—সন্ন্যাসগ্রহণান্তে বৃন্দাবন গমনোদ্দেশ্যে জ্যৈষ্ঠমাসে তিন দিন
রাত্রিদেশ ভ্রমণ—নিত্যানন্দ, আচার্য্য রত্ন ও মুকুন্দের অহুসরণ ও মঙ্গলা—
গঙ্গাতীরে পুনরাগমন—গঙ্গাস্নান—শান্তিপু্রে অবৈতনের গৃহে আগমন—
ভোজন বিলাস—অবৈত গৃহে সংকীর্ণন—শচীমাতা ও নবদ্বীপের ভক্তগণের
শান্তিপু্রে আগমন—মাতাপুত্রে মিলন—আচার্য্যগৃহে অবস্থিতি—নীলাচল
বাসের জন্য শচী মাতার অনুরোধ—ভক্তগণের নিকট বিদায় গ্রহণ—ছত্র-
ভোগ পথে চৈতন্য প্রভুর নীলাচল যাত্রা ৫২-৭০

চতুর্থ পরিচ্ছেদ—মাধবেন্দ্র পুরীর চরিত্রাঙ্গাদন।

বন্দনা—প্রস্তাবনা—রেমুণাতে আগমন—এক রাত্রি অবস্থিতি—কীর-
চোরা গোপীনাথের বিবরণ—মাধবেন্দ্র পুরীর চরিত্র কথন—বৃন্দাবনে পুরীর
আগমন—গোবর্দ্ধনে গোপাল মূর্তি প্রকাশের বৃত্তান্ত—গোপালের সেবা

সংস্থাপন—পুরীর স্বপ্ন দর্শন ও মলয় চন্দন আনয়ন জন্য নীলাদ্রি গমন—
 রেমুণায় গোপাল কর্তৃক ক্ষীর চূরির বৃত্তান্ত—পুরীর নীলাচল হইতে কপূর
 চন্দন লইয়া রেমুণাতে পুনরাগমন—স্বপ্নে গোপালের অমুজ্জাক্রমে চন্দন
 কপূর গোপীনাথে অর্পণ—মাদবেন্দ্রচরিত্রাস্বাদনে চৈতন্তপ্রভুর প্রেমো-
 ক্লাব—চৈতন্য প্রভুর ভক্তগণ সঙ্গে ক্ষীর প্রসাদ ভোজন ... ৭১—৮৭

পঞ্চম পরিচ্ছেদ—সাক্ষীগোপাল বিবরণ ।

বন্দনা—চৈতন্য প্রভুর যাজপুরে আগমন ও বরাহ দর্শন—কটকে আগ-
 মন ও সাক্ষী গোপাল দর্শন—এক রাত্রি অবস্থিতি ও নিত্যানন্দ কর্তৃক
 সাক্ষী গোপালের বৃত্তান্ত কথন—বিদ্যানগরের ছই বিপ্রেয় তীর্থ যাত্রা
 উপলক্ষে বৃন্দাবনে গমন—বড় বিপ্রেয় গোপাল মূর্ত্তিকে সাক্ষী করিয়া
 ছোট বিপ্রেয় কন্যাদান করিতে অঙ্গীকার—দেশে আসিয়া অঙ্গীকার
 অস্বীকার—সাক্ষী আনয়ন জন্ত ছোট বিপ্রেয় বৃন্দাবনে গমন—তাহার পশ্চাৎ
 পশ্চাৎ গোপালের আগমন—ছোট বিপ্রেয় পশ্চাদ্ধৃষ্টি ও গোপালের স্থিতি—
 গোপালের সাক্ষাদান—বড় বিপ্রেয় কন্তা দান ও বিদ্যানগরে গোপালের
 দেবা প্রকাশ—কটকের রাজা পুরুষোত্তমদেব ঐ দেশ জয় করিয়া কটকে
 গোপালকে আনয়ন করেন—রাণী কর্তৃক গোপালের নাসিকায় মৃত্তা পরানর
 বৃত্তান্ত—ভক্তগণ কর্তৃক মহাপ্রভু ও গোপালকে অভিন্নরূপে দর্শন—ভুবনে-
 স্বর পথে কমলপুরে আগমন—নিত্যানন্দের হাতে দণ্ড প্রদান করিয়া চৈতন্ত
 প্রভুর কপোতেশ্বর শিব দর্শনে গমন—নিত্যানন্দ কর্তৃক দণ্ড ভঙ্গ বৃত্তান্ত—
 জগন্নাথ মন্দিরদর্শন—আঠারনালা আগমন—দণ্ড ভঙ্গ জন্ত নিত্যানন্দের
 সঙ্গে প্রেম কলহ—ভক্তগণকে পশ্চাৎ রাখিয়া মহাপ্রভুর একাকী জগন্নাথ
 মন্দিরে গমন ... ৮৮—১০০

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ—সার্বভৌমোদ্ধারণ ।

মঙ্গলাচরণ—জগন্নাথদর্শনে মহাপ্রভুর মুচ্ছা—সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য
 কর্তৃক গৃহে আনয়ন—নিত্যানন্দাদির আগমন—গোপীনাথার্চার্য্যের সহিত
 তাঁহাদের মিলন ও সার্বভৌমগৃহে মুচ্ছিতাবস্থার প্রভুকে দর্শন—প্রভুর
 বাহ্য লাভ—ভোজন বিলাস—সার্বভৌমের নিকট গোপীনাথ কর্তৃক মহা
 প্রভুর পরিচয় জান ও শিষ্টালাপ—সার্বভৌমের মাতৃসঙ্গগৃহে চৈতন্তপ্রভু

- বাঁসা—মুকুন্দ দত্ত, গোপীনাথ ও সার্কভৌমে মহাপ্রভুর সম্বন্ধে আশাণ—
সার্কভৌমের সপ্তাহ বেদান্ত পাঠ ও মহাপ্রভুর শ্রবণ—মহাপ্রভু কর্তৃক বেদা-
ন্তের সবিশেষ ব্রহ্মস্বরূপ ব্যাখ্যা—অদ্বৈতবাদ ও বিবর্তবাদ খণ্ডন—মহা-
প্রভু কর্তৃক আশ্বারাম শ্লোকের অষ্টাদশ প্রকার ব্যাখ্যা—সার্কভৌম চৈতন্ত-
প্রভুকে কৃষ্ণ জ্ঞান করেন—সার্কভৌমের চতুর্ভূজ রূপ দর্শন—সার্কভৌমের
মত পরিবর্তন ও প্রসাদ ভোজন—চৈতন্যপ্রভু তাঁহাকে হরেনাম শ্লোকের
ব্যাখ্যা শুনান ও নাম সংকীৰ্ত্তন উপদেশ করেন—ভট্টাচার্য্য মহাপ্রভুকে
প্রসাদ সহ পত্রী পাঠান—প্রভু কর্তৃক পত্র ছিঁড়িয়া ফেলা—সার্কভৌমের
ভক্তি ব্যাখ্যা। ... ১০০—১৩৩

সপ্তম পরিচ্ছেদ—বাসুদেবোদ্ধার ।

বন্দনা—মাঘ শুক্লপক্ষে সন্ন্যাস গ্রহণ হইতে চৈত্রে সার্কভৌম উদ্ধার
পর্য্যন্ত লীলাকথামুত্তি—বৈশাখে দক্ষিণদেশ পর্য্যটনের ইচ্ছা—বৈষ্ণব
গণের সঙ্গে কথোপকথন ও বিদায় গ্রহণ—চৈতন্ত কর্তৃক নিত্যানন্দ, জগদা-
নন্দ, মুকুন্দ, দামোদর প্রভৃতি ভক্তগণের স্থত্যাতি করণ—বৈষ্ণবগণ প্রভুকে
একাকী ঘাইতে নিবেদন করেন—কৃষ্ণদাস ব্রাহ্মণকে সঙ্গে লইতে অস্বীকার—
সার্কভৌমের নিকট বিদায় গ্রহণ ও তাঁহার অনুরোধে দিনকতক অবস্থিতি—
চৈতন্ত প্রভুর দক্ষিণ যাত্রা—সার্কভৌম কর্তৃক রামানন্দরাজ সন্মিলনে
অনুরোধ—আলালনাথে গমন ও লোকসমারহ—নিত্যানন্দ প্রভৃতির
নীলাচলে প্রত্যাবর্তন—পথে পথে হরিনাম প্রচার ও বৈষ্ণব করণ—কুর্শ্ব
তীর্থে আগমন—লোক সংঘট—কুর্শ্ব ব্রাহ্মণের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ—তাঁহাকে
শিক্ষা ও তথ্য হইতে গমন—কুষ্ঠরোগী বাসুদেবের প্রতি অমুগ্রহ ও
তাঁহার উদ্ধার। ... ১৩৩—১৪৯

অষ্টম পরিচ্ছেদ—রামানন্দ রায় সঙ্গোৎসব ।

বন্দনা—চৈতন্ত প্রভুর জিয়ড়নুসিংহে আগমন—গোদাবরী তীরে
গমন—রামানন্দ রায়ের স্নানযাত্রা—চৈতন্তপ্রভুর সহিত রামানন্দ রায়ের
পরিচয় ও কথোপকথন—বিদ্যানগরে ব্রাহ্মণগৃহে চৈতন্তপ্রভুর গমন ও
স্থিতি—রজনীযোগে উভয়ের মিলন—সাধ্যসাধন নির্ণয় প্রস্নোত্তর—
রামানন্দ কর্তৃক কৃষ্ণতত্ত্ব, রাধাতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব ও গোলীভাবের বর্ণন—

প্রভাতে উভয়ের স্বস্থানে গমন—দ্বিতীয় রাত্রে কথোপকথন ও প্রার্থনা—
 তৃতীয় রাত্রে কথা—রামানন্দ রায় মহাপ্রভুর প্রভাব অনুভব করেন—
 রামানন্দের প্রশ্ন—প্রভুর উত্তর—চৈতন্তপ্রভু রামানন্দকে রসরাজ মহা-
 ভাব রূপ দেখান—রায়ের মুচ্ছা—প্রভু তাঁহাকে গুট কথা কহেন—দশ
 রাত্রি অবস্থিতি—প্রভুর বিদায় গ্রহণ ও রায়কে বিষয় ত্যাগের উপদেশ—
 চৈতন্তপ্রভুর দক্ষিণ যাত্রা—কল শ্রুতি । ... ১৪৬—১২*

নবম পরিচ্ছেদ—দক্ষিণদেশ তীর্থ পর্য্যটন ।

উপক্রমণিকা—সকল তীর্থের নামোল্লেখ ; ক্রমবর্ণনা নহে—দক্ষিণাত্যের
 ধর্ম সম্প্রদায়—গৌতমীগঙ্গার আগমন—মল্লিকার্জুন—অহোবল নৃসিংহ—
 সিদ্ধবট ও যশুনাথ দর্শন—রামজগী বিপ্রগৃহে স্থিতি—স্কন্ধক্ষেত্রগমন—
 ত্রিনেত্র—পুনঃ সিদ্ধবট আগমন—রামজগী বৈষ্ণব হন—তাঁহার সঙ্গে রাম
 ও কৃষ্ণ নামের প্রসঙ্গ—তাঁহার প্রতি কৃপা—বুদ্ধকাশী আগমন—নিকটস্থ
 গ্রামে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, তর্কিক, মীমাংসক, মায়াবাদী, সাংখ্য, পাতঞ্জল, শ্রী
 প্রভৃতির সঙ্গে বিচার ও তাঁহাদের পরাজয়—বৌদ্ধাচার্য্যের সহিত বিচার
 ও তাহার পরাজয়—বৌদ্ধদিগের ষড়যন্ত্র—বৌদ্ধগণের প্রতি কৃপা—ত্রিগদী-
 ত্রিনেত্র নারায়ণদর্শন—বেঙ্গটোরে শ্রীরামদর্শন—পানানৃসিংহ—শিবকাঞ্চী
 —বিষ্ণুকাঞ্চী—ত্রিকালহস্তী—পঞ্চতীর্থ—বুদ্ধকাল—শীঘ্রালীভৈরবী—কাবেরী
 তীরে আগমন—শৈবদিগকে বৈষ্ণব করণ ও শ্রীবৈষ্ণবদিগের সঙ্গে
 আলাপ—কুল্লকর্ণকপাল তীর্থ—পাপনাশন—শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে গমন—বেঙ্গট-
 ভট্ট গৃহে স্থিতি—রঙ্গনাথ দর্শন—চাতুর্দ্বারস্থ স্থিতি—ব্রাহ্মণ গৃহে নিমন্ত্রণ—
 বৈষ্ণব ব্রাহ্মণের গীতাপাঠ—তাঁহাকে প্রভু কৃপা করেন—বেঙ্গটভট্টের
 সঙ্গে লক্ষ্মীনারায়ণ ও রাধাকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে কৌতুক—ভট্টকে ঈশ্বর-
 স্বরূপ কথন ও ভক্তি দান—চাতুর্দ্বারস্থে ঋষভ পর্বতে গমন—পরমানন্দ
 পুরীর সহিত সন্মিলন—পুরীর বঙ্গদেশ দিয়া পুরুষোত্তম যাত্রা—ত্রিগৈল
 —কামকোটি—দক্ষিণমথুরা—কৃতমালায় স্নান—রামদাস ব্রাহ্মণের গৃহে
 অবস্থিতি ও প্রসঙ্গ—হর্ষেন্দ্র—মহেন্দ্রশৈল—সেতুবন্ধ—ধনুতীর্থ—কৃষ্ণপুরাণ-
 ভাষ্য—মায়ামীতার অগ্নিপ্রবেশ হৃদক প্রমাণসংগ্রহ—রামদাস বিপ্রে
 তাহা অর্পণ—পাণ্ড্যদেশে ভ্রাজপণী গমন—নয় ত্রিগদী, চিয়ড তালী, তিল-
 কাঞ্চী, গজেন্দ্রমোক্ষণ পানাগড়ি, চামতাপুর, ত্রিবৈকুণ্ঠ, মলয় পর্বত,

কৈন্যাকুমারী, ও আমলীতলা প্রভৃতি তীর্থ দর্শন—মল্লার দেশে তমাল কার্ঠিক ও বেতাপানী দর্শন—ভট্টমারী ও কৃষ্ণদাসের উপাখ্যান—কৃষ্ণদাসের ভট্ট-মারী হইতে উদ্ধার—পরশ্বিনীতীরে কেশব দর্শন ও ব্রহ্মসংহিতাগ্রন্থ সংগ্রহ—অনন্তপদ্মনাভ—পরোক্ষ ও শিংহারীমঠ দর্শন—মংগুতীর্থ ও তুঙ্গভদ্রা—মধ্বাচার্য্য স্থান—উড়ুপ কৃষ্ণের উপাখ্যান—তথ্যবাদী আচার্য্যের সহিত বিচার ও ভক্তি উপদেশ—ফল্গুতীর্থ, ত্রিতকূপ, পঞ্চস্বরী, ষৈপারনি, সুপারক, কোলাপুর প্রভৃতি তীর্থ দর্শন—পাণ্ডুর ও বিঠল ঠাকুর—শ্রীমদ্ পুরীর সহিত মিলন ও পরিচয়—বিষ্ণুরূপের সিদ্ধিপ্রাপ্তি সংবাদ—কৃষ্ণ-বিন্ধ্যতীরে আগমন ও কর্ণামৃত গ্রন্থ সংগ্রহ—তাপী স্থান ও মাহেশ্বরীপুরে গমন—ধনুতীর্থ, নির্ঝিঙ্কা, ঋষামুখপর্বত, দণ্ডকারণ্যদর্শন—সপ্ততাল মোচন—পম্পাসরোবর, পঞ্চবটী, নাসিকভ্রামক, ব্রহ্মগিরি, ও কুশাবর্ত গমন—সপ্ত গৌদাবরী—বিদ্যানগরে প্রত্যাগমন ও রামানন্দ রায়ের সঙ্গে পুনর্মিলন—রায়ের নীলাচল গমনের প্রসঙ্গ—প্রভুর পূর্বপথে আলালনাথে প্রত্যাগমন—কৃষ্ণদাস দ্বারা ভক্তগণকে সংবাদ প্রেরণ—ভক্তগণের সঙ্গে পথে সাক্ষাৎ—মহাপ্রভু তীর্থযাত্রা বৃত্তান্ত কহেন—উপসংহার। ... ১৯০—২২৭

দশম পরিচ্ছেদ—বৈষ্ণব মিলন।

বন্দনা—রাজা প্রতাপরুদ্র ও সার্কভোমে কথোপকথন—প্রভুর দক্ষিণ হইতে প্রত্যাগমন—কাশীমিশ্রের গৃহে বাসা নির্ণয়—সার্কভোম পুরুষোত্তম-বাসী রাজকর্মচারীদিগকে প্রভুর সহিত পরিচয় করাইয়া দেন—কালী-কৃষ্ণদাস দ্বারা নবদ্বীপে সংবাদ প্রেরণ—অধৈর্য্যগৃহে সকল ভক্তের গমন ও নীলাচল যাইবার মন্ত্রণা ও যাত্রা—পরমানন্দ পুরীর নবদ্বীপে আগমন ও কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্যের সঙ্গে নীলাচলে যাত্রা—প্রভুর সহিত পুরীর মিলন ও কাশীমিশ্রের গৃহে বাস—স্বরূপ দামোদরের পরিচয়, আগমন, ও মিলন—গোবিন্দের আগমন ও পরিচয়—প্রভুর কৈঙ্কর্য্যো নিয়োগ—ব্রহ্মানন্দ ভারতীর আগমন ও উপাখ্যান—কাশীমিশ্রের আগমন ও প্রভুর গাত্ররক্ষকরূপে নিয়োগ—কলঙ্কতি। ২২৭—২৫৩

একাদশ পরিচ্ছেদ—বেড়াকীর্তনবিলাস।

বন্দনা—সার্কভোম প্রভুকে প্রতাপ রুদ্রকে দর্শন দিতে অহুরোধ করেন—প্রভুর অসম্মতি—রাজা প্রতাপরুদ্রের ও রামানন্দ রায়ের নীলাচলে আগমন—

রামানন্দের সঙ্গে প্রভুর মিলন ও কথোপকথন—সার্কভোম ও প্রতাপকৃষ্ণ
কথোপকথন—প্রতাপকৃষ্ণের খেদ—সার্কভোমের প্রবোধ ও উপদেশ দান—
মানবাজাদিনে প্রভু জগন্নাথ দর্শন না পাইয়া হৃৎখে আলালনাথে যান—
গোড়ের ভক্তগণের আগমন বার্তা জানাইয়া সার্কভোম তাঁহাকে আনয়ন
করেন—সার্কভোমের সহিত রাজার সাক্ষাৎ—গোপীনাথ ও সার্কভোম
রাজপ্রাসাদ হইতে রাজাকে নবদ্বীপের বৈষ্ণবদর্শন করান ও পরি-
চয় দেন—দামোদরস্বরূপ ও গোবিন্দ মালা ও প্রসাদ লইয়া ভক্তগণের
প্রত্যাগমন করেন—রাজা তাঁহাদের পরিচয় লন—রাজার সঙ্গে সার্কভো-
মের কথোপকথন—ভক্তগণকে বাঁসা ও প্রসাদ দিতে প্রতাপকৃষ্ণের আজ্ঞা—
বৈষ্ণবদিগের সঙ্গে প্রভুর মিলন ও সম্ভাষা—হরিদাসের সঙ্গে মিলন ও
বাঁসা দান—বৈষ্ণবদিগের সঙ্গে প্রভুর প্রসাদভোজনলীলা—সন্ধ্যাকালে
প্রভুর চারি সম্ভাষণ করিয়া জগন্নাথ মন্দির বেড়িয়া নৃত্য কীর্তন—প্রতাপ
কৃষ্ণ অট্টালিকার উপর হইতে কীর্তন দর্শন করেন—উপসংহার । ২৪৩—২৬৫

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ—গুণ্ডিচা মার্জ্জন ।

বন্দনা—কটক হইতে রাজা প্রতাপকৃষ্ণ মহাপ্রভুর সহিত সাক্ষাৎ জন্ত
সার্কভোমকে দৈন্তপত্র লেখেন—সার্কভোম প্রভুর সঙ্গীদিগকে পত্র
দেখাইয়া প্রভুকে সমবেত অহরোধ করিতে কহেন—বৈষ্ণবদিগের সমবেত
নিবেদন—প্রভুর প্রত্যাখ্যান—নিত্যানন্দ মহাপ্রভুকে স্বীয় বহির্কাস দিতে
অহরোধ করেন—রাজসমীপে বহির্কাস প্রেরণ—রাজা কর্তৃক বহির্কাসের
পূজা—রামানন্দরায়ের দ্বারা অহরোধ—রায়ের অহরোধে চৈতন্তপ্রভু গজ-
পতির পুত্রে আলিঙ্গন দেন—রাজপুত্রের প্রেম চেষ্টা—রাজা ঐ পুত্রকে
আলিঙ্গন করিয়া কৃতার্থ হয়েন—অধৈতাদির বাঁসায় মহাপ্রভুর নিন-
্দ্রণ—কানীমিশ্রের নিকট গুণ্ডিচা মার্জ্জনার অহুমতি লওন—এক
শত কলশ ও এক শত সম্ভার্জ্জনী লইয়া ভক্ত বৃন্দের সহিত গৌরচন্দ্র
গুণ্ডিচা মার্জ্জন করেন—প্রকালন—গৌড়িয়া ব্রাহ্মণ প্রভুর পাদোদক
পান করে—তাঁহাকে শিক্কা—ভক্তগণের কীর্তন ও প্রভুর নৃত্য—আচার্য্য-
পুত্র গোপালের নৃত্য, মূর্ছা ও তদপনয়ন—সরোবরে জলক্রীড়া—সভক্ত-
প্রসাদভোজনলীলা—ধোয়াপাখলা লীলা—জগন্নাথের নেত্রোৎসব—মহা-
প্রভু ভক্তগণ সহিত জগন্নাথ দর্শন—সংকীর্তন—উপসংহার । ২৬৫—২৮২

দ্বয়োদশ পরিচ্ছেদ—রথাগ্রে নর্তন ।

মঙ্গলাচরণ—পাণ্ডু বিজয় দর্শন—মহাপ্রভুর ভক্ত সহিত রথযাত্রাদর্শন—
প্রতাপরুদ্রের স্ববর্ণসম্বার্কনী দ্বারা সেবা—রথসজ্জা—মহাপ্রভু সাত সংকী-
র্ত্তন সম্প্রদায় করিয়া রথের অগ্রপশ্চাৎ নৃত্যকীর্ত্তন করেন—রাজার তুচ্ছ
সেবার প্রভুর সন্তোষ—মহাপ্রভুর অপূর্ণশক্তি প্রকাশ—প্রভুর উদ্দণ্ডনৃত্য
ও স্তব পাঠ—প্রভুর পতন ও প্রতাপরুদ্র কর্তৃক উত্তোলন—প্রভু মস্তক
দিয়া রথ চেলেন—বলগণি ভোগ—প্রভুর পুষ্পোদ্যানে গমন—উপ-
সংহার । ... ২৮২—৩০৩

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ—হোরাপঞ্চমী যাত্রা দর্শন ।

বন্দনা—রাজা প্রতাপরুদ্রের বৈষ্ণববেশে পুষ্পোদ্যানে গমন—প্রভুর
পদসেবা ও রাসের শ্রোকারুতি—প্রভু প্রেমে রাজাকে আলিঙ্গন করেন
ও ঐশ্বর্য দেখান—রাজার নির্গমন—বলগণি ভোগের প্রসাদ বর্ণন ও
ভোজন—জগন্নাথের রথ না চলা প্রভু সভক্ত রথঠেলিয়া চালান—জগ-
ন্নাথের শুভিচার আগমন—প্রভুর চাতুর্দাস্ত নিমন্ত্রণ—শুভিচার নৃত্য
কীর্ত্তন—জলকলি—নবদিন জগন্নাথবল্লভপুষ্পারামে স্থিতি—হোড়া পঞ্চমী
যাত্রাবর্ণন—মহাপ্রভু সভক্ত দর্শন করেন—স্বরূপের সহিত ব্রহ্ম-
দেবীর ভাব বিষয়ক প্রশ্নোত্তর—শ্রীবাস ও স্বরূপে আনন্দ কোকল—প্রভুর
নৃত্য—জগন্নাথের পুনযাত্রা—কুলীনগ্রামী সত্যরাজের প্রতি পট্টভূরী
আনয়নের আদেশ—উপসংহার । ... ৩০৩—৩১০

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ—সর্বভৌম গৃহে ভোজন বিলাস ।

বন্দনা—প্রভুর নিত্য ব্যবহার—মহাপ্রভু ও অদ্বৈতপ্রভু পরস্পরের
পূজা করেন—আচার্য্য ও অন্যান্য ভক্ত গৃহে প্রভুর ভোজন—কৃষ্ণ ভগ্নদ্বিমে
প্রভুর সভক্তে গোপবেশ ধারণ ও লণ্ডু ফিরান—বিজয়াদশমী দিনে প্রভুর
দুশিষ্যে হনুমানবেশ—প্রভুর ভক্তগণে গৌড়দেশে বিদার দান—অমুচর
সহিত নিত্যানন্দকে বঙ্গদেশে ভক্তি প্রচার জন্ত উপদেশ—শ্রীবাস পণ্ডিতকে
বিদার ও শচীমাতার জন্ত প্রসাদ, বস্ত্র দান ও খেদ—রাঘব পণ্ডিতের
মারিকেল ফল ও বিবিধ সেবার সুখ্যাতি—বাসুদেব দত্ত সম্বন্ধে শিবা-
জের প্রতি উপদেশ—কুলীনগ্রামী সত্যরাজের প্রতি নাম কীর্ত্তন

ও বৈষ্ণব প্রেমের উপদেশ—বৈষ্ণবের লক্ষণ কথন—খণ্ডের মুকুন্দ, দাসের প্রেমের সুখ্যাতি—রঘুনন্দনের সুখ্যাতি—সার্কভৌম ও বিদ্যা-বাচস্পতির প্রতি উপদেশ—মুরারিগুপ্তের রামভক্তির প্রশংসা—বাসু-দেব দত্ত জীবের পাপভার লইয়া নরক ভূজিতে চান—তাহার প্রসংশা—গদাধর পণ্ডিতের প্রতি জলেধরে বাসের আশা—ভক্তগণের গোঁড়ে গমন—সার্কভৌমগৃহে প্রভুর পাঁচ দিন নিমন্ত্রণ স্বীকার—সঙ্গীদিগের পর্য্যায় ক্রমে নিমন্ত্রণ—বাতির মাতার রক্তন বর্ণন—প্রভুর নিভূতে ভোজনে উপবেশন—ভট্টাচার্য্যের জামাতা অমোঘের নিন্দা—তাহার উপাখ্যান—অমোঘের বিমু-চিকা ব্যাধি ও প্রভুর কৃপা উপদেশ—অমোঘের প্রতি প্রভুর কৃপা—ভট্টাচা-র্য্যোপদেশ ও প্রভুর অমুরোধে অমোঘের প্রতি ক্ষমা—কলকতি। ৩৩০—৩৫৫

ষোড়শ পরিচ্ছেদ—পুন গোঁড় গমন বিলাস ।

বন্দনা—চৈতন্য প্রভুর বৃন্দাবন যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ—সার্কভৌম ও রামানন্দের কোণল—তৃতীয় বৎসরে গোঁড় হইতে ভক্তগণের সঙ্গীক আগমন—পূর্ববৎ রথযাত্রা দর্শন—নিত্যানন্দকে প্রতিবর্ষে নীলাচলা-গমনে নিষেধ—ভক্তগণের বিদায়—বিদ্যানিধির স্থিতি—ওড়নাঘটী ও মাড়ুরা বসনের উপাখ্যান—চারি বৎসর শেষ—পঞ্চম বৎসরে বঙ্গদেশ দিয়া বৃন্দাবন যাইবার ইচ্ছা—বিজয়াদশমীতে যাত্রা—ভুবনেশ্বর পথে কটকে আগমন—প্রতাপ কুন্দের সহিত মিলন—প্রতাপ কুন্দের আজ্ঞায় মহাপ্রভুর জন্য পথ সজ্জা ও সমারোহ—রাজার সপরিবারে প্রভুর সেবা—রাজসচিবদ্বয় ও রামা-নন্দ রায় সমভিব্যাহারে আইসেন—গদাধর পণ্ডিতের প্রতি উপদেশ ও বিদায়—রাজ সচিবদ্বয়ের যাজপুর হইতে প্রত্যাগমন—রেমুণা হইতে রামা-নন্দের বিদায়—পুটদেশ সীমান্ত প্রদেশে আগমন—উৎকলরাজপ্রতি-নিধির সহিত মিলন—মদ্যাপ যবনরাজের বৃত্তান্ত—তাহার প্রতি প্রভুর কৃপা—নৌকাযোগে প্রভুর যাত্রা—পিছলদা পর্য্যন্ত যবনরাজের প্রভু-সঙ্গে আগমন—প্রভুর পাণিহাটী আগমন—রাঘব পণ্ডিতের সহিত সন্নিগন—কুমারহাটে শ্রীবাসপণ্ডিতের সহিত সাক্ষাৎ—শিবানন্দের গৃহে আগ-মন—বাসুদেব ও বাচস্পতি গৃহে আগমন—কুলিয়া নগরে মাধব দাসের গৃহে সাত দিন স্থিতি—লাজিপুর্বে অবৈত গৃহে শচীমাতার সহিত মিলন—রামকলি আগমন—লোকসমারহ জন্য নাটশালা হইতে প্রত্যাগমন—

পুনঃ শান্তিপুরে দশদিন স্থিতি—রঘুনাথ দাসের বৃত্তান্ত—রঘুনাথ দাসের
প্রতি মহাপ্রভুর উপদেশ—শচীমাতা ও ভক্তগণের নিকট বিদায় গ্রহণ—
নীলাচলে প্রত্যাগমন—ভক্তগণের নিকট বঙ্গদেশ ভ্রমণ বৃত্তান্ত কথন—একাকী
বৃন্দাবনে বাইবার পরামর্শ—গদাধরের অহুরোধে বর্ষা চারিমাस নীলাচলে
স্থিতি—উপসংহার। ... ৩৫৫—৩৭৯

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ—বৃন্দাবন গমন।

বন্দনা—রামানন্দ ও স্বরূপের সহিত একাকী বৃন্দাবনে বাইবার যুক্তি—
তীর্থদেবের অহুরোধে বলভদ্র ভট্টাচার্য্য ও তদীয় ব্রাহ্মণকে সঙ্গে লইতে
স্বীকার—বনপথে বৃন্দাবনযাত্রা—বাজ্রাদি হিংস্রজন্তুদিগের সহিত লীলা-
বিহার—ঝারিখণ্ডের পথে পথে কৃষ্ণনাম প্রচার—পথে অন্নাদি সংগ্রহ ও
জ্ঞান ভোজনাদির নিয়ম—বলভদ্রের সেবার প্রভুর সুখাহুত্ব—বলভদ্রের
প্রতি অহুগ্রহ—কালীতে আগমন—তপন মিশ্রের সহিত সাক্ষাৎ—বিশেষ-
রাদি দর্শন—তপন মিশ্রের গৃহে দশ দিন স্থিতি—চন্দ্র শেখরের প্রতি কৃপা—
মহারাজী বিশ্রের আগমন—প্রকাশানন্দের সহিত তীর্থার কথোপকথন—
প্রকাশানন্দ মহাপ্রভুর নিন্দা করেন—মহারাজীর প্রতি প্রভুর নাম মাহাত্ম্য
কথন—প্রভুর মধুরার গমন—মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্যব্রাহ্মণের গৃহে স্থিতি—
তীর্থার হাতে প্রভুর ভিক্ষা গ্রহণ—মহাপ্রভুর তীর্থ দর্শন—বনবিহার—শারী-
তক প্রস্তোত্তর—প্রভুর প্রেমোদ্যাদ কথন। ... ৩৮০—৪০২

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ—শ্রীবৃন্দাবন দর্শন বিলাস।

বন্দনা—আরিষ্ঠ গ্রামে গমন—রাধাকৃষ্ণে জ্ঞান ও কৃষ্ণমাহাত্ম্যাকীর্জন—
গোবর্দ্ধন বিলাস—হরিন্দেব দর্শন—প্রভুর গোবর্দ্ধন আরোহণে অনিচ্ছা—
গোপালের স্নেহভরে গাঁতুলিগ্রামে অবতরণ—প্রভুর তথার গোপাল দর্শন—
শ্রীকৃষ্ণের গোপাল দর্শনের কথা—কামাবনে ভিন বিগ্রহ দর্শন—খদির
বন ও ভাণ্ডীর বনাদি দর্শন—অক্রুর তীর্থে স্থিতি—হরিনাম কীর্জন ও প্রচার
—কৃষ্ণদাস রাজপুতকে কৃপা—কালিয়দহে কৃষ্ণপ্রকাশের বৃত্তান্ত—জীব ও ঈশ্বর-
তবে ভেদ কথন—প্রভুর নিমন্ত্ৰণভোজন—প্রভুর প্রেমাবেশে বয়ুনা জলে
গতন—বলভদ্র ভট্টাচার্য্য কর্তৃক উত্তোষন—প্রভুকে বৃন্দাবন হইতে লইয়া
বাইবার যুক্তি—প্রয়াগ যাত্রা—রংশী রবে প্রভুর অচেতন—পাঠান সৈনিক-

শুক্লের আগমন ও উপাখ্যান—তাহাদের প্রতিকৃপা ও তাহাদিগকে বৈষ্ণব-
করন—প্রয়াগে আগমন—ত্রিবেণীস্নান—উপসংহার। ... ৪০৩—৪২২

উনবিংশ পরিচ্ছেদ—শ্রীকৃপানুগ্রহ ।

বন্দনা—রূপসনাতনের গৃহত্যাগের চিন্তা—রূপের উপায় উদ্ভাবন—
সনাতনের রাজ কার্যত্যাগ—রাজা কর্তৃক বন্ধন ও কারাদণ্ড—শ্রীকৃপের অনুরূপ
সহ গৃহত্যাগ—সনাতনের নিকট পত্নীপ্রেরণ—রূপের প্রয়াগে প্রভুর সহিত
মিলন—সনাতনের অসঙ্গ কথন—প্রয়াগে স্থিতি—বল্লভভট্টের আগমন—
ভট্টের সহিত শ্রীকৃপের পরিচয়—আধুলীগ্রামে বল্লভভট্টের গৃহে শশিষ্যে
প্রভুর গমন—ভট্টের গৃহে ভোজন—রঘুপতি উপাখ্যায়ের মিলন প্রসঙ্গ—
প্রয়াগে প্রত্যাগমন—রূপ শিক্ষা—ভক্তিরসকথন—জীবের স্বরূপ বিচার—
ভক্তিলতার কথন—সাধনভক্তি ও রতিভেদ—পঞ্চরসবর্ণন—শ্রীকৃপে
শক্তি সঞ্চার—রূপের প্রতি নীলাচলে মিলনের আশ্রয়—প্রভুর কাশীতে
প্রত্যাগমন—ভরুগণের সঙ্গে পুনর্মিলন—চন্দ্রশেখরের গৃহে স্থিতি—উপ-
সংহার। ... ৪২২—৪৫৬

বিংশতিতম পরিচ্ছেদ—সনাতন মিলন ।

বন্দনা—সনাতনের কার্যমুক্তি ও পলায়ন—পাতড়া পর্বতে আগমন—
ভূমিকের সহিত সাক্ষাৎ—মোহরের কথা—ঈশান ভূত্যের বিদায়—হাঙ্গিপু্রে
ভগিনীপতি শ্রীকান্তের সহিত সাক্ষাৎ—বারাণসী আগমন—চন্দ্রশেখরের গৃহে
প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ—উভয়ে কথোগকথন—তপনমিশ্র ও চন্দ্রশেখরের
সহিত পরিচয়—স্নানান্তে কৌপীনের কথা—ভোটকম্বলের কথা—সনাতনের
প্রশ্নজিজ্ঞাসা—প্রভুর শিক্ষা—জীবের স্বরূপ ও ঈশ্বরের শক্তি—মায়ামুক্ত
জীবের কৃষ্ণমূর্তি—সর্বজ্ঞের কথায় লুক্কায়িত পৈতৃক ধনাবিকারের দৃষ্টান্ত—
অভিধেয় কথন—কৃষ্ণের স্বরূপ বিচার—ত্রিবিধ সাধন—ভক্তি দ্বারা ভগবা-
নেব রূপভেদ কথন—স্বয়ং, তদেকায়ান্ত্র স্বাংশ কথন—প্রকাশ ও বিলাস-
ভেদে রূপভেদ—চক্রাদি ধারণভেদ—পুরুষাবতার ও লীলাবতার—গুণা-
বতার—সম্বন্তরাবতার—যুগাবতার—সনাতনের প্রশ্ন—প্রভুর উত্তর—শক্ত্যা-
বেশাবতার—বাল্যপৌরুষ ও ধর্ম—নিত্যলীলা কথন—জ্যোতিষচক্রের দৃষ্টান্ত—
কৃষ্ণের পুণ্ড্রমণি কথন। ... ৪৫৭—৫১০

• একবিংশ পরিচ্ছেদ—কৃষ্ণৈশ্বর্যমাধুর্য্যবর্ণন ।

নমস্কার—চিন্ময়বৈকুণ্ঠ বর্ণন—ঐশ্বর্য্যাবর্ণন—ব্রহ্মমোহন দৃষ্টান্ত—চিন্ময়
তিন আবাসের কথা—ত্রিপাদবিভূতি—ব্রহ্মার গর্ভচূর্ণের কথা—চিন্ময়
গোলোক, মথুরা, দ্বারিকা বর্ণন—কৃষ্ণের নরলীলা কথন—গোপীভাব—
প্রভুরঅনুরাগ । ... ৫১০—৫৩৩

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ—অভিধেয়তত্ত্ব বিচার ।

বন্দনা—ঈশ্বরের স্বরূপশক্তি—স্বাংশবিভিন্নাংশভেদ—স্বাংশে চতুর্বাহ
অবতার—বিভিন্নাংশে জীব—নিভামুক্ত—নিভাসংসারী—ভক্তিমাহাত্ম্য—
বর্ণাশ্রমের নিকৃষ্টতা—সকাম সাধনের নিকৃষ্টতা—সাধুসঙ্গ—সাধুমাহাত্ম্য—
শ্রদ্ধালক্ষণ—ত্রিবিধ ভক্তাধিকারী—ঐশ্বর্য্য লক্ষণ—অসং নম্রের দোষ কথন—
বর্ণাশ্রমধর্ম্মত্যাগ—শরণাগতি—আত্মসমর্পণ—সাধনভক্তি লক্ষণ—বৈধী, রাগা-
নুগাভেদ—সাধনভক্তির অঙ্গ—একান্ত ও পূর্ণাঙ্গসাধন—বিধি ধর্ম্মত্যাগ—রাগা-
নুগার প্রকৃতি—রাগান্বিত্য—বাহ্য ও অন্তর সাধন—সাধকও সিদ্ধদেহকথন
—স্বপ্ন ভাবে সাধন—প্রেমাকুরের রতি ও ভাবভেদ—ফলশ্রুতি । ৫৩৩—৫৭৪

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ—প্রয়োজন বিচার ।

বন্দনা—প্রেমলক্ষণ—প্রেমের ক্রমবিকাশ—প্ৰীত্যকুর—রতিচিহ্ন—প্রেম-
চিহ্ন—প্রেমবৃদ্ধিতে মানাদিকথন—পঞ্চরতি—পঞ্চরস—স্বায়ীভাব—বিভাব
অনুভাব, সাংখ্যিক ও ব্যাভিচারী কথন—পঞ্চবিধ রসের প্রকৃতিভেদ—প্রেম-
বৈচিত্র—রাধাকৃষ্ণের রসই সর্বপ্রধান—কৃষ্ণের গুণ বর্ণন—শ্রীরাধিকার
গুণকথন—যুগলভাবে অধিকারী—সনাতনকে ভক্তিশাস্ত্র প্রচারের উপ-
দেশ—ভাগবতসিদ্ধান্ত কথন—সনাতনকে বরদান—ফলশ্রুতি । ৫৭৫—৫৯৯

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ আত্মারাম শ্লোকার্থ কথন ।

বন্দনা—সনাতনের প্রশ্ন—শ্লোকের প্রতিপদের ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা—
জ্ঞান, যোগ, ভক্তি, ত্রিবিধ সাধনপন্থা—উপাসক ত্রিবিধ, অকাম, মোক্ষকাম—
সর্বকাম, সকল প্রকার কামনা সাধুসঙ্গ, কৃষ্ণসেবা ও ভক্তি দ্বারা
বিদূরিত হয়—জ্ঞানমার্গের উপাসকভেদ কথন—আত্মারাম শব্দের বিধি
অর্থ—ব্যাধ ও নারদ সংবাদে সাধুসঙ্গের মাহাত্ম্য কথন—বিধি ও রাগ-
মার্গে বত্রিশ প্রকার তত্ত্বভেদ বত্রিশ অর্থ—সর্বগুণ শ্লোকের একমুষ্টি

অর্থ করণ—ভাগবতের প্রশংসা—সনাতনের প্রতি বৈষ্ণবস্বত্তি প্রচারের
ভার্যাপণ—চৈতন্যপ্রভু কর্তৃক তাহার স্বত্বকরণ—সনাতনের স্বভাব বর্ণন
—উপসংহার । ... ৫৯৯—৬৫৬

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ—পুনর্নীলাচল গমন ।

মুগ্ধবন্ধু—প্রভুর নিন্দা—মহারাত্রী ব্রাহ্মণের গৃহে নিমন্ত্রণ—পরমহংস-
দিগের সহিত প্রভুর নিমন্ত্রণ স্থলে মিলন—তাহাদের সহিত বিচার ও তাহা-
দের পরাজয়—প্রকাশানন্দের শিষ্য কর্তৃক প্রভুর সুখ্যাতি—আচার্য্যভাব্যের
নিন্দা—মহাপ্রভুর বিষ্ণুমাধবমন্দিরে নৃত্যকীর্তন—লোকসংঘট্ট—প্রকাশা-
নন্দের সশিষ্য আগমন—প্রকাশানন্দের সহিত প্রভুর শিষ্টালাপ—প্রকাশান-
ন্দের ক্ষিত্বাসা—প্রভুর চতুঃশ্লোকীর ব্যাখ্যা করণ—সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়ো-
জন, সংক্ষেপকথন—শ্রীমন্তাগবতই বেদের ভাষা—ভাগবতের প্রশংসা
—পরমহংস সমক্ষে আত্মারাম শ্লোকের একঘটি প্রকার ব্যাখ্যাকরণ—
কাশীবাসী সকলে বৈষ্ণব হয়েন—ভক্তিপ্রচার ও নামসংকীৰ্ত্তন—ভক্তদিগকে
সঙ্গে যাইবার নিষেধ—একাকী নীলাচলযাত্রা—সনাতনের বৃন্দাবনযাত্রা
—রূপের সঙ্গে মথুরায় সুবুদ্ধিরায়ের মিলন—সুবুদ্ধিরায়ের বৃত্তান্ত—রূপের
একমাত্র বৃন্দাবনদর্শন—গঙ্গাতীর পথে প্রয়াগযাত্রা—সনাতনের মথুরায়
গমন ও সুবুদ্ধি রায়ের নিকট রূপের প্রয়াগ যাত্রা শ্রবণ—সনাতন কর্তৃক
শাস্ত্রপ্রকাশ ও লুপ্ত তীর্থের প্রকটীকরণ—রূপের কাশী আগমন—রূপের
গৌড়ে যাত্রা—প্রভুর নীলাদ্রি গমন ও ভক্তগণের সঙ্গে মিলন—মধ্যলীলার
অনুবাদ কথন—উপসংহার । ... ৬৫৬—৬৮৯

শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত ।

মধ্যলীলা ।

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

যস্য প্রসাদাদজ্ঞোহপি সদ্যঃ সৰ্ব্বজ্ঞতাং ব্রজেৎ ।

স শ্রীচৈতন্যদেবো মে ভগবান্ সংপ্রসীদতু ॥ ১ ॥

‘যস্য’ চৈতন্যস্য ‘প্রসাদাৎ’ অনুগ্রহাৎ ‘অজ্ঞঃ’ মূর্খোজনঃ ‘অপি’ ‘সদ্যঃ’
ভৎক্ষণাৎ ‘সৰ্ব্বজ্ঞতাং’ ত্রিকালজ্ঞতাং ‘ব্রজেৎ’ প্রাপ্নুয়াৎ ‘সঃ’ ‘শ্রীচৈতন্যদেবঃ’
‘ভগবান্’ ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণঃ ‘মে’ মহ্যঃ ‘সংপ্রসীদতু’ প্রসন্নোভবতু । ১ ।

যাঁহার প্রসাদে মূৰ্খব্যক্তিও মুহূর্ত্তমাত্রে সৰ্ব্বজ্ঞ হয়, সেই
ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব আমাকে প্রসন্ন হউন । ১ ।

বন্দে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দো সহোদিতৌ ।

গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ চিত্রৌ শনৌ তমোভূদৌ ॥ ২ ॥

জয়তাং সুরতো পঙ্গোশ্রমমন্দমতে গতি ।

মৎসৰ্ব্বস্বপদাস্তোজৌ রাধা মদনমোহনৌ ॥ ৩ ॥

দীব্যদ্বন্দ্বারণ্য কল্পক্রমাধঃ শ্রীমদ্রত্নাগার সিংহাসনস্থৌ ।

শ্রীমদ্রাধা শ্রীল গোবিন্দ দেবৌ, প্রেষ্ঠানীতিঃ সেব্য-

মানৌ স্মরামি ॥ ৪ ॥

শ্রীমান্রাসরসারস্তী বংশীবটতটস্থিতঃ ।

কর্ষণবেণুশ্বনৈ গোপী গোপীনাথঃ শ্রিয়েস্তনঃ ॥ ৫ ॥

আদিলীলার ২, ১৫, ১৬ ও ১৭ শ্লোকে ক্রমান্বয়ে এই
শ্লোক গুলির টীকা ও ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে । ২ । ৩৪৫।

জয় জয় গৌরচন্দ্র ! জয় কৃপাসিদ্ধ !

জয় জয় শচীশ্রুত ! জয় দীনবন্ধু !

জয় জয় নিত্যানন্দ ! জয় ঐক্যচন্দ্র !

জয় জয় ত্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ !

পূর্বে কহিল আদি লীলার সূত্রগণ ;

যাহা বিস্তারিয়াছেন দাস বৃন্দাবন ।

অতএব তার আমি সূত্রমাত্র কৈল ;

যে কিছু বিশেষ সূত্র মধ্যেই কহিল ।

এবে কহি শেষ লীলার মুখ্য সূত্রগণ ;

প্রভুর অশেষ লীলা সম্যক না যায় বর্ণন ।

তার মধ্যে যেই ভাগ দাস বৃন্দাবন

চৈতন্য মঙ্গলে বিস্তারি করিল বর্ণন ;

সেই ভাগের ইহঁা সূত্র মাত্র লিখিব ;

ইহঁা বে বিশেষ কিছু তাহা বিস্তারিব ।

চৈতন্য লীলার বাস দাস বৃন্দাবন ;

তাঁর আঞ্জায় করোঁ তাঁর উচ্ছিষ্ট চর্ষণ ।

ভক্তি করি শিরে ধরি তাঁহার চরণ ;

শেষ লীলার সূত্র এবে করিয়ে বর্ণন ।

চব্বিশ বৎসর প্রভুর গৃহে অবস্থান ;

তাহঁা যে করিল লীলা আদিলীলা নাম ।

চব্বিশ বৎসর শেষ যেই মাঘ মাস ;

তার শুরু পক্ষে প্রভু করিলা সন্ন্যাস ।

সন্ন্যাস করিয়া চব্বিশ বৎসর অবস্থান ;

তাহঁা যেই লীলা তাঁর শেষ লীলা নাম ।

শেষ লীলার মধ্য, অন্ত্য, দুই নাম হয় ;

লীলা ভেদে বৈষ্ণব সব নাম ভেদ কর ।

তার মধ্যে ছয় বৎসর গমনাগমন ;
 নীলাচল, গোড়, সেতুবন্ধ, বৃন্দাবন ;
 তাঁহা যেই লীলা তার 'মধ্য লীলা' নাম ।
 তার পাছে লীলা 'অন্ত্যলীলা' অভিধান ।
 আদিলীলা, মধ্যলীলা, অন্ত্যলীলা আর ; (১)
 এবে মধ্যলীলার কিছু করিয়ে বিস্তার ।
 অষ্টাদশ বর্ষ কেবল নীলাচলে স্থিতি ;
 আপনি আচরি জীবৈ শিকাইল ভক্তি ।
 তার মধ্যে ছয় বৎসর ভক্তগণ সঙ্গে ;
 প্রেমভক্তি প্রবর্তাইল নৃত্য গীত রঙ্গে ।
 নিত্যানন্দ প্রভুরে পাঠাইল গোড় দেশে ;
 তঁহি গোড়দেশ ভাগাইল প্রেম রসে ।
 সহজেই নিত্যানন্দ কৃষ্ণ প্রেমোদ্দাম ; (২)
 প্রভু আজ্ঞায় কৈল যাহা তাঁহা প্রেমদান ।
 তাঁহার চরণে মোর কোটি নমস্কার ;
 চৈতন্তের ভক্তি যিঁহ লওয়াইল সংসার (৩) ।
 চৈতন্ত গোঁসাই যারে বলে বড় ভাই ;
 তঁহি কহে 'মোর প্রভু চৈতন্ত গোঁসাই ।'
 যদ্যপি আপনে হন প্রভু বলরাম ;
 তথাপি চৈতন্তের করেন দাস অভিমান ।
 'চৈতন্ত সেব, চৈতন্ত গাও, লও চৈতন্ত নাম ;
 চৈতন্তে যে ভক্তি করে সেই মোর প্রাণ ।'
 এইমত লোকে চৈতন্ত ভক্তি লওয়াইল ;
 দীন, হীন, নিন্দুক সবারে নিস্তারিল ।

১ অন্ত্যলীলা আর—'অন্ত্যলীলা সার' পাঠও আছে ।

২ প্রেমোদ্দাম—প্রেম বিষয়ে মুক্ত হস্ত ; দাতা ।

৩ চৈতন্তের ভক্তি—'চৈতন্তের শ্রিয়' পাঠও আছে ।

তবে প্রভু ব্রজে পাঠাইল রূপ সনাতন (১) ;
 প্রভু আজ্ঞায় হই ভাই আইলা বৃন্দাবন ।
 ভক্তি প্রচারিয়ে সর্ব তীর্থ প্রকাশিল ;
 মদনগোপাল গোবিন্দের সেবা প্রচারিল ।
 নানাশাস্ত্র আনি কৈল ভক্তি গ্রন্থ সার ;
 মূঢ় অধম জনের করিল নিস্তার ।
 প্রভু আজ্ঞায় কৈল সব শাস্ত্রের বিচার ;
 ব্রজের নিগূঢ় ভক্তি করিল প্রচার ।
 হরি ভক্তি বিলাস, আর ভাগবতামৃত ;
 দশম টিপ্পনী, আর দশম চরিত (২) ;
 এই সব গ্রন্থ কৈল গোঁসাই সনাতন ।
 রূপ গোঁসাই কৈল যত কে করু গণন ?
 প্রধান প্রধান কিছু করিয়ে গণন ;
 লক্ষগ্রন্থ কৈল ব্রজ বিলাস বর্ণন ;
 রসামৃত সিদ্ধ, আর বিদগ্ধ মাধব ;
 উজ্জ্বল নীলমণি, আর ললিত মাধব ;
 দানকেলি কোঁমুদী, আর বহু স্তবাবলী ;
 অষ্টাদশ লীলাছন্দ, আর পদ্যাবলী । (৩)
 গোবিন্দ বিরুদাবলী, তাহার লক্ষণ ;
 মথুরা মাহাত্ম্য আর নাটক লক্ষণ । (৪)
 লঘু ভাগবতমৃতাদি কে করু গণন ?
 সর্বত্র করিল ব্রজবিলাস বর্ণন ।

১ তবে প্রভু ব্রজে পাঠাইল—কোন কোন পুঁথিতে 'ব্রজে' শব্দ নাই ।

২ দশম টিপ্পনী আর দশম চরিত—সনাতন গোঁসামীকৃত শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধের টীকার নাম ক্রমসম্বর্ত্ত ।

৩ পদ্যাবলী—'পদ্যাবলী' পাঠও আছে ।

৪ নাটক লক্ষণ—'নাটক বর্ণন' পাঠও আছে ।

তাঁর ভাতিশুজ নাম শ্রীজীব গোসাঁই ;
 যত ভক্তি গ্রন্থ কৈল তার অন্ত নাই ।
 শ্রীভাগবত সন্দর্ভ নাম গ্রন্থ বিস্তার ;
 ভক্তি সিদ্ধান্ত তাতে লিখিয়াছেন সার । (১)
 গোপাল চন্দ্র নামে গ্রন্থ মহাপুর ;
 নিত্য লীলা স্থাপন, বাহে ব্রজরসপুর ।
 এই মত নানা গ্রন্থ করিয়া প্রকাশ ;
 গোষ্ঠি সহিতে কৈল বৃন্দাবনে বাস ।
 প্রথম বৎসরে অষ্টতাতি ভক্তগণ ;
 প্রভুরে দেখিতে কৈল নীলাঞ্জি গমন ।
 রথযাত্রা দেখি তাঁহা রহিল চারিমাস ;
 প্রভু সঙ্গে নৃত্য গীত পরম উল্লাস ।
 বিদায় সময় প্রভু কহিল সবারে ;
 ‘প্রত্যক্ষ আসিবে সবে গুণ্ডিচা দেখি বারে’ । (২)
 প্রভু আজায় ভক্তগণ প্রত্যক্ষ আসিয়া ;
 গুণ্ডিচা দেখিয়া যান প্রভুরে মিলিয়া ।
 দ্বাদশ বৎসর এঁছে কৈল গতাগতি ; (৩)
 অন্তোন্তে হুঁহার হুঁহা বিনা নাহি স্থিতি ।
 শেষ আর যেই রহে দ্বাদশ বৎসর ;
 কৃষ্ণের বিরহ লীলা প্রভুর অন্তর ।
 নিরন্তর রাত্রিদিন বিরহ উন্মাদে ;
 হাসে, কান্দে, নাচে, গায় পরম বিষাদে ।

- ১ শ্রীভাগবতসন্দর্ভ...সার—‘ভক্তিসিদ্ধান্তের তাতে দেখাএাছে পার।’ এরূপ পাঠও আছে। ভাগবত সন্দর্ভের অপরা নাম বটসন্দর্ভ ; ইহাতে কৃষ্ণ-সন্দর্ভ, ভক্তিসন্দর্ভ প্রভৃতি ছয়টি সন্দর্ভ বিচার বর্ণিত আছে।
- ২ গুণ্ডিচা দেখিবারে—রথের পর উটোরথ পর্যন্ত জগন্নাথের ‘গুঞ্জা’ বাড়ী অবস্থিতিকালে যে উৎসব হয় তাহা দেখিতে। আদিলীলা ২৯৯ পৃষ্ঠা ১ টীকা দেখ।
- ৩ দ্বাদশবৎসর—পুথির পাঠ ‘বিংশতি বৎসর’।

যে কালে করেন জগন্নাথ দরশন ;
 মনে ভাবে কুকক্ষেত্রে পাঞাছি মিলন ।
 রথযাত্রায় আগে যবে করেন নর্ত্তন ;
 তাই। এইপদ মাত্র করয়ে গায়ন :—
 তথাহি পদং ।

‘সেই ত পরাণ নাথকে পাইলু ;
 বাঁহা লাগি মদন দহনে দহি গেলু’ ।

এই ধূয়া গানে নাচে দ্বিতীয় প্রহর ;
 কৃষ্ণ লঞা ব্রজে যাই এ ভাব অন্তর ।
 এই ভাবে নৃত্য মধ্যে পড়ে এক শ্লোক ;
 সেই শ্লোকের অর্থ কেহ নাহি বুঝে লোক ।

তথাহি কাব্যপ্রকাশে প্রথমোক্তাসে চতুর্থাক্ষধৃতং তথা
 পদ্যাবল্যাং ত্রিশতাধিকাশীত্যক্ষধৃতঞ্চ কস্তাশ্চিৎ নায়িকায়
 বচনং

‘যঃ কৌমারহরঃ স এবহি বরস্তাএব চৈত্রক্ষপা
 স্তেচোন্মীলিত মালতী সুরভয়ঃ প্রোঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ
 সা চৈবান্মি তথাপি তত্র সুরত ব্যাপার লীলা বিবৌ,
 রেবারোধং সি বেতসী তরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠ্যতে ॥৬॥

হে সখি ! ‘যঃ’ যো নামকঃ ‘কৌমারহরঃ’ কৌমারে হরতি চোরয়তি মন
 ইতিশেষ যঃ সঃ কৌমারাবস্থায়ঃ সন্তোঃগেচ্ছোৎপাদনেন মম মনঃ হরতি ‘হি’
 নিশ্চিতং ‘স এব’ জনঃ ‘বরঃ’ ব্রীযতে অঙ্গীক্রিয়তে যেনাসৌ বরঃ সএব জনঃ
 অধুনা মম নায়কো বর্ত্ততে ইত্যর্থঃ ‘তাএব’ ‘চৈত্রক্ষপাঃ’ পূর্ববদেব বসন্ত
 রজন্তঃসন্তি ‘চ’ পুনঃ ‘তে’ পূর্ববৎ ‘উন্মীলিত মালতী সুরভয়ঃ’ উন্মীলিতাঃ
 বিকসিতা যানি মালতীপুষ্পানি তেষাং সুরভয়ঃ গন্ধাঃ যেষু তে ‘প্রোঢ়াঃ’
 পরমসুখদাঃ ‘কদম্বানিলাঃ’ বহন্তীতিশেষঃ ‘চ’ পুনঃ ‘সা’ পূর্ববৎ নব
 যৌবনা অহমেব ‘অন্মি’ স্যাং নতু বয়োঁধিকা ‘তথাপি’ ‘সুরত ব্যাপারলীলা-

ত্রিধৌ' শৃঙ্গার ক্রীড়া কৌশল বিষয়ে 'তত্র' 'রেবারোধসি' রেবানামনদী
তীরে 'বেতসী তরুতলে' বেত্রলতাচ্ছাদিত নিকুঞ্জবনে মম 'চেতঃ' 'সমুৎ-
কর্ষণতে' খিদাতে । ৬ ।

কোন নায়িকা বলিতেছে হে সখি ! যিনি কৌমার
কালে আমার মন হরণ করিয়াছিলেন, এক্ষণেও তিনি
আমার কান্ত রহিয়াছেন, সেই সকল মধুযামিনীও বর্তমান,
পূর্বের ন্যায় বিকসিত মালতী সুরভি সম্পৃক্ত পরম সুখদ
বসন্তানিলও প্রবাহিত হইতেছে, এবং সেই আমিও আছি ;
তথাচ সুরতলীলা বিষয়ে রেবাভীরের সেই বেতসীকানন
মনে করিয়া আমার চিত্ত উৎকর্ষিত হইতেছে ॥ ৬ ॥

এইশ্লোকের অর্থ জানে একেলা স্বরূপ ;
দৈবে সে বৎসর তাহাঁ গিয়াছেন রূপ ।
প্রভুমুখে শ্লোক শুনি শ্রীরূপ গৌসাক্ষি ;
সেই শ্লোকের অর্থ শ্লোক করিল তথাই ।
শ্লোক করি এক তাল পত্রিতে লিখিয়া ;
আপন বাঁসার চালে রাখিল গুঁজিয়া ।
শ্লোক রাখি গেলা সমুদ্র স্নান করিতে ;
হেনকালে আইলা প্রভু তাঁহারে মিলিতে ।
হরিদাস ঠাকুর, আর রূপ, সনাতন ;
জগন্নাথ মন্দিরে এই না যান তিনজন ।
মহাপ্রভু জগন্নাথের উপলভোগ দেখিয়া ; (১)
নিজ গৃহে যান এই তিনেরে মিলিয়া ।
এই তিন মধ্যে যবে থাকে যেইজন ;
তাঁরে আসি আপনে মিলে প্রভুর নিয়ম ।
দৈবে আসি প্রভু যবে উদ্ভেঁতে চাহিল ;
চালে গৌড়া তালপত্রে সেই শ্লোক পাইল ।

শ্লোক পড়ি প্রভু আছেন আবিষ্ট হইঞা ;
 রূপ গোসাঞি আসি পড়িলা দণ্ডবৎ হইঞা ।
 উঠি মহাপ্রভু তাঁরে চাপড় মারিয়া
 কহিতে লাগিলা কিছু কোলেতে করিয়া :—
 ‘মোর শ্লোকের অভিপ্রায় কেহ নাহি জানে ;
 মোর মনের কথা তুই জানিলি কেমনে’ ?
 এত বলি তাঁরে বহু প্রসাদ করিঞা
 স্বরূপ গোসাঠিরে শ্লোক দেখাইল লঞা ।
 স্বরূপে পুছেন প্রভু হইয়া বিস্মিতে ;
 ‘মোর মনের কথা রূপ জানিলি কেমনে ?’
 স্বরূপ কহেন ‘যাতে জানিল তোমার মন ;
 তাতে জানি হয় তোমার রূপার ভাজন’ ।
 প্রভু কহে ‘তারে আমি সন্তুষ্ট হইয়া ;
 আলিঙ্গন কৈল সর্ব শক্তি সঞ্চারিয়া ।
 যোগ্যপাত্র হয় গুঢ় রস বিবেচনে ; (১)
 তুমিহ কহিও তাঁরে গুঢ় রস রাখানে’ ।
 এসব কহিব আগে বিস্তার করিয়া ;
 সংক্ষেপে উদ্দেশ কৈল প্রস্তাব পাইয়া ।

তথাহি শ্রীরূপগোস্বামিচরণৈঃ উত্তোহয়ং শ্লোকঃ

‘প্রিয়ঃসোহয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্র মিলিত
 স্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমস্থখং
 তথাপ্যন্তঃ খেলনমধুরমুরলী পঞ্চম জুষে
 মনো মে কালিন্দী পুলিন বিপিনায় স্পৃহয়তি’ ॥ ৭ ॥

কৃষ্ণেন সহ কুরুক্ষেত্র মিলিতা শ্রীরাধা সখীঃ প্রত্যাহঃ হে ‘সহচরি’ ‘সঃ’
 বৃন্দাবনবিহারী ‘অয়ং’ দৃষ্টমানঃ ‘প্রিয়ঃ’ মম প্রাণবল্লভঃ ‘কৃষ্ণঃ’ ‘কুরুক্ষেত্র-
 মিলিতঃ’ প্রভাস যজ্ঞস্থলে ময়া সহ মিলিতঃ ‘তথা’ পুনঃ ‘অহং’ ‘সঃ’ বৃন্দাবন-

১ গুঢ় রস বিবেচনে—নিগুঢ় রসের মীমাংসা বিষয়ে রূপ গোস্বামী যোগ্যপাত্র ।

বিলাসিনী 'রাধা' । 'তৎ' বৃন্দাবনবৎ ইদং, বর্তমানং 'উভয়োঃ' রাধা-কৃষ্ণয়োঃ
'সঙ্গমস্থলং' পরস্পরং মিলনজনিত লীলাস্থলং ভবতি ; 'তথাপি' 'মে' মম
'মনঃ' 'অন্তঃ' খেলনমধুর মুরলী পঞ্চম জুবে' অন্তঃ বনমধ্যে খেলন্তী ক্রীড়ন্তী
যা মধুরমুরলী তস্তাঃ পঞ্চমং পঞ্চমস্বরং উচ্চৈঃস্বরমিতিয়াবৎ জুবেতে সেবতে
য স্তম্ভে 'কালিন্দীপুলিনায়' যমুনাতীরকাননায় 'স্পৃহয়তি' কালিন্দী-
পুলিনমাকাংক্ষতি ইত্যর্থঃ । ৭ ।

কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণের সহিত মিলিতা হইয়া শ্রীরাধা সখীকে
বলিতেছেন হে সখি ! সেই বৃন্দাবনবিহারী প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ
এখানে উপস্থিত, আমিও সেই রাধা তাঁহার সহিত মিলিতা
হইয়াছি, আমাদের পরস্পরের সন্দর্শনজনিত মিলন স্থখও
সেইরূপ, তথাপি শ্রীবৃন্দাবনের নিকুঞ্জকাননোস্থিত মধুর
মুরলীধ্বনি, যাহা যমুনাপুলিন আন্দোলিত করিয়া ক্রীড়া
করিয়া বেড়াইত, তাহার জন্ত আমার মন সমুৎসুক হই-
তেছে । ৭ ।

এই শ্লোকের সংক্ষেপার্থ শুন ভক্তগণ !

জগন্নাথ দেখি যৈছে প্রভুর ভাবন :—

শ্রীরাধিকা কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণের দর্শন

যদাপি পায়েন তবু ভাবেন ঐছন :—

'রাজবেশ হাতি ঘোড়া মহুয়া গহন ;

কাঁহা গোপ বেশ কাঁহা নির্জল বৃন্দাবন ।

সেই ভাব সেই কৃষ্ণ সেই বৃন্দাবন ;

যবে পাই তবে হয় বাঞ্ছিত পূরণ ।'

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে দ্ব্যশীতিতমোধ্যায়ে পঞ্চত্রিংশৎ
শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি গোপীবাক্যং

‘আহুশ্চতেনলিননাভ পদারবিন্দং
 যোগেশ্বরৈ হৃদি বিচিন্ত্যমগাধ বোধৈঃ
 সংসার কূপপতিতৌত্তরণাবলম্বং
 গেহং জুযামপিমনস্ব্যদিয়াং সদা নঃ’ ॥ ৮ ॥ *

গোপাঃ ‘আহুশ্চ’ প্রার্থয়ামাহুশ্চ হে ‘নলিননাভ’ পদ্মনাভ ! ‘তে’ তব ‘পদারবিন্দং’ ‘গেহং জুযামপি’ গৃহসেবিনীনামপি ‘নঃ’ অস্মাকং ‘মনসি’ ‘সদা’ ‘উদিয়াং’ আবির্ভবেদিতাস্থয়ঃ । পদারবিন্দং কথমুত্তং ‘অগাধবোধৈঃ’ অগাধঃ গভীরঃ বোধঃ জ্ঞানং যেষাং তৈঃ ‘যোগেশ্বরৈঃ’ যোগিশ্রেষ্ঠৈঃ ‘হৃদি’ অন্তঃকরণে ‘বিচিন্ত্যং’ চিন্তনীয়ং পুনঃ ‘সংসার কূপপতিতৌত্তরণাবলম্বং’ সংসার এব কূপস্তস্মিন পতিতানাং পাপীনামিত্যর্থঃ উত্তরণায় উত্থাপনায় অবলম্বং অবলম্বাতে যং তৎ আশ্রয়রূপং । ৮ ।

গোপীগণ কুরুক্ষেত্রে ক্লৃণকে প্রাপ্ত হইয়া প্রার্থনা করিলেন, হে পদ্মনাভ ! সংসার কূপে পতিতদিগকে উত্তোলন করিবার অবলম্বস্বরূপ তোমার পদারবিন্দ, গভীর জ্ঞানী যোগেশ্বরগণই সর্বদা হৃদয়ে চিন্তা করিয়া থাকেন । আমরা গৃহে থাকিয়া সেবা করিলেও যেন আমাদের মনে তাহা সর্বদা উদয় হয় । ৮ ।

‘তোমার চরণ মোর ব্রজপুর ঘরে ;

উদয় করয়ে যদি তবে বাঞ্ছা পূরে ।’

* ইহার পরে নৃত্যলাল শীলের গ্রন্থে দশমস্কন্ধের ৮৩ অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে : কিন্তু অন্য কোন গ্রন্থে তাহা দেখা গেল না । শ্লোকটি এই :—

‘তএবং লোকনাথেন পরিপৃষ্টাঃ হুসংকৃতাঃ

অত্ভূচ্ছৃষ্ট মনসস্তৎ পাদেক্ষ্যং তং বদঃ’ ।

ভাগবতের শ্লোকার্থ বিশদ করিয়া ;

রূপগোঁসাই শ্লোক কৈল লোক বুঝাইয়া ।

তথাহি ললিতমাধবে দশমাস্ত্রে একত্রিংশ শ্লোকে

শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণং প্রত্যাহ

‘যা তে লীলারস পরিমলোদ্গারি বন্যাপরীতা,

ধন্যা ক্ষৌণী বিলসতি বৃত্তা মাধুরীমাধুরীভিঃ

তত্রাস্মাভিশ্চটুল পশুপীভাব মুক্তান্তরাভিঃ

সংবীতস্বং কলয় বদনোল্লাসি বেণু বিহারং’ ॥ ৯ ॥

হে কৃষ্ণ, ‘তে’ তব ‘লীলারস পরিমলোদ্গারি বন্যাপরীতা’ লীলৈব রস স্তস্য পরিমলঃ গন্ধস্তং উদ্গারতি বমতি নিঃসারয়তীত্যর্থঃ যা বন্যা বন সমূহঃ তয়া পরীতা যুক্তা ‘মাধুরী মাধুরীভিঃ’ অতিশয় মধুরতাভিঃ ‘বৃত্তা’ ব্যাপ্ত ‘ধন্যা’ সফলজন্মা ‘যা’ ‘ক্ষৌণী’ ব্রজভূমিরিত্যর্থঃ ‘বিলসতি’ সর্বোৎকর্ষণে বর্ততে ‘তত্র’ ভূবি বৃন্দাবনে ইত্যর্থঃ ‘চটুল পশুপীভাব মুক্তান্তরাভিঃ’ চটুলশৃঙ্খলো পশুপীষু গোপীষু ভাবো যস্য সঃ শ্রীকৃষ্ণ ইত্যর্থঃ তস্মিন্ মুক্তানি অন্তরাণি যাসাং তাভিঃ ‘অস্মাভিঃ’ গোপীভিঃ সহ ‘সংবীতঃ’ যুক্তঃ সন্ ‘স্বং’ ‘বিহারং’ ‘কলয়’ কুরু । কথন্তৃতস্বং ‘বদনোল্লাসি বেণুঃ’ বদনে উল্লাসী প্রকাশমানঃ বেণুর্যস্য সঃ । ৯ ।

কৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার উক্তি হে কৃষ্ণ ! যে স্থান সকল মাধুর্য্যের মাধুরী পরিবৃত্তা হইয়া ধন্যা হইয়াছে, যেখানে বন সমূহ তোমার লীলারসের পরিমল উদ্গীর্ণ করিতেছে, আমরা প্রভৃতি গোপবালা গণ যেখানে তোমার ভাবে মোহিত হইয়া কতরূপ চপলতা প্রকাশ করিতেছি, তুমি বেণুগান করিয়া সেই ব্রজধামে আমাদের সহিত বিহার কর । ৯ ।

এই মতে মহাপ্রভু দেখি জগন্নাথে ;
 শ্রুতদ্রা সহিত দেখে বংশী নাট হাতে ।
 'ত্রিভঙ্গ সুন্দর ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন
 কাঁহা পাব' এই বাঞ্ছা বাড়ে অনুক্ষণ ।
 রাধিকার উদ্ভাদ যৈছে উদ্ধব দর্শনে ;
 উদ্ভূর্ণা প্রলাপ তৈছে প্রভুর রাত্রি দিনে ।
 দ্বাদশ বৎসর শেষ ঐছে গোড়াইল ;
 এইমত শেষ লীলার বিধান কহিল । (১)
 সন্ন্যাস করি চব্বিশ বৎসর কৈল যে যে কর্ম ;
 অনন্ত অপার তার কে জানিবে মর্ম্ম ?
 উদ্দেশ করিতে করি দিগ্ দরশন ;
 মুখ্য মুখ্য লীলার করি সূত্র গণন ।
 প্রথম সূত্র প্রভুর সন্ন্যাস করণ ;
 সন্ন্যাস করি প্রেমাবেশে চলিল বৃন্দাবন ।
 রাঢ়দেশে তিন দিন করিলা ভ্রমণ ;
 প্রেমোত্তে বিহ্বল বাহ্য নাহিক স্মরণ ।
 নিত্যানন্দ প্রভু মহাপ্রভু ভুলাইয়া ;
 গঙ্গাতীরে লঞা আইলা যমুনা বলিয়া ।
 শান্তিপুরে আচার্য্যের গৃহে আগমন ;
 প্রথম ভিক্ষা কৈল তাঁহা রাত্রে সংকীৰ্ত্তন ।
 মাতা ভক্তগণে তাঁহা করিল মিলন ;
 সর্ব সমাধান করি কৈল নীলাস্ত্রি গমন ;
 পথে নানা লীলারস দেব দরশন ;
 মাধব পুরীর কথা গোপাল স্থাপন । (২) ।

১। বিধান কহিল—“বিধান করিল” পাঠও আছে ।

২। মাধব পুরীর কথা—মধ্যলীলা ৪র্থ পরিচ্ছেদে বিশেষ বৃত্তান্ত দেখ ।

ক্ষীর চুরির কথা সাক্ষী গোপাল বিবরণ ;
 নিত্যানন্দ কৈল প্রভুর দণ্ড ভঞ্জন ।
 ক্রুদ্ধ হঞা একা গেলা জগন্নাথ দেখিতে ;
 দেখিয়া মুচ্ছিত হঞা পড়িল ভূমিতে ।
 সার্কর্ভোম লঞা গেলা আপন ভবন
 তৃতীয় প্রহরে হৈল প্রভুর চেষ্টন
 নিত্যানন্দ, জগদানন্দ, দামোদর, মুকুন্দ ; (১) ।
 পাছে আসি মিলি সবে পাইলা আনন্দ ।
 তবে সার্কর্ভোমে প্রভু প্রসাদ করিল ;
 আপন ঈশ্বর মূর্তি তাঁরে দেখাইল ।
 তবে ত করিলা প্রভু দক্ষিণ গমন ;
 কূর্মক্ষেত্রে কৈল বাসুদেব বিমোচন ।
 জিরড় নৃসিংহে কৈল নৃসিংহ স্তবন ;
 পথে পথে গ্রামে গ্রামে নাম প্রবর্তন ।
 গোদাবরী তীর বনে বৃন্দাবন ভ্রম ;
 রামানন্দ রায় সনে তাঁহাঞি মিলন ।
 ত্রিমল্ল ত্রিপদী স্থান কৈল দরশন ;
 সর্কর্ত্র করিল কৃষ্ণ নাম প্রচারণ ।
 তবেত পাষণ্ডীগণ করিল দলন ;
 অহো বল নৃসিংহাদি কৈল দরশন । (২) ।
 ত্রিরঙ্গ ক্ষেত্রে আইলা কাবেরীর তীর ;
 ত্রিরঙ্গ দেখিয়া প্রেমে হইলা অস্থির ।
 ত্রিমল্ল ভট্টের ঘরে কৈল প্রভু বাস ;
 তাঁহাঞি রহিলা প্রভু বর্ষা চারি মাস ।

১। দামোদর মুকুন্দ—‘আর মুকুন্দ’ পাঠও আছে ।

২। অহোবল নৃসিংহাদি—এই সব বৃত্তান্ত মধ্যলীলা ৭ম ৮ম ও ৯ম পরিচ্ছেদে
 সবিস্তার বর্ণিত হইয়াছে ।

শ্রীবৈষ্ণব ত্রিমল্ল ভট্ট পরম পণ্ডিত ; (১) ।
 গৌসাইর পাণ্ডিত্য প্রেমে হইলা বিস্মিত ।
 চাতুর্মায়া তাঁহা প্রভু শ্রীবৈষ্ণব সনে ;
 গোড়াইল নৃত্যগীত কৃষ্ণ সংকীৰ্ত্তনে ।
 চাতুর্মায়াস্তরে পুনঃ দক্ষিণে গমন ;
 পরমানন্দ পুরী সহ তাঁহাই মিলন ।
 তবে ভট্টমারী হৈতে কৃষ্ণদাসের উদ্ধার ; (২)
 রামজপী বিপ্রমুখে কৃষ্ণ নাম প্রচার ।
 শ্রীরঙ্গপুরী সহ তাঁহাই মিলন ;
 রামদাস বিপ্লবের কৈল দুঃখ বিমোচন ।
 তত্ত্ববাদী সহ কৈল তত্ত্বের বিচার ;
 আপনাকে হীন বুদ্ধি হৈল তা'সবার ।
 অনন্ত, পুরুষোত্তম, শ্রীজনার্দন ;
 পদ্মনাভ, বাসুদেব কৈল দরশন ।
 তবে প্রভু কৈল সপ্ততাল বিমোচন ;
 সেতুবন্ধ স্নান, রামেশ্বর দরশন ।
 তাঁহাট করিল কুর্মা পুরাণ শ্রবণ ;
 মায়াসীতা নিলে রাবণ তাহাতে লিখন ।
 শুনিয়া প্রভুর আনন্দিত হৈল মন ;
 রামদাস বিপ্লবের কথা হইল স্মরণ ।
 সেই পুরাতন পত্র আগ্রহে আনিল ;
 রামদাসে দেখাইয়া দুঃখ খণ্ডাইল ।
 ব্রহ্মসংহিতা কর্ণামৃত হুই পুঁথি পাঞা ;
 হুই পুস্তক লঞা আইল উত্তম জানিঞা ।
 পুনঃ নীলাচলে প্রভু গমন করিল ;
 ভক্তগণ মিলি দ্বা স্নান যাত্রা দেখিল ।

১। শ্রীবৈষ্ণব—শ্রীস্প্রদায় ভুক্ত বৈষ্ণব । আদিলীলা ৮৯ পৃষ্ঠার টীকা দেখ ।

২। ভট্টমারী.....রাম জপী বিপ্র—পরে ১ম, ৯ম পরিচ্ছেদ দেখ ।

অনবসরে জগন্নাথের না পাঞা দরশন ; (১) ।
 বিরহে আলালনাথে করিল গমন । (২) ।
 ভক্ত সঙ্গে দিন কত তাঁহাই রহিল ;
 গোড়ের ভক্ত আইসে সমাচার পাইল ।
 নিত্যানন্দ প্রভু তবে আগ্রহ করিয়া ;
 নীলাচলে আইলা মহাপ্রভুকে লইয়া ।
 বিরহে বিবল প্রভু গোষ্ঠায় রাত্রিদিনে ;
 হেন কালে আইলা গোড়ের ভক্তগণে ।
 সবে মিলি যুক্তি করি কীর্তন আরম্ভিল ;
 কীর্তন আবেশে প্রভুর মনস্থির হৈল ।
 পূর্বে যবে প্রভু রামানন্দেরে মিলিলা ;
 নীলাচলে আসিবারে তাঁরে আজ্ঞা দিলা ।
 রাজ আজ্ঞা লঞা তিহঁ আইলা কত দিনে ;
 রাত্রি দিনে কৃষ্ণ কথা রামানন্দ সনে ।
 কাশীমিশ্রে কৃপা, প্রছাদ মিশ্রাদি মিলন ;
 পরমানন্দ পুরী, গোবিন্দ, কাশীশ্বরগমন ।
 দামোদর স্বরূপ মিলন, পরম আনন্দ ;
 শিখি মাহাতি মিলন, রায় ভবানন্দ ।
 গোড় হৈতে সর্ক বৈষ্ণবের আগমন ;
 কুলীন গ্রামবাসী সঙ্গে প্রথম মিলন ।
 নরহরি দাস আদি যত খণ্ডবাসী ;
 শিবানন্দ সঙ্গে মিলিলা সবে আসি ।
 স্নানযাত্রা দেখি প্রভু সঙ্গে ভক্তগণ ;
 সব লঞা কৈল প্রভু গুণ্ডিচা মার্জন ।

- ১। অনবসরে—নিয়মিত সময় ব্যতীত জগন্নাথদেবের মন্দিরের দ্বারঃ
 যখন চৈতন্য প্রভু দর্শন জন্য গিয়াছিলেন, তখন দ্বার রুদ্ধ ছিল ।
- ২। আলালনাথ—এই স্থান পুরীর দক্ষিণ ।

সবা সঙ্গে তবে রথযাত্রা দরশন ;
 রথ আগে নৃত্য করি উদ্যান গমন ।
 প্রতাপ কন্ডেরে কুশা কৈল সেই স্থানে ;
 গোড়ের ভক্তে আত্মা দিল বিদায়ের দিনে :—
 ‘প্রত্যক্ষ আসিবে রথযাত্রা দরশনে’ ;
 এই ছলে চাহে ভক্তগণের মিলনে ।
 সার্কর্ভোম ঘরে প্রভুর ভিক্ষা পরিপাটি ;
 ষাঠীর মাতা কহে ‘ধাতে রাণী হউক ষাঠী’ । (১) ।
 বর্ষান্তরে অষ্টমীতাদি ভক্তের আগমন ;
 শিবানন্দ সেন করে সবার পালন ।
 শিবানন্দের সঙ্গে আইলা কুকুর ভাগ্যবান ;
 প্রভুর চরণ দেখি কৈল অন্তর্ধান ।
 পথে সার্কর্ভোম সহ সবার মিলন ;
 সার্কর্ভোম ভট্টাচার্য্যের কাশীতে গমন ।
 প্রভুরে মিলিল। সর্ব বৈষ্ণব আসিয়া ;
 জলকীড়া কৈল প্রভু সবারে লইয়া ।
 সবা লঞা কৈল গুণ্ডিচা গৃহ সংমার্জন ;
 রথযাত্রা দরশনে প্রভুর নর্তন ।
 উপবনে কৈল প্রভু বিবিধ বিলাস ;
 প্রভুর অভিষেক কৈল বিপ্র কৃষ্ণদাস ।
 গুণ্ডিচাতে নৃত্য অন্তে কৈল জলকেলি ;
 হোরাপঞ্চমীতে (২) দেখিল লক্ষ্মীদেবীর কেলি ।
 কৃষ্ণজন্ম যাত্রাতে প্রভু গোপবেশ হৈল ;
 দধিরভার বহি তবে লগুড় ফিরাইল ।
 গোড়ের ভক্তগণে তবে করিল বিদায় ;
 সঙ্গেব ভক্তলঞা করে কীর্তন সদায় ।

১। রাণি হউক ষাঠী—এই সব বৃত্তান্ত পরে কথিত হইবে । মধ্যলীলা ১৫ পরিচ্ছেদ দেখ ।

২। হোরাপঞ্চমী...লক্ষ্মীদেবীর কেলি পরে বর্ণিত হইবে মধ্যলীলা ১৪ শ পঃ ।

- বৃন্দাবন বাইতে কৈল গোড়েরে গমন ;
 প্রতাপরুদ্র কৈল পথে বিবিধ সেবন । (১)
 পুরী গোঁসাই সঙ্গে বস্ত্র প্রদান প্রসঙ্গ ; (২)
 রামানন্দ রাগ আইলা ভদ্রক পর্য্যন্ত ।
 আসি বিদ্যাবাচস্পতি গৃহেতে রহিলা ; (৩)
 প্রভুরে দেখিতে লোক সংঘট্ট হইলা ।
 পঞ্চদিন দেখে লোক নাহিক বিশ্রাম ;
 লোক ভয়ে রাতে প্রভু আইলা কুলিয়া গ্রাম । (৪)
 কুলিয়া গ্রামেতে প্রভুর শুনি আগমন ;
 কোটি কোটি লোক আসি কৈল দরশন ।
 কুলিয়া গ্রামে কৈল দেবানন্দেরে প্রসাদ ; (৫)

- ১। প্রতাপ রুদ্র কৈল পথে.....সেবন—মধ্যলীলা ১৬ পরিচ্ছেদ দেখ ।
 ২। বস্ত্র প্রদান প্রসঙ্গ—পরমানন্দপুরী মহাপ্রভুর অল্পপস্থিত সময়ে তাঁহার স্মৃতি চিত্র
 রূপ পরিধেয় বহির্বাস চাহিয়া লইয়াছিলেন ।
 ৩। আসি বিদ্যাবাচস্পতি গৃহেতে রহিলা—অর্থাৎ গৌরচন্দ্র উৎকল দেশস্থ ভদ্রক
 ার হইতে বঙ্গদেশে আগমন করতঃ কুমার হট্ট (হালিসহর) নগরে বিদ্যাবাচস্পতির
 হ অবস্থিতি করিলেন । বাচস্পতি সার্বভৌমের ভ্রাতা ও নবদ্বীপবাসী মহাশয় বিশা-
 দর পুত্র । পথের বিশেষ বৃত্তান্ত মধ্য লীলা ১৬ পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে ।
 ৪। কুলিয়া গ্রাম—নবদ্বীপের নিকটস্থ গ্রাম ; এখানে আসিয়া গৌরচন্দ্র মাধব দাসের
 হ অবস্থিতি করিয়াছিলেন ।
 ৫। দেবানন্দেরে প্রসাদ—নবদ্বীপস্থ দেবানন্দ পণ্ডিত ; ইনি সার্বভৌমের পিতা মহে-
 । বিশারদের প্রতিবাসী ও পরম জ্ঞানী ও ধার্মিক ব্যক্তি ছিলেন । ইনি ভাগবত শাস্ত্র
 ধ্যান ও অধ্যাপনা করিতেন । চৈতন্য জন্মবার পূর্বে এক দিন শ্রীবাস পণ্ডিত ইঁহার
 ালে ভাগবত শুনিতে গিয়াছিলেন ও শুনিয়া প্রেমে অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া ছিলেন ।
 হার ছাত্রগণ সেই অবস্থায় শ্রীবাসকে টানিয়া বাহিরে ফেলাইয়া দিয়াছিল ; দেবা-
 ন তাহা নিবারণ করেন নাই । এই কথা বিশ্বস্তর জানিতে পারিয়া একদিন পণ্ডিতকে
 নেক ভৎসনা করিয়া ছিলেন । দেবানন্দ পণ্ডিত ভাগবতাদ্যাপক হইলেও ভক্তিহীন
 ালেন ; সন্ন্যাস গ্রহণান্তে চৈতন্যদেব কুলিয়া গ্রামে আসিলে এক দিন বস্ত্রের পণ্ডিত
 যমে নাচিতে নাচিতে দেবানন্দকে আলিঙ্গন করতঃ চৈতন্য প্রভুর নিকটে লইয়া
 য়াছিলেন । কথিত আছে যে ভক্তজন সংসর্গে দেবানন্দ তৎক্ষণাৎ প্রেম ভক্তির আবাদন
 িখিতে পারিয়াছিলেন । প্রভু তখন তাঁহাকে ভাগবতের ভক্তিপঙ্কের অর্থ বুঝাইয়া

সবা সঙ্গে তবে রথযাত্রা দরশন ;
 রথ আগে নৃত্য করি উদ্যান গমন ।
 প্রতাপ কন্ডেরে কৃষ্ণা কৈল সেই স্থানে ;
 গোড়ের ভক্তে আচ্ছা দিল বিদায়ের দিনে :—
 ‘প্রতাপ আসিবে রথযাত্রা দরশনে’ ;
 এই ছলে চাহে ভক্তগণের মিলনে ।
 সার্কভৌম ঘরে প্রভুর ভিক্ষা পরিপাটি ;
 বাগীর মাতা কহে ‘ধাতে রাণ্ডী হউক বাগী’ । (১) ।
 বর্ষান্তরে অষ্টোত্তাদি ভক্তের আগমন ;
 শিবানন্দ সেন করে সবার পালন ।
 শিবানন্দের সঙ্গে আইলা কুকুর ভাগ্যবান ;
 প্রভুর চরণ দেখি কৈল অন্তর্ধান ।
 পথে সার্কভৌম সহ সবার মিলন ;
 সার্কভৌম ভট্টাচার্যের কাশীতে গমন ।
 প্রভুরে মিলিল। সর্ক বৈষ্ণব আসিয়া ;
 জলকীড়া কৈল প্রভু সবারে লইয়া ।
 সবা লঞা কৈল গুণ্ডিচা গৃহ সংমার্জন ;
 রথযাত্রা দরশনে প্রভুর নর্তন ।
 উপবনে কৈল প্রভু বিবিধ বিলাস ;
 প্রভুর অভিষেক কৈল বিপ্র কৃষ্ণদাস ।
 গুণ্ডিচাতে নৃত্য অন্তে কৈল জলকেলি ;
 হোরাপঞ্চমীতে (২) দেখিল লক্ষ্মীদেবীর কেলি ।
 কৃষ্ণজন্ম যাত্রাতে প্রভু গোপবেশ হৈল ;
 দধিরভার বহি তবে লগুড় ফিরাইল ।
 গোড়ের ভক্তগণে তবে করিল বিদায় ;
 সঙ্গের ভক্তলঞা করে কীর্তন সদায় ।

১। রাণ্ডী হউক সাগী—এই সব বৃত্তান্ত পরে কথিত হইবে । মধ্যলীলা ১৫ পরিচ্ছেদে দেখ ।

২। হোরাপঞ্চমী...লক্ষ্মীদেবীর কেলি পরে বর্ণিত হইবে মধ্যলীলা ১৪ শ পঃ ।

- বৃন্দাবন যাইতে কৈল গোড়েরে গমন ;
 প্রতাপরুদ্র কৈল পথে বিবিধ সেবন । (১)
 পুরী গোঁসাই সঙ্গে বস্ত্র প্রদান প্রসঙ্গ ; (২)
 রামানন্দ রায় আইলা ভদ্রক পর্যাস্ত ।
 আসি বিদ্যাবাচস্পতি গৃহেতে রহিলা ; (৩)
 প্রভুরে দেখিতে লোক সংঘট হইলা ।
 পঞ্চদিন দেখে লোক নাহিক বিশ্রাম ;
 লোক ভয়ে রাত্রে প্রভু আইলা কুলিয়া গ্রাম । (৪)
 কুলিয়া গ্রামেতে প্রভুর শুনি আগমন ;
 কোটি কোটি লোক আসি কৈল দরশন ।
 কুলিয়া গ্রামে কৈল দেবানন্দেরে প্রসাদ ; (৫)

১। প্রতাপ রুদ্র কৈল পথে.....সেবন—মধ্যলীলা ১৬ পরিচ্ছেদ দেখ ।

২। বস্ত্র প্রদান প্রসঙ্গ—পরমানন্দপুরী মহাপ্রভুর অনুপস্থিতি সময়ে তাঁহার স্মৃতি চিত্র স্বরূপ পরিধেয় বহির্বাস চাহিয়া লইয়াছিলেন ।

৩। আসি বিদ্যাবাচস্পতি গৃহেতে রহিলা—অর্থাৎ গৌরচন্দ্র উৎকল দেশস্থ ভদ্রক নগর হইতে বঙ্গদেশে আগমন করতঃ কুমার হট্ট (হালিসহর) নগরে বিদ্যাবাচস্পতির গৃহে অবস্থিতি করিলেন । বাচস্পতি সার্বভৌমের জাতা ও নবদ্বীপবাসী মহেশ্বর বিশা-
 রদের পুত্র । পথের বিশেষ বৃত্তান্ত মধ্য লীলা ১৬ পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে ।

৪। কুলিয়া গ্রাম—নবদ্বীপের নিকটস্থ গ্রাম ; এখানে আসিয়া গৌরচন্দ্র মাধব দাসের গৃহে অবস্থিতি করিয়াছিলেন ।

৫। দেবানন্দেরে প্রসাদ—নবদ্বীপস্থ দেবানন্দ পণ্ডিত ; ইনি সার্বভৌমের পিতা মহেশ্বর বিশারদের প্রতিবাসী ও পরম জ্ঞানী ও ধার্মিক ব্যক্তি ছিলেন । ইনি ভাগবত শাস্ত্র অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিতেন : চৈতন্য জন্মবার পূর্বে এক দিন শ্রীবাস পণ্ডিত ইঁহার টোনে ভাগবত শুনিতে গিয়াছিলেন ও শুনিয়া প্রেমে অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া ছিলেন । তাঁহার ছাত্রগণ সেই অবস্থায় শ্রীবাসকে টানিয়া বাহিরে ফেলাইয়া দিয়াছিল ; দেবানন্দ তাহা নিবারণ করেন নাই । এই কথা বিশ্বস্তর আনিতে পারিয়া একদিন পণ্ডিতকে অনেক ভৎসনা করিয়া ছিলেন । দেবানন্দ পণ্ডিত ভাগবতাদ্যাপক হইলেও ভক্তিহীন ছিলেন ; সন্ন্যাস গ্রহণান্তে চৈতন্যদেব কুলিয়া গ্রামে আসিলে এক দিন বক্তৃতার পণ্ডিত প্রেমে নাচিতে নাচিতে দেবানন্দকে আলিঙ্গন করতঃ চৈতন্য প্রভুর নিকটে লইয়া গিয়াছিলেন । কথিত আছে যে ভক্তজন সংসর্গে দেবানন্দ তৎক্ষণাৎ প্রেম ভক্তির আশ্বাদন বৃত্তিতে পারিয়াছিলেন । প্রভু তখন তাঁহাকে ভাগবতের ভক্তিপঙ্কের অর্থ বুঝাইয়া

গোপাল বিপ্রেস কুমাইল শ্রীবাস অপরাধ । (১)

পার্বণী নিন্দুক আসি পড়িলা চরণে ;

অপরাধ ক্ষমি তারে দিল কৃষ্ণপ্রেমে ।

বৃন্দাবনে যাবেন প্রভু শুনি নৃসিংহানন্দ ; (২)

পথ সাজাইল মনে পাইঞা আনন্দ ।

কুলিয়া নগর হৈতে পথ রক্তে বান্ধাইল ;

নিবৃত্ত পুষ্পশয্যা উপরে পাতিল ।

পথে ছুইদিগে পুষ্প বকুলের শ্রেণী ;

মধ্যে মধ্যে ছুই পাশে দিব্য পুষ্করিণী ।

রক্ত বীধা ঘাট তাহে প্রফুল্ল কমল ;

নানা পক্ষী কোলাহল সুধা সম জল ।

শীতল সমীর বহে নানা গন্ধ লঞা ;

কানাইর নাটশালা পর্যন্ত লইল বান্ধিয়া । (৩)

আগে মন নাহি চলে না পারে বান্ধিতে ;

পথ বান্ধা না যায়, নৃসিংহ হইলা বিস্মিতে ।

নিশ্চয় করিয়া কহে 'গুন ভক্তগণ !

এবার না যাবেন প্রভু শ্রীবৃন্দাবন ।

দিলেন ও তদবধি তিনি ভক্তিপক্ষে ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন । চৈতন্য ভাগবত আদি খণ্ড ২১ ও শেষ খণ্ড ৩ অধ্যায় দেখ ।

১ । গোপাল বিপ্রেস—অর্থাৎ চাঁপাল গোপালের অপরাধ মার্জনা করিলেন । আদি লীলা ৩৬৯ হইতে ৩৭১ পৃষ্ঠায় এই বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে ।

২ । নৃসিংহানন্দ—ইহার প্রকৃত নাম প্রহ্লাদব্রহ্মচারী নিবাস উড়িষ্যা । নৃসিংহো পাসক ছিলেন বলিয়া মহাপ্রভু ইঁহাকে নৃসিংহানন্দ বলিয়া ডাকিতেন । ইঁহার সহিত প্রথমে নীলাচলে মিলন হয় । চৈতন্য প্রভু মথুরায় যাইবেন বলিয়া ইঁহার মনে মনে সাধ হইয়াছিল যে কুলিয়া গ্রাম হইতে মথুরা পর্যন্ত পথ রক্ত দিয়া বীধাইয়া দেন । মনে মনে কানাইর নাটশালা পর্যন্ত পথ বীধা সমাপ্ত হইলে আর বীধিতে ইচ্ছা হইল না । তাহাতে তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে সেবার গৌরচন্দ্রের বৃন্দাধন যাওয়া হইবে না । কানাইর নাটশালা হইতে প্রত্যাবর্তন করিবেন ।

৩ । কানাইর নাট শালা—রাক্ষসহলের নিকট স্থিত গ্রাম

‘কানাইর নাটশালা হৈতে আসিব ফিরিয়া ;
 জানিবে পশ্চাৎ কহিল নিশ্চয় করিয়া’ ।
 গৌসাক্ষি কুলিয়া হৈতে চলিল বৃন্দাবন ;
 সঙ্গে সহশ্রেক লোক যত ভক্তগণ ।
 যাহা যায় প্রভু তাঁহা কোটি সংখ্য লোক ;
 দেখিতে আইসে দেখি থণ্ডে ছুঃখ শোক ।
 যাহা যাহা প্রভুর চরণ পড়ে চলিতে চলিতে ;
 সে মৃত্তিকা লয় লোক ; গর্ভ হয় পথে ।
 ঐছে চলি আইলা প্রভু রামকেলি গ্রাম ;
 গোড়ের নিকটে গ্রাম অতি অল্পপাম ।
 তাহাঁ নৃত্য করে প্রভু প্রেমে অচেতন ;
 কোটি কোটি লোক আইসে দেখিতে চরণ ।
 গোড়েশ্বর যবন রাজা প্রভাব শুনিয়া
 কহিতে লাগিলা কিছু বিস্মিত হইয়া ;
 ‘বিনি দানে এত লোক যার পাছে হয় ;
 সেই ত গৌসাক্ষি ইহা জানিহ নিশ্চয় ।
 কাজী যবন ইহার না করিহ হিংসন ;
 আপন ইচ্ছায় বলুন যাঁহা উহার মন’ । (১)
 কেশব ছত্ৰীয়ে রাজা বার্তা পুছিল ;
 প্রভুর মহিমা ছত্ৰী উড়াইয়া দিল :
 ‘ভিখারী সন্ন্যাসী করে তীর্থ পর্যটন ;
 তাঁরে দেখিবারে আইসে ছুই চারি জন ।
 যবনে তোমার ঠাই করয়ে লাগানি ;
 তাঁর হিংসায় লাভ নাহি, হয় আরও হানি’ ।
 রাজারে প্রবোধি কেশব ব্রাহ্মণ পাঠাইয়া
 চলিবার তরে প্রভুকে কহিল পাঠাইয়া ।
 দবীর খাসেরে রাজা পুছিল নিভুতে ;

গৌসাইর মহিমা তিঁহ লাগিলা কহিতে :
 'বে তোমারে রাজ্য দিল যে তোমার গৌসায়ী ;
 তোমার দেশে তোমার ভাগ্যে জন্মিল আসিয়া ।
 তোমার মঙ্গল বাঞ্ছে, বাক্য নিদ্ধ হয় ;
 ইঁহার আশীর্ব্বাদে তোমার সর্ব্বজ্ঞেতে জয় ।
 মোরে কেন পুত ? তুমি পুত্ৰ আপন মন ;
 তুমি নরাধিপ হও, বিষ্ণু অংশ সম ।
 তোমার চিত্তে চৈতন্তেরে কৈছে হয় জ্ঞান ?
 তোমার চিত্তে যেই লয়, সেই ত প্রমাণ' ।
 রাজা কহে 'শুন মোর মনে হেন লয় ;
 সাক্ষাৎ ঈশ্বর ইঁহ নাহিক সংশয় ।'
 এত কহি রাজা গেলা নিজ অভ্যন্তরে ;
 তবে দবীরধাস আইল আপনার ঘরে ।
 ঘরে আসি দুইভাই যুকতি করিয়া ;
 প্রভু দেখিবারে চলে বেশ লুকাইয়া ।
 অর্দ্ধরাত্রি দুইভাই আইলা প্রভুস্থানে ;
 প্রথমে মিলিলা নিতানন্দ হরিদাস সনে ।
 তাঁরা দুইজন জানাইল প্রভুর গোচরে ;
 'রূপ সাকর মল্লিক আইলা তোমা দেখিবারে' ।
 দুই গুচ্ছ তৃণ দুঁহে দশনে ধরিয়া ;
 গলে বস্ত্র বান্ধি পড়ে দণ্ডবৎ হঞা ।
 দৈন্যরোদন করে আনন্দে বিস্মল ;
 প্রভু কহেন 'উঠ ! উঠ ! হইল মঙ্গল' ।
 উঠি দুই ভাই তবে দস্তে তৃণ ধরি
 দৈন্য করি স্তুতি করে করঘোড় করি ।
 'জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দয়াময় !
 পতিতপাবন জয় ! জয় মহাশয় !
 নীচ জাতি, নীচ সঙ্গে করি নীচ কায ;
 তোমার অশ্রুতে প্রভু কহিতে বাসি লাজ ।

‘তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ববিভাগে সাধনভক্তিলহর্যাং
পঞ্চদশাঙ্কধৃতপদ্মপুরাণং—

‘মন্তুল্যো নাস্তি পাপাত্মা নাপরাধীচ কশ্চন ।

পরিহারেহপি লজ্জা মে কিং ক্রবে পুরুষোত্তম’ ॥ ১০ ॥

হে ‘পুরুষোত্তম’ ‘মন্তুলাঃ’ মম সমানঃ ‘কশ্চনঃ’ জনঃ ‘পাপাত্মা’ ‘নাস্তি’
‘চ’ পুনঃ ‘অপরাধী’ ‘ন’ অস্তীতি শেষঃ । ‘পরিহারেহপি’ তব সমীপে নিবেদনেপি
‘মে’ মম ‘লজ্জা’ ভবতীতি শেষঃ অতএব অহং ত্বাং ‘কিং’ ‘ক্রবে’ কিংকথয়ামি । ১০ ।

হে পুরুষোত্তম ! আমার ন্যায় পাপাত্মা ও অপরাধী
আর নাই ; আপনার নিকট পরিহার করিতেই লজ্জা হই-
তেছে, তা কি আর বলিব ? ॥ ১০ ॥

‘পতিত তারিতে প্রভু তোমার অবতার ; (১)

আমা বহি জগতে পতিত নাহি আর ।

জগাই মাধাই ছুই করিলে উদ্ধার ;

তঁাহা উদ্ধারিতে শ্রম নহিল তোমার ।

ব্রাহ্মণ জাতি তারা নবদ্বীপে ঘর ;

নীচ সেবা নাহি করে, নহে নীচের কুপ'র । (২)

সবে এক দোষ তার হয়ে পাপাচার ;

পাপরাশি দহে নামাভাসেতে তোমার ।

তোমার নাম লঞা করে তোমার নিন্দন ;

সেই নাম হৈল তার মুক্তির কারণ ।

জগাই মাধাই হৈতে কোটি কোটি গুণ

অধম পতিত পাপী আমি হুইজন ।

শ্বেচ্ছ জাতি, শ্বেচ্ছসঙ্গী, করি' শ্বেচ্ছ কৰ্ম্ম ;

গোব্রাহ্মণ দ্রোহী সঙ্গে আমার সঙ্গম ।

মোর কৰ্ম্ম মোর হাতে গলায় বান্ধিয়া ;

১ পতিত তারিতে—অন্য পাঠ “পতিত পাবন হেতু” ।

২ কুপ'র—জাহ্নু ; অর্থাৎ দাস বা কিস্কর ।

‘কুবিষয় বিষ্ঠাগর্ভে দিয়াছে ফেলাইয়া ।
 আমা উদ্ধারিতে বনী নাহি ত্রিভুবনে ;
 পতিতপাবন তুমি সবে তোমা বিনে ।
 আমা উদ্ধারিয়া যদি দেখাও নিজ বল ;
 পতিতপাবন নাম তবে সে সফল ।
 সত্য এক বাত কহৌ শুন দয়াময় !
 যোবিহু দয়ার পাত্র জগতে নাহি হয় ।
 মোরে দয়া করি কর স্বদয়া সফল ;
 অখিল ব্রহ্মাণ্ড দেখুক তোমার দয়াবল ।

তথাহি গোস্বামি পাদোক্তশ্লোকঃ

‘ন মুখা পরমার্থ মেবমে

শৃণু বিজ্ঞাপনমেক মগ্রতঃ ।

যদি মে ন দয়িষ্যসে তদা

দয়নীয় স্তব নাথ দুর্লভঃ’ ॥ ১১ ॥

হে ‘নাথ’ ‘অগ্রতঃ’ তব সাক্ষাৎ ‘মে’ মম ‘একং’ ‘বিজ্ঞাপনং’ অস্তীতি শেষঃ ‘শৃণু’ ভববধানং কুরু । এতৎ ‘পরমার্থঃ’ বাস্তবঃ যথার্থমিতিষ্যাবৎ ‘ন’ ‘মুখা’ মিথ্যা ‘এব’ ভবতি । ‘যদি’ ‘মে’ মহ্যং ‘ন’ ‘দয়িষ্যসে’ দয়াং ন করিষ্যসি ‘তদা’ ‘তব’ ‘দয়নীয়ঃ’ দয়াপাত্রঃ ‘দুর্লভঃ’ ভবিষ্যতীতি শেষঃ । ১১।

হে নাথ ! আপনার সাক্ষাতে আমার একটা নিবেদন আছে, আপনি শ্রবণ করুন ; ইহা সত্যকথা, মিথ্যা নহে । যদি আমাকে আপনি দয়া না করেন, তবে আপনার দয়ার পাত্র অতি দুর্লভ ॥ ১১ ॥

‘আপনা অযোগ্য দেখি মনে পাও ক্ষোভ ;
 তথাপি তোমার গুণে উপহার লোভ ।
 বামন হইয়া চাঁদ ধরিতে ইচ্ছা করে ; (১)
 তৈছে মোর এই বাঞ্ছা উঠয়ে অন্তরে’ ।

তথাহি গোম্বামি পাদোক্তশ্লোকঃ

‘ভবন্তুমেবানুচরম্মিরন্তরঃ

প্রশান্ত নিঃশেষ মনোরথান্তরঃ

কদাহমৈকান্তিক নিত্য কিঙ্করঃ

প্রহর্ষয়িম্যামি সনাথজীবিতং’ ॥ ১২ ॥

হে প্রভো ! ‘কদা’ কন্মিন্ কালে ‘অহং’ ‘ঐকান্তিকনিত্যকিঙ্করঃ’
নিত্যং অজস্রং সেবকঃ সন্ ‘সনাথজীবিতং’ নাথেন সহ বর্তমানং জীবিতং
জীবনং ‘প্রহর্ষয়িম্যামি’ সন্তোষয়িম্যামি । অহং কীদৃশঃ ‘ভবন্তুমেব’ ‘অনু-
চরন্’ ভবদনুগতঃ ‘নিরন্তরঃ’ নিন্দাস্তি অন্তরং ব্যবধানং যন্ত সঃ । পুনঃ
‘প্রশান্তনিঃশেষমনোরথান্তরঃ’ প্রশান্তং বিরতং নিঃশেষেণ মনোরথান্তরং
হৃদন্তাভিলাষঃ যন্ত সঃ । ১২ ।

হে নাথ ! কবে নিঃশেষরূপে বিষয়বাসনা বিসর্জন
দিয়া নিরন্তর তোমার অনুচর ও নিত্যকিঙ্কর হইয়া, তোমার
সেবাত্রিতে আত্মসমর্পণ করতঃ জীবনকে সুখী করিতে সক্ষম
হইব ? । ১২ ।

শুনি মহাপ্রভু কহে ‘শুন দবীর খাস !

তুমি দুই ভাই মোর পুরাতন দাস ।

আজি হৈতে দৌহার নাম রূপ, সনাতন ;

দৈন্ত ছাড়, তোমার দৈন্তে ফাটে মোর মন ।

দৈন্ত পত্নী লিখি মোরে পাঠালে বার বার ;

সেই পত্নীতে জানি তোমার ব্যবহার ।

তোমার অদয় ইচ্ছা জানি পত্র দ্বারে ;

শিক্ষাইতে শ্লোক লিখি পাঠাইল তোমায়ে । (১)

১ শিখাইতে ইত্যাদি—অন্যপাঠ ‘তোমা শিক্ষাইতে শ্লোক কহি বারে বারে’ ; ‘তোমার
শিক্ষায় শ্লোক লিখিআছি বারে বারে’ ।

তথাহি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোক্তশ্লোকঃ

‘পরবাসিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্ম্মসু ।

তমেবা স্বাদয়ত্যন্ত নবসঙ্গ রসায়নং’ । ১৩ ।

‘পরবাসিনী’ পরে উপপত্তৌ বাসনং আসক্তিঃ অস্যাঃ অস্তীতি উপ-
পতিসঙ্গমেচ্ছুঃ ‘নারী’ কুলবধুঃ ‘গৃহকর্ম্মসু’ রজনভোজনাদিবা্যপারেষু
‘ব্যগ্রাপি’ অতিব্যস্ত্যপি ‘অন্তঃ’ স্বাস্তে ‘তমে’ নিশ্চিতং ‘নবসঙ্গরসায়নং’
অভিনব সঙ্গম সুখং রস বিশেষং ‘আস্বাদয়তি’ আস্বাদনং কুরুতে তদন্তগবতি
মানসং যাজনীয়মিতি ধ্বনিতং । ১৩ ।

উপপতিতে আসক্তা কুলকামিনী গৃহকর্ম্মে ব্যস্তা থাকি-
য়াও মনে মনে যেমন নব সঙ্গমজাত রসবিশেষ আস্বাদন
করিয়া থাকে, তদ্রূপ ভগবানে মন অর্পিত রাখিবে । ১৩ ।

‘গোড় নিকটে আসিতে নাহি প্রয়োজন ;
তোমা দৌড়া দেখিতে মোর ইহা আগমন ।
এই মোর মনের কথা কেহ নাহি জানে ;
সবে বলে ‘কেনে আইলা রামকেলি গ্রামে’ ?
ভাল হৈল দুই ভাই আইলা মোর স্থানে ;
ঘরে যাহ ভয় কিছু না করিহ মনে ।
জন্মে জন্মে তুমি দুই কঙ্কর আমার ;
আচরাতে কৃষ্ণ তোমার করিব উদ্ধার ।’
এত বলি দৌহার শিরে ধরে দুই হাতে ;
দুই ভাই নিজ প্রভু পদ নিল মাথে ।
দৌড়া আলিঙ্গিয়া প্রভু বলিল ভক্তগণে :
‘সবে কৃপা করি উদ্ধার এই দুই জনে’ ।
দুই জনে প্রভুর কৃপা দেখি ভক্তগণে ;
হরি হরি বলে সবে আনন্দিত মনে ।
নিভ্যানন্দ হরিদাস শ্রীধাস গদাধর ;
মুকুন্দ জগদানন্দ মুরারি বক্রেশ্বর ;

- নবার চরণে ধরি পড়ে ছুই ভাই ;
 সবে বলে 'ধন্য তুমি পাইলে গোঁসাক্ষি ।
 নবা পাশ আজ্ঞা মাগি চলন সময় ।
 প্রভু পদে কহে কিছু করিয়া বিনয় :
 ইহা হৈতে চল প্রভু, ইহা নাহি কাজ ;
 যদ্যপি তোমারে ভক্তি করে গোড়রাজ ।
 তথাপি যবন জ্ঞাতি না করি প্রতীতি ;
 তীর্থ যাত্রায় এত সংঘট্ট ভাল নহে ব্রীতি । (১)
 যাহা সঙ্গে চলে এই লোক লক্ষ কোটি ; (২)
 বৃন্দাবন যাবার এ নহে পরিপাটি ।
 যদ্যপি বস্তুতঃ প্রভুর কিছু নাহি ভয় ;
 তথাপি লৌকিক লীলা লোক চেষ্টাময়' ।
 এত বলি চরণ বন্ধি গেলা ছুইজন ;
 প্রভুর সেই গ্রাম হৈতে চলিতে হইল মন । (৩)
 প্রাতে চলি আইলা কানাইর নাটশালা ;
 দেখিল সকল তাঁহা কৃষ্ণ চরিত্র লীলা ।
 সেই রাত্রে তাঁহা প্রভু চিন্তে মনে মন :
 'সঙ্গে সংঘট্ট ভাল নহে বৈল সনাতন ।
 মথুরা যাইব আমি এত লোক সঙ্গে ;
 কিছু স্মৃখ না পাইব হৈব রস ভঙ্গে ।
 একাকী যাইব কিবা সঙ্গে একজন ;
 তবে সে শোভয়ে বৃন্দাবনেরে গমন' ।
 • এত চিন্তি প্রাতঃকালে গঙ্গাস্নান করি ;
 নীলাচলে যাব বলি চলিলা গৌরহরি ।
 এই মতে চলি চলি আইলা শাস্তিপুরে ;
 দিন পাঁচ সাত রহিলা আচার্য্যের ঘরে ।

১ তীর্থ যাত্রায়—'বন যাত্রায়' পাঠও আছে ।

২ যাহা—যেহেতু ।

৩ প্রভুর সে ইত্যাদি—অন্য পাঠ 'প্রভুর সে গ্রাম হৈতে হইল গমন' ।

শচীদেবী আনি, তাঁরে কৈল নমস্কার ;
 সাত দিন তাঁর ঠাঁই ভিক্ষা ব্যবহার ।
 তাঁর আশ্রয় লঞা পুনঃ করিলা গমনে ;
 বিনয় করিয়া বিদায় দিল ভক্তগণে ।
 ‘জনা হুই সঙ্গে আমি যাব নীলাচলে ;
 আমারে মিলিবা আসি রথযাত্রা কালে ।
 বলভদ্রাচার্য্য আর পণ্ডিত দামোদর ;
 হুই জন সঙ্গে প্রভু আইলা নীলাচল ।
 দিন কত রহি তাঁহা চলিলা বৃন্দাবনে ;
 লুকাঞা চলিল রাত্রে কেহ নাহি জানে ।
 বলভদ্র ভট্টাচার্য্য রহে মাত্র সঙ্গে ;
 ঝারি খণ্ড পথে কাশী আইলা নানা রঙ্গে ।*
 দিন চারি কাশী রহি গেলা বৃন্দাবন ;
 মথুরা দেখিরা দেখে দ্বাদশ কানন ।
 নীলাচল দেখি প্রেমে হইলা অস্তির ;
 বলভদ্র কৈল তাঁরে মথুরার বাহির ।
 গঙ্গাতীর পথে লঞা প্রয়াগে আইলা ;
 শ্রীকৃপ প্রভুরে আসি তাঁহাই মিলিলা ।
 দণ্ডবৎ করি কৃপ ভূমিতে পড়িলা ;
 পরম আনন্দে প্রভু আলিঙ্গন দিলা । (১)
 শ্রীকৃপে শিক্ষা করি পাঠান বৃন্দাবন ;
 আপনে করিলা বারাণসী আগমন ।
 কাশীতে প্রভুকে আসি মিলিল সনাতন ;
 হুই মাস রহি তাঁরে করাইল শিক্ষন ।
 মথুরা পাঠাইল তাঁরে দিরা ভক্তিবল ;
 সন্ন্যাসীকে কৃপা করি গেলা নীলাচল । (২)

* ঝারি খণ্ড পথে—এই পথের বিবরণ পরে বর্ণিত হইবে ।

১ দণ্ডবৎ...দিলা—কোন কোন পুস্তকে এই শ্লোক নাই ।

২ সন্ন্যাসীকে কৃপা করি—বিশেষ বৃত্তান্ত আদিনীলা ২৩০—২৪৭ পৃষ্ঠা দেখ

ছয় বৎসর প্রভু ঐছে করিল বিলাস ;
 কভু ইতি উতি গতি কভু ক্ষেত্রে বাস । (১)
 মধ্য লীলার কৈল এই সূত্র বিবরণ ;
 অস্ত্যলীলার সূত্র এবে শুন ভক্তগণ !
 বৃন্দাবন হৈতে যদি নীলাচলে আইলা ;
 আঠার বর্ষ তাঁহা বাস, কাঁহা নাহি গেলা ।
 প্রতি বর্ষে আইসে সব গোড়ের ভক্তগণ ;
 চারি মাস রহে প্রভুর সঙ্গে সন্মিলন ।
 নিরন্তর নৃত্য গীত কীর্তন বিলাস ;
 আচণ্ডালে প্রেমভক্তি করিল প্রকাশ ।
 পণ্ডিত গৌসাক্ষি কৈল নীলাচলে বাস ; (২)
 বক্তেশ্বর, দামোদর, শঙ্কর, হরিদাস ;
 জগদানন্দ, ভবানন্দ, গোবিন্দ, কানীশ্বর ;
 পরমানন্দ পুরী, স্বরূপ দামোদর ।
 ক্ষেত্রবাসী রামানন্দ রায় প্রভৃতি ;
 প্রভু সঙ্গে এই সব নিত্য কৈল স্থিতি ।
 অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, মুকুন্দ, শ্রীবাস ;
 বিদ্যানিধি, বাহুদেব, মুরারি, যত দাস ; (৩)
 প্রতি বর্ষে আইসে সঙ্গে রহে চারি মাস ।
 তাঁহা সব লক্ষ্য প্রভুর বিবিধ বিলাস ।
 হরিদাসের সিদ্ধি প্রাপ্তি অদ্ভুত সে সব ;
 আপনি মহাপ্রভু যার কৈল মহোৎসব ।
 তবে রূপ গৌসাক্ষির পুনরাগমন ;
 তাঁহার হৃদয়ে কৈল প্রভু শক্তি সঞ্চারণ ।
 তবে ছোট হরিদাসে প্রভু কৈল দণ্ড ;

 ১ ক্ষেত্রবাস—নীলাচলে ।

২ পণ্ডিত গৌসাক্ষি—গদাধর পণ্ডিত ।

৩ বিদ্যানিধি—সকল পুস্তকের পাঠ একা নাই ; 'বিদ্যানিধি বাহুদেব আর যত দাস'

ও বিদ্যানিধি বাহুদেব মুরারি বিষ্ণুদাস' পাঠও আছে ।

দামোদর পণ্ডিত কৈল প্রভুকে বাক্যদণ্ড ।
 তবে সনাতন গৌসাক্ষিয় পুনরাগমন ;
 জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রভু তাঁরে কৈল পরীক্ষণ ।
 তুষ্ট হঞা পুনঃ তাঁরে পাঠাইল বৃন্দাবন ;
 অদ্বৈতের হস্তে প্রভুর অমৃত ভোজন ।
 নিত্যানন্দ সঙ্গে যুক্তি করিঞা নিভূতে ;
 তাঁরে পাঠাইলা গোড়ে প্রেম প্রচারিতে ।
 তবে ত বল্লভ ভট্ট প্রভুরে মিলিলা ;
 কৃষ্ণ নামের অর্থ প্রভু তাঁহারে কহিলা ।
 প্রহ্মায় মিশ্রে প্রভু রামানন্দ স্থানে ;
 কৃষ্ণ কথা শুনাইল কহি তাঁর গুণে ।
 গোপীনাথ পট্টনায়ক রামানন্দ জ্ঞাতা ;
 রাজা মারিতেছিল প্রভু হৈল জ্ঞাতা । (১)
 রামচন্দ্রপুরী ভয়ে ভিক্ষা ঘাটাইল । (২)
 বৈষ্ণবের ছুঃখ দেখি অর্দ্ধেক রাখিল ।
 ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে হয় চৌদ্দভুবন ;
 চৌদ্দভুবনে বৈসে যত জীবগণ ;
 মনুষ্যের বেশ ধরি যাত্রীকের ছলে ;
 প্রভুর দর্শন করে আসি নীলাচলে ।
 একদিন শ্রীবাসাদি যত ভক্তগণ ;
 মহাপ্রভুর গুণ গাঞা করেন কীর্তন ।
 শুনি ভক্তগণে কহে সক্রোধ বচন ;
 'কৃষ্ণ নাম গুণ ছাড়ি কি কর কীর্তন' ?
 উদ্ধত্য করিতে হৈল সবাকার মন ;
 স্বতন্ত্র হইয়া সবে শাশিবে ভুবন ? (৩)
 দশদিগের কোটি কোটি লোক হেন কালে ;

১ রাজা মারিতে—অন্যপাঠ 'রাজা মারিতে প্রভু তাঁর হইলেন জ্ঞাতা' ।

২ ভিক্ষা ঘাটাইল—ভোজন সংকোচ করিলেন । এই সব লীলা যথাস্থানে বিবৃত হইবে

৩ 'স্বতন্ত্র হইয়া সবে শাশিবে ভুবন'—'নাশিবে ভুবন' পাঠও আছে ।

‘জয় কৃষ্ণ চৈতন্য’ বলি করে কোলাহলে ।
 ‘জয় জয় মহাপ্রভু ব্রজেন্দ্রকুমার !
 জগৎ তারিতে প্রভু তোমার অবতার ।
 বহু দূর হৈতে আইলাম হঞা বড় আৰ্ত্ত ;
 দরশন দিয়া প্রভু করহ কৃতার্থ ।’
 শুনিয়া লোকের দৈন্ত্য জ্রবিলা হৃদয় ;
 বাহিরে আসি দরশন দিল দয়াময় ।
 বাহু তুলি বলে প্রভু বোল ‘হরি হরি’ ;
 উঠিল শ্রীহরি ধনি চতুর্দিক ভরি ।
 প্রভু দেখি প্রেমে লোক আনন্দিত মন ;
 প্রভুকে ঈশ্বর বলি করয়ে স্তবন ।
 স্তব শুনি প্রভুকে কহেন শ্রীনিবাস ;
 ‘ঘরে গুপ্ত হঞা কেন বাহিরে প্রকাশ’ ?
 কে শিফাইল এই লোকে ? কহে কোন বাত ?
 ইহাসবার মুখ ঢাক দিয়া নিজ হাত ?
 সূর্য্য যেন উদয় করি চাহে লুকাইতে ;
 বুঝিতে না পারি তোমার ঐছন চরিতে ?
 প্রভু কহে ‘শ্রীনিবাস ছাড় বিড়ম্বনা ;
 সবে মিলি কর মোর কতেক লাক্ষনা’ ? (১)
 এত বলি লোকে করি শুভ দৃষ্টি দান ;
 অভ্যস্তরে গেলা ; লোক পূর্ণ হৈল কাম ।
 রঘুনাথ দাস নিত্যানন্দ পাশে গেলা ;
 চিড়াদধি মহোৎসব তাঁহাই করিলা ।
 তাঁর আজ্ঞা লঞা গেলা প্রভুর চরণে ;
 প্রভু তাঁরে সমর্পিল স্বরূপের স্বানে ।
 ব্রহ্মানন্দ ভারতীর যুচাইল চন্দ্রাবর ;
 এইমত লীলা কৈল ছয়রৎসর ।

১ সবে মিলি...লাক্‌শনা—অন্যপাঠ ‘সেই সব কর যাতে আমার যশস্বী ।’

আদি দ্বাদশ বৎসরের এই সূত্রগণ ;
 শেষ দ্বাদশ বৎসরের শুন বিস্তার বর্ণন । (১)
 শ্রীকৃপ রঘুনাথ পদে যার আশ ;
 চৈতন্য চরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ।

ইতি শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে মধ্যলীলা সূত্র বর্ণনঃ-
 নাম প্রথম পরিচ্ছেদঃ ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

এস্থকারস্থ

বিচ্ছেদেহস্মিন্ প্রভোরন্ত্যলীলা সূত্রানুবর্ণনে ।
 গৌরস্থ কৃষ্ণবিচ্ছেদ প্রলাপাদ্যনুবর্ণ্যতে । ১৪ ।

‘প্রভোঃ’ ‘গৌরস্থ’ গৌরান্ধস্থ ‘অস্মিন্’ ‘অন্ত্যলীলাসূত্রানুবর্ণনে’
 ‘বিচ্ছেদে’ পরিচ্ছেদে ‘কৃষ্ণবিচ্ছেদপ্রলাপাদি’ কৃষ্ণস্য বিচ্ছেদঃ প্রণাপশ্চ
 আদৌ ষস্য তৎ প্রস্তাবনং ‘অনুবর্ণ্যতে’ নিরূপ্যতে ময়েতিশেষঃ । ১৪ ।

গৌরান্ধপ্রভুর অন্ত্যলীলার সূত্রবর্ণন বিষয়ক এই
 পরিচ্ছেদে তাঁহার শ্রীকৃষ্ণের জন্ম বিরহোন্মাদ ও প্রলাপাদি
 বর্ণন করিতেছি । ১৪ ।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য ! জয় নিত্যানন্দ !
 জয়দ্বৈত চন্দ্র জয় ! গৌরভক্ত বৃন্দ !
 শেষ যে রহিল প্রভুর দ্বাদশ বৎসর ;
 কৃষ্ণের বিয়োগ ক্ষুণ্ণি হয় নিরন্তর ।
 শ্রীরাধিকার চেষ্টা যেন উদ্ধব দর্শনে ;
 এইমত দশ্য প্রভুর হয় রাত্রি দিনে ।
 নিরন্তর হয় প্রভুর বিরহ উন্মাদ ;

আদি দ্বাদশ...বিস্তার বর্ণন—কোন কোন পুস্তকে এই শ্লোকটির পাঠ অন্যরূপ আছে
 ‘এই ত কহিল মধ্যলীলার এই সূত্রগণন ;
 শেষ দ্বাদশ বৎসরের শুন বিবরণ ।’

ভ্রমময় চেষ্টা, সদা প্রলাপময় বাদ ।
 লোমকূপে রক্তোদগম, দন্ত সব হালে ;
 ক্ষণে অঙ্গ ক্ষীণ হয়, ক্ষণে অঙ্গ ফুলে ।
 গম্ভীরা ভিতরে রাব্রো নাহি নিদ্রা লব ; (১)
 ভিত্তে মুখ শির ঘষে, ক্ষত হয় সব ।
 তিন দ্বারে কপাট, প্রভু যায়েন বাহিরে ;
 কভু সিংহ দ্বারে পড়ে, কভু সিংহুনিরে ।
 চটক পর্কত দেখি গোবর্দ্ধন ভ্রমে (২)
 ধাঞা চলে আর্ন্তনাদ করিয়া ক্রন্দনে ।
 উপবনোদ্যান দেখি বৃন্দাবন জ্ঞান ;
 তাঁহা বাই নাচে, গায়, ক্ষণে মুচ্ছা যান ।
 কাঁহা নাহি শুনি যে যে ভাবের বিকার ;
 সেই ভাব হয় প্রভুর শরীরে প্রচার ।
 হস্ত পাদেব সন্ধি সব বিতত্তি প্রমাণে ;
 সন্ধি ছাড়ি (৩) ভিন্ন হয়ে চর্ম্ম রহে স্থানে ।
 হস্ত পদ শির সব শরীর ভিতরে
 প্রবিষ্ট হয় ; কূর্ম্মরূপ দেখিয়ে প্রভুরে ।
 এই মত অদ্ভুত ভাব শরীরে প্রকাশ ;
 মনেতে শূন্যতা, বাক্য হাহা হতাস ।
 ‘কাঁহা করোঁ, কাঁহা পাড় ব্রজেন্দ্রনন্দন ?
 কাঁহা মোর প্রাণনাথ, মুরলীবদন ?
 কাহারে কহিব কে বা জানে মোর দুখ ?
 ব্রজেন্দ্রনন্দন বিনা ফাটে মোর বুক’ ।
 এই মত বিলাপ করে বিহ্বল অন্তর ;
 রায়ের নাটক শ্লোক পড়ে নিরন্তর । (৪)

১ গম্ভীরা—পরদা বা মসারী ।

২ চটক পর্কত—পুরীর নিকটস্থ শৈল বিশেষ ।

৩ সন্ধি ছাড়ি ইত্যাদি—অন্য পাঠ ‘সন্ধি ভিন্ন রহে চর্ম্ম রহে স্থানে স্থানে ।’

৪ রায়ের নাটক—রামানন্দ রায় কৃত জগন্নাথ বল্লভ নাটক ।

তথাহি জগন্নাথবল্লভনাটকে তৃতীয়াঙ্কে চতুর্থশ্লোক
রামানন্দ রায় বাক্যং

‘প্রেমচ্ছেদরুজোহবগচ্ছতি হরি নীয়ং নচ প্রেম বা
স্থানাস্থান মবৈতি নাপি মদনো জানাতি নো দুর্ব্বলাঃ ।
অন্তো বেদ নচান্য দুঃখমখিলং নোজীবনং বাশ্রবং,
দ্বিত্রীণ্যেব দিনানি যৌবন মিদং হাহাবিধে কা গতিঃ’ ॥১৫॥

‘অয়ং’ ‘হরিঃ’ ‘প্রেমচ্ছেদরুজঃ’ প্রেমঃ চ্ছেদাঃ বিচ্ছেদাঃ তত্রৈব রুজঃ
রোগান্তাঃ ‘ন’ ‘অবগচ্ছতি’ ন জানাতি । ‘চ’ পুনঃ ‘বা’ বিস্ময়ে ‘প্রেম’
‘স্থানাস্থানং’ যোগ্য পাত্রং ‘ন’ ‘অবৈতি’ ন জানাতি । ‘মদনঃ’ কন্দর্পঃ ‘অপি’
‘নঃ’ অস্মান্ ‘দুর্ব্বলাঃ’ ‘ন’ ‘জানাতি’ । ‘অন্যঃ’ জনঃ ‘অখিলং’ সকলং
‘অন্যদুঃখং’ অন্তেষাং দুঃখং ‘ন’ ‘বেদ’ ন জানাতি ‘নঃ’ অস্মাকং ‘জীবনং’
‘আশ্রবং’ বশ্যং বিশ্বসনীয়মিতিষাবং ‘বা’ প্রপ্নে নাশ্রবমিত্যর্থঃ । ‘ইদং’
‘যৌবনং’ ‘দ্বিত্রীণি’ ‘দিনানি’ ব্যাপ্য আস্তে ইতিশেষঃ নতু বহুকালং ‘হাহা’
খেদে ‘বিধে’ হে বিধাতঃ অস্মাকং ‘কা’ ‘গতিঃ’ ভবতীতি শেষঃ । ১৫ ।

এই হরি আমাদের বিরহজনিত রোগ বুঝিলেন না ;
প্রেমও স্থানাস্থান জানে না ; কন্দর্পও অবলা জাতি বলিয়া
দয়া করিল না ; অন্তে অন্তের দুঃখ কি জানিবে ? জীবন
কাহারও বশ নহে এবং যৌবনও দুই তিন দিনের জন্ত ;
হা বিধাতঃ আমাদের গতি কি হইবে ? । ১৫ ।

অন্ত্যর্থঃ যথা রাগ ।

উপজিল প্রেমাকুর, ভাঙ্গিল যে দুঃখ পুর ;

কৃষ্ণ তাহা নাহি করে পান ।

বাহিরে নাগর রাজ, ভিতরে শঠের কাষ,

পর নারী বধে সীবধান ॥ ১ ॥

সখিহে না বুঝিয়া বিধির বিধান

- মুখ লাগি কৈল প্রীত, হৈল হুঃখ বিপরীত,
এবে যায় না রহে পরাণ ॥ ৫ ॥
- কুটিল প্রেমা অগেয়ান, নাহি জানে স্থানস্থান,
ভাল মন্দ নারে বিচারিতে ।
- জুর শঠের গুণ ডোরে, হাতে গলে বান্ধি মোরে
রাখিয়াছে নারি উকাশিতে * ॥ ২ ॥
- যে মদন তনু ছীন, পরজ্রোহে পরবীণ,
পাঁচ বাণ সন্ধে অহুঙ্কণ ;
- অবলার শরীরে, বিদ্ধি করে জরজরে,
হুঃখ দেয়, না লয় জীবন ॥ ৩ ॥
- অন্তরে যে হুঃখ মনে, অন্ত তাহা নাহি জানে,
সত্য এই শাস্ত্রের বিচার ;
- অশ্রুজন কাঁহা লিখি ; না জানয়ে, প্রাণ সখি,
যাতে কহে ধৈর্য্য করিবার ॥ ৪ ॥
- ‘কৃষ্ণ কৃপা পারাবার, কভু করিবেন অঙ্গীকার,’
সখি তার এব্যর্থ বচন ;
- জীবের জীবন চঞ্চল, যেন পদ্মপত্রের জল,
তত দিন জীবে কোন্ জন ? ॥ ৫ ॥
- শতবৎসর পর্য্যন্ত, জীবের জীবন অন্ত,
এই বাক্য কহ না বিচারি ;
- নারীর যৌবন ধন, যারে কৃষ্ণ করে মন,
সে যৌবন দিন ছুই চারি ॥ ৬ ॥
- অগ্নি যৈছে নিজধাম, দেখাইয়া অভিরাম,
পতঙ্গীরে আকর্ষিয়া মারে ;
- কৃষ্ণ ঐছে নিজ গুণ, দেখাইয়া হরে মন,
পাছে হুঃখ সমুদ্রেতে ডারে ॥ ৭ ॥
- এতেক বিলাপ করি, বিবাদে জ্রীর্গোরহরি,
উষাড়িয়া হুঃখের কপাট ;

* উকাশিতে—প্রকাশিতে ।

ভাবের তরঙ্গ বলে, নানারূপে মন চলে,
আর এক শ্লোক কৈল পাঠ ॥

তথাহি গোস্বামি পাদোক্তশ্লোকঃ

‘শ্রীকৃষ্ণরূপাদি নিষেবণং বিনা,
ব্যর্থানি মেহ হানুখিলেন্দ্রিয়াণ্যলং ।
পাষণ শুষ্কেক্ষন ভাবকানুহো,
বিভর্ষি বা তানি কথং হতত্রেপঃ’ ॥ ১৬ ॥

‘শ্রীকৃষ্ণরূপাদিনিষেবণং’ ‘বিনা’ ‘মে’ মম ‘অহানি’ দিনানি ‘অখিলে-
ন্দ্রিয়াণি’ সর্বেন্দ্রিয়াণি চ ‘অলং’ অতিশয়েন ‘ব্যর্থানি’ ভবন্তীতিশেষঃ ।
‘অহো’ খেদে ‘হতত্রেপঃ’ হতা অপগতা ত্রপা লজ্জা যন্ত সং অহঃ ‘কথং’ ‘বা’
কেন প্রকারেণ বা ‘পাষণশুষ্কেক্ষন ভাবকানি’ পাষণঞ্চ শুষ্কেক্ষনঞ্চ তয়ো-
র্ভাবঃ বিদ্যাতে যেষু তানি ‘তানি’ দিনানি ইন্দ্রিয়াণি বা ‘বিভর্ষি’
ধারয়ামি ? ॥ ১৬ ॥

শ্রীকৃষ্ণের রূপাদি সেবন বিনা আমার এ জীবন ও সর্ব-
েন্দ্রিয় ব্যথা ; নিলজ্জভাবে পাষণতুল্য নীরস সেইরূপ
জীবনই বা কেমন করিয়া বহন করিব ? ॥ ১৬ ॥

যথা রাগ ।

বংশীগানামৃত ধাম, লাবণ্যামৃত জন্মস্থান,
যে না দেখে সে চাঁদ বদন;
সে নয়নে কিবা কায ? পড়ুক তার মুণ্ডে বাজ,
সে নয়ন রহে কি কারণ ? ॥ ১ ॥
সখি হে শুন মোর হত বিধি বল;
মোর বপু চিন্ত মন, সকল ইন্দ্রিয়গণ,
‘কৃষ্ণ বিনা সকল বিফল ॥ ৫ ॥
কৃষ্ণের মধুর বাণী, ‘অমৃতের তরঙ্গিনী;
তার প্রবেশ নাহি বে শ্রবণে;

- কাণাকড়ি ছিঙ্গ সম, জানিহ সে শ্রবণ,
তার জন্ম হৈল অকারণে ॥ ২ ॥
- কৃষ্ণের অধরামৃত, কৃষ্ণগুণ চরিত,
সুধাসার স্বাহ্‌ বিনিম্বন ;
তার স্বাহ্‌ যে না জানে, জন্মিয়া না মৈল কেনে ?
সে রসনা ভেক^{*} জিহ্বা সম ॥ ৩ ॥
- মৃগমদ নীলোৎপল, মিলনে যে পরিমল,
যেই হরে তার গর্বমান ; *
হেন কৃষ্ণ অঙ্গ গন্ধ, যার নাহি সে সম্বন্ধ,
সেই নাসা ভজার সমান ॥ ৪ ॥
- কৃষ্ণ কর পদতল, কোটিচন্দ্র স্নানীতল,
তার স্পর্শ যেন স্পর্শমণি ;
তার স্পর্শ নাহি যার, সে যাউক ছারখার,
সেই বপু লৌহসম জানি ॥
- করি এত বিলাপন, প্রভু শচী নন্দন,
উঘাড়িয়া হৃদয়ের শোক ;
দৈন্ত নির্যেসদ বিষাদে, হৃদয়ের অবসাদে,
পুনরপি পড়ে এক শ্লোক ॥

তথাহি জগন্নাথ বল্লভ নাটকে তৃতীয়াঙ্কে নবমশ্লোকে
রামানন্দ রায় বাক্যং

‘যদা যাতো দৈবান্মধুরিপুর মো লোচনপথং,
তদাস্মাকং চেতো মদনহতকেনাহত মভূৎ ।
পুনর্যস্মিন্নেষ ক্ষণমপি দৃশোরতি পদবীং
বিধাস্তামস্তস্মিন্মখিল ঘটিকা বৃত্তখচিতা’ ॥ ১৭ ॥

‘অমো’ ‘মধুরিপুর’ ত্রিকৃষ্ণঃ ‘যদা’ যস্মিন্‌ সময়ে ‘দৈবাতং’ হঠাৎ ‘লোচনা-

* মৃগমদ নীলোৎপল ইত্যাদি—যে কৃষ্ণ অঙ্গগন্ধ মৃগমদ ও নীলোৎপল মিশ্রিত পরি-
মলের গর্ব ও মান হরণ করে ইত্যাদি ।

পথং' অঙ্গনয়নগোচরং 'যাতঃ' প্রাপ্তোভবেৎ; তদা তস্মিন্ সময়ে 'মদনহৃত-
কেন' দুষ্ট কন্দর্পেণ কত্রী 'অস্মাকং' গোপরমণীনাং 'চেতঃ' মানসং 'জ্ঞতং'
অপকৃতং 'অভূৎ' । 'এষঃ' নন্দতম্বজঃ 'পুনঃ' পুনর্বারং 'যস্মিন্' সময়ে
'ক্ষণমপি' মুহূর্তকালমপি 'দৃশোঃ' 'পদবীং' অঙ্গনয়নসমীপং 'এতি' আগচ্ছতি,
'তস্মিন্' সময়ে 'অখিল ঘটিকাঃ' কৃষ্ণাগমনজ্ঞাপিকাঃ শব্দায়মান ঘটিকাসমূহান্
'রত্নখচিতাঃ' রত্নৈঃ মালাচন্দন যুজ্জাভিঃ খচিতাঃ সংজড়িতাঃ 'বিধান্যাম্যঃ'
বয়মিতিশেষঃ পুনর্ভাবি দর্শনানন্দেন কবেঃ প্রৌঢ় বচনমিতিধ্বনিভং ॥ ১৭ ॥

শ্রীরাধা বলিতেছেন হে সখি ! অকস্মাৎ যখন মধুরিপু
শ্রীকৃষ্ণ আমার নয়নগোচর হইলেন, তখনই দুষ্ট কন্দর্প
আমার চিত্ত হরণ করিয়া পলাইয়া গেল; পুনরায় ক্ষণ-
কালের জন্তেও যে দণ্ডে তিনি আসিবেন, তখনই ঐ দণ্ড
সমূহকে রত্নখচিত করিয়া পুরস্কার করিব। ১৭।

অস্ত্যর্থঃ যথা রাগ ।

যে কালে বা স্বপনে, দেখিলুঁ বংশীবদনে,

সেই কালে আইলা দুই বৈরী ;

আনন্দ আর মদন, হরি নিল মোর মন,

দেখিতে না পাইল নেত্র ভরি ॥১॥

পুনঃ যদি কোন ক্ষণ, করায় কৃষ্ণ দরশন,

তবে সেই ঘটী, ক্ষণ, পল

দিয়া মালা চন্দন, নানা রত্ন আভরণ,

অলঙ্কৃত করিমু সকল * ॥২॥

ক্ষণে বাহু হৈল গন, আগে দেখে দুই জন ;

তারে পুছে আমি না চৈতন্য ? †

* পুনঃ যদি...করিমু সকল—পুনরায় যে শুভক্ষণে কৃষ্ণদর্শন হইবে, সেইক্ষণকে
চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিব।

† ক্ষণে বাহু...চৈতন্য ?—ক্ষণকাল পরে তাঁহার মন বাহু অর্থাৎ বাহ্য জ্ঞান লাভ করিলে
তিনি সম্মুখে দুইজন (স্বরূপ ও রামানন্দরায়) কে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে আমি
চৈতন্য অবস্থায় আছি ? না স্বপ্নে প্রলাপ বকিলাম ?

• স্বপ্ন প্রায় কি দেখিলু, কিবা আমি প্রলাপিলু ?

তোমরা কিছু শুনিয়াছ দৈত ? ॥৩॥

শুন মোর প্রাণের বান্ধব !

নাহি কৃষ্ণ প্রেমধন, দরিদ্র মোর জীবন,

দেহেজিয় বৃথা মোর সব ॥৪॥

পুনঃ কহে হায় হায় ! শুন স্বরূপ রাম রায়,

এই মোর হৃদয় নিশ্চয়ঃ

শুনি কর বিচার, হয় নয় কহ সার,

এত বলি শ্লোক উচ্চারণ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধীয়ৈকত্রিংশাধ্যায়স্য প্রথ-
মানুধৃত । জয়তিতেহধিকমিত্যস্ত্য তোষণীকৃত ব্যাখ্যায়াং
ধৃত ন্যায়ঃ

‘কই অব রহিদং পেন্নংগহি হোই মানুষেলোএ ।

জই হোই কসস বিরহো বিরহে হোন্তাস্মি কোজীঅই’ ॥১৮॥

অস্য সংস্কৃতানুবাদঃ ।

‘কৈতব রহিতং প্রেম নহি ভবতি মানুষে লোকে ; যদি ভবতি কস্ত
বিরহো, বিরহে ভবতি কো জীবতি’ । ১৮ ।

‘মানুষে’ ‘লোকে’ নয় লোকে ‘কৈতবরহিতং’ কপটরহিতং ‘প্রেম’ কৃষ্ণ.
প্রেম ‘নহিভবতি’ ‘যদি’ কদাচিৎ তদ্রূপং প্রেম ‘ভবতি’ ‘কস্য’ চিৎ জনস্য
‘বিরহঃ’ বিরোগহুৎং ভবতীতিশেষঃ অপিতু ন ভবতোব । ‘বিরহে’
‘ভবতি’ সতি যদি কদাচিৎ বিরোগহুৎং ভবিষ্যতি তদা ‘কঃ’ জনঃ ‘জীবতি’
ন কোহপি জীবতীত্যর্থঃ । ১৮ ।

মনুষ্য লোকে অকপট প্রেম নাই ; যদি কদাচিৎ হয়,
তাহা হইলে কি তাহার বিচ্ছেদ হইতে পারে ? আর সে
প্রেমের বিচ্ছেদ হইলেই বা কে জীবন ধারণ করিতে সক্ষম
হয় ? । ১৮ ।

যথা রাগ ।

অটকতব কৃষ্ণপ্রেম, যেন জাম্বুনদ হেম,
 সেই প্রেমা ভুলোকে না হয় ;
 যদি হয় তার যোগ, না হয় তবে বিয়োগ-
 বিরহ হৈলে কেহ না জীয়ায় ॥
 এত কহি শচীমুত, শ্লোক পড়ে অদ্ভুত,
 শুনে দৌহে এক মন হঞা * ;
 ‘আপন হৃদয় কায, কহিতে বাসিয়ে লাজ,
 তবু কহি লাজ বীজ থাঞা’ ॥

উদ্ধাহি মহাপ্রভুপাদোক্ত শ্লোকঃ

‘ন প্রেমগন্ধোহস্তি দরাপি মে হরৌ,
 ক্রন্দামি সৌভাগ্যভরং প্রকাশিতুং ।
 বংশীবিলাস্তানন লোকনং বিনা,
 বিভ্রম্যি যৎ প্রাণপতঙ্গকান্ বুধা’ ॥১৯॥

‘হরৌ’ শ্রীকৃষ্ণে ‘মে’ মম ‘দরাপি’ দর অপি অন্তমপি ‘প্রেমগন্ধঃ’ প্রেমাভাসঃ
 ‘ন’ ‘অস্তি’ ‘সৌভাগ্যভরং’ নিজ সৌভাগ্যাতিশয়ঃ অহং মহাপ্রেমিকঃ
 স্যামিতি ‘প্রকাশিতুং’ বিজ্ঞাপিতুং ‘ক্রন্দামি’ রোদনং করোমি । ‘বংশীবিলা-
 স্তাননলোকনং বিনা’ শ্রীকৃষ্ণস্যমুখারবিন্দ দর্শনং বিনা ‘যৎ’ যস্মাৎ ‘প্রাণ-
 পতঙ্গকান্’ ‘বিভ্রম্যি’ ধারয়ামি তদ্ধারণং ‘বুধা’ কেবলং নিরর্থকং স্যাদিতি ॥১৯॥

শ্রীচৈতন্য প্রভু বলিতেছেন—হরিতে আমার প্রেমের
 লেশ মাত্র নাই ; ‘আমি মহাপ্রেমিক’ এই সৌভাগ্য প্রকাশ
 করিবার জন্য কেবল ক্রন্দন করিয়া থাকি । হায় ! শ্রীকৃষ্ণের
 মুখদর্শন বিনা আমার প্রাণ ধারণ করা বিড়ম্বনা মাত্র ॥১৯॥

যথা রাগ ।

দূরে শুদ্ধ প্রেমবন্ধ, কপট প্রেমের গন্ধ,
 সেই মোর কৃষ্ণ নাহি পায় ;

দৌহে—স্বরূপ ও রামানন্দ ।

তবে যে করি ক্রন্দন, স্ব শৌভাগ্য প্রকাশন,
 করি ইহা জানিহ নিশ্চয় ॥
 যাতে বংশী ধ্বনি সুখ, না দেখি সে চাঁদমুখ,
 যদ্যপি সে নাহি আলম্বন * ।
 নিজ দেহে করি প্রীতি, কেবল কামের রীতি,
 প্রাণকীটের করিয়ে ধারণ ॥
 কৃষ্ণ প্রেম সুনির্মল, যেন শুক্ল গঙ্গাজল,
 সেই প্রেম অমৃতের সিদ্ধ ;
 নির্মল সে অমুরাগে, না লুকায় অনাদর
 শুক্লবস্ত্রে বৈছে মসী বিন্দু ॥
 শুক্ল প্রেম সুখসিদ্ধ, পাই তার এক বিন্দু,
 সেই বিন্দু জগৎ ডুবায় ;
 কহিবার যোগ্য নয়, তথাপি বাউলে কর,
 কহিলে বা কেবা পাতি যায় ? †
 এই মত দিনে দিনে, স্বরূপ রামানন্দ মনে,
 নিজ ভাব করেন বিদিত ;
 বাহিরে বিষ জ্বালা হয়, ভিতরে আনন্দময়,
 কৃষ্ণ প্রেমার অদ্ভুত চরিত ॥
 এই প্রেমার আশ্বাদন, তপ্ত ইক্ষু চর্ষণ,
 মুখ জলে না যায় ত্যজন ;
 সেই প্রেমা যার মনে, তার বিক্রম সেই জানে,
 বিষামৃতে একত্র মিলন ॥

* যাতে বংশীধ্বনি ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণের যে চন্দ্র বদনের বংশীধ্বনি শুনিলে কত সুখোদয় হয়, তাহা আমার অবলম্বনীয় হইল না ।

† কহিবার যোগ্য নয় ইত্যাদি—‘ভগবৎ প্রেমের একবিন্দু’ লাভ করিতে পারিলে, তাহাতেই জগৎ ডুবান যাইতে পারে’ একথা যে বলে তাহাকে লোকে পাগল মনে করে ; কেহই তাহার কথায় প্রত্যয় করে না । বাউল—পাগল, ক্লেপা । পাতিযায়—প্রত্যয় করে ।

তথাহি বিদগ্ধমাধবে দ্বিতীয়াঙ্কে ষোড়শ শ্লোকে নান্দী-
মুখীং প্রতি পৌর্ণমাসী বাক্যং ।

‘পীড়াভি নব কালকূট কটুতাগর্বস্য নির্বাসনো,
নিঃস্যান্দেন মুদা সুধামধুরিমা হঙ্কার সঙ্কোচনঃ
প্রেমা সুন্দরি নন্দনন্দনপরো জাগর্ভি যন্তান্তরে,
জায়ন্তে স্ফুটমস্ত বক্র মধুরান্তেনৈব বিক্রান্তয়ঃ’ ॥২০॥

হে ‘সুন্দরি’ প্রিয়সখি নান্দীমুখি ‘নন্দনন্দনপরঃ’ শ্রীকৃষ্ণস্বকীয় ‘প্রেমা’
‘যস্য’ জনস্য ‘অন্তরে’ স্বদয়ে ‘জাগর্ভি’ সর্বদা বর্ততে ‘অস্য’ ‘প্রেয়ঃ’ ‘বক্র
মধুরাঃ’ কটুমিষ্টাঃ ‘বিক্রান্তয়ঃ’ প্রভাবাঃ আশ্বাদবীৰ্য্যানীতি যাবৎ তেনৈব
জনেন ‘স্ফুটং’ ব্যাক্তরূপং যথাস্যাৎ তথা ‘জায়ন্তে’ অহুভূয়ন্তে । কথন্তু তঃ
প্রেমা ? ‘পীড়াভিঃ’ ব্যথাসমূহৈঃ করণৈঃ ‘নবকালকূটকটুতা গর্বস্য’ নুতন-
সর্পবিষয়া কটুতায়াঃ তীক্ষ্ণতায়াঃ গর্বস্য অহঙ্কারস্য ‘নির্বাসনঃ’ গর্ব নির্বা-
সিতং দূরীকর্তৃংশীলং যস্য সঃ পীড়াদানবিষয়ে নবকালকূটাত্তীক্ষ্ণতর ইত্যর্থঃ
পুনঃ ‘নিঃস্যান্দেন’ ক্ষরণেন ‘মুদা’ হর্ষণে করণয়া ‘সুধামধুরিমা হঙ্কার সঙ্কোচনঃ’
সুধায়াঃ অমৃততয়া মধুরিমা মাধুর্য্যং তস্য অহংকারং সঙ্কোচয়িতুং শীলং যস্য
সঃ অমৃতাসুধরতর ইত্যর্থঃ । ১৯ ।

শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রেম পীড়া দান বিষয়ে নবকালকূটের
তীক্ষ্ণতাকেও পরাজয় করিয়াছে, অথচ সুখদান বিষয়ে অমৃত-
পেক্ষা ও মধুরাস্বাদনযুক্ত । হে সখি ! এই প্রেম যাহার
অন্তরে প্রবেশ করিয়াছে, সেই কেবল ইহার কটু অথচ
মধুরাস্বাদনের বীৰ্য্য অনুভব করিতে সমর্থ হয় ॥২০॥

যেকালে দেখি জগন্নাথ, শ্রীরাম স্নভদ্রা সাথ,
তবে জানি আইলাম কুকক্ষেত্র ;
সফল হৈল জীবন, দেখিহু পদ্মলোচন,
জুড়াইল তুহু মন নেত্র ॥*

* যেকালে—নেত্র—মহাপ্রভুর উক্তি ।

গরুড়ের সন্নিধানে, রহি করে দরশনে,
সে আনন্দের কি কহিব বলে ?*

গরুড় স্তম্ভের তলে, আছে এক নিম্ন খালে,
সে খাল ভরিল অশ্রুজলে ॥

তাঁহা হৈতে ঘরে আসি, মাটির উপরে বসি,
নখে করে পৃথিবী লিখন ;

‘হাহা কাঁহা বৃন্দাবন ! কাঁহা গোপেন্দ্র নন্দন !’
কাঁহা সেই বংশী বদন !

কাঁহা সে ত্রিভঙ্গ ঠাম ! কাঁহা সেই বেণুগান !
কাঁহা সেই ঘম্‌না পুলিন !

কাঁহা রাস বিলাস ! কাঁহা নৃত্যগীত হাস !
কাঁহা প্রভু মদনমোহন !

উঠিল নানা ভাবাবেগ, মনে হৈল উদ্বেগ,
ক্ষণমাত্র নারে গোড়াইতে ;

প্রবল বিরহানলে, ধৈর্য্য হৈল টলমলে,
নানা শ্লোক লাগিল পড়িতে ॥

তথাহি কৃষ্ণকর্ণাম্নতে একচত্বারিংশ শ্লোকে বিল্লমঙ্গল বাক্যং

‘অমৃত্যুধন্যানি দিনান্তরাগি,
হরে ত্বদালোকন মন্তরেণ
অনাথবন্ধো করুণৈকসিক্তো
হাহন্ত ! হাহন্ত ! কথং নয়ামি’ ? ॥ ২১ ॥

হে 'হরে' 'স্বদালোকনং' তবদর্শনং 'অন্তরেণ' বিনা 'অমূনি' 'দিনাস্ত-
রাগি' মম জীবনস্ত দিব্যরক্তঃ 'অদজ্ঞানি' 'বিকলানি' ভবস্তীত্যর্থঃ । হে

* গরুড়ের সন্নিধান—পূরীর জগন্নাথ মন্দিরের সম্মুখস্থ প্রস্তর নির্মিত গরুড়মূর্ত্তির
সন্নিধান দাঁড়াইয়া চৈতন্যপ্রভু জগন্নাথ দর্শন করিতেন। হানিমের বলে—সে আনন্দোচ্ছা-
সের প্রভাব কি বর্ণনা করিব ? বলে—বল, প্রভাব।

‘অনাথবন্ধো’ হৈ ‘করুণৈকসিকো’ ‘হাহন্ত’ ‘হাহন্ত’ মহৎকষ্টঃ ভোঃ অহং
‘কথং’ তানি দিনানি ‘নয়ামি’ ক্ষেপয়ামি ? । ২১ ।

হে হরি ! তোমার দর্শনলাভ বিনা আমার দিনরাত্রি
বৃথা যাইতেছে ; হে অনাথ বন্ধু ! হে করুণাসিদ্ধ ! কেমন
করিয়াই বা এরূপ দিন ক্ষেপণ করিব ? হা ধিক্ ! আমার
কি ভীষণ কষ্ট ! । ২১ ।

‘তোমার দর্শন বিনে, অদৃষ্ট এই রাত্রি দিনে,
এই কাল না যায় কাটন ;
তুমি অনাথের বন্ধু, অপার করুণাসিদ্ধ,
কৃপা করি দেহ দরশন ॥’
উঠিল ভাব চাপল, মন হইল চঞ্চল,
ভাবের গতি বুঝন না যায় ; *
অদর্শনে পোড়ে মন, কেমনে পাব দরশন ?
কৃষ্ণ চাঁকি পুছেন উপায় ॥

তথাহি কৃষ্ণকর্ণামৃতে দ্বাত্রিংশ শ্লোকে বিল্লমঙ্গল বাক্যং

‘স্বচ্ছৈশবং ত্রিভুবনাদুত মিত্যবেহি,
মচ্চাপলঞ্চ তব বা মম বাধিগম্যং ।
তৎ কিং করোমি বিরলং মুরলী বিলাসি
মুঞ্চং মুখাস্তুজ মুদীক্ষিতু মীক্ষণাত্যাং’ ॥ ২২ ॥

হে প্রভো ! ‘স্বচ্ছৈশবং’ তব শৈশবমাধুর্য্যাদ্য আকর্ষণং ‘ত্রিভুবনাদুতং’
ত্রিভুবনানাং অদুতং মনোহরং যদ্বা ত্রিভুবনেষু অদুতং আশ্চর্য্যং ‘ইতি’
‘অবেহি’ জানীহি ‘মচ্চাপলঞ্চ’ মম চপলতাচ ত্রিভুবনাদুতমিত্যবেহিচ ইত্যর্থঃ
এতৎস্বয়ং ‘তব’ ‘বা’ ‘মম’ ‘বা’ ‘অধিগম্যং’ জ্ঞেয়ং জ্ঞানস্ত বিধয়ীভূতং তব
মাধুর্য্যাস্ত বলাৎ অহং জানামি মম চাপলঞ্চ ত্বং জানানীতিভাবঃ । ‘তৎ’ তস্মা-

*. ভাব চাপল—ভাবের চপলতা বা চঞ্চলতা ; ভাব ভরস ।

ক্লেভে: 'তব' 'মুখান্বজং' 'লক্ষণাভ্যাং' মম লোচনাভ্যাং করুণাভ্যাং 'উদী-
ক্লিতুং' দর্শনং কর্তুং 'কিং' 'করোমি' ভূপদেশং বদেতি ভাবঃ । মুখান্বজং
কীদৃশং ? 'বিরলং' তুল্লভ দর্শনং 'মুরলীবিলাসি' মুরলী আকর্ষণী নাম্নী তদা-
খ্যা বংশিকা বিলসতি যস্মিন্ তৎ পুনঃ 'মুগ্ধং' মহাসুন্দরং মোহকরং । ২২ ।

হে প্রভো ! তোমার শৈশব মাধুর্যের আকর্ষণ শক্তি
ত্রিভুবনের মধ্যে অদ্ভুত ; আর আমার চপলতাও সেইরূপ
আশ্চর্য্য ! তোমার মাধুর্যের বল আমি জানি, এবং আমার
চপলতাও তুমি জান । অতএব তুল্লভ দর্শন, মুরলীবিলাসী
এবং পরমসুন্দর তোমার মুখান্বজ সম্যক্ প্রকারে দর্শন
করিবার জন্য আমি কি উপায় অবলম্বন করিব ? তাহা
আমাকে বলিয়া দাও । ২২ ।

যথারাগ ।

'তোমার মাধুরী বল, তাহাতে মোর চাপল,
এই দুই তুমি আমি জানি ;
কাহাঁ করোঁ, কাহাঁ যাও, কাহাঁ গেলে তোমা পাও, (১)
তাহা মোরে কহ ত আপনি' ॥
নানা ভাবের প্রাবল্য, বিবাদ দৈত্য চাপল্য,
ভাবে ভাবে হৈল মহারণ ;
ভৈরবী, চাপল্য, দৈত্য, রোম হর্ষ আদি সৈন্ত (২)
প্রেমোন্মাদ সবার কারণ ॥ (৩)
মত্তগজ ভাবগণ, প্রভুর দেহ ইক্ষুবন,
গজ যুদ্ধে বনের দলন ;
প্রভুর হৈল দিব্যোন্মাদ, তহু মনের অবসাদ,
ভাবাবেশে করে সন্মোহন ॥

১ কাহাঁ গেলে তোমা পাও—অন্তপাঠ 'কোন উপায়ে তোমা পাও' ।

২ রোমহর্ষ—অন্তপাঠ 'রোষামর্ষ' ।

৩ প্রেমোন্মাদ সবার কারণ—প্রেমোন্মাদতা তেজু ভৈরবীাদি ভাবগণ হইয়াছিল ।

তথাহি শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে চত্বারিংশ শ্লোকে

বিপ্লবঙ্গল বাক্যং

‘হে দেব ! হে দয়িত ! হে ভুবনৈক বন্ধো !

হে কৃষ্ণ ! হে চপল ! হে করুণৈক সিন্ধো !

হে নাথ ! হে রমণ ! হে নয়নাভিরাম !

হাহা কদানু ভবিতাসি পদং দৃশোশ্মে’ ? ॥ ২৩ ॥

অন্তর্দশায়াং অন্তগোপীসমুজ্জ্বলং কৃষ্ণং প্রত্যাহ ‘হে দেব’ অন্ত গোপীভি
দিব্যতীতি দেবত্বং অতন্তত্রৈব গচ্ছেত্যর্থঃ । পুনরুৎসৃঞ্চেনাহ ‘হে দয়িত’
ত্বং তু মৎপ্রাণবল্লভোহসি পুনর্দর্শনং দেহীত্যর্থঃ । পুন অল্পনয়ন্তং কৃষ্ণং
প্রত্যাহ ‘হে ভুবনৈকবন্ধো’ ত্বং ন কেবলং মম সর্বগোপীনাং বন্ধুরসি সর্ব
সমাধানার্থং গচ্ছেত্যর্থঃ । পুনরাগতমিব মত্বাহ ‘হে কৃষ্ণ’ চিত্তাকর্ষক !
সকৃদপি দর্শনং দেহীত্যর্থঃ । পুনরাগতবস্ত্বং কৃষ্ণং প্রত্যাহ ‘হে চপল’ পর-
জীচিত্তচোর যাহি যাহীত্যর্থঃ । পুনর্গচ্ছন্তং কৃষ্ণং প্রত্যাহ হে ‘রমণ’ সদা মাং
রময় আগচ্ছ আগচ্ছেতি । পুনরাগতং মত্বা আলিঙ্গনায় বাহুদ্বয়ং সম্প্রসার্য
তমলকু। জাতবাহ্যক্ষুর্ভিঃ সখৈক্ৰবামাহ ‘হে নয়নাভিরাম’ নয়নানন্দদায়িন্
‘হু’ ভোঃ ‘হাহা’ খেদে ‘কদা’ কস্মিন্ সময়ে ‘মে’ মম ‘দৃশোঃ’ নয়নয়োঃ
‘পদং’ বিষয়ঃ ‘ভবিতাসি’ ভবিষ্যসি । ২৩ ।

অন্তর্দশায় বিপ্লবঙ্গল রচিত শ্লোকাবৃতি করিয়া শ্রীচৈতন্য
প্রভু বলিতেছেন—হে দেব ! অন্তগোপীর সহিত সন্তোগ
করিয়া আসিয়াছ ; তুমি এখান হইতে চলিয়া যাও । হে
দয়িত ! তুমি আমার প্রাণবল্লভ আমাকে দর্শন দাও ! হে
ভুবন জন বন্ধু ! তুমি কেবল আমার বন্ধু নও, সকল গোপী-
রই বন্ধু ; অতএব ‘সকলের’ সমাধান জন্ম যাও । হে কৃষ্ণ !
তুমি আমার চিত্তাকর্ষণ করিয়াছ ; একবার দেখা দাও ! হে
চপল ! তুমি অবলাচিত্ত হরণ করিয়াছ, যাও যাও ! হে

রমণ ! সদা আমার সঙ্গে রমণ কর ! পরে বাহুজ্ঞান লাভ
করিয়া দৈন্য জানাইতেছেন হে নয়নাভিরাম ! হায় ! কবে
তুমি আমার নয়ন গোচর হইবে ? । ২৩ ।

যথা রাগ ।

উন্মাদের লক্ষণ, করায় কৃষ্ণ ক্ষুরণ,
ভাবাবেশে উঠে প্রণয় মান ;
সোল্লুষ্ঠ বচন রীতি, মান, গর্ব, ব্যাজ স্তুতি,
কভু নিন্দা কভু বা সম্মান (১) ॥
'তুমি দেব ক্রীড়ারত ! ভুবনের নারী যত,
তাহে কর অভীষ্ট ক্রীড়ন ;
তুমি মোর দয়িত ! মোতে বৈসে তোমার চিত্ত,
মোর ভাগ্যে কর আগমন ॥
ভুবনের নারীগণ, সবার কর আকর্ষণ,
তাহা কর সব সমাধান (২) ।
তুমি কৃষ্ণ চিত্তহর ! ঐছে কোন্ পামর ?
তোমাতে বা কেবা করে মান ? ॥
তোমার চপল মতি, একত্রে না হয় স্থিতি ;
তাতে তোমার নাহি কিছু দোষ ;
তুমি তো করুণানিধু ! আমার প্রাণের বন্ধু !
তোমার নাহি মোর কভু রোষ ।
তুমি নাথ ব্রজপ্রাণ ! ব্রজের কর পরিদ্রাণ ;
বহুকারণে নাহি অবকাশ ;

১ সোল্লুষ্ঠ—পরিহাসযুক্ত । ব্যাজস্তুতি—(অলঙ্কার) নিন্দা দ্বারা স্তুতি বা স্তুতি দ্বা
নিন্দা করণ ।

২ তাহা কর সব সমাধান—অভিমানের কথা ; জগতের সমস্ত নারীগণকে আক
করিয়া তাহাদের সহিত ক্রীড়া কর ; আমি তোমাকে চাহিনা । চৈতন্য প্রভু ক্রীড়াধার ভা
অনুভাবিত হইয়া এইরূপ অভিমান, নিন্দা, প্রণয় ও পরিহাস প্রভৃতির ভাষা ভগবানের প্র
প্রয়োগ করিতেছেন ।

তুমি আমার রমণ, স্মৃথ দিতে আগমন,
 এ তোমার বৈদগ্ধ বিলাস (১) ॥
 মোর বাক্য নিন্দা মানি, কৃষ্ণ ছাড়ি গেলা জানি ;
 শুন মোর এ স্তুতি বচন (২) ।
 নয়নের অভিরাম, তুমি মোর ধন প্রাণ,
 হাহা পুনঃ দেহ দরশন ।
 শুভ, কৰ্ম্ম, প্রেমদ, বৈবৰ্ণ্য, অশ্রু, স্বরভেদ,
 দেহ হৈল পুলকে ব্যাপিত (৩) ।
 হাঁসে, কান্দে, নাচে, গায়, উঠি ইতি উতি ধায়,
 ক্ষণে ভূমে পড়িয়া মুচ্ছিত ॥
 মুচ্ছায় হৈল সাক্ষাৎকার, উঠি করে হহকার,
 কহে এই আইলা মহাশয় !
 কৃষ্ণের মাধুরী শুণে, নানা ভ্রম হয় মনে,
 শ্লোক পড়ি করয়ে নিশ্চয় ॥

তথাহি শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে অষ্টষষ্ঠিতম শ্লোকে বিলম্বঙ্গল বাক্যং

‘মারঃস্বয়ং নু মধুরদ্যুতিমণ্ডলং নু,
 মাধুর্য্যমেব নু মনো নয়নামৃতং নু ।
 বেণীযুজো নু মম জীবিত বল্লভো নু,
 কৃষ্ণোহয় মভ্যুদয়তে মম লোচনায়’ । ২৪ ।

হে সখে ! ‘অয়ং’ দৃশ্যমানঃ ‘স্বয়ং’ ‘মারঃ’ কন্দর্পঃ ‘হু’ কিংহু ? ইতি বিতর্কে
 ভবতি ? নহি, নহি । ‘নু’ ভোঃ ‘মধুরদ্যুতিমণ্ডলং’ মনোহরব্রহ্মতেজো

১ বৈদগ্ধ বিলাস—চাতুর্য্য বিলাস ।

২ মোর বাক্য...বচন—আমার এই সকল কথা নিন্দা মনে করিয়া কৃষ্ণ আমাকে
 পরিভ্যাগ করিয়া গেলেন ইহা মনে করিয়া চৈতন্য প্রভু বলিতেছেন—তবে ‘হে কৃষ্ণ !
 স্তুতি বাক্য বলি শুন’ ।

৩ শুভ কৰ্ম্ম ইত্যাদি—বার্ষিক পুলকের লক্ষণ ।

মণ্ডলঃ কিং ভবতি ? নহি নহি । ‘মাধুর্য্যমেব’ ‘হু’ মূর্ত্তিমানমাধুর্য্যঃ কিং ? নহি নহি । ‘মনোনয়নামৃতং’ ‘হু’ মনোনয়নয়োরানন্দরূপং কিং ভবতি ? নহি নহি । ‘বেণীমুজঃ’ ‘হু’ ব্রজসুন্দরীণাং বেণীপুঞ্জং কিং ? নহি নহি । ‘হু’ ভোঃ ‘মম’ ‘জীবিতবল্লভঃ’ মৎপ্রাণনাথঃ ‘অয়ং’ ‘কৃষ্ণঃ’ ‘মম’ ‘লোচনায়’ মম লোচনোৎসব নিমিত্তায় ‘অভ্যাদয়তে’ সৰ্ব্বতোভাবে উদ্ভিতো ভবতী-
ত্যর্থঃ । ২৪ ।

অন্তর্দর্শায় মহাপ্রভু কৃষ্ণ দর্শন করিয়া সন্দেহ নিরাকরণ
করিতেছেন—হে সখে ! একি স্বয়ং কন্দর্প উপস্থিত ? না
মনোহর ব্রহ্মতেজোমণ্ডল দেখিতেছি ? না মূর্ত্তিমান্ মাধুর্য্য-
রস ! অথবা অন্তশ্চক্ষুর অমৃত দর্শন ! কিম্বা এ কি ব্রজসুন্দরী
দিগের বেণীপুঞ্জ ! না, সে সব কিছুই নহে ; হাঁ বুঝিয়াছি ।
আমার প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ আমার নয়নোৎসব বর্দ্ধন জন্ত
অভ্যাদিত হইয়াছেন । ২৪ ।

যথা রাগ ।

কিবা সাংক্যং কাম, হ্যতিবিশ্ব মূর্ত্তিমান ?

কি মাধুর্য্য স্বয়ং মূর্ত্তিমন্ত ?

কিবা মনো নেত্রোৎসব ? কিবা প্রাণবল্লভ ?

সত্য কৃষ্ণ আইলা নেত্রানন্দ ॥

গুরু নানাভাব গণ, শিষ্য প্রভুর তনু মন,

নানা রীতে সতত নাচায় ; (১) ।

নির্কেদ, বিষাদ, দৈন্ত, চাপলা, হর্ষ, ধৈর্য্য, মন্য,

এই নৃত্যে প্রভুর কাল যায় (২) ।

চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, রায়ের নাটক গীতি,

কর্ণামৃত, শ্রীগীত গোবিন্দ (৩) ।

১ গুরু নানা ভাবগণ...কাল যায়—নানাপ্রকার ভাব গুরুর সদৃশ হইয়া মহাপ্রভুর
শরীর ও মনকে যেন শিষ্যে বরণ করিয়া নির্কেদাদি নানা নৃত্য শিখাইয়া নাচাইতে লাগিল

২ মন্ত—মনন । নির্কেদ—বিলাপ ; অমৃতাপ ।

৩ চণ্ডীদাস ইত্যাদি—অন্তর্দর্শায় মহাপ্রভু এই সকল গ্রন্থের শ্লোকাবলি শুনিতে ভাল

স্বরূপ রামানন্দ সনে, মহাপ্রভু রাত্রিদিনে,

গায় শুনে পরম আনন্দ ॥

পুরী বাৎসল্য মুখ্য, রামানন্দের শুদ্ধ সখ্য,

গোবিন্দাদ্যের শুদ্ধ দাস্য রস ;

গদাধর জগদানন্দ, স্বরূপের সানন্দ,

এই চারি ভাবে প্রভু বশ (১) ।

লীলাসুখ মন্তজন, তার হয় ভাবোন্মাদ, (২) ।

ঈশ্বরে সে কি ইহা বিশ্বাস ?

ভাতে মুখ্য রসাত্মক, হইয়াছেন মহাশয়,

তাছে হয় সর্ব ভাবোদয় ।

পূর্বে ব্রজবিলাসে, যেই তিন অভিলাষে, (৩)

যজ্ঞে হ আশ্বাদ নহিল ;

শ্রীরাধার ভাবসার, আপনে করি অঙ্গীকার, (৪)

সেই তিন বস্তু আশ্বাদিল ॥

আপনে করি আশ্বাদনে, শিক্ষাইল ভক্তগণে,

প্রেম চিন্তামণির প্রভু ধনী ;

বাসিতেন :—চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক মধুর পদাবলী, রামানন্দ রায় কৃত জগন্নাথ বল্লভ নাটক, বিলম্বঙ্গলকৃত শ্রীকৃষ্ণ কর্ণামৃত ও জয়দেবের গীতগোবিন্দ ।

১ পুরী বাৎসল্য ইত্যাদি—মাধবেশ পুরীর শিষ্য পরমানন্দ পুরী গুরু সঙ্ঘে মহাপ্রভুকে বাৎসল্যভাবে, রামানন্দ রায় সখ্যভাবে, গোবিন্দ কাশীধরাদি প্রভুভাবে ও জগদানন্দ ও স্বরূপদামোদর সানন্দ বা মধুর ভাবে সেবা করিতেন ।

২ লীলাসুখ মন্তজন—সর্ব ভাবোদয়—ভজনশীল সামান্য মানবের যখন নানারূপ ভাবোন্মাদ হইয়া থাকে ; তখন পূর্ণ ভগবান্ শ্রীচৈতন্যে তদ্রূপ কেন না হইবে ? তাহাতে আবার যখন তিনি মুখ্য রস অর্থাৎ মধুর রসকে আশ্রয় করিয়াছেন, তখন ভাবোদয় না হওয়াই অসম্ভব ।

৩ পূর্বে ব্রজবিলাসে...তিন অভিলাষে—পূর্বে কৃষ্ণাবতारे শ্রীকৃষ্ণাবনে যে তিন অভিলাষ চরিতার্থ করিতে পারেন নাই, এবার গৌরাঙ্গাবতारे তাহা আশ্বাদন করিলেন । তিন অভিলাষ :—আদিলীলা ১৬০ পাতে ৩ টিকা দেখ ।

৪ শ্রীরাধার ভাবসার ইত্যাদি—শ্রীরাধার প্রেমভাবের সার আপনি গ্রহণ করিয়া ।

নাহি জানে স্থানাস্থান, বারে ভারে কৈল দান,
মহাপ্রভু দাতা শিরোমণি ॥

এই গুপ্ত ভাব সিন্ধু, ব্রহ্মা না পায় এক বিন্দু,
হেন ধন বিলাইল সংসারে ;

ঐছে দয়ালু অবতার, ঐছে দাতা নাহি আর,
গুণ কেহ নারে বর্ণিবারে ;

কহিবার কথা নহে, কহিলে কেহ না বুঝে,
ঐছে চিত্র চৈতন্তের রঙ্গ ;

সেই সে বৃত্তিতে পারে, চৈতন্তের কৃপা যারে,
হঙ তাঁর দাসানুদাস সঙ্গ ॥ (১)

চৈতন্ত লীলা রত্নসার,(২) স্বরূপের ভাণ্ডার,
তিহ থুইল রঘুনাথের কণ্ঠে ;

তাহা কিছু যে শুনিল, তাহা ইহা বিস্তারিল,
ভক্তগণে দিল এই ভেটে ॥

যদি কেহ হেন কহে, গ্রন্থ কৈল শ্লোকময়ে,
ইতর জনে নারিবে বৃত্তিতে ;

১ কহিবার কথা নহে...দাসানুদাস সঙ্গ—চৈতন্তের কৃপা পাত্র ব্যতীত তাঁহার প্রেম ও বদান্যতার বিষয় কাহারও বুঝিবার সাধ্য নাই। আমি চৈতন্তের কৃপাপাত্রের দাসানুদাস হইতে ইচ্ছা করি।

২ চৈতন্তলীলা রত্নসার ইত্যাদি—শেষলীলায় স্বরূপ দামোদর মহাপ্রভুর নিকট সর্বদা থাকিতেন ও তাঁহার মনোভাব অবগত হইতেন ; সে জন্য তিনিই চৈতন্ত লীলারূপ রত্ন সমূহের ভাণ্ডারী রূপে কথিত হইয়াছেন। তিনি ঐ সমস্ত রত্ন রঘুনাথ দাসের কণ্ঠে রাখিয়াছিলেন অর্থাৎ রঘুনাথকে ঐ সব লীলা জ্ঞাত করাইয়াছিলেন ; গ্রন্থকার রঘুনাথের নিকট শ্রবণ করিয়া এই গ্রন্থে তাহা বর্ণন করত ভক্তগণকে ভেট দিলেন। যদি কেহ এরূপ আপত্তি করেন যে বহু সংস্কৃত শ্লোকে পরিপূর্ণ করিয়া এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, সাধারণে ইহা বুঝিতে পারিবে না ; গ্রন্থকার তাহার উত্তরে বলিতেছেন যে সর্বসমুদায়গণকে সন্তুষ্ট করা বড় কঠিন ; তিনি যাহা শুনিয়াছেন তাহাই লিখিতেছেন ; সকলে না বুঝিলে সাধ্য কি ? তবে ইহা বলা যাইতে পারে যে শ্রীমদ্ভাগবতগ্রন্থ ও তাহার টীকা সংস্কৃত ভাষায় লিখিত ; তথাচ তাহা আপামর সাধারণ বুঝিতেছে ; তবে দুই চারি সংস্কৃত শ্লোক যাহা তিনি উদ্ধার করিয়াছেন ও যাহার অর্থ বঙ্গভাষায় লিখিয়াছেন, তাহা লোকে বুঝিবেনা কেন ?

এই অস্ত্রালীলা সার, সূত্র মধ্যো বিস্তার
করি কিছু করিল বর্ণন ;

ইহা মধ্যো মরি যবে, বর্ণিতে না পারি তবে,
এই লীলা ভক্তগণ ধন ॥

সংক্ষেপে এই সূত্র কৈল, যেই ইহা না লিখিল,
আগে তাহা করিব বিস্তার ।

যদি ততু দিন জীয়ে, মহাপ্রভুর কৃপা হয়ে,
ইচ্ছা ভরি করিব বিচার ;

ছোট বড় ভক্তগণ, বন্দেঁ। সবার চরণ,
সবে মোরে করহ সন্তোষ ;

স্বরূপ গৌরাঙ্গের মত, রূপ রঘুনাথ জানে যত,
তাহি লিখি নাহি মোর দোষ ॥

শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ, অবৈতাদি ভক্তবৃন্দ,
শিরে ধরি সবার চরণ ;

স্বরূপ রূপ সনাতন, রঘুনাথের শ্রীচরণ—
ধূলি করেঁ। মস্তকে ভূষণ ॥

পাঞা ঘাঁর আঙ্কা ধন, ব্রজের বৈষ্ণবগণ,
বন্দেঁ। তাঁর মুখা হরিদাস ;

চৈতন্য বিলাস সিদ্ধু কল্লোলের এক বিন্দু,
তার কথা কহে কৃষ্ণদাস ॥

ইতি শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে অস্ত্রালীলা সূত্র কথনে প্রেমো-

দ্ভাদ প্রলাপ বর্ণনং নাম দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ ॥ ২ ॥

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

গ্রন্থকারস্য

ন্যাসং বিধায়োৎ প্রণয়োহথ গৌরো,

বৃন্দাবনং গন্তুমনা ভ্রমাত্মঃ ;

রাঢ়ে ভ্রমন্ শান্তীপুরী ময়িত্বা,

ললাস ভক্তৈ রিহ তং নতোহস্মি ॥ ২৫ ॥

যঃ 'গৌরঃ' ত্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ 'ন্যাসং' সন্ন্যাসং 'বিধায়' কৃৎস্বা 'অথ' অনন্তরং 'উৎপ্রণয়ঃ' মহানন্দিতঃ সন্ 'বৃন্দাবনং' 'গন্তুমনাঃ' বৃন্দাবনগমনেচ্ছুঃ 'ভ্রমাত্মঃ' ভ্রমঃ ভ্রমযুক্তঃ আত্মা যস্য প্রেমঃ ভ্রমবিস্মলঃ 'রাঢ়ে' রাঢ়দেশে 'ভ্রমন্' সন্ 'শান্তীপুরীং' 'অয়িত্বা' আনয়িত্বা নিত্যানন্দাদিভিঃ অল্পচরৈরিত্যর্থঃ 'ভক্তৈঃ' সহ 'ইহ' শান্তিপূৰ্ণ্যং 'ললাস' শোভয়ামাস 'তং' চৈতন্যং 'নতোহস্মি' প্রণতোহস্মি । ২৫ ।

যে গৌরচন্দ্র সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করতঃ মহা আনন্দ সহকারে বৃন্দাবনে বাইবেন মনে করিয়া, প্রেমবিস্মল চিত্তে ভ্রান্তিক্রমে রাঢ়দেশে ভ্রমণ করিয়াছিলেন, ও পরে শান্তিপুরে আনীত হইয়া ভক্তমণ্ডলীর সহিত শোভা পাইয়াছিলেন, আমি তাঁহাকে প্রণাম করি ॥ ২৫ ॥

জয় জয় ত্রীচৈতন্য ! জয় নিত্যানন্দ !

জয়দৈবত চন্দ্র ! জয় গৌর ভক্তবৃন্দ !

চব্বিশ বৎসর শেষ যেই মাঘ মাস ;

তার গুরুপক্ষে প্রভু করিলা সন্ন্যাস ।

সন্ন্যাস করি প্রেমাবেশে চলিলা বৃন্দাবন ;

রাঢ় দেশে তিন দিন করিলা ভ্রমণ ।

এই শ্লোক পড়ি প্রভু ভাবের আবেশে

ভ্রমিতে পবিত্র কৈল সব রাঢ় দেশে ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে ত্রয়োবিংশাধ্যায়ে
ত্রিপঞ্চাশৎ শ্লোকে উদ্ধবং প্রতি ভিক্ষুক বাক্যেন শ্রীকৃষ্ণ
বচনং

‘এতাং সমাস্থায় পরাঅনিষ্ঠা
মধ্যাসিতাং পূর্বতমৈর্মহন্তিঃ ;
অহন্তুরিষ্যামি ছুরন্তপারং,
তমো মুকুন্দাং ত্রি নিষেবয়ৈব’ ॥ ২৬ ॥

‘পূর্বতমৈঃ’ পূর্ববর্তিভিঃ ‘মহন্তিঃ’ মহর্ষিভিঃ ‘অধ্যাসিতাং’ সেবিতাং
আশ্রিতামিতি যাবৎ ‘এতাং’ পূর্বোক্তাং ‘পরানিষ্ঠাং’ ব্রহ্মনিষ্ঠাং ‘সমাস্থায়’
অবলম্ব্য ‘অহং’ অহমপি ‘দুরন্ত পারং’ ছুরন্ত ‘তমঃ’ মহদক্ষকারং ভবাণব
মিতার্থঃ ‘তরিষ্যামি’ উত্তীর্ণো ভবিষ্যামি । নহু ইয়ং নিষ্ঠৈব কথং ভবেৎ তত্রাহ
‘মুকুন্দাং ত্রি নিষেবয়ৈব’ মুকুন্দচরণাষু ত্রি সেবয়ৈব করণয়া । ২৬ ।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে অবন্তীনগরের ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের
আখ্যায়িকা বলিয়া তাহার স্বগতোক্তি বর্ণনা করিতেছেন :—
ভিক্ষুক চিন্তা করিতেছে ‘পূর্বতন মহাত্মাদিগের অবলম্বিত
এই পরানিষ্ঠা আশ্রয় করিয়া মুকুন্দ চরণ সেবা দ্বারা
আমি ছুরন্ত অক্ষকার্ণব উত্তীর্ণ হইব’ ॥ ২৬ ॥

প্রভু কহে ‘নাধু এই ভিক্ষুক বচন ;
মুকুন্দ সেবন ব্রত কৈল নির্ধারণ ।
পরানিষ্ঠা এই সার বেশ ধারণ ; (১)
মুকুন্দ সেবায় হয় সংসার তারণ ।
সেই বেশ কৈল ; এবে ব্রন্দাবনে গিয়া
কৃষ্ণ নিষেবণ করি নিছুত্তে বসিয়া’ ।

এত বলি চলে প্রভু প্রেমোন্মাদের চিহ্ন ;
 দিক্ বিদিক্ জ্ঞান নাহি চলে রাজি দিন ।
 নিত্যানন্দ, আচার্য্য রত্ন, মুকুন্দ—তিন জন ;
 প্রভু পাছে পাছে তিনে করেন গমন ।
 যেই যেই প্রভু দেখে ; সেই সব লোক
 প্রেমাবেশে হরিবলে খণ্ডে হৃৎ শোক ।
 গোপ বালক সব প্রভুকে দেখিয়া
 হরি হরি বলি ডাকে উচ্চ করিয়া ।
 শুনি তা'সবার নিকট গেলা গৌর হরি ;
 'বোল বোল' বলে সবার শিরে হস্ত ধরি ।
 তা'সবারে স্তুতি করে 'তোমরা ভাগ্যবান ;
 বৃত্তার্থ করিলে মোরে শুনাঞা হরি নাম' ;
 গুপ্তে তাসবাকে আনি ঠাকুর নিত্যানন্দ ;
 শিক্ষাইল সবাকারে করিয়া প্রবন্ধ :—(২)
 'বৃন্দাবন পথ প্রভু পুছেন তোমারে ;
 গঙ্গাতীর পথ তবে দেখাইও তাঁরে ।'
 তবে প্রভু পুছিলেন 'শুন শিশুগণ !
 কহ দেখি কোন্ পথে যাব বৃন্দাবন ?'
 শিশু সব গঙ্গাতীর পথ দেখাইল ;
 সেই পথে আবেশে প্রভু গমন করিল ।
 আচার্য্য রত্নেরে কহে নিত্যানন্দ গোসাঁইঃ—
 'শীঘ্র যাহ তুমি অধৈর্য আচার্য্যের ঠাই ।
 প্রভু লঞা যাব আমি তাঁহার মন্দিরে ;
 সাধবানে রহেন্ যেন নৌকা লঞা তীরে ।
 তবে নবদ্বীপে তুমি করিহ গমন ;
 শচী সহ লঞা আইস সব ভক্তগণ' ।
 তাঁরে পাঠাইয়া নিত্যানন্দ মহাশয় ;

২ শিক্ষাইল সবাকারে করিয়া প্রবন্ধ—'শিক্ষাইল তাসবাকে করি বহু যত্ন' পাঠও আছে ।

মহাপ্রভুর আগে আসি দিল পরিচয় ।
 প্রভু কহে 'ত্রীপাদ ! তোমার কোথাকে গমন' ?
 ত্রীপাদ কহে 'তোমার সঙ্গে যাব বৃন্দাবন ।'
 প্রভু কহে 'কত দূরে আছে বৃন্দাবন ?'
 তিঁহু কহেন 'কর এই যমুনাদর্শন' ।
 এত বলি আনিল তাঁরে গঙ্গা সন্নিধানে ;
 আবেশে প্রভুর হৈল গঙ্গায় যমুনাঙ্কানে ।
 'অহো ভাগ্য ! যমুনার পাইল দরশন ;'
 এত বলি যমুনার করেন স্তবন :—

তথাহি চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে পঞ্চমাস্ত্রে সপ্তমাক্ষত
 পদ্মপুরাণঃ

'চিদানন্দভানোঃ সদা নন্দসূনোঃ
 পরপ্রেমপাত্রী দ্রব ব্রহ্ম গাত্রী
 অঘানাং লবিত্রী জগৎক্ষেমধাত্রী,
 পবিত্রী ক্রিয়ামো বপু মিত্র পুত্রী' ॥ ২৭ ॥

'মিত্রপুত্রী' সূর্য্যতনয়া যমুনা 'নঃ' অস্মাকং 'বপুঃ' শরীরং 'সদা' নিত্যং
 'পবিত্রীক্রিয়াৎ' নির্মলীকূৰ্ঘ্যাৎ যমুনা কীদৃশী 'চিদানন্দভানোঃ' চিচ্চ আন-
 ন্দশ্চ তয়োঃ ভানুঃ সূর্য্যঃ প্রকাশক ইত্যর্থঃ তত্ত্ব, 'নন্দসূনোঃ' নন্দ পুত্রস্য
 'পরপ্রেমপাত্রী' সর্বোৎকৃষ্ট প্রেম ভাজনা পুনঃ 'দ্রবব্রহ্ম গাত্রী' দ্রবং দ্রবময়ং
 জলময়ং ব্রহ্মণঃ পরমেশ্বরস্ত গাত্রং শরীরং যদ্যাঃ সা পুনঃ 'অঘানাং' পাপ-
 নমূহানাং 'লবিত্রী' ছেদনকর্ত্তী পুনঃ 'জগৎক্ষেমধাত্রী' জগন্মঙ্গলরূপা । ২৭ ।

সূর্য্যতনয়া যমুনা আমাদিগের দেহ, পবিত্র করুন ; ইনি
 চিদানন্দভানু নন্দনন্দনের পরমপ্রেমভাজনা, ঈশ্বরাস্ত্রের
 দ্রবভাবস্বরূপিণী, পাপনাশিনী, এবং জগতের মঙ্গল-
 দায়িনী ॥ ২৭ ॥

এত বলি নমস্করি কৈল গঙ্গাস্নান ;
 এক কোপিন, নাহি দ্বিতীয় পরিধান ।
 হেনকালে আচার্য্য গৌসাই নৌকাতে চড়িয়া
 আইল নুতন কোপিন বহির্কাস লঞা ।
 আগে আসি রৈলা আচার্য্য নমস্কার করি ;
 আচার্য্য দেখি বলে প্রভু মনে সংশয় করি :—
 ‘তুমি ত আচার্য্য গৌসাই এথা কেন আইলা’ ?
 আমি বৃন্দাবনে তুমি কেমনে জানিলা ?’
 আচার্য্য কহে ‘তুমি যাহাঁ সেই বৃন্দাবন ;
 মোর ভাগ্যে গঙ্গাতীরে তোমার আগমন ।’
 প্রভু কাহ্ন নিত্যানন্দ আমারে বঞ্চিলা ;
 গঙ্গাকে আনিয়া মোরে যমুনা কহিলা ।’
 আচার্য্য কহে ‘মিথ্যা নহে শ্রীপাদ বচন ;
 যমুনাতে স্নান তুমি করিলা এখন ।
 গঙ্গায় যমুনা বহে হঞা একধার ;
 পশ্চিমে যমুনা বহে পূর্বে গঙ্গাধার । (১)
 পশ্চিমে যমুনা বহে ভাহাঁ কৈলা স্নান ;
 আর্জ কোপীন ছাড়ি শুষ্ক কর পরিধান ।
 প্রেমাবেশে চারি দিন আছ উপবাস ; (২)
 আজি মোর ঘরে ভিক্ষা, চল মোর বাস ।
 এক মুষ্টি অন্ন মুই করিয়াছেঁ। পাক ;
 শুক রুখা ব্যঞ্জন কৈল স্নপ আর শাক ।’
 এত বলি নৌকায় চড়াঞা নিল নিজ ঘর ;
 পাদ প্রক্ষালন কৈল আনন্দ অন্তর ।
 প্রথমেই পাক করিয়াছেন আচার্য্যাণী ;
 বিষ্ণু সর্ম্পর্গ কৈল আচার্য্য আপনি ।
 তিন ঠাই ভোগ বাড়াইল সম করি ।

১ পূর্বে গঙ্গাধার—‘পূর্বে গঙ্গার’ পাঠও আছে ।

২ প্রেমাবেশে চারি দিন—‘তিন চারি দিন’ পাঠও আছে ।

কৃষ্ণের ভোগ বাড়াইল খাত্ পাত্রোপরি ।
 বজ্রিশা আঠিয়া কলার আঙ্গটিয়া পাতে (১)
 ছই ঠাই ভোগ বাড়াইল ভালমতে ।
 মধ্যে পীতম্বত সিন্ত শাল্যেরন্তূপ ;
 চারিদিকে ব্যঞ্জন ডোঙ্গা আর মুলা নূপ ।
 বাস্কক শাক পাক বিবিধ প্রকার ;
 পটোল কুম্বাও বড়ি মান কচু আর ।
 টৈ মরিচ স্নক্তা দিয়া সব ফল মূলে
 অমৃত নিন্দক পঞ্চবিধ তিত্ত ঝালে ।
 কোমল নিম্বপত্র সহ ভাজা বার্তকী ; (২)
 ফুলবড়ি ভাজা, আর কুম্বাও মানচাকি । (৩)
 নারিকেল শস্ত, ছানা, শর্করা মধুর ।
 মোচাঘণ্ট, ছক্ক কুম্বাও, সকল প্রচুর ।
 মধুরান্ন, বড় অন্ন, অন্ন পাঁচ ছয় ;
 সকল ব্যঞ্জন কৈল লোকে যত হয় ।
 মুলা বড়া, মাস বড়া, কলার বড়া মিষ্ট ;
 ক্ষীরপুলি, নারিকেলপুলি, যত পীঠা ইষ্ট ।
 বজ্রিশা আঠিয়া কলার ডোঙ্গা বড় বড় ;
 চলে হালে নাহি ডোঙ্গা অতি বড় দড় ।
 পঞ্চাশ পঞ্চাশ ডোঙ্গা ব্যঞ্জন পুরিয়া ;
 তিন ভোগের আশে পাশে রাখিল ধরিয়া ।
 সম্বত পারস মৃৎকুণ্ডিকা ভরিয়া ;
 তিন পাত্রে ঘনাবর্ত ছক্ক রাখেত ধরিয়া ।

১ বজ্রিশ আঠিয়া কলার আঙ্গটিয়া পাতে—যে কলার বৃক্ষে বজ্রিশ ছড়াযুক্ত কদলীকাঁদি
 য়, তাহার আঙ্গট পাতে অর্থাৎ বৃহৎ ও প্রশস্ত কদলীপাত্রে ।

২ বার্তকী—বার্তাকু বা বেঙণ ।

৩ ফুলবড়ী ভাজা ইত্যাদি—অন্য পাঠ ‘পটোল ফুলবড়ী ভাজা কুম্বাও মানচাকি ।’

দুগ্ধচিতাউ দুগ্ধ লকলকী কুণ্ডি ভরি ; (১)
 চাঁপাকলা, দধি, সন্দেশ কহিতে না পারি ।
 অন্নব্যঞ্জন উপর তুলসী মঞ্জরী ;
 তিন জলপাত্রে সুবাসিত জল ভরি ।
 তিন শুভ্র পীঠ, তার উপরি বসন ;
 কৃষ্ণের ভোগ সাক্ষাতে কৃষ্ণে করাল ভোজন ॥
 আরাত্রিক কালে ছই প্রভু বোলাইল ;
 প্রভু সঙ্গে সবে আসি আরতি দেখিল । (২)
 আরতি করিয়া কৃষ্ণে করাইল শয়ন ;
 আচার্য্য আসি প্রভুরে তবে কৈল নিবেদন ।
 ছই ভাই আইলা তবে করিতে ভোজন ; (৩)
 গৃহের ভিতরে প্রভু করেন গমন ।
 মুকুন্দ হরিদাস ছই, প্রভু বোলাইল ; (৪)
 বোড়াহাতে ছই জন কহিতে লাগিল :—
 মুকুন্দ বলে 'মোর কিছু কৃত্য নাই সবে ; (৫)
 পাছে মুই প্রসাদ পাইনু তুমি যাহ ঘরে' ।
 হরিদাস বলে 'মুই পাণিষ্ঠ অবন ;
 বাহিরে এক মুষ্টি মুই করিমু ভোজন ।'

১ দুগ্ধচিতাউ দুগ্ধ লকলকী—দুগ্ধ দ্বারা প্রস্তুত করা পিষ্টক বিশেষ কুণ্ডি—মুঠিকা পাত্র বিশেষ ।

২ প্রভু সঙ্গে সবে আসি আরতি দেখিল—অন্নপাঠ 'প্রভুসঙ্গে' বৈষ্ণব সব আরতি দেখিল ।

৩ আরতি করিয়া কৃষ্ণে করাইল শয়ন...গৃহের ভিতরে প্রভু করেন গমন—এই দুই শ্লোকের পরিবর্তে কোন কোন পুঁথিতে এই পাঠ আছে যথা 'আরতি করিয়া কৃষ্ণ করাইল শয়ন ; ছই ভাই বোলাইল করিতে ভোজন ।'

৪ ছই, প্রভু বোলাইল—ভোজন করিতে যাইবার সময় চৈতন্য প্রভু, মুকুন্দ ও হরিদাস এই দুইজনকে ভোজন করিবার জন্য ডাকিলেন ।

৫ কিছু কৃত্য নাই সবে—স্নান আফ্রিক নিত্যকৃত্য কিছু সমাপন হয় নাই । সবে—স্নান বা সমাপ্তি হয় নাই ।

দুই প্রভু লক্ষ্য আচার্য্য গেলা ভিতর ঘর ;
 প্রসাদ দেখিয়া প্রভুর আনন্দ অন্তর ।
 'এঁছে অন্ন সে কৃষ্ণকে করায় ভোজন ;
 জন্মে জন্মে শিরে ধরে' তাঁহার চরণ' ।
 প্রভু জানে তিন ভোগ কৃষ্ণের নৈবেদ্য ;
 আচার্য্যের মনঃ কথা নহে প্রভুর বেদ্য ।
 প্রভু বলে 'বৈস তুমি করিতে ভোজন' ; (১)
 আচার্য্য কহে 'আমি করিব পরিবেশন' ।
 'কোন্ স্থানে বসিব ? আর আন দুই পাত ;
 অন্ন করি তাহে আনি দেহ বাস্তব ভাত' । (২)
 আচার্য্য কহে 'বৈস দৌহে পিঁড়ির উপরে' ;
 এত বলি হাতে ধরি বসাইল দুইপাশে ।
 প্রভু কহে 'সন্ন্যাসীর ভক্ষ্য নহে উপকরণ ;
 ইহা খাইলে কৈছে হবে ইন্দ্রিয় বারণ' ?
 আচার্য্য কহে 'ছাড় তুমি আপনার চুরি ;
 আমি জানি তোমার সন্ন্যাসের ভারি ভুরি ।
 ভোজন করহ, ছাড় বচন চাতুরী' ;
 প্রভু কহে 'এত অন্ন খাইতে না পারি' ।
 আচার্য্য বলে 'অকপটে করহ আহার ;
 যদি খাইতে না পার, রহিবেক আর' ।
 প্রভু বলে 'এত অন্ন নাশিব খাইতে ;
 সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নহে উচ্ছিষ্ট রাখিতে' ।
 আচার্য্য কহে 'নীলাচলে থাও চুয়ান্নবার ;
 একবারে অন্ন খাও শত শত ভার ।
 তিন তিন জনার ভক্ষ্য পিণ্ড তোমার এক গ্রাস ;
 তার লেখায় এই অন্ন নহে পঞ্চ ঐশ' ।
 মোর ভাগ্যে মোর ঘরে তোমার আগমন ;

১ প্রভু বলে বৈস তুমি করিতে ভোজন—অন্যপাঠ প্রভু বলে 'বৈস তিনে করিয়ে ভোজন' ।

২ কোন্ স্থানে...ভাত ।—এইটী চৈতন্য প্রভুর উক্তি ।

'ছাড়হ চাতুরী প্রভু করহ ভোজন' ।
 এত বলি জল দিল হুই গোঁসাইর হাতে ;
 হাঁদিয়া লাগিলা দৌহে ভোজন করিতে ।
 নিত্যানন্দ কহে 'কৈল পঞ্চ উপবাস ;
 আজি পারণা করিতে বড় ছিল আশ ।
 আজিও উপবাস হৈল আচার্য্য নিমজ্জণে ;
 অর্দ্ধপেট না ভরিবে এই আসেক অন্ন' ।
 আচার্য্য কহে 'তুমি হও তৈখিক সন্ন্যাসী ;
 কভু ফল মূল খাও, কভু উপবাসী ।
 দরিদ্র ব্রাহ্মণ ঘরে পাইলা মুষ্টিকান্ন ;
 ইহাতে সন্তুষ্ট হও, ছাড় লোভমন' ।
 নিত্যানন্দ বলে 'ঘবে কৈল নিমজ্জণ ;
 তত দিবে চাহি যত করিতে ভোজন' ।
 শুনি নিত্যানন্দের কথা ঠাকুর অধৈর্য ;
 কহেন তাঁহারে কিছু পাইয়া পীড়িত :—
 'ব্রহ্ম অবধূত তুমি উদর ভরিতে
 সন্ন্যাস করিয়াছ বৃষ্টি ব্রাহ্মণ দণ্ডিতে ।
 তুমি খাইতে পার দশ বিশ মোণের অন্ন ;
 আমি তাহা কাঁহা পাব দরিদ্র ব্রাহ্মণ ।
 যে পাইয়াছ মুষ্টিকান্ন তাহা খাঞা উঠ ;
 পাগলাই না করিহ, না ছড়াও কুট' ।
 এই মত হস্ত রসে করেন ভোজন ;
 অর্দ্ধ অর্দ্ধ খাঞা প্রভু ছাড়েন ব্যঞ্জন ।
 সেই বাঞ্ছনে আচার্য্য করেন পূরণ ;
 এই মত পুনঃ পুনঃ পরিবেশে বাঞ্ছন ।
 দোনা বাঞ্ছনে ভরি করেন প্রার্থন ;
 প্রভু বলেন 'আর কত করিব ভোজন' ?
 আচার্য্য কহে 'বে দিলাছি তাহা না ছাড়িবা ;
 এখন যে দিগে তার অর্দ্ধেক খাইবা' ।

• নানা যত্নে দৈন্যে প্রভুকে করাল ভোজন ;
 আচার্য্যের ইচ্ছা প্রভু করিল পূরণ ।
 নিত্যানন্দ কহে ‘আমার পেট না ভরিল ;
 লক্ষ্য যাহ তোর অন্ন কিছু না খাইল’ ।
 এত বলি এক প্রাণ অন্ন হাতে লক্ষ্য ; (১)
 উঝালি ফেলিল আগে ঘেন দ্রুত হৃৎ ।
 ভাত ছুই চারি লাগে আচার্য্যের অঙ্গে ;
 ভাত গায়ে লক্ষ্য আচার্য্য নাচে বহু রঙ্গে ।
 ‘অবধূতের খুটা মোর লাগিল অঙ্গে ;
 পরম পবিত্র মোরে কৈল এই চন্দ্রে । (২)
 তোরে নিমন্ত্রণ করি পাইছু তার কল ;
 তোর জাতি কুল নাহি সহজে পাগল ।
 আপনার সম ঘোরে করিবার তরে
 খুটা দিলে ; বিপ্র বলি ভর না করিলে’ ।
 নিত্যানন্দ বলে ‘এই কৃষ্ণের প্রসাদ ;
 ইহাকে খুটা কহিলে, কৈলে অপরাধ ।
 শতেক সন্ন্যাসী যদি করাহ ভোজন ;
 তবে এই অপরাধ হইবে ধগুন’ ।
 আচার্য্য কহে ‘না করিব সন্ন্যাসী নিমন্ত্রণ ;
 সন্ন্যাসী নাশিলে মোর সব স্মৃতি ধর্ম’ । (৩)
 এত বলি ছুইজনে করাইল আচমন ;
 উত্তম শয্যাতে লক্ষ্য করাইল শয়ন ।
 • লবঙ্গ এলাচি বীজ উত্তম রস বাস ; (৪)
 ছুলসী মঞ্জরী সহ দিল সুখবাস ।

১ উঝালি—ছড়াইয়া ।

২ চন্দ্রে—চন্দ্রা ; নির্দোষ ; ভবসমার ও ভাগ বাসার সম্বোধন ।

৩ স্মৃতি ধর্ম—স্মৃতিপাত্র প্রবর্তিত ধর্ম ব্যবহার ।

৪ রসবাস—হৃগন্ধ ও রসযুক্ত এলাচি ও লবঙ্গ ।

গন্ধ চন্দনে লিপ্ত কৈল-কলেবর ;
 শ্লগন্ধি মালা আনি দিল হৃদয় উপর ।
 আচার্য্য করিতে চাহে পাদ সন্ধান ;
 সঙ্কুচিত হঞা প্রভু বলেন বচন :—
 ‘বহুত নাচ ইলে আমি ছাড় নাচায়ন ;
 মুকুন্দ হরিদাস লঞা করহ ভোজন’ ।
 তবে ত আচার্য্য সঙ্গে লঞা দুইজনে ;
 করিল ভোজন, ইচ্ছা যে আছিল মনে ।
 শান্তিপুুরের লোক শুনি প্রভুর আগমন ;
 দেখিতে আইল লোক প্রভুর চরণ ।
 হরি হরি বলে লোক আনন্দিত হঞা ;
 চমৎকার পাইল প্রভুর দৌন্দর্য্য দেখিয়া ।
 গৌর দেহকান্তি, সূর্য্য জিনিয়া উজ্জল ;
 অরুণ বস্ত্র কান্তি তাহে করে বল মল ।
 আইসে যাপি লোক সব নাহি সমাধান ;
 লোকের সংঘট্টো দিন হৈল অবসান ।
 সন্ধ্যাতে আচার্য্য আরম্ভিল সংকীৰ্ত্তন ;
 আচার্য্য নাচেন, প্রভু করেন দর্শন ।
 নিত্যানন্দ গোঁসাইএ বুলে আচার্য্য ধরিয়া ;
 হরিদাস পাছে নাচে হরষিত হঞা ॥

তথাহি পদং

‘কি কহিব রে আজক আনন্দ গুর !
 চির দিনে মাধব মন্দিরে মোর’ ॥ ৫ ॥

এইপদ গাওয়াইয়া করেন নর্ত্তন ;
 শ্বেদ কম্প, পুলকান্দ, হস্তার, গৰ্জ্জন ।
 ফিরি ফিরি কভু প্রভুর ধরেন চরণ ;
 আলিঙ্গন করি প্রভুরে বলেন বচন :—
 ‘অনেক দিন তুমি মোরে বেড়া’লে ভাঙিয়া ;
 ঘরেতে পাঞাছি এবে রাখিব বান্ধিয়া’ ।

এত বলি আনন্দে আচার্য্য করেন নর্ত্তন ;
 প্রহরেক রাত্রি আচার্য্য কৈল সংকীৰ্ত্তন ।
 প্রেমের উৎকর্ষা প্রভুর, নাহি কৃষ্ণ সঙ্গ ;
 বিরহে বাড়িল প্রেম আলার তরঙ্গ ।
 ব্যাকুল হইয়া প্রভু ভূমিতে পড়িলা ;
 গোঁসাক্ষি দেখিয়া আচার্য্য নৃত্য সম্বরিল ।
 প্রভুর অন্তর মুকুন্দ জানে ভাল মতে ;
 ভাবের সদৃশ পদ লাগিল গাইতে ।
 আচার্য্য উঠাইল প্রভুকে করিতে নর্ত্তন ;
 পদ শুনি প্রভুর অঙ্গ না যায় ধরণ ।
 অশ্রু, কম্প, পুলক, স্বেদ, গদগদ বচন ;
 ক্ষণে উঠে, ক্ষণে পড়ে, ক্ষণেক রোদন ।

তথাহি পদং

‘হাহা প্রাণপ্রিয় সখি ! কি না হৈল মোরে ?
 কানু প্রেমবিষে মোর তনু মন জ্বরে । ধূয়া ॥
 রাত্রি দিন পোড়ে মন মোয়াস্ব্য না পাও ;
 যাই। গেলে কানু পাও তাহাঁ উড়ি যাও’ ।

এই পদ গায় মুকুন্দ শ্রুতধুর স্বরে ;
 শুনিয়া প্রভুর চিত্ত বিদরে অন্তরে ।
 নির্বেদ বিষাদ হর্ষ চাপল্য গর্ক দৈন্ত ;
 প্রভুর সহিত যুদ্ধ করে ভাব সৈন্য ।
 জর জর হৈলা প্রভু ভাবের প্রহায়ে ;
 ভূমিতে পড়িল স্বাস নাহিক শরীরে ।
 দেখিয়া চিস্তিত হৈল যত ভক্তগণ ;
 আচম্বিতে উঠে প্রভু করিয়া গর্জ্জন ।
 বোল বোল বোলে প্রভু আনন্দে বিহ্বল ;
 বুঝন না যায় ভাব তরঙ্গ প্রবল ।

নিত্যানন্দ সঙ্গে বলে প্রভুকে ধরিয়া ;
 আচার্য্য হরিনাম বলে পাছেতে নাচিয়া ।
 এইমত প্রহরেক নাচে প্রভু সঙ্গে ;
 কভু হর্ষ, কভু বিবাদ ভাবের তরঙ্গে ।
 পঞ্চদিন উপবাসে করিয়া ভোজন ;
 উদগু নৃত্যোত্তে হৈল বড় পরিভ্রম ।
 তবু ত না জানে শ্রম প্রেমাষিষ্ট হঞা ;
 নিত্যানন্দ প্রভুকে রাখিল ধরিয়া ।
 আচার্য্য গোসাঁই তবে রাখিল কীর্তন ;
 নানা সেবা করি প্রভুকে করাইল শয়ন ।
 এই মত দশদিন ভোজন কীর্তন
 এক রূপ করি করে প্রভুর সেবন ।
 প্রভাতে আচার্য্য রত্ন দোলায় চড়াইঞা
 ভক্তগণ সঙ্গে আইলা শচীমাতা লঞা ।
 নদীয়া নগরের লোক স্ত্রী বালক বৃদ্ধ ;
 সব লোক আইল, হৈল সংঘট সমৃদ্ধ ।
 নৃত্য করি করে প্রভু নাম সংকীর্তন ;
 শচীমাতা লঞা আইল অদ্বৈত ভবন ।
 শচী আগে পড়িলা প্রভু দণ্ডবৎ হঞা ;
 কান্দিতে লাগিলা শচী কোলে উঠাইয়া । (১)
 দৌহার দর্শনে দৌহে হইলা বিহ্বল ।
 কেশ না দেখিয়া শচী হইলা বিকল ।
 অঙ্গ মুছে, মুখ চুখে, করে নিরীকণ ;
 দেখিতে না পায়, অঙ্গ ভরিল নয়ন ।
 কান্দিয়া কহেন শচী 'বাছারে নিমাই !
 বিশ্বরূপ সম না করিহ নিষ্ঠুরাই ।
 জন্মানী হইয়া যোরে না দিল দর্শন ;
 তুমি তৈছে হৈলেক মোর হইবে মরণ' ।

কাঁদিয়া বলে প্রভু 'শুন মোর আই ! (১)
 তোমার শরীর এই মোর কিছু নাই ।
 তোমার পালিত দেহ, জন্ম তোমা হৈতে ;
 কোটি জন্মে তোমার ঋণ নারিব শোধিতে ।
 জানি বা না জানি যদি করিল সন্ন্যাস ;
 তথাপি তোমারে কভু নহিব উদাস ।
 তুমি যাহাঁ কহ আমি তাহাঁই রহিব ;
 তুমি যেই আজ্ঞা কর সেই সে করিব' ।
 এত বলি পুনঃ পুনঃ করে নমস্কার ;
 তুষ্ট হঞা আই কোলে করে বার বার ।
 তবে আই লঞা আচার্য্য গেলা অভ্যস্তর ;
 ভক্তগণ মিলিতে প্রভু হইলা সত্বর ।
 একে একে মিলিলা প্রভু সব ভক্তগণে ;
 সবার মুখ দেখি দেখি করে আলিঙ্গনে ।
 কেশ না দেখিয়া ভক্ত যদ্যপি পায় হুঃখ ;
 সৌন্দর্য্য দেখিতে তবু পায় মহাসুখ ।
 শ্রীবাস, রামাই, বিদ্যানিধি, গদাধর ;
 গঙ্গাদাস, বক্রেশ্বর, মুরারি, শুক্রাশ্বর ;
 বুদ্ধিমন্ত খান, নন্দন, শ্রীধর, বিজয় ;
 বাসুদেব, দামোদর, মুকুন্দ, সঞ্জয় ।
 কত নাম লইব ? যত নবদ্বীপ বাসী ;
 সবারে মিলিলা প্রভু কৃপাদৃষ্টে হাঁসি ।
 • আনন্দে নাচয়ে সবে বলি হরি হরি ;
 আচার্য্য মন্দির হৈল শ্রীবৈকুণ্ঠপুরী ।
 যত লোক আইল মহাপ্রভুকে দেখিতে ;
 নানা গ্রাম হৈতে আর নবদ্বীপ হৈতে ;

১ আই—সংস্কৃত 'আৰ্য্যাকী' শব্দের অপভ্রংশ ; অৰ্থ—মাতার মাতা । এখানে সম্মান ও
 ঐতিহাসিক মাতৃ সম্বোধন ।

সবাকারে বাসা দিল ভক্ষ্য অন্ন পান ;
 বহু দিন আচার্য্য গৌসাই কৈল সমাধান । (১)
 আচার্য্য গৌসাইর তাণ্ডার অক্ষয় অব্যয় ;
 যত দ্রব্য ব্যয় করে, তত দ্রব্য হয় ।
 সেই দিন হৈতে শচী করেন রন্ধন ;
 ভক্তগণ লঞা প্রভু করেন ভোজন ।
 দিনে আচার্য্যের প্রীতি, প্রভুর দর্শন ;
 রাত্রে লোক দেখে প্রভুর নর্ত্তন কীর্ত্তন ।
 কীর্ত্তন করিতে প্রভুর সৰ্ব্ব ভাবোদয় ;
 স্তম্ভ, কম্প, পুলকান্দ্র, গগনাদ প্রলয় (২) ।
 ক্ষণে ক্ষণে পড়ে প্রভু আছাড় থাইয়া ;
 দেখি শচী মাতা কহে রোদন করিয়া :—
 ‘চূর্ণ হৈল হেন বাসে’। নিমাই কলেবর ! (৩)
 হাহা করি বিষ্ণু পাশে মাগে এই বর :—
 “বালক কাল হৈতে তোমার যে কৈলু” সেবন ;
 তার প্রতিকল মোরে দেহ নারায়ণ । (৪)
 যে কালে নিমাই পড়ে ধরণী উপরে ;
 ব্যথা যেন নাহি লাগে নিমাই শরীরে” ।
 এইমত শচীদেবী বাৎসল্যে বিহ্বল ;
 হর্ষময় দৈন্যভাবে হইল বিকল । (৫)
 শ্রীনিবাস আদি যত বিপ্র ভক্তগণ ;
 প্রভুকে ভিক্ষা দিতে হৈল সবার মন । (৬)

- ১ বহুদিন আচার্য্য গৌসাই কৈল সমাধান—বহুদিন সকলের ভক্ষ্য ভোজ্য অধৈত্যাচার্য্য সরবরাহ করিলেন ।
- ২ প্রলয়—মূচ্ছা ।
- ৩ হেন বাসে—ঐক্য বিবেচনা করি ।
- ৪ তার প্রতিকল—অন্য পাঠ ‘তার এই’ ফল ।
- ৫ হর্ষময় দৈন্যভাবে—অন্য পাঠ ‘হর্ষভাবে দৈন্যভাবে’ ।
- ৬ ভিক্ষা দিতে—আহার করাইতে ।

শুনি শচী সবাঁকারে করিল মিনতি :—

‘নিমাঞির দরশন আর মুঞি পাব কতি ?

তোমা সবা সনে হবে অন্তরে মিলন ;

মুঞি অভাগিনীর মাত্র এই দরশন ।

যাবৎ আচার্য্য গৃহে নিমাইর অবস্থান ;

মুঞি ভিক্ষা দিব ; সবাঁকারে মার্গো দান’ ।

শুনি ভক্তগণ কহে করি নমস্কার :—

‘মাতার যে ইচ্ছা সেই সম্মত সবার’ ।

মাতার ব্যগ্র দেখিয়া প্রভুর ব্যগ্র মন ;

ভক্তগণ একত্র করি বলিল বচন :—

‘তোমা সবাঁকার আঞ্জা বিনা চলিলাও বৃন্দাবন ;

যাইতে নারিল, বিদ্র কৈল নিবর্তন ।

যদ্যপি সহসা আমি করিয়াছি সন্ন্যাস ;

তথাপি তোমা সবা হৈতে নহিব উদাস ।

তোমা সবা না ছাড়িব যাবৎ আমি জীব ;

মাতারে তাবৎ আমি ছাড়িতে নারিব ।

সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নহে সন্ন্যাস করিয়া

নিজ জন্ম স্থানে রহে কুটুম্ব লইয়া ।

কেহ যেন এই বলে না করে নিন্দন ;

সেই যুক্তি কর, যাতে রহে দুই ধর্ম্ম’ ।

শুনিয়া প্রভুর এই মধুর বচন ;

শচী পাশ আচার্য্যাদি করিল গমন ।

• প্রভুর নিবেদন তাঁরে সকল কহিল ;

শুনি শচী জগন্মাতা কহিতে লাগিল :—

‘ভিত্তি যদি ইহা রহে তবে মোর সুখ ;

তাঁর নিন্দা হয় যদি তবে মোর দুঃখ ।

তাতে এই যুক্তি ভাল মোর মনে লয় ;

নীলাচলে রহেন যদি দুই কার্য্য হয় ।

নীলাচলে নবদ্বীপে যেন দুই ঘর ;

লোক গতাগতি ; বার্তা পাব নিরন্তর ।

'তুমি সব করিতে পার গমনাগমন ;
 গঙ্গানানে কভু তাঁর হবে আগমন ।
 আপনার দুঃখ সুখ তাহা নাহি গণি ;
 তাঁর যেই সুখ সেই নিজ সুখ মানি' ।
 শুনি ভক্তগণ তাঁরে করেন স্তবন ;
 'দেব আজ্ঞা যৈছে মাতা তোমার বচন' ।
 প্রভু আগে ভক্তগণ কহিতে লাগিল ;
 শুনিয়া প্রভুর মনে আনন্দ হইল ।
 নবদ্বীপবাসী আদি যত ভক্তগণ ;
 সবারে সম্মান করি বলিলা বচন :—
 'তুমি সব লোক মোর পরম বান্ধব ;
 এই ভিক্ষা মার্গে মোরে দেহ তুমি সব ।
 ঘরে যাঞা কর সদা কৃষ্ণসংকীৰ্ত্তন ;
 কৃষ্ণ নাম, কৃষ্ণ কথা, কৃষ্ণ আরাধন ।
 আজ্ঞা দেহ নীলাচলে করিয়ে গমন ;
 মধ্যে মধ্যে আসি তোমায় দিব দরশন' ।
 এত বলি সবাকারে স্নেহ হাসিয়া
 বিদায় করিল প্রভু সম্মান করিয়া ।
 সবারে বিদায় দিয়া প্রভু চলিতে কৈল মন ;
 হরিদাস কান্দি কহে করুণ বচন :—
 'নীলাচলে যাবে তুমি মোর কোন্ গতি ?
 নীলাচলে যাইতে মোর নাহিক শক্তি ।
 মুঞি অধম না পাইয়া তোমা দরশন ;
 কিমতে ধরিব এই পাপিষ্ঠ জীবন' ?
 প্রভু কহে 'কর তুমি দৈন্ত সঙ্করণ ;
 তোমার দৈন্তেতে মোর ব্যাকুল হয় মন ।
 তোমা লাগি জগন্নাথে করিব নিবেদন ;
 তোমা লঞা যাব আমি শ্রীপুরুষোত্তম' ।
 তবে ত আচার্য্য কহে বিনয় করিয়া :—
 'দিন দুই চারি রহ কৃপা ত করিয়া' ।

- আচার্য্যের বাক্য শ্রুত না করে লজ্জন ;
রহিলা অঐতৃগৃহে না কৈল গমন ;
আনন্দিত হৈলাচার্য্য শচী ভক্ত সব ;
প্রতিদিন করে আচার্য্য মহামহোৎসব ।
দিনে কৃষ্ণ কথা রস ভক্তগণ সঙ্গে ;
রাত্রে মহা মহোৎসব সংকীর্্তন রঙ্গে ।
আনন্দিত হঞা শচী করেন রন্ধন ;
শ্রুথে ভোজন করে শ্রুত লঞা ভক্তগণ ।
আচার্য্যের শ্রদ্ধা ভক্তি গৃহ সম্পদ ধনে ;
সকল সফল হৈল শ্রুত আরাধনে । (১)
শচীর আনন্দ বাড়ে দেখি পুত্র মুখ ;
ভোজন করাঞা পূর্ণ কৈল নিজ শ্রুত ।
এইমত অঐতৃগৃহে ভক্তগণে মিলে ;
বঞ্চিলা কতক দিন মহাকুতূহলে ।
আর দিন শ্রুত কহে সব ভক্তগণে ;
'নিজ নিজ ঘরে সবে করহ গমনে ।
ঘরে গিয়া কর সবে কৃষ্ণ সংকীর্্তন ;
পুনরপি আমার সঙ্গে হইবে মিলন ।
কভু বা করিবে তোমরা নীলাদ্রি গমন ;
কভু বা আসিব আমি করিতে গঙ্গাস্নান' ।
নিত্যানন্দ গোসাঞি, পণ্ডিত জগদানন্দ ;
দামোদর পণ্ডিত আর দত্ত মুকুন্দ ; (২)
• এই চারি জন আচার্য্য দিল শ্রুতনে ;
জননী প্রবোধ করি বন্দিলা চরণে ।
তঁারে প্রদক্ষিণ করি করিলা গমন ;
এথা আচার্য্যের ঘরে উঠিল ক্রন্দন ।

১ আরাধনে—অন্য পাঠ 'শ্রুত আগমনে' ।

২ এই চারিজন—চৈতন্য ভাগবতে ছয় জন সঙ্গীর নাম দেখিতে পাওয়া যায় যথা:—
নিত্যানন্দ, গদাধর, মুকুন্দ, গোস্বামী, জগদানন্দ ও ব্রহ্মানন্দ । চৈঃ ভাঃ অষ্টাধ্যায় ২য় অধ্যায় ।

নিরপেক্ষ হঞা প্রভু শীঘ্র চলিলা ;
 কান্দিতে কান্দিতে আচার্য্য পশ্চাৎ চলিলা ।
 কত দূর গিয়া প্রভু করি ষোড়হাত ;
 আচার্য্য প্রবোধি কিছু কহে মিষ্ট বাত :—
 ‘জননী প্রবোধ কর ভক্ত সমাধান ;
 তুমি ব্যগ্র হৈলে কার না রহিবে প্রাণ’ ।
 এতবলি প্রভু তাঁরে করি আলিঙ্গন
 নিবর্ত্ত করিয়া কৈল স্বচ্ছন্দ গমন ।
 গঙ্গাতীরে গেলা প্রভু চারিজন সাতে ;
 নীলাদ্রি চলিলা প্রভু ছত্রভোগ পথে । (১)
 চৈতন্য মঙ্গলে প্রভুর নীলাদ্রি গমন ;
 বিস্তারি বর্ণিয়াছেন দাস বৃন্দাবন ।
 অবৈত গৃহে প্রভুর বিলাস শুনে যেই জন ;
 অচিরে মিলয়ে তারে কৃষ্ণ প্রেমধন ।
 শ্রীকৃপ রঘুনাথ পদে বার আশ ;
 চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ।

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে সম্বাস করণাবৈত গৃহ বিলাস নাম
 তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ ॥ ৩ ॥

১ ছত্র ভোগ পথে—চৈতন্য ভাগবতে শান্তিপুর হইতে নীলাচল গমনের পথ এইরূপে
 বর্ণিত হইয়াছে :—শান্তিপুর হইতে যাত্রা করিয়া চৈতন্য প্রভু প্রথমতঃ আঠি সারা গ্রামে
 অনন্ত ত্যাচার্য্যের গৃহে একরাত্রি অবস্থিতি করিলেন ; সেখান হইতে গঙ্গার ধারে ধারে গমন
 করিয়া ছত্রভোগ নামক গ্রামে উপনীত হইলেন । এইখানে গঙ্গা শতমুখী হইয়া সাগর
 সম্মুখে গমন করিয়াছেন । এইখানে অম্বুলিঙ্গ নামে শিব জলময় হইয়া গঙ্গার জলস্রোতে
 মগ্ন হইয়া গাছেন । এখানে দক্ষিণ প্রদেশের প্রসিদ্ধ ভূমালিকারী রামচন্দ্র খান মহাপ্রভুকে
 নৌকা যোগে উৎকলদেশে পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন । নৌকাযোগে বন্দোপ-
 সাগরের কূলে কূলে গমন করিয়া চৈতন্যদেব উড়িয়া দেশস্থ প্রয়াগ ঘাট নামক স্থানে
 উত্তীর্ণ হইলেন । সেখান হইতে নদী পার হইয়া নৌকা বিদায় দিয়া তটপন্থায় জলেশ্বর
 গ্রাম দিয়া স্বর্ণ রেখা উত্তীর্ণ হওতঃ বালেশ্বরের অদূরবর্ত্তী রেঙ্গুণানামক নগরে ক্ষীরচোরা
 গোস্বামীর দর্শন করিলেন । চৈঃ ভাঃ অঙ্কঃ ২য় অধ্যায় ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

গ্রন্থকারস্ত

যস্মৈ দাতুং চোরয়ন্ ক্ষীরভাণ্ডং,
গোপীনাথঃ ক্ষীরচোরাভিধোহভূৎ ;
শ্রীগোপালঃ প্রাত্তুরাসীদ্বশঃ সন্
যৎপ্রেন্না তং মাধবেন্দ্রং নতোহস্মি ॥ ২৮ ॥

‘যস্মৈ’ মাধবেন্দ্রায় ‘দাতুং’ দানং কর্ত্বম্ ‘গোপীনাথঃ’ তন্নামবিগ্রহ-
বিশেষঃ ‘ক্ষীরভাণ্ডং’ ‘চোরয়ন্’ সন্ ‘ক্ষীরচোরাভিধঃ’ ক্ষীরচোরা ইতি
নামা ‘অভূৎ’ ‘যৎপ্রেন্না’ যন্ত মাধবেন্দ্রস্ত প্রেন্না করণেন ‘বশঃ’ বশীভূতঃ সন্
‘শ্রীগোপালঃ’ তদাখ্যবিগ্রহঃ ‘প্রাত্তুরাসীৎ’ প্রকটোহভূৎ ‘তং’ ‘মাধবেন্দ্রং’
‘নতোহস্মি’ প্রণমামি অহমিতি শেষঃ ॥ ২৮ ॥

যাঁহাকে ক্ষীরভাণ্ড চুরি করিয়া দিবার জন্য গোপীনাথ
ক্ষীর চোরা নাম গ্রহণ করিয়াছেন ; এবং যাঁহার প্রেমে বশী-
ভূত হইয়া শ্রীগোপাল মূর্তি প্রকটিত হইয়াছেন ; সেই মাধ-
বেন্দ্র পুরীকে আমি নমস্কার করি ॥ ২৮ ॥

জয় জয় গৌরচন্দ্র ! জয় নিত্যানন্দ !
জয়দৈবতচন্দ্র ! জয় গৌরভক্তবৃন্দ ।
নীলাদ্রি গমন, জগন্নাথ দরশন ;
সার্কর্ভোম ভট্টাচার্য্য অম্বর মিলন ;
এসকল লীলা শ্রীদাস বৃন্দাবন ;
বিস্তারি করিয়াছেন উত্তম বর্ণন ।
সহজে বিচিত্র মধুর চৈতন্ত বিহার ;
বৃন্দাবন দাস মুখে অমৃতের ধার ।
অতএব তাহা বর্ণিলে হয় পুনরুজ্জ্বল ;
দস্ত করি বর্ণি যদি নাহি হৈছে শক্তি ।

চৈতন্য মঙ্গলে যাহা করিল বর্ণন ;
 স্তব্ধরূপে সেই লীলা করিয়ে স্থচন ।
 তাঁর স্তব্ধে আছে, তিঁহ না কৈল বর্ণন ;
 যথা কথঞ্চিৎ করি সে লীলা কথন ।
 অতএব তাঁর পায়ে করি নমস্কার ;
 তাঁর পায়ে অপরাধ না হউক আমার ।
 এইমত মহাপ্রভু চলিলা নীলাচলে ;
 চারিভক্ত সঙ্গে কৃষ্ণ কীর্তন কুতূহলে ।
 ভিক্ষা লাগি এক দিন এক ষ্ট্রামে গিয়া ;
 আপনে অনেক অন্ন আনিল মাগিয়া ।
 পথে বড় বড় দানী বিঘ্ন নাহি করে ; (১)
 তা'সবারে কৃপা করি আইল রেমুণারে ।
 রেমুণাতে গোপীনাথ পরম মোহন ;
 ভক্তি করি কৈল প্রভু তাঁর দরশন ।
 তাঁর পাদপদ্ম নিকট প্রণাম করিতে ;
 তাঁর পুষ্প চূড়া পড়িল প্রভুর মাথাতে ।
 চূড়া পাঞা মহাপ্রভু আনন্দিত মন ;
 বহু নৃত্য গীত কৈল লঞা ভক্তগণ ।
 প্রভুর প্রভাব দেখি প্রেম রূপ গুণ
 বিস্মিত হইলা গোপীনাথের দাসগণ ।
 নানা রূপে প্রীতি কৈল প্রভুর সেবন ;
 সেই রাত্রি তাই প্রভু করিলা বঞ্চন ।
 মহাপ্রসাদ কীর লোভে রহিলা প্রভু তথা ;
 পূর্বে ঈশ্বর পুরী তাঁরে কহিয়াছেন কথা ।
 কীর চোরা গোপীনাথ প্রসিদ্ধ তাঁর নাম ;
 ভক্তগণে কহে প্রভু সেই ত আখ্যান ।
 পূর্বে মাধব পুরী লাগি কীর কৈল চুরি ;
 অতএব নাম হৈল কীরচোরা হরি ।

পূর্বে মাধবপুরী আইলা বৃন্দাবন ;
 ভ্রমিতে ভ্রমিতে গেলা যথা গোবর্দ্ধন ।
 প্রেমে মত্ত নাহি তাঁর রাত্রিদিন জ্ঞান ;
 ক্ষণে উঠে ক্ষণে পড়ে নাহি স্থানস্থান ।
 শৈল পরিক্রমা করি গোবিন্দ কুণ্ডে আসি
 স্নান করি বৃক্ষতলে আছে সন্ধ্যায় বসি ।
 গোপ বালক এক হৃদ্ধ ভাণ্ড লঞা
 আসি আগে ধরি কিছু বলিল হাঁসিয়া :—
 ‘পুরী হই হৃদ্ধ লঞা কর তুমি পান ;
 মাগি কেন নাহি খাণ্ড ? কিবা কর ধ্যান’ ?
 বালকের সৌন্দর্য্যে পুরীর হইল সন্তোষ ;
 তাহার মধুর বাক্যে গেল ভোক শোষ । (১)
 পুরী কহে ‘কে তুমি কাহাঁ তোমার বাস ?
 কেমনে জানিলে আমি করি উপবাস ?’
 বালক কহে ‘গোপ আমি এই গ্রামে বসি ;
 আমার গ্রামেতে কেহ না রহে উপবাসী ।
 কেহ অন্ন মাগি খায়, কেহ হৃদ্ধাহার ;
 অবাচক জনে আমি দিয়ে ত আহার ।
 জল লৈতে জীগণ তোমারে দেখে গেল ;
 জীগণ হৃদ্ধ দিয়া আমারে পাঠাইল ।
 গোদোহন করিতে চাহি, শীঘ্র আমি যাব ;
 পুনঃ আসি আমি এই ভাণ্ড লইব’ ।
 এত বলি গেলা বালক না দেখিয়ে আর ;
 মাধব পুরীর চিত্তে হৈল চমৎকার !
 হৃদ্ধপান করি ভাণ্ড ধুইয়া রাখিল ;
 বাট দেখে সে বালক পুনঃ না আইল । (২)
 বসি নাম লয় পুরী, নাহি নিদ্রা হয় ;
 শেষ রাত্রে তন্ত্রা হৈল বাহ্যবৃত্তি লয় ।

 ১ ভোক শোষ—ক্ষুধা ও তৃষ্ণা ।

২ বাট—পথ ।

স্বপ্ন দেখে সেই বালক সম্মুখে আসিয়া
 এক কুঞ্জে লঞা গেল হাতেতে ধরিয়া ।
 কুঞ্জ দেখাইয়া কহে 'আমি এষ্ট কুঞ্জে রই ;
 শীত বৃষ্টি বাতায়িতে মহাহুঃখ পাই । (১)
 গ্রামের লোক আমি আমা কাঢ় কুঞ্জ হৈতে ;
 পৰ্কত উপরে লঞা রাখ ভাল মতে ।
 এক মঠ করি তাহাঁ করহ স্থাপন ;
 বহু শীতল জলে কর শ্রীঅঙ্গ মার্জ্জন । (২)
 বছদিন তোমার পথ করি নিরীক্ষণ ;
 কবে আমি মাধব আমা করিবে সেবন ?
 তোমার প্রেম রসে করি সেবা অঙ্গীকার ;
 দর্শন দিয়া নিস্তারিব সকল সংসার ।
 শ্রীগোপাল নাম মোর গোবর্দ্ধনধারী ;
 বজ্রের স্থাপিত আমি, ইহাঁ অধিকারী । (৩)
 শৈল উপর হৈতে আমা কুঞ্জে লুকাইয়া ;
 স্নেহ ভয়ে সেবক মোর গেল পলাইয়া ।
 সেই হৈতে রহি আমি এই কুঞ্জ স্থানে ;
 ভালে আইলা তুমি আমা কাঢ় সাবধানে । (৪)
 এত বলি সেই বালক অন্তর্ধান হৈল ;
 জাগিয়া মাধব পুরী বিচার করিল :—
 'শ্রীকৃষ্ণ দেখিছ মুঞি নারিছ চিনিতে' ;
 এতবলি প্রেমাবেশে পড়িলা ভূমিতে ।

১ বাতায়িতে—অন্য পাঠ 'দাবায়িতে' ।

২ বহু শীতল জলে কর শ্রীঅঙ্গ মার্জ্জন—অন্য পাঠ 'শীতল জলে স্নান করহ চন্দন লেপন' ।

৩ বজ্রের স্থাপিত—শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধের পুত্রের নাম বজ্র । যহুবংশ ধ্বংস
 সময়ে শ্রীকৃষ্ণ কর্যেক মাসের শিশু বজ্র ও তাঁহার জননীকে ভারত সারথি দ্বারা ব্রজধা-
 পাঠাইয়া দেন । কথিত আছে যে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া বজ্র বৃন্দাবনের গোবিন্দ গোপীনাথ
 মদনমোহন মূর্তি ও অন্যান্য বিগ্রহ সেবা প্রকাশ করিয়াছিলেন ।

৪ কাঢ়—বাহির কর ।

ক্ষণেক রোদন করি মন কৈল স্থির ;
 আজ্ঞা পালন লাগি হইল সুধীর ।
 প্রাতঃস্নান করি পুরী গ্রাম মধ্যে গেলা ;
 সব লোক একত্র করি কহিতে লাগিলা :—
 ‘গ্রামের ঈশ্বর তোমার গোবর্দ্ধনধারী
 কুঞ্জে আছে চল তাঁরে বাহির যে করি ;
 অত্যন্ত নিবিড় কুঞ্জ নারি প্রবেশিতে ;
 কুঠারি কোদালি লহ দুয়ার করিতে’ ।
 শুনি লোক তাঁর সঙ্গে চলিলা হরিষে ;
 কুঞ্জ কাটি দ্বার করি করিলা প্রবেশে ।
 ঠাকুর দেখিল মাটি ভূণে আচ্ছাদিত ;
 দেখি সব লোক হৈল আনন্দে বিস্মিত ।
 আবরণ দূর করি করিল চিক্কিতে ; (১)
 মহাভারি ঠাকুর কেহ নায়ে চালাইতে ।
 মহা মহা বলিষ্ঠ লোক একত্র করিয়া
 পর্বত উপরে গেলা ঠাকুর লইয়া ।
 পাথরের দিংশাসনে ঠাকুর বসাইল ;
 বড় এক পাথর পৃষ্ঠে অবলম্ব দিল ।
 গ্রামের ব্রাহ্মণ সব নব ঘট লঞা ;
 গোবিন্দ কুণ্ডের জল আনিলা ছানিঞা ।
 নব শত ঘট জল কৈল উপনীত ;
 নানা বাদ্য ভেরী বাজে, জ্রীগণে গায় গীত ।
 কেহ গায় কেহ নাচে মহোৎসব হৈল ;
 দধি দুগ্ধ স্তুত আইল গ্রামে যত ছিল ।
 ভোগ সামগ্রী আইল সন্দেশাদি যত ;
 নানা উপহার তাহা কহিতে পারি কত ?

১ করিল চিক্কিতে—‘করিল বিদিতে’ পাঠও আছে। ‘লাগিল চিক্কিতে’ পাঠ থাকিলে
 সম্ভবত হইত ।

তুলস্যাদি পুষ্প বহু আইল অনেক ;
 আপনে মাধবপুরী কৈল অভিষেক ।
 অঙ্গমলা দূর করি করাইল স্নান ;
 বহু তৈল দিয়া কৈল শ্রীঅঙ্গ চিকণ ।
 পঞ্চগব্য পঞ্চামৃতৈঃ স্নান করাইয়া ;
 মহাস্নান করাইল শতঘট দিয়া ।
 পুনঃ তৈল দিয়া কৈল শ্রীঅঙ্গ চিকণ ;
 শঙ্খ গন্ধোদকে কৈল স্নান সমাপন ।
 ধূপ দীপ করি নানা ভোগ লাগাইল ;
 দধি দুগ্ধ সন্দেশাদি যে কিছু আইল ।
 স্নাসিত জল নব পাত্রে সমর্পিল ;
 আচমন দিয়া সে ভাষুল নিবেদিল ।
 আরাত্রিক করি কৈল বহুত স্তবন ;
 দণ্ডবৎ করি কৈল আত্ম সমর্পণ ।
 গ্রামের যতেক তণ্ডুল দালি গোধূম চূর্ণ ;
 সকল আনিয়া দিল পর্বত হৈল পূর্ণ ।
 কুস্তকার ঘরে ছিল যে মৃদাজন ; (১)
 সব আনাইল প্রাতে চড়িল রন্ধন ।
 দশ বিপ্র অন্ন রান্ধি করে এক স্তুপ ;
 জনা চারি পাঁচ রান্ধে ব্যঞ্জনাদি স্তুপ ।
 বন্যশাক ফলমূলে বিবিধ ব্যঞ্জন ;
 কেহ বড়াবড়ি গড়ি করে বিপ্রগণ ।
 জনা পাঁচ সাত কুটি করে রাশি রাশি ;
 অন্ন ব্যঞ্জন সব রহে স্তুতে ভাসি ।
 নববস্ত্র পাতি তাহে পলাশের পাত ;
 রান্ধি রান্ধি তার উপর রাশি কৈল ভাত ।
 তার পাশে কুটী রাশি পর্বত হইল ;
 স্তুপ আদি ব্যঞ্জনভাণ্ড চৌদিকে ধরিল ।

তার পাশে দধি দুগ্ধ মাঠা শিখরিণী ; (১)
 পারস মধুনি সব পাশে ধরি আনি । (২)
 হেন মতে অন্নকূট করিয়া সাজন ;
 পুরী গোঁসাঞি গোপালেরে কৈল সমর্পণ ।
 অনেক ঘট পুরি দিল সুবাসিত জল ;
 বহুদিনের ক্ষুধার গোপাল খাইল সকল ।
 যদ্যপি গোপাল সব অন্ন ব্যঞ্জন খাইল ;
 তাঁর হস্তস্পর্শে পুনঃ তেমতি হইল !
 ইহা অহুভব কৈল মাধব গোঁসাঞি ;
 তাঁর ঠাঞি গোপালের লুকা কিছু নাই ।
 একদিন উদ্যোগে ঐছে মহোৎসব কৈল ;
 গোপাল প্রভাবে হয় অন্তে না জানিল ।
 আচমন দিয়া দিল বিড়ক সঞ্চয় ; (৩)
 আরতি করিল, লোকে করে জয় জয় ।
 শয্যা করাইল নূতন খাট আনাইয়া ;
 নববস্ত্র আনি তার উপরে পাতিয়া ।
 তুণ টাটি দিয়া চারিদিক্ আবরিল ;
 উপরেতে এক টাটি দিয়া আচ্ছাদিল ।
 পুরী গোঁসাই আজ্ঞা দিল সকল ব্রাহ্মণে ;
 আবাল বৃদ্ধ গ্রামের লোক করাহ ভোজনে ।
 সুবে বসি ক্রমে ক্রমে ভোজন করিল ;
 ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীগণে আগে খাওয়াইল ।
 অন্ত গ্রামের লোক বত দেখিতে আইল ;
 গোপাল দেখিয়া সেই প্রসাদ পাইল ।
 দেখিয়া পুরীর প্রভাব লোকে চমৎকার !
 পূর্ব অন্নকূট যেন হৈল সাক্ষাৎকার ।

১ শিখরিণী—দধিতে শর্করা যোগে প্রস্তুত লেহ দ্রব্য বিশেষ ।

২ মধুনি—একপ্রকার চাটনি ।

৩ বিড়ক সঞ্চয়—অন্ন পাঠ 'বিড়ার সঞ্চয়' ।

সকল ব্রাহ্মণে পুরী বৈষ্ণব করিল ;
 সেই সেই সেবা মধ্যে সবা নিয়োজিল ।
 পুনঃ দিন শেষে প্রভুর করাইল উত্থান ;
 কিছু ভোগ লাগাইয়া করাইল জলপান ।
 গোপাল প্রকট হৈল দেশে শব্দ হৈল ;
 আশ পাশ গ্রামের লোক দেখিতে আইল ।
 একেক দিন একেক গ্রামে লইল মাগিয়া ;
 অন্নকূট করে সব হরষিত হঞা ।
 রাত্রিকালে ঠাকুরে করাইয়া শয়ন ;
 পুরী গোশাঞি কৈল কিছু গব্য ভোজন ।
 প্রাতঃকালে পুনঃ তৈছে করিল সেবন ;
 অন্ন লঞা এক গ্রামের আইল লোকগণ ।
 অন্ন দ্বত দধি দুগ্ধ গ্রামে যত ছিল ;
 গোপালের আগে লোক আনিয়া ধরিল ।
 পূৰ্বদিন প্রায় ব্রাহ্মণ করিল রন্ধন ;
 তৈছে অন্নকূট গোপাল করিল ভোজন ।
 ব্রজবাসী লোকের কৃষ্ণে সহজে পিরীতি ;
 গোপালের সহজে প্রীতি ব্রজবাসি প্রতি ।
 মহা প্রসাদ খাইল আসিয়া সব লোক ;
 গোপাল দেখিয়া সব রং হুঃখ শোক ।
 আশ পাশ ব্রজ ভূমির যত লোক সব ;
 এক এক দিন সব করে মহোৎসব ।
 গোপাল প্রকট গুনি নানা দেশ হৈতে
 নানা দ্রব্য লঞা লোক লাগিলা আসিতে ।
 মথুরার লোক সব বড় বড় ধনী ;
 ভক্তি করি নানা দ্রব্য ভেট দেয় আনি ।
 স্বর্ণ রৌপ্য বস্ত্র গন্ধ ভক্ষ্য উপহার ;
 অসংখ্য আইসে নিত্য বাড়িল ভাণ্ডার ।
 এক মহাধনী কড়িয় করাইল মন্দির ;
 কেহ পাক ভাণ্ডার কৈল কেহত প্রাচীর ।

এক এক ব্রজবাসী এক এক গাবী দিল ;
 সহস্র সহস্র গাবী গোপালের হৈল ।
 গোড় হৈতে আইলা ছুই বৈরাগী ব্রাহ্মণ ;
 পুরী গোঁসাই রাখিল তাঁরে করিয়া যতন ।
 সেই ছুইয়ে শিষ্য করি সেবা সমর্পিল ;
 রাজসেবা হয়, পুরীর আনন্দ বাড়িল ।
 এই মতে বৎসর ছুই করিল সেবন ;
 একদিন পুরী গোঁসাই দেখিল স্বপন ।
 গোপাল কহে পুরী 'আমার তাপ নাহি যায় ;
 মলয়জ চন্দন লেপ তবে সে জুড়ায় ।
 মলয়জ আন যাই নীলাচল হৈতে ;
 অত্র হৈতে নহে ; তুমি চলহ স্বরিতে' ।
 স্বপ্ন দেখি পুরী গোঁসাই টৈলা প্রেমাবেশ ;
 প্রভু আজ্ঞা পালিবারে গেলা পূর্বদেশ ।
 সেবার নির্বন্ধ লোক করিয়া স্থাপন ; (১)
 আজ্ঞা মাগি গোড় দেশে করিল গমন ।
 শান্তিপুর আইলা অধৈত্যাচার্যের ঘরে ।
 পুরীর প্রেম দেখি আচার্য্য আনন্দ অস্তরে
 তাঁর ঠাঁই মন্ত্র লৈল বদ্ধ করিয়া ;
 চলিলা দক্ষিণে পুরী তাঁরে দীক্ষাদিয়া ।
 রেমুণাতে কৈল গোপীনাথ দরশন ;
 তাঁর রূপ দেখিয়া বিহবল হৈল মন ।
 নৃত্যগীত করি অগমোহনে বসিলা ;
 কাহা কাহা ভোগ লাগে ব্রাহ্মণে পুছিলা ।
 সেবার সৌষ্ঠব দেখি আনন্দিত মনে ;
 উত্তম ভোগ লাগে ইহা কৈল অমুমানো ।
 'যেমত ইহা ভোগ লাগে সকল শুনিব ;
 তেমত অমুমানো ভোগ গোঁপালে লাগাব' ।

১ সেবার নির্বন্ধ লোক করিয়া স্থাপন—সেবার প্রয়োজনীয় লোক নিযুক্ত করিয়া ।

অন্যপাঠ 'সেবার নিযুক্ত লোক করিল স্থাপন' ।

এই লাগি পুছিলেন ব্রাহ্মণের স্থানে ;
 ব্রাহ্মণ কহিল সব ভোগ বিবরণে ।
 সন্ধ্যায় ভোগ লাগে ক্ষীর অমৃত কেলি নাম ;
 দ্বাদশ মৃৎ পাত্র ভরি অমৃত সমান ।
 গোপী নাথের ক্ষীর করি প্রসিদ্ধি যাহার ;
 পৃথিবীতে ঐছে ভোগ কাহাঁ নাহি আর ।
 হেন কালে সেই ভোগ ঠাকুরে লাগিল ;
 শুনি পুরীগোসাই কিছু মনে বিচারিল :—
 ‘অবাচিত ক্ষীর প্রসাদ অন্ন যদি পাই ;
 স্বাদ জানি তৈছে ক্ষীর গোপালে লাগাই’ ।
 এই ইচ্ছায় লজ্জা পাঞা বিষ্ণুস্মরণ কৈল ;
 হেন কালে ভোগ সরি আরতি বাজিল ।
 আৱতি দেখিয়া পুরী কৈল নমস্কার ;
 বাহিরে আইলা কিছু না কহিল আর ।
 অবাচিত বৃত্তি পুরী বিরক্ত উদাস ;
 অবাচিত পাইলে খান, নহে উপবাস ।
 প্রেমামৃতে তৃপ্ত ; নাহি ক্ষুধা তৃষ্ণা বাধে ;
 ক্ষীরে ইচ্ছা হৈল তাহে মানি অপরাধে ।
 গ্রামের শূন্য হাটে বসি করেন কীর্তন ;
 এথা পূজারী করাইল ঠাকুরে শয়ন ।
 নিজ কৃত্য করি পূজারী করিলা শয়ন ;
 স্বপ্নে ঠাকুর আসি বলিলা বচন :—
 ‘উঠহ পূজারী কর দ্বার বিমোচন ;
 ক্ষীর এক রাখিয়াছি সন্ন্যাসী কারণ ।
 ধড়র অঞ্চলে ঢাকা ক্ষীর এক হয় ;
 তোমরা নীজানিলা তাহা আমার মায়ায় ।
 মন্দবপুরী সন্ন্যাসী আছে হাটেতে বসিঞা ;
 তাহাকে ত এই ক্ষীর শীঘ্র দেহ লঞা’ ।
 স্বপ্ন দেখি পূজারী উঠি করিল বিচার ;
 নান করি কণাট খুলি মুক্ত কৈল দ্বার ।

ষড়ার অঁচল তলে পাইল সেই ক্ষীর ;
 স্থান লেপি ক্ষীর লঞা হইল বাহির ।
 ষার দিয়া গ্রামে গেলা সেই ক্ষীর লঞা ;
 হাটে হাটে বলে মাধব পুরীকে চাহিঞা :—
 ‘ক্ষীর লহ এই ষার নাম মাধবপুরী ;
 তোমার লাগি গোপীনাথ ক্ষীর কৈল চুরি
 ক্ষীর লঞা পুরী তুমি করহ ভক্ষণে ;
 তোমা সম ভাগ্যবান নাহি জিভুবনে’ ।
 এত শুনি পুরী গোঁসাই পরিচয় দিল ;
 ক্ষীর দিয়া পূজারী তাঁরে দণ্ডবৎ কৈল ।
 ক্ষীরের বৃত্তান্ত তাঁরে কহিল পূজারী ;
 শুনি প্রেমাষিষ্ট হৈলা শ্রীমাধব পুরী ।
 প্রেম দেখি সেবক কহে হইয়া বিস্মিত ;
 ‘কৃষ্ণ সে ইহার বশ হয় ষথোচিত’ !
 এত বলি নমস্করি করিলা গমন ;
 আবেশে করিলা পুরী সে ক্ষীর ভক্ষণ ।
 পাত্র প্রক্ষালন করি খণ্ড খণ্ড কৈল ;
 বহির্কাসে বাকি সেই ঠিকারি রাখিল । (১)
 প্রতিদিন একখানি করেন ভক্ষণ ;
 থাইলে প্রেমাবেশ হয় অদ্ভুত কখন ।
 ‘ঠাকুর আমাকে ক্ষীর দিল লোক সব শুনি ;
 দিনে লোক ভিড় হবে মোর প্রতিষ্ঠা জানি’
 এই ভয়ে রাজি শেষে চলিলা শ্রীপুরী ;
 সেইখানে গোপীনাথে দণ্ডবৎ করি ।
 চলি চলি আইলা পুরী শ্রীনীলাচল ;
 জগন্নাথ দেখি হৈলা প্রেমেতে বিহ্বল ।
 প্রেমাবেশে উঠে পড়ে হাঁসে নাচে গায় ;
 জগন্নাথ দরশনে মহাসুখ পায় ।



মাধবপুরী শ্রীপাদ আইলা লোকে হৈল খ্যাতি ;
 সব লোক আসি তাঁরে করে বহু ভক্তি ।
 প্রতিষ্ঠার স্বভাব এষ্ট জগতে বিদিত ;
 যে না বাঞ্ছে তার হয় বিধাতা নির্মিত । (১)
 প্রতিষ্ঠার ভয়ে পুরী যায় পলাইঞা ;
 কৃষ্ণ ভক্ত সঙ্গে প্রতিষ্ঠা চলে লাগ লঞা । (২)
 যদ্যপি উদ্বেগ হৈল পলাইতে মন ;
 ঠাকুরের চন্দন সাধন হইল বন্ধন ।
 জগন্নাথ সেবক যত, যতেক মহাস্ত ;
 সবাকে কহিল শ্রীগোপাল বৃত্তান্ত ।
 গোপাল চন্দন মাগে শুনি ভক্তগণ ;
 আনন্দে চন্দন লাগি করিল যতন ।
 রাজপাত্র সনে যার যার পরিচয় ;
 তাঁরে মাগি কপূর চন্দন করিলা সঞ্চয় ।
 এক বিপ্র, এক সেবক, চন্দন বহিতে ;
 পুরী গোঁসাইর সঙ্গে দিল সম্বল সহিতে ।
 ঘাটি দানী ছাড়াইতে রাজ পাত্র ধারে ;
 রাজলেখা করি দিল পুরী গোঁসাইর করে ।
 চলিল মাধবপুরী চন্দন লইয়া ;
 কতদিনে রেমুণাতে মিলিল আসিয়া ।
 গোপীনাথ চরণে কৈল বহু নমস্কার ;
 প্রেমাবেশে নৃত্য গীত করিলা অপার ।
 পুরী দেখি সেবক সব সম্মান করিল ;
 ক্ষীর প্রসাদ দিয়া তাঁরে ভিক্ষা করাইল ।
 সেই রাতে দেবালয়ে করিল শয়ন ;
 শেব রাজি হৈলে পুরী দেখিল স্বপন :—

১ প্রতিষ্ঠার স্বভাব—বিধাতা নির্মিত—সাব্য ব্যক্তি আপন প্রতিষ্ঠা ইচ্ছা না করিলেও বিধাতা জগতে তাহা বিস্তার করিয়া দেন ।

২ কৃকতক সঙ্গে ইত্যাদি—এই শ্লোকের পাঠ ভিন্ন ভিন্ন দেখা যায়, যথা 'কৃক প্রেম সঙ্গে' ও 'কৃক প্রেম প্রতিষ্ঠা চলে সঙ্গে গড়াইয়া' ।

গোপাল আসিয়া কহে 'শুনহ মাধব ;
 কপূর চন্দন আমি পাইলাম সব ।
 কপূর সহিত ঘসি এ সব চন্দন ;
 গোপীনাথের অঙ্গে নিত্য করহ লেপন ।
 গোপীনাথ আমার সে এক অঙ্গ হয় ;
 ইহাকে চন্দন দিলে আমার তাপ ক্ষয় ।
 দ্বিধা না ভাবিহ, না করিহ কিছু মনে ;
 বিশ্বাস করি চন্দন দেহ আমার বচনে'—
 এত বলি গোপাল গেল, গৌসাই জাগিল ;
 গোপীনাথের সেবক গণে ডাকিয়া আনিল ।
 'প্রভুর আজ্ঞা হৈল এই কপূর চন্দন
 গোপীনাথের অঙ্গে সব করহ লেপন ।
 ইহাকে চন্দন দিলে, গোপাল হইবে শীতল ;
 স্বতন্ত্র ঈশ্বর তাঁর আজ্ঞা সে প্রবল ।
 গ্রীষ্মকালে গোপীনাথ পরিবে চন্দন ;
 শুনি আনন্দিত হৈল সেবকের মন ।
 পুরী কহে 'এই দুই ঘসিবে চন্দন ;
 আর জনা দুই দেহ, দিব যে বেতন' ।
 এমতে চন্দন দেয় প্রভাহ ঘসিয়া ;
 পরায় সেবক সব আনন্দ করিয়া ।
 প্রভাহ চন্দন পরায় যাবৎ হৈল অন্ত ;
 তথায় রহিলা পুরী তাবৎ পর্য্যন্ত ।
 গ্রীষ্মকাল অন্তে পুনঃ নীলাচলে গেলা ;
 নীলাচলে চাতুর্দশ আনন্দে রহিলা ।' (১)
 শ্রীমুখে মাধব পুরীর অমৃত চরিত ;
 ভক্তগণে শুনাঞা প্রভু করে আশ্বাসিত ।
 প্রভু কহে 'নিত্যানন্দ করহ বিচার ;
 পুরী সম ভাগ্যবান্ কেহ নাহি আর ।

'দুঃখ দান ছলে কৃষ্ণ যারে দেখা দিল ;
 তিন বার অগ্নে আসি যারে আজ্ঞা কৈল ।
 যার প্রেমে বশ হঞা প্রকট হইলা ;
 সেবা অঙ্গীকার করি জগত তারিলা ।
 যার লাগি গোপীনাথ ক্ষীর কৈল চুরি ;
 অতএব নাম হৈল ক্ষীরচোরা হরি ।
 কপূর^১ চন্দন যার অঙ্গে চড়াইল ;
 আনন্দে পুরী গৌসাইর প্রেম উথলিল ।
 স্নেহে দেশে কপূর চন্দন আনিতে জঞ্জাল ; (১)
 পুরী ছুঃখ পাবে ইহা জানিয়া গোপাল
 মহা দয়াময় প্রভু ভকত বৎসল
 চন্দন পরি ভক্তশ্রম করিল সফল ।
 পুরীর প্রেম পরাকাষ্ঠা করহ বিচার ;
 অলৌকিক প্রেম ! চিত্তে লাগে চমৎকার !
 পরম বিরক্ত মৌনী সর্বত্র উদাসীন ;
 গ্রাম্য বার্তা ভয়ে দ্বিতীয় সঙ্গ হীন । (২)
 হেন জন গোপালের আজ্ঞামৃত পাঞা
 সহস্র কোশ আসি বুলে চন্দন মাগিঞা ।
 ভোকে রহে, তবু অন্ন মাগিয়া না খায় ;
 হেন জন চন্দন ভার বহি লঞা যায় ।
 মোগেক চন্দন, তোলা বিশেক কপূর ; (৩)
 গোপালে পরাব এই আনন্দ প্রচুর ।

১ মেচ্ছদেশে—তৎকালে বঙ্গদেশ ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চল মুসলমানাধিকৃত হইয়াছিল ;
 কিন্তু উৎকল দেশ তৎকালে মুসলমান হইয়া নাই ।

২ গ্রাম্য বার্তা ভয়ে দ্বিতীয় সঙ্গ হীন—পাছে ভগবত্ত্ব ব্যতীত অন্য ইতর কথা
 কহিতে হয়, এই ভয়ে অন্ন লোকের সংসর্গ করিতেন না ।

৩ মোগেক চন্দন তোলা বিশেক কপূর—এক মোন চন্দন ও বিশ তোলা কপূরে
 মিশ্রিত করিয়া গোপালে পরাইবেন চিন্তা করিয়া প্রচুর আনন্দ লাভ করিতেন ।

'উৎকলের দানী রাখে চন্দন দেখিয়া ; (১)
 তাহা এড়াইল রাজ পত্র দেখাইয়া ।
 স্নেহ দেশ, দূর পথ, জগাতি অপার ; (২)
 কেমনে চন্দন নিব, নাহি এ বিচার ।
 সঙ্গে এক বট নাহি ঘাটী দান দিতে ; (৩)
 তথাপি উৎসাহ বড় হৈল লক্ষা যাইতে ।
 প্রগাঢ় প্রেমের এই স্বভাব আচার ;
 নিজ হুঃখ বিদ্বাদিক না করে বিচার ।
 এই তাঁর গাঢ় প্রেমা লোকে দেখাইতে ;
 গোপাল তাঁরে আজ্ঞা দিল চন্দন আনিতে ।
 বহু পরিশ্রমে চন্দন রেমুণা আনিল ;
 আনন্দ বাড়িল মনে হুঃখ না গণিল ।
 পরীক্ষা করিতে গোপাল কৈল আজ্ঞা দান ;
 পরীক্ষা করিয়া শেষে হৈল দয়ান ।
 এই ভক্তি, ভক্তপ্রিয় কৃষ্ণ ব্যবহার ;
 বুঝিতেহ আমা সবার নাহি অধিকার' (৪) ।
 এত বলি পড়ে প্রভু তাঁর কৃত শ্লোক ;
 যেই শ্লোকচক্রে জগৎ করেছে আলোক । (৫)
 ঘষিতে ঘষিতে যৈছে মলয়জ সার
 গন্ধ বাড়ে—তৈছে এই শ্লোকের বিচার ।
 রত্নগণ মধ্যে যৈছে কোস্তভ মণি ;
 রস কাব্য মধ্যে তৈছে এই শ্লোক গণি ।

১ উৎকলের দানী রাখে ইত্যাদি—বোধ হয় তখন ঘাটের দানীদিগের বিষয় এই রাজাজ্ঞা ছিল যে বেন কেহ দেশ হইতে চন্দন কাঠ অস্ত্র কোষ লইতে না পারে ।

২ জগাতি—বাধা ; বিষয় ।

৩ বট—কড়ি ।

৪ এই ভক্তি, ভক্তপ্রিয় কৃষ্ণব্যবহার ইত্যাদি—এই ভক্তের কৃষ্ণের প্রতি ভক্তি এবং ভক্ত প্রিয় কৃষ্ণের তাঁহার প্রতি ব্যবহার বিষয়ক বৃত্তান্ত বুঝিতে আমাদের অধিকার নাই ।

৫ শ্লোক চক্রে—শ্লোক রূপ চক্রালোকে জগৎ আলোকিত হইয়াছে ।

এই শ্লোক কহিয়াছেন রাধা ঠাকুরাণী ;
 তাঁর কৃপায় ক্ষুরিয়াছে মাধবেন্দ্র বাণী ।
 কিবা গৌরচন্দ্র ইহা করে আশ্বাসন !
 ইহা আশ্বাসিতে আর নাহি চোঁঠ জন । (১)
 শেষকালে এই শ্লোক পঠিতে পঠিতে
 সিদ্ধি প্রাপ্তি হৈল পুরীর শ্লোক সহিতে ।

তথাহি পদ্যাবল্যাং চতুঃশতাক্ষরত মাধবেন্দ্র পুরি বাক্যং

‘অগ্নি দীনদয়ার্জ’ নাথ হে

মথুরানাথ কদাবলোক্যসে ।

হৃদয়ং হৃদলোক কাতরং

দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহং’ । ২৯ ।

‘অগ্নি’ হে ‘দীনদয়ার্জ’ দীনেষু বা দয়া তয়া আর্জ্যবীভূত স্তং সম্বুদ্ধৌ
 হে ‘নাথ’ হে ‘মথুরানাথ’ মথুরা-বিহারিন্ ‘কদা’ কস্মিন্ সময়ে ‘অব-
 লোক্যসে’ ময়া দর্শনীয়া ভবসি ? হে ‘দয়িত’ প্রিয় ‘হৃদলোককাতরং’
 হৃদদর্শনায় পীড়িতং ‘হৃদয়ং’ মম প্রাণং ‘ভ্রাম্যতি’ ইত্যন্ততো গচ্ছতি ; অতএব
 ‘অহং’ ‘কিং’ ‘করোমি’ তদুপায়ং বদেত্যর্থঃ । ২৯ ।

হে দীন দয়ার্জ ! হে নাথ ! এক্ষণে তুমি মথুরায় রহি-
 যাছ ! কবে আমাকে দেখা দিবে ? হে প্রিয় ! তোমাকে
 দেখিবার জন্য আমার হৃদয় অত্যন্ত কাতর হইয়া ইত্যন্ততঃ
 ভ্রমণ করিতেছে ; আমি এখন কি করি তাহা বল ॥ ২৯ ॥

এই শ্লোক পড়ি প্রভু হইলা মুচ্ছিতে ;
 প্রেমেতে বিবশ হঞা পড়িলা ভূমিতে ।
 আস্তে ব্যস্তে কোলে করি নিল নিত্যানন্দ ;
 কন্দন করিয়া তবে উঠে গৌরচন্দ্র ।
 প্রেমোন্মাদ হৈল, উঠি ইতি উতি ধায় ;
 ছফার করয়ে, হাঁসে, কান্দে, নাচে, গায় ।

১ চোঁঠজন—চতুর্ধজন । শ্রীরাধিকা, মাধবেন্দ্র ও গৌরচন্দ্র ব্যতীত চতুর্ধ ব্যক্তি নাই
 যিনি এই শ্লোকের রসাস্বাদন করিতে সমর্থ হইবেন ।

‘অগ্নি দীন’ ! ‘অগ্নি দীন’ ! বোলে বার বার ;
 কঠে না নিঃসরে, বালী, বহে অক্ষধার ।
 কম্প, শ্বেদ, পুলকাক্ষ, তন্ত, বৈবৰ্ণ্য ;
 নিরর্কদ, বিষাদ, জাড়া, কভু গর্ক, দৈন্ত ।
 এই শ্লোকে উষাড়িল প্রেমের কপাট ;
 গোপীনাথ সেবক দেখে প্রভুর প্রেম মাট ।
 লোকের সম্বট দেখি প্রভুর বাহু হৈল ;
 ঠাকুরের ভোগ অগ্নি আরতি বাজিল ।
 ঠাকুরে শয়ন করাঞা পূজারী হইল বাহির ;
 প্রভু আগে আনি দিল প্রসাদ বারো ক্ষীর ।
 ক্ষীর দেখি মহাপ্রভুর আনন্দ বাড়িল ;
 ভক্তগণে খাওয়াইতে পঞ্চ ক্ষীর লৈল ।
 সাত ক্ষীর পূজারীকে বাছড়িয়া দিল ;
 পঞ্চ ক্ষীর পঞ্চজনে বাটিয়া খাইল ।
 গোপীনাথ রূপে যদ্যপি করিয়াছেন ভোজন ; (১)
 ভক্তি দেখাইতে কৈল প্রসাদ ভক্ষণ ।
 নাম সংকীৰ্তনে সেই রাজি গোড়াইল ;
 মঙ্গল আরতি দেখি প্রভাতে চলিল ।
 এই ত আখ্যানের কহি দৌহার মহিমা ;
 প্রভুর ভক্ত বাৎসল্য, আর ভক্ত প্রেম সীমা ।
 ত্রিগোপাল গোপীনাথ পুরী গোসাক্ষির গুণ
 ভক্ত সঙ্গে শ্রীমুখে প্রভু কৈলা আশ্বাসন ।
 শ্রদ্ধাযুক্ত হঞা ইহা শুনে যেই জন ;
 শ্রীকৃষ্ণ চরণে সেই পার প্রেম ধন ।
 শ্রীকৃষ্ণ রমুনাথ পদে যার আশ ;
 চৈতন্ত চরিতাবৃত্ত কহে কৃষ্ণদাস ।

ইতি ত্রিচৈতন্তচরিতাবৃত্তে মধ্যখণ্ডে শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী চরিতাবাদনং নাম
 চতুর্থ পরিচ্ছেদঃ ॥ ৪ ॥

১ গোপীনাথ-রূপে যদ্যপি ইত্যাদি—অর্থাৎ গোপীনাথের রূপ বর্ণনাই দৌহার যথেষ্ট
 ভোজন জনিত তৃপ্তি স্থলান্ত হইয়াছিল ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।

গ্রন্থকারস্ব

পদ্ম্যাং চলন্ যঃ প্রতিমা স্বরূপো,

ব্রহ্মণ্যদেবো হি শতাহগম্যং

দেশং যযৌ বিপ্র কৃতেহদ্ভুতেহং

তং সাক্ষিগোপাল মহং নতোহস্মি ॥ ৩০ ॥

‘যঃ’ ‘প্রতিমাস্বরূপঃ’ প্রতিমারূপী ‘ব্রহ্মণ্যদেবঃ’ স্বয়ং পরমেশ্বরঃ ‘গো-পালঃ’ ‘পদ্ম্যাং’ পদদ্বয়েন ‘শতাহগম্যং’ শতদিবস গম্যং ‘দেশং’ ‘বিপ্র-কৃতে’ ব্রাহ্মণ নিমিত্তায় ‘হি’ নিশ্চিতং ‘যযৌ’ গতবান্ ‘তং’ ‘অদ্ভুতেহং’ আশ্চর্য্যচেষ্টিতং ‘সাক্ষি গোপালঃ’ ‘অহং’ ‘নতোহস্মি’ । ৩০ ।

যে প্রতিমারূপী ব্রহ্মণ্যদেব, শত দিবসের পথ ব্রাহ্মণের
জন্ম হাঁটিয়া আসিয়াছিলেন ; সেই আশ্চর্য্য শক্তি সম্পন্ন
সাক্ষিগোপালকে আমি প্রণাম করি ॥ ৩০ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য ! জয় নিত্যানন্দ !

জয়দৈতচন্দ্র ! জয় গৌরভক্ত বৃন্দ !

চলিতে চলিতে আইলা যাজপুর গ্রাম ;

বরাহ ঠাকুর দেখি করিল প্রণাম ।

নৃত্য গীত কৈল প্রেমে, বহু ত স্তবন ;

যাজপুরে সে রাত্রি রহি করিলা গমন ।

কটক আইলা সাক্ষী গোপাল দেখিতে ; (১)

গোপাল সৌন্দর্য্য দেখি হৈলা আনন্দিতে ।

প্রেমাবেশে নৃত্য গীত কৈল কতক্ষণ ;

আবিষ্ট হইয়া কৈল গোপাল স্তবন ।

১ কটক আইলা সাক্ষী গোপাল দেখিতে—এক্ষণে কটক হইতে প্রায় একদিনের পথ ব্যবধানে পুরী যাইবার পথে সাক্ষী গোপালের সন্নিহিত হইয়া ।

সেই রাজি তাই রহি ভক্তগণ সঙ্গে
 গোপালের পূর্ব কথা শুনে প্রভু রঙ্গে ।
 নিত্যানন্দ গৌসাক্ষি ববে তীর্থ ভ্রমিলা ;
 সাক্ষী গোপাল দেখিবারে কটক আইলা ।
 সাক্ষী গোপালের কথা শুনি লোক মুখে ;
 সেই কথা প্রভু আগে কহেন মহামুখে ।
 পূর্বে বিদ্যানগরের ছই ত ব্রাহ্মণ ;
 তীর্থ করিবারে দৌড়ে করিলা গমন ।
 গয়া বারাণসী আদি প্রয়াগ করিয়া ;
 মথুরা আইলা দৌড়ে আনন্দিত হঞা ।
 বন যাত্রায় বন দেখি, দেখে গোবর্দ্ধন ;
 ছাদশ বন দেখি শেষে গেলা বৃন্দাবন ।
 বৃন্দাবনে গোবিন্দ স্থানে মহাদেবালয় ;
 সে মন্দিরে গোপালের মহাসেবা হয় ।
 কেনী তীর্থে কালিয় হৃদাদিকে কৈল স্থান ;
 জীগোপাল দেখি তাই করিল বিশ্রাম ।
 গোপাল সৌন্দর্য্য দৌহার মন নিল হরি ;
 স্তম্ভ পাঁঞা রহে তাই দিন ছই চারি ।
 ছই বিপ্র মধ্যে এক বিপ্র বৃদ্ধপ্রায় ;
 আর বিপ্র যুবা, তাঁর করেন সহায় ।
 ছোট বিপ্র করে সদা তাঁহার সেবন ;
 তাহার সেবায় বিপ্রের কুট হৈল মন ।
 বিপ্র বলে 'তুমি য়োর বহু সেবা কৈলে ;
 সহায় হইয়া আর তীর্থ করাইলে ।
 পুত্রের পিতার ঐছে না করে সেবন ;
 তোমার প্রসাদে আরি না পাইলাম শ্রম ।
 কৃতজ্ঞতা হয়, তোমার না কৈলে সম্মান ;
 অতএব তোমার আমি দিব কড়া দান' ।
 ছোট বিপ্র কহে 'শুন বিপ্র মহাশয় !
 অসম্ভব কহ কেন ? যেই নাহি হয় ।

মহাকুলীন তুমি বিদ্যাধনানি প্রবীণ ;
 আমি অকুলীন আর ধনবিদ্যাহীন ।
 'কন্যাদান পাত্র আমি না হই তোমার ;
 কৃষ্ণপ্রীতে করি তোমার সেবা ব্যবহার ।
 ব্রাহ্মণ সেবার কৃষ্ণের প্রীতি বড় হয় ;
 তাঁহার সন্তোষে ভক্তি সম্পদ বাড়য়' ।
 বড় বিপ্র কহে 'তুমি না কর সংশয় ;
 তোমাকে কত্তা দিব আমি ইথে কি বিস্ময়' ?
 ছোট বিপ্র বলে 'তোমার স্ত্রী পুত্র সব ;
 বহুজ্ঞাতি গোষ্ঠি তোমার বহু ভ বান্ধব ।
 তা'সবার সম্মতি বিনা নহে কত্তাদান ;
 কুলিণীর পিতা ভীষক তাহাতে প্রমাণ ।
 ভীষকের ইচ্ছা কৃষ্ণ কত্তা সমর্পিতে ;
 পুত্রের বিরোধে কত্তা নারিল অর্পিতে' ।
 বড় বিপ্র কহে 'কত্তা মোর নিজ ধন ।
 নিজ ধন দিতে মিসেধিবে কোন্ জন ?
 তোমাকে কত্তা দিব সবাকৈ করি তিরস্কার ;
 সংশয় না কর তুমি করহ স্বীকার' ।
 ছোট বিপ্র কহে 'যদি কত্তা দিতে মন ;
 গোপালের আগে কহ এসত্য বচন' ।
 গোপালের নামে বিপ্র কহিতে লাগিল :
 'তুমি জান ! নিজ কত্তা ই'হারে আমি দিল' ।
 ছোট বিপ্র বলে 'ঠাকুর তুমি মোর সাক্ষী ;
 তোমা সাক্ষী বোলাইব যদ্যন্তথা দেখি' ।
 এত বলি ছুই জন চলিলা দেশেয়ে ;
 গুরু বৃন্দো ছোট বিপ্র বহু সেবা করে ।
 দেশে আসি ছুই জন গেলা নিজ ঘর ;
 কত দিনে বড় বিপ্র চিন্তিত অন্তর :
 'তীর্থে বিপ্রো বাক্য দিল কেমনে সত্য হয় ?
 স্ত্রী পুত্র জ্ঞাতি বন্ধু জানিব নিশ্চয়' ।

এক দিন নিজ লোক একত্র করিল ;
 তা' সবার আগে সব বৃত্তান্ত কহিল ।
 শুনি সব গোষ্ঠি তার রূরে হাহাকার ;
 'এঁছে বাত মুখে তুমি না আনিবে আর ।
 নীচে কত্তা দিলে কুল বাইবেক নাশ ;
 শুনিয়া সকল লোক করিবে উপহাস' ।
 বিপ্র বলে 'তীর্থ বাক্য কেমনে করি আন ?
 যে হউক সে হউক আমি দিব কত্তাদান' ।
 জ্ঞাতি লোক কহে 'মোর। তোমাকে ছাড়িব' ;
 স্ত্রী পুত্র কহে 'বিষ খাইয়া মরিব' ।
 বিপ্র বলে 'সাক্ষী বোলায়া করিবেক স্তার ;
 জিতে কত্তা লবে মোর ব্যর্থ ধর্ম্ভাষার । (১)
 পুত্র বলে প্রতিমা সাক্ষী, সেহ দূরদেশে ;
 কে তোমার সাক্ষী দিবে ? চিন্তা কর কিসে ?
 "নাহি কহি" না কহিও এ মিথ্যা বচন ;
 সবে কবে মোর কিছু নাহিক স্মরণ ।
 তুমি যদি কহ "আমি কিছুই না জানি" ;
 তবে আমি স্তার করি ব্রাহ্মণেরে জিনি' ।
 এত শুনি বিপ্রের চিন্তিত হল মন ;
 একান্ত ভাবে চিন্তে বিপ্র গোপাল চরণ ;
 'মোর ধর্ম্ম রক্ষা পায়, না মরে নিজ জন ;
 ছই রক্ষা কর গোপাল । লইছ স্মরণ' ।
 এইমত বিপ্র চিন্তে চিন্তিতে লাগিল ;
 আর দিন লম্বু বিপ্র তাঁর ঘরে আইল ।
 আসিয়া পরম ভক্ত্যে নমস্কার করি ;
 বিনয় করিয়া কহে কর ছই খুঁড় ।
 'তুমি মোরে কত্তা দিতে করিয়াছ অঙ্গীকার ;
 এবে কিছু নাহি কহ, কি ভোয়ার বিচার' ?
 এত শুনি সেই বিপ্র রহে মৌন ধরি ;

তাঁর পুত্র মারিতে আইল হাতে ঠেলা করি ।
 ‘অরে অধম ! মোর ভগ্নী চাহ বিবাহিতে ;
 ‘বামন হঞা চাঁদ যেন চাহত ধরিতে’ ।
 ঠেলা দেখি সেই বিপ্র পলাইয়া গেল ;
 আর দিন আমের লোক একত্র করিল ।
 সব লোক বিপ্রে তবে ডাকিয়া আনিল ;
 তবে সেই লম্বুবিপ্র কহিতে লাগিল :
 ‘ইহ মোরে কত দিতে করিয়াছে অঙ্গীকার ;
 এবে যে না দেন, পুছ ইহার ব্যবহার’ ।
 তবে সেই বিপ্রেরে পুছিল সৰ্বজন ;
 ‘কত্যা কেন না দেহ ? যদি দিয়াছ বচন’ ।
 বিপ্র কহে ‘শুন লোক মোর নিবেদন ;
 কবে কি বলিয়াছি মোর নাহিক ‘স্বরণ’ ।
 এত শুনি তাঁর পুত্র বাক্য ছল পাঞা ;
 প্রগল্ভ হইয়া কহে সম্মুখে আসিয়া ।
 তীর্থ যাত্রার পিতার সঙ্গে ছিল বহু ধন ;
 ধন দেখি এই দুটের লইতে হৈল মন ।
 আর কেহ সঙ্গে নাহি সবে এই একল ;
 খুতুরা খাওয়াইয়া বাপে করিল পাগল ।
 সব ধন লঞা কহে ‘চোরে লৈল ধন’ ;
 “কত্যা দিতে চাহিয়াছে” উঠাইল বচন ।
 তোমরা সকল লোক করহ বিচারে ;
 মোর পিতার কত্যা দিতে যোগ্য কি ইহারে’ ?
 এত শুনি লোকের মনে হইল সংশয় ;
 সম্ভবে—ধুন লোভে লোক ছাড়ে ধর্ম ভয় ।
 তবে ছোট বিপ্র কহে ‘শুন মহাজন !
 তাঁর জিনিবারে কহে অলভ্য বচন । (১)
 এই বিপ্র মোর সেবার ভুট ববে হৈলা ;
 “তোরে আমি কত্যা দিব আপনে কহিলা” ।

• তবে মুক্তি নিষেধিছ “শুন দ্বিজবর !
 তোমার কস্তার যোগ্য নহি মুক্তি বর ।
 “কাহঁ। তুমি পণ্ডিত ধনী পরমকুলীন” ;
 কাহঁ। মুক্তি দরিদ্র মূর্থ নীচ কুলহীন ।”
 তবু এষ্ট বিপ্র মোহে কহে বার বার ;
 “তোরে কস্তা দিব তুমি করহ স্বীকার” ।
 তবে আমি কহিলাম” শুন মহামতি !
 তোমার জীপুজ জ্ঞাতির না হবে সম্মতি ;
 কস্তা দিতে নারিবে হবে অসত্য বচন” ।
 পুনরপি কহে বিপ্র করিয়া যতন :
 “কস্তা তোরে দিব দ্বিধা না করিহ চিন্তে ;
 আশ্র কস্তা দিব, কেবা পারে নিষেধিতে” ?
 তবে আমি কহিলাম “দৃঢ় করি মন
 গোপালের আগে কহ এ সত্যবচন” ।
 তবে ইহ গোপালেরে আসিয়া কহিল ;
 “তুমি জ্ঞান এই বিপ্রে কস্তা আমি দিল” ।
 তবে আমি গোপালেরে সাক্ষী করিয়া
 কহিলাম তাঁর পদে মিনতি করিয়া :—
 “যদি এই বিপ্র মোহে না দিবে কস্তাদান ;
 সাক্ষী বোলাই তোমা হইও সাবধান” ।
 এই বাক্যে সাক্ষী মোর আছে মহাজন ;
 যাঁর বাক্য সত্য করি মানে জিহুবন ।”
 • তবে বড় বিপ্র কহে ‘এই সত্য কথা ;
 গোপাল যদি সাক্ষী দেন আপনে আসি এথা ;
 তবে আমি কস্তা দিব জানিহ নিশ্চয় ।
 তাঁর পুত্র কহে ‘এই ভাল বাত হয়’ । •
 বড় বিপ্রের মনে “কৃষ্ণ বড় দয়াবান ; (১) •
 অবশ্য মোর বাক্য তিহ করিবে প্রমাণ” ।

১ বড় বিপ্রের মনে ইত্যাদি—বড় বিপ্র মনে মনে এই চিন্তা করিলেন যে কৃষ্ণ বড়
 দয়ালু, অবশ্য তিনি এখানে আসিয়া আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিবেন ।

পুত্রের মনে প্রতিমা না আগিবে সাক্ষী দিতে ;
 এট বুঝ্যে দুই জন হইলা সম্মতে ।
 ছোট বিপ্র বলে 'পত্র করহ লিখন ;
 পুনঃ যেন নাহি চলে এ সব বচন' ।
 তবে সব লোক এক গত্র ত লিখিল ;
 দৌহার সম্মতি লঞা মধ্যস্থ রাখিল । (১)
 তবে ছোট বিপ্র কহে 'শুন সৰ্বজন !
 এই বিপ্র সত্য-বাক্য ধন্যপরায়ণ ।
 স্ববাক্য ছাড়িতে ইহার নাহি কভু মন ;
 স্বজন মৃত্যু ভয়ে কহে অসত্য বচন ।
 ইহার পুণ্যে কৃষ্ণ আনি সাক্ষী বোলাইব ;
 তবে এই বিপ্রের সত্য প্রতিজ্ঞা রাখিব' ।
 এত শুনি নাস্তিক লোক উপহাস করে ;
 কহে কহে 'ঈশ্বর দয়ালু আগিতেহ পারে' ।
 তবে সেই ছোট বিপ্র গেলা বৃন্দাবন ;
 দণ্ডবৎ করি কহে সব বিবরণ ।
 'ব্রহ্মণ্যদেব ! তুমি বড় দয়াময় !
 দুই বিপ্রের ধর্ম রাখ হইয়া সদয় ।
 কন্যা পাব মোর মনে ইহা নাহি শ্রব ;
 ব্রাহ্মণের প্রতিজ্ঞা যায় এই বড় দুঃখ ।
 এতজানি তুমি সাক্ষী দেহ দয়াময় ;
 জানি সাক্ষী না দেয় যেই তার পাপ হ্রম' ।
 কৃষ্ণ কহে 'বিপ্র তুমি বাহ স্বভবন ;
 সভা করি মোরে তুমি করহ স্মরণ ।
 আবির্ভাব হঞা আমি তাঁহা সাক্ষী হিব ;
 প্রতিমা স্বরূপে তাই বাইতে নারিব' । (২)
 বিপ্র বলে 'যদি হও চতুর্ভূজ মূর্তি ;
 তবু তোমার বাক্যে কাক নহিবে প্রতীতি ।

১ মধ্যস্থ রাখিল—উভয়ের সম্মতিক্রমে মধ্যস্থের নিকট রাখিল ।

২ প্রতিমা স্বরূপে ইত্যাদি—অন্তর্গত 'তবে দুই বিপ্রের সত্য প্রতিজ্ঞা রাখিব' ।

এই মূর্তি গিয়া যদি এই শ্রীবদনে ;
 সাক্ষী দেহ যদি—তবে নরলোক মানে' ।
 কৃষ্ণ কহে 'প্রতিমা চলে কোথাহ না শুনি' ;
 বিপ্র বলে 'প্রতিমা হঞা কহ কেন বাণী ?
 প্রতিমা নহ তুমি সাক্ষাৎ ব্রহ্মেন্দ্র নন্দন ;
 বিপ্র লাগি কর তুমি অকার্য্য করণ' ।
 হাঁসিয়া গোপাল কহে 'শুনহ ব্রাহ্মণ !
 তোমার পাছে পাছে আমি করিব গমন ।
 উলটিয়া আমি না করিহ দরশনে ;
 আমাকে দেখিলে আমি রহিব সেই স্থানে ।
 নৃপূরের ধ্বনি মাত্র আমার শুনিবা ;
 সেই শেষ আমার গমন প্রতীতি করিবা ।
 এক সের অন্ন মোরে করিহ সমর্পণ ;
 তাহা খাঞা তোমার সঙ্গে করিব গমন' ।
 আর দিন আজ্ঞা মাগি চলিল ব্রাহ্মণ ;
 তাঁর পাছে পাছে গোপাল করিল গমন ।
 নৃপূরের ধ্বনি শুনি আনন্দিত মন ;
 উত্তমায় পাক করি করায় ভোজন ।
 এই মতে চলি বিপ্র নিজ দেশে আইলা ;
 গ্রামের নিকট আসি মনেতে চিন্তিলা :—
 'এবে মুঞি গ্রামে আইলু যাইলু ভবন ;
 লোকেরে কহিব গিয়া সাক্ষীর গমন । (১)
 স্বাক্ষাতে না দেখিলে মনে প্রতীতি না হয় ;
 ইহাঁ যদি রহেন তবু নাহি কিছু ভয়' ।
 এত ভাবি সেই বিপ্র কিরিয়া চাহিল ;
 হাঁসিয়া গোপাল দেব তাহাঁহি রহিল ।
 ব্রাহ্মণে রে কহে 'তুমি বাহ নিজ ঘর ;
 এখান রহিব আমি না যাব অতঃপর' ।

তবে সেই বিপ্র যাই নগরে কহিল ;
 শুনিয়া সকল লোক চমৎকার হৈল !
 আইল সকল লোক সাক্ষী দেখিবারে ;
 গোপাল দেখিয়া লোক দণ্ডবৎ করে ।
 গোপাল সৌন্দর্য দেখি লোকে আনন্দিত ;
 প্রতিমা চলিয়া আইলা শুনিয়া বিস্মিত ।
 তবে সেই বড় বিপ্র আনন্দিত হঞা ;
 গোপালের আগে পড়ে দণ্ডবৎ হঞা ।
 সকল লোকের আগে গোপাল সাক্ষী দিল ;
 বড় বিপ্র ছোট বিপ্রে কন্যা দান কৈল ।
 তবে সেই দুই বিপ্রে কহিল ঈশ্বর :—
 ‘তুমি দুই জন্মে জন্মে আমার কিস্কর ।
 দৌহার সত্যে তুষ্ট হৈলাম দৌহে মাগ বর’ ।
 দুই বিপ্র বর মাগে আনন্দ অন্তর ।
 ‘যদি বর দিবে তবে রহ এই স্থানে ;
 কিস্করেরে দয়া তবে সর্বলোকে জানে’ ।
 গোপাল রহিলা ; চুঁহে করেন সেবন ;
 দেখিতে আইলা সব দেশের লোকজন ।
 সে দেশের রাজা আইলা আশ্চর্য শুনিয়া ;
 পরম সন্তোষ পাইল গোপাল দেখিয়া ।
 মন্দির করিয়া রাজা সেবা চালাইল ;
 সাক্ষীগোপাল বলি তাঁর খ্যাতি হইল ।
 এইমত রিদ্যানগরে সাক্ষীগোপাল
 সেবা অঙ্গীকার করি আছে চিরকাল ।
 উৎকলের রাজা শ্রীপুরুষোত্তম নাম ;
 সেই দেশ জিনি লৈল করিয়া সংগ্রাম ।
 সেই রাজা জিনি মিল তাঁর সিংহাসন ;
 মানিক সিংহাসন নাম অনেক রতন ।
 পুরুষোত্তম দেব সেই বড় ভক্তরাজ ;
 গোপাল চরণে মাগে ‘চল মোর রাজ’ ।

তাঁর ভক্তিবশে গোপাল তাঁরে আজ্ঞা দিল ;
 গোপাল লইয়া সেই কটকে আইল ।
 জগন্নাথে আনি দিল মানিক সিংহাসন ;
 কটকে গোপাল সেবা করিল স্থাপন ।
 তাঁহার মহিষী আইলা গোপাল দর্শনে ;
 ভক্তি করি বহু ফলকার কৈল সমর্পণে ।
 তাঁহার নামাতে বহু মূল্য মুক্তা হয় ;
 তাহা দিতে ইচ্ছা হৈল মনেতে চিন্তয় :—
 ঠাকুরের নামাতে যদি ছিন্ন থাকিত ;
 তবে এই দাসী মুক্তা নাসায় পরাইত' ।
 এত চিন্তি নমস্করি গেল। স্বভবনে ;
 রাত্রি শেষে গোপাল তাঁরে কহেন 'স্বপনে :—
 'বালক কালে মাতা মোর নাসা ছিন্ন করি
 মুক্তা পরাইয়াছিল বহু যত্ন করি ।
 সেই ছিন্ন অদ্যাপিহ আছে নাসাতে ;
 সেই মুক্তা পরাহ যাছা চাহিয়াছ দিতে' ।
 স্বপ্ন দেখি সেই রাণী রাজাকে কহিল ;
 রাজা সহ মুক্তা লঞা মন্দিরে আইল ।
 পরাইল মুক্তা নাসায় ছিন্ন দেখিঞা ;
 মহামহোৎসব কৈল আনন্দিত হঞা ।
 সেই হৈতে গোপালের কটকেতে স্থিতি ;
 এই লাগি সাক্ষীগোপাল নাম হৈল খ্যাতি ।
 নিত্যানন্দ মুখে শুনি গোপাল চরিত ;
 ভূষ্ট হৈলা মহাপ্রভু স্বভক্ত সহিত ।
 গোপালের আগে যবে প্রভুর হয় স্থিতি ;
 ভক্তগণে দেখে যেন দৌহে এক মূর্তি ।
 হুঁহে এক বর্ণ, হুঁহে প্রকাণ্ড শরীর ;
 হুঁহে রক্তাশ্রু, দৌহার স্বভাবি গস্তীর ।
 মহাতেজোময় হুঁহে কমল নয়ন ;
 হুঁহার ভাবাবেশে হুঁহে চন্দ্রবদন ।

হুহে দেখি নিত্যানন্দ প্রভু মহারঙ্গে
 ঠাঠাঠাঠা করি হাঁসে ভক্তগণ সঙ্গে ।
 এইমতে মহারঙ্গে সে রাজি বকিয়া ;
 প্রভাতে চলিলা মঙ্গলারতি দেখিয়া ।
 ভুবনেশ্বর, পথে যৈছে কৈল দরশন ;
 বিস্তারি বর্ণিরাছেন দাস বৃন্দাবন । (১)
 কমলপুরে আসি ভাগীনদী স্থান কৈল ; (২)
 নিত্যানন্দ হাতে প্রভু দণ্ড ধরিল ।
 কপোতেশ্বর দেখিতে গেলা ভক্তগণ সঙ্গে ; (৩)
 এথা নিত্যানন্দ প্রভু কৈল দণ্ড ভঙ্গে ।
 তিন খণ্ড করি দণ্ড দিল ভাসাইয়া ;
 ভক্ত সঙ্গে আইলা প্রভু মহেশ দেখিয়া ।
 জগন্নাথের দেউল দেখি আবিষ্ট হইলা ;
 দণ্ডবৎ করি প্রেমে নাচিতে লাগিলা ।

ভুবনেশ্বর পথে... ... দাসবৃন্দাবন—চৈতন্য ভাগবত অন্ত্যখণ্ড ২য় অধ্যায় দেখ ।
 নীলাচলের উত্তরে ভুবনেশ্বর শিবমন্দির অবস্থিত । এখানকার অন্নপ্রসাদ শ্রীক্ষেত্রের মহা-
 প্রসাদের ন্যায় জাতিনির্কিণ্ণেবে পরস্পর স্পর্শ ও ভোজন করিতে পারে । বিনু সুরোবর নামে
 এখানে একটা সুরোবর আছে ; কথিত আছে যে ভগবান্ মহেশ্বর সকল তাঁরের জল বিনু বিনু
 আনিয়া এই সুরোবর সৃজন করিয়াছিলেন । ভুবনেশ্বর একটা মহাতীর্থ, ইহাকে শুণ্ড বারা-
 নসী বলে । স্বন্দপুরাণে ভুবনেশ্বর শিবক্ষেত্রের উৎপত্তি এইরূপে হইয়াছে :—কোন সময়ে
 কাশীরাজ নামে বারানসীর রাজা শ্রীকৃষ্ণের জয় করিবার আশয়ে শিবের উদ্দেশে কঠোর
 তপস্তা করিয়াছিলেন ; এবং মহাদেবের নিকট বর প্রাপ্ত হইয়া কৃষ্ণের বিরুদ্ধে সমর বাড়া
 করিয়াছিলেন । কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের স্তূপদর্শন চক্ষু আপনি নিহত হইলেন ও তাঁহার রাজধানী
 বারানসীও ভস্মসাৎ হইয়া গেল । তখন মহাবিক্রমে চক্র, শিবের প্রতি ধাবিত হইলে মহাদেব
 ভীত হইয়া কৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলেন ; এবং বারানসী নগরী ভস্মীভূত হইয়াছে জানিয়া
 বাস করিবার জন্য আর একটা স্থান ভিক্ষা করিলেন । শ্রীকৃষ্ণ সমর হইয়া শ্রীক্ষেত্রের উত্তরে
 একখর নামে বন তাঁহার বাসস্থান নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন । এই স্থানই কালে ভুবনেশ্বর
 বলিয়া বিখ্যাত হইয়া উঠিল ।

২ কমলপুরে আসি ভাগীনদী স্থান কৈল—পুরীর ভিন্ন কোণ উত্তরে তুলসী হুড়া নামক
 স্থানের নিকট এই নদী অবস্থিত ।

কপোতেশ্বর—কপোতেশ্বর শিব বিখ্যাত দেবতা ।

ভক্তগণ আবিষ্ট হইল। সবে নাচে গায় ;
 প্রেমাবেশে প্রভু সঙ্গে রাজ্য মার্গে যায় ।
 হাঁসে কান্দে নাচে প্রভু হৃদয় গর্জন ;
 তিন কোশ পথ হৈল সহস্র যোজন ।
 চলিতে চলিতে প্রভু আইলা আঠার নালা ;
 তাঁহা আসি প্রভু কিছু বাহ প্রকাশিলা । (১)
 নিত্যানন্দে কহে প্রভু 'দেহ মোর দণ্ড' ;
 নিত্যানন্দ বলে 'দণ্ড হৈল তিন খণ্ড' ।
 প্রেমাবেশে পড়িলে তুমি তোমায়ে ধরিছ ;
 তোমা সহ সেই দণ্ড উপরে পড়িছ । (২)
 দুই জনার ভরে দণ্ড খণ্ড খণ্ড হৈল ;
 সেই খণ্ড কাহাঁ পড়িল কিছু না জানিল ।
 মোর অপরাধে তোমার দণ্ড হৈল খণ্ড ;
 যে উচিত হয় মোর কর তাহা দণ্ড' ।
 শুনি কিছু মহাপ্রভু হুঃখ প্রকাশিলা ;
 ঈষৎ ক্রোধ করি কিছু কহিতে লাগিলা :
 'নীলাচলে আসি মোর সবে হিত কৈলা ;
 সবে দণ্ড ধন ছিল তাহা না রাখিলা ।
 তুমি সব আগে যাহ জঁখর দেখিতে ;
 কিবা আমি আগে যাব ! না যাব সহিতে' ।
 মুকুন্দদত্ত কহে' প্রভু তুমি যাহ আগে ;
 আমি সব পাছে যাব, না যাব তোমার সঙ্গে' ।
 এত শুনি প্রভু আগে চলিলা শীঘ্র গতি ;
 বুঝিতে না পারে কেহ দুই প্রভুর মতি ।
 ইহঁ কেন দণ্ড ভাঙ্গে ? তিঁহ কেন ভাঙ্গায় ?
 ভাঙ্গাইয়া ক্রুদ্ধ হয়, বুলা নাহি যায় ।

১ বাহ প্রকাশিলা—বাহজ্ঞান হইল ।

২ তোমা সহ সেই দণ্ড উপরে পড়িছ—'তোমা সহ তেরচে দণ্ড উপরে চাপিছ' পাঠও আছে ।

দণ্ড ভঙ্গ লীলা এই পরম পত্তীর ;
 সেই বৃকে ছুঁহার পদে বার ভক্তি ধীর ।
 ব্রহ্মণ্যদেব গোপালেন্দ্র মহিমা এই বস্তু ;
 নিত্যানন্দ বক্তা যার, শ্রোতা শ্রীচৈতন্য ।
 শ্রদ্ধাযুক্ত হঞা ইহা শুনে যেই জন ;
 অচিরে পাইবে সেই গোপাল চরণ ।
 শ্রীকৃষ্ণ রঘুনাথ পদে যার আশ ;
 চৈতন্য চরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ।

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে সাক্ষীগোপাল চরিত্র বর্ণনং
 নাম পঞ্চম পরিচ্ছেদঃ ॥৫॥

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ।

গ্রন্থকারস্য ।

নোমি তং গৌরচন্দ্রং যঃ কুতর্ক কৰ্কশাশয়ং
 সার্বভৌমং সৰ্বভূমা ভক্তিভূমানমাচরং ॥ ৩১ ।

‘তং’ ‘গৌরচন্দ্রং’ ‘নোমি’ নমস্করোমি ‘যঃ’ ‘সৰ্বভূমা’ সৰ্বব্যাপী গৌর-
 চন্দ্রঃ ‘কুতর্ক কৰ্কশাশয়ং’ কুতর্কেন শাস্ত্রবাদ প্রতিবাদেন করণেন কৰ্কণং
 কঠিনং আপন্নং মানসং যন্ত তং ‘সার্বভৌমং’ তত্প্রাণি ধারিণং ভট্টাচার্য্যঃ
 ‘ভক্তিভূমানং’ ভক্তিবু নিপুণং ‘আচরং’ কৃতবান্ । ৩১ ।

যিনি কুতর্কিক সার্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে ভক্তিনিপুণ
 করিয়াছিলেন ; সেই সৰ্বব্যাপী গৌরচন্দ্রকে আমি নমস্কার
 করি । ৩১ ।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য ! জয় নিত্যানন্দ !
 জয়দেব চন্দ্র ! জয় গৌর ভক্ত বৃন্দ !
 আবেশে চলিয়া প্রভু জগন্নাথ মন্দিরে ;
 জগন্নাথ দেখি প্রেমে হইলা অস্থিরে ।

জগন্নাথ আলিঙ্গিতে চলিলা ধাইয়া ;
 মন্দিরে পড়িলা প্রেমে আবিষ্ট হইয়া ।
 দৈবে সার্কভৌম তাঁহাকে করে দরশন ; (১)
 পড়িছা মারিতে, তিঁহু কৈল নিবারণা । (২)
 প্রভু সৌন্দর্য্য আর প্রেমের বিকার ;
 দেখি সার্কভৌমের হৈলা বিস্ময় অপার ॥
 বহুক্ষেপে চৈতন্য নহে ভোগের কাল হৈল ;
 সার্কভৌব মনে তবে উপায় চিন্তিল ।
 শিষ্য পড়িছা দ্বারা নিল বহাইয়া ;
 ঘরে আনি পবিত্র স্থানে রাখিল শোয়াইয়া ।
 শ্বাস প্রশ্বাস নাহি উদর স্পন্দন ;
 দেখিয়া চিন্তিত হৈল ভট্টাচার্য্যের মন ॥
 হৃদয় তুলি আনি নাসা অঙ্গেতে ধরিল ;
 ঈষৎ চলয়ে তুলি দেখি ধৈর্য্য হৈল ॥
 বসি ভট্টাচার্য্য মনে করেন বিচার :—
 ‘এই কৃষ্ণ নহা প্রেমের সাত্ত্বিক বিকার ;
 সুদীপ্ত সাত্ত্বিক এই নাম যে প্রণয় ;
 নিত্যসিদ্ধ ভক্তে সে সুদীপ্ত ভাব হয় ।
 অধিকৃত ভাব যার দ্বার এ বিকার ; (৩)
 মহাব্যের দেহে দেখি বড় চমৎকার’ !
 এত চিন্তি ভট্টাচার্য্য আছেন বসিয়া ;
 নিত্যানন্দাদি লিংহ দ্বারে উত্তরিল গিয়া ।
 তাঁহা শুনি লোক কহে অন্তঃকথাত :—
 ‘এক সন্ন্যাসী আসি দেখি জগন্নাথ
 মুচ্ছিত হইলা ; চেতন না হয় শরীরে ;
 সার্কভৌম তৈছে তাঁরে লঞা গেলি ঘরে’ ॥

১ সার্কভৌম—ইহাঁর বিবরণ আদিলীলা ২৮৬ পৃষ্ঠা ১ টীকা দেখ ।

২ পড়িছা মারিতে—জগন্নাথের মন্দির রক্ষক ছড়িবারের নাম পড়িছা । পড়িছা নহা প্রভুকে মারিতে উদ্যত হইলে সার্কভৌম নিবেদন করিলেন ।

৩ অধিকৃত—অত্যধিক ।

শুনি সবে আনিলেন মহাপ্রভুর কার্য ;
 হেন কালে আইলা তাঁহা গোপীনাথ আচার্য্য । (১)
 নদীয়া নিবাসী বিশারদের জামাতা ;
 মহাপ্রভুর ভক্ত তিঁহ প্রভুর ভজ্ঞাতা ।
 মুকুন্দ সহিত পূর্বে আছে পরিচয় ;
 মুকুন্দ দেখিয়া তাঁর হইল বিস্ময় ।
 মুকুন্দ তাঁহারে দেখি কৈল নমস্কার ;
 তিঁহ আলিঙ্গিয়া পুছে প্রভুর সমাচার ।
 মুকুন্দ কহে 'প্রভুর ইহা হৈল আগমনে ;
 আমি সব আসিয়াছি মহাপ্রভুর সনে' ।
 নিত্যানন্দ গোঁসাইকে আচার্য্য কৈল নমস্কার ;
 সবে মিলি পুছে প্রভুর বার্তা আরবার ।
 মুকুন্দ কহে 'মহাপ্রভু সন্ন্যাস করিঞা ;
 নীলাচলে আইলা সঙ্গে আমা সবে লঞা ।
 আমা সব ছাড়ি আগে গেলা দরশনে ;
 আমি সব পাছে আইলাম তাঁর অশেষণে ।
 অদ্ভুত লোক মুখে যে কথা শুনিলা ;
 সার্কভৌম গৃহে প্রভু অহুমান কৈল ।
 ঈশ্বর দর্শনে প্রভু প্রেমে অচেতন ;
 সার্কভৌম লঞা গেল আপন ভবন ।
 তোমার মিলনে আমার হবে হৈল মন ;
 দৈবে সেইক্ষণে পাইলুঁ তোমার দর্শন ।
 চল সবে যাই সার্কভৌমের ভবন ;
 প্রভু দেখি পাছে করিব ঈশ্বর দর্শন' ।
 এত শুনি গোপী নাথ সব্বারে লইঞা ;
 সার্কভৌম স্বরে গেলা হরষিত হঞা ।
 সার্কভৌম স্থানে গিয়া প্রভুকে দেখিল ;
 প্রভু দেখি আচার্য্যের দুঃখ হর্ষ হৈল ।

সার্কভৌমে আনাইঞা সবারে নিল অভ্যন্তরে
 নিত্যানন্দ গোঁসাক্ষিরে তিহ কৈল নমস্কারে ।
 সব। সহিত বখা বোণ্য করিল মিলন ;
 প্রভু দেখি সবার হৈল হুঃখ হর্ষ মন ।
 সার্কভৌম পাঠাইল সব। দর্শন করিতে ;
 চন্দনেশ্বর নিজ পুত্র দিল সবার সাথে ।
 জগন্নাথ দেখি সবার হইল আনন্দ ;
 ভাবেতে আবিষ্ট হৈলা প্রভু নিত্যানন্দ ।
 সবে মিলি তবে তাঁরে স্মৃতির করিল ;
 ঈশ্বর সেবক মালা প্রসাদ আনি দিল ।
 প্রসাদ পাঞা সবে হৈলা আনন্দিত মনে ;
 পুনরপি আইলা সবে মহাপ্রভুর স্থানে ।
 উচ্চ করি করে সবে নাম সংকীৰ্তন ;
 তৃতীয় প্রহরে হৈল প্রভুর চেতন ।
 হুঙ্কার করিয়া উঠে হরি হরি বলি ;
 আনন্দে সার্কভৌম তাঁর লৈল পদধূলি ।
 সার্কভৌম কহে 'শীঘ্র করহ মধ্যাহ্ন ;
 যুক্তি ভিক্ষা দিব আজি মহা প্রসাদান্ন' ।
 নমুজ্ঞ মান করি প্রভু শীঘ্র আইল ;
 বহুত প্রসাদ সার্কভৌম আনাইল ।
 স্রবর্ণ থালিতে অন্ন উত্তম ব্যঞ্জন ; (১)
 ভক্তগণ সঙ্গে প্রভু করেন ভোজন ।
 'সার্কভৌম পরিবেশন করেন আপনে ;
 প্রভু কহে 'মোরে দেহ লাফরা ব্যঞ্জে' । (২)
 পীঠা পান। দেহ স্মৃমি ইহা সবাকারে' । (৩)
 তবে ভট্টাচার্য্য কহে যুড়ি হুই করে :—

১ স্রবর্ণ থালিতে স্রবর্ণখালি হিত মহাপ্রসাদান্ন ও ব্যঞ্জন সার্কভৌম স্বভক্ত গৌরচন্দ্রকে পরিবেশন করিলেন ।

২ লাফরাব্যঞ্জে—লাউ ও অন্যান্য পাঁচতরকারীর খট বিশেষ ।

৩ পীঠাপান।—পট্টক পরমান্ন প্রভৃতি ।

'জগন্নাথ কৈছে করিলা ছেগ ভোজন ;
 আজি সব মহাপ্রসাদ কর আশ্বাদন' ।
 এত বলি পীঠা পান সব খাওয়াইলা ;
 ভিক্ষা করাইলা আচমন করাইলা ।
 আজ্ঞা মাগি গোপীনাথ আচার্য্য লইয়া ;
 প্রভুর নিকট আইলা ভোজন করিয়া ।
 'নমঃ নারায়ণ' বলি নমস্কার কৈল ;
 'কৃষ্ণ মতি রহু' বলি গোঁসাই কহিল ।
 শুনি সার্কভৌম মনে বিচার করিল ;
 বৈষ্ণব সন্ন্যাসী ইহো বচনে কানিল ।
 'গোপীনাথ আচার্য্যেরে কহে সার্কভৌম' ;
 গোঁসাক্রির জানিতে চাহি কাহাঁ পূর্বাপ্রম ?
 গোপীনাথ আচার্য্য কহে 'নবদ্বীপে ঘর ;
 জগন্নাথ মিশ্র, পদবী—মিশ্র পুরন্দর ।
 বিশ্বস্তর নাম ইহার তাঁহার ইহো পুত্র ;
 নীলাধর চক্রবর্তীর হয়েন দৌহিত্র' ।
 সার্কভৌম কহে 'নীলাধর চক্রবর্তী ;
 বিশারদের সমাধ্যাজী এই তাঁর খ্যাতি ।
 মিশ্র পুরন্দর তাঁর মাত্র ছেন জানি ;
 পিতার সম্বন্ধে দৌহা পূজ্য করি মানি ।
 নদীয়া সম্বন্ধে সার্কভৌম দৃষ্ট হৈলা ;
 প্রীত হঞা গোঁসাক্রিরে কহিতে লাগিলা :—
 'সহজেই পূজ্য তুমি আরে ত সন্ন্যাস ;
 অতএব হও তোমার আমি নিজদাস' ।
 শুনি মহাপ্রভু কৈল শ্রীমিষ্ট প্ররণ ;
 ভট্টাচার্য্য কহে কিছু কিন্নর রচন :—
 'তুমি অগদগুরু সর্বলোক হিত কর্তা ;
 বেদান্ত পড়াও সন্ন্যাসীর উপকর্তা । (১)

‘আমি বালক সন্ন্যাসী ভাল মন্দ নাহি জানি ;
 তোমার আশ্রয় নিল, গুরু করি মানি ।
 তোমার সঙ্গ লাগি মোর ইহঁ আগমন ;
 সর্ব প্রকারে করিবে আমার পালন ।
 আজি যে হইল আমার বড়ই বিপত্তি ;
 তাহা হৈতে করিলা তুমি আমার অব্যাহতি’ ।
 ভট্ট কহে ‘একলে তুমি না যাইও দর্শনে ;
 আমার সঙ্গে বাবে কিবা আমার লোক সনে’ ।
 প্রভু কহে ‘মন্দির ভিতরে না যাইব ;
 গুরুড়ের পাশে রহি দর্শন করিব’ । (১)
 গোপীনাথচার্য্যকে কহে সার্কর্ভোম :—
 ‘তুমি গোঁসাক্ষিরে করাইও দরশন ।
 আমার মাতৃস্বামী গৃহ নিৰ্জ্জন স্থান ;
 তাহাঁ বাঁসা দেহ, কর সর্ব সমাধান’ ।
 গোপীনাথ প্রভু লঞা তাহাঁ বাঁসা দিল ;
 জলপাত্র আদি সর্ব সমাধান কৈল ।
 আর দিন গোপীনাথ প্রভু স্থানে গিয়া ;
 শয্যাখান দরশন করাইল লঞা । (২)
 মুকুন্দ দত্ত লঞা আইল সার্কর্ভোম স্থানে ;
 সার্কর্ভোম কিছু তাঁরে বলিল বচনে :—
 ‘প্রকৃতি বিনীত সন্ন্যাসী দেখিতে সুন্দর ;
 আমার বহুত প্রীতি বাড়ে ইহার উপর ।
 কোন্ সম্প্রদায় সন্ন্যাস করেছেন গ্রহণ ?
 কিবা নাম ইহার ? ‘শুনিতে হয় মন’ ।
 গোপীনাথ কহে ‘নাম শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ;
 গুরু ইহার কেশব ভারতী মহাধন্য’^১ ।
 সার্কর্ভোম কহে ‘ইহার নাম সর্বোত্তম ;
 ভারতী সম্প্রদায় এই হয়েন অধ্যম’ ।

১ গুরুড়ের পাশে—অগস্ত্য মন্দিরের সম্মুখস্থ প্রস্তর নির্মিত গুরুড় স্তম্ভ ।

২ শয্যাখান দরশন—অগস্ত্য দেবের শয্যা হইত উখান কালীন দরশন ।

গোপীনাথ কহে 'ইহার নাহি বাছাপেক্ষা ;
 অতএব বড় সংগ্রহ দায়িত্বে উপেক্ষা' ।
 ভট্টাচার্য্য কহে 'ইহার প্রোঢ় যৌবন ; (১)
 কেমনে সন্ন্যাস ধর্ম্ম হইবে রক্ষণ ?
 নিরন্তর ইহাকে বেদান্তে অনাইব ;
 বৈরাগ্য অদ্বৈত মার্গে প্রবেশ করাইব । (২)
 কহেন যদি পুনরপি যোগ পট্ট দিয়া ; (৩)
 সংস্কার করিয়ে উত্তম সংপ্রদায় আনিয়া' ।
 শুনি গোপীনাথ মুকুল দোঁছে হৃৎখী হৈলা ;
 গোপীনাথচার্য্য কিছু কহিতে লাগিলা :—
 'ভট্টাচার্য্য তুমি ইহার না জান মহিমা ;
 ভগবৎ লক্ষণের ইহাতেই নীমা ।
 তাহাতে বিখ্যাত ইহ পরম ঈশ্বর ;
 অজ্ঞ স্থানে কিছু নহে বিজ্ঞের গোচর ।'
 শিষ্যগণ কহে 'ঈশ্বর কহ কোন্ প্রমাণে' ?
 আচার্য্য কহে 'বিজ্ঞ মত ঈশ্বর লক্ষণে' ?
 শিষ্যগণ কহে 'ঈশ্বর তত্ত্ব সাধি অহুমানে' ; (৪)
 আচার্য্য কহে 'অহুমানে নহে ঈশ্বর জ্ঞানে ।
 ঈশ্বরের কৃপা লেশ হয় ত বাঁহারে ;
 সেই ত ঈশ্বর তত্ত্ব জানিবারে পারে' ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে চতুর্দশাধ্যায়ে অষ্টাবিংশতি

শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণঃ প্রতি ব্রহ্মা স্তুতিবাক্যং

‘তথাপি তে দেব পদাস্তু জঙ্ঘন-

প্রসাদ লেশানু গৃহীত এব হি

১. প্রোঢ় বোঝ—পূর্ণ যৌবন সময় ।

২. বৈরাগ্য অদ্বৈত মার্গে প্রবেশ ইত্যাদি—অদ্বৈতবারমতে লইয়া বাইব ।

৩. যোগপট্ট—যোগীদিগের যোগাঙ্গর গ্রহণের বস্ত্র বিশেষ ।

৪. শিষ্যগণ—অন্তর্গত ভট্টাচার্য্য কহে ।

জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো।

ন চাস্ম একোহপি চিরং বিচিন্মনু' । ৩২ ।

যদ্যপি হস্তপ্রাপ্যমিব জ্ঞানমুক্তঃ 'তথাপি' 'হি' নিশ্চিতঃ হে 'দেব' 'তে' তব 'পদান্বজ্জয় প্রসাদ লেশানুগৃহীতঃ' পদান্বজ্জয়স্ত মধ্যো একদেশতাপি বঃ প্রসাদলেশঃ কৃপাকণা তেন অহুগৃহীতঃ জনঃ 'এব' তব 'মহিম্নঃ' 'তত্ত্বং' 'জানাতি' ; হে 'ভগবন্' 'অন্তঃ' প্রসাদ হীনো জনঃ 'একোহপি' নিঃসঙ্গোহপি সন্ 'চিরং' বহুকালং 'বিচিন্মনু' তব তত্ত্বং কীদৃগিতি শাস্ত্রাভ্যাসেন বিচারয়ন্ 'ন' জানাতি তব তত্ত্ব মিতি শেষঃ । ৩২ ।

ব্রহ্মা কৃষ্ণের স্তব করিতেছেনঃ—হে দেব ! যদিও জ্ঞান দ্বারা মোক্ষলাভ হয় ; কিন্তু তোমার পদান্বজ্জয়ের প্রসাদকণানুগৃহীত ব্যক্তিই কেবল তোমার মহিমাতত্ত্ব জানিতে সক্ষম ; হে ভগবন্ প্রসাদহীন জন আসক্তিশূন্য হইয়া বহুকাল শাস্ত্রবিচার করিলেও তোমার তত্ত্ব জানিতে পারে না । ৩২ ।

‘যদ্যপি জগদ্গুরু তুমি শাস্ত্র জ্ঞানবান্ ;
পৃথিবীতে নাহি পণ্ডিত তোমার সমান ।
ঈশ্বরের কৃপালেশ নাহিক তোমাতে ;
অতএব ঈশ্বর তত্ত্ব না পার জানিতে ।
তোমার নাহিক দোষ শাস্ত্রে এই কহে ;
পাণ্ডিত্যাদ্যে ঈশ্বর তত্ত্ব কভু জ্ঞান নহে’ ?
সার্কভৌম কহে ‘আচার্য্য কহ সাবধানে ;
তোমাতে ঈশ্বর কৃপা ইথে কি প্রমাণে ?’
আচার্য্য কহে ‘বস্তু বিষয়ে হয়ে বস্তু জ্ঞান ;
বস্তু তত্ত্ব জ্ঞান হয় কৃপাতে প্রমাণ ।
ইহার পরীয়ে সব ঈশ্বর লক্ষণ ;
মহাপ্রেমাবেশ তুমি প্রাক্রোছ দর্শন ;

‘তবু ত ঈশ্বর জ্ঞান না হয় তোমার ;
 ঈশ্বরের মায়ায় এই বলি ব্যবহার । (১)
 দেখিলে না দেখে তাঁরে বহির্দুঃখ জন’ । (২)
 শুনি হাঁসি সার্বভৌম বলিল বচন :—
 ইষ্ট গোষ্ঠি বিচার করি, না করিহ রোষ ; (৩)
 শাস্ত্র দৃষ্টে কহি কিছু না লইও দোষ ।
 মহাভাগবত হয় চৈতন্য গোঁসাত্মি ।
 এই কলিকালে বিষ্ণু অবতার নাই ।
 অতএব ত্রিযুগ করি কহি বিষ্ণু নাম ;
 কলিযুগে অবতার নাহি শাস্ত্র জ্ঞান’ ।
 শুনিয়া আচার্য্য কহে হুঃখী হঞা মনে :—
 ‘শাস্ত্রজ্ঞ করিয়া তুমি কর অভিমানে ;
 ভাগবত, ভারত দুই শাস্ত্রের প্রধান ;
 সেই হুই গ্রন্থ বাক্যে নাহি অবধান ।
 সেই হুই কহে কলিতে সাক্ষাৎ অবতার ;
 তুমি কহ কলিতে নাহি বিষ্ণুর প্রচার । (৪)
 কলিযুগে লীলাবতার না করে ভগবান্ ; (৫)
 অতএব ‘ত্রিযুগ’ করি কহি তাঁর নাম ।
 প্রতি যুগে করেন কৃষ্ণ যুগ অবতার ;
 তর্কনিষ্ঠ জদয় তোমার নাহিক বিচার’ ।

১ মায়ায় এই বলি ব্যবহার—ঈশ্বরের মায়ায় নিয়মই এইরূপ ।*

২ দেখিলে না দেখে তাঁরে—‘দেখিলে না দেখে সেই’ এইরূপ পাঠ হইলে অধি
 সঙ্গত হইত ।

৩ ইষ্ট গোষ্ঠি—উভয়ে বন্ধুভাবে বিচার করিতেছি ।

৪ প্রচার—প্রকাশ বা অবতার ।

৫ লীলাবতার—প্রতি যুগে যুগান্ত সংস্থাপনের ক্ষমতা যে অবতার তাহার নাম যুগাবতার
 আর কেবল লীলাপরাণ হইয়া ভগবান্ যে অবতার করেন, তাহার নাম লীলাবতার
 বিশেষ বৃত্তান্ত আদিলীলা ২য় পরিচ্ছেদ ৭২ নাঃ ১৫ পৃষ্ঠা দেখ ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশম স্কন্ধে অষ্টমাধ্যায়ে নবমশ্লোকে
নন্দং প্রতি গর্গবাক্যং

‘আসন্ বর্ণাশ্রয়োহ্যশ্চ গৃহুতোহনু যুগং তনুঃ
শুল্কো রক্ত স্তথাপীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ’ ॥ ৩৩ ॥

ইহার অর্থ ও ব্যাখ্যা আদিলীলা ৭৩ পৃষ্ঠায় ৬২ শ্লোকে দেখ । ৩৩ ।

তথাহি তত্রৈব একাদশস্কন্ধে পঞ্চমাধ্যায়ে অষ্টাবিংশতি
শ্লোকে জনকং প্রতি করভাজন বাক্যং

‘ইতি দ্বাপর উর্ব্বীশ স্তবন্তি জগদাশ্বরং
নানা তন্ত্র বিধানেন, কলাবপি তথা শৃণু’ ॥ ৩৪ ॥

ইহার অর্থ ও ব্যাখ্যা আদিলীলা ৮০ পৃষ্ঠা ৬৫ শ্লোকে দেখ । ৩৪ ।

তত্রৈব ঊনত্রিংশৎ শ্লোকে জনকং প্রতি করভাজন বাক্যং

‘কৃষ্ণবর্ণং ত্রিষাকৃষ্ণং সাক্ষোপাঙ্গান্ত পার্শ্বদং ।
যজ্ঞৈঃ সংকীৰ্ত্তনপ্রায়ৈ র্যজন্তি হি স্মমেধসঃ’ ॥ ৩৫ ॥

ইহার অর্থ ও অনুবাদ আদিলীলা ৮০ পৃষ্ঠা ৬৬ শ্লোকে দেখ । ৩৫ ।

মহাভারতে দানধর্ম্মে নবতি শ্লোকঃ

‘স্ববর্ণ বর্ণো হেমাঙ্গে বরাঙ্গচন্দনাঙ্গদী
সন্ম্যাসকৃৎ সমঃ শাস্তোনিষ্ঠাশান্তি পরায়ণঃ’ ॥ ৩৬ ॥

ইহার টীকা, অনুবাদ ও টিপ্পনি আদি: ৭৯ পৃষ্ঠা ৬৪ শ্লোকে দেখ । ৩৬ ।

‘তোমার আগে এত কথার নাহি প্রয়োজন ;

উষর ভূমিতে যেন বীজের রোপণ ।

তোমার উপরে তাঁর কৃপা যবে হৈবে ;

এসব সিদ্ধান্ত তবে তুমিই করিবে ।

তোমার যে শিষ্য কহে কুতর্ক নানা বাদ ;

ইহার কি দোষ ? এই মায়ার প্রসাদ’ ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ষষ্ঠস্কন্ধে চতুর্থাধ্যায়ে ষড়্ বিংশতি
 শ্লোকে শ্রীভবন্তমুদ্दिश्य दक्षवचनं
 ‘यच्छक्त्योवदतां वादिनां वै,
 विवाद संवाद भूवो भवन्ति ।
 कुर्वन्ति चैषां मुहुरान्त्रमोहं
 तस्मै नमो अनन्त गुणाय भूमे’ ॥ ৩৭ ॥

‘যদ্’ যন্ত ভগবতঃ ‘শক্তয়ঃ’ মায়াবিদ্যাভ্যাঃ ‘বৈ’ নিশ্চিতং ‘বদতাং-
 বাদিনাং’ পরস্পরং বিবদমানানাং তর্কনিষ্ঠানাং স্ব স্ব ভাবেন প্রজ্ঞতাং
 পণ্ডিতানামিতার্থঃ সম্বন্ধে ‘বিবাদ সম্বাদ ভূবঃ’ বিবাদস্ত তর্ক বিষয়স্ত কচিৎ
 সংবাদস্ত মীমাংসাবিষয়স্ত চ ভূবঃ স্থানানি ‘ভবন্তি’ ‘চ’ ‘পুনঃ’ ‘মুহুঃ’
 বারম্বারং ‘এষাং’ বাদিনাং ‘আন্ত্রমোহঃ’ ‘কুর্বন্তি’ জিজ্ঞাস মানামপি আন্ত্রানং
 মুহুন্তি; ‘তস্মৈ’ ‘অনন্ত গুণায়’ ‘ভূমে’ সর্ব প্রধানায় ভগবতে ‘নমঃ’ । ৩৭ ।

তর্কনিষ্ঠ বাদী প্রতিবাদীগণের নিকট যাঁহার মায়াশক্তি
 অশেষ প্রকার বাদ বিসম্বাদের স্থান হইয়া, তাঁহাদের আন্ত্রায়
 মুহুমুহু মোহ জন্মাইয়া দিতেছে ; আমি সেই অনন্ত গুণা-
 শ্রিত ভূমা ভগবান্কে নমস্কার করি । ৩৭ ।

তথাহি তত্রৈব একাদশস্কন্ধে দ্বাবিংশাধ্যায়ে তৃতীয় শ্লোকে
 উদ্ধবং প্রতি শ্রীকৃষ্ণ বাক্যং

‘যুক্তঞ্চ সন্তি সর্বত্র ভাষন্তে ব্রহ্মণা যথা ।

মায়াং মদীয়া মুদগৃহ্য বদতাং কিং ন দুর্ঘটং ॥ ৩৮ ॥

হে উদ্ধব ! ‘যথা’ যানি তথ্যানি ‘ব্রাহ্মণাঃ’ বেদজ্ঞাঃ ‘ভাষন্তে’ বদন্তি তানি
 ‘সর্বত্র’ ‘যুক্তঞ্চ’ বস্তুতঃ ‘সন্তি’ অন্তর্ভূতানি বিদ্যন্তে ; যস্মাৎ ‘মদীয়াং’
 মম সম্বন্ধীয়াং ‘মদীয়াং’ ‘উদগৃহ্য’ স্বীকৃত্য ‘বদতাং’ জনানাং সম্বন্ধে ‘কিং’ বস্তু
 ‘দুর্ঘটং’ ‘ন’ ভবতীতি শেষঃ । ৩৮ ।

ভগবান্ কহিলেন হে উদ্ধব ! ব্রাহ্মণেরা যাহা নির্ণয়

করিয়াছেন, তাহা অযুক্ত নহে ; কারণ সকল তত্ত্বই সর্বত্র
অন্তর্ভূত রহিয়াছে ; আমার মায়া স্বীকার করিয়া যিনি যাহা
বলিয়াছেন, তাহা কিছুই দুর্ঘট নহে । ৩৮ ।

তবে ভট্টাচার্য্য কহে 'যাহ গৌসাক্ষির স্থানে ;

আমার নামে গণ সহিত কর নিমন্ত্রণে ।

প্রসাদ আনি তাঁরে করাহ আগে ভিক্ষা ;

পশ্চাৎ আমারে আসি করাইও শিক্ষা' ।

আচার্য্য ভগিনীপতি, শ্যালক ভট্টাচার্য্য ;

নিম্না স্তুতি হাস্য শিক্ষা করান আচার্য্য ।

আচার্য্যের সিদ্ধান্তে মুকুন্দের হৈল সন্তোষ ;

ভট্টাচার্য্যের বাক্যে মনে হৈল দুঃখ রোষ ।

গৌসাক্ষির স্থানে আচার্য্য কৈল আগমন ;

ভট্টাচার্য্যের নামে তাঁরে কৈল নিমন্ত্রণ ।

মুকুন্দ সহিত কহে ভট্টাচার্য্যের কথা ;

ভট্টাচার্য্যের নিম্না করে মনে পাঞা ব্যাথা ।

শুনি মহাপ্রভু কহে 'ঐছে মত কহ ;

আমা প্রতি ভট্টাচার্য্যের হয় অহুগ্রহ ।

আমার সন্ন্যাস ধর্ম চাহেন রাখিতে ;

বাৎসল্যে কল্পণ করেন ; কি দোষ ইহাতে ?'

আর দিন মহাপ্রভু ভট্টাচার্য্য সনে ;

আনন্দে করিলা জগন্নাথ দরশনে ।

ভট্টাচার্য্য সঙ্গে তাঁর মন্দিরে আইলা ;

প্রভুরে আগুন দিয়া আপনে বসিলা ।

বেদান্ত পড়াইতে তবে আরম্ভ করিলা ;

সেহ ভক্তি করি কিছু প্রভুরে কহিলাঃ—

'বেদান্ত শ্রবণ এই সন্ন্যাসীর ধর্ম ;

নিরন্তর কর তুমি বেদান্ত শ্রবণ ।'

প্রভু কহে 'মোরে তুমি কর অহুগ্রহ ;

'সেই সে কর্তব্য, তুমি যেই মোরে কহ ।'

সপ্তদিন পর্য্যন্ত ঐছে করেন শ্রবণে ;
 ভাল মন্দ নাহি কহে বসি মাত্র শুনে ।
 অষ্টম দিবসে তাঁরে পুছে সার্কভোম :—
 'সাত দিন কর তুমি বেদান্ত শ্রবণ ।
 ভাল মন্দ নাহি কহ, রহ মৌন ধরি ;
 বুঝ কি না বুঝ ? ইহা জানিতে না পারি ।
 প্রভু কহে 'মুখ আমি নাহি অধ্যয়ন !
 তোমার আজ্ঞাতে মাত্র করিয়ে শ্রবণ ।
~~কল্যাণ~~দীর্ঘ ধর্ম লাগি শ্রবণ মাত্র করি ;
 তুমি যেই অর্থ কর বুঝিতে না পারি ।'
 ভট্টাচার্য্য কহে "না বুঝি" হেন জ্ঞান যার ;
 বুঝিবার লাগি সেই পুছে পুনর্বার ।
 তুমি শুনি শুনি রহ মৌন মাত্র ধরি ;
 জদয়ে কি আছে তোমার ? বুঝিতে না পারি' ।
 প্রভু কহে 'হৃদয়ের অর্থ বুঝিয়ে নিশ্চল ;
 তোমার ব্যাখ্যা শুনি মন হয় ত বিকল ।
 হৃদয়ের অর্থ ভাব্য কহে প্রকাশিয়া ;
 ভাব্য কহ তুমি হৃদয়ের অর্থ আচ্ছাদিয়া । (১)
 হৃদয়ের মুখ্য অর্থ না কর ব্যাখ্যান ;
 কল্পনার্থে তুমি তাহা কর আচ্ছাদন ।
 "উপনিষদ্" শব্দে যেই মুখ্য অর্থ হয় ;
 সেই অর্থ মুখ্য, ব্যাস হৃদ্রে সব কর ।
 মুখ্যার্থ ছাড়িয়া কর গৌণার্থ কল্পনা ;
 অভিধা বৃত্তি ছাড়ি শব্দের কর লক্ষণ । (২)
 প্রমাণের মধ্যে শ্রুতি প্রমাণ প্রধান ;
 শ্রুতি যে মুখ্যার্থ কহে সেই সে প্রমাণ ।

১. হৃদয়ের অর্থভাব্য... আচ্ছাদিয়া—কোথার ভাব্য দ্বারা হৃদয়ের অর্থ প্রকাশিত হইবে ; তাহা না হইয়া তোমার ভাব্য দ্বারা হৃদয়ের (মূলের) অর্থ আচ্ছাদিত হইতেছে ।
২. অভিধা বৃত্তি—অভিধান সম্বন্ধ শব্দের প্রসিদ্ধার্থ । লক্ষণ—কল্পনা দ্বারা কোন শব্দের উপর যে বিশেষ অর্থ আরোপ করা যায় ।

- জীবের অস্তি, বিষ্ঠা—দুই শব্দ, গোময় ; (১)
 ঋতি বাক্যে সেই দুই মহা পরিভ্র হয় ।
 স্বতঃ প্রমাণ বেদ সত্য যেই কহে ;
 লক্ষণা করিলে স্বতঃপ্রামাণ্য হানি হয়ে ।
 ব্যাসের সূত্রের অর্থ সূর্য্যের কিরণ ;
 স্বকল্পিত ভাষামেঘে করে আচ্ছাদন
 বেদ পুরাণে কহে ব্রহ্ম নিরূপণ ;
 সেই ব্রহ্ম বৃহদ্বস্ত্র ঈশ্বর লক্ষণ ।
 সর্গৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ, স্বয়ং ভগবান ;
 তাঁরে নিরাকার করি করহ ব্যাখ্যান ? (২)
 নির্কিংশেব তাঁরে কহে যেই ঋতিগণ ;
 প্রাকৃত নিবেধি করে অপ্রাকৃত স্থাপন । (৩)



- ১ জীবের অস্তি, বিষ্ঠা—দুই শব্দ গোময় । সকল গ্রন্থেরই এই পাঠ ; অর্থ অস্পষ্ট ।
- ২ তাঁরে নিরাকার করি করহ ব্যাখ্যান ?—এখানে 'নির্কিংশেব' ও 'নিরাকার' শব্দ একই অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে । পূর্ণ শক্তি সম্পন্ন পরমেশ্বরের সমুদায় শক্তিই যে বিশ্বের স্বজন পালনাদিতে নিযুক্ত আছে তাহা নহে ; তাঁর অনন্ত শক্তির সামান্য একাংশ মাত্র কেবল সৃষ্টাদি কার্য্যে ব্যাপ্ত আছে ; অবশিষ্ট সমস্ত অংশই শুদ্ধ মুক্ত অনাবৃত স্বভাবে অবস্থিতি করিতেছে । যে অংশ সৃষ্টাদিতে নিযুক্ত আছে তাহার নাম সত্ত্বগ ব্রহ্ম বা সর্বিশেষ ব্রহ্ম ; আর সৃষ্টির অতীত অবশিষ্টাংশকে তুরীয় চৈতন্য, নির্কিংশেব ব্রহ্ম বা নিষ্ঠূর্ণ ব্রহ্ম কহে । অজ্ঞেরতা নিবন্ধন ইনি যে উপাসনার বিষয় হইতে পারেন না, তাহা স্পষ্টই বুঝা বাইতে পারে । এখানে পরমহংসদিগের মধ্যে প্রচলিত নির্কিংশেব ব্রহ্মবাদ নিন্দনীয় হইয়াছে । পরমহংসদিগের মতে ঈশ্বর নির্কিংশেব নিরাকার ; সৃষ্টাদির কিছুতেই লিঙ্গ নহেন ; তাহাকে উপাসনা ও ভক্তি করা বাইতে পারে না ; তিনি ভিন্ন আর সকলই মিথ্যা ; মাহুয মায়া ত্যাগ করিয়া আপনাকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিতে পারিলেই মুক্ত হয় ইত্যাদি ।

- ৩ প্রাকৃত নিবেধি...স্থাপন—নির্কিংশেব ব্রহ্মের স্বরূপ সম্বন্ধে আমাদের কোন জ্ঞানই নাই ; হুতরাং তিনি উপাসনার বিষয় হইতে পারেন না ।

তথাহি শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটকে ষষ্ঠাঙ্কে একবিংশাঙ্কযুত
হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রঃ

‘যা যা ঐতি জল্পতি নির্বিশেষঃ

সা সান্তিধত্তে সবিশেষমেব ।

বিচারযোগে সতি হস্ত তাসাং

প্রায়ো বলীয়ঃ সবিশেষমেব’ ॥৩৯॥

‘যা’ ‘যা’ ঐতিঃ ‘নির্বিশেষঃ’ স্তম্ভাদ্যভীতঃ তুরীয়াঃ ব্রহ্ম ‘জল্পতি’ কথ-
রতি ‘সা’ ‘সা’ ‘ঐতিঃ’ ‘সবিশেষমেব’ স্তম্ভবু প্রকাশমানঃ ঐশ্বর্যশালিনঃ
ব্রহ্ম ‘অতিধত্তে’ বর্ণয়তি ; ‘হস্ত’ আশ্চর্য্যে ‘তাসাং’ ঐতীনাং ‘বিচারযোগে’
‘সতি’ ‘সবিশেষমেব’ ‘প্রায়ঃ’ বাহুল্যেন ‘বলীয়ঃ’ বলবৎস্তবতি । ৩৯ ।

যে সকল ঐতি নির্বিশেষ ব্রহ্মের বিষয় বলিয়াছেন,
তঁাহারাই আবার সবিশেষ ব্রহ্মের ও বর্ণনা করিয়াছেন ;
কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে বিচার করিলে সবিশেষ
ব্রহ্মপক্ষেই প্রমাণ বাহুল্য লক্ষিত হইয়া থাকে ॥ ৩৯ ॥

ব্রহ্ম হৈতে অগ্নে বিশ্ব, ব্রহ্মেতে জীবন ;

সেই ব্রহ্মে পুনরপি কহে মর লর ।

অপারান, করণা, মিকরণ কারক তিন ;

ভগবানের সবিশেষ এই তিন চিহ্ন । (১)

ভগবান্ বহু হৈতে হবে কৈল মন ;

প্রাকৃত শক্তিকে তবে কৈল বিলোকন ।

-
- ১ অপারান...চিহ্ন—তিনটি কারকের চিহ্ন দ্বারা আমরা ব্রহ্মের সবিশেষ
জানিতে পারি। অপারান অর্থাৎ বাহ্য হইতে বিশ্ব উৎপত্তি হইয়াছে ; করণ,
বাহ্য দ্বারা স্থিত রহিয়াছে ; এবং অবিকরণ অর্থাৎ বাহ্যেতে লয় হইবে। ‘মতো বা
ইহানি কৃতানি স্মারন্তে, বেস স্মারন্তরি স্মারন্তি, বৎ স্মারন্ত্যন্ত সংকিলন্তি, তদ্বিকল্প
নন্ত, তদ্ব্যপেক্ষি ।’

- 'সে কালে নাহি ভয়ে প্রাকৃত মন নরন ;
অতএব অপ্রাকৃত ভক্তের নেত্র মন । (১)
ব্রহ্ম শব্দে কহে পূর্ণ স্বয়ং ভগবান ;
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ শব্দের প্রমাণ ।
বেদের নিগূঢ় অর্থ বুঝান না বার ;
পূরণ বাক্যে সেই অর্থ করয়ে নিশ্চয় ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে চতুর্দশাধ্যায়ে একত্রিংশৎ
শ্লোকে শ্রীভগবন্তুং প্রতি ব্রহ্মবাক্যং

‘অহোভাগ্য মহোভাগ্যং নন্দগোপব্রজৌকসাং ।

যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনং’ ॥ ৪০ ॥

‘নন্দগোপ ব্রজৌকসাং’ শ্রীনন্দাদি ব্রজবাসিনাং সম্বন্ধে ‘বৎ’ ‘পরমা-
নন্দং’ ‘সনাতনং’ ‘পূর্ণং ব্রহ্ম’ ‘মিত্রং’ ভবতি ‘তৎ’ এবাং ‘অহো’ আশ্চর্য্যঃ
‘ভাগ্যং’ সৌভাগ্যমেবম্যাদি ॥ ৪০ ॥

পরমানন্দ ও সনাতন পূর্ণ ব্রহ্ম, যখন নন্দাদি ব্রজবাসী-
গণের মিত্ররূপে আবির্ভূত হইয়াছেন ; তখন ইহাদের
সৌভাগ্যের সীমা নাই ॥ ৪০ ॥

‘আপনি ঋতি বর্জ্য প্রাকৃত পানি চরণ ;
পুনঃ কহে শীঘ্র চলে করে সর্বগ্রহণ ।
অতএব শ্রুতি কহে ব্রহ্ম সবিশেষ ;
মুখ্য ছাড়ি লক্ষণাতে মানে নির্কিংশেষ ।
যতৈশ্বর্য্য পূর্ণানন্দ বিগ্রহ বাঁহার ;
ছেন ভগবানে তুমি কহ নিরাকার ? (২)

১ অতএব অপ্রাকৃত ইত্যাদি—কষ্টির পূর্বে ব্রহ্ম চৈতন্য শক্তিকে দেখিলেন অর্থাৎ
শক্তি প্রকাশের ইচ্ছা করিলেন। এই জেবা ও ইচ্ছা করা যে নেত্র ও মনের দ্বারা
তাহা প্রাকৃত ইঞ্জিরের ন্যায় নহে ।

২ হেন ভগবানে তুমি কহ নিরাকার ?—পূর্বে ১১৩ পৃষ্ঠায় ২ দ্রষ্টব্য দেখ ।

‘স্বাভাবিক তিন শক্তি যেই ব্রহ্মে হয় ;

নিঃশক্তি করিয়া তাঁরে করহ নিশ্চয় ৭ (১)

তথাহি শ্রীভগবৎ সন্দর্ভে সত্ত্বং রজস্তমইতি ত্রিদেব
মিত্যন্ত ব্যাখ্যায়াং ধৃতো বিষ্ণুপুরাণস্য ষষ্ঠাংশীয় সপ্তমাধ্যা-
য়স্য ষষ্ঠীতম শ্লোকঃ

‘বিষ্ণু শক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজাখ্যা তথাপরা ।

অবিদ্যা কন্মসংজ্ঞান্য তৃতীয়াশক্তি রীষ্যতে’ ॥৪১॥

এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা আদিলীলা ১৬১ সংখ্যক শ্লোকে দেওয়া
হইয়াছে । ২৪১ পৃষ্ঠা দেখ । ৪১ ।

তথাহি দ্বিতীয়স্কন্ধে নবমাধ্যায়ে তৃতীয়াঙ্কধৃত বহুরূপ
ইত্যন্ত চক্রবর্তীকৃত ব্যাখ্যায়াং ধৃতো বিষ্ণু পুরাণীয় ষষ্ঠাং-
শস্য সপ্তমাধ্যায়শ্চৈক ষষ্ঠীতম শ্লোকে

‘যা যা ক্ষেত্রজশক্তিঃ সা বেষ্টিতা নৃপ সর্বগা ;

সাংসারতাপানখিলা ন বাপ্নোত্যত্র সন্ততান্ ।

তয়া তিরোহিতত্বাচ্চ শক্তিঃ ক্ষেত্রজ সংজিতা ;

সর্বভূতেষু ভূপাল তারতম্যেন বর্ততে’ ॥৪২॥

হে ‘নৃপ’ রাজন্ ‘যা যা’ ‘ক্ষেত্রজশক্তিঃ’ ভগবতঃ জীবশক্তিঃ বিদ্যতে ;
‘অত্র’ সংসারে ‘সা’ ‘সর্বগা’ সর্বগামিনী ‘বেষ্টিতা’ সতী ‘সন্ততান্’ সততঃ
যথা স্যাৎ তথা ‘অখিলান্’ সমুদয়ান্ ‘সাংসারতাপান্’ ত্রিভাপানিত্যর্থঃ ‘অবা-
প্নোতি প্রাপ্নোতি । ‘চ’ পুনঃ ‘তয়া’ পূর্বেকৃতয়া মায়া- ‘তিরোহিতত্বাৎ’
পরিত্যক্তত্বাৎ হেতোঃ ‘ক্ষেত্রজসংজিতা’ সা ‘শক্তিঃ’ হে ‘ভূপাল’ ‘সর্বভূতেষু’
স্বাবর জঙ্গমাদি পদার্থেষু ‘তারতম্যেন’ উৎকর্ষ ন্যূনত্বেন ‘বর্ততে’ নতু সর্বত্র
তুল্যরূপেণেত্যর্থঃ । ৪২ ।

যে যে জীবশক্তি সংসারে পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে ;

১ স্বাভাবিক...নিশ্চয়—সর্বিশেষ ব্রহ্মবরূপ নিকৰ্পণ করিয়া সৃষ্টাদিতে তাঁহার যে

শক্তি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার বিষয় ব্যাখ্যা করিতেছেন ।

তাহাই সর্বত্র তুল্যরূপে সংসারতাপ ভোগ করিতেছে ।
কিন্তু মায়া পরিত্যক্ত হইলে, সেই শক্তি স্বাবর জঙ্গমাদি
সর্ব পদার্থে ন্যূনাতিরেক ক্রমে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে ।৪২।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিকৌ পূর্ববিভাগে রতিভক্তি
লহর্যাং প্রথমশ্লোকব্যাখ্যায়াং ধৃতো বিষ্ণুপুরাণীয় প্রথমাংশস্ত
দ্বাদশাধ্যায়ৈকচত্বারিংশ শ্লোকঃ

‘হ্লাদিনী সন্ধিনী সখিঃ স্বয্যেকা সর্বসংশ্রয়ে ।

হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণ বজ্জিতৈ’ ॥৪৩॥

এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা আদিলীলা ৮৫ শ্লোকে দেওয়া হইয়াছে ।
আদিলীলা ১১০ পৃষ্ঠা দেখ । ৪৩ ।

‘সৎ, চিত্ত, আনন্দ, ময় ঈশ্বর স্বরূপ ;

তিন অংশে চিহ্নিত হয় তিন রূপ ।

আনন্দাংশে হ্লাদিনী, সদংশে সন্ধিনী ;

চিদংশে সখিত, যারে ব্রহ্মজ্ঞান মানি ।

অন্তরঙ্গা চিহ্নিত, তটস্থা জীবশক্তি ;

বহিরঙ্গা মায়া, তিনে করে প্রেম ভক্তি । (১)

বড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্য প্রভুর চিহ্নিত বিলাস ; (২)

হেন শক্তি নাহি মান ; পরম সাহস !

১ অন্তরঙ্গা চিহ্নিত—তিনে করে প্রেমভক্তি—‘করে প্রভুর ভক্তি’ পাঠও আছে।
চিহ্নিত অন্তরঙ্গা—সমস্ত ঐশী শক্তি বা চিহ্নিতই ঈশ্বরের অন্তরঙ্গা বা স্বরূপ শক্তি অর্থাৎ
এই শক্তি ঈশ্বরে চিরবিরাজিত আছে ; ইহা না থাকিলে ঈশ্বর সবা অসম্ভব। এখানে সন্ধিনানন্দ
ত্রিবিধ শক্তি সমষ্টিকেই চিহ্নিত বলা হইয়াছে। সখিত শক্তির প্রকার ভেদ জীবশক্তি অথবা
ক্ষেত্রজা শক্তি তটস্থা অর্থাৎ কখন ঈশ্বর সত্য বর্তমান থাকে, কখন বা থাকে না। এবং
চিদংশোক্তবা সখিত শক্তির নিকট প্রকার ভেদ মায়াশক্তি বহিরঙ্গা, অর্থাৎ ঈশ্বর হইতে একটিত
হইয়া তাহাকে স্পর্শ না করিয়া অর্থাৎ ভগবৎসত্য অবস্থিতি না করিয়া সৃষ্টির অন্তান্য
বস্তুকে অভিভূত করতঃ হিত করিতেছে। আদিলীলা ১০০ পাতে ৪০টীকা ও ২৪১ পৃষ্ঠার
১৬১ শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা দেখ।

২। বড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্য—আদিলীলা ৬৪ পৃষ্ঠার * চিহ্নিত টীকার ইহার সবিস্তর ব্যাখ্যা
দেওয়া হইয়াছে।

‘মায়াদীপ, মায়াবন্ধ, ঈশ্বরে, জীবে ভেদ ;

হেন জীব ঈশ্বর সহ কহ ত অভেদ ?

গীতা শাস্ত্রে জীব রূপ শক্তি করি মানৈ ;

হেন জীব অভেদ কর ঈশ্বরের সনে ?

তথাহি শ্রীমদ্ভগবদগীতাস্থাং সপ্তমাধ্যায়ে চতুর্থশ্লোকে
অৰ্জুনঃ প্রতি শ্রীকৃষ্ণবচনং

‘ভূমিরাপোহনলো বায়ুঃ খংমনো বুদ্ধিরেবচ ;

অহংকার ইতীয়ংমে ভিন্না প্রকৃতিরঋধা’ ॥৪৪॥

‘ইয়ং’ বাক্যমাণা ‘অষ্টথা’ অষ্টপ্রকারা ‘প্রকৃতিঃ’ শক্তিঃ ‘মে’ মম
সকাশাৎ ‘এব’ নিশ্চিতং ‘ভিন্না’ পৃথক্ভূতা ভবতি ; অষ্টথা প্রকৃতিরঋধা
‘ভূমিঃ’ ‘আপঃ’ জলং, ‘অনলঃ’ ; ‘বায়ু’ ; ‘ধং’ আকাশঃ ; ‘বুদ্ধিঃ’ ; ‘অহ-
ংকারঃ’ ‘ইতি’ । ৪৪ ।

ভূমি, জল, অনল, বায়ু, আকাশ, বুদ্ধি, মন, ও অহংকার
এই আটটি আমা হইতে ভিন্ন হইয়া আমার প্রকৃতি (মায়া-
শক্তি) রূপে অবস্থিত আছে । ৪৪ ।

তত্রৈব পঞ্চম শ্লোকে অৰ্জুনঃ প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং

‘অপরেয় মিতস্তৃণ্যং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাং ;

জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥৪৫॥

এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা আদিলীলা ১৬০ শ্লোকে দেওয়া হইয়াছে ;
আদিলীলা ২৪০ পৃষ্ঠা দেখ । ৪৫ ।

‘ঈশ্বরের বিগ্রহ সজ্জিদানন্দাকার ।

সে বিগ্রহ কহ সত্ত্ব গুণের বিকার ?

শ্রীবিগ্রহ বে না মানৈ, সেই ত শাবিতী ;

অস্পৃশ্য, অদৃশ্য সেই হয় যমদণ্ডী । (১)

- ‘বেদ না মানিয়া বৌদ্ধ হয়েত নাস্তিক ;
বেদাশ্রয়া নাস্তিকরায় বৌদ্ধকে অধিক ।
জীবের নিস্তার লাগি হুজ কৈল ব্যাস ;
মায়াবাদী ভাষ্য শুনিলে হয় সর্বনাশ ।
পরিণামবাদ ব্যাস হুজের সম্ভব ;
অচিন্ত্য শক্তি ঈশ্বর জগজ্জপে পরিণত । (১)
মণি যৈছে অবিকৃতে প্রসবে হেম ভার ;
জগজ্জপ হয় ঈশ্বর তবু অবিকার ।
ব্যান জ্ঞান বলি সেই হুজে দোষ দিয়া ;
বিবর্তবাদ স্বাপিরাছে করনা করিয়া ।
জীবের যে আত্ম বুদ্ধি সেই মিথ্যা হয় ; (২)
জগত যে মিথ্যা নহে, নশ্বর মাত্র হয় ।
প্রণব যে মহাবাক্য ঈশ্বরের মূর্তি ;
প্রণব হৈতে সর্ববেদ জগতে উৎপত্তি ।
তত্ত্বমসি জীব হেতু প্রাদেশিক বাক্য ;
প্রণব না মানি তারে কহে মহাবাক্য’ । (৩)
এই মত করনা ভাষ্যে শত দোষ দিল ;
ভট্টাচার্য্য পূর্ণ পক্ষ স্পণায় করিল ;
বিতণ্ডা ছল নিগ্রহাদি অনেক উঠাল ;
সব খণ্ডি প্রভু নিজ মত সে আপিল ।
ভগবান্ সৰ্ব্বত্র, ভক্তি, অভিধেয় হয়ে ;
প্রেম প্রয়োজন, রেমে তিন বস্তু করে । (৪)
আর যে বে কিছু কহে সকল করনা ;
স্বতঃপ্রমাণ বেদ কাক্য না করে লক্ষণা ।

১ পরিণাম বাদ—আদিদীপা ২৫২ পৃষ্ঠা ১১১ ক। দেখ ।

২ জীবের যে আত্মবুদ্ধি—অষ্টপাঠ জীবের যেহে আত্মবুদ্ধি’ সূত্রার্থ ‘আদিই বস্তু’ ইত্যাকার বুদ্ধি মিথ্যা ।

৩ জীব হেতু প্রাদেশিক বাক্য—আদিদীপা ২৫৩ পৃষ্ঠার ২ ক। দেখ ।

৪ ভগবান্ সৰ্ব্বত্র—বস্তু করে—আদিদীপা ২৫৩ পৃষ্ঠা ৩ ক। দেখ ।

আচার্যের দোষ নাহি ঈশ্বর আজ্ঞা হৈল ;

অতএব করনা করি নাস্তিক শাস্ত্র কৈল ।

তথাহি পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে সহস্র নাম কথনে দ্বিষষ্টি-
তমধ্যায়ে একত্রিংশ শ্লোকে শিবং প্রতি শ্রীকৃষ্ণ বাক্যং

‘স্বাগমৈঃ কল্পিতৈস্তৃণু জনান্ মদ্বিমুখান্ করু

মাঞ্চ গোপয় যেন স্যাৎ, সৃষ্টিরেবোত্তরোত্তরা’ ॥৪৬॥

হে শঙ্কর ‘কল্পিতৈঃ’ রচিতৈঃ ‘স্বাগমৈঃ’ স্বন্যাগমৈঃ শাস্ত্রৈঃ করণৈঃ
‘জনান্’ লোকান্ ‘মদ্বিমুখান্’ ময়ি ভক্তিহীনান্ ‘চ’ নিশ্চিতং ‘কুরু’ ; ‘মাঞ্চ’
‘গোপয়’ গোপনং কুরু ; ‘যেন’ করণেন হেতুনা ‘এষা’ ‘সৃষ্টিঃ’ ‘উত্তরোত্তরা’
ক্রমেণ বর্দ্ধিতা ‘স্যাৎ’ ভবেৎ । ৪৬ ।

শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন হে শঙ্কর ! তুমি স্বরচিত আগম
শাস্ত্র দ্বারা লোকদিগকে মদ্বিক্তি বিমুখ কর ; এবং আমাকেও
গোপন কর ; তাহা হইলে এই সৃষ্টি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি
হইবে । ভগবদ্বিমুখ হইয়া লোক সকল সংসারাসক্ত হইলে
অধিক পরিমাণে জীব সৃষ্টি হইবে ইহাই তাৎপর্য্য । ৪৬ ।

তত্রৈব উত্তরখণ্ডে পঞ্চবিংশধ্যায়ে সপ্তম শ্লোকঃ

‘মায়াবাদ মসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে

ময়ৈব বিহিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণ মূর্তিনা’ ॥৪৭॥

হে ‘দেবি’ ‘কলৌ’ কলিযুগে ‘ময়ৈব’ নতু অন্তেন ‘ব্রাহ্মণ মূর্তিনা’ ব্রাহ্মণ-
রূপেণ ‘অসচ্ছাস্ত্রং’ মিথ্যাশাস্ত্রং ‘মায়াবাদং’ ‘বিহিতং’ রচিতং ; যৎশাস্ত্রং
‘প্রচ্ছন্নং’ ‘বৌদ্ধং’ প্রচ্ছন্ন নাস্তিকশাস্ত্রং ‘উচ্যতে’ কথ্যতে । ৪৭ ।

হে দেবি ! কলিযুগে আমিই ব্রাহ্মণরূপ ধারণ করিয়া
মায়াবাদ রূপ অসৎ শাস্ত্র রচনা করিয়াছি ; এই শাস্ত্রকে
প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ শাস্ত্র বা নাস্তিক শাস্ত্র বলা যাইতে পারে । ৪৭ ।

- শুনি ভট্টাচার্য্য হৈল পরম বিস্মিত ;
মুখে না নিঃসরে বাণী হইলা স্তম্ভিত ।
প্রভু কহে 'ভট্টাচার্য্য ! না কর বিস্ময় ;
ভগবানে ভক্তি পরম পুরুষার্থ হয় ।
আত্মারাম পর্য্যন্ত করে জৈবর ভজন ;
এঁহে অচিন্ত্য ভগবানের গুণগণ' ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে সপ্তমাধ্যায়ে দশম-
শ্লোকে সৌনকাদীন্ প্রতি সূতবাক্যং

‘আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নিগ্রহা অপ্যুপক্ৰমে
কুর্বন্ত্য হৈতুকীং ভক্তি মিথং ভূত গুণো हरिः ॥৪৮॥

‘মুনয়ঃ’ যৌনব্রতাবলম্বিনঃ ‘আত্মারামাঃ’ আত্মনি ভগবতি আরমভে
কীড়ন্তি যে তে ‘চ’ পুনঃ ‘নিগ্রহাঃ’ গ্রহেভ্যো নির্গতাঃ বিধিনিষেধরূপ-
গ্রহাণীতা ইত্যর্থঃ যদা গ্রহিরেব গ্রহঃ নিঃ নিবৃত্তঃ কোপাহকাররূপো গ্রহি-
র্যেবাং তে নিবৃত্তহৃদয়গ্রহর ইত্যর্থঃ যত্নঃ ভিন্যতে হৃদয়গ্রহি রিত্যাদি
তথা ভূতা ‘অপি’ ‘উপক্ৰমে’ উরুঃ শ্রেষ্ঠঃ ক্রমঃ তত্ত্বা জ্ঞানঃ জ্ঞানানুজ্ঞি
স্ততোহপি ভক্তিরিতিক্রমঃ যস্মাৎ তস্মিন্ গোবিন্দে ‘অহৈতুকীং’ হৈতু-
রহিতাং সর্বপ্রকারকলাভিনন্দিরহিতামিতি বাবাং ‘ভক্তিং’ ‘কুর্বন্তি’ ।
নহু মুক্তানাং কিং ভক্তোতি সর্বাক্ষেপপরিহারার্থং মাহ ‘ইখলুতগুণঃ’
আত্মারামাণামপ্যাকর্ষণীলো গুণো বস্য সঃ এবলুতগুণবিশিষ্টঃ ‘हरिः’
ন্যাদিতি শেষঃ । ৪৮ ।

हरिः एतादृश गुण ये आत्माराम एवं निवृत्त-हृदयग्रहि
मुनि सकलउ तौहाते अहैतुकी भक्ति करिग्या থাকेन । ४८ ।

শুনি ভট্টাচার্য্য কহে ‘শুন মহাশয় !
এই শ্লোকের অর্থ মোর শুনিতে বাঁছা হয়’ ।
প্রভু কহে ‘তুমি অর্থ কর তাহা শুনি ;
পাছে আমি করিব অর্থ বেদা কিছু জানি’ ।
ভট্টাচার্য্য শ্লোক করিল ব্যাখ্যান ;
তর্ক শাস্ত্র যত উঠায় বিবিধ বিধান ।

নববিধ অর্থ কৈল শাস্ত্র মত লঞা ;
 তুনি প্রভু কহে কিছু কৈবৎ হাঁসিয়া :—
 ‘ভট্টাচার্য্য ! জানি তুমি সাক্ষাৎ বৃহস্পতি ;
 শাস্ত্রব্যাখ্যা করিতে এঁহে কার নাহি শক্তি ।
 কিন্তু তুমি অর্থ কৈলে পাণ্ডিত্য অভিপ্রায় ;
 ইহা বই শ্লোকের আছে আর অভিপ্রায়’ ।
 ভট্টাচার্য্যের প্রার্থনাতে প্রভু ব্যাখ্যা কৈল ;
 তাঁর নব অর্থ মধ্যে এক না ছুঁইল ।
 আশ্চর্য্যাম শ্লোকে একাদশ পদ হয় ; (১)
 পৃথক্ পৃথক্ কৈল পদের অর্থ নিশ্চয় ।
 তন্ত্ৰ পদ প্রাধাত্রে আশ্চর্য্যাম মিলাইয়া ;
 অষ্টাদশ অর্থ কৈল অভিপ্রায় লঞা ।
 ভগবান্, তাঁর শক্তি, তাঁর গুণগণ ;
 অচিন্ত্য প্রভাব তিনের না যায় কখন ।
 অত্র যত সাধ্য সাধন করি আচ্ছাদন ;
 এই তিন হরে সিন্ধু সাধকের মন ।
 সনকাদি গুরুদেব তাহাতে প্রমাণ ;
 এই মত নানা অর্থ করেন ব্যাখ্যান ।
 তুনি ভট্টাচার্য্যের মনে হৈল চমৎকার !
 প্রভুকে কৃষ্ণ জানি করে আপনা দিক্কার ।
 ‘ইহাতে সাক্ষাৎ কৃষ্ণ মুঞি না জানিয়া ;
 মহা অপরাধ কৈল গর্জিত হইয়া’ ।
 আত্মনিন্দা করি লৈল প্রভুর শরণ ;
 কৃপা করিবারে তবে প্রভুর হৈল মন ।
 নিজ রূপ প্রভু তাঁরে করাইল দর্শন ;
 চতুর্ভূজ রূপ প্রভু হইলা তখন । (২)

১ একাদশ পদ হয়—‘আশ্চর্য্যামাঃ’ (১) ‘চ’ (২) ‘নির্ভ্রাঃ’ (৩) ‘মুনয়ঃ’ (৪) ‘অপি’ (৫)
 ‘উরুদ্রবে’ (৬) ‘কুর্কতি’ (৭) ‘অহৈতুকী’ (৮) ‘ভক্তিঃ’ (৯) ‘ইথতুভুগঃ’ (১০) ‘হরিঃ’ (১১)
 এই একাদশ পদ ।

২ নিজ রূপ...তখন—কোন কোন পুস্তকে এই পরায়ণ নাই ।

দেখাইল তাঁরে আশে চতুর্ভুজরূপ ;
 পাছে শ্যাম বংশীযুগ স্বকীর স্বরূপ ।
 দেখি সার্বভৌম পড়ে দণ্ডবৎ করি ;
 পুনঃ উঠি স্তুতি করে ছুই কর যুড়ি ।
 প্রভুর কৃপার তাঁর ক্ষুরিল সব ভব ;
 নাম, প্রেম, দান আদি, বর্ণের মহত্ব । (১)
 শত শ্লোক কৈল এক দণ্ড না বাইতে ;
 ব্রহ্মস্ফুটি তৈছে শ্লোক না পারে করিতে ।
 শুনি শ্রুথে প্রভু তাঁরে বৈল আলিঙ্গন ;
 ভট্টাচার্য্য প্রেমাবেশে হৈল অচেতন ।
 অশ্রু, স্তম্ভ, পুলক, বেদ, কম্প ধর হরি ;
 নাচে, গায়, কান্ধে, পড়ে, প্রভু পদ ধরি ।
 দেখি গোপীনাথচার্য্য হরমিত মন ;
 ভট্টাচার্য্যের নৃত্য দেখি হাঁসে প্রভুর গণ ।
 গোপীনাথচার্য্য কহে মহাপ্রভুর প্রতি ;
 'সেই ভট্টাচার্য্যের তুমি কৈলে এই গতি' ।
 প্রভু কহে 'তুমি ভক্ত তোমার সঙ্গ হৈতে ;
 জগন্নাথ ইথারে কৃপা কৈল ভাল মতে' ।
 তবে ভট্টাচার্য্যে প্রভু স্মরিত করিল ;
 হির হঞা ভট্টাচার্য্য বহু স্তুতি কৈল :—
 'অগত নিস্তারিলে তুমি, সেহ অন্ন কার্য্য ;
 আমা উদ্ধারিলে তুমি এ শক্তি আশ্চর্য্য !
 তর্ক শাস্ত্রে অড় আমি যৈছে লৌহপিণ্ড ;
 আমা জরাইলে তুমি ; প্রতাপ প্রচণ্ড' ।
 স্তুতি শুনি মহাপ্রভু নিজ বাসা আইলা ;
 ভট্টাচার্য্য আচার্য্য দ্বারে ভিক্ষা কলাইলা ।
 আর দিন প্রভু গেলা জগন্নাথ দরশনে ;
 দর্শন করিলা জগন্নাথ শয্যাখানে ।

পূজারী অনিয়া মালা প্রসাদান দিলা ;
 প্রসাদান মালা পাঞা প্রভুর হর্ষ হৈল ।
 সেই প্রসাদান মালা অকলে বান্ধিরা ;
 ভট্টাচার্য্যের ধরে আইলা দ্বরা মুক্ত হঞা ।
 অরুণোদয় কালে হৈল প্রভুর আগমন ;
 সেই কালে ভট্টাচার্য্যের হৈল আগমন ।
 ‘কৃষ্ণ কৃষ্ণ’ ফুট কহি ভট্টাচার্য্য আগিলা ;
 কৃষ্ণনার শুনি প্রভুর আনন্দ বাড়িলা ।
 বাহিরে প্রভুর ভিহো পাইল দরশন ;
 আন্তে ব্যস্তে আসি কৈল চরণ বন্দন ।
 বসিতে আসন দিয়া হুহুঁত বসিলা ;
 প্রসাদান ধুলি প্রভু তাঁর হাতে দিলা ।
 প্রসাদ পাঞা ভট্টাচার্য্যের আনন্দ হইল ; (১)
 মান সন্ধ্যা দস্তদাবন ঘড়াপি না কৈল ;
 চৈতন্য প্রসাদে মনের সব জাড়া গেল ;
 এই শ্লোক পড়ি অন্ন ভক্ষণ করিল । (২)

তথাহি পদ্মপুরাণং

‘শুকং পর্য্যুসিতং বাপি নীতং বা দূরদেশতঃ

প্রাপ্ত মাত্রেণ ভোক্তব্যং, নাত্র কালবিচারণা’ ॥ ৪৯ ॥

প্রসাদানঃ ‘শুকং’ বা ‘পর্য্যুসিতং’ পূর্ব্ব দিবসে প্রাপ্ততং গলিতমিত্যর্থঃ
 ‘অপি’ নিশ্চিতং ‘দূর দেশতঃ’ বহু দূর দেশাৎ ‘নীতং বা’ আনীতং বা ‘প্রাপ্ত-
 মাত্রেণ’ প্রাপণমাত্রেণৈব তৎক্ষণাদিত্যর্থঃ ‘ভোক্তব্যং’ অবশ্যং ভোজনীয়ং
 ‘অত্র’ ভোজনে ‘কালবিচারণা’ প্রাতঃ সন্ধ্যাদি কাল বিবেচনা ‘ন’ কর্ত্ত-
 ব্যোতি শেষঃ ॥ ৪৯ ॥

১ প্রসাদ পাঞা—কোন কোন গ্রন্থে বিভিন্ন পাঠ দেখা যায় ; বধা ‘প্রসাদান পাঞা ভট্ট
 আনন্দ হৈল মন ; কৃতার্থ হইয়া প্রসাদ করিল ভক্ষণ’ ।

২ এই শ্লোক পড়ি ইত্যাদি—অন্ত পাঠ ‘ভক্তি করি মহাপ্রসাদ হস্ত পাতি নিল ; এই
 শ্লোক পড়ি অন্ন ভক্ষণ করিল ।’

শুকই হউক বা পূর্য্যমিতই হউক, অথবা বহু দূরদেশ
হইতে আনীতই হউক, মহাপ্রসাদ প্রাপ্তমাত্রেই ভোজন
করিবে ; ইহাতে কালাকাল বিবেচনা করিবেনা । ৪৯ ।

তত্রৈব

‘ন দেশ নিয়মস্তত্র ন কাল নিয়মস্তথা

প্রাপ্তমন্নং ক্রতং শিষ্টৈর্ভোক্তব্যং হরিরব্রবীৎ’ ॥৫০॥

‘তত্র’ মহাপ্রসাদ ভোজন ব্যাপারে ‘দেশনিয়মঃ’ স্থানস্থানবিচারঃ ‘ন’
‘তথা’ পুনঃ ‘কাল নিয়মঃ’ ‘ন’ কর্তব্য ইতিশেষঃ ‘শিষ্টৈঃ’ সাধুজনৈঃ ‘প্রাপ্তং’
হস্তগতং ‘অন্নং’ ‘ক্রতং’ তৎক্ষণাৎ ‘ভোক্তব্যং’ ; এতৎ ‘হরিঃ’ ‘অব্রবীৎ’
কথয়ামাস ॥ ৫০ ॥

হরি বলিয়াছেন যে মহাপ্রসাদ ভোজনে দেশ কি কালের
কোন নিয়ম নাই ; শিষ্ট জন তাহা প্রাপ্ত মাত্রেই ভোজন
করিবে । ৫০ ।

দেখি আনন্দিত হৈল মহাপ্রভুর মন ;
প্রেমাবিষ্ট হঞা প্রভু কৈল আশিষন ।
হুই জনে ধরি হুঁহে করেন মর্দন ;
প্রভু ভূত্যা হই’ স্পর্শে হুঁহার কুলে মন ।
সেদ, কম্প, অঙ্গ ; হুঁহে আনন্দে ভাঙ্গিলা ;
প্রেমাবিষ্ট হঞা প্রভু কহিতে লাগিলা :—
‘আজি হুঁঞি অনায়াসে জিনিষু জিত্তুরন ;
আজি হুঁঞি করিষু বৈকুণ্ঠ আরোহণ ।
আজি মোর পূর্ব হৈল সর্ব অভিলাষ ;
সার্বভৌমের হৈল মহাপ্রসাদে বিধানি ।
আজি কুমি নিরুপটে হৈলা কৃষ্ণাঙ্গর ;
কৃষ্ণ নিরুপটে তোমা হইলা মঙ্গল ।
আজি সে ষাঁড়ল তোমার দেহাধি বন্ধন ;
আজি কুমি হির কৈলে মহামনঃ প্রদান ।

‘আজি কৃষ্ণ প্রাপ্তি যোগ্য হৈল তোমার মন ;
বেদ ধর্ম লঙ্ঘি কৈলে প্রসাদ ভক্ষণ’ ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে সপ্তমাধ্যায়ে এক-
চত্বারিংশৎ শ্লোকে নারদঃ প্রতি ব্রহ্ম বাক্যং

‘যেষাং স এব ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ,
সর্ব্বাত্মনাশ্রিত পদো যদি নির্ব্ব্যলীকং
তে হুস্তরা মতিতরন্তি চ দেবমায়াং
নৈবাং মমাহ মিতিধীঃ শ্বশৃগাল ভক্ষ্যে’ ॥ ৫১ ॥

‘যেষাং’ জনানাং সম্বন্ধে ‘সঃ’ ‘ভগবান্’ ‘অনন্তঃ’ ‘দয়য়েৎ’ দয়াং
কুর্গ্যাৎ ; নারদায়া প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা ঋতেন যমেবৈব
বৃণুতে তেন লভ্য তুপৈষ আত্মা বৃণুতে তদ্ব্যুৎসামিতিশ্রুতঃ । কথন্ত ত ভগ-
বান্ তত্রাহ ‘সর্ব্বাত্মনা’ জ্ঞানকণ্ঠাদি নিরপেক্ষতয়া ‘নির্ব্ব্যলীকং’ নিকৃপটং
যথা স্যাৎ তথা শ্রিতপদঃ শ্রিতং আশ্রিতং পদং হস্য সঃ আশ্রিতভগবচ্চরণা
যদি তে ভবন্তীত্যর্থঃ । তদা ‘তে’ জনাঃ ‘হুস্তরাং’ ‘দেবমায়াং’ ঈশ্বরমায়াং
‘অতিতরন্তি’ উত্তীর্ণা ভবন্তি ‘চ’ চকারাৎ মারবৈভবং বিদন্তিচ । প্রত্যক্ষ-
মেব তেবাং মায়াভিতরণ মিত্যাহ ‘শ্বশৃগাল ভক্ষ্যে’ কুকুর শৃগাল ভক্ষণীয়ে
সদেহে ‘এবাং’ জনানাং ‘মমাহমিতি’ ‘ধীঃ’ বুদ্ধিঃ ‘ন’ স্যাদিতি । ৫১ ॥

যাঁহাদের প্রতি ভগবান্ কৃপা করেন, তাঁহার। যদি
নিকৃপটে ও সর্ব্বাত্ম্যকরণে তাঁহার চরণাশ্রিত থাকেন ;
তবেই মায়া হইতে উত্তীর্ণ হইতে সক্ষম হয়েন । তখন
আর কুকুর শৃগালদির ভক্ষ্য দেহে তাঁহাদের ‘আমার’
‘আমি’ এরূপ বুদ্ধি থাকেনা । ৫১ ।

- এত কহি মহাপ্রভু আইলা নিজ স্থানে ;
- দেই হৈতে ভট্টচার্য্যের খণ্ডিল অভিমানে ।
- দৈহন্য চরণ বিনা নাহি জানে আন ;
- ভক্তি বিনা শাস্ত্রের অঙ্গ না করে ব্যাখ্যান ।

গোপীনাথচার্য্য তাঁর বৈষ্ণবতা দেখিয়া ;
 হরি হরি বলি নাচে হাতে তালি দিয়া ।
 আর দিন ভট্টাচার্য্য আইলা দরশনে ;
 জগন্নাথ না দেখি আইলা প্রভু হানে ।
 দণ্ডবৎ করি কৈল বহুবিধ স্তুতি ;
 দৈন্ত করি কহে নিজ পূর্ব তুষ্ণতি ।
 ভক্তি সাধন শ্রেষ্ঠ গুণিতে হৈল মন ;
 প্রভু উপদেশ কৈল নাম সংকীৰ্ত্তন ।

তথাহি হরি ভক্তি বিলাসশ্চৈকাদশ বিলাসে দ্বিচত্বারিংশ-
 শাধিক দ্বিশতান্বধৃত বৃহন্নারদীয়ং

‘হরেনাম হরেনাম হরেনামৈব কেবলং ।

কলৌ নাস্ত্যেব, নাস্ত্যেব, নাস্ত্যেব, গতিরনুথা’ ॥৫২॥

এই শ্লোকের ব্যাখ্যা আদিলীলা ১৫৭ ও ১৬৭ শ্লোকে দেওয়া হইয়াছে ।
 ই লীলা ২৩৪ ও ৩৬৭ পৃষ্ঠা দেখ ॥ ৫২ ॥

এই শ্লোকের অর্থ শুনাইল করিয়া বিস্তার ;
 শুনি ভট্টাচার্য্য মনে হৈল চমৎকার !
 গোপীনাথচার্য্য বলে ‘আমি পূর্বে যে কহিল ;
 শুন ভট্টাচার্য্য ! তোমার সেই ত হইল’ ।
 ভট্টাচার্য্য কহে তারে করি নমস্বারে ;
 ‘তোমার সম্বন্ধে প্রভু কৃপা কৈল মোরে ।
 তুমি মহাভাগবত, আমি তর্ক অঙ্গে ;
 প্রভু কৃপা কৈল মোরে তোমার সম্বন্ধে’ ।
 বিনয় শুনি তুষ্ট, প্রভু কৈল আশীর্জন
 কহিল ‘করহ যাক্রা ঈশ্বর দর্শন’ ।
 অগদানন্দ নামোদর হুই সঙ্গে লঞা ;
 ঘরে আইলা ভট্টাচার্য্য অগন্নাথ দেখিয়া ।
 উত্তম উত্তম প্রসাদ বহু ত আনিলা ;
 নিজ বিপ্র হাতে হুই জনা সঙ্গে দিলা ।

নিজ হুই শ্লোক লিখিয়া ভালপাতে ;
 'প্রভুকে দিও' বলি মিল অগদানন্দ হাতে ।
 প্রভু স্থানে আইলা হুঁহে প্রদাদ পত্নী লঞা ;
 মুকুন্দ দত্ত পত্নী মিল তার হাতে পাঞা ।
 হুই শ্লোক বাহির ভিতে লিখিয়া রাখিল ;
 তবে অগদানন্দ পত্নী প্রভুকে লঞা মিল ।
 প্রভু শ্লোক পড়ি পত্র ছিঁড়িয়া ফেলিল ;
 ভিতে দেখি ভক্ত সব শ্লোক কঠে বৈল । (১)

তথাহি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে ষষ্ঠাঙ্কে দ্বাত্রিংশত
 শ্লোতৌ সার্বভৌম ভট্টাচার্য্যকৃত শ্লোকৌ

‘বৈরাগ্য বিদ্যা নিজ ভক্তিযোগ-
 শিক্ষার্থনৈকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ ;
 শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য শরীরধারী
 কৃপামুখিঃ স্তম্ভঃ প্রপদ্যে’ ।
 ‘কালানন্তং ভক্তিযোগং নিজং যঃ
 প্রাপ্নোতুঃ কৃষ্ণচৈতন্য নামা
 আবির্ভূত স্তম্ভ পদারবিন্দে,
 গাঢ়ং গাঢ়ং লীলতাং চিত্তভূষণঃ’ ॥ ৫৩ ॥

‘যঃ’ ‘একঃ’ অবিতরঃ ‘পুরাণঃ’ ‘পুরুষঃ’ ‘বৈরাগ্যবিদ্যানিজভক্তি-
 যোগশিক্ষার্থঃ’ বৈরাগ্যাবেব বিদ্যা বিধানং নিজভক্তিযোগাচ্চ তয়োঃ
 শিক্ষার্থং উপদেশনিমিত্তায় ‘কৃপামুখিঃ’ কৃষ্ণালাগরঃ ‘শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-
 শরীরধারী’ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যরূপেণ শরীরধারী ভবতি ‘তঃ’ প্রভুঃ অহং

১ মুকুন্দ দত্ত পত্নী মিল...কঠে বৈল—সহাপ্রভুকে পত্নী দিবার পূর্বে মুকুন্দ দত্ত বাহিরে
 সেই ব্রাহ্মণের নিকট হইতে তাহা লইয়া পাঠ করতঃ উল্লিখিত শ্লোক দুইটি ঘরের
 বহির্ভিতে লিখিয়া রাখিলেন ; এবং পরে সহাপ্রভু পত্র পাঠান্তে যখন তাহা ছিঁড়িয়া
 ফেলিলেন, তখন ভক্তগণ ভিতের পাশে লিখিত শ্লোক দুইটি পাঠ করিয়া কণ্ঠ
 করিলেন ।

‘প্রপদ্যে’ শরণং ব্রজামি ।

‘যঃ’ ‘কৃষ্ণচৈতন্যনামা’ প্রভুঃ ‘কালং’ কাল দোষাং ‘নষ্টং’ নাশং প্রাপ্তং
‘নিজং’ স্বকীয়ং ‘ভক্তিযোগং’ ‘প্রাহুর্কর্তুং’ প্রকটীকর্তুং নিমিত্তায় ‘আবি-
ভূতঃ’ আবির্ভূতঃ ‘তস্য’ কৃষ্ণচৈতন্যস্য ‘পদারবিন্দে’ পাদপদ্মে ‘চিন্তভূষণঃ’
মনোরূপভ্রমরঃ ‘গাঢ়ং গাঢ়ং’ অতিশয়ং যথাস্যাস্তথা ‘লীয়াতাং’ স্বীয়তাং ॥৫০॥

যে অদ্বিতীয় পুরাণ পুরুষ, বৈরাগ্যবিদ্যা ও ভক্তিযোগ
শিক্ষাদিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যরূপে দেহধারী হইয়া প্রকা-
শিত হইয়াছেন ; সেই প্রভুর আমি শরণাপন্ন হই ।

যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনামা প্রভু কালদোষে প্রনষ্ট নিজ
ভক্তিযোগ পুনঃ প্রচার করিবার নিমিত্ত আবিভূত হইয়া-
ছেন ; তাঁহার পদারবিন্দে আমার মনভূষণ অতিশয় গাঢ়রূপে
অবস্থান করুক । ৫০ ।

এই ছই শ্লোক ভক্ত কণ্ঠ মগি হার ;
সার্কভৌমের কীৰ্ত্তি ঘোষে চক্কাবাদ্যাকার ।
সার্কভৌম হৈলা প্রভুর ভক্ত এক জন ;
মহাপ্রভুর সেবা বিনা নাহি অস্ত্র মন ।
‘শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য শচীমুখ গুণধাম’ ;
এই ধ্যান, এই অপ, লয় এই নাম ।
এক দিন সার্কভৌম প্রভু আগে আইলা ;
নমস্কার করি শ্লোক পড়িতে লাগিলা ।
ভাগবতে ব্রহ্ম স্তবের শ্লোক পড়িলা ;
শ্লোক শেষে ছই অক্ষর পাঠ ফিরাইলা ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে চতুর্দশাধ্যায়ে অষ্টম-
শ্লোকে শ্রীভগবন্তুং প্রতি ব্রহ্ম বাক্যং

‘তন্ত্বেহ্নুকম্পাং হ্রসমীক্ষ্যমাণো,
ভুঞ্জান এবান্নকৃতং বিপাকং ;

‘হৃদাথপুভির্বিদধম্মমন্তে

জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্’ ॥ ৫৪ ॥

ব্রহ্মা আহে হে প্রভো ! ‘তৎ’ তস্মাৎ ‘তে’ তব ‘অনুকম্পাং’ কৃপাং ‘সুস-
মীক্ষামাণঃ’ কদা ভবিষ্যতীতি বহুমনামানঃ ‘আত্মকৃতং’ স্বার্জিতং ‘বিপাকং’
কর্মফলং অনাসক্তঃ সন্ ‘ভূজ্ঞানঃ’ ‘এব’ ‘হৃদাথপুভিঃ’ মনো বাক্ শরীরৈঃ
করণৈঃ ‘তে’ তুভ্যং ‘নমঃ’ নমস্কারং ‘বিদধৎ’ তত্রাসক্তিং কুর্সন্ সন্ নাতীব-
তপ আদিদা ক্লিষ্টান্ ইতিভাবঃ ‘যঃ’ ‘জীবেত’ ‘সঃ’ জনঃ ‘মুক্তিপদে’ মুক্তি-
রেব পদং আশ্রয়ঃ তস্মিন্ মুক্তৌ ইত্যর্থঃ যদা মুক্তি নামকং পদং চরণারবিন্দং
যস্য তস্মিন্ ঞ্চয়ি ‘দায়ভাক্’ দায়ভাগী ভবতি ; ভ্রাতৃ বণ্টন মিব স্বমেব তস্য
দায়ত্বেন বর্ভসে ইত্যর্থঃ ভক্তস্য জীবনব্যতিরেকেণ দায় প্রাপ্তাবিব মুক্তৌ
নান্যহুপযুক্ত্যত ইতিভাবঃ ॥ ৫৪ ॥

ব্রহ্মা ভগবানের স্তব করিতেছেন হে প্রভো ! ‘তোমার
কৃপা কবে হইবে’ ? এই আশাপথ প্রতীক্ষা করিয়া যে ব্যক্তি
অনাসক্ত চিত্তে স্থায়ী কর্মফল ভোগ করতঃ কায়মনোবাক্যে
তোমাকে নমস্কার করিয়া জীবন ধারণ করেন ; তিনিই
উত্তরাধিকারের ন্যায় তোমার মুক্তি বিষয়ে দায়াধিকার প্রাপ্ত
হইয়া থাকেন । ৫৪ ।

প্রভু কহে ‘মুক্তিপদ’ ইহা পাঠ হয় ;

‘ভক্তিপদ’ কেন পড় কি তোমার আশয়” ? ।

ভট্টাচার্য্য কহে ‘ভক্তি নহে মুক্তিফল ;

ভগবত্তক্তি বিষয়ের হয় দণ্ড কেবল । (১)

- ১ ভক্তি নহে...দণ্ড কেবল—বীহারী ভক্ত, তাঁহাদের ফল অর্থাৎ পুরস্কার মুক্তি নহে ;
ভক্তেরা মুক্তি বাঞ্ছা করেন না। কিন্তু বীহারী ভগবত্তক্তি বিহীন, তাঁহারা ইহা মুক্তি
অর্থাৎ সাহুগ্ৰাদি বাঞ্ছা করেন। এইরূপ মুক্তি তাঁহাদের ফল বা পুরস্কার না হইয়া
দণ্ড স্বরূপ হয়। কারণ ইরূপ মুক্ত ব্যক্তি ঈশ্বরের সহিত সংযুক্ত বা লীন হন ; তাহাতে
সেবা ইত্যাদি অনুভব করিয়া সুখী হইতে পারেন না।

- ‘কৃষ্ণের বিগ্রহ যেই সত্য নাহি মানে ;
 যেই নিন্দামুজাদিক করে তার সনে ;
 সেই হুইয়ের দণ্ড হয় বুদ্ধ সাযুজ্য মুক্তি ।
 তাঁর মুক্তি ফল নহেঁ যেই করে ভক্তি । (১)
 যদিপি মুক্তি হয় এই পঞ্চ প্রকার :—
 সালোক্য, সামীপ্য, সাক্ষ্য, সাষ্টি, সাযুজ্য আর ।
 সালোক্যাদি চারি যদি হয় সেবা দ্বার ;
 তবু কদাচিত ভক্ত করে অঙ্গীকার ,
 সাযুজ্য গুণিতে ভক্তের হয় স্থণা ভয় ;
 নরক বাঞ্ছয়ে তবু সাযুজ্য না লয় ।
 ব্রহ্মে ঈশ্বরে সাযুজ্য হুইত প্রকার ;
 ব্রহ্মসাযুজ্য হইতে ঈশ্বর সাযুজ্য দিকার’ ! (২)

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে একোনত্রিংশাধ্যায়ে একা-
 দশ শ্লোকে দেবহুতিং প্রতি কপিলদেব বাক্যং
 ‘সালোক্য সাষ্টি’ সামীপ্যসাক্ষ্যৈকত্বমপ্যুত
 দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎ সেবনং জনাঃ’ ॥৫৫॥

এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা আদিলীলা ১১১ শ্লোকে দেখ ।

আদিলীলা ১৪৬ পৃষ্ঠা ॥ ৫৫ ॥

- ১ কৃষ্ণের বিগ্রহ...করে ভক্তি—বে ব্যক্তি ঈশ্বরবিগ্রহ সত্য বলিয়া স্বীকার করে না
 আর তাহার সঙ্গে মিলিত হইয়া বাহারা নিন্দা কলহাদি করিয়া থাকে ; অর্থাৎ নির্কি-
 শেষ ব্রহ্মবাদী ও অষ্টৈক্যবাদী বা মায়াবাদী পণ্ডিতগণ ঈশ্বর বিগ্রহের সত্য স্বীকার
 করেন না ; তাহাদের জন্য ব্রহ্মসাযুজ্য মুক্তি দণ্ডস্বরূপ প্রদত্ত হইয়া থাকে । কিন্তু ভক্ত
 ভক্তপ মুক্তির অভিলাষী নহেন । নির্কিশেষ ব্রহ্মবাদী সম্বন্ধে পূর্বে টীকা দেখ ।
- ২ ব্রহ্মে ঈশ্বরে...সাযুজ্যাদিকার—‘ব্রহ্ম’ শব্দে এখানে নির্কিশেষ বা নিস্তৃণ ব্রহ্ম অর্থাৎ
 বাহ্যিক বিষয় আমরার কিছুই জানি না এইরূপ বুদ্ধিতে হইবে । ঈশ্বর শব্দে ঐশ্বর্যাশালী
 সত্ত্ব ভগবান্ । নিস্তৃণ ব্রহ্মে লীন হওয়া কথক সত্ত্ব হইলৈও সত্ত্ব ভগবানে
 বাহারা লয় হওনের জন্য মুক্তি বাচ্ছা করেন তাহাদের মত আরও হয় । কারণ
 পূর্ণ ঐশ্বর্যাশালী ভগবানের সেবা করা ভিন্ন তাহার নাম পূর্ণতা লাভ করিয়া তাহার
 সঙ্গে সংযুক্ত হইতে ইচ্ছা করা মুক্ত জীবের পক্ষে অসম্ভব ও দুঃখসাধ্য মাত্র ।

প্রভু কহে 'মুক্তি পদের আর অর্থ হয় ;
 'মুক্তিপদ' শব্দে সাক্ষাৎ ইশ্বর কহয় ।
 মুক্তি, পদ যার সেই 'মুক্তি পদ' হয় ;
 নবম পদার্থ মুক্তির কিম্বা আশ্রয় । (১)
 দুই অর্থে কৃষ্ণ কহি ; কাহে পাঠ ফিরি' ? (২)
 সার্বভৌম কহে 'ও পাঠ কহিতে না পারি ।
 যদ্যপি তোমার অর্থ এই শব্দ কহে ; (৩)
 তথাপি আশ্রয় দোষে কহন না যায় । (৪)
 যদ্যপিহ "মুক্তি" শব্দের হয় পঞ্চ বৃত্তি ;
 রূঢ়ি বৃত্ত্যে কহে তবু সাযুজ্যে প্রতীতি । (৫)
 "মুক্তি" শব্দ কহিতে হর স্বণা দ্রাস ;
 "ভক্তি" শব্দ কহিতে মনে হয়ত উল্লাস' ।
 শুনিয়া হাঁসেন প্রভু আনন্দিত মনে ;
 ভট্টাচার্য্যে কৈল প্রভু দৃঢ় আলিঙ্গনে ।
 যেই ভট্টাচার্য্য পড়ে, পড়ায় মায়াবাদ ;
 তার ঐছে বাক্য ক্ষুরে ; চৈতন্য প্রসাদ !
 লোহাকে যাবৎ স্পর্শ হেম নাহি করে ;
 তাবৎ স্পর্শমণি কেহ চিনিতে না পারে ।

-
- ১ মুক্তি পদ যার...আশ্রয়—মহাপ্রভু 'মুক্তিপদ' শব্দে 'ইশ্বর' এই অর্থ নিষ্পন্ন করিতেছেন ।
 দুই প্রকার সমাস করিয়া ঐ অর্থ নিষ্পন্ন করিলেন ; প্রথমতঃ মুক্তিই পদ অর্থাৎ চরণ-
 স্বরূপ যীহার ; দ্বিতীয়তঃ ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধের দশমাধ্যায়ের প্রথম শ্লোকোক্ত
 দশটি পদার্থের মধ্যে নবম পদার্থ যে 'মুক্তি' তাহার পদ অর্থাৎ আশ্রয় স্বরূপ যিনি ;
 এই দুই অর্থ করিলেন । ঐ দশটি পদার্থের বিবরণ আদিলীলা ৬১ পৃষ্ঠায় ৫২
 শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে ।
 ২ দুই...কাহে পাঠ ফিরি ?—যদি 'মুক্তিপদ' অর্থে 'শ্রীকৃষ্ণ' এরূপ অর্থ করা যায় তবে
 পাঠ ফিরাইয়া 'ভক্তিপদ' এরূপ পাঠ বলিবার আবশ্যকতা কি ? কাহে—কেন ।
 ৩ যদ্যপি তোমার অর্থ এই শব্দ কহে—'এই শব্দ' অর্থাৎ 'মুক্তিপদ' শব্দ যদিও তোমার
 কৃত অর্থ কাহিতেছে বা প্রকাশ করিতেছে ।
 ৪ আশ্রয় দোষে—দ্ব্যর্থ বৃত্ত অর্থ দোষে ।
 ৫ রূঢ়িবৃত্ত্যে ইত্যাদি—মুক্তি শব্দের পাঁচটি বৃত্তি অর্থাৎ অর্থ থাকিলেও মূল অর্থে সাযুজ্য
 'মুক্তিই প্রতীতি হয় । পাঁচটি বৃত্তি যথাঃ—সাটি', সালোকা, সামীপা, সাক্ষপা, ও সাযুজ্য ।

- ভট্টাচার্য্যের বৈষ্ণবতা দেখি সৰ্কভন
প্রভুকে জানিল সাক্ষাৎ ব্রহ্মেজ্ঞ নন্দন ।
কালীমিশ্র আদি যত নীলাচলবাসী ;
শরণ লইল তবে প্রভু পদে আসি ।
সেই সব কথা আগে করিব বর্ণন ;
সার্কভৌম করে যৈছে প্রভুর সেবন ;
যৈছে পরিপাটি করে ভিক্ষা নির্কাহণ ;
বিস্তারিয়া আগে তাহা করিব বর্ণন ।
এই মহাপ্রভুর লীলা সার্কভৌম মিলন ;
ইহা যেই শ্রদ্ধা করি করয়ে শ্রবণ ;
জ্ঞান কল্পপাশ হৈতে হয় বিমোচন ;
অচিরে মিলয়ে তারে চৈতন্য চরণ ।
শ্রীকৃষ্ণ রঘুনাথ পদে যার আশ ;
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণ দাস ।

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে সার্কভৌমোদ্ধারণে
নাম ষষ্ঠ পরিচ্ছেদঃ । ৬ ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ ।

গ্রন্থকারশ্রু

ধন্যং তং নৌমি চৈতন্যং বাসুদেবং দয়াদ্র'ধীঃ
নষ্ট'কুষ্ঠং রূপপুষ্টং ভক্তিভূষণং চকার যঃ ॥৫৬॥

‘যঃ’ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ ‘দয়াদ্র'ধীঃ’ মহাকৃপালুঃ সন্ ‘নষ্টকুষ্ঠং’ নষ্টং নাশ-
প্রাপ্তং কুষ্ঠং यस্য তং মহারোগগ্রস্তং ‘বাসুদেবং’ তদাখ্যং ব্রাহ্মণং ‘রূপপুষ্টং’
রূপেণ সৌন্দর্য্যেণ পুষ্টং মহানুন্দরং তথা ‘ভক্তিভূষণং’ ভক্ত্যা ভক্তি প্রদানেন
করণয়া ভূষ্টং আনন্দিতং ‘চকার’ ; ‘তং’ ‘ধন্যং’ ‘চৈতন্যং’ অহং ‘নৌমি’
নমস্করোমি ॥ ৫৬ ॥

যিনি দয়াদ্র'চিত্ত হইয়া কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত বাসুদেব নামক

ব্রাহ্মণকে সৌন্দর্য্যে জুড়িত ও ভক্তি প্রদানে কৃতার্থ করিয়া-
ছেন ; আমি সেই চৈতন্য প্রভুকে নমস্কার করি ॥ ৫৬ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য ! জয় নিত্যানন্দ !
জয়াধৈতচন্দ্র ! জয় গৌর ভক্ত বৃন্দ !
এই মতে সার্কর্ভৌমের নিস্তার করিল ;
দক্ষিণ গমনে প্রভুর ইচ্ছা উপজিল ।
মাঘ শুক্লপক্ষে প্রভু করিল সন্ন্যাস ;
ফাল্গুনে আসিয়া কৈল নীলাচলে বাস ।
ফাল্গুনের শেষে দোলযাত্রা সে দেখিল ;
প্রেমাবেশে বহুবিধ নৃত্যগীত কৈল ।
চৈত্রে রহি কৈল সার্কর্ভৌম বিমোচন ;
বৈশাখ প্রথমে দক্ষিণ যাইতে হৈল মন ।
নিজগণ আনি কহে বিনয় করিয়া ;
আলিঙ্গন করি সবার শ্রীহস্তে ধরিয়া :—
'তোমা সব জানি আমি প্রাণাধিক করি ;
প্রাণ ছাড়া যায়, তোমা ছাড়িতে না পারি ।
তুমি সব বন্ধ মোর, বন্ধুত্ব কৈলে ;
ইহা আনি মোরে জগন্নাথ দেখাইলে ।
এবে সব স্থানে মুক্তি মাগোঁ এক দানে ;
সবে মিলি আজ্ঞা দেহ যাইব দক্ষিণে ।
বিশ্বরূপ উদ্দেশে আমি অবশ্য যাইব ;
একাকী যাইব ; কাহো সঙ্গে না লইব ।
সেতুবন্ধ হৈতে আমি না আসি যাবৎ ;
নীলাচলে তুমি সব রহিবে তাবৎ' ।
বিশ্বরূপ সিদ্ধি প্রাপ্তি জানেন সকল ;
দক্ষিণ দেশ উদ্ধারিতে করেন এই হল ।
শুনিয়া সবার মনে হৈল মহা দুঃখ ;
নিঃশব্দ হইল সবে, শুকাইল মুখ । (১)

- নিত্যানন্দ প্রভু কহে 'ঐছে কৈছে হয় ?
 একাকী যাইবে তুমি কে ইহা সহয় ?
 এক ছয়ে সঙ্গে চলুক না পড় হঠ রঙ্গে ; (১)
 যারে কহ সেই ছই চলুক তোমার সঙ্গে ।
 দক্ষিণের তীর্থ পথ আমি সব জানি ;
 আমি সঙ্গে যাই প্রভু আজ্ঞা দেহ তুমি' ।
 প্রভু কহে 'আমি নর্তক, তুমি স্ত্রীধার ;
 তুমি সৈছে নাচাও তৈছে নর্তন আমার ।
 সন্ন্যাস করিয়া আমি চলিলাম বৃন্দাবন ;
 তুমি আমা লঞা আইলে অদৈত ভবন ।
 নীলাচল আসিতে পথে ভাঙ্গিলা মোর দণ্ড ;
 তোমা সবার গাঢ় স্নেহে আমার কার্য্য ভণ্ড ।
 জগদানন্দ চাহে আশা^১ বিবর ভুঞ্জাতে :
 যেই কহে, ভয়ে সেই চাহিয়ে করিতে ।
 কভু যদি ইহার বাক্য করিয়ে অনাথা ;
 ক্রোধে তিন দিন মোরে নাহি কহে কথা ।
 মুকুন্দ হয়েন হুঃখী দেখি সন্ন্যাস ধর্ম্ম ;
 তিন বার শীতেন্নান, ভূমিতে শয়ন ।
 অন্তরে হুঃখী মুকুন্দ নাহি কহে মুখে ;
 ইহার হুঃখ দেখি^২ মোর দ্বিগুণ হয় হুঃখে ।
 আমি ত সন্ন্যাসী, দামোদর ব্রহ্মচারী ;
 সদা রহে আমার উপর শিক্ষা দণ্ড ধরি । (২)
 ইহার আগে আমি না জানি ব্যবহার ;
 ইহারে নাভায় স্বতন্ত্র চরিত্র আমার । (৩)
 লোকাপেক্ষা নাহি ইহার কৃষ্ণ রূপা হৈতে ;
 আমি^৩ কভু লোকাপেক্ষা না পারি ছাড়িতে ।

১ না পড় হঠ রঙ্গে—কোন বিপদে না পড়িতে হয় ।

২ সদা রহে আমার উপর শিক্ষা দণ্ড ধরি—দামোদর পণ্ডিত মহাপ্রভুকে বিধবা ব্রাহ্মণীর পুত্র লব্ধকে শিক্ষা দিয়া বাক্য দণ্ড করিয়াছিলেন । অন্ত্যলীলা ও পরিচ্ছদ দেখ ।

৩ ইহার নাভায়—সকল পুস্তকেরই এই পাঠ । অর্থ 'অস্পষ্ট'

ভট্টাচার্য্য আগ্রহ করি করেন নিমন্ত্রণ ;
 গৃহে পাক করি প্রভুকে করান ভোজন ।
 তাঁহার ব্রাহ্মণী, তাঁর নাম ষাঠীর মাতা ;
 রাক্ষি ভিক্ষা দেন তিহৌ, আশ্চর্য্য তাঁর কথা ।
 আগে ত কহিব তাহা করিয়া বিস্তার ;
 এবে কহি প্রভুর দক্ষিণ যাত্রা সমাচার ।
 দিন পাঁচ রহি প্রভু ভট্টাচার্য্যের স্থানে ;
 চলিবার লাগি আজ্ঞা মাগিল আপনে ।
 প্রভুর আশ্রয়ে ভট্ট সম্মত হইলা ;
 প্রভু তাঁরে লঞা জগন্নাথ মন্দিরে গেল ।
 দর্শন করি ঠাকুর আগে আজ্ঞা মাগিল ;
 পূজারী মালা প্রসাদ প্রভুরে আনি দিল ।
 আজ্ঞামালা পাঞা হর্ষে নমস্কার করি ;
 আনন্দে দক্ষিণ দেশে চলে গৌরহরি ।
 ভট্টাচার্য্য সঙ্গে আর যত নিজ জন ;
 জগন্নাথ প্রদক্ষিণ করি করিলা গমন ;
 সমুদ্র তীরে তীরে আলাল নাথ পথে ।
 সার্কর্ভৌম কহিলেন আচার্য্য গোপীনাথে ;
 'চারি কোপিন বহির্কান রাখিয়াছি ঘরে ;
 তাহা, প্রসাদান লঞা আইস বিপ্রদ্বারে' ।
 তবে সার্কর্ভৌম কহে প্রভুর চরণে :—
 'অবশ্য পালিবে প্রভু মোর নিবেদনে ।
 রামানন্দ রায় আছে গোদাবরী তীরে ;
 অধিকারী হয়েন তিহৌ বিদ্যানগরে ।
 শূত্র বিষয়ী জ্ঞানে উপেক্ষা না করিবে ;
 আমার বচনে তাঁরে অবশ্য মিলিবে ।
 তোমার সঙ্গে যোগ্য তিহৌ একজন ;
 পৃথিবীতে রসিক ভক্ত নাহি তাঁর সম ।
 পাণ্ডিত্য আর ভক্তি রস ছুইঁর তিহৌ নীমা ;
 সন্তাষিলে আনিবে তুমি তাঁহার মহিমা ।

- ‘অলৌকিক বাক্য চেই। তাঁর না বুঝিয়া
পরিহাস করিয়াছি তাঁরে বৈষ্ণব জানিয়া ।
তোমার প্রসাদে এবে জানিছ তাঁর ভাব ;
সম্ভাষিলে জানিবে তাঁর যেমন মহত্ব’ ।
অঙ্গীকার করি প্রভু তাঁহার বচন ;
তাঁরে বিদায় দিতে তাঁরে কৈল আলিঙ্গন ।
‘ঘরে কৃষ্ণ ভজি মোরে করিহ আশীর্বাদে ;
নীলাচলে আসি যেন তোমার প্রসাদে’ ।
এত বলি মহাপ্রভু করিলা গমন ;
মুচ্ছিত হইয়া তাঁহা পড়িলা সার্কর্ভৌম ।
তাঁরে উপেক্ষিয়া কৈল শীঘ্র গমন ;
কে বুঝিতে পারে মহাপ্রভুর চিন্তমন ?
মহামুভাবের চিত্তের স্বভাব এই হয় ;
পুষ্প নম কোমল, কঠিন বজ্রময় ।

তথাহি ভবভূতিকৃত বীরচরিত্রস্যোত্তরচরিত্রে তৃতীয়াঙ্কে
ত্রয়োবিংশ শ্লোকঃ

‘বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদুনি কুসুমাদপি ।

লোকোত্তরাণাং চেতাংসি, কো হি বিজ্ঞাতুমীশ্বরঃ’ ॥৫৭॥

‘লোকোত্তরাণাং’ অলৌকিকানাং মহাজনানাং ‘চেতাংসি’ মনাংসি
‘বিজ্ঞাতুং’ ‘হি’ নিশ্চিতং ‘কঃ’ জনঃ ‘ঈশ্বরঃ’ অন্তর্ধামী সমর্থ ইত্যর্থঃ ভবতি ?
ন কোহপি ভেদাং চিন্তবৃত্তিঃ বিজ্ঞাতুং সমর্থো ভবতীতিভাবঃ । চেতাংসি
কীদৃশানি ‘বজ্রাদপি’ ‘কঠোরাণি’ কঠিনানি পুনঃ ‘কুসুমাদপি’ ‘মৃদুনি’
কোমলানি । ৫৭ ।

অলৌকিক স্বভাব মহাজনদিগের চিন্তবৃত্তি বজ্র হইতেও
কঠিন এবং কুসুম হইতেও কোমল ; তাহা জানিতে কে
সমর্থ হইবে ? । ৫৭ ।

নিত্যানন্দ প্রভু ভট্টাচার্য্যে উঠাইলা ;
 তাঁর লোক সঙ্গে তাঁরে ঘরে পাঠাইলা ।
 ভক্তগণ শীঘ্র আসি লৈল প্রভুর লাগ ;
 বহু প্রসাদ লঞা তবে আইলা গোপীনাথ ।
 সবা সঙ্গে প্রভু তবে আলালনাথ আইলা ;
 নমস্কার করি তাঁরে বহু স্তুতি কৈলা ।
 প্রেমাবেশে নৃত্য গীত কৈল কতক্ষণ ;
 দেখিতে আইলা তাঁহা বৈসে যতজন ।
 চৌদিকেতে সব লোক বলে হরি হরি ;
 প্রেমাবেশে মধ্যে নৃত্য করে গৌর হরি ।
 কাঞ্চন সদৃশ দেহ, অরুণ বসন ;
 পুলকান্ন, কল্যাণ, শ্বেদ, তাহাতে ভূষণ ।
 দেখিতে লোকের মনে হৈল চমৎকার !
 যত লোক আইসে কেহ নাহি যায় ঘর ।
 কেহ নাচে, কেহ গায় শ্রীকৃষ্ণ গোপাল ;
 প্রেমোত্তে ভানিল লোক ধ্রুৱ আবাল ।
 দেখি নিত্যানন্দ প্রভু কহে ভক্তগণে :—
 'এইরূপে আগে নৃত্য হবে গ্রামে গ্রামে' ।
 অতিকাল হৈল লোক ছাড়িয়া না যায় ;
 তবে নিত্যানন্দ গৌসাঁঞি স্থানিল উপায় ।
 মধ্যাহ্ন করিতে গেলা প্রভুকে লইয়া ;
 তাহা দেখি লোক আইসে চৌদিকে ধাইয়া ।
 মধ্যাহ্ন করিয়া আইলা দেবতা মন্দিরে ;
 নিজগণ প্রবেশি কপাট দিল বহির্দ্বারে ।
 নিত্যানন্দ গৌসাঁঞি প্রভুকে ভিক্ষা করাইল ;
 প্রভুর শেষ প্রসাদান্ন সব বাটি খাইল ।
 তুনি তুনি লোক সব আসি বহির্দ্বারে
 হরি হরি বলি দোক কলরব করে ।
 তবে মহাপ্রভু যার করাইল মোচন ;
 আনন্দে আসিয়া লোক কৈল দরশন ।

- এই মত সন্ধ্যা পর্যন্ত লোক আসে যায় ;
বৈক্যব হইল লোক তবে নাচে গায় ।
এইরূপে সেই তাঁঞি ভক্তগণ সঙ্গে ;
সেই রাজি গোড়াইল কৃষ্ণ কথা রঙ্গে ।
প্রাতঃকালে ঘান করি করিল গমন ;
ভক্তগণে বিদায় দিল করি আলিঙ্গন ।
মুচ্ছিত হইয়া সবে কুমিতে পড়িলা ;
তঁাহা নবা পানে প্রভু ফিরি না চাহিলা ।
বিচ্ছেদে ব্যাকুল প্রভু চলিলা দুঃখী হঞা ;
পাছে কৃষ্ণদাস যায় জলপাত্র লঞা ।
ভক্তগণ উপবাসী তাঁহাঞি রহিলা ;
আর দিনে দুঃখী হঞা নোলাচলে আইলা ।
মত সিংহ আর প্রভু করিলা গমন ;
শ্রমাবেশে যায় করি নাম সংকীৰ্ত্তন ।

তথাহি শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য বাক্যং

‘কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! হে !
কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! হে !
কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! রক্ষ মাং ;
কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! পাহি মাং ।
রাম রাঘব ! রাম রাঘব ! রাম রাঘব ! রক্ষ মাং ;
কৃষ্ণ কেশব ! কৃষ্ণ কেশব ! কৃষ্ণ কেশব ! পাহি মাং’ ১৮৮

এই শ্লোক পথে পড়ি চলে গৌরহরি ;
লোক দেখি পথে কহে ‘বল হরি হরি’ ৭
সেই লোক এবে মত বলে হরি কৃষ্ণ ;
প্রভুর পাছে পাছে যায় বর্ণনে সত্বক ।
কতকণ রহি প্রভু তারে আলিঙ্গিয়া,
বিদায় করেন তারে শক্তি সঙ্গাঙ্গিয়া ।

সেই জন নিজ গ্রামে করিয়া গমন ;
 কৃষ্ণ বলে, হাঁসে, কান্দে, নাচে, অল্পক্ষণ ।
 যারে দেখে তারে কহে 'কহ কৃষ্ণ নাম' ;
 এই মত বৈষ্ণব কৈল সব নিজ গ্রাম ।
 গ্রামান্তর হৈতে দৈবে আইল যত জন ;
 তাঁর দর্শন কৃপায় হয় তাঁর সম ।
 সেই যাই গ্রামের লোক বৈষ্ণব করয় ;
 অস্ত্রগ্রামী আসি তাঁরে দেখি বৈষ্ণব হয় ।
 সেই যাই অস্ত্র গ্রামে করে উপদেশ ;
 এই মতে বৈষ্ণব হৈল সব দক্ষিণ দেশ ।
 এই মত পথে যাইতে শত শত জন ;
 বৈষ্ণব করেন তাঁরে করি আলিঙ্গন ।
 যেই গ্রামে রহি ভিক্ষা করেন বার ঘরে ;
 সেই গ্রামের যত লোক আইসে দেখিবারে ।
 প্রভুর কৃপায় হয় মহাভাগবত ;
 সে সব আচার্য্য হঞা তারিলা জগত ।
 এইমত কৈলা যাবৎ গেলা সেতুবন্ধে ;
 সর্বদেশ বৈষ্ণব হৈল প্রভুর সম্বন্ধে ।
 নবদ্বীপে যেই শক্তি না কৈল প্রকাশে ;
 সে শক্তি প্রকাশি নিস্তারিল দক্ষিণ দেশে ।
 প্রভুরে যে ভজে, তারে তাঁর কৃপা হয় ;
 সেই সে এসব লীলা সত্য করিলয় ।
 অলৌকিক লীলার যার না হয় বিশ্বাস ;
 ইহ লোক পরলোক তার হয় নাপ্র ।
 প্রথমেই কহিল প্রভুর যেক্রমে গমন ;
 এই মত জানিহ যাবৎ দক্ষিণ ভ্রমণ ।
 এই মত যাইতে যাইতে গেলা কূর্ম্মস্থানে ;
 কূর্ম্ম দেখি কৈল তাঁরে স্তবন প্রণামে ।
 প্রেমাবেশে হাঁসি কান্দি নৃত্য গীত কৈল ;
 দেখি সর্বলোক চিত্তে চমৎকার হৈল ।

- আশ্চর্য্য গুনিয়া লোক আইল দেখিবারে ;
 প্রভুর রূপ প্রেম দেখি হৈলা চমৎকারে !
 দর্শনে বৈষ্ণব হৈল বলে কৃষ্ণহরি ;
 প্রেমাবেশে নাচে লোক উর্দ্ধবাহ করি ।
 কৃষ্ণনাম লোকমুখে গুনি অবিরাম ;
 সেই লোক বৈষ্ণব কৈল অস্ত্র সব গ্রাম ।
 এইমত পরম্পরায় সব দেশ বৈষ্ণব হৈল ;
 কৃষ্ণনামায়ুত বস্তায় দেশ ভাসাইল ।
 কতক্ষণে প্রভু যদি বাহু প্রকাশিল ;
 কুর্শের সেবক বহু সন্মান করিল ।
 যেই গ্রামে যায় তাঁহা এই ব্যবহার ;
 এক ঠাঞি কহিল ; না কহিব আরবার ।
 কুর্শনামে সেই গ্রামে বৈদিক ব্রাহ্মণ ; (১)
 বহু শ্রদ্ধা ভক্ত্যে কৈল প্রভুরে নিমন্ত্রণ ।
 ঘরে আনি প্রভুর কৈল পদ প্রক্ষালন ;
 সেই জল সবংশ সহিত করিল ভক্ষণ ।
 অনেক প্রকারে স্নেহে ভিক্ষা করাইল ;
 গোঁসাত্তির শেবান সবংশে খাইল ।
 'যেই পাদপদ্ম তোমার ব্রদ্ধা ধ্যান করে ;
 সেই পাদ পদ্ম সাক্ষাৎ আইল যোর ঘরে ।
 যোর ভাগ্যের সীমা না যায় কখন ;
 আজি যোর শ্লাঘ্য হৈল জন্ম, কুল, ধর্ম্ম ।
 কৃপা কর প্রভু যোরে যাও তোমা সঙ্গে ;
 সহিতে না পারোঁ হৃৎক বিষয় তরঙ্গে' ।
 প্রভু কহে 'এঁছে বাত কছু না কহিবা ;
 গৃহে রহি কৃষ্ণনাম নিরন্তর নিবা ।
 যারে দেখ, তারে কহ কৃষ্ণ উপদেশ ;
 আমার আজ্ঞার গুরু হঞা তার এই দেশ ।

১. কুর্শনামে সেই গ্রামে—গ্রামটির নাম কুর্শক্ষেত্র । এখানে কুর্শবতারের অতিশূর্ষি প্রতিষ্ঠিত আছে । যে ব্রাহ্মণের গৃহে চৈতন্য প্রভু অতিথি হইয়াছিলেন, তাহার নামও কুর্শ ।

'কহু না বাড়িবে ভোমার বিবর তরল ;
 পুনরাপি এই ঠাঞি পারে মোর সঙ্গ' ।
 এইমত যার ঘরে করে প্রভু ভিক্ষা ;
 সেই ঐছে কহে ; তারে করায় এই শিলা ।
 পথে যাইতে দেবালয়ে রহে যেই আসে ;
 যার ঘরে ভিক্ষা করে ; সেই মহাজনে ।
 কুর্মে বৈছে রীতি তৈছে কৈল সর্ব ঠাঞি ;
 নীলাচলে পুনঃ যাবৎ না আইলা গোঁসাক্ষি ।
 অতএব ইহা কহিল করিয়া বিস্তার ;
 এইমত জানিবে প্রভুর সর্বত্র ব্যবহার ।
 এইমত সেই রাত্রি তাঁহাই রহিলা ;
 প্রাতঃকালে প্রভু দান করিয়া চলিল ।
 প্রভু অমৃতজি কুর্ম বহুদূর আইলা ;
 প্রভু তাঁরে যত্ন করি ঘরে পাঠাইলা ।
 বাসুদেব নাম এক বিজ মহাশয় ;
 সর্বাক্ষে গলিত কুষ্ঠ তাতে কীড়ায় ।
 অঙ্গ হৈতে যেই কীড়া খসিয়া পড়য় ;
 উঠাইয়া সেই কীড়া রাখে সেই ঠায় । (১)
 রাত্রিতে শুনিলা তিহো গোঁসাক্ষির আগমন ;
 দেখিবারে আইলা প্রভাতে কুর্মের ভবন ।
 প্রভুর গমন কুর্ম মুখেতে শুনিয়া ;
 ভূমিতে পড়িলা হুগ্ধে বৃচ্ছিত হইয়া ।
 অনেক প্রকার বিলাপ করিতে লাগিলা ;
 সেই কণে আসি প্রভু তাঁরে আলিঙ্গিলা ।
 প্রভু স্পর্শে হুঃখ সঙ্গে কুষ্ঠ দূরে গেল ;
 অনিন্দ সহিতে অঙ্গ স্পর্শ হইল ।
 প্রভুর কৃপা দেখি তাঁর কিসের হৈল মন ;
 মোক পড়ি পারে খরি করেন স্তবন ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে একাশীত্যাধ্যায়ে চতুর্দশ-
শ্লোকে কৃষ্ণমুদ্दिष्ट श्रीरुक्मिणी प्रेरित ब्रह्मण वाक्यं

‘কাহং দরিদ্রঃ পাপীয়ান্ ক কৃষ্ণঃ শ্রীনিকেতনঃ ।

ব্রহ্মবন্ধুরিতি স্মাহং বাহুভ্যাং পরিরম্ভিতঃ’ ॥ ৫৯ ॥

এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা আদিলীলা ২০০ শ্লোকে ৩৭৪ পৃষ্ঠায় দেখ । ৫৯।

বহু স্তুতি করি কহে ‘শুন দয়াময় ।
জীবে এই গুণ নাহি তোমাতেই হয় ।
মোরে দেখি মোর গন্ধে পলার পামর ;
হেন মোরে স্পর্শ তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর !
কিন্তু আছিলাম ভাল অধম হইয়া ;
এবে অহঙ্কার মোর জন্মিবে আসিয়া’ ।
প্রভু কহে ‘কভু তোমার না হবে অভিমান ;
নিরন্তর কহ তুমি কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম ।
কৃষ্ণ উপদেশি কর জীবের নিস্তার ;
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমা করিবেন অঙ্গীকার’ ।
এতেক কহিয়া প্রভু কৈল অন্তর্ধান ;
ছুই বিপ্র গলাগলি কান্দে প্রভুর গুণে ।
বাসুদেবোদ্ধার এই কহিল আখ্যান ;
বাসুদেবামৃতপদ হৈল প্রভুর নাম ।
এইত কহিল প্রভুর প্রথম গমন ;
কুর্ম দরশন বাসুদেব বিমোচন ।
প্রজ্ঞা করি এই লীলা যে করে শ্রবণ ;
অচিরাতে মিলে তারে চৈতন্ত চরণ ।
চৈতন্ত লীলার আদি অন্ত নাহি জানি ;
সেই লিখি যেই মহাস্তের মুখে শুনি ।
ইথে অপরাধ মোর না লইও উক্তগণ ;
তোমা সবার চরণ মোর একান্ত শরণ ।

শ্রীকৃষ্ণ রঘুনাথ পদে যার আশ ;

চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ।

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে বামুদেবোদ্ধার নাম সপ্তম-

পরিচ্ছেদঃ ॥ ৭ ॥

অষ্টম পরিচ্ছেদ ।

এন্থকারস্থ

সঞ্চার্য্য রামাভিধ ভক্তমেঘে

স্বভক্তি সিদ্ধান্ত চয়ামৃতানি ।

গৌরাক্ষিরেতৈ রমুনাবিতীর্ণৈ

স্তজ্জলরত্নালয়তাং প্রয়াতি ॥ ৬০ ॥

‘গৌরাক্ষিঃ’ গৌরএব অক্ষিঃ প্রেমাক্ষিঃ ‘রামাভিধভক্তমেঘে’ রামানন্দ-
রায়ঃ অভিধা নাম यस্য স চাসৌ ভক্তশ্চেতি সএব মেঘ স্তস্মিন্ মেঘ-
ভুল্যে রামানন্দরারে ‘স্বভক্তি সিদ্ধান্ত চয়ামৃতানি’ নিজভক্তিসিদ্ধান্তসমূহ
এব অমৃতানি অমৃতময় জলতুল্যানি ‘সঞ্চার্য্য’ সঞ্চারণং কৃত্বা ‘অমুনা’ রামা-
নন্দ মেঘেন ‘এতৈঃ’ ভক্তিসিদ্ধান্তময়ামৃতজলৈঃ ‘বিতীর্ণৈঃ’ বিস্তীর্ণীকৃতৈঃ
‘স্তজ্জল রত্নালয়তাং’ তানি অমৃতানি জানাতি যঃ সঃ তজ্জলস্তস্য
ভাবস্তজ্জলং ভদেব রত্নং তস্যালয়তাং যদ্বা তানি অমৃতানি জত্বেন বোধত্বেন
তানি ভক্তিসিদ্ধান্তানি পুনর্জ্ঞাত্বা ইত্যর্থঃ রত্নানাং আলয়তাং রত্নাকরত্বং
ইতিবাচ্যং ‘প্রয়াতি’ প্রাপ্নোতি । যথা সমুদ্রঃ মেঘে জলং সঞ্চার্য্য পুন-
স্তদাকৃষ্য শম্মুক্তারত্নাদীনি উপাদদ্যতি, তথা ভগবান্ শ্রীগৌরাক্ষঃ রামা-
নন্দে স্বভক্তিসিদ্ধান্তং পূর্বমেব সঞ্চার্য্য পুনস্তস্মাৎ গৃহীত্বা প্রেমরত্নাকরত্বং
প্রাপ্নোতীতিভাবঃ । ৬০ ।

সমুদ্রসদৃশ গৌরচন্দ্র রামানন্দ রায় নামক ভক্ত মেঘে
স্বভক্তি সিদ্ধান্ত রূপ অমৃত জল সঞ্চার করিয়া পুনর্বীর তাঁহা
হইতে গ্রহণ করতঃ প্রেম রত্নাকর এই উপাধি লাভ
করিলেন ॥ ৬০ ॥

- জয় জয় ত্রিচৈতন্ত ! জয় নিত্যানন্দ !
জয়াবৈতচক্র ! জয় গৌরভক্ত বৃন্দ !
পূৰ্ণ রীতে প্রভু আগে গমন করিলা ;
জিয়ড় নৃসিংহ ক্ষেত্রে কতদিনে খেলা ।
নৃসিংহ দেখিয়া কৈল দণ্ডবৎ প্রণতি ;
প্রেমাবেশে কৈল বহু নৃত্যগীত স্তুতি ।
‘জীনৃসিংহ ! জয় নৃসিংহ ! জয় জয় নৃসিংহ !
প্রহ্লাদেশ ! জয় পদ্মমুখ ! পদ্মভূষ’ ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে সপ্তমস্কন্ধে নবমাধ্যায়ে প্রথম-
শ্লোকস্ত শ্রীধর গোস্বামি কৃত ব্যাখ্যায়াং ধৃতাগমঃ

‘উগ্রোহপানুগ্র এবায়ং স্বভক্তানাং নৃকেশরী
কেশরীব স্বপোতানা মন্থেবা মুগ্রবিক্রমঃ’ ॥ ৬১ ॥

‘ইব’ যথা ‘কেশরী’ সিংহঃ ‘অন্তেষাং’ পশুনাং সম্বন্ধে ‘উগ্রবিক্রমঃ’ মহা-
প্রচণ্ডঃ সন্ অপি ‘স্বপোতানাং’ নিজ পুত্রানাং সম্বন্ধে দয়ালুঃ ভবতি ৬৪২
‘অয়ং’ দৃশ্যমানঃ ‘নৃকেশরী’ নৃসিংহদেবঃ ‘উগ্রোহপি’ প্রচণ্ডস্বভাবোহপি
‘স্বভক্তানাং’ সম্বন্ধে ‘অনুগ্রএব’ শাস্তঃ দয়ালুএব স্যাৎ । ৬০ ।

সিংহ যেমন অন্য পশু সম্বন্ধে প্রচণ্ড হইয়াও নিজ শিশুর
প্রতি মহা দয়ালু ; তক্রপ এই নৃকেশরী উগ্রস্বভাব হইলেও
স্বভক্তের প্রতি নিশ্চয়ই অনুগ্রহশীল ॥ ৬১ ॥

এই মত নানা শ্লোক পড়ি স্তুতি কৈল ;

নৃসিংহ সেবক মালা প্রসাদ আনি দিল ।

পূৰ্ণবৎ কোন বিপ্র কৈল নিমন্ত্রণ ;

সেই রাজি তাহাঁ রহি করিলা গমন ।

প্রভাতে উঠিয়া চলিল প্রেমাবেশে ;

দ্বিগ্ বিদ্বিগ্ নাহি জ্ঞান রাজি দিবসে ।

পূর্ববৎ বৈষ্ণব করি সর্ব লোক গণে ;
 গোদাবরী তীরে প্রভু আইলা কত দিনে ।
 গোদাবরী দেখি হৈল যমুনা স্মরণ ;
 তীর বন দেখি স্মৃতি হৈল বৃন্দাবন ।
 সেই বনে কতক্ষণ করি নৃত্যগান ;
 গোদাবরী পার হঞা তাঁহা কৈল স্নান ।
 ঘাট ছাড়ি কত দূরে জল সন্নিধানে ;
 বসি প্রভু করে কৃষ্ণনাম সংকীর্তনে ।
 হেনকালে দোলায় চড়ি রামানন্দ রায়
 স্নান করিবারে আইলা ; বাজনা বাজায় ।
 তাঁর সঙ্গে বহু আইলা বৈদিক ব্রাহ্মণ ;
 বিধিমত কৈল ভিঁহো স্নানাদি তর্পণ ;
 প্রভু তাঁরে দেখি জানিলা এই রাম রায় ;
 তাঁহারে মিলিতে প্রভুর মন উঠি ধায় ।
 তথাপি ধৈর্য্য করি প্রভু রহিলা বসিয়া ;
 রামানন্দ রায় আইলা সন্ন্যাসী দেখিয়া ।
 সূর্য্যশত সম কাশ্তি অরুণবসন ;
 স্খলিত প্রকাণ্ড দেহ কমললোচন ।
 দেখিয়া তাঁহার মনে হৈল চমৎকার !
 আসিয়া করিল দণ্ডবৎ নমস্কার ।
 উঠি প্রভু কহে 'উঠ কহ কৃষ্ণ কৃষ্ণ' ;
 তাঁরে আলিঙ্গিতে প্রভুর হৃদয় সড়ক ।
 তথাপি পুছিল 'তুমি রায় রামানন্দ' ?
 ভিঁহু কহে 'সেই মুঞি দাস শূদ্র মন্দ' ।
 তবে তাঁরে কৈল প্রভু দৃঢ় আলিঙ্গন ;
 প্রেমাবেশে প্রভু ভূত্যা দৌহে অচেতন ।
 স্বাভাবিক প্রেম দৌহার উদয় করিলা ;
 হুঁহা আলিঙ্গিয়া হুঁহে ভূমিতে পড়িলা ।
 স্তম্ভ, বেদ, অঙ্গ, কল্প, গুলক, বৈবৰ্ণ ;
 হুঁহার মুখেতে শুনি গদগদ কৃষ্ণবর্ণ ।

- দেখিয়া ব্রাহ্মণগণের হৈল চমৎকার !
 বৈদিক ব্রাহ্মণ সব করেন বিচার :—
 'এই সন্ন্যাসীর তেজ দেখি ব্রহ্মাসম ;
 শূত্রে আলিঙ্গিয়া কেন করেন ক্রন্দন ?
 এই মহারাজ মহাপণ্ডিত গভীর ;
 সন্ন্যাসীর স্পর্শে মত্ত হইল অস্থির ।
 এইমত বিপ্রগণ ভাবে মনে মন ।
 বিজাতীয় লোক দেখি প্রভু কৈল সম্বরণ ।
 মু'হু হঞা ছুঁছে সেই স্থানেতে বসিলা ;
 তবে হাঁসি মহা প্রভু কহিতে লাগিলা :—
 'সার্কর্ভোম ভট্টাচার্য্য কহিল তোমার গুণে ;
 তোমাতে মিলিতে মোরে কহিল যতনে ।
 তোমা মিলিবারে মোর এথা আগমন ;
 ভাল হৈল অনায়াসে পাইল দরশন' ।
 রায় কহে 'সার্কর্ভোম করে ভূতাক্ৰান্ত ;
 পরোক্ষেণ্ড মোর হিতে হয় সাবধান ।
 তাঁর কুপার পাইলু তোমার দরশন ;
 আজি সকল হৈল মোর মনুষ্য জনম ।
 সার্কর্ভোম তোমার কুপা তার এই চিহ্ন ;
 অস্পৃশ্য স্পর্শিলে হঞা কুপার অধীন ।
 কাঁহা তুমি সাক্ষাৎ ঈশ্বর নারায়ণ ?
 কাঁহা মুঞি রাজসেবী বিষয়ী অধম ?
 মোর স্পর্শে না করিলে স্থগা, বেদভয় ;
 মোর দরশন তোমা বেদে নিষেধ ।
 তোমার কুপার তোমার করার নিন্দ্যকর্ম ;
 সাক্ষাৎ ঈশ্বর তুমি কে জানে তোমার মর্ম ?
 আমা নিস্তারিতে তোমার ইহা আগমন ;
 পরম দয়ালু তুমি পতিতপাবন ।
 মহাস্তম্ভাব এই তারিতে পামর
 নিজ কার্য্য নাহি তবু যান তার ঘর' ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে অষ্টমাধ্যায়ে দ্বিতীয়
শ্লোকে গর্গং প্রতি নন্দবাক্যং

‘মহদ্বিচলনং নৃণাং গৃহিণাং দীন চেতসাং

নিঃশ্রেয়সায় ভগবন্ কল্পতে নানুথা কচিৎ’ । ৬২ ।

হে ‘ভগবন্’ গর্গ ! ‘মহদ্বিচলনং’ মহত্যাং সাধুনাং আশ্রমাদন্যত্র বিচলনং
ন সার্থং কিন্তু ‘দীনচেতসাং’ কৃপণানাং কণমপি গৃহংত্যাঙ্কুং অশক্লুবতা-
মিত্যর্থঃ ‘গৃহিণাং’ ‘নৃনাং’ জনানাং ‘নিঃশ্রেয়সায়’ মঙ্গলায় ‘কল্পতে’ ঘটতে
‘অনুথা’ দীন জন নিঃশ্রেয়সার্থব্যাতিরেকেন ‘কচিৎ’ কদাচিদপি ‘ন’ ঘটতে
মহদ্বিচলনমিতি শেষঃ । ৬২ ।

নন্দ গর্গাচার্য্যাকে বলিতেছেন হে ভগবন্ ! সাধুগণ
স্বীয় আশ্রম হইতে যে অন্যত্র গমন করেন, সে কেবল গৃহত্যা-
গাসমর্থ গৃহীদিগের মঙ্গলের জন্য ; তন্নিম্ন তাঁহাদের আগ-
মনের আর অন্য কোন কারণ দেখা যায় না ॥ ৬২ ॥

‘আমার সঙ্গে ব্রাহ্মণাদি সহস্রেক জন ;

তোমার দর্শনে সবার জ্বলিত মন ।

কৃষ্ণ হরিনাম শুনি সবার বদনে ;

সবার অঙ্গ পুলকিত অশ্রু নরনে ।

আকৃতে প্রকৃতে তোমার দৈব লক্ষণ ;

জীবে না সম্ভবে এই অপ্রাকৃত গুণ’ ।

প্রভু কহে ‘তুমি মহা ভাগবতোত্তম ;

তোমার দর্শনে সবার জ্বলিত মন ।

অন্তের কি কথা ? আমি মায়াবাদী সন্ন্যাসী ;

আমিহ তোমার স্পর্শে কৃষ্ণ প্রেমে ডানি ।

এই জানি কর্তিন মোর জ্ঞান শোধিতে ;

সার্বভৌম কহিলেন তোমাতে মিলিতে’ ।

এইমত হুঁহে স্তুতি করে হুঁহার গুণ ;

হুঁহে হুঁহার দরশনে আনন্দিত মন ।

- হেন কালে বৈদিক এক বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ ;
 দণ্ডবৎ করি কৈল প্রভুরে নিমন্ত্রণ ।
 নিমন্ত্রণ মানিল তাঁরে বৈষ্ণব জানিয়া ;
 রামানন্দে কহে প্রভু কীৰ্ত্তন হাঁসিয়া ।
 'তোমার মুখে কৃত্য কথা শুনিতে হয় মন ;
 পুনরপি পাই যেন তোমার দরশন ।
 রায় কহে 'আইলা যদি পাথর শোধিতে ;
 দর্শনমাত্রে শুদ্ধ নহে মোর হৃষ্ট চিত্তে ।
 দিন পাঁচ সাত রহি করহ মার্জন ;
 তবে শুদ্ধ হয় মোর এই হৃষ্ট মন' ।
 যদ্যপি বিচ্ছেদ দৌহার সহন না যায় ;
 তবু দণ্ডবৎ করি চলিলা রামরায় ।
 প্রভু বাই সেই বিপ্র ঘরে ভিক্ষা কৈল ;
 দুই জনার উৎকর্ষায় আসি সঙ্ক্কা হৈল ।
 প্রভু নান কৃত্য করি আছেন বসিয়া ;
 এক ভৃত্য সঙ্গে রায় মিলিলা আসিয়া ।
 নমস্কার কৈল রায়, প্রভু কৈল আলিঙ্গনে ;
 দুইজনে কথা কহে বসি রহঃ স্থানে ।
 প্রভু কহে 'পড় শ্লোক সাধ্যের নির্ণয় ;
 রায় কহে 'স্বধর্ম্মাচরণে বিষ্ণু ভক্তি হয়' ।

তথাহি বিষ্ণুপুরাণে তৃতীয়াংশে অষ্টমাধ্যায়ে অষ্টমশ্লোকঃ

‘বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্

বিষ্ণুরাধ্যতে পশ্চা নান্যন্ততোষ কারণং’ । ৬৩ ।

‘বর্ণাশ্রমাচারবতা’ ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণানাং নির্দিষ্টধর্ম্মাচারণং কুর্ত্বতা
 ‘পুরুষেণ’ কর্ত্তৃত্বেন ‘পরঃ পুমান্’ প্রধানঃ পুরুষঃ ‘বিষ্ণুঃ’ ‘আরাধ্যতে’
 ‘আরাধনীয়ো ভবেৎ’ ‘ততোষকারণং’ বিষ্ণু সন্তোষহেতুঃ ‘অন্তঃ’ ‘পশ্চাঃ’ ‘ন’
 অন্তীতিশেষঃ । ৬৩ ।

বর্ণাশ্রম ধর্ম্যাচরণ করিয়া প্রধান পুরুষ বিষ্ণুর, আরাধনা করিবে ; এতদ্ভিন্ন তাঁহার তুষ্টির অন্য উপায় নাই ॥ ৬৩ ॥

প্রভু কহে ‘এহ বাহু আগে কহ আর’ ; (১)

রায় কহে ‘কৃষ্ণে কৰ্ম্মাৰ্পণ সৰ্বসাধ্যসার’ ।

তথাহি শ্রীভগবদগীতায়াং নবমাধ্যায়ে সপ্তবিংশতি-
শ্লোকে অৰ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণ বাক্যং

‘যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ ।

যতপশ্যসি কোন্তেয় তৎ কুরুষ মদৰ্পণং’ । ৬৪ ।

হে ‘কোন্তেয়’ স্বভাবতঃ শাস্ত্রতো বা ‘যৎ’ কিঞ্চিৎ কৰ্ম্ম ‘করোষি’ তথা ‘যদশ্নাসি’ যৎ দ্রব্যং ভক্ষয়সি, ‘যজ্জুহোসি’ ‘যদদাসি’ ‘যৎ’ চ ‘তপশ্যসি’ তপঃ করোষি ‘তৎ’ সৰ্বং ‘মদৰ্পণং’ ময়ি অর্পিতং যথা ভবতি এবং ‘কুরুষ’ । ৬৪ ।

হে কোন্তেয় ! তুমি ভোজন, হবন, দান, বা তপস্যা যে কোন কৰ্ম্ম কর ; তৎ সমস্তই আমাতে অর্পণ কর ॥ ৬৪ ॥

প্রভু কহে ‘এহ বাহু আগে কহ আর’ ;

রায় কহে ‘স্বধৰ্ম্মত্যাগ এই সাধ্যসার’ ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে একাদশাধ্যায়ে
দ্বাত্রিংশৎ শ্লোকে উদ্ধবং প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যং

‘আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ময়াদিষ্টানপি স্বকান্ ।

ধৰ্ম্মান্ সংত্যজ্য যঃ সৰ্ব্বান্ মমং ভজেৎ স চ সত্তমঃ’ । ৬৫ ।

হে উদ্ধব ! ‘ময়া’ বেদরূপেণ ‘আদিষ্টান্’ মহিহিতান্ ‘অপি’ ‘স্বকান্’ ‘স্বকীয়ান্’ ‘সৰ্ব্বান্’ ‘ধৰ্ম্মান্’ স্বীয় বর্ণাহুগতশ্রম ধৰ্ম্মান্ ইত্যর্থঃ ‘সংত্যজ্য’ পরিত্যজ্য ‘গুণান্’ স্বধৰ্ম্মাচরণে সঙ্কণ্ডকাধীন গুণান্ বিপক্ষে ‘দোষান্’ ‘চ’ ‘আজ্ঞায়’ জ্ঞাত্বা ‘যঃ’ যো জনঃ ‘মমং’ পরমেশ্বরং ‘ভজেৎ’ শরণং ব্রজেৎ ‘সঃ’ তু জনঃ ‘এবং’ পূর্ববৎ ‘সত্তমঃ’ সাধুনাং মধ্যে উত্তমঃ স্যাৎ । ৬৫ ।

হে উদ্ধব ! আমার আদিক্ত বেদ বিহিত স্বধর্ম সকল
পরিত্যাগ করত ধর্মার্থের গুণ দোষ জানিয়া যে আমাকে
ভজনা করে ; পূর্বোক্ত ব্যক্তির ন্যায় সেও সাধুদিগের মধ্যে
উত্তম ॥৬৫॥

তথাহি শ্রীভগবদগীতায়াং অষ্টাদশাধ্যায়ে ষষ্ঠ্যষ্টি শ্লোকে
অর্জুনঃ প্রতি শ্রীকৃষ্ণ বাক্যং

‘সর্ব ধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ

অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মাশুচঃ ॥৬৬॥

‘সর্বধর্মান্’ মন্ত্রকৌব সর্বং ভবিষ্যতীতি দৃঢ় বিশ্বাসেন বিধিকৈকর্য্যং
‘পরিত্যজ্য’ ত্যক্ত্বা ‘মামেকং শরণং ব্রজ’ মদেকশরণো ভব এবং বর্তমানঃ
কর্ম্মভাগনিমিত্তং পাপং স্তাদিতি ‘মাশুচঃ’ শোকং মাকার্বীঃ যতঃ ‘ত্বাং’
মদেকশরণং ‘সর্ব পাপেভ্যঃ’ ‘অহং’ ‘মোক্ষয়িষ্যামি’ ॥ ৬৬ ॥

বেদবিহিত সমস্ত ধর্ম পরিত্যাগ পূর্বক দৃঢ় বিশ্বাস ও
ভক্তি সহকারে এক মাত্র আমার শরণাগত হও ; ধর্মত্যাগ
নিমিত্ত পাপ হইবে বলিয়া পরিতাপ করিও না ; আমি
তোমাকে সর্ব পাপ হইতে মুক্ত করিব ॥ ৬৬ ॥

প্রভু কহে ‘এহ বাহু আগে কহ আর’ ;

রায় কহে ‘জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি সাধাসার’ । ৪

তথাহি শ্রীভগবদগীতায়াং অষ্টাদশাধ্যায়ে চতুঃপঞ্চাশৎ
শ্লোকে অর্জুনঃ প্রতি শ্রীকৃষ্ণ বচনং

‘ব্রহ্মহৃতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাংক্ষতি

সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মন্তুস্তিং লভতে পরাং’ ॥ ৬৭ ॥

‘ব্রহ্মহৃতঃ’ ব্রহ্মবি অবহিতঃ ‘প্রসন্নাত্মা’ প্রশান্তচিত্তো জনঃ নষ্টঃ ত্রবাং প্রতি
‘ন শোচতি’ শোকং ন করোতি ন চাপ্রাপ্তঃ ‘কাংক্ষতি’ ইচ্ছতি দেহাদ্যাভি-
মানাত্বাৎ অতএব ‘সর্বেষু’ ‘ভূতেষু’ ‘সমঃ’ সন্ রাগেদেব্যাধিকৃত বিক্ষেপা-
ত্বাৎ সর্বভূতেষু মত্তাবনালক্ষণং ‘পরাং’ শ্রেষ্ঠং ‘মন্তুস্তিং’ লভতে ॥ ৬৭ ॥

ব্রহ্মে অবস্থিত প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তি (নষ্ট বস্তুর জন্য) শোক
ও (অপ্রাপ্ত বস্তুর নিমিত্ত) আকাজ্জার বশীভূত হন না ;
তিনি সর্বত্র সমজ্ঞানী হইয়া সর্বভূতে (আমার ভাবনারূপ)
পরমভক্তি লাভ করেন ॥ ৬৭ ॥

প্রভু কহে 'এহো বাহু আগে কহ আর' ;

রায় কহে 'জ্ঞান শূন্য ভক্তি সাধ্য সার' ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে চতুর্দশাধ্যায়ে তৃতীয়-
শ্লোকে শ্রীভগবন্তঃ প্রতি ব্রহ্ম বচনং

‘জ্ঞানে প্রয়াস মুদপাস্ত্র নমন্তু এব

জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্তাং

স্থানস্থিতাঃ ঐতিগতাং তন্মুবাগ্মনোভি

যে প্রায়শোহজিত জিতোহ্যসি তৈ ত্রিলোকাং’ ৬৮

‘জ্ঞানে’ ব্রহ্মজ্ঞানানুসন্ধানে ‘প্রয়াসঃ’ যত্নঃ ‘উদপাস্ত্র’ দ্বৈবদপ্যকৃত
ত্যাগে, ভার্থঃ ‘সন্মুখরিতাং’ সাধু মুখাৎ স্বত এব নিত্যং প্রকটিতাং ‘ভবদীয়-
বার্তাং’ তব গুণলীলাকথাং ‘স্থানস্থিতাঃ’ স্বস্থান এব স্থিতাঃ তৎসন্নিধিমাভ্যং
স্বত এব ‘ঐতিগতাং’ শ্রবণপ্রাপ্তাং ‘তন্মুবাগ্মনোভিঃ’ কায়মনোবাক্যৈঃ ‘নমন্তু
এব’ সৎকূর্কস্ত এব সন্তঃ ‘বে’ জনাঃ ‘জীবন্তি’ কেবলং নাত্মং কূর্কন্তি ‘ত্রিলো-
কাং’ সর্গমর্ত্য পাতালে হে ‘অজিত’ তদ্বাদিত্তি স্তত্তং চেষ্টয়া অপ্রাপ্তোহপি
স্বং তৈঃ জনৈঃ ‘প্রায়শঃ’ বাহুল্যেন ‘জিতোহ্যসি’ প্রাপ্তোহসি । ৬৮ ।

হে ভগবন্ ! যে সকল ব্যক্তি জ্ঞানানুসন্ধানে একটুও
প্রয়াস না করিয়া স্বস্থানে অবস্থিতি করতঃ সাধু মুখ নির্গত
তব কথা শ্রবণ ও কায়মনোবাক্যে সৎকার পূর্বক অবলম্বন
করিয়া থাকে ; ত্রৈলোক্য মধ্যে আপনি অন্যের দুঃপ্রাপ্য
হইলেও প্রায় একরূপ ব্যক্তি আপনাকে প্রাপ্ত হইয়া
থাকে ॥ ৬৮ ॥

প্রভু কহে 'এহো-হর আগে কহ আর' ;

রায় কহে 'প্রেমভক্তি সৰ্ব সাধ্যসার' ।

তথাহি পদ্যাবল্যামেকাদশাঙ্কধৃত রামানন্দরায়কৃত শ্লোকঃ

‘নানোপচার কৃত পূজন মান্ববন্ধোঃ

প্রেমৈব ভক্ত হৃদয়ং সুখ বিক্রতং স্রাৎ

যাবৎ ক্ষুদন্তি জঠরে জঠরা পিপাসা

তাবৎ সুখায় ভবতো ননু ভক্ষ্যপেয়ে’ । ৬৯ ।

‘আন্ববন্ধোঃ’ প্রাণবন্ধোঃ ভগবতঃ ‘নানোপচারকৃত পূজনং’ বহুবিধোপ-
চারেণ কৃতোপাসনা ভক্তানাং সুখায় ন ভবতীতিশেষঃ কিন্তু ‘প্রেমা এব’ কর-
ণেন ‘ভক্ত হৃদয়ং’ ‘সুখবিক্রতং’ ‘সুখেনাদ্রীভূতং’ ‘স্রাৎ’ । দৃষ্টান্তমাহ ‘হৃ’
ভোঃ ‘জঠরে’ উদরে ‘যাবৎ’ পর্য্যন্তং ‘জঠরা’ স্ত্রীকৃষ্ণা ‘ক্ষুৎ’ ‘অন্তি’ ‘পিপাসা’
চ অন্তীতি শেষঃ ‘তাবৎ’ পর্য্যন্তং ‘ভক্ষ্যপেয়ে’ পান ভোজনে ‘সুখায়’ নিমিত্তায়
‘ভবতঃ’ শ্রুতঃ । ৬৯ ।

যে পর্য্যন্ত ক্ষুধাতৃষ্ণা থাকে, সেই পর্য্যন্তই পান ভোজন
সুখকর বলিয়া বোধ হয় ; ঈশ্বরোপাসনাও ঠিক সেইরূপ ;
ভক্তের নিকট বিবিধ উপচারে প্রাণবন্ধুর পূজা সুখকর হয়
না ; প্রেমেতেই তাঁহার হৃদয় আদ্রীভূত হয় ॥ ৬৯ ॥

তথাহি তত্রৈব দ্বাদশাঙ্কধৃত তত্শ্রব শ্লোকঃ

‘কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা মতিঃ

ক্ৰীয়তাং যদি কুতোহপি লভ্যাতে

তত্র লৌল্যমপি মূল্যমেকলং

জন্মকোটি স্কৃতৈ ন লভ্যাতে’ । ৭০ ।

‘কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা’ কৃষ্ণ ভক্তিরসেন অল্পপ্রাপ্তিতা ‘মতিঃ’ মানসং
‘ক্ৰীয়তাং’ উপার্জ্যতাং অসম্ভাবিতীতিশেষঃ যদি অকস্মাৎ ‘কুতোহপি’
কুমতিদপি সা মতিঃ ‘লভ্যাতে’ প্রাপ্যতে ‘তত্র’ প্রাপ্তবে ‘লৌল্য’ লোভঃ

‘একলঃ’ শ্রেষ্ঠঃ ‘মূল্যঃ’ স্যানিতি শেষঃ তন্মৌল্যং ‘জন্মকোটি, স্বকৃতিঃ’
বহুজন্মার্জিতপুণ্যৈঃ ‘ন’ ‘লভ্যতে’ । ৭০ ।

কৃষ্ণভক্তি রসভাবিত মতি উপার্জন করা কর্তব্য ;
যদি কখন তাহা পাওয়া যায় ; তবে তাহার একমাত্র মূল্য
লোভ । কোটি জন্মার্জিত পুণ্য বলেও ঐরূপ লোভ লাভ
করা যায় না ॥ ৭০ ॥

প্রভু কহে ‘এহা হয় আগে কহ আর’ ;

রায় কহে ‘দান্ত্রপ্রেম সর্বসাধ্যনার’ ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে নবমস্কন্ধে পঞ্চমাধ্যায়ে একাদশ-
শ্লোকে অমরীষঃ প্রতি দুর্বাসসো বচনং

‘যন্নাম শ্রুতি মাত্রেণ পুমান্ ভবতি নির্মলঃ

তস্মা তীর্থপদঃ কিস্বা দাসানামবশিষ্যতে’ । ৭১ ।

হে অমরীষ ! ‘যন্নাম শ্রুতিমাত্রেণ’ যন্ত নাম শ্রবণ মাত্রেণ ‘পুমান্’ নির্মলঃ’
পবিত্রঃ ‘ভবতি’ ‘তস্মা’ ‘তীর্থপদঃ’ সর্বতীর্থাকংস ভগবতঃ ‘দাসানাং’
সেবকানাং ‘কিস্বা’ বস্ত ‘অবশিষ্যতে’ অবশেষ স্তিষ্ঠতি দুষ্প্রাপ্য ভবতি ন
কিঞ্চিদপি ইত্যর্থঃ । ৭১ ।

হে অমরীষ ! ঐহাহার নাম শ্রবণমাত্রে জীব সকল নির্মল
হয় ; সেই ভগবানের সেবকদিগের পক্ষে কি আর দুপ্রাপ্য
আছে ? ॥ ৭১ ॥

তথাহি গোস্বামি পাদোক্তঃ

‘ভবন্তুমেবানুচরমিস্তুরঃ

প্রশান্ত নিঃশেষ মনোরথাস্তুরঃ

কদাহ মৈকান্তিক নিত্যকিঙ্করঃ

ঐহর্ষমিষ্যামি সনাথ জীবিতং’ ॥ ৭২ ॥

এই স্লোকের টাকা ও ব্যাখ্যা মধ্য লীলা ১২ স্কন্ধে ২০ পৃষ্ঠায় দেখ । ৭২ ।

প্রভু কহে, 'এহো হয় আগে কহ আর' ;

রায় কহে 'সখ্য প্রেম সর্ব সাধ্যসার' । ৮

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে দ্বাদশাধ্যায়ে দশম শ্লোকে
পরীক্ষিতং প্রতি শুকদেব বাক্যং

‘ইখংসতাং ব্রহ্ম স্থানুভূত্যা

দাস্ত্যং গতানাং পরদৈবতেন

মায়াশ্রিতানাং নরদারকেন

সার্কং বিজহুঃ কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ’ । ৭৩ ।

‘সতাং’ বিদ্বাং ‘ব্রহ্মস্থানুভূত্যা’ ব্রহ্ম চ তং স্থাং চ অহুভূতিস্ত তরা
করণা স্বপ্রকাশপরমস্থেনেতার্থঃ ‘দাস্ত্যং’ সেবাং ‘গতানাং’ প্রাপ্তানাং ভক্তান-
নামিতার্থঃ ‘পরদৈবতেন’ সর্বারাধোন স্বরূপেণ করণেন নাথেনেতি যাবৎ
‘মায়াশ্রিতানাং’ তু ‘নরদারকেন’ নরদারকতয়া প্রতীয়মানেন ‘সার্কং’ সা
‘কৃতপুণ্য পুঞ্জাঃ’ কৃতানাং পুণ্যানাং পুঞ্জাঃ যেবাং তে গোপবালকাঃ ইখং
পূর্বোক্ত প্রকারেণ ‘বিজহুঃ’ বিহারং চক্ৰুঃ অহোভাগানিতিভাৱঃ । ৭৩ ।

বিবজ্জন যাঁহাকে ব্রহ্ম স্থানুভূতিতে এবং ভক্তগণ
যাঁহাকে সর্বারাধ্য রূপে প্রতীতি করেন ; মায়াভিহৃত গোপ
বালকগণ যে সামান্য নরবালক জ্ঞানে তাঁহার সহিত এই
প্রকারে বিহার করিয়াছিল ; সে তাহাদের পুঞ্জ পুঞ্জ পুণ্যে
বলে বলিতে হইবে ॥ ৭৩ ॥

প্রভু কহে ‘এহোভম আগে কহ আর’ ;

রায় কহে ‘বাৎসল্যপ্রেম সর্বসাধ্যসার’ ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে অষ্টমাধ্যায়ে ষট্‌ত্রিংশ
শ্লোকে শুকদেবং প্রতি পরীক্ষিতং বাক্যং

‘নন্দঃ কিমকরোষু জন্ শ্রেয় এবং মহোদয়ং

যশোদা বা মহাভাগা পপৌ যন্তাঃ স্তনং হরিঃ’ । ৭৪ ।

হে 'ব্রহ্মন্' মৎসে শুকদেব 'নন্দঃ' 'এবং' 'মহোদরঃ' মহান্ উদয় উদ্ভবো
যন্ত তং 'শ্রেয়ঃ' মঙ্গলং তপস্তাদিকমিত্যর্থঃ 'কিং' প্রশ্নে 'অকরোৎ' কৃতবান্
'মহাভাগা' মহাভাগ্যবতী 'যশোদা বা' কিং শ্রেয় অকরোদিত্যর্থঃ 'যস্যঃ'
যশোদায়াঃ 'স্তনং' 'হরিঃ' 'পপৌ' পানং কৃতবান্ । ৭৪ ।

রাজা পরীক্ষিৎ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন হে
ব্রহ্মন্ । নন্দ এরূপ কি মহাশ্রেয়ঃ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন ?
আর ভাগ্যবতী যশোদারই বা এরূপ কি স্মৃতি ছিল যে
ভগবান্ হরি তাঁহার স্তনপান করিলেন ? ॥ ৭৪ ॥

তত্রৈব নবমাধ্যায়ে পঞ্চদশ শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুক-
বাক্যং

‘নেমং বিরিক্ষো ন ভবো ন শ্রীরপাঙ্গসংশ্রয়া

প্রসাদং লেভিরে গোপী যন্তং প্রাপ বিমুক্তিদাং’ । ৭৫ ।

‘গোপী’ যশোদা ‘বিমুক্তিদাং’ মুক্তিপ্রদাং গোবিন্দাং সকাশাং ‘যন্তং’
অনির্লচনীয়াং কিমপি ‘প্রাপ’ তজ্জপং ‘ইমং’ ‘প্রসাদং’ ‘বিরিক্ষঃ’; ব্রহ্মা
পুত্রোহপি ‘ন’; ‘ভবঃ’ আত্মাপি ‘ন’; ‘অঙ্গসংশ্রয়া’ অঙ্গভাগিনী ‘শ্রীরপি’
জায়াপি ‘ন’ ‘লেভিরে’ । ৭৫ ।

মুক্তিপ্রদ ভগবান্ হইতে যশোদা যে প্রসন্নতা লাভ
করিলেন ; তাহা কি ব্রহ্মা, কি ভব, কি অঙ্গাশ্রিতা লক্ষ্মী
কখন প্রাপ্ত হন নাই ॥ ৭৫ ॥

প্রভুকে ‘এহোত্তম আগে কহ আর’;

রায় কহে ‘কান্ততাব সর্ব সাধ্য সার’ । ৭৬

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে সপ্তচত্বারিংশাধ্যায়ে
ত্রিপঞ্চাশৎ শ্লোকে গোপীঃ প্রতি উক্তববাক্যং

‘নায়ং শ্রিয়োহক উ নিতাস্তরতেঃ প্রসাদঃ

স্বর্ঘোষিতাং নলিনপঙ্কজচাং কুতোহন্যাঃ

রাসোৎসবেহস্য ভুজদণ্ড গৃহীত কণ্ঠ

লক্ষাশিষাং য উদগাহু ব্রজমুন্দরীগাং । ৭৬ ।

‘রাসোৎসবে’ ‘ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠলক্ষাশিষাং’ ত্রিকৃষ্ণভুজদণ্ডাভ্যাং গৃহীত
আলিঙ্গিতঃ কণ্ঠস্তেন লক্ষা আশিষো যাতি স্তাসাং ‘ব্রজমুন্দরীগাং’ গোপীনাং
সম্বন্ধে ‘অন্ত’ ত্রিকৃষ্ণস্ত ‘যঃ’ প্রসাদঃ ‘উদগাহু’ আবিস্কৃত্ব ‘উ’ অহো নিচ্চি-
তং বা ‘অন্তে’ বক্ষসি ‘নিতান্তরতেঃ’ নিতান্তা একান্তা রতির্যস্য্যাং তস্য্যাঃ
‘প্রিয়ঃ’ লক্ষ্ম্যাঃ সম্বন্ধে ‘অয়ং’ ‘প্রসাদঃ’ অনুগ্রহঃ ‘ন’ অস্তি । ‘নলিনগন্ধকচাং’
নলিনস্যেব গন্ধো রুক্ কান্তিচ্চ বাসাং তাসাং ‘স্বর্ধোধিতাং’ স্বর্গাঙ্গনানাং
অঙ্গরসামপি নাস্তি ‘অত্যাঃ’ দ্বিযঃ ‘কুতঃ’ পুনর্জরতো নিরস্তাঃ । ৭৬ ।

রাসোৎসবে প্রবৃত্ত হইয়া ভগবান্ স্বীয় ভুজদণ্ডের দ্বারা
ব্রজমুন্দরীগণের কণ্ঠালিঙ্গন করতঃ তাহাদের প্রতি যে
অনুগ্রহ দেখাইয়াছেন ; লক্ষ্মী তাঁহার বক্ষে বাস করিয়াও
এবং স্বর্গাঙ্গনাগণ পদ্মগন্ধ ও পদ্মকান্তি ধারণ করিয়াও মেরুপ
প্রসাদ প্রাপ্ত হন নাই ; অন্ত জীদিগের তো কথাই নাই ॥ ৭৬ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে দ্বাত্রিংশাধ্যায়ে দ্বিতীয়-
শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুক বাক্যং

‘তাসামাবিরভূচ্ছোরিঃ স্ময়মান মুখান্মুজঃ ।

পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষাস্মথ মম্মথঃ’ । ৭৭ ।

ইহার টীকা ও ব্যাখ্যা আদিঃ ২০৫ পৃঃ ১৪৩ শ্লোকে দেখ ৭৭ ।

‘কৃষ্ণ প্রাপ্তোর উপায় বহুবিধ হয় ;

কৃষ্ণ প্রাপ্তির তারতম্য বহুত আছে ।

কিন্তু যার যেই রস সেই সর্বোত্তম ;

তটস্থ হয়ে বিচারিলে আছে ওর, ভয় ।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিদ্ধৌ দক্ষিণবিভাগে স্থায়িত্বাব-
লম্ব্যং দ্বাবিংশল্লোকে শ্রীরূপ গোপীশ্যামিনোক্তং

‘যথোত্তর মনৌ স্বাদবিশেষোল্লাস ময্যপি ।

রতি ক্বাসনয়া স্বাদী ভাসতে কাপি কস্মচিৎ’ । ৭৮ ।

টীকা ও ব্যাখ্যা আদিঃ ১০৫ পৃঃ ৮২ ল্লোকে দেখ । ৭৮ ।

‘পূর্ব পূর্ব রসের গুণ পরে পরে হয় ;

এক ছই গণনে পঞ্চ পর্য্যন্ত বাড়য় ।

গুণাধিক্যে স্বাদাধিক্য বাড়ে প্রতি রসে ;

শান্ত দান্ত সখা বাৎসল্যের গুণ মধুরেতে বৈসে ।

আকাশাদির গুণ যেন পর পর ভূতে ;

এক ছই গণনে বাড়ে পঞ্চ পৃথিবীতে ।

পরিপূর্ণ কৃষ্ণপ্রাপ্তি এই প্রেমা হৈতে ;

এই প্রেমার বশ কৃষ্ণ কহে ভাগবতে । (১)

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে দ্ব্যশীতিতমাধ্যায়ে এক-
ত্রিংশৎ ল্লোকে গোপীঃ প্রতি শ্রীকৃষ্ণ বাক্যং

‘ময়ি ভক্তি হি ভূতানা মমৃতত্বায় কল্পতে ।

দিক্ষ্যা যদানীম্যং স্নেহো ভবতীনাং মদাপনঃ । ৭৯ ।

আদিলীলা ১০১ পৃঃ ৮০ ল্লোকে ব্যাখ্যা দেখ ॥ ৭৯ ॥

কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা দৃঢ় সর্বকালে আছে ;

যে বৈছে ভজে কৃষ্ণ তারে ভজে তৈছে ।

এই প্রেমার অম্লরূপ না পারে তলিতে ;

অতএব স্বামী হন কহে ভাগবতে ।

১ পূর্ব পূর্ব ভাগবতে—শান্ত, দান্ত, সখা, বাৎসল্য ও মধুর এই পাঁচটি রসের
পৃথক পৃথক স্থায়ীভাব আছে । শান্তের স্থায়ীভাব দান্তে ; দান্তের ভাব সখ্যে ; সখ্যের ভাব
বাৎসল্যে ; ও এই চারিটি ভাবই মধুর রসে পর্য্যবসিত হইয়াছে । যেমন আকাশাদি পঞ্চ-
ভূতের গুণ সমস্তই পৃথিবীতে আছে, তদ্রূপ । আকাশে কেবল শব্দ গুণ ; বায়ুতে শব্দ স্পর্শ
দুই ; অগ্নিতে শব্দ স্পর্শ রূপ ; জলে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, ও রস এবং পৃথিবীতে এই পাঁচ ও পঞ্চ এই
পাঁচটি গুণই আছে ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে দ্বাত্রিংশাধ্যায়ে এক-
বিংশ শ্লোকে গোপীঃ প্রতি শ্রীকৃষ্ণ বাক্যং

‘ন পারয়েহং নিরবদ্য সংযুজাং
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুযা পিবঃ
যা মা ভজন্ দুর্জয়গেহশৃঙ্খলাঃ
সংব্রশ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা’ । ৮০ ।

আদিলীলা ১৩৯ পৃষ্ঠা ১০৫ শ্লোকে ব্যাখ্যা দেখ ॥ ৮০ ॥

বদ্যপি কৃষ্ণ সৌন্দর্য্য সাধুর্য্যোঃ ধূর্য্য ; (১)

ব্রজদেবীর সঙ্গে তাঁর বাচ্যে সাধুর্য্য ।

তথাহি তত্রৈব রাসে ত্রয়ত্রিংশাধ্যায়ে ষষ্ঠশ্লোকে পরী-
ক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং

‘তত্রাতি শুশুভে তাভি ভগবান্ দেবকীসুতঃ
মধ্যে মণীনাং হৈমানাং মহামারকতো যথা’ । ৮১ ।

‘হৈমানাং’ স্বর্ণময়ানাং ‘মণীনাং’ ‘মধ্যে’ ‘মহামারকতঃ’ নীলমণিঃ ‘যথা’
নীলমণিরিব ‘তত্র’ রাসমণ্ডলে ‘ভগবান্’ ‘দেবকীসুতঃ’ ‘তাভিঃ’ স্বর্ণবর্ণা-
ভিরান্নিষ্টাভিঃ ‘অতি’ অত্যন্তং ‘শুশুভে’ শোভয়ামাস । ৮১ ।

স্বর্ণময়মণি সকলের মধ্যে যেমন নীলকান্তমণি শোভা
পায় ; সেইরূপ রাসমণ্ডলে স্বর্ণবর্ণা গোপীগণের মধ্যে ভগ-
বান্ দেবকীনন্দন শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৮১ ॥

প্রভু কহে ‘এই সাধ্যাবধি স্নানিচ্ছয় ;

কৃপা করি কহ যদি আগে কিছু হয়’ ।

রায় কহে ‘ইহার আগে পুছে হেন জনে ;

এতদিন নাহি আনি আছরে ভ্রমনে ।

‘ইহার মধ্যে রাধার প্রেম সাধ্য শিরোমণি ;

যাহার মহিমা সর্বশাস্ত্রেতে বাখানি ।’

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে উত্তরখণ্ডে ভক্তামৃতে এক-
চত্বারিংশাঙ্কধৃত পদ্মপুরাণং

‘যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণো স্তস্ত্যা কুণ্ডং প্রিয়ং তথা

সর্ব গোপীষু নৈবৈক। বিষ্ণোরত্যস্ত বল্লভা’ । ৮২ ।

আদিলীলা ১৫০ পৃষ্ঠা ১১৬ শ্লোকে বাখ্যা দেখ । ৮২ ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ত্রিংশাধ্যায়ে চতুর্বিংশতি-
শ্লোকে শ্রীরাধিকা মুদ্दिश्य कथाश्चिৎ গোপীকায়। বচনং

‘অনয়া রাধিতে। নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ ;

যম্মো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ’ । ৮৩ ।

আদিলীলা ১১৬-১১৭ পৃষ্ঠা ২০ শ্লোকে বাখ্যা দেখ । ৮৩ ।

প্রভু কহে ‘আগে কহ শুনিতে পাই শ্রুখে ;

অপূর্ব অন্ততনদী বহে তোমার মুখে ।

চুরি করি রাধায় লৈলেন গোপীগণের ডরে ;

অস্ত্রাপেক্ষা হৈলে প্রেমের গাঢ়তা না ক্ষুরে ।

রাধা লাগি গোপীরে যদি সাক্ষাৎ করে ত্যাগ :

তবে জানি রাধায় কৃষ্ণের গাঢ় অমুরাগ’ ।

রায় কহে ‘তাহা শুন ! প্রেমের মহিমা ;

ত্রিজগতে রাধাপ্রেমের নাহিক উপমা ।

গোপীগণের রাস নৃত্য মণ্ডলী ছাড়িয়া

রাধা চাহি বনে কিরেন বিলাপ করিয়া :—

তথাহি শ্রীগীতগোবিন্দে তৃতীয়সর্গে দ্বিতীয়শ্লোকে
শ্রীজয়দেব বাক্যং

‘ইতস্তত্তস্তামনুসৃত্য রাধিকা

মনস্বাৎ ব্রণধিগ্ৰ মানসঃ’

কৃতানুতাপঃ স কলিন্দনন্দিনী,
তটাস্তকুঞ্জে বিষাদ মাধবঃ' । ৮৪ ॥

‘মাধবঃ’ শ্রীকৃষ্ণঃ ‘কলিন্দনন্দিনীতটাস্তকুঞ্জে’ যমুনাস্তটপ্রান্তকুঞ্জে
‘ইতস্ততঃ’ চতুর্দিক্ ‘রাধিকাং’ ‘অহুত্যা’ অবিদ্যা ‘তাং’ অপ্রাপ্য ‘অনল-
বাণ ত্রণ খিন্ন মানসঃ’ কন্দর্পবাণেনোৎপন্নঃ ত্রণং তেন খিন্নঃ পীড়িতঃ মানসঃ
যস্য সঃ এবভূতঃ সন্ ‘কৃতানুতাপঃ’ ভ্রান্তাঃ সর্বোত্তমতাং জ্ঞানতাপি ময়া
কথমেবং কৃতমিতি কৃতঃ পশ্চাত্তাপোদেহন সঃ ‘বিষাদ’ বিষাদঞ্চকার । ৮৪ ।

শ্রীকৃষ্ণ যমুনাতটস্থিত কুঞ্জবনে ইতস্ততঃ শ্রীরাধিকার
অন্বেষণ করতঃ তাঁহাকে না পাইয়া কন্দর্পবাণে পীড়িত হইয়া
অনুতাপ ও বিলাপ করিতে লাগিলেন ॥ ৮৪ ॥

তত্রৈব তৃতীয়সর্গে প্রথমশ্লোকে শ্রীজয়দেববাক্যঃ

‘কংসারিরপি সংসার বাসনা বদ্ধশৃঙ্খলাং ।

রাধামাদায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজসুন্দরীঃ’ । ৮৫ ।

ব্যাখ্যা আদিলীলা ১৫১ পৃষ্ঠা ১১৮ শ্লোকে দেখ । ৮৫ ।

‘এই হুই শ্লোকের অর্থ বিচারিলে জানি ;

বিচারিতে উঠে যেন অমৃতের খনি ।

শতকোটি গোপী সঙ্গে রাস বিলাস ;

তার মধ্যে এক মূর্তি রহে রাধা পাশ ।

সাধারণ প্রেম দেখি সর্বত্র সমতা ;

রাধার কুটিল প্রেম হইল বামতা ।

তথাহি উজ্জলনীলমণৌ শৃঙ্গারভেদকথনে ত্রিচত্বারিংশ-
শ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামি বাক্যং

‘অহেরিব গতিঃ প্রেমঃ স্বভাব কুটিল ভবেৎ ।

অতো হেতোরহেতোশ্চ যুনো মর্মান উদধতি’ । ৮৬ ।

‘প্রেমঃ’ ‘গতিঃ’ ‘অহেঃ’ সর্গস্ত গতিরিব ‘স্বভাবকুটিল’ স্বভাবেনৈব বজ্র

‘ভবেৎ’ ‘অতঃ’ অস্মাৎ কারণাৎ ‘হেতোরহেতোস্’ কারণাকরণাভ্যাস
‘বুনোঃ’ নারিকানারকরোঃ ‘মানঃ’ ‘উদকতি’ উদকমো ভবতি । ৮৬ ।

সপের গতির ন্যায় প্রেমের গতি স্বভাবতঃই বক্র ; এই
জন্ম হেতুঅহেতুতে নায়কনায়িকার মান উদ্ভব হইয়
থাকে ॥ ৮৬ ॥

‘ক্রোধ করি রাস ছাড়ি গেলা মান করি ;
তারে না দেখিয়া ইহা ব্যাকুল হৈলা হরি ।

সম্যক বাসনা কৃষ্ণের ইচ্ছা রাসলীলা ;
রাসলীলা বাসনাতে রাধিকা শৃঙ্খলা ।

তাঁহা বিনা রাসলীলা নাহি তাঁর চিত্তে ; (১)

মণ্ডলী ছাড়িয়া গেলা রাধা অধেষিতে ।

ইতস্ততঃ ভ্রমি কাঁহা রাধা না পাইয়া

বিবাদ করেন্ কামবাণে ধিন্ন হঞা ।

শতকোটি গোপীতে নহে কাম নির্দোষণ ;

ইহাতেই অল্পমানি শ্রীরাধিকার গুণ ।

প্রভু কহে ‘যাহা লাগি আইলাম তোমা স্থানে ;

সেই সব তত্ববস্তু হৈল মোর জ্ঞানে ।

এবে জানিল সেব্য সাধন নির্ণয় ; (২)

আগে আর কিছু শুনিবারে মন হয় ।

কৃষ্ণের স্বরূপ কহ রাধার স্বরূপ ;

(৩) রস কোন্ তথ্য ? প্রেম কোন্ তথ্যরূপ ? (২)

কৃপা করি এই তথ্য কহ ত আয়ারে ;

তোমা বিনা কেহ ইহা নিরূপিত নায়ে ।’

রাস কহে ‘ইহা আমি কিছুই না জানি ;

যে তুমি কহাও সেই কহি আমি বাণী ।

১ তাঁর চিত্তে—‘তার চিত্তে’ পাঠও আছে ।

২ সেব্য সাধন—‘সেব্য সাধোর’ পাঠও আছে ।

'তোমার শিকার গড়ি যেন শুকপাঠ ;
 সাক্ষাৎ ঈশ্বর তুমি কে বুকে তোমার নাট ?
 স্বদয়ে প্রেরণ কর, জিহ্বায় কথাও বাণী ;
 কি কহিয়ে ভাল মন্দ কিছুই না জানি' ।
 প্রভু কহে 'যারাবাদী আমি ত সন্ন্যাসী ;
 ভক্তিতত্ত্ব নাহি জানি যারাবাদে ভাসি ।
 সার্কর্ভোম সঙ্গে মোর মন নির্মল হইল ;
 "কৃষ্ণ ভক্তিতত্ত্ব কহ" তাঁহারে পুছিল ।
 তিহোঁ কহে "আমি নাহি জানি কৃষ্ণ কথা ;
 সব রামানন্দ জানে তিহোঁ নাহি এথা" ।
 তোমার ঠাঁই আইলাম মহিমা শুনিয়া ;
 তুমি মোরে স্ততিকর সন্ন্যাসী জানিয়া ।
 কিবা বিপ্র, কিবা স্ত্রী, শূদ্র কেন নয় ;
 যেই কৃষ্ণ তববেত্তা সেই গুরু হয় ।
 সন্ন্যাসী বলিয়া মোরে না কর বঞ্চন ;
 কৃষ্ণ রাধা তত্ত্ব কহি পূর্ণ কর মন' ।
 যদ্যপি রায়! প্রেমী মহাভাগবতে ;
 তাঁর মন কৃষ্ণ মায়া নারে আচ্ছাদিতে ।
 তথাপি প্রভুর ইচ্ছা পরম প্রবল ;
 আনিতেহ রায়ের মন হৈল টলমল ।
 রায় কহে 'আমি নট, তুমি সূত্রধার ;
 যেই মত নাচাও, সেমত চাহি নাচিবার ।
 মোর জিহ্বা বীণাবজ্র, তুমি বীণাধারী ;
 'তোমার মনে যেই উঠে, তাহাই উচ্চারি ।
 ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ পরম ভগবান্ ;
 সর্ব অবতারী, সর্ব কারণ প্রধান ।
 অনন্ত বৈকুণ্ঠ আর অনন্ত অবতার,
 অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড, ইহা সবার আধার ।
 সচ্চিদানন্দ তম্ব ব্রজেন্দ্রনন্দন ;
 সর্বৈকধর্ম্য সর্ব শক্তি সর্ব মঙ্গল পূর্ণ ।

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াং পঞ্চমাধ্যায়ে প্রথমশ্লোকঃ

‘ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ ।

অনাদিরাদি গোবিন্দঃ সর্ব কারণ কারণঃ’ । ৮৭ ।

ব্যাখ্যা আদিলীলা ৬৬ পৃষ্ঠা ৫৫ শ্লোকে দেখ । ৮৭ ।

ব্রহ্মাবনে অপ্ৰাকৃত নবীন মদন ;

কামগায়ত্রী কামবীজে বাঁর উপাসন ।

পুরুষ যোষিত্ কিবা স্থাবর জঙ্গম ;

সর্ব চিত্তাকর্ষক সাক্ষাৎ মন্থথ মদন ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে দ্বাত্রিংশাধ্যায়ে দ্বিতীয়-
শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শ্লোক বচনং

‘তাসামাবিরভু চ্ছোরিঃ স্ময়মান মুখান্মুজঃ ।

পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষান্মন্থথ মন্থথঃ’ । ৮৮ ।

ব্যাখ্যা আদিলীলা ২০৫ পৃষ্ঠা ১৪৩ শ্লোকে দেখ । ৮৮ ।

নানা ভক্তের রসামৃত সানাবিধ হয় ;

সেই সব রসামৃতের বিষয় আলস্য ।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ববিভাগে সামান্তলহর্য্যাং
প্রথম শ্লোকে শ্রীকৃপগোস্বামি বাক্যং

‘অখিল রসামৃত মূর্তিঃ প্রস্রবররুচিরুদ্ধতারকাপালিঃ ।

কলিত শ্যামললিতো রাধাপ্রেয়ান্ বিধুর্জয়তি’ ॥ ৮৯ ॥

‘বিধুঃ’ বিধুনোতি সর্বদুঃখং যদা বিদধাতি সর্বদুঃখং যঃ সঃ ভগবান্
শ্রীকৃষ্ণঃ ‘জয়তি’ সর্বদুঃখং কর্ষণ বর্ততে কথমুতঃ সঃ ‘অখিলরসামৃতমূর্তিঃ’
অখিলরসানাং বক্ষ্যমাণানাং শাস্তাদিসকলরসানাং অমৃতমেব পরানন্দ এব
মূর্তি র্যস্য সঃ পুনঃ ‘প্রস্রবররুচিরুদ্ধতারকাপালিঃ’ প্রস্রবরাভিঃ প্রসারণ-
শীলাভিঃ সুবিস্তীর্ণাভিরিতিবাচ্যং রুচিভিঃ কাস্তিভিঃ রুদ্ধাঃ আবৃত্তাঃ পরা-
ভিতা ইত্যর্থঃ তারকাণাং অখিলনক্ষত্রাণাং পালিঃ শ্রেণী যেন সঃ পুনঃ

‘কলিতশ্চামললিতঃ’ কলিতাঃ আয়সাংকৃতাঃ শ্চামাঃ শ্চামলাঃ ললিতাঃ
মার্থাঃ যেন সঃ পুনঃ ‘রাধা প্রেম্যান্’ রাধারাঃ অতিশয়েন প্রীতিকর্তা । এতৈঃ
শ্রীকৃষ্ণস্য সর্বৈষ্বর্য্য সর্বমাদুর্ধ্যানি স্চিহ্তানীতিভাবঃ । ৮৯ ।

যিনি শান্ত দাস্যাদি সকল রসের অমৃতময় মূর্তি ; যাঁহার
প্রসারিত কান্তিতে তারকাপুঞ্জের কান্তি পরাজিত হইয়াছে ;
যিনি শ্চামাগ্নী নারীদিগকে আয়সাং করিয়াছেন ; এবং
শ্রীরাধিকা যাঁহার অত্যন্ত প্রীতি পাত্রী ; সকল দুঃখ-
বিনাশক ও সর্ব সুখদাতা সেই বিধু জয়যুক্ত হউন্ ॥ ৮৯ ॥

শৃঙ্গার রস রাজময় মূর্তি ধর ;

অতএব আশ্রয় পর্য্যন্ত সর্বচিত্ত হয় । ২

তথাহি গীতগোবিন্দে প্রথমসর্গে একাদশশ্লোকে
শ্রীজয়দেব বাক্যং

‘বিশ্বেষামনুরঞ্জনেন জনয়মানন্দ মীন্দিবর

শ্রেণী শ্চামলকোমলৈ রূপনয়মস্ট্রে রনঙ্গোৎসবং ।

স্বচ্ছন্দং ব্রজসুন্দরীভিরভিতঃ প্রত্যঙ্গ মালিন্জিতঃ,

• শৃঙ্গারঃ সখি মূর্তিমানিব মধৌ মুক্ধো হরিঃ ক্রীড়তি’ ॥৯০॥

টীকা ও ব্যাখ্যা আদিলীলা ১৫২ পৃষ্ঠা ১১৯ শ্লোকে দেখ । ৯০ ।

লক্ষীকান্তাদি অবতারের হরে মন ;

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে একোনবত্যধ্যায়ে
ষাট্রিংশৎ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণার্জুনৌ প্রতি ভূমাপুরুষ বাক্যং

‘দ্বিজাত্মজা মে যুবয়ো দির্দক্ষুণা

ময়োপনীতা ভূবি ধর্ম্মগুণয়ে ;

কলাবতীর্ণাববনে ঔরাসুরান্

হত্বেহভূয় স্বরয়েত মস্তি মে’ ॥ ৯১ ॥

‘ধর্ম্মগুণয়ে’ ধর্ম্মস্ত গুণয়ে রক্ষণায় ‘মে’ মম হে ‘কলাবতীর্ণো’ কলাভিঃ

অংশশক্তিভিঃ বৃক্ষৌ অবতীর্ণৌ কৃষ্ণার্জুনৌ ইতি সম্বোধনং ‘যুবরোঃ’ ‘দ্বি-
কৃণা’ যুবাং দ্বষ্টুমিচ্ছনা ‘ময়া’ ‘মে’ মম ‘ভূবি’ ধাত্রি ‘দ্বিআশ্রভাঃ’ দ্বিঅপুত্রাঃ
‘উপনীতাঃ’ আনীতাঃ ‘অবনেঃ’ পৃথিব্যাঃ ‘ভরান্মরান্’ ভারান্ অশ্মরান্
‘হত্ভা’ হৈহ’ অত্র ‘মে’ মম ‘অস্তি’ সকাশং ‘ভূয়ঃ’ পুনরপি ‘স্মরয়া’ শীঘ্রং ‘ইতঃ’
আগচ্ছতং । ১১ ।

ভূমাপুরুষ কৃষ্ণার্জুনকে বলিতেছেন হে কৃষ্ণার্জুন !
আমি তোমাদের দর্শনেচ্ছু হইয়া এখানে দ্বিজপুত্রদিগকে
আনয়ন করিয়াছি ; প্রত্যর্পণ করিতেছি । ধর্ম রক্ষার জন্য
তোমরা আমার অংশশক্তিতে অবতীর্ণ হইয়াছ ; অবনীর
ভার অশ্মরদিগকে বধ করিয়া পুনরায় শীঘ্র আমার ধামে
আগমন কর ॥ ১১ ॥

লক্ষ্মী আদি নারীগণেরকরে আকর্ষণ ।

তত্রৈব দশমস্কন্ধে ষোড়শাধ্যায়ে ষাট্রিংশৎ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণং
প্রতি নাগপত্নী বাক্যং

‘কস্তানুভাবোহস্ম ন দেব বিদ্যহে,

তবাংস্ত্রিরেণু স্পর্শাধিকারঃ ।

যদ্বাঙ্কুরা শ্রীললনাচরন্তপো

বিহায় কামান্ স্মচিরং ধৃতব্রতা’ ॥ ১২ ॥

হে ‘দেব’ গোবিন্দ ! ‘তব’ ‘অংস্ত্রিরেণুস্পর্শাধিকারঃ’ তব চরণরেণুনাং
স্পর্শবিষয়ে অধিকারঃ ‘অস্ত’ অপরাধিনঃ কালিয়স্ত সম্বন্ধে ‘কস্য’ কারণস্য
‘অনুভাবঃ’ কলং তবরং ‘ন’ ‘বিদ্যহে’ জানীমহে । তত্রহেতু ‘যদ্বাঙ্কুরা’
যদধিকার কামেন করণয়া ‘শ্রিঃ’ লক্ষ্মীঃ ‘ললনা’ পরমসুন্দরী জীৱপি ‘স্মচিরং’
দীর্ঘকালং যাবৎ ‘ধৃতব্রতা’ বহনীয়মা সতী ‘কামান্’ তত্তত্তোগান্ ‘বিহায়’
ত্যাঙ্কু, ‘তপ’ আদি ‘আচরৎ’ । ১২ ।

হে দেব ! আপনার যে চরণ রেণু স্পর্শাধিকার বাসনায়

লক্ষ্মী ললনা, হইয়াও সকল ভোগাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক দীর্ঘ-
কাল ব্রত ধারণ করতঃ তপস্যা করিয়াছিলেন ; এই কালিয়
সর্প কোন্ স্বকৃতির ফলে তাহা পাইল ? তাহা আমরা
বলিতে পারিনা ॥ ৯২ ॥

আপন মাধুর্য্য হরে আপনার মন ;

আপনা আপনি চাহে করিতে আলিঙ্গন ;

তথাহি ললিতমাধবে অষ্টমাস্ত্রে অষ্টাবিংশ শ্লোকে মনি-
ভিত্তো স্বপ্রতিবিশ্বং দৃষ্ট্বা শ্রীকৃষ্ণঃ বাক্যং

‘অপরিকলিতপূর্ব্বঃ কশ্চমৎকারকারী,

স্বুরতি মম গরীয়ানেষ মাধুর্য্যপূরঃ ।

অয়মহমপিহন্ত প্রেক্ষ্য যং লুপ্তচেতাঃ,

সরভস মুপভোক্তুং কাময়ে রাধিকেব’ ॥ ৯৩ ॥

টীকা ও ব্যাখ্যা আদিলীলা ১২৯ পৃষ্ঠা ৯৬ শ্লোকে দেখ । ৯২ ।

‘এই ত সংক্ষেপে কহিল কৃষ্ণের স্বরূপ ;

এবে সংক্ষেপে কহি রাধা ভবরূপ ।

কৃষ্ণের অনন্ত শক্তি ; তাতে তিন প্রধান :—

চিহ্নশক্তি, মায়া শক্তি, জীব শক্তি নাম ।

অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা, তটস্থা, কহি যারে ;

অন্তরঙ্গা স্বরূপ শক্তি সবার উপরে । (১)

তথাহি ভগবদ্গদ্যে সত্বং রজস্তম ইতি ত্রিদেবমিত্যন্ত
ব্যাখ্যায়াং ধৃতো বিষ্ণুপুরাণস্ত যষ্ঠাংশীয়সপ্তমাধ্যায়স্ত ষষ্ঠি-
তম শ্লোকঃ

‘বিষ্ণু শক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজাখ্যা তথাপরা ।

অবিদ্যা কৰ্ম্মসংজ্ঞাত্যা তৃতীয়াশক্তি রীষাতে’ ॥ ৯৪ ॥

টীকা ও ব্যাখ্যা আদিলীলা ২৪১ পৃষ্ঠা ১৬১ শ্লোকে দেখ । ৯৪ ।

১ অন্তরঙ্গা...সবার উপরে—মধ্যলীলা ১১৭ পৃষ্ঠার টীকা দেখ ।

‘সচ্চিত্ অনন্দময় কৃষ্ণের স্বরূপ ;

অতএব স্বরূপ শক্তি হয় তিন রূপ ।

১) আনন্দাংশে হ্লাদিনী, সদংশে সন্ধিনী ;

চিদংশে সম্বিত ধারে জ্ঞান করি মানি ।

তথাহি ভক্তিরসামৃত সিন্ধৌ পূর্ববিভাগে রতিভক্তি লহ
র্যাং প্রথম শ্লোকব্যাখ্যায়াং ধৃতো বিষ্ণুপুরাণস্য প্রথমাং
শীঘ্রদ্বাদশাধ্যায়স্ত্র্যাক্ষচত্বারিংশ শ্লোকঃ

‘হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিত্ ত্রয়োকা সর্বসংশ্রয়ে ।

হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্রয়ি নো গুণবর্জিতো’ ॥ ৯৫ ॥

ব্যাখ্যা আদিলীলা ১১০ পৃষ্ঠা ৮৫ শ্লোকে দেখ । ৯৫ ।

‘কৃষ্ণকে আহ্লাদে তাতে নাম আহ্লাদিনী ;

সেই শক্তি ধারে সুখ আন্বাদে আপনি ।

সুখ রূপ কৃষ্ণ করে সুখ আন্বাদন ;

ভক্তগণে সুখ দিতে হ্লাদিনী কারণ ।

হ্লাদিনীর সার অংশ, তার প্রেম নাম ;

আনন্দচিন্ময় রস প্রেমের আখ্যান ।

প্রেমের পরম সার মহাভাব জানি ;

সেই মহাভাব রূপা রাধা ঠাকুরাণী ।

তথাহি উজ্জ্বলনীলমণৌ রাধাচন্দ্রাবল্যোঃ শ্রেষ্ঠতা
কথনে দ্বিতীয় শ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামি বাক্যং

‘তয়োরপ্যভয়ো মধ্যে রাধিকা সর্বধাধিকা ।

মহাভাব স্বরূপেয়ং গুণৈরতি বরীয়সী’ ॥ ৯৬ ॥

আদিলীলা ১১২ পৃষ্ঠা ৮৭ শ্লোক দেখ । ৯৬ ।

‘প্রেমের স্বরূপ দেহ, প্রেম বিভাবিত ;

কৃষ্ণের প্রেমসী শ্রেষ্ঠ জগতে বিদিত ।

তথাহি। ব্রহ্মসংহিতায়াং পঞ্চমাধ্যায়ে ত্রয়স্ত্রিংশ শ্লোকঃ

‘আনন্দচিন্ময় রস প্রতিভাবিতাভি

স্তাভি র্য এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ ।

গোলোক এব নিবসত্যখিলাস্ম ভূতো

গোবিন্দ মাদিপুরুষং তমহং ভজামি’ ॥ ৯৭ ॥

আদিলীলা ১১৩ পৃষ্ঠা ৮৮ শ্লোক দেখ। ৯৭।

‘সেই মহাভাব হয় চিন্তামণি সার ;

কৃষ্ণ বাহ্য পূর্ণ করে, এই কার্য্য তাঁর ।

মহাভাব চিন্তামণি রাধার স্বরূপ ;

ললিতাদি সখী তাঁর কায়বাহু রূপ ।

রাধাপ্রতি কৃষ্ণ স্নেহ শ্রুগন্ধি উৎকর্ষন ;

তাহে শ্রুগন্ধ দেহ উজ্জল বরণ ।

কারুণ্যামৃতধারায় স্নান প্রথম ;

তারুণ্যামৃতধারায় স্নান মধ্যম ।

লাবণ্যামৃত ধারায় তদুপরি স্নান ;

নিজ লজ্জা স্নান পট্টমাটি পরিধান ।

কৃষ্ণ অহরাগ রক্ত দ্বিতীয় বসন ;

প্রণয় মান কঙ্কলিকায় বন্ধ আচ্ছাদন ।

সৌন্দর্য্য কুঙ্কুম, সখী প্রণয় চন্দন,

স্মিত কান্তি কপূর, তিন অঙ্গে বিলেপন । (১)

১ সেই মহাভাব...বিলেপন—উগম। দ্বারা শ্রীরাধিকার আধ্যাত্মিক রূপ কি তাহা প্রতি-
পন্ন করিলেন। ভগবানের জ্ঞানীশক্তির বিকাশে প্রেম বা আনন্দ চিন্ময় রস অভ্যুদিত হয়।
প্রেমের দ্বারীভাবের নাম মহাভাব। এই মহাভাবকে সমস্ত চিন্তার সারচিন্তা অথবা চিন্তা-
মণি কথা যায় ; ইহাই শ্রীরাধিকার স্বরূপ বিগ্রহ। কৃষ্ণলীলারূপ মনোবৃত্তিগণ অর্থাৎ মনয়ের
উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকল ললিতাদি সখীরূপিত। শ্রীরাধার কোন প্রাকৃতিক শরীর নাই ; মনো-
বৃত্তিরূপ সখীকায়বাহুে তিনি অবস্থিত করেন। (উৎকর্ষিত) ঘনীভূত কৃষ্ণ স্নেহই তাঁহার
উজ্জল বর্ণ ; কারুণ্য বা দয়া, তারুণ্য বা চিরনবীনত্ব ও লাবণ্য বা সর্ব্ব সৌন্দর্য্যরূপ অমৃত
জলে রাধারূপ যেন পুনঃ পুনঃ স্নাত বা বিশোধিত হইয়াছে। লজ্জারূপ শ্যামবর্ণের মাটি এবং

'কৃষ্ণের উজ্জল রস যুগমদ ভর ;
 সেই যুগমদে বিচিত্র কলেবর ।
 প্রচ্ছন্ন মান, বাম্য ধর্মিল্য বিজ্ঞাস ; (১)
 ধীরাধীরাশ্রয় গুণ, অঙ্গে পট্টবাস । (২)
 রাগ, তাহুল রাগে অধর উজ্জল ;
 প্রেম কোটিল্য নেত্র যুগলে কজ্জল ।
 সুদীপ্ত সাত্ত্বিক ভাব হর্ষাদি সঞ্চারি ;
 এই সব ভাব ভূষণ সব অঙ্গে ভরি ।
 কিলকিঞ্চিতাদি ভাব বিংশতি ভূষিত ; (৩)
 গুণশ্রেণী পুষ্পমালা সর্বদা পূরিত ।
 সৌভাগ্য তিলক চাক্র ললাটে উজ্জল ;
 প্রেম বৈচিত্র রত্নস্বদয়ে তরল ।
 মধ্য বরস, সখী সঙ্ক্ষে করম্মাস ;
 কৃষ্ণ নীলা মনোবৃত্তি সখী আশপাশ ।
 নিজস্ব সৌরভালয়ে গন্ধ পর্য্যঙ্ক ;
 তাতে বসি আছে সদা চিন্তে কৃষ্ণ সঙ্গ ।
 কৃষ্ণ নাম গুণ যশ অবতংশ কাণে ;
 কৃষ্ণ নাম গুণ যশ প্রবাহ বচনে ।
 কৃষ্ণকে করায় সোম রস মধু পান ;
 নিরন্তর পূর্ণ করে কৃষ্ণের সর্বকাম ।
 কৃষ্ণের বিমুক্ত প্রেম রত্নের আকর ;
 অহুপম গুণগণ পূর্ণ কলেবর ।

কৃষ্ণানুরাগরূপ রত্নবর্ণের সাতী তাঁহার পরিধান । প্রণয় ও মান রূপ কাঁচুলিতে তাঁহার বন্ধা-
 ছাদিত ইত্যাদি ।

- ১ প্রচ্ছন্ন মান...পট্টবাস—কৃষ্ণের প্রতি প্রচ্ছন্ন মান ও বাম্য (বক্রতা) তাঁহার বেণীবিন্ধ্যাস
- ২ ধীরাধীরাশ্রয়গুণ—যে নারিকার কোপ প্রকাশ কিয়ৎ পরিমাণে ব্যক্ত এবং কিয়ৎ পরিমাণে অব্যক্ত থাকে । *
- ৩ কিলকিঞ্চিতাদিভাব বিংশতি—নারিক সন্নিপাতে নারিকার যুগপৎ হর্ষাদি নানা ভাবে উদয় ।

তথাহি ত্রীগোবিন্দলীলামৃতে একাদশমর্গে দ্বাদশাধিক-
শত শ্লোকে ত্রীরাধাকুন্দবল্লো রক্তপ্রভাত্তী

‘কা কৃষ্ণস্য প্রণয়জনিভুঃ শ্রীমতিরাদিকৈকা

কাস্য প্রেয়স্বনুপমগুণা রাধিকৈকা ন চাত্মা

জৈক্সং কেশে দৃশি তরলতা নিষ্ঠুরত্বং কুচেহস্যা

বাঙ্গাপূর্ত্যৈ প্রভবতি হরে রাধিকৈকা ন চাত্মা’ ॥ ৯৮ ॥

‘কৃষ্ণস্য’ ‘প্রণয়জনিভুঃ’ প্রেমজন্মভূমিঃ ‘কা’ ইতিপ্রশ্নে অসোত্তরং
‘একা’ ‘শ্রীমতি রাধিকা’ । ‘অস্য’ কৃষ্ণস্য ‘প্রেয়সী’ ‘কা’ ইতি প্রশ্নে ‘অনু-
পমগুণা’ ‘একা’ ‘রাধিকা’ ‘ন’ ‘চ’ ‘অত্মা’ ইত্যন্তরং । ‘অস্যাঃ’ রাধায়াঃ
‘কেশে’ চিকুরসমূহে ‘জৈক্সং’ কোটিলং বক্রতা ইতিষাবৎ ‘দৃশি’ নয়নে ‘তর-
লতা’ চঞ্চলতা ‘কুচে’ স্তনযুগলে ‘নিষ্ঠুরত্বং’ পীনত্বং কঠিনত্বমিতিষাবৎ
বিদ্যাতে ইতিশেষঃ । ‘হরেঃ’ কৃষ্ণস্য ‘বাঙ্গাপূর্ত্যৈ’ বাঙ্গাপূরণায় নিমিত্তায়
‘একা’ ‘রাধিকা’ ‘নচ’ ‘অত্মা’ ‘প্রভবতি’ সমার্থা ভবতি । ৯৮ ।

কৃষ্ণের প্রণয় পাত্রী কে ? একা শ্রীমতী রাধিকা ; তাঁহার
প্রেয়সী কে ? আর কেহ নহে, একা রাধিকা । ইঁহার কেশ-
বক্র ; নয়ন, চঞ্চল ও কুচযুগল, পীন ; ইনিই একা কৃষ্ণের
বাঙ্গা পূর্ণ করিতে সক্ষম ॥ ৯৮ ॥

‘হাঁহার সৌভাগ্যগুণ বাঞ্ছে সত্যভামা ;

যাঁর ঠাঁঞি কলাবিলাস শিখে ব্রজরামা ।

যাঁর সৌন্দর্য্যাদি গুণ বাঞ্ছে লক্ষ্মী পার্শ্বতী ;

যাঁর পতিব্রতা ধর্ম বাঞ্ছে অরুন্ধতী ।

যাঁর সঙ্গুণ গণনের কৃষ্ণ না পান পার ;

তাঁর গুণ গণিবে কেমনে জীব ছার ?

প্রভু কহে ‘জানিল কৃষ্ণ রাধা প্রেমতত্ত্ব ;

গুনিতে চাহিয়ে হঁহার বিলাস মহত্ব’ ।

রায় কহে ‘কৃষ্ণ হয় যীর ললিত ;

নিরন্তর কামজীড়া তাঁহার চরিত’ ।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে বিভাবলহর্য্যাং
পঞ্চদশাধিকশতশ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামি বাক্যং

‘বিদম্ভো নবতারুণ্যঃ পরিহাস বিশারদঃ

নিশ্চিত্তো ধীর ললিতঃ স্যাৎ প্রায় প্রেয়সীবশঃ’* ॥৯৯ ॥

ধীর ললিত নায়কস্য লক্ষণমাহ । ‘বিদম্ভঃ’ নানা রসযুক্তঃ ‘নবতারুণ্যঃ’
নিত্য নূতনঃ ‘পরিহাসবিশারদঃ’ পরিহাসবিষয়ে সুদক্ষঃ ‘নিশ্চিত্তঃ’ চিন্তা-
শূন্তঃ সদানন্দ ইতিবাবৎ ‘প্রাঘঃ’ ‘প্রেয়সীবশঃ’ ইত্যাদি লক্ষণযুক্তঃ ‘ধীর-
ললিতঃ’ নায়কঃ ‘স্যাৎ’ ভবেৎ । ৯৯ ।

ধীরললিত নায়ক বিনম্র, নিত্য নবভাব যুক্ত, পরিহাস-
বিষয়ে সুদক্ষ, সদানন্দ, এবং প্রায় প্রেয়সীর বশীভূত হইয়া
থাকেন ॥ ৯৯ ॥

রাত্রি দিন কুঞ্জে ক্রীড়া করে রাধা সঙ্গে ;

কৈশোর বয়স সফল কৈলা ক্রীড়া যঙ্গে ।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণ বিভাগে বিভাবলহর্য্যাং
চতুর্বিংশাধিক শতশ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামি বাক্যং

‘বাচা সূচিত শরীরী রতিকলা প্রাগলভ্যয়া রাধিকাং

ব্রীড়াকুঞ্চিত লোচনাংবিরচয়ন্নগ্রে সখীনামিসৌ

তদ্বক্ষোরুহ চিত্রকৈলি মকরী পাণ্ডিত্য পারং গতঃ

কৈশোরং সফলীকরোতি কলয়ন্ কুঞ্জে বিহারং হরিঃ’ ॥১০০ ॥

টীকা ও ব্যাখ্যা আদিঃ ১২১ পৃঃ ৯২ শ্লোকেদেখ । ১০০ ।

* ইহার পর বৃত্তান্ত শীলের পুস্তকে ভক্তিরসামৃত সিদ্ধ হইতে নিম্ন লিখিত শ্লোকটি
উদ্ধৃত হইয়াছে ; কিন্তু অস্ত কোন গ্রন্থে তাহা নাই :—

‘অকস্মাদেকস্মিন্ পথি সখি ময়া বায়ুনতটং

ব্রজন্ত্যা দৃষ্টোহয়ং নবজলধর জ্বাল তমুঃ

স দৃগভঙ্গ্যা কিম্বা ক্লান্ত নহি জানে তত ইদং

মমো মে ব্যালোলং কচন গৃহবর্ত্তে ন নয়তি ।’

- প্রভু কহে 'এহ হয় আগে কহ আর' ;
রায় কহে 'ইহা বই বুদ্ধি নাহি আর ।
যেবা প্রেম বিলাস বিবর্ত এক হয় ;
তাহা শুনি তোমার সুখ হয় কিনা হয়' ।
এত বলি আপন কৃত গীত এক গাইল ;
প্রেমে প্রভু সহস্রে তাঁর মুখ আচ্ছাদিল ।

তথাহি গীতঃ

‘পহিলহি রাগ নয়ন ভঙ্গ ভেল ;
অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল ।
না সো রমণ না হাম রমণী ;
দুঁহ মন মনোভাব পেশল জানি ।
এ সখি ! সে সব প্রেমকাহিনী ;
কানুঠামে কহবি বিছুরল জানি ।
না খোজলুঁ দূতী, না খোজলুঁ আন ;
দুঁহকো মিলনে মধ্যোতে পাঁচ বাণ ।
অবশই বিরাগ তুহ ভেলি দূতী ;
স্বপুরুষ প্রেমক ঐছন রীতি’ ।

তথাহি উজ্জলনীলমণৌ স্থায়িভাবকথনে দশাধি কশত
শ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামি বাক্যঃ

‘রাধায়া ভবতশ্চ চিত্তজতুনী স্বেদৈবিল্যাপ্য ক্রমা
দযুঞ্জমদ্রি নিকুঞ্জকুঞ্জরপতে নিধুঁতভেদ ভ্রমঃ
চিত্রায় স্বয়মম্বরজয়দিহ ব্রহ্মাণ্ড হর্ষোদরে
ভূয়োভি নবরাগ হিন্দুলভরৈঃ শৃঙ্গারকারুকৃতী’ ॥ ১০১ ॥

হে ‘অদ্রিনি কুঞ্জ কুঞ্জরপতে’ অদ্রৌ গোবর্দ্ধনে নিকুঞ্জানাং মধ্যে কুঞ্জঃ
কুঞ্জরাখাঃ কুঞ্জঃ তস্য পতিঃ তৎ সস্বোধনে হে কব ! ‘শৃঙ্গারকারুকৃতী’ কন্দর্প-

শিল্পী 'ইহ' অশ্বিন্ 'ব্রহ্মাওহর্ষোদরে' ব্রহ্মাওরূপ রাজপ্রাসাদে 'রাধায়াঃ' 'চ'
 পুনঃ 'ভবতঃ' 'ভব' 'চিত্তজত্বী' যে চিত্তরূপ জত্বনী লাক্ষে 'ভূয়োভিঃ' বার-
 বারং 'নবরাগ হিন্দুলভরৈঃ' 'উভয়ো নবীনামুরাগ এব হিন্দুলভরাণি বর্ণদ্রব্য-
 সমূহা স্তৈঃ করণৈঃ 'বিলাপ্য' লেপনং কৃষ্টা 'স্বৈদৈঃ' প্রেমায়িকৈঃ করণৈশ্চ
 'ক্রমাৎ' ক্রমেণ 'নিধূতভেদভ্রমং' নিধূতং নিঃশেষিতং ভেদভ্রমং ভেদরূপ-
 মিথ্যাজ্ঞানং যস্মিন্ তৎ যথা স্যাৎ তথা 'যুগল্' মিশ্রীকূর্কল্ গল্ 'চিত্রায়'
 চিত্রকর্ম্মকরণায় নিমিত্তায় 'স্বয়ং' 'অম্বরঞ্জয়ৎ' অম্বরঞ্জনং কৃতবান্ । ১০১ ।

হে গোবর্দ্ধন বিহারিন্ ! এই ব্রহ্মাওরূপ হর্ম্ম্যমধ্যে কন্দর্প-
 শিল্পকার তোমার ও শ্রীরাধিকার চিত্তজত্ব দুইটি, উভয়ের
 নবানুরাগরূপ হিন্দুলবর্ণে বিলেপন করতঃ প্রেমায়ি দ্বারা
 ক্রমে অভিন্নরূপে সংমিশ্রণ করিয়া কেমন সুন্দররূপে অনু-
 রঞ্জিত করিয়া রাখিয়াছে । ॥ ১০১ ॥

প্রভু কহে 'সাধ্য বস্ত্র অবধি এই হয় ;
 তোমার প্রসাদে ইহা জানিল নিশ্চয় ।
 সাধ্য বস্ত্র সাধন বিনা কেহ নাহি পায় ;
 কৃপা করি কহ রায় পাবার উপায়' ।
 রায় কহে 'যেই কহাও সেই কহি বাণী ;
 কি কহিয়ে ভাল মন্দ কিছুই না জানি ।
 জিত্ত্বন মধ্যে ঐছে আছে কোন ধীর ?
 যে তোমার মায়ানাটে হইবেক স্থির ।
 মোর মুখে বক্তা তুমি, তুমি হও শ্রোতা ;
 অত্যন্ত রহস্ত গুন সাধনের কথা ।

রাধাকৃষ্ণের লীলা এই অতি গুচত্বর ;
 দাস্য বাৎসল্যাদি ভাবে না হয় গোচর ।
 তবে এক সখীগণের ইহা অধিকার ;
 সখী হৈতে হয় এই লীলার বিস্তার ।
 সখী বিনা এই লীলা পুট নাহি হয় ;
 সখী লীলা বিস্তারিয়া সখীস্বানন্দয় ।

•সখী বিনা এই লীলার অভের নাহি গতি ;
 সখী ভাবে যেই তাঁরে করে অহুগতি ;
রাধাকৃষ্ণের কুঞ্জমেরা সাধ্য সেই পার ;
 সেই সাধ্য পাইতে আর নাহিক উপার ।

তথাহি শ্রীপ্রোবিন্দ লীলায়তে দশমসর্গে সপ্তদশশ্লোকে
 স্বন্দাং প্রতি নান্দীমুখী বচনং

‘বিভূরপি স্ত্বরূপঃ স্প্রকাশোহপিভাবঃ
 ক্ষণমপি নহি রাধাকৃষ্ণয়ো র্যা ঞ্জতে স্যাঃ
 প্রবহতি রসপুষ্টিং চিহ্নভূতী বিবেশঃ
 অয়তি ন পদমাঙ্গাং কঃ সখীনাং রসজ্ঞঃ’ ॥ ১০২ ॥

‘যাঃ’ ‘স্যাঃ’ স্বকীয়াঃ ‘চিহ্নভূতীঃ’ চিদ্দেশ্যরূপিণীঃ সখীঃ ‘ঞ্জতে’ বিনা
 ‘রাধাকৃষ্ণয়োঃ’ ‘স্ত্বরূপঃ’ ‘বিভূঃ’ প্রভুত্বাদ্যর্থব্যং তথা ভবো ‘ভাবঃ’ ‘স্প্র-
 কাশোহপি’ ‘ক্ষণমপি’ ‘রসপুষ্টিং’ ন ‘প্রবহতি’ প্রাপ্নোতি ‘কঃ’ ‘বিবেশঃ’ প্রবিষ্টঃ
 নিপুণ ইত্যর্থঃ ‘রসজ্ঞঃ’ জনঃ ‘আঙ্গাং’ ‘সখীনাং’ ‘পদং’ চরণং ‘ন’ ‘অয়তি’
 আশ্রয়তি ? অবশ্যম্ভব তাসাং চরণং আশ্রয়ণীয়ং ভবতীত্যর্থঃ । ১০২ ।

রাধা কৃষ্ণের স্তববিভু ও ভাব স্প্রকাশ হইলেও যাঁহাদের
 সাহায্য ব্যতীত ক্ষণকালের জন্য রসপুষ্টি লাভ করিতে সক্ষম
 হয় না ; কোন্ নিপুণ রসজ্ঞ ব্যক্তি চিদ্দেশ্যরূপিণী সেই
 স্বকীয়া সখীদিগের চরণাশ্রয় না করিয়া থাকিতে
 পারেন ? ॥ ১০২ ॥

‘সখীর স্তব এক অকথা কখন ;
 কৃষ্ণ সহ নিজ লীলার নাহি সখীর মন ।
 কৃষ্ণ সহ রাধিকার লীলা যে করায় ;
 নিজ স্তব হইতে অধিক স্তব গায় ।
 রাধার স্বরূপ—কৃষ্ণ প্রেম কমলতা ;
 সখীগণ হয় তার পল্লব গুণগাভী ।

‘কৃষ্ণ লীলামতে যদি লভাকে সিঞ্চয় ;

নিজ সুখ হইতে পরবাস্যের কোটি সুখ হয় । (১)

তথাহি শ্রীগোবিন্দ লীলামতে দশমসর্গে বোড়শশ্লোকে
বৃন্দাং প্রতি নান্দীমুখীবচনং

‘সখ্যঃ শ্রীরাধিকার্য্য ব্রজকুমুদবিধো হ্লাদিদীনীনাশক্তেঃ
সারাংশ প্রেমবল্লভাঃ কিশলয়দল পুষ্পাদিতুল্যাঃ স্বতুল্যাঃ
সিক্তার্য্যঃ কৃষ্ণ লীলামতে রসনিচয়ৈরুল্লসন্ত্যামমুখ্য্যং
জাতোল্লাসাঃ স্বসেকাচ্ছত গুণমধিকং সন্তি যত্তম চিত্রং’ ১০৩৥

‘ব্রজকুমুদবিধোঃ’ বৃন্দাবনস্য কুমুদানি কুমুদরূপাণি গোপ্য ভাসাং সম্বন্ধে
বিধুশ্চন্দ্রতুল্য স্তস্য নন্দনন্দনস্য ‘হ্লাদিদীনীনাশক্তেঃ’ আনন্দ দায়িনীনাশ-
ক্তেঃ ‘সারাংশপ্রেমবল্লভাঃ’ সারাংশঃ মজ্জাভাগ এব প্রেমরূপা বল্লী লতা
তুল্যাঃ ‘শ্রীরাধিকার্য্যঃ’ ‘সখ্যঃ’ সখীসমূহাঃ ‘স্বতুল্যাঃ’ রাধিকাসদৃশাঃ অর্থাৎ
কিঞ্চিন্নানাঃ ‘কিশলয় দল পুষ্পাদিতুল্যাঃ’ নবীনপল্লবপত্রপুষ্পসদৃশাঃ ভব-
ভীতি শেষঃ । ‘কৃষ্ণলীলামতে রস নিচয়ৈঃ’ করণৈঃ ‘সিক্তার্য্যঃ’ সিক্তিতার্য্যঃ
‘উল্লসন্ত্য্যং’ ‘অমুখ্য্যং’ শ্রীরাধিকার্য্যঃ ‘স্বসেকাৎ’ সখীনং আত্মসিঞ্চনাৎ ‘শত-
গুণ মধিকং’ বখা স্য্যৎ তথা ‘বৎ’ ‘জাতোল্লাসাঃ’ সন্তি ‘তৎ’ ‘চিত্রং’ আশ্চর্য্যঃ
‘ন’ স্যাদিতিশেষঃ । ১০৩ ।

শ্রীরাধিকাই বৃন্দাবনচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিদীনীশক্তির
সারাংশরূপ প্রেমবল্লী ; সখীগণ তদপেক্ষা ন্যূন কিশলয় ;
পুষ্পাদিতুল্য ; উল্লাসময়ী শ্রীরাধিকাতে কৃষ্ণলীলামতে রস
অভিসিঞ্চিত হইলে, আপনাদের সেকাপেক্ষা সখীগণ যে
শতগুণ অধিক আনন্দ লাভ করিয়া থাকেন ; তাহাতে আর
আশ্চর্য্য কি ? ১০৩ ॥

‘যথাপি সখীর কৃষ্ণ সম্মুখে নাহি বন ;

তথাপি রাধিকার যত্নে করায় সন্মম ।

‘না না’ ছলে কৃষ্ণে প্রেরি সঙ্গম করার ;
 আত্মসুখ নর হৈতে কোটি সুখ পায় ।
 অস্তোত্ত বিগুহ প্রেমে করে রস পুটে ;
 তা’সবার প্রেম দেখি কৃষ্ণ হয় তুষ্ট ।
 সহজে গোপীর প্রেম নহে প্রাকৃত কাম ;
 কাম ক্রীড়া নাহো তার কহি কাম নাম ।

তথাহি ভক্তিরসায়তনসিদ্ধৌ পূর্ববিভাগে সাধনভক্তি-
 লহর্যাং পঞ্চদশাধিক শতাব্দধৃত গৌতমীতন্ত্রং
 ‘প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমঃ প্রথাং
 ইতু্যুক্তবাদয়োহপ্যেতং বাঞ্ছন্তি ভগবৎ প্রিয়াঃ’ ॥ ১০৪ ॥

টীকা ও ব্যাখ্যা আদিঃ ১৩৪ পৃঃ ১০১ শ্লোকে দেখ । ১০৪ ।

‘নিজেন্দ্রিয় সুখ হেতু কামের তাৎপর্য ;
 কৃষ্ণ সুখে তাৎপর্য গোপীভাব বর্ষ্য ।
 নিজেন্দ্রিয় সুখ বাহ্য নাহি গোপীকার ;
 কৃষ্ণে সুখ দিতে করে সঙ্গম বিহার ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে একত্রিংশাধ্যায়ে উন-
 বিংশতি শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণমুদ্दिष्ट গোপীবাক্যং
 ‘যন্তেন্সজাত চরণান্মু রুহং স্তনেষু
 ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দধীমহি কর্কশেষু ;
 তেনাটবী মৃটসি তদ্ব্যুৎপাতে ন কিং স্বিৎ
 কূপ্যাদিভি ভ্রমতি ধী র্ভবদায়ু মাং নঃ’ ॥ ১০৫ ॥

টীকা ও ব্যাখ্যা আদিঃ ১৩৬ পৃঃ ১০২ শ্লোকে দেখ ॥ ১০৫ ॥

‘সেই গোপীভাবান্তে বার লোভ হয় ;
 বেশ ধর্ম ত্যজি সে কৃষ্ণকে ভজয় ।
 রাগানুগা মার্গে তাঁরে ভজে যেই জন ;
 সেই জন পায় ব্রজে ব্রহ্মজনকন ।

‘ব্রহ্ম লোকের কোন ভাব লক্ষ্যেই ভজে ;

ভাবযোগ্য দেহ পাঞা কৃষ্ণ পায় ব্রজে ।

তাহাতে দৃষ্টান্ত উপনিষদ্ প্রতিপন্ন ;

রাগমার্গে ভজি পাইল ব্রজেঙ্গনন্দন ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে সপ্তাশীতিতমাধ্যায়ে
উনবিংশল্লোকে ভগবন্ত মুদ্दिश वेदस्तुतिः

‘নিভৃতমরুন্মনোক্ষদৃঢ়যোগযুক্তো হৃদি য

মুনয় উপাসতে তদরয়োহপি যযুঃ স্মরণাৎ ।

স্ত্রিয় উরুগেন্দ্র ভোগ ভুজদণ্ড বিবক্তধিয়ো

বয়মপি তে সমাঃ সমদৃশোহজি সরোজস্থধাঃ’ ॥ ১০৬ ॥

‘নিভৃত মরুন্মনোক্ষ দৃঢ় যোগযুক্তঃ’ মরুৎ প্রাণশ্চ মনশ্চ অক্ষানিচ
সর্কেল্লিয়ানি ইত্যর্থঃ নিভৃতানি সংযমিতানি যৈঃ তে চ তে দৃঢ়ং যোগং
যুক্ততীতি দৃঢ় যোগ যুক্তশ্চতে তথা ভূতাঃ ‘মুনয়ঃ’ ‘হৃদি’ ‘যৎ’ স্বাম্ ‘উপাসতে’
‘তৎ’ স্বাং ‘অরয়োহপি’ অস্মরাদরয়োহপি ‘স্মরণাৎ’ শত্রুভাবেন সর্বদা চিন্তনাৎ
‘যযুঃ’ প্রাপুঃ ‘স্ত্রিরয়োহপি’ গোপিকা অপি কামতঃ ‘তে’ তব ‘অংস্ত্রিসরোজ-
স্থধাঃ’ তব সজানন্দাদীন ‘যযুঃ’ প্রাপুঃ কথন্তুতাঃ স্ত্রিয়ঃ ‘উরুগেন্দ্র ভোগভুজদণ্ড-
বিবক্ত ধিয়ঃ’ তব অহীন্দ্রভোগঃ সর্পদেহস্তৎ সদৃশয়োঃ ভুজদণ্ডয়ো বিবক্তা
অতিনিবিষ্টা ধী ধীসাং তাঃ পরিচ্ছিন্নদৃষ্টয়ঃ ; ‘বয়মপি’ অত্যাভিমানিত্বো দে-
বতা অপি ‘সমাঃ’ গোপীদেহভূত্যাঃ ‘সমদৃশঃ’ গোপীভাবানুগতাঃ সত্যঃ ‘তবাং-
স্ত্রি সরোজস্থধাঃ’ প্রাপুঃ ইত্যর্থঃ ॥ ১০৬ ॥

প্রাণ মন ইন্দ্রিয়াদি সংযম পূর্বক দৃঢ়যোগযুক্ত মুনিগণ
আপনার যে তত্ত্ব হৃদয়ে উপাসনা করেন ; অস্মরণ শত্রু
ভাবে ‘সর্বদা চিন্তা করিয়াও তাহাই প্রাপ্ত হয় । আর
সর্পেন্দ্র দেহ সদৃশ আপনার ভুজদণ্ডে পরিচ্ছিন্ন দৃষ্টিতে চিত্ত
অতিনিবিষ্ট করিয়া গোপী সকল আপনার অংস্ত্রিসরোজস্থধা

লাভ করিয়াছেন; আমরা ঐশ্বর্যভিমानी দেবতা সকলও তাঁহাদের সম দেহ পাইয়া ও তাঁহাদের ভাবানুগত হইয়া তাহাই প্রাপ্ত হইব ॥ ১০৬ ॥

‘সমদূশ’ শব্দে কহে সেই ভাবে অহুগতি ;
 ‘সমা’ শব্দে কহে ঐশ্বর্যের গোপী দেহ প্রাপ্তি ।
 ‘অংত্রি পদ্য সুধা’ কহে কৃষ্ণ সঙ্গিনন্দ ;
 বিধিমার্গে না পাইয়ে ব্রজে কৃষ্ণচন্দ্র ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে নবমাধ্যায়ে ষোড়শ-
 শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শ্লোক বাক্যং

‘নায়াং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকাসুতঃ ।

জ্ঞানিনাঞ্চাশ্র ভূতানাং যথা ভক্তি মতামিহ’ ॥ ১০৭ ॥

‘অয়াং’ ‘ভগবান্’ ‘গোপিকাসুতঃ’ যশোদাতনয়ঃ ‘ইহ’ জগতি ‘ভক্তিমতাং’ জনানাং সম্বন্ধে ‘যথা’ ‘সুখাপঃ’ সুখলভ্যঃ স্যাৎ তথা ‘দেহিনাং’ দেহাভি-
 মানিনাং তাপসাদীনামিত্যর্থঃ ‘চ’ পুনঃ ‘আশ্রভূতানাং’ ‘জ্ঞানিনাং’ নিরুজা-
 ভিমানিনামপি সম্বন্ধে ‘ন’ ভবতীতি শেষঃ ॥ ১০৭ ॥

এই গোপীসুত ভগবান্ ভক্তিমানদিগের যেরূপ সুখ-
 লভ্য ; দেহাভিমानी তাপসগণের এবং নিরুজিমান জ্ঞানী-
 দিগের পক্ষে সেরূপ নহেন ॥ ১০৭ ॥

‘অতএব গোপীভাব করি অসীকার ;
 রাত্রি দিন চিন্তে রাধাকৃষ্ণের বিহার ।
 সিদ্ধিদেহে চিন্তি করে তাঁহাকি সেবন ;
 সখীভাবে পায় রাধাকৃষ্ণের চরণ ।
 গোপী অহুগত বিনা ঐশ্বর্যজ্ঞানে
 ভজিলেও নাহি পায় ব্রজেন্দ্রনন্দনে ।
 তাহাতে দৃষ্টান্ত লক্ষী করিল ভজন ;
 তথাপি না পাইল ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন’ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে সপ্তচত্বাদ্বিংশাধ্যায়ে
ত্রিংশোঃশ্লোকে গোপীঃ প্রতি উদ্ধব বাক্যং

‘নায়ং প্রিয়োহঙ্ক উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ

স্বর্ঘ্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোহৃদ্যাঃ

রাসোৎসবেহস্ম ভুজদণ্ড গৃহীতকণ্ঠ

লঙ্কাশিবাং য উদগাহু জন্দরীগাং’ ॥ ১০৮ ॥

ইহার টীকা ও ব্যাখ্যা পূর্বে ৭৬ শ্লোকে দেওয়া হইয়াছে ; মধ্যমীনা
১৫৯ পৃষ্ঠা দেখ ॥ ১০৮ ॥

এত শুনি প্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গন ;

দুই জনে গলাগলি করেন ক্রন্দন ।

এই মত প্রেমাবেশে রাজি গোড়াইলা ;

প্রাতঃকালে নিজ নিজ কার্যে চলি গেলা ।

বিদায় সময়ে প্রভুর চরণে ধরিয়া

রামানন্দ রর কহে মিনতি করিয়া :—

‘মোরে কৃপা করিতে তোমার ইহাঁ আগমন ;

দিন দশ রহি শোধ মোর ছুই মন ।

তোমা বিনা অন্ত নাহি জীষ উদ্ধারিতে ;

তোমা বিনা অন্ত নাহি কৃষ্ণ প্রেম দিতে’ ।

প্রভু কহে ‘আইলাম শুনি তোমার গুণ ;

কৃষ্ণ কথা শুনি শুদ্ধ করাইতে মন ।

বৈছে শুনিল তৈছে দেখিল তোমার যহিয়া ;

রাধাকৃষ্ণ প্রেমরস জ্ঞানে ভুবি কীয়া ।

হৃদয়নের কা কথা ? হাবৎ আমি জীষ ;

তাবৎ তোমার সঙ্গ ছাড়িতে নারিব ।

নীলাচলে তুমি আমি থাকিব এক সঙ্গে ;

‘সুখে গোড়াইব কাল কৃষ্ণকথা রকে’ ।

একমলি ছুইক নিজ নিজ কার্যে গেলা ;

সন্ধ্যাকালে পুনঃসার আসিয়া মিলিলা ।

, অস্ত্রোস্ত্রে মিলি হুঁহে নিহতে বসিরা ;
 প্রমোত্তর গোষ্ঠি করে আনন্ডিত হঞা ।
 প্রভু পুছে রামানন্দ করেন উত্তর ;
 এইমত সেই রাত্রি কথা পরস্পর ।
 প্রভু কহে 'কোন্ বিদ্যা ? বিদ্যা মধ্যে সার' ;
 রার কহে 'কৃষ্ণভক্তি বিনা বিদ্যা নাহি আর' ।
 'কীৰ্ত্তিগণ মধ্যে জীবের কোন্ বড় কীৰ্ত্তি' ?
 'কৃষ্ণপ্রেম ভক্ত বলি বার হয় খ্যাতি' ।
 'সম্পত্তির মধ্যে জীবের কোন্ সম্পত্তি গনি' ?
 'রাধাকৃষ্ণে প্রেম বার সেই বড় ধনী' ।
 'দুঃখ মধ্যে কোন্ দুঃখ হয় গুরুতর' ?
 'কৃষ্ণভক্তি বিরহ বিনা দুঃখ নাহি আর' ।
 'মুক্ত মধ্যে কোন্ জন মুক্ত করি মানি' ?
 'কৃষ্ণপ্রেম বার সেই মুক্ত শিরোমণি' ।
 'গান মধ্যে কোন্ গান জীবের নিজ ধর্ম' ?
 'রাধাকৃষ্ণের প্রেমকেলি যেই গীতের মর্ম' ।
 'শ্রেরো মন্ধ্য কোন্ শ্রেরো জীবের হয় সার' ?
 'কৃষ্ণ ভক্ত সব বিনা শ্রেরো নাহি আর' ।
 'কাহার মরণ জীব করে অমুকণ' ?
 'কৃষ্ণনাম গুণ লীলা প্রধান মরণ' ।
 'ধ্যের মধ্যে জীবের কর্তব্য কোন ধ্যান' ?
 'রাধাকৃষ্ণ পদারবুজ ধ্যান প্রধান' ।
 'সর্ব তোজি জীবের কর্তব্য কাঁহা বাস' ?
 'বৃন্দাবন ব্রজ ভূমি বাঁহা লীলা রাস' ।
 'শ্রবণ মধ্যে জীবের কোন্ শ্রেষ্ঠ শ্রবণ' ?
 'রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলা কর্ণ রসায়ন' ।
 'উপাস্তের মধ্যে কোন্ উপাস্ত প্রধান' ?
 'শ্রেষ্ঠ উপাস্ত যুগল রাধাকৃষ্ণ নাম' ।
 'ব্রুক্তি ভক্তি বাঞ্ছে যেই কাঁহা হুঁহার পতি' ?
 'স্বাবরদেহ, দেবদেহ যৈছে হয় দ্বিতি' ।

‘অরসজ্ঞ কাক চূবে জ্ঞান নিখকলে ;
 রসজ্ঞ কোকিল খায় প্রেমাম যুকলে ।
 অভাগিয়া স্ত্রানী আবাদয়ে গুণজ্ঞান ;
 কৃষ্ণ প্রেমামৃত পান করে ভাগ্যবান’ ।
 এইমত দুই জনের কৃষ্ণ কথা রসে
 স্তুত্যাগীত রোদনে হইল রাতি শেষে ।
 দৌহে নিজ নিজ কার্যে চলিলা বিহানে ;
 সন্ধ্যাকালে রাস আসি মিলিলা আর দিনে ।
 ইষ্ট গোষ্ঠি কৃষ্ণ কথা কহি কতক্ষণ ;
 প্রভুপদে ধরি রাস করে নিবেদন :—
 ‘কৃষ্ণতত্ত্ব, রাধাতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব সার ;
 রসতত্ত্ব, লীলাতত্ত্ব বিবিধ প্রকার ;
 এত তত্ত্ব মোর চিত্তে কৈলে প্রকাশন ;
 স্বাক্ষকে বেস যেন পড়াইল নারায়ণ ।
 অন্তর্যামী ঈশ্বরের এই রীতি হয়ে ;
 বাহিরে না কহে বস্তু প্রকাশে হুসরে ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে প্রথমোধ্যায় প্রথম-
 শ্লোকে ব্যাসদেববাক্যং

‘জন্মাদ্যশ্চ যতোহিম্ময়া দিতরতশ্চার্থেহভিজ্ঞঃ স্বরাট্
 তেনে ব্রহ্মহৃদা য আদিকবরে মুহুন্তি যৎ সূরয়ঃ
 তেজোবারিমুদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোহিম্ময়া
 ধাম্মা যেন সদা নিরন্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি’ ॥ ১০৯ ॥

‘পরং’ পরমেশ্বরং ‘ধীমহি’ ধ্যায়েমঃ তমেব স্বরূপতটস্থ লক্ষণাত্মায়ূপ-
 লক্ষয়তি । তত্র স্বরূপলক্ষণং ‘সত্যং’ সত্যং হেতুঃ ‘যত্র’ যস্মিন্ পরমেশ্বরে
 ‘ত্রিসর্গঃ’ ত্রয়পাং মারাত্তানং ত্রয়োময়ঃ সত্ত্বানং সর্গো ভূতেশ্বরদেবতা-
 রূপোহিম্ময়া সত্যঃ বৎসত্যত্বা মিথ্যানর্গোহপি সত্যবৎ প্রতীয়তে তৎ পরং
 সত্যমিত্যর্থঃ । তত্র দৃষ্টান্তঃ ‘তেজোবারিমুদাং’ জলামিমুক্তিকানাং ‘যথা’ ‘বিনি-
 ময়ঃ’ ব্যত্যাসঃ অন্তর্মিহিতাবতাসঃ ন বধ্যমিত্তানসত্ত্বা সত্যবৎ প্রতীয়তে

তদ্বদিত্যর্থঃ তত্র তেজসি বারিবুদ্ধিঃ মরীচিকায়াম্ প্রসিদ্ধা বৃদি চ কাচাদৌ
বারিবুদ্ধিরিত্যাदि यथायथमुहः । यद्वा तस्यैव परमार्थसत्ताद्वयप्रतिपादनार्थ
तदितरस्य मिथ्यात्वमुक्तं । यत्र भूवैবারং त्रिसर्गो न वस्तुतः सन्निति यत्रेत्यानेन
प्राप्तं सुपाधि सप्तम्यं वारयति 'येन' 'धाम्ना' तेजसा 'निरस्तकूहकং' निरस्तः
अपगतं कूहकं कपटं यस्मिन् तं । तटस्थं लक्षणमाह 'अस्त' विश्वस्य 'जन्मादि'
जन्मस्थितिभङ्गः 'यतः' भवति तं धीमहि । तत्रहेतुः 'अव्ययान्तितरतश्च'
'अर्थेय' कार्येयु परमेश्वरस्य सङ्कपेणारय्यां अकार्योक्त्याः थपुष्पादिभ्यास्त-
द्वातिरेकात् यः 'अभिज्ञः' सर्वज्ञः 'स्वराट्' 'येनैव' राजते यः सः स्वतः सिद्धज्ञान
मित्यर्थः 'यः' 'आदिकवये' ब्रह्मणे 'हृदा' करणेन 'ब्रह्म' 'वेदः' 'तेने'
प्रकाशितवान् 'यं' यस्मिन् ब्रह्मणि 'स्वरयः' ज्ञानिनः 'मुह्यति' तं धीमहीत्यर्थः ॥ १०९ ॥

যিনি অম্বয় ও ব্যতিরেক কারণযোগে * কার্য্য সকলে
বর্ত্তমান থাকায় এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি
লয় হইতেছে ; যিনি সর্ব্বজ্ঞ ও স্বরাট্ (স্বতঃ সিদ্ধজ্ঞান) ; আর
জ্ঞানীগণেরও মোহকারী বেদ, যিনি আদি কবি ব্রহ্মার হৃদয়ে
প্রকাশ করিয়াছেন ; অপর যেমন অগ্নি, জল ও মৃত্তিকার
বিনিময়ে এক বস্তুতে অন্য বস্তু বলিয়া ভ্রমাদি জন্মিয়া থাকে
সেইরূপ সত্ত্বরজস্তম গুণত্রয়ের ভূতাদি সৃষ্টি মিথ্যা হইলেও
যাঁহার সত্ত্বায় সত্যরূপে প্রতিভাত হইতেছে ; যিনি স্বীয়
তেজঃপ্রভাবে সর্ব্বদাই মায়িকউপাধিসম্বন্ধ বিরহিত ;
আমরা সেই সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরকে ধ্যান করি ॥ ১০৯ ॥

‘এক সংশয় মোর আছে যে হৃদয়ে ;

রূপা করি কহ মোরে তাহার নিশ্চয়ে ।

* যে কারণের সহিত অদ্বিত বা বৃক্ক থাকতে কার্য্যের অস্তিত্ব থাকে, তাহার নাম অম্বয়
কারণ । আর যে কারণ হইতে ব্যতিরেক অর্থাৎ বিচ্ছিন্ন হইলে কার্য্যের অস্তিত্ব থাকে না ;
তাহার নাম ব্যতিরেক কারণ । পরমেশ্বর এই জগতের সৃষ্টি উক্ত উভয় বিধ কারণ যোগেই
সংযুক্ত আছেন । সৃষ্টবস্তুতে তিনি সঙ্গপে বিদ্যমান থাকায় তাহাদের অস্তিত্ব আছে ; আর
আকাশ পুষ্पादि अवस्थাতে তাহার অস্তিত্ব নাই ; এজন্য তাহাদের অস্তিত্বও নাই ।

† যেমন কাচে জলবুদ্ধি ; জলে পাখাণ জ্ঞান ইত্যাদি ।

‘পহিলে দেখিহু তোমা সন্ন্যাসীস্বরূপ ;
 এবে তোমা দেখি মুঞি শ্রাম গোপরূপ ।
 তোমার সম্মুখে দেখি কাঞ্চন পঞ্চালিকা ; (১)
 তার গৌর কান্ডো তোমার সর্ব্ব অঙ্গ ঢাকা ।
 তাহাতে প্রকট দেখি বংশীবদন ;
 নানা ভাবে চঞ্চল তাহে কমল নয়ন ।
 এইমত দেখি তোমা হয় চমৎকার !
 অকপটে কহ প্রভু কারণ ইহার’ ।
 প্রভু কহে ‘কৃষ্ণ তোমার গাঢ় প্রেম হয় ;
 প্রেমার স্বভাব এই জানিহ নিশ্চয় ।
 মহাভাগবত দেখে স্থাবর জঙ্গম ;
 তাঁহা তাঁহা হয় তাঁর শ্রীকৃষ্ণ ক্ষুরণ ।
 স্থাবর জঙ্গম দেখে, না দেখে তার মূর্ত্তি ;
 সর্ব্বত্র হয় নিজ ইষ্টদেব ক্ষুৰ্ত্তি’ ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়ে ত্রিচত্বা-
 রিংশং শ্লোকে জনকং প্রতি হরিবাক্যং

‘সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেৎ ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ ।

ভূতানি ভগবত্যাশ্রয়েষ ভাগবতোত্তমঃ’ ॥ ১১০ ॥

‘সর্ব্বভূতেষু’ ‘আত্মনঃ’ স্বস্ত ‘ভগবদ্ভাবং’ ব্রহ্মভাবেন সমন্বয়ং ‘যঃ’
 ‘পশ্যেৎ’ তথা ‘ভগবতি’ ব্রহ্মরূপে ‘আত্মনি’ অধিষ্ঠানে ‘ভূতানি’ চ যঃ পশ্যেৎ
 ‘ত্রয়ঃ’ জনঃ ‘ভাগোবতোত্তমঃ’ ইত্যর্থঃ । ১১০ ।

যিনি আপনার ভগদ্ভাব সর্ব্বভূতে অবলোকন করেন ;
 এবং ব্রহ্মরূপাধিষ্ঠানে সর্ব্বত্র পরিপূর্ণ দেখেন ; তিনিই
 ভগবদ্ভক্তের মধ্যে উত্তম ॥ ১১০ ॥

তথাহি তত্রৈব দশমস্কন্ধে পঞ্চত্রিংশাধ্যায়ে পঞ্চমশ্লোকে
ত্রীকৃষ্ণমুদ্दिश्य गोपी वाक्यं ।

‘বনলতাস্তরব আত্মনি বিষ্ণুং ব্যঞ্জয়ন্ত্য ইব পুষ্পফলাঢ্যাঃ ।

প্রণতভারবিটপা মধুধারাঃ প্রেমহৃৎতনবো ববুযুঃ স্ম’ ॥ ১১১।

‘পুষ্পফলাঢ্যাঃ’ পুষ্পফলযুক্তাঃ ‘প্রণতভারবিটপাঃ’ প্রণতা ভারেণ বিটপাঃ
শাখা’ যাসাং তাঃ ‘বনলতাঃ’ ‘আত্মনি’ স্বস্মিন্ ‘বিষ্ণুং’ পরমেশ্বরং ‘ব্যঞ্জয়ন্ত্যঃ’
প্রকাশমানং সূচয়ন্ত্যঃ ‘ইব’ ‘প্রেমহৃৎতনবঃ’ ‘মধুধারাঃ’ ‘ববুযুঃ’ বর্ষয়ামাসুঃ
‘স্ম’ বিস্ময়ে ‘তরবশ্চ’ পুরুষ জাতীয় বৃক্ষ সমূহাশ্চ তথৈব মধুধারাঃ ব ববুযুঃ
ইতি ভাবঃ ॥ ১১১ ॥

তখন ফলপুষ্পে অবনত শাখ তরুলতা সকল আপনাদের
মধ্যে প্রকাশমান পরমেশ্বরকে যেন উপলব্ধি করিয়া প্রেম
পুলকিত শরীরে মধুধারা বর্ষণ করিতে লাগিল ॥ ১১১ ॥

‘রাধাকৃষ্ণে তোমার মহাপ্রেম হয় ;
বঁহা তাঁহা রাধাকৃষ্ণ তোমার ‘কুরয়’ ।
রায় কহে ‘এতু তুমি ছাড় ভারি ভুরি ;
মোর আগে নিজরূপ না করিহ চুরি ।
রাধিকার ভাব কান্তি করি অলীকার ;
নিজ রস আশ্বাদিতে করিয়াছ অবতার ।
নিজ গুণ কার্য তোমার প্রেম আশ্বাদন ;
আত্মসঙ্গে প্রেমময় কৈলে ত্রিভুবন ।
আপনে আইলে মোরে করিতে উদ্ধার ;
এবে কপট কর তোমার কোন্ ব্যবহার ?’
তবে হাঁসি তাঁরে এতু দেখাইল স্বরূপ ;
-রসরাজ, মহাভাব দুই এক রূপ +
দেখি রামানন্দ হৈলা আনন্দে মুচ্ছিতে ;
ধরিতে না পারে দেহ পড়িলা ভূমিতে ।

প্রভু তাঁর হস্ত স্পর্শ করাইলে চেতন
 সন্ন্যাসীর বেশ দেখি বিস্মিত হৈল মন !
 অলিঙ্গন করি প্রভু কৈল আশ্বাসন :
 'তোমা বিনা এইরূপ দেখে কোন্ জন ?
 মোর তত্ত্ব লীলারস তোমার গোচরে ;
 অতএব এইরূপ দেখাটল তোমাতে ।
 গৌর দেখে নহে মোর রাধাস্পর্শন ;
 গোপেন্দ্র স্নত বিনা তিঁহ না স্পর্শে অন্ত জন ।
 তাঁর ভাবে ভাবিত আমি করি আশ্রয় মন
 তবে কৃষ্ণ মাধুর্য রস করি আশ্বাদন ।
 তোমার ঠাঁঞি আমার কিছু গুণ নাহি কর্ম ;
 লুকাইলে প্রেমবলে কান সর্ব মর্ম ।
 গুণে রাখিহ কথা না করিহ প্রকাশ ;
 আমার বাতুল চেষ্টা লোকে উপহাস ।
 আমি এক বাতুল, তুমি দ্বিতীয় বাতুল ;
 অতএব তোমায় আমার সমতুল' ।
 এইরূপ দশ রাত্রি রামানন্দ সঙ্গে ;
 স্নেহে গোড়াইলা প্রভু কৃষ্ণ কথা রঙ্গে ।
 নিগূঢ় ব্রজের রস লীলার বিচার ;
 অনেক কহিল, তার না পাইল পার ।
 তামা কাঁশা রূপা সোনা রত্ন চিন্তামণি ;
 কেহ যদি কাঁহা পোতা পার এক খনি ।
 ক্রমে উঠাইতে যেন উত্তম বস্তু পায় ;
 এঁছে প্রশ্নোত্তর কৈল প্রভু রাম রায় ।
 আর দিন রায় পাশে বিদায় মাগিলা ;
 বিদায়ের কালে তাঁরে এই আজ্ঞা দিলা:—
 'বিষয় ছাড়িয়া তুমি যাহ্নীনাচলে ;
 আমি তীর্থ করি তাঁহা আসিব অন্নকালে ।
 দুই জনে নীলাচলে রহিব এক সঙ্গে ;
 স্নেহে গোড়াইব কাল কৃষ্ণ কথা রঙ্গে' ।

ঐক্য বলি রামানন্দে করি আলিঙ্গন ;
 তাঁরে ঘরে পাঠাইয়া করিল শয়ন ।
 প্রাতঃকালে উঠি প্রভু দেখি হুহুমান ;
 তাঁরে নমস্করি প্রভু করিল প্রণাম ।
 বিদ্যাপুরে নানামত লোক বৈসে বড ;
 প্রভু দর্শনে বৈষ্ণব হৈল, ছাড়ি নিজ মত ।
 রামানন্দ হৈলা প্রভুর বিরহে বিহ্বল ;
 প্রভুর ধ্যানে রহে বিষয় ছাড়িয়া সকল ।
 সংক্ষেপে কহিল রামানন্দের মিলন ;
 বিস্তারি বর্ণিতে নারে সহস্র বদন ।
 সহজে চৈতন্ত চরিত্র ঘন হৃৎপুর ;
 রামানন্দ চরিত্র তাহে খণ্ড প্রচুর । (১)
 রাধাকৃষ্ণ লীলা তাতে কপূর মিলন ;
 ভাগ্যবান্ যেই সেই করে আশ্বাদন ।
 যেই ইহা একবার পিয়ে কর্ণ ধারে ;
 তার কর্ণ লোভে ইহা ছাড়িতে না পারে ।
 সর্বভব জ্ঞান হয় ইহার শ্রবণে ;
 প্রেমভক্তি হয় রাধাকৃষ্ণের চরণে ।
 চৈতন্তের গুণতত্ত্ব জানি ইহা হৈতে ;
 বিশ্বাস করি শুন ! তর্ক না করিহ চিত্তে ।
 অলৌকিক লীলা এই পরম নিগূঢ় ;
 বিশ্বাসে পাইরে ; তর্কে হয় বহুদূর ।
 শ্রীচৈতন্ত নিত্যানন্দ অবৈত চরণ
 যাহার সর্বশ্র ; তাতে মিলে এই ধন ।
 রামানন্দ রায়ে মোর কোটি নমস্কার ;
 যার মুখে কৈল প্রভু রসের বিস্তার ।
 দামোদর স্বরূপের কড়চা অহুসারে ;
 রামানন্দ মিলন লীলা করিল প্রচারে ।

শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে বার আশ ;

চৈতন্য চরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ।

ইতি শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে মধ্যাধ্যায়ো রামানন্দ রায়-
সঙ্কোচসব নামাষ্টম পরিচ্ছেদঃ ॥ ৮ ॥

নবম পরিচ্ছেদ ।

গ্রন্থকারস্ত ।

নানামত গ্রহ গ্রন্থান্ দাক্ষিণাত্য জনহিজান্

কৃপারিণা বিমুচ্যেতান্ গোঁরচন্দ্রে স বৈষ্ণবান্ ॥ ১১২ ॥

‘সঃ’ ‘গোঁরঃ’ ‘নানামতগ্রহগ্রন্থান্’ নানা মতানি নানাধর্মমতানি এব
গ্রহাঃ কুন্তীরা স্তে গ্রন্থান্ গ্রাসিতান্ ‘দাক্ষিণাত্য জনহিজান্’ তদদেশীয় জন-
সাধারণান্ ব্রাহ্মণাংস্ত ‘কৃপারিণা’ স্বকৃপৈব অরিস্তেন ‘বিমুচ্য’ ‘এতান্’
সর্বান্ ‘বৈষ্ণবান্’ ‘চন্দ্রে’ কৃতবান্ ॥ ১১২ ॥

দাক্ষিণাত্যের জন সাধারণ ও ব্রাহ্মণগণ নানা মতরূপ
কুন্তীর গ্রন্থ হইয়াছিলেন; গোঁরচন্দ্র স্বীয় কৃপাত্ত্ব দ্বারা
তঁাহাদিগকে মুক্ত করত বৈষ্ণব করিলেন ॥ ১১২ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য ! জয় নিত্যানন্দ !

জয়াধৈবত চন্দ্র ! জয় গোঁরভক্ত বৃন্দ !

দক্ষিণ গমন প্রভুর অতি বিলক্ষণ ;

সহস্র সহস্র তীর্থ কৈল দরশন ।

সে সব তীর্থ স্পর্শি মহাতীর্থ কৈল ;

সেই ছলে সে দেশের লোক নিস্তারিল ।

সেই সব তীর্থের ক্রম কহিতে না পারি ;

দক্ষিণে বামে তীর্থ গমন, হয় কেরাকিরি ।

অতএব নাম মাত্র করিয়ে গণন ;

কহিতে না পারি তার যথা অঙ্ককর্ম ।

পূর্ববৎ পথে কহিতে যে-পার দরশন ; (১)

যে গ্রামে যায়ে সেই গ্রামের যত জন ;

১ যে পার দরশন ইত্যাদি—পথে যে সকল লোকের দর্শন পান ও যে যে গ্রামে যান ।

সুবেই বৈষ্ণব হয় কহে কৃষ্ণ হরি ;
 অল্প গ্রাম নিস্তারয়ে সেই বৈষ্ণব করি ।
 দক্ষিণ দেশের লোক অনেক প্রকার ;
 কেহ জ্ঞানী, কেহ কর্মী, পাবণী অপার ।
 সেই সব লোক প্রভুর দর্শন প্রভাবে ;
 নিজ নিজ মত ছাড়ি হইল বৈষ্ণবে ।
 বৈষ্ণবের মধ্যে রাম উপাসক সব ;
 কেহ তত্ত্ববাদী, (১) কেহ হয় শ্রীবৈষ্ণব । (২)
 সেই সব বৈষ্ণব মহাপ্রভুর দর্শনে ;
 কৃষ্ণ উপাসক হৈল, লয় কৃষ্ণ নামে ।

তথাহি

‘রাম রাঘব ! রাম রাঘব ! রাম রাঘব ! পাহি মাং ।

কৃষ্ণ কেশব ! কৃষ্ণ কেশব ! কৃষ্ণ কেশব ! রক্ষ মাং’ ॥১১৩॥

এই শ্লোক পথে পড়ি করিল প্রয়াণ ;
 গোতমী গঙ্গায় (৩) যাই কৈল গঙ্গানান ।
 মল্লিকার্জুন তীর্থে যাই মহেশ দেখিল ;
 তাঁহা সব লোকে কৃষ্ণ নাম লওয়াইল ।
 রামদাস মহাদেবে করিল দর্শন ;
 অহোবল নৃসিংহেরে করিলা গমন । (৪)
 নৃসিংহ দেখিয়া তাঁরে কৈল নতি স্তুতি ;
 সিদ্ধবট গেলা ষাঁহা মূর্ত্তি সীতাপতি ।
 রঘুনাথ দেখি কৈল প্রণতি স্তবন ;
 তাঁহা এক বিগ্র তাঁরে কৈল নিমন্ত্রণ ।
 সেই বিগ্র রামনাম নিরন্তর লয় ;

১ তত্ত্ববাদী—সম্বাদ্যায়ের সম্প্রদায় ভুক্ত বৈষ্ণব ।

২ শ্রীবৈষ্ণব—শ্রীসম্প্রদায় অর্থাৎ রামানুজ সম্প্রদায় ভুক্ত বৈষ্ণব ।

৩ গোতমীগঙ্গা—গোদাবরীর নামান্তর গোতমী । বোধ হয় গোদাবরীর শাখা বর্ত্তমান
 ‘বৈনুগঙ্গা’ই গোতমীগঙ্গা বলিয়া অভিহিত হইয়াছে ।

৪ অহোবল নৃসিংহ—আহোবালেম্ নামক স্থানে রামানুজচার্য্যের প্রতিষ্ঠিত একটা
 মঠ আছে ।

রাম নাম বিনা অন্ত বচন না কর ।
 সেই দিন তাঁর ঘরে রহি ভিক্ষা করি ;
 তাঁরে কৃপা করি আগে চলিলা গৌরহরি ।
 ক্ষণেকত্র তীর্থে কৈল ক্ষণ দরশন ;
 ত্রিমঠ আইলা তাঁহা দেখে ত্রিবিক্রম ।
 পুনঃসিদ্ধ বট আইলা সেই বিপ্র ঘরে ;
 সেই বিপ্র কৃষ্ণনাম লয় নিরন্তরে ।
 ভিক্ষা করি মহাপ্রভু তাঁরে প্রশ্ন কৈল ;
 'কহ বিপ্র ! এই তোমার কোন্ দশা হৈল ?
 পূর্বে তুমি নিরন্তর লৈতে রাম নাম ;
 এবে কেন নিরন্তর কহ কৃষ্ণনাম' ?
 বিপ্র বলে 'এই তোমার দর্শন প্রভাবে ;
 তোমা দেখি গেল মোর আজন্ম স্বভাবে ।
 বাল্যাবধি রাম নাম গ্রহণ আমার ;
 তোমা দেখি কৃষ্ণনাম আইল একবার ।
 সেই হৈতে কৃষ্ণনাম জিহ্বাতে বসিল ;
 কৃষ্ণনাম ক্ষুরে, রাম নাম দূরে গেল ।
 বাল্যকাল হৈতে মোর স্বভাব এই হয় ;
 নামের মহিমা শাস্ত্র করিয়ে সঞ্চয় ।

তথাহি পদ্মপুরাণে শ্রীরামচন্দ্রস্য শতনাম স্তোত্রে অষ্টম-
 শ্লোক স্তথা তশ্চৈবচ উত্তরখণ্ডে দ্বিষষ্ঠিতমাধ্যায়ে শ্রীবিষ্ণাঃ
 সহস্র নাম স্তোত্রে শেষ শ্লোকঃ

‘রমন্তে যোগিনোহনন্তে সত্যানন্দচিদান্ননি

ইতি রাম পদেনাসৌ পরং ব্রহ্মাভিধীয়তে’ ॥১১৪॥

ষষ্ঠাং ‘যোগিনঃ’ ‘সত্যানন্দচিদান্ননি’ সচ্চিদানন্দে ‘অনন্তে’ পরমেশ্বরে
 ‘রমন্তে’ জীড়ন্তে ‘ইতি’ তস্মাৎ কারণাৎ ‘রামপদেন’ ‘অসৌ’ ‘পরং’ ‘ব্রহ্ম’
 ‘অভিধীয়তে’ কথ্যতে । ১১৮-১

যোগিগণ অনন্ত সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বরে রমণ করেন
 বলিয়া ‘রাম’ শব্দে পরব্রহ্ম উক্ত হইয়া থাকেন ॥১১৪॥

তথাহি ষষ্ঠ্যঙ্কে নবমাধ্যায়ে দ্বিচত্বারিংশ শ্লোক ব্যাখ্যায়াং
শ্রীধরগোস্বামি ধ্বতো মহাভারতস্য উদ্যোগ পর্ব্বায়ৈকসপ্ত-
ত্যাধ্যায়স্য চতুর্থ শ্লোকঃ

‘কৃষি ভূ’বাচকঃ শব্দো গশ্চ নিবৃ’তি বাচকঃ ।

তয়ো রৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে ॥১১৫॥

‘কৃষিঃ’ কৃষধাতুঃ ‘ভূ’বাচকঃ ‘সম্ভা’বাচকঃ ‘গশ্চ’ গ প্রত্যয়শ্চ ‘নিবৃ’তি-
বাচকঃ’ নির্বাণ বাচকঃ ‘তয়োঃ’ উভয়য়োঃ ‘ঐক্যং’ কৃষ্ণণয়োরৈক্যং সংযোগঃ
‘পরং ব্রহ্ম’ ‘কৃষ্ণঃ’ ‘ইতি’ ‘অভিধীয়তে’ কথ্যতে । ১১৫ ।

সম্ভা বাচক ‘কৃষ’ ধাতু এবং নির্বাণ বাচক ‘ণ’ প্রত্যয়
সংযোগে পরব্রহ্ম প্রতিপাদ্য ‘কৃষ্ণ’পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে । ১১৫ ।

‘পরং ব্রহ্ম হুই নাম সমান হইল ;

পুনঃ আর শাস্ত্রে কিছু বিশেষ গাইল ।

তথাহি পদ্মপুরাণে শ্রীরামচন্দ্রস্য শতনামস্তোত্রে নবম-
শ্লোক স্তুত্বা তত্শেবচ উত্তর খণ্ডে দ্বিযষ্ঠিতমাধ্যায়ে শ্রীবিষ্ণোঃ
সহস্র নামস্তোত্রে শেষশ্লোকঃ

‘রাম রামেতি রামেতি রমে রামে মনোরমে

সহস্রনামভিস্তুল্যং রামনাম বরাননে’ ॥১১৬॥

হে ‘বরাননে’ স্মৃশ্বি হে ‘রমে’ রমণীয়ে হে ‘রামে’ মনোজ্ঞে হে ‘মনো-
রমে’ পার্বতি ‘রাম রামেতি’ ‘রামেতি’ বারব্রহ্ম উচ্চারিতং ‘রাম নাম’
‘সহস্রনামভিঃ’ ‘তুল্যং’ ফলদায়ি ভবতীতি শেষঃ । ১১৬ ।

হে বরাননে পার্বতি ! বারব্রহ্ম রামনাম উচ্চারণ
করিলে সহস্র নাম উচ্চারণ তুল্য ফল হয় ॥১১৬॥

তথাহি হরিভক্তি বিলাসসৌক্যাদশ বিলাসে অষ্টপঞ্চা-
দশাধিক দ্বিশতাক্ষরত ব্রহ্মাণ্ড পুরাণঃ

‘সহস্র নাম্নাং পুণ্যানাং ত্রিরাবৃত্ত্যাহু যৎ ফলং ।

একা বৃত্ত্যাহু কৃষ্ণস্য নামৈকং তৎ প্রযচ্ছতি’ ॥১১৭॥

‘পুণ্যানাং’ পাপনাশকানাং ‘সহস্রনাম্নাং’ ‘ত্রিরাবৃত্ত্যা’ বারত্ৰয়ং পাঠেন
‘তু’ ‘যৎ’ ‘ফলং’ ভবতি ‘কৃষ্ণস্য’ ‘নামৈকং’ একং নাম ‘একাবৃত্ত্যা’ কৃষ্ণেতি
উচ্চারণ মাত্রেন ‘তু’ ‘তৎ’ ফলং ‘প্রযচ্ছতি’ ॥১১৭॥

পাপনাশক সহস্র নাম তিনবার আবৃত্তি করিলে যে
ফল হয় ; একবার মাত্র কৃষ্ণনামোচ্চারণে সেই ফল হইয়া
থাকে । ১১৭ ।

‘এই বাক্যে কৃষ্ণ নামের মহিমা অপার ;
তথাপি লইতে নারি শুন হেতু তার ।
ইষ্টদেব রাম, তাঁর নামে শ্রুখ পাই ;
শ্রুখ পাঞা সেই নাম নিরন্তর গাই ।
তোমার দর্শনে যবে কৃষ্ণনাম আইল ;
তাঁহার মহিমা তবে অদরে লাগিল ।
সেই কৃষ্ণ তুমি, ইহা সাক্ষ্যে নিরীকরিল’ ।
এত কহি বিপ্র প্রভুর চরণে পড়িল ।
তাঁরে কৃপা করি প্রভু চলিল আর দিনে ;
বুদ্ধ কানী আসি কৈল শিব দরশনে ।
তাঁহা হৈতে চলি আগে গেলা এক গ্রামে ;
ব্রাহ্মণ সমাজে তাঁহা করিল বিশ্রামে ।
প্রভুর প্রভাবে লোক আইল দরশনে ;
লক্ষ্যকর লোক আইসে না যায় গগনে ।
গোসাঁঞির সৌন্দর্য দেখি তাতে প্রেমাবেশে ;
সবে কৃষ্ণ কহে ; বৈষ্ণব হৈল সর্ব দেশে ।
তार्কিক মীমাংসক যত, মায়াবাদীগণ ;
সাংখ্য পাণ্ডুল শ্রুতি পুরাণ আগম ।

নিজ নিজ শাস্ত্রোক্তাধে (১) সবাই প্রচণ্ড ;
 সর্বমত ছবি প্রভু কৈল খণ্ড খণ্ড ।
 সর্বত্র স্থাপরে প্রভু বৈষ্ণব সিদ্ধান্তে ;
 প্রভুর সিদ্ধান্ত কেহ না পারে খণ্ডিতে ।
 হারি হারি প্রভু মতে করেন প্রবেশ ;
 এই মতে বৈষ্ণব করিল দক্ষিণ দেশ ।
 পাশ্চাত্যগণ আইল যত পাণ্ডিত্য শুনিয়া ;
 গর্ষ করি আইল সঙ্গে শিষ্যগণ লঞা ।
 বৌদ্ধাচার্য্য মহাপণ্ডিত নিজ নবমতে ; (২)
 প্রভুর আগে উদ্ভাস করি লাগিল বলিতে ।
 যদ্যপি অসম্ভাষ্য বৌদ্ধ অযুক্ত দেখিতে ;
 তথাপি বলিল প্রভু গর্ষ খণ্ডাইতে ।
 তর্ক প্রধান বৌদ্ধশাস্ত্র নব মতে ;
 তর্কেই খণ্ডিল প্রভু না পারে স্থাপিতে ।
 বৌদ্ধাচার্য্য নবপ্রশ্ন সব উঠাইল ;
 দৃঢ় যুক্তি তর্কে প্রভু খণ্ড খণ্ড কৈল ।
 দার্শনিক পণ্ডিত সবাই পাইল পরাজয় ;
 লোকে হাস্ত করে ; বৌদ্ধ পাইল লজ্জা ভয় ।
 প্রভুকে বৈষ্ণব জানি বৌদ্ধ ঘরে গেল ;
 সব বৌদ্ধ মিলি তবে কুমন্ত্রণা কৈল ।
 অপবিত্র অন্ন এক খালিতে করিয়া ;
 প্রভু আগে নিল বিষ্ণু প্রসাদ বলিয়া ।
 হেনকালে মহাকার এক পক্ষী আইল ;
 চৌটে করি খালি সহ অন্ন লঞা গেল ।

১ শাস্ত্রোক্তাধে—শাস্ত্র বিচারে ।

২ নবমত বা নব প্রশ্ন—১ ঈশ্বর জগতের স্রষ্টা নহেন, তিনি কেবল অনন্ত জ্ঞানবৎ
 ২ জগতের অস্তিত্ব নাই, ইহা অবিন্যাসমুৎপন্ন ; ৩ অহং ভব ; ৪ পরলোক ও আত্ম
 ক্রমোন্নতি ; ৫ বুদ্ধ দৃষ্টান্তের উপার ; ৬ নির্জ্ঞানত্ব ; ৭ বৌদ্ধ দর্শন ; ৮ বেদা
 অপৌরুষেয় নহে ; ৯ সন্তান ও মিত্রণ বাদ ।

বৌদ্ধগণ উপরে পড়ে অন্ন অমেধ্য হইয়া ; (১)
 বৌদ্ধাচার্যের মাথায় থালি পড়িল বাজিয়া ।
 তেরছে পড়িল থালি মাথা কাটি গেল ;
 মুচ্ছিত হইয়া আচার্য্য ভূমিতে পড়িল ।
 হাহাকার করি কান্দে সব শিষ্যগণ ;
 সবে আসি প্রভু পদে লইল শরণ ।
 ‘তুমি ত ঈশ্বর সাক্ষাৎ ক্রম অপরাধ ;
 জীয়াও আমার গুরু, করহ প্রসাদ’ ।
 প্রভু কহে ‘সবে কহ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরি ;
 গুরু কর্ণে কহ কৃষ্ণ নাম উচ্চ করি ।
 তোমা সবার গুরু তবে পাইবে চেতন’ ।
 সব বৌদ্ধ মিলি করে কৃষ্ণ সংকীৰ্ত্তন ।
 গুরু কর্ণে কহে সবে কৃষ্ণ রাম হরি ;
 চেতন পাইল আচার্য্য, উঠে বলে হরি ।
 কৃষ্ণ বলি আচার্য্য প্রভুরে করেন বিনয় ;
 দেখিয়া সকল লোক হইল বিস্ময় ।
 এইমত কোতুক করি শচীরনন্দন
 অন্তর্দান কৈল ; কেহ না পায় দর্শন ।
 মহাপ্রভু চলি আইলা ত্রিপদী ত্রিমলে ; (২)
 চতুর্ভূজ মূর্তি দেখি বেঙ্কাটারে চলে । (৩)
 ত্রিপদী আসিয়া কৈল শ্রীরামদর্শন । (৪)
 রঘুনাথ আগে কৈল প্রণাম স্তবন ।

১ অমেধ্য—অশুদ্ধ ।

২ ত্রিপদী রিমরে—মাল্লাঙ্গের উত্তর পশ্চিমে ত্রিপতির পর্বত ।

৩ বেঙ্কাটারে—অর্থাৎ ব্যঙ্কটগিরি ; মাল্লাঙ্গ হইতে ৩৬ কোশ উত্তরে অবস্থিত ; ইহাকেও ত্রিপতির পর্বত কল । শকাব্দার একাদশ শতাব্দীতে শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য এখানকার শিব মন্দির অধিকার করিয়া তথায় বিষ্ণু বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করত বিষ্ণুপাসনার স্থান করিয়াছেন ।

৪ ত্রিপদী—ত্রিপতির পাহাড়ে ত্রিপতি নগরে রামানুজ প্রতিষ্ঠিত রামমূর্তি আছে । ইহা আকট্টেশ্বর উত্তরাংশে অবস্থিত ।

অপ্রভাবে লোক সবার করাইয়া বিশ্বয় ;
 পানানরসিংহে আইলা প্রভু দয়াময় ।
 নুসিংহে প্রণতি স্তুতি প্রেমাবেশে কৈল ;
 প্রভুর প্রভাবে লোক চমৎকার হৈল ।
 শিবকাঞ্চী আসি কৈল শিব দরশন ; (১)
 প্রভাবে বৈষ্ণব কৈল শাক্ত শৈবগণ ।
 বিষ্ণুকাঞ্চী আসি দেখিল লক্ষ্মী নারায়ণ ;
 প্রণাম করিয়া কৈল বহু ত স্তবন ।
 প্রেমাবেশে নৃত্য গীত বহু ত করিল ;
 দিন ছুই রহি লোকে কৃষ্ণ ভক্ত কৈল ।
 ত্রিমল্ল দেখি গেলা ত্রিকাল হস্তী স্থানে ;
 মহাদেব দেখি তাঁরে করিল প্রণামে ।
 পক্ষ তীর্থ দেখি কৈল শিব দরশন ;
 বৃদ্ধকাল তীর্থে তবে করিলা গমন ।
 খেত বরাহ দেখি তাঁরে নমস্করি ;
 পীতাম্বর শিবস্থানে গেলা গৌরহরি । (২)
 শিয়ালী ভৈরবী দেবী করি দরশন (৩)
 কাবেরীর তীরে আইলা শচীর নন্দন ।
 গোসমাজ শিব দেখি আইলা বেদাবন ; (৪)
 মহাদেব দেখি তাঁরে করিল বন্দন ।
 অমৃত লিঙ্গ শিব দেখি বন্দন করিল ;
 সব শিবালয়ে শৈব বৈষ্ণব হইল ।
 দেবস্থানে আসি কৈল বিষ্ণু দরশন ;
 ত্রীবৈষ্ণবগণ সঙ্গে গোষ্ঠী অমুক্তন ।

-
- ১ শিবকাঞ্চী—মাল্লাজের দক্ষিণ পশ্চিম চেন্নল পট্টু জেলায় পলার নদীতীরে কল্লীবরম্ বা কাঞ্চীপুরম্ নগর বর্তমান আছে । এখানে নানাবিধ দেবমন্দির রহিয়াছে ।
 ২ পীতাম্বর শিব—ত্রিমল্ল, ত্রিকাল হস্তী, পক্ষতীর্থ, বৃদ্ধকাল, পীতাম্বর ; এই সকল তীর্থ স্থান মাল্লাজের দক্ষিণ ও পশ্চিম চেন্নল পট্টু ও আর্কট প্রভৃতি জেলায় অবস্থিত ।
 ৩ শিয়ালী ভৈরবী—তাল্লোরের উত্তর পূর্ব শিয়ালী নগর দৃষ্ট হয় ।
 ৪ বেদাবন—মহাবন পাঠও আছে ।

কুন্তকর্ণ কপালের দেখি সরোবর ; (১)
 শিবক্ষেত্রে শিব দেখে গৌরান্ধ্র স্নানর ।
 পাপ নাশনে বিষ্ণু করি দরশন ;
 শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে তবে করিল গমন । (২)
 কাবেরীতে স্নান করি দেখি রঙ্গনাথ ;
 স্তুতি প্রণতি করি মানিল কৃতার্থ ।
 প্রেমাবেশে কৈল বহু গান নর্তন ;
 দেখি চমৎকার হৈল সব লোকের মন ।
 শ্রীবৈষ্ণব এক বেকট ভট্ট নাম ;
 প্রভুরে নিমজ্জন কৈল করিয়া সন্ধান ।
 নিজ ঘরে লয়ে কৈল পাদ প্রক্ষালন ;
 সেই জল লয়ে কৈল সবংশে ভক্ষণ ।
 ভিক্ষা করাইয়া কিছু কৈল নিবেদন :—
 ‘চাতুর্ঙ্গাস্য আসি প্রভু হৈল উপসর ।
 চাতুর্ঙ্গাস্য কৃপা করি রহ মোর ঘরে ;
 কৃষ্ণ কথা কহি কৃপায় উদ্ধার আমারে’ ।
 তাঁর ঘরে রহিলা প্রভু কৃষ্ণ কথা রসে ;
 ভট্ট সঙ্গে গোড়াইল শ্রুখে চারি মাসে ।
 কাবেরীতে স্নান করি শ্রীরঙ্গ দর্শন ;
 প্রতিদিন প্রেমাবেশে করেন নর্তন ।
 সৌন্দর্য্যাবি প্রেমাবেশ দেখি সর্বলোক
 দেখিবারে আইসে ; দেখি খণ্ডে হুঃখ শোক ।
 লক্ষ লক্ষ লোক আইসে নানা দেশ হৈতে ;
 তবে কৃষ্ণ নাম কহে প্রভুকে দেখিতে ।

১ কুন্তকর্ণ কপালের ইত্যাদি—কথিত আছে যে কুন্তকর্ণের মস্তকের খুলিতে এক সরোবর হইয়াছিল ।

২ শ্রীরঙ্গ ক্ষেত্র—মাহুরার পূর্ব শ্রীরঙ্গধাম কাবেরী নদীর দুই পাখা দ্বারা পরিবেষ্টিত এখানে শ্রীরঙ্গনাথ নামে বিকস্মৃতি প্রতিষ্ঠিত আছে । এস্থান রামানুজ বৈষ্ণবদিগে প্রধান তীর্থ ।

কৃষ্ণনাম বিনা কেহ নাহি কহে আর ;
 সবে কৃষ্ণ ভক্ত হৈল ; লোকে চমৎকার ।
 শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে বৈসে যতক ব্রাহ্মণ ;
 এক এক দিন সবে কৈল নিমন্ত্রণ ।
 এক এক দিনে চাভুর্নাস্য পূর্ণ হৈল ;
 কতক ব্রাহ্মণ ভিক্ষা দিতে দিন না পাইল ।
 সেই ক্ষেত্রে রহে এক বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ ;
 দেবালয়ে বসি করে গীতা আবর্তন ।
 অষ্টাদশাধ্যায় পড়ে আনন্দ আবেশে ;
 অশুদ্ধ পড়েন, লোক করে উপহাসে ।
 কেহ হাঁসে, কেহ নিন্দে, তাহা নাহি মানে ;
 আবিষ্ট হঞা গীতা পড়ে আনন্দিত মনে ।
 পুলকাক্ষ, কল্মষ, যেন যাবৎ পঠন ;
 দেখি আনন্দিত হৈল মহাপ্রভুর মন ।
 মহাশয় পুছিল 'তঁারে শুন মহাশয় !
 কোন অর্থ জানি তোমার এত সুখ হয়' ?
 বিপ্র কহে 'মুখ আমি শম্বার্য না জানি ;
 শুদ্ধাশুদ্ধ গীতা পড়ি শুকু আজ্ঞা মানি ।
 অর্জুনের রথে কৃষ্ণ হয়ে রজ্জ্বধর
 বসি আছেন তাতে যেন শ্রামল স্নানর ।
 অর্জুনেরে কহিতেছেন হিত উপদেশ ;
 তঁারে দেখি হয় মোর আনন্দ আবেশ ।
 যাবৎ পড়োঁ তাবৎ পাও তাঁর দরশন ;
 এই লাগি গীতাপাঠ না ছাড়ো মোর মন' ।
 প্রভু কহে 'গীতাপাঠে তোমারই অধিকার ;
 তুমি সে জানহ এই গীতার অর্থ দার' ।
 এত বলি সেই বিপ্রে টেকল আলিঙ্গন ;
 প্রভু পদে ধরি বিপ্র করেন যৌজনন ।
 'তোমা দেখি তাহা হৈতে বিগুণ সুখ হয় ;
 সেই কৃষ্ণ তুমি হৈল মোর মনে লয়' ।

কৃষ্ণ ক্ষুর্তো তাঁর মন হঞাছে নির্মল ;
 অতএব প্রভুর তহু জানিল সকল ।
 তবে মহাপ্রভু তাঁরে করিল শিক্ষণ ;
 'এই কথা কাহাঁ না করিহ প্রকাশন' ।
 সেই বিপ্র মহাপ্রভুর বড় ভক্ত হৈল ;
 চারিমাস প্রভু সঙ্গ কভু না ছাড়িল ।
 এইমত ভট্ট গৃহে রহে গৌরচন্দ্র ;
 নিরন্তর ভট্ট সঙ্গে কৃষ্ণ কথানন্দ ।
 শ্রীবৈষ্ণব ভট্ট সেবে লক্ষ্মী নারায়ণ ;
 তাঁর ভক্তি দেখি প্রভুর তুষ্ট হৈল মন ।
 নিরন্তর তাঁর সঙ্গে হৈল সখ্যভাব ;
 হাস্য পরিহাস হুঁহে ; সখ্যের স্বভাব ।
 প্রভু কহে 'ভট্ট তোমার লক্ষ্মী ঠাকুরাণী ;
 কাস্ত বক্ষঃস্থিতা পতিব্রতা শিরোমণি ।
 আমার ঠাকুর কৃষ্ণ গোপ, গোচারণ ;
 সাধ্বী হঞা কেন চাহে তাঁহার সঙ্গম ?
 এই লাগি সুখভোগ ছাড়ি চিরকাল ;
 ব্রত নিয়ম করি তপ করিল অপার' ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ষোড়শাধ্যায়ে দ্বাত্রিংশৎ
 শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণঃ প্রতি নাগপত্নী বাক্যং

‘কস্তানুভাবোহস্ম্য ন দেব বিদ্যহে
 তবাংঘ্রিরেণু স্পর্শাধিকারঃ
 যদ্বাঙ্গুয়া শ্রীললনা চরতপো
 বিহায় কামান্ সূচিরং ধৃতব্রতা’ । ১১৮ ।

হে ‘দেব’ ‘যদ্বাঙ্গুয়া’ যৎ বস্তু তবাংঘ্রিঃ রেণুস্পর্শাধিকারস্ত বাঙ্গুয়া ‘শ্রীঃ’
 লক্ষ্মীঃ ‘ললনা’ ভাৰ্য্যাপি ‘কামান্’ ভোগান্ ‘বিহায়’ ত্যজ্য ‘সূচিরং’
 দীর্ঘকালং বাবৎ ‘ধৃতব্রতা’ সতী ‘তপঃ’ ‘অচরৎ’ কৃতবতী ‘অস্ম্য’ সপত্ন

‘তব’ ‘অংত্রিরেণুস্পর্শাধিকারঃ’ তব পদ রজঃ স্পর্শে অধিকারঃ ‘কন্ত’ পুণ্যস্ত
‘অল্পভাবঃ’ প্রভাবঃ স্তাৎ তং বয়ং ‘ন’ ‘বিদ্যহে’ জানীমহে । ১১৮ ।

হে দেব ! আপনার পদরেণু স্পর্শাধিকার প্রাপ্তি বাসনায়
লক্ষ্মী ললনা হইয়াও ভোগবাসনা পরিত্যাগ পূর্বক দীর্ঘ-
কাল তপস্তা করিয়াছিলেন ; এই সর্প কোন্ পুণ্য প্রভাবে
তাহা প্রাপ্ত হইল ? তাহা আমরা জানি না ॥ ১১৮ ॥

ভট্ট কহে ‘কৃষ্ণ নারায়ণ একই স্বরূপ ;
কৃষ্ণেতে অধিক লীলা বৈদম্ব্যাদিরূপ । (১)
তঁার স্পর্শে নাহি যায় পতিব্রতা ধর্ম ;
কৌতুকে লক্ষ্মী চাহেন কৃষ্ণের সঙ্গম ।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ববিভাগে সাধনভক্তি-
লক্ষ্য্যাং দ্বাত্রিংশ শ্লোকে ত্রীরূপগোষ্ঠামি বাক্যং
‘সিন্ধাস্তত স্ত ভেদেহপি ত্রীশকৃষ্ণস্বরূপয়োঃ ।
রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপ মেঘা রসস্থিতিঃ’ ১১৯ ।

‘ত্রীশকৃষ্ণস্বরূপয়োঃ’ নারায়ণনন্দনন্দনরূপয়োঃ ‘সিন্ধাস্ততঃ’ সিন্ধাস্তাৎ
‘অভেদেহপি’ সতি ‘কৃষ্ণরূপং’ ‘রসেন’ শাস্তাদিরসেন রসবাহুল্যে হেতুনা
‘উৎকৃষ্যতে’ উৎকৃষ্টং ভবতি ‘এবা’ কৃষ্ণাকৃতিরিত্যর্থঃ ‘রসস্থিতিঃ’ রসপ-
র্যাপ্তিঃ ভবতীতিশেষঃ । ১১৯ ।

স্বরূপতঃ নারায়ণ ও কৃষ্ণরূপে অভেদ হইলেও কৃষ্ণরূপ
রসাধিক্যাহেতু উৎকৃষ্ট ; ইহাতেই সমস্তরসের পর্যাপ্তি
হইয়াছে ॥ ১১৯ ॥

১ কৃষ্ণ নারায়ণ...বৈদম্ব্যাদিরূপ—কৃষ্ণ ও নারায়ণ একই তত্ত্ব ; কেবল কৃষ্ণেতে লীলা-
বৈদম্ব্য অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয় মাত্র । সুতরাং লক্ষ্মী নারায়ণের ভাৰ্য্যা হইয়া কৃষ্ণের সহিত
সঙ্গনেচ্ছা হওয়ার তাহার পতিব্রতা ধর্মের হানি হয় না ।

‘কৃষ্ণ সঙ্গে পতিততা ধর্ম নহে নাশ ;
অধিক লাভ পাইয়ে আর রাসবিলাস ।
বিনোদিনী লক্ষ্মীর হয় কৃষ্ণে অভিলাস ;
ইহাতে কি দোষ ? কেন কর পরিহাস ?
প্রভু কহে ‘দোষ নাহি ইহা আমি জানি ;
রাস না পাইল লক্ষ্মী শান্ত্রে ইহা শুনি ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে সপ্তচত্বারিংশাধ্যায়ে ত্রি-
পঞ্চাশৎ শ্লোকে গোপীঃ প্রতি উদ্ধব বাক্যং

‘নায়ং প্রিয়োহঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ
স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোহম্মাঃ
রাসোৎসবেহস্য ভুজদগুহীতকণ্ঠ
লক্ষাশিবাং য উদগাহ জম্বুদ্বীপাং’ ॥ ১২০ ॥

ইহার টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যঃ ১৫৯ পৃষ্ঠায় ৭৬ শ্লোকে দেখ । ১২০ ।

‘লক্ষ্মী কেলি না পাইল কি ইহার কারণ ?
তপ করি কৈছে কৃষ্ণ পাইল ক্রটিগণ ?

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে সপ্তাশীত্যধ্যায়ে উন-
বিংশতি শ্লোকে শ্রীভগবন্ত মুদ্दिश्व वेदस्तुतिः

‘নিভৃতমরুন্মনোক্ষ দৃঢ়যোগ যুজে। হৃদি য
স্মুনয় উপাসতে তদরয়োহপি যযুঃ স্মরণাৎ
স্ত্রিয় উরুগেন্দ্র ভোগ ভুজদগু বিষক্ত ধিয়োঃ
বয়মপি তে সমাঃ সমদৃশোহজি। সরোজস্বধাঃ’ ॥ ১২১ ॥

ইহার টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যঃ ১০৬ শ্লোকে ১৮০ পৃষ্ঠায় দেখ । ১২১ ।

‘কৃতি পার, লক্ষ্মী না পার ইথে কি কারণ ?
ভট্ট কহে ‘ইহা প্রবেশিতে নারে মোর মন ।
আমি জীব ক্ষুদ্র বুদ্ধি সহজে অস্থির ;
জখরের লীলা কোটি সমুদ্র গম্ভীর ।

‘তুমি সেই সাক্ষাৎ কৃষ্ণ জ্ঞান নিজ কর্ম ;
 যারে জানাও সেই জানে তোমার লীলা মর্ম’ ।
 প্রভু কহে ‘কৃষ্ণের এক স্বভাব লক্ষণ ;
 সমাধুর্ষ্যে সর্ব চিত্ত করে আকর্ষণ ।
 ব্রজলোকের ভাবে পাইয়ে তাঁহার চরণ ;
 তাঁরে ঈশ্বর করি নাহি জানে ব্রজ জন ।
 কেহ তাঁরে পুত্রজ্ঞানে উদ্ধৃথলে বান্ধে ;
 কেহ সখা জানে জিনি চড়ে তাঁর কাঁধে ।
 ব্রজেন্দ্রনন্দন তাঁরে জানে ব্রজজন ;
 ঐশ্বর্য্যজ্ঞান নাহি নিজ সম্বন্ধ মনন ।
 ব্রজলোকের ভাবে যেই করয়ে ভজন ;
 সেই ব্রজে পায় শুদ্ধ ব্রজেন্দ্রনন্দন ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে নবমাধ্যায়ে ষোড়শ-
 শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শ্লোক বাক্যং

‘নায়ং স্থখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকাসুতঃ ।

জ্ঞানিনাং চাত্মভূতানাং যথা ভক্তি মতা মিহ’ ॥ ১২২ ॥

টীকা ও ব্যাখ্যা পূর্বে ১০৭ শ্লোকে ১৮১ পৃষ্ঠায় দেখ । ১২২ ।

‘শ্রুতিগণ গোপীগণের অমুগত হঞা ;
 ব্রজেশ্বরী স্নাত ভজে গোপীভাব লঞা ।
 বাহ্যাস্তরে গোপী দেহ ব্রজে যবে পাইল ;
 সেই দেহে কৃষ্ণ সঙ্গে রাসক্রীড়া কৈল ।
 গোপজাতি কৃষ্ণ, গোপী প্রেমসী তাঁহার ;
 দেবী বা অন্ত জী কৃষ্ণ না করে অঙ্গীকার ।
 লক্ষী চাহে সেই দেহে কৃষ্ণের সঙ্গম ;
 গোপীরাগানুগা হঞা না কৈল ভজন ।
 অন্ত দেহে না পাইয়ে রাসবিলাস ;
 অতএব ‘নায়ং’ শ্লোকে কহে বেদ বাস’ । (১)

১ অন্ত দেহে...বেদবাস—গোপীদেহ ভিন্ন অন্ত দেহে কৃষ্ণ সঙ্গম লাভ হয় না ; শ্রুতি-
 গণও গোপী রাগানুগা হইয়া তাঁহাদের সমান দেহ লাভ করতঃ কৃষ্ণের সহিত কেলি করিতে

পূর্বে ভট্টের মনে এক হৈত অভিমান ;

শ্রীনারায়ণ হয় স্বয়ং ভগবান্ ।

তাঁহার ভজন সর্বোপরি কক্ষা হয় ; (১)

শ্রীবৈষ্ণবের ভজন এই সর্বোপরি হয় ।

এই তাঁর গর্ব প্রভু করিতে থগুন ;

পরিহাস দ্বারে উঠায় এতক বচন ।

প্রভু কহে 'ভট্ট তুমি না করিহ সংশয় ;

স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ এইত নিশ্চয় ।

কৃষ্ণের বিলাস মূর্তি শ্রীনারায়ণ ; (২)

অতএব লক্ষ্মী আদ্যের হরে তিহ মন ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে তৃতীয়াধ্যায়ে অষ্টা-
বিংশতি শ্লোকে সৌনকাদীন্ প্রতি সূত বচনং

‘এতে চাংশ কলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্ত ভগবান্ স্বয়ং

ইন্দ্রারি ব্যাকুলং লোকং মুড়য়ন্তি যুগে যুগে’ ॥ ১২৩ ॥

টীকা ও ব্যাখ্যা আদিঃ ৫০ শ্লোকে ৫৭ পৃঃ দেখ । ১২৩ ।

‘নারায়ণ হৈত্রে কৃষ্ণের অসাধারণ গুণ ;

অতএব লক্ষ্মীর কৃষ্ণে তৃষ্ণা অমুকুণ ।

তুমি যে পড়িলা শ্লোক সে হয় প্রমাণ ;

সেই শ্লোকে আইসে কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ ।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ববিভাগে দ্বিতীয়লহর্যাং
ষাত্রিংশৎ শ্লোকে শ্রীরূপগোষামি বাক্যং

‘সিদ্ধান্তত স্বভেদেহপি শ্রীশকৃষ্ণ স্বরূপয়োঃ ।

রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণ রূপ মেঘা রসস্থিতিঃ’ ॥ ১২৪ ॥

পারিত্যজিলেন । লক্ষ্মী স্বকীয় দেবীদেহে সেই লীলা পাইতে ইচ্ছা করায় তাহা প্রাপ্ত হইতে
পারেন নাই’ ; এই কথা ভাগবতে বেদব্যাস ‘নায়ে’ অর্থাৎ উপরি উক্ত ১২০ শ্লোকে বলিয়াছেন ।

১ সর্বোপরি কক্ষা হয়—নারায়ণের উপাসনাই সর্ব শ্রেষ্ঠ কক্ষা অর্থাৎ প্রকোষ্ঠ ।

২ কৃষ্ণের বিলাস মূর্তি ইত্যাদি—কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্, তাঁহার বিলাস ঐশ্বর্যস্বরূপ নারায়ণ-
তত্ত্ব । বিলাস লক্ষণ আদিঃ ৩৫-৩৬ পৃষ্ঠায় দেখ ।

টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যঃ ১১৯ শ্লোকে ২০১ পৃঃ দেখ । ১২৪ ।

‘স্বরং ভগবান্ কৃষ্ণ হরে লক্ষ্মীর মন ;
গোপীকার মন হরিতে নারে নারায়ণ ।
নারায়ণের কা কথা ? শ্রীকৃষ্ণ আপনে ;
গোপীকারে হাস্য করিতে হয় নারায়ণে ।
চতুর্ভুজমূর্ত্তি দেখায় গোপীগণের আগে ;
সেই কৃষ্ণে গোপীকার নহে অল্পরাগে’ ।

তথাহি ললিতমাধবে ষষ্ঠাঙ্কে ত্রয়োদশশ্লোকে সূর্যপেক্ষীঃ
সুবর্ণাং প্রতি বিশাখা বাক্যং

‘গোপীনাং পশুপেন্দ্রনন্দন জুবো ভাবস্থ কস্তাংকৃতী
বিজ্ঞাতুং ক্রমতে দুৰূহ পদবী সঞ্চারিণঃ প্রক্রিয়াং ।
আবিকুর্বতি বৈষ্ণবী মপিতনুং তস্মিন্ ভুজৈর্জিষুভি
র্যাসাং হন্ত চতুর্ভি রদ্ধুতরুচ্চিং রাগোদয়ঃ কুঞ্চতি’ ॥১২৫॥

টীকা ও ব্যাখ্যা আদিঃ ২০২ শ্লোকে ৩৯৬ পৃঃ দেখ । ১২৫ ।

এত কহি প্রভু তাঁর গর্ভ চূর্ণ করিয়া ;
তাঁরে সুখ দিতে কহে সিদ্ধান্ত ফিরাইয়া ।
‘হঃখ না ভাবিহ ভট্ট ! কৈল পরিহাস ;
শাস্ত্র সিদ্ধান্ত শুন যাতে বৈষ্ণব বিশ্বাস ।
কৃষ্ণ নারায়ণ যৈছে একই স্বরূপ ;
গোপী লক্ষ্মী ভেদ নাহি হয় একরূপ ।
গোপী ধারে লক্ষ্মী করে কৃষ্ণ সঙ্গাস্বাদ ;
ঈশ্বরতবে ভেদ মানিলে হয় অপরাধ ।
একই ঈশ্বরে ভক্তের ধ্যান অমুরূপ ;
একই বিগ্রহে করে নানাকার রূপ’ ।

তথাহি লবুভাগবতামৃতে পূর্ব্বথণ্ডে পরাবস্থায়াং উনচস্থা-
রিংশাক্ষধৃত নারদ পঞ্চরাত্র বচনং

‘মণি যথা বিভাগেন নীল পীতাদিভিষুতঃ ।

রূপভেদ মবাপ্নোতি ধ্যানভেদা তথাচ্যুতঃ’ ॥ ১২৬ ॥

‘যথা’ যেন প্রকারেণ ‘মণিঃ’ চক্ষুঃমণিঃ স্বর্ঘ্যমণি রিঙ্গমণিরিতি ‘বিভাগেন’
পৃথক্ পৃথক্ রূপেণ ‘নীল পীতাদিভিঃ’ আধারাদি ভেদেন নানাবর্ণৈঃ ‘যুতঃ’
ভবেৎ ‘অচ্যুতঃ’ ভগবান্ ‘তথা’ তেন প্রকারেণ ‘ধ্যান ভেদাৎ’ উপাসনা-
ভেদাৎ ‘রূপভেদং’ নানারূপং ‘অবাপ্নোতি’ প্রাপ্নোতি । ১২৬ ।

যেমন একই মণি আধারাদি ভেদ নিবন্ধন নীল পীতাদি
নানাবর্ণে সুরঞ্জিত হইয়া পৃথক পৃথক রূপে প্রতীয়মান হয় ;
সেইরূপ উপাসনাভেদে ভগবান্ও নানা চিত্তে নানারূপে
প্রতিভাত হইয়া থাকেন ॥ ১২৬ ॥

ভট্ট কহে ‘কাঁহা আমি জীব পামর ?
কাঁহা তুমি সেই কৃষ্ণ সাক্ষাৎ ঈশ্বর ?
অগাধ ঈশ্বর লীলা কিছুই না জানি ;
তুমি যেই কহ সেই সত্য করি মানি ।
মোরে পূর্ণ কৃপা কৈল লক্ষ্মী নারায়ণ ;
তাঁর কৃপায় পাইলু তোমার চরণ দরশন ।
কৃপা করি কহিলে মোরে কৃষ্ণের মহিমা ;
যাঁর রূপ গুণৈশ্বর্যের কেহ না পায় সীমা ।
এবে সে জানিহু কৃষ্ণভক্তি সর্বোপরি ;
কৃতার্থ করিলে মোরে কহিয়ে কৃপাকরি’ ।
এতবলি ভট্ট পড়িল প্রভুর চরণে ;
কৃপা করি প্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গনে ।
চাতুর্য্যাস্ত পূর্ণ হৈল, ভট্টের আজ্ঞা লঞা ;
দক্ষিণ চলিল প্রভু শ্রীরঙ্গ দেখিয়া ।

সীমিতে চলিলা ভট্ট না যায় ভবনে ;
 তাঁরে বিদায় দিল প্রভু অনেক যতনে ।
 প্রভুর বিয়োগে ভট্ট হৈলা অচেতন ;
 এই রঙ্গ লীলা করে শচীর নন্দন ।
 ঋষভ (১) পৰ্ব্বতে চলি আইলা গৌরহরি ;
 নারায়ণ দেখি তাঁহা নতি স্তুতি করি ।
 পরমানন্দ পুরী (২) তাঁহা রহে চাতুর্ধাস—
 শুনি মহাপ্রভু গেলা গৌসাক্ষির পাশ ।
 পুরী গৌসাক্ষির কৈল প্রভু চরণ বন্দন ;
 প্রেমে পুরী গৌসাক্ষি তাঁরে কৈল আলিঙ্গন ।
 তিন দিন প্রেমে দৌহে কৃষ্ণকথা রঙ্গে ;
 সেই বিশ্রাম ঘরে দৌহে রহে এক সঙ্গে ।
 পুরীগৌসাক্ষি বলে ‘আমি যাব পুরুষোত্তমে ;
 পুরুষোত্তম দেখি গোঁড়ে যাব গঙ্গাস্নানে’ ।
 প্রভু কহে পুনঃ ‘তুমি আইস নীলাচলে ;
 আমি সেতুবন্ধ হৈতে আসিব অন্নকালে ।
 তোমার নিকটে রহি ছেন বাঞ্ছা হয় ;
 নীলাচলে আসিব মোরে হইয়া সদয়’ ।
 এত বলি তাঁর ঠাক্ষি আজ্ঞা লইয়া ;
 দক্ষিণে চলিলা প্রভু হরষিত হঞা ।
 পরমানন্দপুরী তবে চলিলা নীলাচলে ;
 মহাপ্রভু চলি তবে আইলা জীশৈলে । (৩)
 শিব ছর্গা রহে তাঁহা ব্রাহ্মণের বেশে ;
 মহাপ্রভু দেখি দৌহার হইলা উল্লাসে ।
 তিন দিন ভিক্ষা দিল করি নিমন্ত্রণ ;
 নিভূতে বসি শুণ্ড কথা কহে ছই জন ।

১ ঋষভ পৰ্ব্বত—নীল গিরির চূড়া বিশেষ ।

২ পরমানন্দপুরী—মাধবেন্দ্র পুরীর জনৈক প্রধান শিষ্য ও চৈতন্যদেবের দীক্ষাগুরু ঈশ্বর পুরীর অধ্যক্ষ ভাটা ।

৩ জীশৈলে—নীল গিরির চূড়া বিশেষ ।

তাঁর সনে মহাপ্রভু করি ইষ্টগোষ্ঠি ;
 আজ্ঞা লঞা আইলা তবে পুরী কামকোষ্ঠি । (১)
 দক্ষিণ মথুরা (২) আইলা কামকোষ্ঠি হৈতে ;
 তাঁহা দেখা হৈল এক ব্রাহ্মণ সহিতে ।
 সেই বিপ্র মহাপ্রভুকে কৈল নিমন্ত্রণ ;
 রাম ভক্ত সেই বিপ্র বিরক্ত মঙ্গলজন ।
 কৃতমালায় স্নান করি আইলা তাঁর ঘরে ;
 ভিক্ষা কি দিবেন বিপ্র পাক নাহি করে ।
 মহাপ্রভু কহে তাঁরে ‘শুন মহাশয় !
 মথ্যাহু হইল কেন পাক নাহি হয় ?’
 বিপ্র কহে ‘প্রভু মোর অরণ্যে বসতি ;
 পাকের সামগ্রী বনে না মিলে সংপ্রতি ।
 বন্য শাক ফল মূল আনিবে লক্ষণ ;
 তবে নীতা করিবেন পাক প্রয়োজন’ ।
 তাঁর উপাসনা শুনি প্রভু তুষ্ট হৈলা ;
 আন্তে বাস্তে সেই বিপ্র রন্ধন করিলা ।
 প্রভু ভিক্ষা কৈল দিন তৃতীয় প্রহরে ;
 অনির্ঝিন্ন সেই বিপ্র উপবাস করে ।
 প্রভু কহে ‘বিপ্র কাহে কর উপবাস ?
 কেন এত দুঃখ ? কেন করহ হতান ?’
 বিপ্র কহে ‘মোর জীবনে নাহি প্রয়োজন ;
 অগ্নি জলে প্রবেশিয়া ছাড়িব জীবন ।
 জগন্নাভা মহালক্ষ্মী নীতা ঠাকুরাণী ;
 রাক্ষসে স্পর্শিল তাঁরে ইহা কানে শুনি

-
- ১ কাম কোষ্ঠি—তাম্রোত্তরের উত্তর পূর্ব কঞ্চুকোন্ম নগর একটি অসিদ্ধ তীর্থ স্থান।
 বোধ হয় তাহাই কাম কোষ্ঠি বলিয়া কথিত হইয়াছে। ইহা কোল রাজ্যের রাজধানী ছিল।
- ২ দক্ষিণ মথুরা—অথবা মাতুরা; ইহা ভীমে নদীর ধারে অবস্থিতও এক্ষণে মাজার প্রেসি-
 ডেন্সীর একটি জেলার প্রধান নগর। পূর্বকালে ইহা অতি সমৃদ্ধিশালী নগরী ছিল।
 এখানে অনেক দেবমন্দির আছে। প্রাচীনকালে ইহা পাণ্ড্যরাজ্যের রাজধানী ও
 সংস্কৃত বিদ্যাচর্চার প্রধান স্থান ছিল।

'এ শরীর ধরিবারে কত না যুগ্মার ;
 এই হুখে জলে দেহ, প্রাণ নাহি যায়' ।
 প্রভু বলে 'এ ভাবনা না করিহ আর ;
 পণ্ডিত হঞা কেন মনে না কর বিচার ?
 দৈব প্রেরণী সীতা চিদানন্দ মূর্তি ;
 প্রাকৃত ইন্দ্ৰিয়ে তাঁরে দেখিতে নাহি শক্তি ।
 স্পর্শিবার কার্য আত্মক না পায় দর্শন ;
 সীতার আকৃতি মায়া হরিল রাবণ ।
 রাবণ আসিতে সীতা অন্তর্দ্বার কৈল ;
 রাবণের আগে মারাসীতা পাঠাইল ।
 অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর ;
 বেদ পুরাণেতে এই কহে নিরন্তর ।
 বিশ্বাস করিহ তুমি আমার বচনে ;
 পুনরপি কুভাবনা না করিহ মনে' ।
 প্রভুর বচনে বিশ্বাস হইল বিশ্বাস ;
 ভোজন করিল ; হৈল জীবনের আশ ।
 তাঁরে আশ্বাসিয়া প্রভু করিলা গমন ;
 কৃতমালায় (১) স্নান করি আইলা ছর্কেসন ।
 ছর্কেসনে রঘুনাথে কৈল দর্শন ;
 মহেন্দ্র শৈলে পরশু রামের করিল বন্দন ।
 সেতুবন্ধে আসি কৈল ধনুতীর্থে স্নান ; (২)
 রামেশ্বর দেখি তাঁহা করিল বিশ্রাম ।
 বিশ্র সত্য শুনৈ তাঁহা কুর্ষ পুরাণ ;
 তার মধ্যে আইলা পতিব্রতা উপাখ্যান ।

১ কৃতমালায় স্নান করি আইলা ছর্কেসন—বোধ হয় ভিগে নদীর প্রাচীন নাম কৃতমালা ।
 ভিগের তীরে তীরে ছর্কেসন নগরী হইয়া সেতুবন্ধে আসিলেন ।

২ সেতুবন্ধ, ধনুতীর্থ, রামেশ্বর—ভিগে নদীর সাগর সঙ্গমের স্থানে সেতুবন্ধ অবস্থিত ।
 বর্তমান পথে প্রণালীকেই বোধ হয় ধনুতীর্থ বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে । এই
 প্রণালী ভারতভূমি ও রামেশ্বর দ্বীপকে বিচ্ছিন্ন করিতেছে । কথিত আছে যে লক্ষণের
 ধনুর অগ্রভাগ দ্বারা সন্তোষের বন্ধন বিচ্ছিন্ন হওয়ার ধনুতীর্থের উৎপত্তি হয় । নৌকা
 যোগে ধনু প্রণালী পার হইয়া রামেশ্বর দ্বীপে বাইতে হয় ।

মায়াসীতা রাবণ নিল শুনিল আখ্যানে ;
 শুনি মহাপ্রভু হৈলা আনন্দিত মনে ।
 পতিব্রতা শিরোমণি জনক নন্দিনী ;
 জগতের মাভা সীতা শ্রীরামগেহিনী ।
 রাবণ দেখিয়া সীতা লৈল অগ্নির শরণ ;
 রাবণ হৈতে অগ্নি কৈল সীতা আবরণ ।
 সীতা লঞা রাখিলেন পার্শ্বতীর স্থানে ;
 মায়া সীতা দিয়া অগ্নি বঞ্চিল রাবণে ।
 রঘুনাথ আলি যবে রাবণ মারিল ;
 অগ্নি পরীক্ষা দিতে সীতারে আনিল ;
 তবে মায়া সীতা অগ্নি কৈল অন্তর্ধান ;
 সত্য সীতা আনি দিল রাম বিদ্যমান ।
 এ সব সিদ্ধান্ত শুনি প্রভুর আনন্দ হইল ;
 ব্রাহ্মণের স্থানে মাগি সেই পত্র নিল ।
 নূতন পত্র লেখাইয়া পুস্তকে দেয়াইল ;
 প্রীতি লাগি পুরাতন পত্র মাগি নিল ।
 পত্র লইয়া পুনঃ দক্ষিণ মথুরা আইলা ;
 রামদাস বিপ্রে সেই পত্র আনি দিলা ।

তথাহি কূর্ম্মপুরাণে

‘সীতয়া রাখিতে বহিঃ শ্চায়াসীতা মজীজনং
 তাং জহার দশগ্রীবঃ সীতা বহিঃপূরং গত। ।
 পরীক্ষা সময়ে বহিঃ ছায়া সীতা বিবেশ সা
 বহিঃ সীতাং সমানীয় তং পুরস্তাদনীনয়ৎ’ । ১২৭ ।

‘সীতয়া’ কর্তৃভূতরা ‘বহিঃ’ অগ্নিদেবঃ ‘আরাধিতঃ’ নন্ ‘ছায়াসীতাং’ মায়া-
 সীতাং ‘মজীজনং’ উৎপাদয়ামাস । ‘দশগ্রীবঃ’ দশবদনঃ রাবণ ইত্যর্থঃ ‘তাং’
 মায়া সীতাং নতু প্রকৃত সীতাং ‘জহার’ জতবান্ ‘সীতা’ সত্যসীতা তু ‘বহিঃপূরং’
 অগ্নেৰ্ধাম ‘গত।’ প্রাপ্ত। । ‘পরীক্ষা সময়ে’ রাবণ বধান্তে সীতার্নাঃ পরীক্ষা-
 গ্রহণ কালে ‘সা’ পূর্ব্বোক্তা ছায়াসীতা ‘বহিঃ’ ‘বিবেশ’ প্রবেশয়ামাস । ‘বহিঃ’

অগ্নিত্ব 'তৎপুত্রস্তাৎ' স্বকীয়পুত্রাৎ 'সীতাং' সত্যসীতাং 'সমানীয়' আনয়নং
কৃত্বা 'অনীনয়ৎ' রামচন্দ্রায় অর্পয়ামান । ॥ ১২৭ ॥

সীতা দেবী অগ্নির আরাধনা করিলে অগ্নিদেব এক ছায়া
সীতা নির্মাণ করিয়াছিলেন ; দশগ্রীব তাহাই হরণ করিল ।
প্রকৃত সীতা বহ্লুপুরে গমন করিয়াছিলেন । পরীক্ষাগ্রহণ
সময়ে ছায়া সীতা অগ্নি প্রবেশ করিলে, অগ্নি স্বীয় ধাম হইতে
সত্য সীতা আনয়ন পূর্বক রামচন্দ্রকে অর্পণ করিলেন ॥ ১২৭ ॥

পত্র পাঞা বিপ্রেয় আনন্দিত হৈল মন ;
প্রভুর চরণে ধরি করয়ে ক্রন্দন ।
বিপ্র কহে 'তুমি সাক্ষাৎ শ্রীরঘুনন্দন ;
সন্ন্যাসীর বেশে মোরে দিলে দরশন ।
মহাভুঃখ হৈতে মোরে করিলে নিস্তার ;
আজি মোর ঘরে ভিক্ষা কর অঙ্গীকার ।
মনোহুঃখে ভাল ভিক্ষা না দিল সে দিনে ।
মোর ভাগ্যে পুনরপি পাইল দরশনে' ।
এত বলি সেই বিপ্র স্নেহে পাক কৈল ;
উত্তম প্রকারে প্রভুকে ভিক্ষা করাইল ।
সেই রাজি তাঁহা রহি তারে রূপা করি ;
পাণ্ড্যদেশে তাম্রপর্ণী (১) গেলা গৌরহরি ।
তাম্রপর্ণী জান করি তাম্রপর্ণী ভীরে ;
নয় ত্রিপদী দেখি বুলে কুড়ুলে ।

১ পাণ্ড্যদেশে তাম্রপর্ণী—বৃঃ পৃঃ ৪র্থ শতাব্দীতে পাণ্ড্যনামক অগ্রসিক হিন্দু রাজ্য
সংস্থাপিত হয়। পাণ্ড্যরাজ্যের রাজধানী দক্ষিণ মধুরা বা মাদুরা নগরে ছিল। ১৩০৪
খৃঃ অব্দে মুসলমান সেনাপতি মালিক কাফুর বরিড ইহার ১১৬ সংখ্যক বৃগতিকৈ
পরাজিত করেন ; কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এখানে হিন্দু রাজত্ব অব্যাহত ছিল।
বর্তমান টিনিভেলী জেলা এই রাজ্যের অন্তর্গত ছিল ; টিনিভেলী নগর তাম্রপর্ণী নদীর
ধারে অবস্থিত ; বোধহয় চৈতন্যদেব ঐ নগরে গিয়াছিলেন।

চিরড়তালা তীর্থে দেখি শ্রীরাম লক্ষণ ;
 তিলকাঞ্চী আসি কৈল শিব দরশন ।
 গজেন্দ্র মোক্ষণ তীর্থে দেখি বিষ্ণুমূর্তি ;
 পানাগড়ি তীর্থে আসি দেখে সীতাপতি ।
 চামতাপুরে আসি দেখি শ্রীরাম লক্ষণ ;
 শ্রীবৈকুণ্ঠে বিষ্ণু আসি কৈল দরশন ।
 মলয় (১) পর্বতে কৈল অগস্ত্য বন্দন ;
 কল্যা কুমারী তাঁহা কৈল দরশন ।
 আমলীতলাতে রাম দেখি গৌরহরি ;
 মল্লার দেশেতে (২) আইলা যথা ভট্টমারি । (৩)
 তমাল কাষ্ঠিক দেখি আইলা বেতাপাণি ;
 রঘুনাথ দেখি তাঁহা বঙ্কিলা রজনী ।
 গৌসাক্ষির সঙ্গে রহে কৃষ্ণদাস ব্রাহ্মণ ;
 ভট্টমারি সহিত তাঁর হৈল দরশন ।
 শ্রী ধন দেখাঞা তার লোভ জন্মাইল ;
 আৰ্য্য সরল বিপ্লব বুদ্ধি নাশ কৈল ।
 প্রাতে উঠি আইলা বিপ্র ভট্টমারি ঘরে ;
 তাহার উদ্দেশে প্রভু আইলা সম্বরে ।
 আসিয়া কহেন সব ভট্টমারিগণে ;
 ‘আমার ব্রাহ্মণ তুমি রাখ কি কারণে ?
 আমি হ সন্ন্যাসী দেখ তুমি হ সন্ন্যাসী ;
 মোরে হুঃখ দেহ তোমার স্তার নাহি বাসি’ । (৪)

মলয় পর্বত—নীলগিরির সর্ব দক্ষিণ প্রান্ত ।

মল্লার দেশ—মালাবার দেশ । এক্ষণে মাল্লাজ প্রেসিডেন্সীর একটা জেলা ; প্রধান নগর কালীকট ; মালাবার উপকূলে অবস্থিত ।

ভট্টমারি—ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ের বিত্তীয় ভাগে ভর্তৃহরি নামে এক বোগী-সম্প্রদায়ের নাম দৃষ্ট হয় ; বোধ হয় এখানে তাহাদের বিষয়ই উল্লিখিত হইয়াছে । ইহারা ভর্তৃহরিকে স্বীয় সম্প্রদায় অবতরক বলিয়া থাকে ও দ্রীপুত্র, অশ্বাদি পশু এবং অস্ত্র শস্ত্র লইয়া দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায় ।

নায় নাহি বাসি—তোমাদের বিচার ভাল বোধ হয় না ।

শুনি সব ভট্টমারি উঠে অস্ত্র লঞা ;
 মারিবারে আইল সবে চারি দিগে ধাঞা ।
 তার অস্ত্র তার অঙ্গে গড়ে হাত হৈতে ;
 খণ্ড খণ্ড হৈল ভট্টমারি পলার চারিভিতে ।
 ভট্টমারি ঘরে তাঁহা উঠিল ক্রন্দন ;
 কেশে ধরি বিপ্র লঞা করিল গমন ।
 সেই দিন চলি আইলা পরশ্বিনী তীরে ; (১)
 স্নান করি গেলা আদি কেশব মন্দিরে ।
 কেশব দেখিয়া প্রেমে আবিষ্ট হইলা ;
 নতি স্তুতি মৃত্যুগীত বহুত করিলা ।
 প্রেম দেখি লোক হইল মহা চমৎকার !
 সর্ব লোক কৈল প্রভুর পরম সৎকার ।
 মহাভক্তগণ সহ তাঁহা গোষ্ঠি কৈল ;
 ব্রহ্মসংহিতাধ্যায় পুঁথি তাঁহাই পাইল ।
 পুঁথি পাঞা প্রভুর হৈল আনন্দ অপার ;
 কম্প অশ্রু পুলক যেন স্তম্ভ বিকার ।
 সিদ্ধাস্ত শাস্ত্র নাহি ব্রহ্মসংহিতার সম ;
 গোবিন্দ মহিমা জ্ঞানে পরম কারণ ।
 অল্লাহুরে কহে সিদ্ধাস্ত অপার ;
 সকল বৈষ্ণব শাস্ত্র মধ্যে অতিসার ।
 বহু যজ্ঞে সেই পুঁথি নিল লিখাইয়া ;
 অনন্ত পদ্মনাভ (২) আইলা হরষিত হঞা ;
 দিন দুই পদ্মনাভে কৈল দরশন ;
 আনন্দে দেখিতে আইলা শ্রীজনার্দন ।
 দিন দুই তাঁহা করি কীর্ত্তন নর্ত্তন ;
 পরোক্ষি (৩) আসিয়া দেখে শঙ্কর নারায়ণ ।

১ পরশ্বিনী তীরে—বোধ হয় পাপ নাশিনীর নামান্তর ।

২ অনন্ত পদ্মনাভ—এখানে অনন্তেশ্বর শিব আছেন । এই স্থানে মঙ্গাচার্য্য প্রথম দীক্ষিত হন ।

৩ পরোক্ষি—বোধ হয় 'পুতি' । ইহা মঙ্গাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত ৮টি দেবস্থানের একটা স্থান ।

শিংহারি মঠে আইলা শঙ্করাচার্য্য স্থানে । (১)
 মৎস্য তীর্থ দেখি কৈল ভুজ ভজার বানে । (২)
 মধ্বাচার্য্য (৩) স্থানে আইলা ধাধা তত্ত্ববাদী ;
 উড়ুপ কৃষ্ণ দেখি তাঁহা হৈল প্রেমাস্বাদী ।
 নর্তক গোপাল কৃষ্ণ গরম মোহনে ;
 মধ্বাচার্য্যে স্বপ্ন দিয়া আইলা তাঁর স্থানে ।
 গোপীচন্দন ভিতর (৪) আছিল ডিঙ্গাতে ;
 মধ্বাচার্য্য তাঁঞ কৃষ্ণ আইলা কোন মতে ।
 মধ্বাচার্য্য আনি তাঁরে করিলা স্থাপন ;
 অদ্যাবধি সেবা করে তত্ত্ববাদীগণ ।
 কৃষ্ণমূর্ত্তি দেখি প্রভু মহামুখ পাইল ;
 প্রেমাবেশে বহুদিন নৃত্য গীত কৈল ।

- ১ শিংহারি মঠে আইলা শঙ্করাচার্য্যের স্থানে—শূঙ্গগিরি বা শূঙ্গপুরের নামান্তর শিংহারি । ইহা কাঞ্চী (কোচিন) দেশে তুঙ্গভদ্রা নদীতীরে অবস্থিত । শঙ্করাচার্য্য দ্বিবিজয়ে বহির্গত হইয়া এখানে এক চক্র প্রস্তুত করতঃ তাহার সম্মুখে সরস্বতীদেবীকে সংস্থাপন পূর্ব্বক স্বীয় মঠ নির্মাণ করিয়াছিলেন ; এবং তাহাতে উক্ত দেবীর পাদ পীঠ প্রস্তুত করিয়া ভারতী সম্প্রদায় সৃষ্টি করেন । শঙ্কর দ্বিবিজয় ।
- ২ তুঙ্গভদ্রা—তুঙ্গ ও ভদ্রা নামক দুইটা শাখা মিলিত হইয়া সংগঠিত হইয়াছে । তুঙ্গ-ভদ্রা কৃষ্ণা নদীর একটি বৃহৎ শাখা ।
- ৩ মধ্বাচার্য্য স্থান—অর্থাৎ উদ্বিগ্নি দেব-মন্দির ; ইহা সমুদ্রে হইতে ১৪-কোশ অন্তর পাপ-নাশিনী (পরম্বিনী ?) নদীর নিকটে অবস্থিত । চারি সম্প্রদায় বৈষ্ণব মধ্যে চতুঃসন সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক মধ্বাচার্য্য ১১২১ শকে জুলব দেশে বধিজী ভট্টের গুরসে জন্মগ্রহণ করেন ও অনন্তেধর মঠে বিদ্যাভ্যাস করিয়া ৯ বৎসর বয়সের সময় সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করেন । ইনি নানা তীর্থ পর্য্যটন করিয়া বহুবিধ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন ও উদ্বিগ্নি নগরে উড়ুপ কৃষ্ণমূর্ত্তি স্থাপিত করেন । তদবধি এই নগর তাহার সম্প্রদায়ের সর্ব্ব প্রধান তীর্থ বলিয়া পরিগণিত হয় । উদ্বিগ্নি ব্যতীত হুজুগুয়া, মধাতলে দুই শালগ্রামশিলা ও কাহুর, পেজাওর, আদমার, কলমার, কৃষ্ণপুর, সিকুর, সোদ ও পুন্ডি নামক স্থানে নানা বিগ্রহ সেবা প্রকাশ করেন । ভাঃ উঃ ১ম ভাগ ১০১পৃঃ ।
- ৪ গোপীচন্দন ভিতর ইত্যাদি—কোন বর্ণিকের একখানি অর্ণবগোত দ্বারকা হইতে মলয়বর দেশে বাইতে বাইতে জুলব দেশের নিকট জলময় হয় । ঐ পোতে গোপীচন্দন মূর্ত্তিকার মধ্যে এক কৃষ্ণ মূর্ত্তি আবৃত ছিল ; মধ্বাচার্য্য দৈববলে জানিতে পারিয়া উত্তোলন পূর্ব্বক ঐ মূর্ত্তি উদ্বিগ্নিতে প্রতিষ্ঠা করিলেন । ভাঃ উঃ ১ভাগ ১০২পৃঃ ।

ভক্তবাদীগণ প্রভুকে মারাবাদী জানে ;
 প্রথম মর্শনে প্রভুকে না কৈল সম্ভাষণে ।
 পাছে প্রেমাবেশ দেখি হৈল চমৎকার ।
 বৈষ্ণব জানে বহুত করিল সংকার ।
 বৈষ্ণবতা গরু তা'সবার জানি গৌরচন্দ্র ;
 তাঁহা সব সঙ্গ পোষ্ঠি করিলা আরম্ভ ।
 ভক্তবাদী আচার্য্য সব শাস্ত্রেতে প্রবীণ ;
 তাঁরে প্রশ্ন কৈল প্রভু হঞা যেন দীন ।
 'সাধ্য সাধন আমি না জানি ভাল মতে ;
 সাধ্য সাধন শ্রেষ্ঠ জানাহ আমাতে' ।
 আচার্য্য কহে 'বর্ণাশ্রম ধর্ম কৃষ্ণে সমর্পণ ;
 এই হয় কৃষ্ণভক্তের শ্রেষ্ঠ সাধন ।
 পঞ্চবিধ মুক্তি পাঞা বৈকুণ্ঠে গমন ;
 সাধ্য শ্রেষ্ঠ হয় এই শাস্ত্র নিরূপণ' ।
 প্রভু কহে 'শাস্ত্রে কহে শ্রবণ কীর্তন ;
 কৃষ্ণ প্রেম সেবা ফলের পরম সাধন ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে সপ্তমস্কন্ধে পঞ্চমাধ্যায়ে অষ্টাদশ-
 শ্লোকে যুধিষ্ঠিরং প্রতি নারদ বাক্যং
 'শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনং
 অর্চনং বন্দনং দাস্ত্বং সখ্য মাত্ম নিবেদনং
 ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চৈব লক্ষণা
 ক্রিয়তে ভগবত্যেকা তন্মন্ত্ৰেহধীত মুত্তমং' ॥ ১২৮ ।

'বিষ্ণোঃ' ভগবতঃ 'শ্রবণং' গুণলীলানামাদি শ্রবণং 'কীর্তনং' তৎকথনং
 'স্মরণং' মনসি চিন্তনং 'পাদ সেবনং' পরিচর্যা 'অর্চনং' পূজা 'বন্দনং' কায়-
 মনোবাকৈর্নমনং 'দাস্ত্বং' কর্ত্ত্বার্পণং 'সখ্যং' ভাবিস্বাসাদি 'আত্মনিবেদনং'
 দেহসমর্পণং যথা বিক্রীতস্য গবাশ্বাদে ভ্রমণপালনাদিচিত্তা ন ক্রিয়তে তথা
 দেহতন্মৈ সমর্প্য তচ্ছিত্তাবর্জনমিত্যর্থঃ 'ইতি' 'নবলক্ষণা' নব লক্ষণনি
 বদ্যঃ সা 'ভক্তিঃ' অধীতেন 'পুংসা' জনেন 'চেৎ' যদি 'ভগবতি' 'বিষ্ণৌ'

পরমেশ্বরে 'অঙ্কা' বিশ্বাসেন 'অর্পিতা' নতী 'ক্রিয়েত' অনুষ্ঠিয়েত না চার্পি-
তৈব সতী যদি ক্রিয়েত নতু কৃত্য নতী পশ্চাদপ্যেত 'তৎ' 'উত্তমং' 'অধীতং'
পঠনং 'মন্ত্বে' ॥ ১২৮ ॥

ভগবানের নাম গুণ লীলাদি শ্রবণ, কীর্তন, ও পুনঃ পুনঃ
চিন্তা ; তাঁহার পরিচর্যা, অর্চন, বন্দন ; তাঁহাতে কণ্ঠা-
র্পণ, বিশ্বাস, এবং দেহ সমর্পণ ; এই নব লক্ষণ বিশিষ্ট ভক্তি
যদি ভগবানে সমর্পণ পূর্বক অনুষ্ঠান করা যায় ; আমার
বিবেচনায় তাহাই উত্তম অধ্যয়ন ॥ ১২৮ ॥

‘শ্রবণ কীর্তন হৈতে কৃষ্ণে হয় প্রেমা ;

সেই পঞ্চম পুরুষার্থ, পুরুষার্থের সীমা ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ স্কন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়ে অষ্টা-
ত্রিংশৎ শ্লোকে জনকং প্রতি যোগেন্দ্র বাক্যং

‘এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয় নাম কীর্ত্য

জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচৈঃ

হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়

ভূষ্মাদবগ্ন ত্যতি লোক বাহুঃ’ । ১২৯ ।

টীকা ও ব্যাখ্যা আদিঃ ২৩৬ পৃঃ ১৫৮ শ্লোক দেখ ॥ ১২৯ ॥

কর্ম নিন্দা, কর্মত্যাগ, সর্ব শাস্ত্রে কহে ;

কর্ম হৈতে প্রেমভক্তি কৃষ্ণে কছু নহে ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে একাদশাধ্যায়ে
দ্বাত্রিংশৎ শ্লোকে উদ্ধবং প্রতি শ্রীকৃষ্ণ বাক্যং

‘আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ময়াদিষ্ঠানপি স্বকাম্ ।

ধর্ম্মান্ সংত্যজ্যঃ যঃ সর্বান্ মাং ভজেৎ স চ সত্তমঃ’ । ১৩০ ।

টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যলীলা ১৫২ পৃঃ ৬৫ শ্লোকে দেখ ॥ ১৩০ ॥

তথাহি শ্রীভগবদগীতার্নাং অষ্টাদশাধ্যায়ে ষট্‌ষষ্ঠি শ্লোকে
অৰ্জুনঃ প্রতি শ্রীকৃষ্ণ বাক্যং

‘সৰ্ব্ব ধৰ্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ।

অহং ত্বাং সৰ্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মাশুচঃ’ ১৩১ ।

টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যলীলা ১৫৩ পৃঃ ৬৮ শ্লোকে দেখ ॥ ১৩১ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে বিংশতিতমাধ্যায়ে
নবম শ্লোকে উদ্ধবঃ প্রতি শ্রীকৃষ্ণ বাক্যং

‘তাবৎ কৰ্ম্মাণি কুৰ্ব্বীত ন নির্বিদ্যেত যাবত।

মৎকথা শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে’ ১৩২ ॥

‘যাবত।’ যাবৎপর্য্যন্তং ‘ন’ ‘নির্বিদ্যেত’ হুংখ বুদ্ধ্য। কর্ম্মফলেবু বিরক্তো ন
ভবেৎ ‘বা’ অথবা ‘যাবৎ’ ‘মৎকথাশ্রবণাদৌ’ মৎকথা শ্রবণকীর্তনাদি বিষয়ে
‘শ্রদ্ধা’ রতিঃ ‘ন’ ‘জায়তে’ ‘তাবৎ’ পর্য্যন্তং ‘কৰ্ম্মাণি’ নিত্য নৈমিত্তিকানি
‘কুৰ্ব্বীত’ ॥ ১৩২ ॥

যে কাল পর্য্যন্ত কর্ম্মফলে বিরক্তি বা আমার কথা শ্রবণ
কীর্তনাদি বিষয়ে শ্রদ্ধা না জন্মে ; সে কাল পর্য্যন্ত নিত্য-
নৈমিত্তিক কর্ম্মাদি করিবে ॥ ১৩২ ॥

‘পঞ্চবিধ মুক্তি ত্যাগ করে ভক্তগণ ;

কষ্ট (১) করি মুক্তি দেখে নরকের সম ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে ঊনত্রিংশাধ্যায়ে একা-
দশ শ্লোকে দেবহুতিং প্রতি কপিলদেব বাক্যং

‘সালোক্য মাষ্টি’ সামীপ্য সাক্ষপৈকত্বমপ্যুত

দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎ সেবনং জনাঃ’ ১৩৩ ॥

টীকা আদিঃ ১৪৬ পৃঃ ১১১ শ্লোকে দেখ ॥ ১৩৩ ॥

তথাহি তত্রৈব পঞ্চমস্কন্ধে চতুর্দশাধ্যায়ে ত্রিচছারিংশ-
শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং

‘যো হুন্ত্যজান্ ক্রিতিস্থত স্বজনার্থ দারান্
প্রার্থ্যাং শ্রিয়ং হ্রস্বরৈঃ সদয়াবলোকাং
নৈচ্ছন্ প স্তুচুচিতং মহতাং মধুদ্বিট্-
সেবানুরক্ত মনসা মভবোহপি ফল্লঃ’ । ১৩৪ ।

‘যঃ’ এবভূতোহসৌ ‘নৃপঃ’ ভরতঃ ‘হুন্ত্যজান্’ হুঃখেন ত্যাক্তুমশক্যান্
‘ক্রিতিস্থত স্বজনার্থ দারান্’ জীপুত্র বান্ধব রাজাদীন সর্বান্ ‘হ্রস্বরৈঃ’ ইন্দ্রা-
দিভিঃ প্রার্থ্যাং ‘প্রার্থনীয়াং শ্রিয়ং’ লক্ষ্মীং সৌভাগ্যমিত্যর্থঃ কথञুতাং ‘সদ-
য়াবলোকাং’ ভরতস্য দয়া যথা ভবতি এবমবলোকো যস্যাঃ তাং ‘ন’ ‘ত্রৈচ্ছৎ’
ইতি যৎ ‘তৎ’ উচিতং স্যাৎ ; যতঃ ‘মধুদ্বিট্ সেবানুরক্ত মনসাং’ মধুদ্বিঃ
ভগবতঃ সেবারা মনুরক্তং মনো যেষাং তেষাং ‘মহতাং’ ‘অভবঃ’ ‘অপি’
যোকোহপি ‘ফল্লঃ’ তুচ্ছ এব স্যাৎ ॥ ১৩৪ ॥

সেই নৃপতি ভরত যে হুন্ত্যজ পুত্র কলত্র ধন জন রাজ্য
ও দেববান্ধবীয়া ও তাঁহার কৃপা প্রার্থিনী লক্ষ্মীকেও ইচ্ছা
করেন নাই, সে তাঁহার পক্ষে উচিতই হইয়াছিল ; কারণ
ভগবৎসেবানুরক্ত মহৎ পুরুষদিগের পক্ষে মুক্তিও অতি
অকিঞ্চিৎকর ॥ ১৩৪ ॥

তথাহি তত্রৈব ষষ্ঠস্কন্ধে সপ্তদশাধ্যায়ে ত্রয়োবিংশতি-
শ্লোকে দুর্গাং প্রতি শিব বাক্যং

‘নারায়ণপরাঃ সর্বের ন কুতশ্চন বিভ্যতি
স্বর্গাপবর্গ নরকেষপি তুল্যার্থ দর্শিনঃ’ । ১৩৫ ।

‘নারায়ণপরাঃ’ ভগবৎপরায়ণাঃ ‘সর্বের’ জনাঃ ‘কুতশ্চন’ কস্যচিদপি
সকাশাৎ ‘ন’ ‘বিভ্যতি’ ভয়ঃ ন প্রাপ্নুবতি । তে সর্বের ‘স্বর্গাপবর্গ নরকেষু’
‘অপি’ ‘তুল্যার্থ দর্শিনঃ’ তুল্যার্থঃ প্রয়োজন মিতি ত্রষ্টুং শীলং যেষাং তে তথা
ব্রহ্মভূতি ॥ ১৩৫ ॥

ভগবৎ পুরায়ণ ব্যক্তির। কাহা হইতেও ভয় প্রাপ্ত হন না;
তাঁহার। স্বৰ্গ, অপবৰ্গ (মুক্তি), ও নরক এই তিনেই তুল্য
প্রয়োজন দেখিয়া থাকেন ॥ ১৩৫ ॥

‘মুক্তি’ ‘কৰ্ম’ দুই বস্তু ত্যজে ভক্তগণ ;
সেই দুই স্থাপ তুমি সাধ্যসাধন ।
সন্ন্যাসী দেখিয়া মোরে করহ বঞ্চন ; (১)
না কহিলা তেঞি সাধ্যসাধন লক্ষণ’ ।
শুনি তত্ত্বাচার্য্য হৈলা অন্তরে লজ্জিত ;
প্রভুর বৈষ্ণবতা দেখি হইলা বিস্মিত ।
আচার্য্য কহে ‘তুমি যে কহ সেই সত্য হয় ;
সৰ্ব্বশাস্ত্রে বৈষ্ণবের এই স্মৃতিশ্রয় ।
তথাপি মধ্বাচার্য্য যৈছে করিয়াছে নির্বন্ধ ;
সেই আচরিয়ে সবে সম্প্রদায় সম্বন্ধ’ ।
প্রভু কহে ‘কৰ্ম্মী, জ্ঞানী, দুই ভক্তিহীন ;
তোমার সম্প্রদায়ে দেখি সেই দুই চিন ।
সবে এক গুণ দেখি তোমার সম্প্রদায়ে ;
সত্য বিগ্রহ ঈশ্বর করহ নিশ্চয়ে’ ।
এই মত তাঁর ঘরের (২) গৰ্ভ চূর্ণ করি ;
ফলশুভীর্থে তবে আইলা ত্রিগৌরহরি ।
ত্রিতকূপ বিশালার করিল দরশন ;
পঞ্চানন (৩) ভীর্থে আইলা শচীরনন্দন ।
গোকৰ্ণ শিব দেখি আইলা দ্বৈপায়ণি ;
সুপারকভীর্থে আইলা স্তানী শিরোমণি ।

১ সন্ন্যাসী দেখিয়া ইত্যাদি—কোন কোন পুস্তকে কিছু পাঠ বিভিন্ন দেখা যায় যথা:—

‘এই বৈষ্ণবের নহে সাধ্য সাধন ; সন্ন্যাসী দেখিয়া আশা করহ বঞ্চন’ ।

২ তাঁর ঘরের—তাঁহারিগের ।

৩ পঞ্চানন—‘পঞ্চানন’ পাঠান্ত আছে ।

কোলাপুরে (১) লক্ষ্মী দেখি দেখে কীর ভগবতী ;
 নাক্ষত্রগণেশ দেখি দেখে চোর পার্শ্বতী ।
 তথা হৈতে পাণ্ডুপুরে (২) আইলা গৌরচন্দ্র ;
 বিঠল ঠাকুর দেখি পাইল আনন্দ ।
 প্রেমাবেশে কৈল বহু কীর্তন নর্তন ;
 তাঁহা এক বিপ্র তাঁরে কৈল নিমন্ত্রণ ।
 বহুত আদরে প্রভুকে ভিক্ষা করাইল ;
 ভিক্ষা করি তথা এক শুভবার্তা পাইল ।
 মাধব পুরীর শিষ্য শ্রীরঙ্গপুরী নাম ;
 সেই গ্রামে বিপ্র গৃহে করিলা বিশ্রাম ।
 শুনিয়া চলিলা প্রভু তাঁরে দেখিবারে ;
 বিপ্র গৃহে বসিয়াছে দেখিল তাঁহারে ।
 প্রেমাবেশে করে তাঁরে দণ্ডপারণাম ;
 অশ্রু, পুণক, কম্প, সর্স্বাঙ্গে পড়ে যাম ।
 দেখিয়া বিস্মিত হইলা শ্রীরঙ্গপুরীর মন ;
 ‘উঠহ শ্রীপাদ’ বলি বলিল বচন ।
 ‘শ্রীপাদ ! ধর মোর গৌরাঙ্গের সঙ্ঘ ;
 তাঁহা বিনা অন্তত নাহি এই প্রেমার গঙ্গ । (৩)
 এত বলি উঠাইয়া কৈল আলিঙ্গন ;
 গলাগলি করি ছুঁহে করেন ক্রন্দন ।

- ১ কোলাপুরে—বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত করদ রাজ্য । ইহা রত্ন গিরি বা দক্ষিণ কনকানের দক্ষিণ পূর্বে অবস্থিত ।
- ২ পাণ্ডুপুর—বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত সোলাপুরের নিকট ও ভীমা নদীর ধারে অবস্থিত ; বর্তমান নাম পান্ডার পুর । ইহা বিখ্যাত ভক্তসিঙ্গের একটা প্রসিদ্ধ তীর্থ স্থান । এখানে বিখ্যাত বা বিঠল দেবের মন্দির আছে । এই সম্প্রদায়ীরা ঐ দেবতাকে বিষ্ণুর নবম অবতার বুদ্ধ বলিয়া বিশ্বাস করেন । ইহারা একরূপ বৌদ্ধ বৈষ্ণব । পুণ্ড-লিক আমক ব্যক্তি এই সম্প্রদায়ের প্রবর্তক ।
- ৩ শ্রীপাদ ধর...প্রেমারগঙ্গ—বোধ হয় আমার ইষ্টদেব মাধবেন্দ্রপুরীর সহিত আপনাদের কোন সঙ্ঘ থাকিবে ; কারণ তাহা না হইলে এইরূপ প্রেম লক্ষণ আপনাদের দেখা যাইত না । তাঁহার সঙ্ঘ ব্যতীত এই প্রেম অন্তরে শিক্ষা হইতে পারে না ।

ক্ষণেক আবেশ ছাড়ি হুঁহে ধৈর্য্য হৈলা ;
 ঈশ্বর পুরীর সম্বন্ধ প্রভু জানাইল ।
 অদ্ভুত প্রেমের বশ্য হুঁহার উথলিল ;
 হুঁহে মাগু করি হুঁহে আনন্দে বসিল ।
 দুই জনে কৃষ্ণ কথা কহে রাত্রি দিনে ;
 এইমত গোঁড়াইল পাঁচ সাত দিনে ।
 কোঁতুকে পুরী তাঁরে পুছিল জন্ম স্থান ;
 গৌসাক্ষি কোঁতুকে কন নবদ্বীপনাম ।
 শ্রীমাধবপুরীর সঙ্গে শ্রীরঙ্গপুরী ;
 পূর্বে আসিয়াছিলেন তিঁহ নদীয়া নগরী ।
 জগন্নাথ মিশ্র ঘরে ভিক্ষা যে করিল ;
 অপূর্ণ মোচার ঘণ্ট তাঁহা যে থাইল ।
 জগন্নাথের ব্রাহ্মণী মহা পতিব্রতা ;
 বাৎসল্যে হয়েন তিঁহ যেন জগন্নাথ ।
 রন্ধনে নিপুণা তাঁ' সম'নাহি ত্রিভুবনে ;
 পুত্র সম স্নেহে করায় সন্ন্যাসী ভোজনে ।
 তাঁর একযোগ্য পুত্র করিয়াছে সন্ন্যাস ;
 শঙ্করারণ্য নাম তাঁর জন্ম বয়স ।
 এই তীর্থে শঙ্করারণ্যের সিকি প্রাপ্তি হৈল ;
 প্রস্তাবে শ্রীরঙ্গপুরী এতক কহিল ।
 প্রভু কহে 'পূর্বাশ্রমেতিঁহ মোর ভাতা ;
 জগন্নাথ মিশ্র পূর্বাশ্রমে মোর পিতা' ।
 এইমত দুই জনে ইষ্ট গোষ্ঠি করি ;
 দ্বারকা দেখিতে চলিল শ্রীরঙ্গপুরী ।
 দিন চারি তথা প্রভুকে রাখিল ব্রাহ্মণ ;
 তীমরথী (?) স্থান করি করেন বিঠল দর্শন ।

তবে মহাপ্রভু আইলা কৃষ্ণবিন্ধ্যা তীরে ; (১)
 নানা তীর্থ দেখি তাঁহা দেবতা মন্দিরে ।
 ব্রাহ্মণ সমাজ সব বৈষ্ণব চরিত ;
 বৈষ্ণব সকল পড়ে কৃষ্ণ কণামৃত । (২)
 ‘কণামৃত’ শুনি প্রভুর আনন্দ হইল ;
 আগ্রহ করিয়া পুঁথি লেখাইয়া লৈল ।
 ‘কণামৃত’ সম বস্তু নাহি জিভুবনে ;
 যাতে হৈতে হয় কৃষ্ণ শুদ্ধ প্রেমজ্ঞানে ।
 দৌন্দর্য্যে মাধুর্য্যে কৃষ্ণ লীলার অবধি ;
 সে জানে যে কণামৃত পড়ে নিরবধি ।
 ব্রহ্ম সংহিতা কণামৃত দুই পুঁথি পাঞা ;
 মহারত্ন প্রায় দুই আইলা সঙ্গে লঞা ।
 তাপী স্থান (৩) করি আইলা মাহেশ্বতী পুরে ;
 নানা তীর্থ দেখি আইলা নন্দদার তীরে । (৪)
 ধনু তীর্থ দেখি কৈল নির্ঝিঙ্কার স্থান ; (৫)
 ঋষামুখ গিরি আইলা দণ্ডকারণ্য ।
 সপ্ততাল বৃক্ষ দেখে কানন ভিতর ;
 অতি বৃদ্ধ, অতি স্থূল, অতি উচ্চতর ।

- ১ কৃষ্ণবিন্ধ্যা তীরে—অর্থাৎ কৃষ্ণানদীর তীরে । চৈতন্য প্রভু বর্তমান হাইদ্রাবাদ রাজ্যের মধ্য দিয়া কৃষ্ণানদীর তীরে তীরে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন ।
- ২ কৃষ্ণ কণামৃত—ভক্তবর বিদ্য মঙ্গল ঠাকুর প্রণীত কৃষ্ণভক্তি বিষয়ক গ্রন্থ ।
- ৩ তাপী স্থান—বর্তমান তাপ্তীনদী । কৃষ্ণার তীর হইতে তাপ্তীর তীর বহুদূর ব্যবধান । বোধ হয় চৈতন্য প্রভু বর্তমান হাইদ্রাবাদ রাজ্য ভ্রমণ করতঃ উত্তর পশ্চিমাভিমুখে বেরার ও নাগপুরের মধ্য দিয়া তাপ্তীর তীরে উপনীত হইয়াছিলেন ।
- ৪ নন্দদার তীরে—ভ্রাতার তীর হইতে উত্তর পশ্চিমাভিমুখে গমন করত নানা তীর্থ স্থান পরিদর্শন করিতে করিতে চৈতন্য দেব নন্দদানদীর কূলে উপনীত হইয়াছিলেন ।
- ৫ নির্ঝিঙ্কার স্থান—বিষ্ণুপূজিত হইতে প্রভুতা নদী বিশেষ ; কেহ কেহ কহেন যে বর্তমান কালীসিদ্ধ নদীরই পৌরাণিক নাম নির্ঝিঙ্কা । মহাকবি কালীদাস প্রণীত মেঘদূত কাব্যের পূর্বে যেবে ২৯ শ্লোকে এই নদীর উল্লেখ আছে ; ইহা গোয়ালিয়রের অন্তর্গত ইন্দ্রিয়ী নদীর হইতে কিছু দূরে প্রবাহিত ।

সপ্ততাল দেখি প্রভু আলিঙ্গন কৈল ;
 নশরীরে সপ্ততাল অন্তর্ধান হৈল ।
 শূন্যস্থল দেখি লোকের হৈল চমৎকার !
 লোকে কহে 'এ সন্ন্যাসী রাম অবতার ।
 নশরীরে তাল গেল জীবকুষ্ঠ ধাম ;
 ঐছে শক্তি কার হয় বিনা এক রাম' ?
 প্রভু আগি কৈল পম্পাসরোবরে স্থান ;
 পঞ্চবটী আসি তাঁহা করিল বিশ্রাম । (১)
 নাসিকত্যাগক (২) দেখি গেলা ব্রহ্মগিরি ;
 কুশাবর্তে আইলা যাঁহা জন্মিলা গোদাবরী ।
 সপ্তগোদাবরী (৩) দেখি তীর্থ বহুতর ;
 পুনরপি আইলা প্রভু বিদ্যানগর (৪) ।
 রামানন্দ রায় শুনি প্রভুর আগমন ;
 আনন্দে আসিয়া কৈল প্রভুর মিলন ।
 দণ্ডবৎ হঞা পড়ে চরণে ধরিয়া ;
 আলিঙ্গন কৈল প্রভু তাঁরে উঠাঠিয়া ।

- ১ পম্পাসরোবরে...পঞ্চবটী—বিজ্জাচল প্রদেশ, নাগপুররাজ্য এবং মধ্যপ্রদেশ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। পম্পাসরোবর, দণ্ডকারণ্য ও পঞ্চবটীবন রামায়ণের হৃৎসিন্ধু স্থান ।
- ২ নাসিকত্যাগক—বর্তমান আহম্মদনগরের উত্তর পশ্চিম গোদাবরীর উৎপত্তি স্থানে নাসিকনগর অবস্থিত ।
- ৩ সপ্তগোদাবরী—গোদাবরীর সাতটি শাখানদী ; যথা—বাণগঙ্গা, উর্দ্ধা, পাণিগঙ্গা, মঞ্জিরা, পূর্ণা, ইল্লেখ্যী ও গোদাবরী ।
- ৪ পুনরপি আইলা প্রভু বিদ্যানগর—রাজমহেন্দ্রীর অপর নাম বিদ্যানগর। প্রথমতঃ বিদ্যানগর হইতে দক্ষিণাভিমুখে করমণ্ডল উপকূল দিয়া মাল্জা প্রেসিডেন্সী, হাইদ্রাবাদ, মহীশূর প্রভৃতি বেশ ভ্রমণ করতঃ ভারতের শেষ সীমা কন্যাকুয়ারী পর্যন্ত গমন করিলেন। সেখান হইতে উত্তর মুখে মলয়বর উপকূলের ধারে ধারে আসিয়া বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অনেক স্থান, হাইদ্রাবাদ, বেরার, মধ্যপ্রদেশ, নাগাপুর ও বিজ্জাচল হইয়া পুনরায় বিদ্যানগরে আগমন করিলেন। এই পরিভ্রমে যে সকল স্থানের নাম উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা ক্রমান্বয়ে বর্ণিত হয় নাই ; তাহা অঙ্কুর পরিভ্রমের প্রথমেই স্বীকার করিয়াছেন ।

ছই জনে প্রেমাবেশে করেন ক্রন্দন ;
 প্রেমানন্দে শিথিল হৈল ছুঁহাকার মন ।
 কতক্ষণে ছইজনে স্মৃতির হইয়া ;
 নানা ইষ্টগোষ্ঠি করে একত্র বসিয়া ।
 তীর্থ যাত্রা কথা প্রভু সকল कहিলা ;
 কর্ণামৃত ব্রহ্মসংহিতা ছই পুঁথি দিলা ।
 প্রভু কহে 'তুমি যে প্রেম সিদ্ধান্ত कहিলে ;
 এই ছই পুস্তকে সেই সব সাক্ষী দিলে' ।
 রায়ের আনন্দ হৈল পুস্তক পাইয়া ;
 প্রভু সহ আশ্বাদিল, রাখিল লিখিয়া ।
 গোঁসাত্তি আইলা গ্রামে হইল কোলাহল ;
 প্রভুকে দেখিতে লোক আইল সকল ।
 লোক দেখি রামানন্দ গেলা নিজ ঘরে ;
 মধ্যাহ্নে উঠিলা প্রভু ভিক্ষা করিবারে ।
 রাত্রিকালে রায় পুনঃ কৈল আগমন ;
 ছই জনে কৃষ্ণ কথায় কৈল জাগরণ ।
 ছই জনে কৃষ্ণ কথা কহে রাত্রিনিদে ;
 পরম আনন্দে গেল পাঁচ সাত দিনে ।
 রামানন্দ কহে 'প্রভু তোমার আজ্ঞা পাঞা ;
 রাজাকে লিখিলুঁ আমি বিনয় করিঞা ।
 রাজা মোরে আজ্ঞা দিল নীলাচলে যাইতে ;
 চলিবার উদ্যোগ আমি লাগিয়াছি করিতে' ।
 প্রভু কহে 'এথা মোর এ নিমিত্তে আগমন ;
 তোমা লঞা নীলাচলে করিব গমন' ।
 রায় 'কহে প্রভু আগে চল নীলাচল ;
 মোর সঙ্গে হস্তী ষোড়া সৈন্ত কোলাহল ।
 দিন দশ ইহা সব করি সমাধান ;
 তোমার পাছে পাছে আমি করিব পয়ান' ।
 তবে মহাপ্রভু তাঁরে আসিতে আজ্ঞা দিয়া ;
 নীলাচলে চলিলা মহা আনন্দিত হঞা ।

যেই পথে পূর্বে প্রভু কৈল আগমন ;
 সেই পথে চলিল। প্রভু দেখে সর্বজন ।
 বাহা যার লোক উঠে হরিশ্রবণি করি ;
 দেখি আনন্দিত মন হৈলা গৌরহরি ।
 আলালনাথে আসি কৃষ্ণদাসে পাঠাইল ;
 নিত্যানন্দ আদি নিজগণ বোলাইল ।
 প্রভুর আগমন শুনি নিত্যানন্দ রায় ;
 উঠিয়া চলিল। প্রেমে থেহ নাহি পায় । (১)
 জগদানন্দ, দামোদর, পণ্ডিত মুকুন্দ ;
 নাচিতে নাচিতে চলিল। দেহে না ধরে আনন্দ ।
 গোপীনাথচার্য্য চলিল। আনন্দিত হঞা ;
 প্রভুরে মিলিল। সবে পথে লাগ পাঞা ।
 প্রভু প্রেমাবেশে সবার কৈল আলিঙ্গন ;
 প্রেমাবেশে সবে করে আনন্দে ক্রন্দন ।
 সার্কভৌম ভট্টাচার্য্য আনন্দে চলিল ;
 সমুদ্রের তীরে আসি প্রভুরে মিলিল ।
 সার্কভৌম মহাপ্রভুর পড়িল। চরণে ;
 প্রভু তাঁরে উঠাইয়া কৈল আলিঙ্গনে ।
 প্রেমাবেশে সার্কভৌম করিল। রোদনে ।
 সবা সঙ্গে আইল। প্রভু ঈশ্বর দরশনে ।
 জগন্নাথ দেবি প্রভুর প্রেমাবেশ হৈল ;
 কন্দ, শ্বেদ, পুলকাঙ্ক শরীর ভাসিল ।
 বহু নৃত্য গীত কৈল প্রেমাবিষ্ট হঞা ;
 পাণ্ডাপাল আইল। সবে মালাপ্রসাদ লঞা ।
 মালাপ্রসাদ পাঞা প্রভু স্থির হইল ;
 জগন্নাথের সেবক সব আনন্দে মিলিল ।

১ প্রেমে থেহ নাহি পায়—অন্য পাঠ ‘আনন্দ দেহে নাহি যায়’ । অর্থ—প্রেম-সমুদ্রের
 থাই অর্থাৎ গভীরতার পরিমাণ পাইলেন না ।

কানী মিশ্র আসি প্রভুর পড়িলা চরণে ; (১)
 মান্ত করি প্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গনে ।
 জগন্নাথের পড়িছা আসি প্রভুরে মিলিলা ;
 প্রভু লঞা সার্কর্ভোম নিজ ঘরে গেলা ।
 'মোর ঘরে ভিক্ষা' বলি নিমন্ত্ৰণ কৈল ;
 দিব্য দিব্য মহাপ্রসাদ অনেক আনাইল ।
 মধ্যাহ্ন করিলা প্রভু নিজগণ লঞা ;
 সার্কর্ভোম ঘরে ভিক্ষা করিল আসিয়া ।
 ভিক্ষা করাইয়া তাঁরে করাইল শয়ন ;
 আপনে সার্কর্ভোম করে পাদ সন্ধান ।
 প্রভু তাঁরে পাঠাইল ভোজন করিতে ;
 সেই রাত্রি তাঁর ঘরে রহিলা তাঁর শ্রীতে ।
 সার্কর্ভোম সঙ্গে আর লঞা নিজগণ ;
 তীর্থযাত্রা কথা কহি কৈল আগরণ ।
 প্রভু কহে 'এত তীর্থ কৈল পর্য্যটন ;
 তোমা সম বৈষ্ণব না দেখিল একজন ।
 এক রামানন্দ রায় বহু সুখ দিল' ।
 ভট্ট কহে 'এই লাগি মিলিতে বলিল' ।
 তীর্থযাত্রা কথা এই কৈল সমাপন ;
 সংক্ষেপে কহিল বিস্তার না যায় বর্ণন ।
 অনন্ত চৈতন্য লীলা কহিতে না জানি ;
 লোভে লজ্জা ধাঞা তার করি টানাটানি ।
 প্রভুর তীর্থযাত্রা কথা শুনে ঘেইজন ;
 চৈতন্য চরণে পায় দৃষ্টি প্রেম ধন ।
 চৈতন্য চরিত শুন শ্রদ্ধা ভক্তি করি ;
 মাৎসর্য ছাড়িয়া বুধে বল হরি হরি ।
 'এই কলিকালে আর নাহি কোন ধর্ম' ;
 বৈষ্ণব, বৈষ্ণব শাস্ত্র এই কহে মর্ম ।

চৈতন্ত চক্রেয় লীলা অগাধ গভীর ;
 প্রবেশ করিতে নারি স্পর্শি রহি তীরে ।
 চৈতন্ত চরিত্র প্রকার শুনে যেই জন ;
 যতেক বিচারে, তত পায় প্রেমধন ।
 ত্রিরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ ;
 চৈতন্ত চরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ।

ইতি শ্রীচৈতন্ত চরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে দক্ষিণ দেশ তীর্থ-
 ভ্রমণং নাম নবম পরিচ্ছেদঃ ॥ ১ ॥

দশম পরিচ্ছেদ ।

গ্রন্থকারস্য ।

তং বন্দে গৌর জলদং স্বস্ত যো দর্শনামৃতৈঃ ।

বিচ্ছেদাবগ্রহ স্নান ভক্ত শস্ত্রান্য জীবয়ৎ ॥ ১৩৬ ॥

‘ষঃ’ গৌরমেঘঃ ‘স্বস্য’ নিজস্য ‘দর্শনামৃতৈঃ’ দর্শনরূপামৃত জল সিকনৈঃ
 করণৈঃ ‘বিচ্ছেদাবগ্রহস্নানভক্ত শস্ত্রানি’ বিচ্ছেদ এব অবগ্রহঃ অগ্নি স্তেন
 স্নানান্ সস্তাপিতান্ ভক্তানেব শস্যানি শস্যরূপাণি ‘জজীবয়ৎ’ জীবয়ামাস
 ‘তং’ ‘গৌরজলদং’ গৌরমেঘং অহং ‘বন্দে’ । ১৩৬ ।

স্বীয় দর্শনামৃত সিকন দ্বারা যিনি বিরহসস্তাপিত ভক্ত-
 শস্ত্র দিগের জীবনদান করিলেন ; আমি সেই গৌর জলদের
 বন্দনা করি ॥ ১৩৬ ॥

• জয় জয় শ্রীচৈতন্ত ! জয় নিত্যানন্দ ;
 জয়াবৈত চন্দ্র ! জয় গৌরভক্ত বৃন্দ !
 পূর্বে মহাপ্রভু যবে চলিলা দক্ষিণে ;
 প্রতাপরত্ন (১) রাজা বোলাইল সাক্ষীভোমে ।

১ প্রতাপরত্ন রাজা—ইনি গঙ্গাবিশের শেষ রাজা ; ১৫০৩ হইতে ১৫৩২ খ্রীষ্টাব্দ
 পর্যন্ত ইহার রাজত্বের সময়। ইনি প্রথম বরসে বৌদ্ধধর্মের প্রতি কিছু সহানুভূতি
 দেখাইয়াছিলেন ; পরে পরম বৈষ্ণব হইয়া বৌদ্ধধর্মকে একেবারে উৎকল হইতে
 দূরীভূত করিয়াছিলেন। বাজপুরের বরাহ জীর মন্দির ইহার নির্মিত ।

বসিতে আসিল দিল করি নমস্কারে ;
 মহাপ্রভুর বার্তা তিঁহ পুছিল তাঁহারে—
 ‘গুনিল তোমার ঘরে এক মহাশয় ;
 গোড় হৈতে আইলা তিঁহ মহা কৃপাময় ।
 তোমারে বহু কৃপা কৈল কহে সর্বজন ;
 কৃপা করি করাও মোরে তাঁর দরশন’ ।
 ভট্ট কহে ‘যে গুনিলে সব সত্য হয় ;
 তাঁহার দর্শন তোমার ঘটনা না হয় ।
 বিরক্ত সন্ন্যাসী তিঁহ রহেন নির্জনে ;
 স্বপ্নেও না করেন তিঁহ রাজ দরশনে ।
 তথাপি কোন প্রকারে তোমায় করাইতাম দর্শন ;
 সম্প্রতি করিলা তিঁহ দক্ষিণে গমন ।’
 রাজা কহে ‘অগ্নিধ্বংস ছাড়ি কেন গেলা’ ?
 ভট্ট কহে ‘মহাস্তর এই এক লীলা ।
 তীর্থ পরিভ্রমণ করিতে করে তীর্থ ভ্রমণ ;
 সেই হলে নিস্তারয়ে সাংসারিক জন ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে ত্রয়োদশাধ্যায়ে অষ্টম-
 শ্লোকে বিদ্যুৎ প্রতি যুধিষ্ঠির বাক্যঃ

‘ভবদ্বিধা ভাগবতা স্তীর্ণী ভূতাঃ স্বয়ং প্রভো ।

তীর্ণী কুর্বন্তি তীর্থানি স্বাস্ত্যেহেন গদাভূতা’ ॥ ১৩৭ ॥

টীকা ও ব্যাখ্যা আদিঃ ২৯ পৃষ্ঠায় ৩১ শ্লোকে দেখ । ১৩৭ ।

‘বৈষ্ণবের হয় এই স্বভাব নিশ্চল ;
 তিঁহ জীব নহে, হয় স্বতন্ত্র ঈশ্বর ।’
 রাজা কহে ‘তাঁরে তুমি বাইতে কেন দিলে ?
 পাশ পড়ি বস করি কেন না রাখিলে’ ?
 ভট্টাচার্য্য কহে ‘তিঁহ ঈশ্বর স্বতন্ত্র ;
 সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ তিঁহ নহে পরতন্ত্র ।
 তথাপি রাখিতে তাঁরে মহাবল কৈল ;
 ঈশ্বরের স্বতন্ত্র ভাব ; রাখিতে নারিল ।

রাজা কহে 'ভট্ট ভূমি বিজ্ঞ শিরোমণি ;
 ভূমি তাঁরে কৃষ্ণ কহ, তাতে সত্য মানি ।
 পুনরপি ইহা তাঁর হৈলে আগমন ;
 একবার দেখি, করি সকল নয়ন ।'
 ভট্টাচার্য্য কহে 'তিহ আসিবে অন্নকালে ;
 রহিতে তাঁর স্থান এক চাহিয়ে বিরলে ।
 ঠাকুর নিকটে আর হইবে নির্জন্ম ;
 এমত নির্ণয় করি দেহ এক স্থান ।'
 রাজা কহে 'এঁছে কাশী মিশ্রের ভবন ;
 ঠাকুরের নিকট হয়, পরম নির্জন্ম' ।
 এত কহি রাজা রহে উৎকণ্ঠিত হৃদে ;
 ভট্টাচার্য্য কাশী মিশ্রে কহিল আসিবে
 কাশীমিশ্র কহে 'আমি মহা ভাগ্যবান ;
 যোর গৃহে প্রভু পাদের হবে অবস্থান
 এইমত পুরুষোত্তম বাসী সর্বজন ;
 প্রভুকে মিলিতে সবার উৎকণ্ঠিত মন ।
 সর্বলোকের উৎকণ্ঠা যবে অত্যন্ত বাড়িল ;
 মহাপ্রভু দক্ষিণ হৈতে তবঁহি আইলা ।
 শুনি আনন্দিত হৈল সবাকার মন ;
 সবে আসি সার্কভোমে কৈল নিবেদন ।
 'প্রভু সহিত আমা সবার করাহ মিলন ;
 তোমার প্রসাদে পাই চৈতন্ত চরণ' ।
 ভট্টাচার্য্য কহে 'কালি কাশীমিশ্রের ঘরে ;
 প্রভু যাইবেন ; তাঁহা মিলাব সবারে' ।
 আর দিনে মহাপ্রভু ভট্টাচার্য্যের সঙ্গে ;
 জগন্নাথ দরশন কৈলা মহারঙ্গে ।
 মহাপ্রসাদ দিয়া তাঁহা মিলিল। সেবকগণ ;
 মহাপ্রভু সবাকারে কৈল আলিঙ্গন ।
 দর্শন করিয়া প্রভু চলিল। বাহিরে ;
 ভট্টাচার্য্য আনিল তাঁরে কাশী মিশ্রের ঘরে ।

কানীমিশ্র পড়িলা আসি প্রভুর চরণে ;
 গৃহ সহিত আত্মা তাঁরে কৈল সমর্পণে ।
 প্রভু চতুর্ভুজ যুগি তাঁরে দেখাইল ;
 আত্মসাত করি তাঁরে আলিঙ্গন কৈল ।
 তবে মহাপ্রভু তাঁহা বলিলা আমনে ;
 চৌদিকে বলিলা নিত্যানন্দাদি ভক্তগণে ।
 শ্রুতী হৈলা দেখি প্রভু বাঁসার সংস্থান ;
 যেহেতু বাঁসার হয় সর্ব সামাধান ।
 সার্কভৌম কহে 'প্রভু যোগ্য তোমার বাঁসা ;
 তুমি অঙ্গীকার কর কানী মিশ্রের আশা' ।
 প্রভু কহে 'এই দেখ তোমা সবাকার ;
 যেই তুমি কহ সেই কর্তব্য আমার' ।
 তবে সার্কভৌম প্রভুর দক্ষিণ পার্শ্বে বসি ;
 মিলাইতে লাগিলা সব পুরুষোত্তম বাসী ।
 'এই সব লোক প্রভু বৈসে নীলাচলে ;
 উৎকণ্ঠিত হঞা আছে সবে তোমা মিলিবারে ।
 ভূষিত চাতক যৈছে করে হাহাকার ;
 তৈছে এই সব ; সবাকারে অঙ্গীকার ।
 অগম্য সেবক এই নাম অনার্দন ;
 অনবরত করে ঠাকুরের শ্রীঅঙ্গ সেবন ।
 কৃষ্ণদাস নাম এই সুবর্ণ বেজধারী ;
 শিখি মাহাতি নাম এই লিখনাধিকারী ।
 প্রহ্লাদমিশ্র ইহ বৈষ্ণব প্রধান ;
 অগম্যথের মহাপোষার ইহ দাস নাম ।
 মুরারি মাহাতি ইহ শিখি মাহাতির ভাই ;
 তোমার চরণ বিনা আর গতি নাই ।
 চন্দনেশ্বর, সিংহেশ্বর, মুরারি ব্রাহ্মণ ;
 বিষ্ণু দাস ইহ ধ্যায় তোমার চরণ ।
 প্রহর রাজ মহাপাত্র ইহ মহামতি ;
 পরমানন্দ মহাপাত্র ইহার সংহতি ।

'এ সব বৈকুণ্ঠ এই ক্ষেত্রের ভূষণ ;
 একান্ত ভাবে ভজে সবে তোমার চরণ' ।
 তবে সবে ভূমে পড়ে নগুবৎ হঞা ;
 সবা আলিজিল প্রভু প্রসাদ করিয়া ।
 হেন কালে আইলা তথা ভবানন্দ রায় ;
 চারি পুত্র সঙ্গে ; পড়ে মহাপ্রভুর পায় ।
 সার্বভৌম কহে 'এই রায় ভবানন্দ ;
 ইহার প্রথম পুত্র রায় রামানন্দ ।'
 তবে মহাপ্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গন ;
 স্তুতি করি কহে রামানন্দ বিবরণ :—
 'রামানন্দ হেন রত্ন বাহার তনয় ;
 তাঁহার মহিমা লোকে কহন না হয় ।
 সাক্ষাৎ পাণ্ডু তুমি তোমার পত্নী কুন্তী ;
 পঞ্চ পাণ্ডব তোমার পঞ্চ পুত্র মহামতি' ।
 রায় কহে 'আমি শূত্র বিধৱী অধম ;
 তবে তুমি স্পর্শ এই ঈশ্বর লক্ষণ ।
 নিজ গৃহ ব্রুতি দৃত্য পঞ্চ পুত্র সনে ;
 আত্ম সমর্পিল আসি তোমার চরণে ।
 এই বাণীমাথ রহিবে তোমার চরণে ;
 যবে যেই আজ্ঞা তাহা করিবে সেবনে ।
 আত্মীয় জ্ঞানে মোরে সঙ্কোচ না করিবে ;
 যেই যবে ইচ্ছা তবে সেই আজ্ঞা দিবে' ।
 প্রভু কহে 'কি সঙ্কোচ ? তুমি নহ পর ;
 অগ্নে জগ্নে তুমি আমার সবংশে কিঙ্কর ।
 দিন পাঁচ ভিতরে আসিবে রামানন্দ ;
 তাঁর সঙ্গে পূর্ণ হবে আমার আনন্দ' ।
 এত বলি প্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গন ;
 তাঁর পুত্র সব শিরে ধরিল চরণ ।
 তবে মহাপ্রভু তাঁরে ঘরে পাঠাইল ;
 বাণীমাথ পটনায়কে নিকটে রাখিল ।

ভট্টাচার্য্য সব লোকে বিদ্যার করিল ;
 তবে প্রভু কাল কৃষ্ণ দাস বোলাইল ।
 প্রভু কহে 'ভট্টাচার্য্য ! তুমি ইহার চরিত ;
 দক্ষিণ গিয়াছিল। ইহ আমার সহিত ।
 ভট্টমারি হৈতে গেল। আমারে ছাড়িয়া ;
 ভট্টমারি হৈতে ইহারে আনিল উদ্ধারিয়া ।
 এবে আমি ইহা আনি করিলা বিদ্যার ;
 বাঁহা যাহ ; আমা সনে নাহি আর দার' ।
 এত শুনি কৃষ্ণদাস কান্ধিতে লাগিলা ;
 মধ্যাহ্ন করিতে মহাপ্রভু উঠি গেল।
 নিত্যানন্দ, অগদানন্দ, মুকুন্দ, দামোদর ;
 চারি জনে যুক্তি তবে করিলা অন্তর ।
 'গৌড়দেশ পাঠাইতে চাহি এক জন ;
 আইকে কহিবে যাই প্রভুর আগমন ।
 অদ্বৈত শ্রীবাসাদি যত ভক্তগণ ;
 সবেই আসিবে শুনি প্রভুর আগমন ।
 এই কৃষ্ণদাসে দিব গৌড়ে পাঠাইয়া' ।
 এত কহি তারে রাখিলেন আশ্বাসিয়া ।
 আর দিন প্রভু স্থানে কৈল নিবেদন ;
 'আজ্ঞা দেহ গৌড় দেশে পাঠাই এক জন ।
 তোমার দক্ষিণ গমন শুনি শচী আই ;
 অদ্বৈতাদি ভক্ত সব আছে হুঃখ পাই ।
 এক জন যাই কহে শুভ সমাচার' ।
 প্রভু কহে 'সেই কর যে ইচ্ছা তোমার' ।
 তবে সেই কৃষ্ণদাসে গৌড়ে পাঠাইল ;
 বৈষ্ণব সবারে দিতে মহাপ্রসাদ দিল ।
 তবে গৌড় দেশে আইলা কাল কৃষ্ণদাস ;
 নবদ্বীপে গেল। তিহ শচী আই পাশ ।
 মহাপ্রসাদ দিয়া তারে কৈল নমস্কার ;
 দক্ষিণ হৈতে আইলা প্রভু কহে সমাচার ।

শুনি আনন্দিত হৈল শচী মাতার মন ।
 শ্রীবাসাদি আর আর যত ভক্তগণ ;
 শুনিয়া সবার হৈল পরম উল্লাস ।
 অদ্বৈত আচার্য্য গৃহে গেলা ক্রমদাস ।
 আচার্য্যেরে প্রসাদ দিয়া করি নমস্কার
 সম্যক্ কহিল মহাপ্রভুর সমাচার ।
 শুনি আচার্য্য গৌসাক্ষির আনন্দ হইল ;
 প্রেমাবেশে বহু নৃত্যগীত হুকার করিল ।
 হরিদাস ঠাকুরের হৈল পরম আনন্দ ।
 বাসুদেব দত্ত, গুপ্ত মুরারি, শিবানন্দ ;
 আচার্য্য রক্ত আর পণ্ডিত বক্তেশ্বর ।
 আচার্য্য নিধি আর পণ্ডিত গদাধর ;
 শ্রীরাম পণ্ডিত আর পণ্ডিত দামোদর ;
 শ্রীমান পণ্ডিত আর বিজয়, শ্রীধর ;
 রাঘব পণ্ডিত আর আচার্য্য নন্দন ;
 কতক কহিব আর যত ভক্তগণ ?
 শুনিয়া সবার হৈল পরম উল্লাস ;
 সবে মিলি গেলা শ্রীঅদ্বৈতের পাশ ।
 আচার্য্যের কৈল সবে চরণ বন্দন ;
 আচার্য্য গৌসাক্ষি সবারে কৈল আলিঙ্গন ।
 দিন দুই তিন আচার্য্য মহোৎসব কৈল ;
 নীলাচলে যাইতে আচার্য্য যুক্তি দঢ়াইল ।
 সবে মিলি নবদ্বীপে একত্র হইয়া ;
 নীলাজি চলিল শচী মাতার আজ্ঞা লক্ষ্য ।
 প্রভুর সমাচার শুনি কুলীন গ্রামবাসী ;
 সত্যরাজ, রামানন্দ মিলিলা সবে আসি ।
 মুকুন্দ, বরহরি, রঘুনন্দন খণ্ড হঠাতে ;
 আচার্য্যের ঠাই আইলা নীলাচল যাইতে ।
 সে কালে দক্ষিণ হৈতে পরমানন্দ পুরী ;
 গঙ্গাতীরে তীরে আইলা নদীয়া নগরী ।

আইর মন্দিরে স্নুখে করিলা বিশ্রাম ;
 আই তাঁরে ভিক্ষা দিল করিয়া সন্ধ্যাম ।
 প্রভুর আগমন তিহ তাঁহাঞ শুনিল ;
 শীঘ্র নীলাচল যাইতে তাঁর ইচ্ছা হৈল ।
 প্রভুর এক ভক্ত বিজ কমলাকান্ত নাম ;
 তাঁরে লঞা নীলাচলে করিলা প্রয়াণ ।
 সত্বরে আসিয়া তিহ মিলিলা প্রভুরে ;
 প্রভুর আনন্দ হৈল পাইয়া তাঁহারে ।
 প্রেমাবেশে কৈল তাঁর চরণ বন্দন ;
 তিহ প্রেমাবেশে কৈল প্রভুরে আলিঙ্গন ।
 প্রভু কহে 'তোমার সঙ্গে রহিতে বাঞ্ছা হয় ;
 মোরে কৃপা করি কর নীলাদ্রি আশ্রয়' ।
 পুরী কহে 'তোমার সঙ্গে রহিতে বাঞ্ছা করি
 গোড় হৈতে চলি আইলাম নীলাচল পুরী ।
 দক্ষিণ হইতে তোমার শুনি আগমন
 শচীর আনন্দ হৈল ; আর ভক্তগণ
 সবে আসিতেছেন তোমাতে দেখিতে ;
 তাঁ' সবার বিলম্ব দেখি আইলাম স্মরিতে' ।
 কানী মিশ্রের আবাসে নিভুতে এক ঘর ;
 প্রভু তাঁরে দিল ; আর সেবার কিস্তর ।
 আর দিনে আইলা স্বরূপ দামোদর ;
 প্রভুর অত্যন্ত মর্ম্ম রসের সাগর ।
 পুরুষোত্তম আচার্য্য তাঁর নাম পূর্ব্বীশ্রমে ;
 নবদ্বীপে ছিল তিহ প্রভুর চরণে ।
 প্রভুর সন্ন্যাস দেখি উন্মত্ত হইয়া ;
 সন্ন্যাস গ্রহণ কৈল বারাণসী গিয়া ।
 চৈতন্যানন্দ গুরু তাঁর আজ্ঞা দিলেন তাঁরে ;
 'বেদান্ত পড়িয়া পড়াও সমস্ত লোকে' ।
 পরম বিরক্ত তিহ পরম পণ্ডিত ;
 কায়মনে আশ্রিয়াছে শ্রীকৃষ্ণ চরিত ।

'নিশ্চিন্তে কৃষ্ণ ভজিব' এই ত কারণে ;
 উন্মাদে করিল তিঁহ সন্ন্যাস গ্রহণে ।
 সন্ন্যাস করিলা শিখা হুজ ত্যাগ রূপ ;
 যোগপট্ট না লইল, নাম হৈল স্বরূপ ।
 গুরু ঠাঁঞি আজ্ঞা মাগি আইলা নীলাচলে ;
 রাজি দিনে কৃষ্ণ প্রেম আনন্দ বিহ্বলে ।
 পাণ্ডিত্যের অবধি ; বাক্য নাহি কার সনে ;
 নির্জ্ঞানে রহেন সব লোক নাহি জানে ।
 কৃষ্ণ রস তত্ত্ব বেত্তা, দেহ প্রেমরূপ ;
 সাক্ষাৎ মহাপ্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ ।
 গ্রন্থ, শ্লোক, গীত কেহ প্রভুপাশে আনে ;
 স্বরূপ পরীক্ষা কৈলে প্রভু পাছে শুনে ।
 ভক্তিসিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ আর রসভাস ;
 শুনিলে না হয় প্রভুর চিত্তের উল্লাস ।
 অতএব স্বরূপ গোঁসাই করে পরীক্ষণ ;
 শুদ্ধ হই যদি, প্রভুরে করানু শ্রবণ ।
 বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, শ্রীগীতগোবিন্দ ;
 এই তিন গীতে করায় প্রভুর আনন্দ ।
 সঙ্গীতে গন্ধর্ব্ব সম, শাস্ত্রে বৃহস্পতি ;
 দামোদর সম কেহ নাহি মহামতি ।
 অদ্বৈত নিত্যানন্দের পরম প্রিয়তমা ;
 ত্রীবাঁসাদি ভক্তগণের হয় প্রাণ সম ।
 সেই দামোদর আসি দণ্ডবৎ হৈলা ;
 চরণে ধরিয়া শ্লোক পড়িতে লাগিলা :—

তথাহি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে অষ্টমাস্ত্রে বিংশতি-
 শ্লোকে আকাশেশ লক্ষণ বন্ধা শ্রীস্বরূপ গোঁস্বামি বাক্যঃ

'হেলোক্ললিত খেদয়া বিশদয়া প্রোক্ষীলদা মোদয়া।
 শাম্যচ্ছাত্র বিবাদয়া রসদয়া চিত্তার্পিতোন্মাদয়া ।

শশ্বন্তক্তি বিনোদয়া সমদয়া মাধুর্যা মর্যাদয়া,

শ্রীচৈতন্য দয়ানিধে তব দয়া ভূয়াদমনোদয়া' । ১৩৮ ।

হে 'শ্রীচৈতন্যদয়ানিধে' 'তব' 'দয়া' অস্বাকং সম্বন্ধে 'অমনোদয়া' অমলং কল্যাণং যথা স্যাৎতথা উদয়ঃ প্রকাশঃ যस्याঃ সা 'ভূয়াৎ' জয় যুক্তা ভবতু ; কথন্তু তা দয়া 'হেলোকুলিত খেদয়া' হেলয়া জ্বলিচ্ছয়া উক্ললিতং নিশ্চলিতং খেদং হুঃখং যাতি প্রাপ্নোতি লোকো যয়া ; 'বিশদয়া' বিশদং নিশ্চলতাং যাতি যয়া ; 'প্রোদয়ীলদা মোদয়া' প্রকৃষ্টেন উদয়ীলন্তং প্রকাশমানং আমোদং আনন্দং যাতি যয়া ; 'শাম্যচ্ছায়া বিবাদয়া' শাম্যন্তং উপশমিতং শাস্তাণাং বিবাদং তর্কং যাতি প্রাপ্নোতি যয়া ; 'রসদয়া' রসং দয়তে দদাতি বা সা ; 'চিত্তার্পিতোন্মাদয়া' চিত্তে অর্পিতং উন্মাদং মত্ততাং যাতি যয়া ; 'শশ্বন্তক্তি বিনোদয়া' শশ্বৎ নিরন্তরং ভক্তিবিনোদং যাতি যয়া ; 'সমদয়া' সমং সমতাং দয়তে দদাতি বা সা ; 'মাধুর্যা মর্যাদয়া' মাধুর্যাণাং মর্যাদাং সীমানং যাতি বা সা ॥ ১৩৮ ॥

হে করুণানিধি শ্রীচৈতন্য ! আপনার যে দয়াতে অনা-
য়াসে লোকের হুঃখ দূরীভূত হইয়া চিত্ত নিশ্চল হয় ও প্রেমা-
নন্দ বিকশিত হয় ; যাহার প্রভাবে শাস্ত্রাদির বিবাদ উপ-
শমিত হইয়া যায় ; যাহা চিত্তে রস সঞ্চার করিয়া প্রগাঢ়
মত্ততা আনিয়া দেয় ; যাহা হইতে নিরন্তর ভক্তি স্তম্ভ ও
সর্বত্র সমদর্শন লাভ হইয়া থাকে ; এবং যাহা সকল মাধু-
র্যের চরমোৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছে ; আপনি কৃপা করিয়া
সেই দয়া আমাদের কল্যাণার্থে প্রকাশিত করুন ॥ ১৩৮ ॥

উঠাইয়া মহাপ্রভু কৈল আলিঙ্গন ;

হুই জনে প্রেমাবেশে হৈলা অচেতন ।

কতক্ষণে হুই জনে স্থির যবে হৈলা ;

তবে মহাপ্রভু তাঁরে কহিতে লাগিলা :—

‘তুমি যে আসিবে আজি যশোভে দেখিল ;

ভাল হৈল অঙ্ক যেন হুই নেত্র পাইল’ ।

বীরূপ কহে 'প্রভু মোর ক্ষম অপরাধ ;
 তোমা ছাড়ি অন্তর গেলু, করিহু প্রমাদ ।
 তোমার চরণে মোর নাহি প্রেম লেশ ;
 তোমা ছাড়ি পাপী মুঞি গেলু অন্ত দেশ ।
 মুঞি তোমা ছাড়িহু, তুমি মোরে না ছাড়িলা ;
 কৃপা পাশ গলার বান্ধি চরণে আনিলা ।'
 তবে স্বরূপ কৈল নিতাইর চরণ বন্দন ;
 নিত্যানন্দ প্রভু কৈল প্রেম আলিঙ্গন ।
 জগদানন্দ, মুকুন্দ, শঙ্কর, সার্কর্ভোম ;
 সব সনে যথা যোগ্য করিল মিলন ।
 পরমানন্দ পুরীর কৈল চরণ বন্দন ;
 পুরী গোঁসাই কৈল তাঁরে প্রেম আলিঙ্গন ।
 মহাপ্রভু দিল তাঁরে নিভৃতে বাঁসা ঘর ;
 জলাদি পরিচর্যা লাগি এক কিস্কর ।
 আর দিনে সার্কর্ভোম আদি ভক্ত সঙ্গে
 বসিয়াছেন মহাপ্রভু কৃষ্ণ কথা রঙ্গে ;
 হেন কালে গোবিন্দের হৈল আগমন ;
 দণ্ডবৎ করি কহে বিনয় বচন :—
 'দীক্ষর পুরীর ভৃত্য গোবিন্দ মোর নাম ;
 পুরী গোঁসাইর আজ্ঞায় আইলু তব স্থান ।
 সিদ্ধি প্রাপ্তি কালে গোঁসাইর আজ্ঞা কৈল মোরে :—
 "কৃষ্ণ চৈতন্ত নিকটে যাই সেবিহু তাঁহারে" ।
 কালীধর আসিবেন তীর্থ দেখিরা ;
 প্রভু আজ্ঞায় মুঞি আইলু তোমা পদ ধাঞা' ।
 গোঁসাই কহে 'পুরীধর বাৎসল্য করেন মোরে ;
 কৃপা করি মোর ঠাঁঞি পাঠাঞাছে তোমারে ।'
 এত শুনি সার্কর্ভোম প্রভুরে পুছিল ;
 'পুরী গোঁসাই শূদ্র সেবক কাঁহাতে রাখিল' ?
 প্রভু কহে 'দীক্ষর হর পরম স্বতন্ত্র ;
 দীক্ষরের কৃপা নহে বেদ পরতন্ত্র ।

'ঈশ্বরের কৃপায় জাতি কুল নাহি মানে ;
 বিহ্বলের ঘরে কৃষ্ণ করিল ভোজনে ।
 স্নেহ সেবাপেক্ষা মাত্র শ্রীকৃষ্ণ কৃপার ;
 স্নেহ বশ হঞা করে স্বতন্ত্র আচার ।
 মর্যাদা হৈতে কোটি সুখ স্নেহ আচরণে ;
 পরম আনন্দ হয় বাহার অবশে' ।
 এত বলি গোবিন্দেরে কৈল আলিঙ্গন ;
 গোবিন্দ করিল সবার চরণ বন্দন ।
 প্রভু কহে 'ভট্টাচার্য্য ! করহ বিচার ;
 গুরুর কিঙ্কর হয় মাথ আপনার ।
 তাহারে আপন সেবা করাইতে না ঘুয়ায় ;
 গুরু আজ্ঞা দিয়াছেন ; কি করি উপায় ?'
 ভট্ট কহে 'গুরুর আজ্ঞা হয় বলবান ;
 গুরু আজ্ঞা না লজ্জিবে শাস্ত্রের প্রমাণ ।'

তথাহি রঘুবংশে চতুর্দশ সর্গে সীতাবনবাস প্রসঙ্গে

ত্রিপঞ্চাশৎ শ্লোকঃ

'স শুশ্রূষাম্মাতরি ভার্গবেণ,
 পিতুর্নিয়োগাৎ প্রহৃতং দ্বিষদ্বৎ
 প্রত্যগ্রহীদগ্রজ শাসনং ত-
 দাজ্ঞা গুরুণাং হবিচারগীয়া' । ১৩৯ ।

'ভার্গবেণ' পরশুরামেণ 'পিতুঃ' যমদগ্নেঃ 'নিয়োগাৎ' আদেশাৎ 'মাতরি'
 রেণুকায়্যাং 'দ্বিষদ্বৎ' শত্রুৎ 'প্রহৃতং' মন্তকচ্ছেদরূপপ্রহারঃ কৃতং ইতি 'শুশ্রূ-
 বান্' ঞ্জিতবান্ সন্ 'সঃ' লক্ষণঃ 'তৎ' তস্মাক্ষেতোঃ 'অগ্রজশাসনং' সীতাবন-
 বাস প্রদানরূপাং রামাজ্ঞাং 'প্রত্যগ্রহীৎ' স্বীকৃতবান্ ; 'হি' যতঃ 'গুরুণাং'
 'আজ্ঞা' 'অবিচারগীয়া' ॥ ১৩৯ ॥

পরশুরাম স্বীয় পিতার আজ্ঞা ক্রমে শত্রুর ন্যায় জননীর
 মন্তকচ্ছেদ করিয়াছিলেন শুনিয়া লক্ষণ অগ্রজাজ্ঞা (সীতার

‘অদ্বৈত বীথী পথিকৈঃ’ অদ্বৈতবাদরূপ বীথীনাং পথাং পথিকৈঃ সহ
‘উপাস্যাঃ’ উপাসকাঃ কৰ্ত্তরি যথাতয়ঃ পুনঃ ‘স্থানন্দসিংহাসনলক্ষদীক্ষাঃ’
স্থানন্দঃ ব্রহ্মানন্দ এব সিংহাসনং তস্মিন্ তদ্বিষয়ে লকাঃ প্রাপ্তাঃ দীক্ষা উপ-
দেশঃ যেবাং তে ‘বয়ং’ ‘কেনাপি’ অপরিচিতেনাপি ‘শঠেন’ ধূর্তেন ‘গোপ-
বধূবিটেন’ লম্পটেন নন্দনন্দনেন ‘হঠেন’ বলেন করণেন ‘দাগীকৃতাঃ’ বশী-
ভূতা গোপান্দনামুগা ইত্যর্থঃ ভবানঃ ॥ ১৪২ ॥

আমরা ব্রহ্মানন্দ বিষয়ে উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া অদ্বৈত-
পথের পথিকদিগের সহিত উপাসনা করিতেছিলাম ; এমন
সময় কোথা হইতে এক ধূর্ত লম্পট আসিয়া গোপবধূদিগের
আয় আমাদিগকে বলপূর্বক বশীভূত করিয়া ফেলিল ॥ ১৪২ ॥

প্রভু কহে ‘কৃষ্ণ তোমার গাঢ় প্রেমা হয় ;
যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণ ক্ষুণ্ণি হয়’ ।
ভট্টাচার্য্য কহে ‘তোমার সত্য বচন ;
আগে যদি কৃষ্ণ দেন সাক্ষাৎ দর্শন ।
প্রেম বিনা কতু নহে তাঁর সাক্ষাৎকার ;
ইহার কৃপাতে হয় দর্শন ইহার’ ।
প্রভু কহে ‘বিষ্ণু ! বিষ্ণু ! কি কহ সার্কভৌম ?
অতি স্তুতি হয় এই নিন্দার লক্ষণ’ ।
এত বল ভারতী লক্ষা নিজ বাসা আইলা ;
ভারতী পৌসাকি প্রভুর নিকটে রহিলা ।
রাম ভট্টাচার্য্য আর ভগবান্ আচার্য্য ;
প্রভু গবে রহিলা হুঁহে ছাড়ি সর্ব কার্য্য ।
কাম্বীর গোপাকি আইলা আর দিনে ;
সন্ধান করিয়া প্রভু রাখিলা নিজ স্থানে ।
প্রভুকে করান্ লক্ষা দৈব দর্শন ;
লোক ভিত্ত আগে সব করি নিবারণ ।
বত নহ নদী বৈছে সমুদ্রে মিলয় ;
কিহে বলা প্রভুর ভক্ত বাহা তাঁহা হয় ;

সবে আসি নিলিলা প্রভুর ত্রিচরণে ;
 প্রভু কৃপা করি সবার রাখেন নিজ স্থানে ।
 এই ত কহিল প্রভুর বৈষ্ণব মিলন ;
 ইহা যেই শুনে পায় চৈতন্ত চরণ ।
 ত্রিঙ্গপ রঘুনাথ পদে যার আশ ;
 চৈতন্ত চরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ।

ইতি ত্রিচৈতন্তচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে বৈষ্ণবমিলনং নাম
 দশম পরিচ্ছেদঃ ॥ ১০ ॥

একাদশ পরিচ্ছেদ ।

প্রস্তুতকৃত্য ।

অতু্যদগুং তা ওং গৌরচন্দ্রঃ
 কুর্ক্বন্ ভক্তৈঃ ত্রিঙ্গগ্নাথগেহে ।
 নানা ভাবালঙ্কারঃ স্বাধার্না
 চক্রে বিশ্বং প্রেমবন্তা নিমগ্নং ॥ ১৪৩ ॥

‘গৌরচন্দ্রঃ’ ‘নানাভাবালঙ্কারঃ’ নানাভাব সমূহৈঃ অলঙ্কৃতানি ভূষি-
 তানি অঙ্গানি যন্ত সঃ এবম্ভূতঃ সন্ ‘ত্রিঙ্গগ্নাথগেহে’ ত্রিঙ্গগ্নাথদেবন্ত
 মন্দিরে ‘ভক্তৈঃ’ সহ ‘অতু্যদগুং’ মহোক্তং ‘তা ওং’ নৃত্যং ‘কুর্ক্বন্’ সন্
 ‘স্বাধার্না’ নিজমন্দির। ‘বিশ্বং’ জগৎ ‘প্রেমবন্তা নিমগ্নং’ ‘চক্রে’ ॥ ১৪৩ ॥

নানাভাবালঙ্কারে বিভূষিত হইয়া গৌরচন্দ্র, ভক্তগণ সঙ্গে
 জগ্নাথ মন্দিরে অতু্যদগু নৃত্য করতঃ নিজ মহিমায় সমস্ত
 বিশ্ব প্রেম বন্তা নিমগ্ন করিলেন ॥ ১৪৩ ॥

জয় জয় ত্রিচৈতন্ত ! জয় মিতানন্দ !
 জয়দৈবত চন্দ্র ! জয় গৌরভক্ত বৃন্দ !
 আর দিন সার্কভোম কহে প্রভু স্থানে ;
 ‘অভয় দান দেহ যদি করি নিবেদনে ।’

প্রভু কহে 'কহ তুমি নাহি কিছু ভয় ;
 যোগ্য হৈলে করিব, অযোগ্য, হৈলে নয়' ।
 সার্কভৌম ! কহে 'এই প্রতাপরুদ্ররায় ;
 উৎকণ্ঠিত হঞা তোমা মিলিবারে চায়' ।
 কর্ণে হস্ত দিয়া প্রভু শ্রীরে নারায়ণ ;
 'সার্কভৌম ! কহ কেন অযোগ্য বচন ?
 সন্ন্যাসী বিরক্ত আমার রাজ দরশন ;
 শ্রী দরশন সম বিবের ভক্ষণ ।'

তথাহি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে অষ্টমাস্ত্রে চতুবিংশতি
 শ্লোকে সার্কভৌমং প্রতি শ্রীচৈতন্য দেববাক্যং
 'নিষ্কিঞ্চনস্ত ভগবন্তুজনোন্মুখস্ত
 পারং পরং জিগমিষোর্ববসাগরস্ত ।
 সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ
 হাহন্ত ! হন্ত ! বিষভক্ষণতোহপ্যসাধু' । ১৪৪ ।

'নিষ্কিঞ্চনস্ত' সৰ্বপরিত্যাগিনঃ তথা 'পরং' কেবলং 'ভবসাগরস্ত' 'পারং'
 'জিগমিষোঃ' গন্তুমিচ্ছোঃ 'ভগবন্তুজনোন্মুখস্ত' ভগবন্তুজনে প্রবর্তমানস্ত
 ভক্তস্ত সঙ্ক্ষে 'বিষয়িণাং' বিষয় ভোগিনাং 'অথ' অথবা 'যোষিতাঞ্চ' রমণী-
 নাঞ্চ 'সন্দর্শনং' দর্শনস্পর্শনালিঙ্গনাদিকং 'হা হন্ত হন্ত' খেদে নিন্দাযাঞ্চ 'বিষ-
 ভক্ষণতঃ' হলাহল ভোজনাং 'অপি' 'অসাধু' গহিতং মন্ত্রে ইতিশেষঃ । ১৪৪।

যাঁহারা সকল পরিত্যাগ করিয়া কেবল ভবসাগরের
 পারে ঘাইবার জন্য ভগবন্তুজনে উন্মুখ হইয়াছেন, তাঁহা-
 দের পক্ষে বিষয়ী দর্শন অথবা শ্রী দর্শন বিষপান অপেক্ষাও
 অতীব গর্হিত ও নিন্দনীয় ॥ ১৪৪ ॥

সার্কভৌম কহে 'সত্য তোমার বচন ;
 জগন্নাথ সেবক রাজা কিন্তু ভক্তোত্তম' ।
 প্রভু কহে 'তথাপি রাজা কাল সর্পাকার ;
 কাঠনারী স্পর্শেবৈছে উপজে বিকার ।

তথাহি শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটকে অষ্টমাস্তকে পঞ্চবিংশতি-

শ্লোকে সার্বভৌমংপ্রতি শ্রীচৈতন্যদেববাক্যং

‘আকারাদপি ভেতবাং স্ত্রীণাং বিষয়িণামপি ।

যথাহে মনসঃ ক্ষোভ স্তথা তস্মাকুতেরপি’ ॥১৪৫॥

‘স্ত্রীণাং’ ‘অপি’ তথা ‘বিষয়িণাং’ ‘আকারাদপি’ আলেখ্যাৎ চিত্রপট-
দপি ‘ভেতবাং’ ভয়নীরং ভবেৎ দৃষ্টান্তমাহ ‘যথা’ ‘অহং’ সর্গাৎ ‘তথা’
‘তস্য’ সর্পস্য ‘আকুতেঃ’ কৃত্রিম মূর্তিদর্শনাদিত্যর্থঃ ‘মনসঃ’ ‘ক্ষোভঃ’ ভয়ং
সংজ্ঞারত ইতিশেষঃ ॥ ১৪৫ ॥

যেমন সর্প দর্শনে মনে ভয় হয়, সেইরূপ সর্পের কৃত্রিম
মূর্তি দর্শনেও ভয় হইয়া থাকে ; সেইরূপ স্ত্রী ও বিষয়ীদিগের
আলেখ্য দর্শনেও ভয় হওয়া উচিত ॥ ১৪৫ ॥

‘ঐহে বাত পুনরপি মুখে না আনিবে ;
কহ যদি তবে আমার এথা না দেখিবে’ ।
ভয় পাঞা সার্বভৌম নিজ ঘরে গেলা ;
হেন কালে প্রভাপরুষ পুরুষোত্তম আইলা ।
রামানন্দ রায় আইলা গজপতি সঙ্গে ; (১)
প্রথমেই প্রভুরে আসি মিলিলা বহু রঙ্গে ।
রায় প্রণতি কৈল, প্রভু কৈল আলিঙ্গন ;
ছুই জনে প্রেমাবেশে করেন ক্রন্দন ।
রায় সঙ্গে প্রভুর দেখি স্নেহ ব্যবহার ;
সর্ব ভক্তগণের মনে হৈল চমৎকার ।
রায় কহে ‘তোমার আজ্ঞায় রাজাকে কহিল ;
তোমার ইচ্ছায় রাজা মোর বিষয় ছাড়াইল ।
আমি কহি “আমি হৈতে না হয় বিষয় ;
চৈতন্য চরণে রহৌ যদি আজ্ঞা হয়” ।
তোমার নাম শুনি রাজা আনন্দিত হৈল ;
আনন্দ হৈতে উঠি যোরে আলিঙ্গন কৈল ।

১ গজপতি—গঙ্গাবংশীয় রাজাদিগের একটি উপাধি গজপতি ।

‘তোমার নাম শুনি তাঁর হৈল জেমাষণ ;
 মোর হাতে ধরি কহে প্রীতি বিশেষ :—
 “তোমার যে বর্জন তুমি খাও সে বর্জন ;
 নিশ্চিত হইয়া ভজ চৈতন্য চরণ ।
 আনি হার যোগ্য নহি তাঁর দরশনে ;
 তাঁরে যেই ভজে তার সকল জীবনে ।
 পরম কৃপালু তিহ ব্রজেন্দ্র নন্দন ;
 কোন জন্মে মোরে অবশ্য দিবেন দরশন” ।
 যে তাঁহার প্রেম আর্তি দেখিহু তোমাতে ;
 তার এক লেশ প্রীতি নাহিক আমাতে’ ।
 প্রভু কহে ‘তুমি কৃষ্ণ ভক্ত প্রণাম ;
 তোমাতে যে প্রীতি করে সেই ভাগ্যবান ।
 তোমাকে যে এত প্রীতি হইল রাজার ;
 এইগুণে কৃষ্ণ তাঁরে করিবেন অঙ্গীকার ।’

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে উত্তরখণ্ডে ভক্তামৃতে সপ্তমাক্ষতং

আদিপুরাণে অর্জুনঃ প্রতি শ্রীকৃষ্ণং বাক্যং

‘যে মে ভক্তজনাঃ পার্শ্ব ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ

মহত্তানাক্ষ যে ভক্তা স্তে মে ভক্ততমা মতাঃ’ ॥১৪৬॥

হে ‘পার্শ্ব’ ‘যে’ জনা ‘মে’ মম ‘ভক্তজনাঃ’ কেবলং মাং নতু মহত্তান্
 ভজন্তি ‘তে’ ‘জনাঃ’ ‘মে’ মম ‘ভক্তাশ্চ’ ‘ন’ তে জনাঃ সর্বপ্রকারেণ মাং
 ন ভজন্তীত্যর্থঃ ‘যে’ জনাঃ ‘মহত্তানাক্ষ’ ‘ভক্তাঃ’ ‘তে’ জনাঃ ‘মে’ মম
 ‘ভক্ততমাঃ’ সর্বোত্তমভক্তাঃ ‘মতাঃ’ কথিতাঃ ॥ ১৪৬ ॥

হে অর্জুন ! বাঁহারা কেবল আমাকে ভক্তি করিয়া
 আমার ভক্তদিগকে ভক্তি করেন না ; তাঁহারা সর্বতোভাবে
 আমার ভক্ত নহেন ; কিন্তু বাঁহারা আমার ভক্তদিগকেও
 ভক্তি করিয়া থাকেন ; তাঁহারাই আমার সর্বোত্তম
 ভক্ত ॥ ১৪৬ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে একোনবিংশাধ্যায়ে এক-
 বিংশতি শ্লোকে উদ্ধবঃ প্রতি শ্রীকৃষ্ণ বাক্যং
 ‘আদরঃ পরিচর্যায়ানং সৰ্ব্বাঙ্গৈরভিবন্দনং
 মন্ত্ৰস্ত পূজাভ্যধিক। সৰ্ব্বভূতেষু সন্মতিঃ ।
 মদর্থেষ্বঙ্গ চেচ্চ। চ বচসাসদগুণৈ ব্রলং
 ময্যর্পণঞ্চ মনসঃ সৰ্ব্বকাম বিবৰ্জনঃ’ ॥১৪৭॥

হে ‘অঙ্গ’ বৎস উদ্ধব ‘পরিচর্যায়ানং’ মম সেবার্থং ‘আদরঃ’ আস্থা ‘সৰ্ব্বা-
 ঙ্গৈঃ’ করণৈঃ ‘অভিবন্দনং’ নমনং তথা ‘মদর্থেষু’ মদ্বিষয়েষু ‘মনসঃ’ ‘চেচ্চ।’
 ‘বচসা’ বাক্যেন ‘চ’ তথা ‘সদগুণৈঃ’ করণৈঃ ‘ময়ি’ ‘অর্পণং’ কৰ্ম্মার্পণং ‘চ’
 তথা ‘সৰ্ব্বকাম বিবৰ্জনং’ সৰ্ব্ববাসনা ত্যাগঃ ‘অলং’ ব্যর্থং ‘সৰ্ব্বভূতেষু’ মথোহু
 ‘মন্ত্ৰস্তপূজা’ মম ভক্তসন্মানঃ ‘অপাধিকা’ সৰ্ব্বতোভাবে উত্তমা স্ত্রাং ইতি
 মম ‘সন্মতিঃ’ ভক্ত সেবাং সম্যাক্। ময়ি মনোযোগ ব্যর্থ ইত্যর্থঃ । ১৪৭ ।

হে উদ্ধব ! আমার পরিচর্যায় আদর ; সাক্ষাৎ অভি-
 বন্দন ; আমার বিষয়ে বাক্য মনের চেচ্চা ; আমাতে
 কৰ্ম্মার্পণ ; এবং সকল প্রকার বাসনা বৰ্জন ; এ সকলই
 ব্রূথা । আমার ভক্তসন্মানই সৰ্ব্বাপেক্ষা উত্তম এবং তাহাই
 আমার অনুমোদিত । ১৪৭ ।

তথাহি লঘুভাগবতায়তে উত্তরখণ্ডে পঞ্চমাস্কন্ধতঃ

পদ্মপুরাণে পার্শ্বভীঃ প্রতি শিব বাক্যং

‘আরাধনানং সৰ্ব্বেষাং বিষ্ণোরাদানং পরং ।

তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানং সমৰ্চনং’ ॥১৪৮॥

হে ‘দেবি’ পার্শ্বভী ‘সৰ্ব্বেষাং’ দেবানাং ‘আরাধনানং’ পূজনস্বরূপাদীনাং
 মধ্যে ‘বিষ্ণোঃ’ সত্যতনোঃ ‘আরাধনং’ পূজনং ‘পরং’ শ্রেষ্ঠং ‘তস্মাৎ’ তদবতঃ
 দেবনাং ‘তদীয়ানাং’ উক্তভাষ্যং ‘সমৰ্চনং’ সেবনং ‘পরতরং’ শ্রেষ্ঠতরং
 তাহিত্যর্থঃ । ১৪৮ ।

হে দেবি ! সকল দেবতাদিগের আরাধনা অপেক্ষা সত্য-
স্বরূপ বিষ্ণুর আরাধনাই শ্রেষ্ঠ ; কিন্তু তদপেক্ষা আবার
তঁাহার ভক্তদিগের অর্চনা শ্রেষ্ঠতর । ১৪৮ ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে সপ্তমাধ্যায়ে বিংশতি-
শ্লোকে মৈত্রেয়ঃ প্রতি বিদুর বচনং

‘হুরাপাছল্ল তপসঃ সেবা বৈকুণ্ঠবত্নস্ব

যত্রোপগীয়তে নিত্যং দেবদেবো জনার্দনঃ’ ॥১৪৯॥

‘বৈকুণ্ঠবত্নস্ব’ বৈকুণ্ঠ বিষ্ণোস্তলোকস্ত বা বত্নস্ব বত্নভূতেষু মহৎস্ব ভগ-
বত্কৈষু ইত্যর্থঃ ‘সেবা’ পরিচর্যা ‘অল্ল তপসঃ’ অনন্ত ‘হি’ নিশ্চিতং ‘হুরাপা’
দুর্লভা । ‘যত্র’ মার্গভূতেষু ভক্তেষু ‘দেবদেবঃ’ ‘জনার্দন’ ‘নিত্যং’ সর্বদা
‘উপগীয়তে’ উপায়মানঃ ভবেদিত্যর্থঃ । ১৪৯ ।

ভগবন্তুক্তগণ বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তির বত্ন স্বরূপ ; তঁাহারা সর্বদা
দেব দেব জনার্দনের গুণকীর্তন করিয়া থাকেন ; তঁাহাদের
সেবা অল্লতপাঃ ব্যক্তির অতি দুর্লভ । ১৪৯ ।

পুরী, ভারতী গোসাই, স্বরূপ, নিত্যানন্দ ;

চারি গোসাক্ষির কৈল রায় চরণ বন্দ ।

জগদানন্দ মুকুন্দাদি যত ভক্তগণ ;

যথাযোগ্য সব ভক্তের করিল মিলন ।

প্রভু কহে ‘রায় দেখিলে কমল নয়ন’ ;

রায় কহে ‘এবে যাই পাব দরশন’ ।

প্রভু বলে ‘রায় তুমি কি কার্য্য করিলে ?

দেখর না দেখি কেন আগে এথা আইলে’ ?

রায় কহে ‘চরণ রথ, জদয় শরণি ;

বাঁহা লঞা যায় তঁাহা যায় জীব রথী ।

আমি কি করিব ? মন ইহা লঞা আইলা ;

জগন্নাথ দরশনে বিচার না কৈলা’ ।

প্রভু কহে 'শীঘ্র গিয়া কর দরশন ;
 এইছে ঘর যাই কর কুটুম্ব মিলন' । (১)
 প্রভু আজ্ঞা পাঞা রায় চলিলা দর্শনে ;
 রায়ের প্রেমভক্তি রীতি বুঝে কোন্ জনে ?
 ক্ষেত্রে আসি রাজা সার্কর্ভোমে বোলাইলা ;
 সার্কর্ভোমে নমস্করি তাঁহারে পুছিলা :—
 'মোর লাগি প্রভু পদে কৈলে নিবেদন' ?
 সার্কর্ভোম কহে 'কৈল অনেক যতন ;
 তথাপি না করে তিহ রাজ দরশন ;
 ক্ষেত্র ছাড়ে পুনঃ যদি করি নিবেদন' ।
 শুনিয়া রাজার মনে হুঃখ উপজিলা ;
 বিষাদ করিয়া কিছু কহিতে লাগিলা :—
 'পাপী নীচ উদ্ধারিতে তাঁর অবতার ;
 জগাই মাধাই করিয়াছেন উদ্ধার ।
 প্রতাপরুদ্র ছাড়ি করিবেন জগৎ নিস্তার !
 এই প্রতিজ্ঞা করি করিয়াছেন অবতার ?'

তথাহি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে অষ্টমাস্ত্রে সপ্ততি-
 শ্লোকে সার্কর্ভোমঃ প্রতি প্রতাপরুদ্র বাক্যং

'অদর্শনীয়ানপি নীচজাতীন্
 স বীক্ষতে হস্ত তথাপি নো মাং ।
 মদেক বর্জ্যং কুপয়িষ্যতীতি
 নির্ণয় কিং সোহবততার দেবঃ' ॥ ১৫০ ॥

'সঃ' গৌরাদঃ 'অদর্শনীয়ানপি' স্রষ্টৃম বোয়ানপি 'নীচজাতীন্' নীচ-
 জাতীয়ান্ লোকান্ 'বীক্ষতে' পশ্যতি 'তথাপি' 'হস্ত' খেদে 'মাং' প্রতাপরুদ্রং
 'নো' পশ্যতীতিশেষঃ । 'সঃ' 'দেবঃ' 'মদেকবর্জ্যং' কেবলং মাং ত্যক্ত্বা সর্বান্
 জনান্ 'কুপয়িষ্যতি' কুপাং করিষ্যতি 'ইতি' 'নির্ণয়' নির্ণয়ং কৃৎবা 'কিং'
 'অবততার' অবতীর্ণোহভূৎ ? ॥ ১৫০ ॥

১ এইছে ঘর যাই—এখান অর্থাৎ জগন্নাথ মন্দির হইতে নিজ গৃহে গিয়া ।

দর্শনের অযোগ্য নীচজাতীয় লোকদিগকেও তিনি দর্শন দিতেছেন ; তথাপি হায় ! আমাকে দেখা দিলেন না । সেই দেব কি কেবল আমাকে পরিত্যাগ করিয়া আর সকলকে কৃপা করিবেন বলিয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন ? ॥ ১৫০ ॥

‘ভাঁর প্রতিজ্ঞা মোরে না করিবেন দর্শন ;
মোর প্রতিজ্ঞা তাঁহা বিনা ছাড়িব জীবন ।
যদি সেই মহাপ্রভুর না পাই কৃপা ধন ;
কিবা রাজ্য ? কিবা দেহ ? সব অকারণ’ ।
এত গুনি সার্কভৌম হইলা চিন্তিত ;
রাজার অঙ্গুরাগ দেখি হইলা বিস্মিত ।
ভট্টাচার্য্য কহে দেব ! না কর বিবাদ ;
তোমাতে প্রভুর অবশ্য হইবে প্রসাদ ।
ভিত্তি প্রেমাদীন, তোমার প্রেম গাঢ়তর ;
অবশ্য করিবেন কৃপা তোমার উপর ।
তথাপি কহিয়ে আমি এক উপায় ;
সেই উপায় করিয়া মিলহ প্রভুর পায় । (১)
রথযাত্রা দিনে প্রভু সব ভক্ত লঞা ;
রথ আগে নৃত্য করিবেন প্রেমাবিষ্ট হঞা ।
প্রেমাবেশে পুষ্পোদ্যানে করিবেন প্রবেশ ;
সেই কালে একলে তুমি ছাড়ি রাজবেশ
কৃষ্ণ রাস পঞ্চাধ্যায়ী করিতে পঠন ;
একলে বাই মহাপ্রভুর ধরিবে চরণ ।
বাছজান নাহি সে কালে কৃষ্ণ নাম গুনি ;
আলিঙ্গন করিবেন তোমার বৈষ্ণব জানি ।
রামানন্দ রায় আজি তোমার প্রেম গুণ ;
প্রভু আগে কহিলেন, তাতে ফিরিয়াছে মন’ ।

তুনি গজপতি মনে স্মৃৎ উগজিল ;
 প্রভুরে মিলিতে যনে এই দূত কৈল ।
 স্নানযাত্রা কবে হবে পুছিল ভট্টেরে ;
 ভট্ট কহে 'তিন দিন আছয়ে যাত্রারে' ।
 রাজা প্রবোধিয়া ভট্ট গেলা নিজালয় ;
 স্নানযাত্রা দিনে প্রভুর আনন্দ হৃদয় ।
 স্নান যাত্রা দেখি প্রভুর হৈল বড় স্মৃৎ ;
 ঈশ্বরের অনবসরে পাইল বড় হুঃখ ।
 গোপীভাবে প্রভু বিরহে ব্যাকুল হইয়া
 আলালনাথ গেলা প্রভু সবারে ছাড়িয়া ।
 পাছে প্রভুর নিকট আইলা ভক্তগণ ;
 গোড় হৈতে ভক্ত আটসে কৈল নিবেদন ।
 সার্কভোম নীলাচলে আইলা প্রভু লঞা ;
 প্রভু আইলেন রাজা ঠাঁই কহিলেন গিয়া ।
 হেনকালে আইলা তথা গোপীনাথচার্য্য ;
 রাজাকে আশীর্বাদ করি কহে 'শুন ভট্টাচার্য্য !
 গোড় হৈতে বৈষ্ণব আসিতেছে হুই শত ;
 মহাপ্রভুর ভক্ত সব মহাভাগবত ।
 নগরে আসিয়া সবে হৈল বিদ্যমান ;
 তাঁ' সবারে চাহি বাসা প্রসাদ সমাধান' ।
 রাজা কহে 'পড়িছাকে আমি আজ্ঞা দিব ;
 বাসা আদি যে চাহিয়ে পড়িছা সব দিব ।
 মহাপ্রভুরগণ যত আইলা গোড় হৈতে ;
 ভট্টাচার্য্য ! একে একে দেখাও আমাতে' ।
 ভট্ট কহে 'অট্টালিকা কর আরোহণ ;
 গোপীনাথ চিনেন্ সবারে করাবেন দর্শনা
 আমি কাহ নাহি চিনি, চিনিতে মন হয় ;
 গোপীনাথ সবারে করাবেন পরিচয়' ।
 এত বলি তিন জন অট্টালি চড়িলা ;
 হেন কালে বৈষ্ণব সব নিকটে আইলা ।

দামোদর স্বরূপ, গোবিন্দ,—হুই জন ;
 মালা প্রসাদ লঞা যায় বাঁহা বৈষ্ণবগণ ।
 প্রথমেই মহাপ্রভু পাঠাইলা ছাঁহারে ;
 রাজা কহে 'এই কোন্ ? চিনাই আমারে' ।
 ভট্টাচার্য্য কহে 'এই স্বরূপ দামোদর ;
 মহাপ্রভুর হর ইহ দ্বিতীয় কলেবর ।
 দ্বিতীয় গোবিন্দ ভূতা ; ইহা দোঁহা দ্বিরা
 মালা পাঠাঞাছেন প্রভু গৌরব করিয়া ।
 আদৌ মালা অধৈতেতের স্বরূপ পরাইল ;
 পাছে গোবিন্দ দ্বিতীয় মালা আনি তাঁরে দিল ।
 তবে গোবিন্দ দণ্ডবৎ ঠেকল আচার্য্যেরে ;
 তাঁরে নাহি চিনেন্ আচার্য্য পুছিল দামোদরে ।
 দামোদর কহেন 'ইহার গোবিন্দ নাম ;
 ঈশ্বরপুরীর সেবক অতি গুণবান্ ।
 প্রভুর সেবা করিতে পুরী আজ্ঞা দিল ;
 অতএব প্রভু তাঁরে নিকটে রাখিল' ।
 রাজা কহে 'যাঁরে মালা দিল হুই জন ;
 কহত আচার্য্য এই বড় মহাজ্ঞ কোন্ জন' ?
 আচার্য্য কহে 'ইহার নাম অধৈত আচার্য্য ;
 মহাপ্রভুর মাত্ত পাত্র নরক বিরোধার্য্য ।
 শ্রীবাস পণ্ডিত ইহ পণ্ডিত বক্তেশ্বর ;
 বিদ্যানিধি আচার্য্য ইহ পণ্ডিত গদাধর ।
 আচার্য্য রত্ন ইহ আচার্য্য পুরন্দর ;
 গঙ্গাদাস পণ্ডিত ইহ পণ্ডিত শঙ্কর ।
 এই সুরারি গুণ, ইহ পণ্ডিত নারায়ণ ;
 হরিনাম ঠাকুর ইহ ভূবন পাবন ।
 এই হরি ভট্ট, এই শ্রীকৃষ্ণসিংহানন্দ ;
 এই বাসুদেব দত্ত, এই শিবানন্দ ।
 গোবিন্দ, মাধব আর এই রত্ন যোব ;
 তিন ভাইর কীৰ্ত্তনে প্রভু প্রায়েন যজ্ঞোৎসব ।

রাধিব পণ্ডিত ইহ আচার্য্যানন্দন ;
 শ্রীমান্ পণ্ডিত এই জীকান্ত নারায়ণ ।
 শুক্লাধর দেথ, এই শ্রীধর, বিজয় ;
 বল্লভ সেন এই শূকবোত্তম, সঙ্গর ।
 কুলীন ষামবাসী এই সত্যরাজ খান ;
 রামানন্দ আদি সব দেথ বিদ্যমান ।
 মুকুন্দ দাস, নরহরি, শ্রীরঘুনন্দন ;
 খণ্ডবাসী চিরঞ্জীব আর শ্রলোচন । (১)
 কতক কহিব ? এই দেথ যত জন ;
 চৈতন্তের গণ সব চৈতন্ত জীবন' ।
 রাজা কহে 'দেখি মোর হৈল চমৎকার ;
 বৈষ্ণবের ঐছে ভেজঃ দেখি নাহি আর ।
 কোটি অর্থ্য সম সব উজ্জল বরণ ;
 কতু নাহি দেখি এই মধুর কীর্তন ।
 ঐছে প্রেম, ঐছে নৃত্য, ঐছে হরিশ্বনি ;
 কাঁহা নাহি দেখি ঐছে কাঁহা নাহি শুনি' ।
 ভট্টাচার্য্য কহে 'তোমার সত্য বচন ;
 চৈতন্তের সৃষ্টি এই প্রেম সংকীর্তন ।
 অবতরি চৈতন্য কৈল ধর্ম্ম প্রচারণ ;
 কলিকালে ধর্ম্ম—কৃষ্ণ নাম সংকীর্তন ।
 সংকীর্তন সঙ্গে তাঁরে করে আরাধন ;
 সেইত অমেধা ; আর কলিহত জন' ।

তথাহি শ্রীমন্তাগবতে একাদশস্কন্ধে পঞ্চমাধ্যায়ে ঊন-
 ত্রিংশ শ্লোকে জনকং প্রতি করভাজন বাক্যং

'কৃষ্ণবর্ণং ত্রিবাকৃষ্ণং সান্নোপান্নাজ্ঞ পার্ষদং ।

যজ্ঞঃ সংকীর্তনপ্রায়ে যজন্তি হি অমেধসঃ' ॥ ১৫১ ॥

টীকা ও ব্যাখ্যা আদি: ৬৬ শ্লোকে ৮০ পৃঃ দেখ ॥ ১৫১ ॥

১ চিরঞ্জীব শ্রলোচন ইত্যাদি—এই সব ভক্তগণের পরিচয় পূর্বে দেওয়া হইয়াছে ;
 আদি: ১০ম পরিচ্ছেদ ২৩৯ শাঃ ২৪২ পৃষ্ঠা দেখ ।

রাজা কহে 'শাজ্ঞ প্রমাণ চৈতন্য হয় কৃষ্ণ ;
 তবে কেন পণ্ডিত সব তাঁহাতে বিভ্রম ?'
 ভট্ট কহে 'তাঁর কৃপালেশ হয় বারে ;
 সেই সে তাঁহারে কৃষ্ণ করি লইতে পারে ।
 তাঁর কৃপা নাহি বারে, পণ্ডিত নহে কেনে ;
 দেখিলে শুনিলে তাঁরে ঈশ্বর নাহি মানে ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে চতুর্দশাধ্যায়ে অষ্টা-
 বিংশতি শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণঃ প্রতি ব্রজবাক্যং

‘তথাপি তে দেব পদাম্বুজম্বয়-
 প্রসাদ লেশামুগৃহীত এব হি
 জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো
 ন চান্য একোহপি চিরং বিচিন্তন’ ॥ ১৫২ ॥

টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যঃ ৩২ শ্লোকে ১০৬ পৃঃ দেখ ॥ ১৫২ ॥

রাজা কহে ‘সবে অগম্য না দেখিয়া ;
 চৈতন্যের বাঁসার কেন চলিলা ধাইরা’ ?
 ভট্ট কহে ‘এই স্বাভাবিক প্রেম রীত ;
 মহাপ্রভু মিলিবারে উৎকণ্ঠিত চিত ।
 আগে তাঁরে মিলি সবে তাঁরে আগে লৈয়া ;
 তাঁর সঙ্গে অগম্য দেখিবেন গিয়া’ ।
 রাজা কহে ‘ভবানন্দের পুত্র বাণীনাথ
 মহা প্রসাদ লঞা সঙ্গে লোক পাঁচ সাত
 মহাপ্রভুর আলয়ে করিল গমন ;
 এত মহাপ্রসাদ বা চাহি কি কারণ’ ?
 ভট্ট কহে ‘ভক্তগণ আইল জানিয়া ;
 প্রভুর ইন্দিতে প্রসাদ যায় তারা লঞা’ ।
 রাজা কহে ‘উপবাস করা তীর্থের বিধান ;
 তাহা না করিয়া কেন ধান্ অন্নপান ?’

ভট্ট কহে 'তুমি কহ সেই বিধি ধর্ম ;
 এই রাগ মার্গে আছে স্তম্ভ ধর্ম মর্ম ।
 ঈশ্বরের পরোক আজ্ঞা ফৌর উপাসন ;
 প্রভুর সাফাং আজ্ঞা প্রসাদ ভোজন ।
 তাঁহা উপবাস, বাঁহা নাহি মহাপ্রসাদ ;
 প্রভু আজ্ঞা প্রসাদ ত্যাগে হয় অপরাধ ।
 বিশেষে শ্রীহস্তে প্রভু করে পরিবেশন ;
 এত লাভ ছাড়ি কেন করিবে উপাসন ?
 পূর্বে প্রভু প্রসাদান্ন মোরে আনি দিল ;
 প্রাতে শয্যায় বসি আমি সেই অন্ন খাইল ।
 যারে কৃপা করি করে স্বদয়ে প্রেরণ ;
 কৃষ্ণাঙ্গরে সেই ছাড়ে বেদ লোক ধর্ম' ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে চতুর্থস্কন্ধে একোনত্রিংশাধ্যায়ে
 দ্বয়শ্চত্বারিংশং শ্লোকে প্রাচীন বর্হিষং প্রতি নারদবাক্যং

‘যদা যস্তান্মু গৃহাতি ভগবান্নাত্মভাবিতঃ ।

স জহাতি মতিং লোকে বেদে চ পরিনিষ্ঠিতাং’ ॥১৫৩॥

‘আত্ম ভাবিতঃ’ আত্মনি মনসি ভাবিতঃ অর্থাৎ তৈত্তির্যেব হে ভগবন্নিম্নং
 নং সংসারাজ্বররসীকুক ইতি স্বভক্তৈর্মনসি নিবেদিতঃ সন্ ‘ভগবান্’
 যদা ‘যদা’ যং ‘অহুগৃহাতি’ তদৈব ‘সঃ’ ভক্তঃ ‘লোকে’ লৌকিকব্যবহারে
 ‘বেদে চ’ কর্মকাণ্ডে চ ‘পরিনিষ্ঠিতাং’ নিষ্ঠাবৃত্তাং ‘মতিং’ ‘জহাতি’
 ত্যজতি ॥ ১৫৩ ॥

যখন ভক্ত স্বীয় আত্মায় ভগবান্কে ভাবনা করিয়া
 তাঁহার অনুগ্রহ প্রাপ্ত হন; তখন তাঁহার লোকব্যবহারে ও
 কর্মকাণ্ডে নিষ্ঠাবুদ্ধি চলিয়া যায় ॥ ১৫৩ ॥

তবে রাজা অষ্টালিকা হৈতে তলে আইলা ;
 কানীমিশ্র পড়িছা পাত্র দ্বোহে আনাইলা ।
 প্রতাপকজ আজ্ঞা দিল সেই ছই জনে ;
 ‘প্রভু হানে আদিয়াছেন বড় প্রভুর গণে ;

'সবারে স্বচ্ছন্দ বাসা, স্বচ্ছন্দ প্রসাদ ;
 স্বচ্ছন্দে দর্শন করাইও নহে যেন বাদ ।
 প্রভুর আজ্ঞা পালিহ হুঁহে সাবধান হঞা ;
 আজ্ঞা নহে তবু করিহ ইন্দিতে বুঝিয়া' ।
 এত বলি বিদ্যার দিল সেই চুই জনে ।
 সার্কর্ভোম আইলা তবে ঈশ্বর মিলনে ।
 গোপীনাথচার্য্য ভট্টাচার্য্য সার্কর্ভোম ;
 দুই হৈতে দেখে প্রভুর বৈষ্ণব মিলন ।
 সিংহদ্বার ডাহিনে ছাড়ি সব বৈষ্ণবগণ
 কানীমিশ্র গৃহ পথে করিলা গমন ।
 হেনকালে মহাপ্রভু নিজ গণ সঙ্গে ;
 বৈষ্ণব মিলিলা আসি পথে বহু রঙ্গে ।
 অষ্টৈত করিল প্রভুর চরণ বন্দন ;
 আচার্য্যেরে কৈল প্রভু প্রেম আলিঙ্গন ।
 প্রেম্যানন্দে হৈলা চুঁহে পরম অস্থির ;
 সময় দেখিয়া প্রভু হৈলা কিছু ধীর ।
 শ্রীবাসাদি কৈল প্রভুর চরণ বন্দন ;
 প্রত্যেকে করিল প্রভু প্রেম আলিঙ্গন ।
 একে একে সর্ব ভক্তের কৈল সম্ভাষণ ;
 সব লঞা অভ্যন্তরে করিলা গমন ।
 মিশ্রের আবাস সেই হয় অন্ন স্থান ;
 অসংখ্য বৈষ্ণব তাঁহা হৈল পরিমাণ ।
 আপন নিকটে প্রভু সব বসাইল ;
 আপনি বহুস্তে সবার মালা চন্দন দিল ।
 ভট্টাচার্য্য, আচার্য্য আইল প্রভু স্থানে ;
 বীথা যোগ্য আলাপে মিলিলা সবার সনে ।
 অষ্টৈতেরে কহে প্রভু মধুর বচনে ;
 'আজি আমি পূর্ব হৈলাম তোমার আপমনে ।'
 অষ্টৈত কহে 'ঈশ্বরের এই স্বভাব হয় ;
 যদ্যপি আপনে পূর্ণ সর্কর্ভোমর ;

'ভূধাপিও ভক্ত সঙ্গে হয় সুখোন্মাস ;
 ভক্ত সঙ্গে করে নিত্য বিবিধ বিলাস' ।
 বাসুদেবে (১) দেখি প্রভু আনন্দিত হঞা ;
 তাঁরে কিছু কহে তাঁর অঙ্গে হস্ত দিয়া :—
 'যদ্যপি মুকুন্দ আমি সঙ্গে শিশু হৈতে ;
 তাঁহা হৈতে অধিক সুখ তোমাকে দেখিতে' ।
 বাসু কহে 'মুকুন্দ পাইল তোমার সঙ্গ ;
 তোমার চরণ পাইল সেই পুনর্জন্ম ।
 ছোট হঞা মুকুন্দ এবে হৈল আমার জ্যেষ্ঠ ;
 তোমার রূপায় তাতে সর্বগুণে শ্রেষ্ঠ' ।
 পুনঃ প্রভু কহে 'আমি তোনার নিমিত্তে ;
 হই পুস্তক আনিয়াছি দক্ষিণ হঠাতে ।
 স্বরূপের কাছে আছে লহ তা লিখিয়া' ।
 বাসুদেব আনন্দিত পুস্তক পাইয়া ।
 প্রত্যেকে বৈষ্ণব সব লিখিয়া লইল ;
 ক্রমে ক্রমে হই পুঁথি সর্বত্র ব্যাপিল ।
 শ্রীবাগান্যে কহে প্রভু করি মহা প্রীত ;
 'তোমার চারি ভাইর আমি হই মূল্যকীত' ।
 শ্রীবাগ কহেন 'কেন কহ বিপরীত ?
 রূপা মূল্যে চারি ভাই হই তোমার কীত' ।
 শঙ্করে দেখিয়া প্রভু কহে দামোদরে ;
 'সগৌরব প্রীতি আমার তোমার উপরে ।
 শুদ্ধ কেবল প্রেম শঙ্কর উপরে ; (২)
 অতএব তোমার সঙ্গে রাখহ শঙ্করে' ।
 দামোদর কহে 'শঙ্কর ছোট আমি হৈতে ;
 এবে আমার বড় ভাই তোমার রূপাতে' ।

১ বাসুদেবে—ইনি মুকুন্দদত্তের জ্যেষ্ঠ সহোদর ।

২ সগৌরব প্রীতি...শঙ্কর উপরে—শঙ্কর দামোদরের কনিষ্ঠ । মহাপ্রভু বলিতেছেন যে দামোদরের প্রতি তাঁহার প্রেম সমান মিলিত ; কিন্তু শঙ্করের উপর নিরবচ্ছিন্ন বিভক্ত প্রেম । ইহাতে শঙ্করের প্রতি প্রীতি বাইল্য বলা হইল ।

শিবানন্দে কহে প্রভু 'তোমার আঘাতে (১)

গাঢ় অহরাগ হয় জানি আগে হৈতে' ।

শুনি শিবানন্দ সেন প্রেমাষিষ্ট হঞা ;

দণ্ডবৎ হঞা পড়ে শ্লোক রচিয়া । (২)

তথাহি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে অষ্টমাঙ্কে অশীতি শ্লোকে

শ্রীভগবচ্চৈতন্যদেবং প্রতি শিবানন্দ সেন বাক্যং

‘নিমজ্জতোহনন্ত ভবার্ণবাস্ত

শিচরায় মে কুলমিবাসি লকঃ

ত্বয়াপি লকঃ ভগবন্মিদানী

মনুভমং পাত্রমিদং দয়ায়াঃ’ ॥ ১৫৪ ॥

হে ‘অনন্ত’ ‘ভবার্ণবাস্তঃ’ ভবসমুদ্র মধ্যে ‘চিরায়’ বহুকালং ব্যাপ্য
‘নিমজ্জতঃ’ পতিতস্ত ‘মে’ মম সম্বন্ধে ‘লকঃ’ প্রাপ্তঃ ত্বমেব ‘কুলমিব’ তটমিব
‘অসি’ ; হে ‘ভগবন্’ ‘ইদানীং’ অধুনা ‘দয়ায়াঃ’ তব কৃপায়াঃ ‘ইদং’ ‘অনু-
ভমং’ অশ্রেষ্ঠং নীচমিত্যর্থঃ ‘পাত্রং’ কুপাত্রং ‘ত্বয়াপি’ ‘লকঃ’ প্রাপ্তং তব দয়া-
য়াঃ অনুগ্রহযুক্তোহপি অহং ত্বয়ানুগ্রহীতঃ অভাব ত্বমেব করুণা সাগর প্রভু-
রিত্যর্থঃ ॥ ১৫৪ ।

হে অনন্ত ! বহুকাল যাবৎ আমি ভব সমুদ্রে মধ্যে নিমজ্জ-
মান ছিলাম ; আপনিই তাহার তটস্বরূপ ; আপনাকে প্রাপ্ত
হইলাম । আর আপনিও এক্ষণে আপনার দয়ার এই
কুপাত্র লাভ করিলেন ॥ ১৫৪ ॥

প্রথমে মুরারি গুপ্ত প্রভু না দেখিয়া ;

বাহিরে পড়িয়া আছে দণ্ডবৎ হঞা ।

১ শিবানন্দ সেন—কুমারহট্ট নিবাসী জনৈক সম্ভ্রান্ত বৈদ্যকুলোদ্ভব । ইহার মহাপ্রভুর
সহিত এই প্রথম পরিচয় । ইহার জ্যেষ্ঠ পুত্র কবিকর্ণপুর সংস্কৃত চৈতন্য চরিতামৃত-
কাব্য ও গৌরগোবিন্দোদয় গীতিকা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন ।

২ শ্লোক রচিয়া—‘শ্লোক’ ‘বিদ্যা’ পাঠও আছে ।

মুরারি না দেখি প্রভু করে অঘেষণ ;
 মুরারি লইতে ধাঞা আইল বহু জন ।
 তখন হুই শুদ্ধ মুরারি দশনে ধরিয়।
 মহাপ্রভুর আগে গেল। দৈন্যাবীন হঞা ।
 মুরারি দেখিয়া প্রভু আইলা মিলিতে ;
 পাছে পাছে ভাগে মুরারি লাগিল কহিতে :—
 'মোরে না ছুঁইও প্রভু ! সুইত পামর ;
 তোমার স্পর্শ যোগ্য নহে এই কলেবর' ।
 প্রভু কহে 'মুরারি কর দৈন্ত সম্বরণ ;
 তোমার দৈন্ত দেখি মোর বিদীর্ণ হয় মন' ।
 এত বলি প্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গন ;
 নিকটে বস।ঞা করে অঙ্গ সন্মার্জন ।
 আচার্য্য রত্ন, বিদ্যানিধি, পণ্ডিত গদাধর ;
 গঙ্গাদাস, হরিভট্ট, আচার্য্য পুরন্দর ;
 প্রত্যেকে সবার প্রভু করি গুণ গান ;
 পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গিয়া করিল সন্মান ।
 সবারে সন্মানি প্রভু হইলা উল্লাস ;
 হরিদাস না দেখিয়া কহে 'কাঁহা হরিদাস' ?
 দূর হৈতে হরিদাস গোমাই দেখিয়া
 রাজপথ প্রান্তে পড়িয়াছে দণ্ডবৎ হঞা ।
 মিলন স্থানে আসি প্রভুরে না মিলিলা ;
 রাজপথ প্রান্তে দূরে পড়িয়া রহিলা ।
 ভক্ত সব ধাঞা আইলা হরিদাস নিতে ;
 'প্রভু তোমার মিলিতে চাহে, চলহ স্রিতে' ।
 হরিদাস কহে 'আমি নীচ জাতি ছার ;
 মন্দির নিকটে বাইতে নাহি অধিকার ।
 নিভুতে টোটা মধ্যে স্থান যদি পাই ; (১)
 তাঁহা পড়ি রহেঁ, একালা কাল গৌরাই
 জগন্নাথ সেবক বাঁহা স্পর্শ নাহি হয় ;
 তাঁহা পড়ি রহেঁ মোর এই বাঁহা হয়' ।

এই কথা লোক গিয়া প্রভুরে কহিল ;
 শুনিয়া প্রভুর মনে বড় স্নেহ হৈল ।
 হেন কালে কানীমিশ্র পড়িছা দুইজন
 আসিয়া করিল প্রভুর চরণ বন্দন ।
 সর্ব বৈষ্ণব লেখি স্নেহ বড় পাইলা ;
 যথাযোগ্য সব সনে আনন্দে মিলিলা ।
 প্রভু পদে দুই জনে কৈল নিবেদনে :—
 ‘আজ্ঞা দেহ বৈষ্ণবের করি সমাধানে ।
 সবাকার করিয়াছি বাস গৃহ স্থান ;
 মহা প্রসাদ সবাকারে করি সমাধান’ ।
 প্রভু কহে ‘গোপীনাথ ! বাহ বৈষ্ণব লঞা ;
 বাঁহা বাঁহা কহে বাঁসা দেহ তাঁহা যাঞা ।
 মহাপ্রসাদে দেহ বাণীনাথ স্থানে ;
 সর্ব বৈষ্ণবের ইহা করিবে সমাধানে ।
 আমার নিকটে এই পুষ্পের উদ্যান ;
 একখানি ঘর আছে পরম নির্জনে ।
 সেই ঘর আমাকে দেহ, আছে প্রয়োজন ;
 নিভুতে বসিয়া তাঁহা করিব স্মরণ’ ।
 মিশ্র কহে ‘সব তোমার চাহ কি কারণে ?
 আপন ইচ্ছায় লহ যেই তোমার মনে ।
 আমি দুই হই তোমার দাস আজ্ঞাকারী ;
 যেই চাহি সেই আজ্ঞা দেহ কৃপা করি’ ।
 এত কহি দুই জন বিদায় হইল ;
 গোপীনাথ বাণীনাথ দুই সঙ্গে নিল ।
 গোপীনাথে দেখাইল সব বাঁসাঘর ;
 বাণীনাথ ঠাই দিল প্রসাদ বিস্তর ।
 বাণীনাথ আইলা অন্ন গিঠা লঞা ;
 গোপীনাথ আইলা বাঁসা সংস্কার করিয়া ।
 মহাপ্রভু কহে ‘শুন সর্ব বৈষ্ণবগণ !
 নিজ নিজ বাঁসায় সবে করহ গমন ।

'জম্ভে স্থান করি কর চূড়া দরশন ;
 তবে আজি ইহা আসি করিবে ভোজন' ।
 প্রভু নমস্করি সবে বাসায় চলিলা ;
 গোপীনাথচার্য্য সবে বাসা স্থান দিলা ।
 তবে মহাপ্রভু আইলা হরিদাস মিলনে ;
 হরিদাস করে প্রেমে নাম সংকীৰ্ত্তনে ।
 প্রভু দেখি পড়ে পায় দণ্ডবৎ হঞা ;
 প্রভু আলিঙ্গন কৈল তাঁরে উঠাইয়া ।
 ছুই জনে প্রেমাবেশে করেন ক্রন্দনে ;
 প্রভু গুণে ভূত্য বিকল, প্রভু ভূত্য গুণে ।
 হরিদাস কহে 'প্রভু না ছুইও মোরে ;
 মুঁই নীচ অস্পৃশ্য পরম পামরে' ।
 প্রভু কহে 'তোমা স্পর্শি পবিত্র হইভে ;
 তোমার পবিত্র ধর্ম নাহিক আমাতে ।
 কণে কণে কর তুমি সর্ব্ব ভীর্থ স্থান ;
 কণে কণে কর তুমি যজ্ঞ তপ দান ।
 নিরন্তর কর তুমি বেদ অধ্যয়ন ;
 দ্বিজ ভাসী হৈতে তুমি পরম পাবন' ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে ত্রয়স্ত্রিংশাধ্যায়ে সপ্তম-
 শ্লোকে কপিলদেবঃ প্রতি দেবহুতি বচনং

'অহোবত ! স্বপচোহতো গরীয়ান্
 যজ্জিহ্বাণে বর্ভতে নাম ভূভ্যং ।
 তেপু স্তপ স্তে জুহবুঃ সন্মুরার্য্যাঃ
 ব্রহ্মানুচু নাম গৃগস্তি যে তে' ॥ ১৫৫ ॥

'অহোবত' ইত্যাক্ষর্যো 'যজ্জিহ্বাণে' বস্যা জিহ্বাণে 'ভূভ্যঃ' ঐশ্বর্য্যভূৎ
 ভব 'নাম' 'বর্ভতে' স'চ 'স্বপচঃ' চণ্ডালোহপি 'অতঃ' অস্মাদেব হেতোঃ
 'গরীয়ান্' অতিশয়েন শুকঃ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ইত্যর্থঃ ভবতি । 'বে' জনাঃ 'তে'
 তব 'নাম' 'গৃগস্তি' গৃহস্তি 'তে' জনাঃ 'তপঃ' তপস্যাদিকং 'ভেপুঃ' কৃতবন্তঃ

‘জহবুঃ’ হোমঃ কৃতবস্তুঃ ‘সমুঃ’ তীর্থেষু স্নাতাঃ তএব ‘অৰ্ঘ্যাঃ’ স্নাতাচারাঃ
‘ব্রহ্ম’ বেদঃ ‘অনুচুঃ’ অধীতবস্তুঃ । তন্মামকীর্তনে তপ আদ্যন্ত ভূতং অতন্তে
পূণ্যতমা ইত্যর্থঃ ॥ ১৫৫ ॥

যাঁহার জিহ্বাগ্রে তোমার নাম বর্তমান ; সে চণ্ডাল হই-
লেও পূজ্যতম । যাঁহার। তোমার নাম গ্রহণ করিয়া থাকেন ;
তাঁহারাই তপস্যা করেন, হোম করেন, তীর্থ স্নান করেন,
বেদাদি অধ্যয়ন করিয়া থাকেন এবং তাঁহারাই আৰ্য্য ॥ ১৫৫ ॥

এত বলি তাঁরে লঞা গেলা পুষ্পোদ্যানে ;

অতি নিভূতে তাঁরে দিল বাসা স্থানে ।

‘এই স্থানে রহ ! কর নাম সংকীৰ্ত্তন !

প্রতি দিন আসি আমি করিব মিলন ।

মন্দিরের চক্র দেখি করিহ প্রণাম ;

এই ঠাই আসিবে তোমার প্রসাদাম্ব’ ।

নিত্যানন্দ, জগদানন্দ, দামোদর, মুকুন্দ,

হরিদাস মিলি সব পাইল আনন্দ ।

সমুদ্র স্নান করি প্রভু আইলা নিজ স্থানে ;

অবৈতাদি গেলা সিদ্ধ করিবারে স্নানে ।

আসি জগন্নাথের কৈল চূড়া দরশন ;

প্রভুর আবাস আইলা করিতে ভোজন ।

সবারে বসাইল প্রভু যোগ্যক্রম করি ;

আপনি পরিবেশন কৈল গৌরহরি ।

অন্ন অন্ন নাহি আইসে দিতে প্রভুর হাতে ;

হুই তিনের অন্ন দেন এক এক পাতে ।

প্রভু না থাইলে কেহ না করে ভোজন ;

উর্দ্ধ হস্তে বসি রহে সর্ব ভক্তগণ ।

স্বরূপ গোসাঁঞি প্রভুকে কৈল নিবেদন :—

‘তুমি না বসিলে কেহ না করে ভোজন ।

তোমার সঙ্গে রহে যত সন্ন্যাসীরগণ ;

গোস্বামীনাথার্চ্য্য তাঁরে করিয়াছে নিমন্ত্রণ ।

'আচার্য্য আলিয়াছেন প্রসাদান্ন লঞা ;
 পুরী ভারতী আছেন তোমার অপেক্ষা করিয়া ।
 নিত্যানন্দ লয়ে ভিক্ষা করিতে বৈশ তুমি ;
 বৈষ্ণবের পরিবেশন করিতেছি আমি' ।
 তবে প্রভু প্রসাদান্ন গোবিন্দ হাতে দিলা ;
 যজ্ঞ করি হরিদাস ঠাকুরে পাঠাইলা ।
 আপনে বসিলা সব সন্ন্যাসী লইয়া ;
 পরিবেশন করে আচার্য্য হরষিত হঞা ।
 স্বরূপ দামোদর আর জগদানন্দ
 বৈষ্ণবের পরিবেশে হইয়া আনন্দ ।
 নানা পিঠা পানা খায় আনন্দ করিয়া ;
 মধ্যে মধ্যে হরি কহে আনন্দিত হঞা ।
 ভোজন সমাপ্তি হৈল, কৈল আচমন ;
 সবারে পরাইল প্রভু মালা চন্দন ।
 বিশ্রাম করিতে সবে নিজ বাসা গেলা ;
 সন্ধ্যাকালে আসি পুনঃ প্রভুকে মিলিলা ।
 হেনকালে রামানন্দ আইলা প্রভু স্থানে ;
 প্রভু মিলাইল তাঁরে সব বৈষ্ণব সনে ।
 সব লঞা গেল প্রভু জগন্নাথালয় ;
 কীর্তন আরম্ভ তথা কৈল মহাশয় ।
 সন্ধ্যা ধূপ দেখি আরম্ভিল সংকীৰ্তন ;
 পড়িছা আনিয়া দিল মালা চন্দন ।
 চারিদিকে চারি সম্প্রদায় করে সংকীৰ্তন ;
 মধ্যে নৃত্য করে প্রভু শচীর নন্দন ।
 অষ্ট মৃদঙ্গ বাজে বজ্রিশ করতাল ;
 হরিশ্বনি করে সবে বলে ভাল ভাল ।
 কীর্তনের ধ্বনি মহামঙ্গল উঠিল ;
 চতুর্দশ লোক ভেদি ব্রহ্মাণ্ড ভেদিল ।
 কীর্তন আরম্ভে প্রেম উখলি চলিল ;
 নীলাচল বাসী লোক ধাইয়া আইল ।

কীৰ্ত্তন দেখি সবার মনে হৈল চমৎকার !
 কভু নাহি দেখি এছে প্রেমের বিকার ।
 তবে প্রভু জগন্নাথের মন্দির বেড়িয়া ;
 প্রদক্ষিণ করি বলেন নৃত্য করিয়া ।
 আগে পাছে গান করে চারি সম্প্রদায় ;
 আছাড়ের কালে ধরে নিত্যানন্দ রায় ।
 অশ্রু, পুলক, স্বেদ, গভীর হৃদ্যার ;
 প্রেমের বিকার দেখি লোকে চমৎকার !
 পিচকাই ধারা যেন অশ্রু নয়নে ;
 চারি দিকের লোক সব করয়ে সিনানে ।
 বেড়া নৃত্য মহাপ্রভু করি কতক্ষণ ;
 মন্দিরের পাছে রহি করয়ে, কীৰ্ত্তন ।
 চারি দিকে চারি সম্প্রদায় উঠেঃস্বরে গায় ;
 মধ্যে তাণ্ডব নৃত্য করে গৌররায় ।
 বহুকণ নৃত্য করি প্রভু স্থির হৈলা ;
 চারি মহান্তরে তবে নাচিতে আজ্ঞা দিলা ।
 এক সম্প্রদায়ে নাচে নিত্যানন্দ রায় ;
 অদ্বৈত আচার্য্য নাচে আর সম্প্রদায় ।
 আর সম্প্রদায়ে নাচে পণ্ডিত বক্তেশ্বর ;
 ত্রিনিবাস নাচে আর সম্প্রদা ভিতর ।
 মধ্যে রহি মহাপ্রভু করেন দর্শন ;
 তাঁহা এক ঐশ্বর্য্য তাঁর হৈল প্রকটন ।
 চারিদিকে নৃত্য গীত করে যত জন ;
 সবে দেখে করে প্রভু আমারে দর্শন ।
 চারি জনের নৃত্য দেখিতে প্রভুর অভিলাষ ;
 সেই অভিলাষে করে ঐশ্বর্য্য প্রকাশ ।
 দর্শনে আবেশ তাঁর দেখি মাত্র জানে ;
 কেমনে চৌদিকে দেখে ইহা নাহি জানে ।
 পুলিন ভোজনে যেন কৃষ্ণ মধ্যস্থলে ;
 চৌদিকের সধা কহে 'আমারে নেহালে' ।

নৃত্য করিতে বেই আইসে সন্নিধানে ;
 মহাপ্রভু করে তাঁরে দৃঢ় আলিঙ্গনে ।
 মহা নৃত্য, মহাপ্রেম, মহা সংকীৰ্ত্তন ;
 দেখি প্রেমানন্দে ভাসে নীলাচল জন ।
 গজপতি রাজা শুনি কীৰ্ত্তন মহত ;
 অট্টালিকা চড়ি দেখে স্বগণ সহিত ।
 কীৰ্ত্তন দেখিয়া রাজার হৈল চমৎকার !
 প্রভুকে মিলিতে উৎকণ্ঠা বাড়িল অপার ।
 কীৰ্ত্তন সমাপ্তি করি দেখি পুষ্পাঞ্জলি ;
 সৰ্ব বৈষ্ণব লঞা প্রভু আইলা বাসা চলি ।
 পড়িছা আনিয়া দিল প্রসাদ বিস্তর ;
 সবারে বাঁটিয়া তাহা দিলেন দৈবর ।
 সবারে বিদায় দিল করিতে শয়ন ।
 এই মত লীলা করে শচীর নন্দন ।
 যাবৎ আহিলা সবে মহাপ্রভু সঙ্গে ;
 প্রতি দিন এইমত করে কীৰ্ত্তন রঙ্গে ।
 এই ত কহিল প্রভুর কীৰ্ত্তন বিলাস ;
 যে বা ইহা শুনে হয় চৈতন্তের দাস ।
 ত্রিরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ ;
 চৈতন্ত চরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ।

ইতি শ্রীচৈতন্ত চরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে বেড়া কীৰ্ত্তন বিলাস-
 বর্ণনং নাম একাদশ পরিচ্ছেদ ॥ ১১ ॥

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ ।

প্রস্থকারন্ত ।

ত্রিগুণিচামন্দির মাত্মবুদ্ধৈঃ
 সম্যাক্জয়ন্ কালনতঃ স গৌরঃ
 স্বচিত্তবচ্ছীতল মুচ্ছলক্ষ
 কৃষ্ণোপবেশোপায়িকং চকারঃ ॥ ১৫৬ ॥

‘সঃ’ ‘গৌরঃ’ ‘অঙ্গবৃন্দঃ’ নিজভক্তগণৈঃ সহ ‘শ্রীগুণ্ডামন্দিরং’ জগ-
ন্নাথ বিহার মন্দিরং ‘সম্বার্কজয়ন্তী’ মার্জ্জয়িত্বা ‘কালনতঃ’ প্রকালনাৎ ধৌত-
করণাঙ্কতো রিতার্থঃ ‘স্মৃতিতবৎ’ নিজমনোবৎ ‘শীতলঃ’ ‘উজ্জলকঃ’ নির্মলকঃ
তথা ‘কৃষ্ণোপবেশোপক্রিয়ং’ শ্রীজগন্নাথস্ত উপবেশনযোগ্যং ‘চকার’ ॥ ১৫৬ ॥

গৌরচন্দ্র নিজভক্তগণ সহ গুণ্ডিচা নামক জগন্নাথদেবের
বিহার মন্দির মার্জ্জন ও প্রকালন করিয়া নিজ চিত্ত মন্দিরের
আয় শীতল ও নির্মল করতঃ উক্ত দেবের উপবেশন যোগ্য
করিলেন ॥ ১৫৬ ॥

জয় জয় গৌরচন্দ্র ! জয় নিত্যানন্দ !
জয়বৈভবচন্দ্র ! জয় গৌরভক্তবৃন্দ !
পূর্বে দক্ষিণ হৈতে প্রভু যবে আইলা ;
তঁারে মিলিতে গজপতি উৎকণ্ঠিত হৈলা ।
কটক হৈতে পত্নী দিল সার্সভোম তাঁই :—
‘প্রভু আজ্ঞা হয় যদি দেখিবারে যাই’ ।
ভট্টাচার্য্য লিখিল প্রভুর আজ্ঞা না হইল ;
পুনরপি রাজা তঁারে পত্নী পাঠাইল :—
‘প্রভুর নিকটে আছে বত ভক্তগণ ;
যোর লাগি তাঁ’সবারে করিহ নিবেদন ।
সেই সব দয়ালু মোরে হইয়া সদয় ;
যোর লাগি প্রভু পদে করেন বিমর ।
তাঁ’সবার প্রসাদে মিলেঁ শ্রীপ্রভুর পার ;
প্রভু কৃপা বিনা যোর রাজ্য নাহি ভার ।
যদি মোরে কৃপা না করিবে গৌরহরি ;
রাজ্য ছাড়ি যোগী হই হইব ভিখারী’ ।
ভট্টাচার্য্য পত্নী দেখি চিন্তিত হইয়া
ভক্তগণ পাশ গেলা সেই পত্নী লইয়া ।
সবারে মিলিয়া কহিল রাজ বিবরণ ;
পদে পদে সেই পত্নী সবারে করাইল দর্শন ।

পত্রী দেখি সবার মনে হইল বিস্ময় :
 ‘প্রভু পদে গজপতির এত ভক্তি হয়’ !
 সবে কহে ‘প্রভু তাঁরে কতু না মিলিবে ;
 আমি সব কহি যদি ছঃখ মানিবে’ ।
 সার্কর্ভোম কহে ‘সবে চল একবার ;
 মিলিতে না কহিব, কহিব রাজব্যবহার’ ।
 এত বলি সবে গেলা মহাপ্রভুর স্থানে ;
 কহিতে উদ্ভূত সবে, না কহে বচনে ।
 প্রভু কহে ‘কি কহিতে সবার আগমন ?
 দেখিয়ে কহিতে চাহ ; না কহ কি কারণ’ ?
 নিত্যানন্দ কহে ‘তোমার চাহি নিবেদিতে ;
 না কহিলে রহিতে নারি, কহিতে ভয় চিন্তে ।
 যোগ্যাযোগ্য সব তোমার চাহি নিবেদিতে ;
 তোমা না মিলিলে রাজা চাহে যোগী হৈতে ।
 “কাণে মুদ্রা লই মুক্তি হইব ডিখারী ;
 রাজ্যভোগ নহে চিন্তে বিনে গৌরহরি ।
 দেখিব সে মুখচন্দ্র নয়ন ভরিয়া ;
 করিব সে পাদপদ্ম হৃদয়ে তুলিয়া” । (১)
 যদ্যপি শুনিয়া প্রভুর কোমল হৈল মন ;
 তথাপি বাহিরে কহে নিষ্ঠুর বচন :—
 ‘তোমা সবার ইচ্ছা এই আমারে লইয়া
 রাজাকে মিলহ ইহঁা কটকেতে গিয়া ।
 পরমার্থ থাকুক লোকে করিবে নিশ্চয় ;
 লোকে রহ দামোদর করিবে ভৎসন ।
 তোমা সবার আজ্ঞার আমি না মিলি রাজারে ;
 দামোদর কহে যদি তবে মিলি তাঁরে’ ।
 দামোদর কহে ‘তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর ;
 কর্তব্যাকর্তব্য সব তোমার গোচর ।

‘আমি কোন্ ক্ষুদ্র জীব তোমারে বিধি দিব ?
 আপনি মিলিবে তাঁরে তাহাও দেখিব ।
 রাজ্য তোমার স্নেহ করে, তুমি স্নেহবশ ;
 তাঁর স্নেহে করাবে তোমার তাঁহার পরশ ॥
 বদ্যপি দৈব তুমি পরম স্বতন্ত্র ;
 তথাপি স্বভাবে হও প্রেম পরতন্ত্র’ ।
 নিত্যানন্দ কহে ‘এঁছে হয় কোন্ জন ?
 যে তোমারে কহে “কর রাজ দরশন” ।
 কিন্তু অনুরাগী লোকের স্বভাব এক হয় ;
 ইষ্ট না পাইলে নিজ প্রাণ সে ছাড়য় ।
 ব্যক্তিক ব্রাহ্মণী হয় তাহাতে প্রমাণ ;
 কৃষ্ণ লাগি পতি আগ্নে ছাড়িলেক প্রাণ । (১)
 এক যুক্তি আছে যদি কর অবধান ;
 তুমিই না মিল তাঁরে রহে তাঁর প্রাণ ।
 এক বহির্কীর্ষ যদি দেহ কৃপা করি ;
 তাহা পাইঞা প্রাণ রাখে তোমার আশা ধরি’ ।

১ ব্যক্তিক ব্রাহ্মণী... ছাড়িলেক প্রাণ—যমুনার উপবনে গোচারণ করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণ সমভিব্যাহারী গোপবালকগণ ক্ষুধার্ত হইয়া একদিন রাম কৃষ্ণের নিকট আহারীয় দ্রব্য চাহিলেন । অদূরে ব্রজবাসী ব্রাহ্মণেরা সতীক স্বর্গকামনার আদ্বিরস নামে যজ্ঞ করিতেছিলেন জানিয়া ভগবান্ রাখালগণকে তাঁহাদিগের নিকট হইতে অন্ন বাচঞা করিয়া আনিতে বলিলেন । রাখালগণ বিপ্রগণের নিকট অন্ন বাচঞা করার দেবতার জন্য প্রস্তুতীকৃত অন্ন যজ্ঞে গোপবালকগণ পাইতে পারে না বলিয়া ব্রাহ্মণগণ সেই বালকদিগকে তিরস্কার পূর্বক বিদায় দিলেন । রাখালেরা শ্রীকৃষ্ণকে তত্তাবৎ বিজ্ঞাপিত করিলে ভগবান্ তাঁহাদিগকে পুনরায় ব্রাহ্মণ পত্নীদিগের নিকট অন্ন বাচঞার জন্ত পাঠাইলেন । এই সকল সরলমতি বিপ্রপত্নী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে অতিশয় অনুরাগিণী ছিলেন ; তাঁহারা রামকৃষ্ণের প্রার্থনা শুনিবামাত্র তাঁহাদের স্বামী শত্রু প্রকৃতি গুরুজনের অশেষ রূপ ভৎসনা ও বাধা অতিক্রম করিয়া নানাবিধ অন্ন ব্যঞ্জন লইয়া কৃষ্ণ সমীপে উপনীতা হইলেন ও তাহা অর্পণ করিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন । এই সকল বিশ্রপত্নীদিগের মধ্যে একটা অবলা স্বামী কর্তৃক গৃহে অবরুদ্ধ হওয়ার অন্যান্য বিশ্রপত্নীদিগের সঙ্গে কৃষ্ণ দর্শনে বাইতে পারিলেন না ; তাঁহার অনুরাগ এত অধিক ছিল যে আসিতে না পাইয়া যান যোগে ভগবান্কে ভাবিতে ভাবিতে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন । ভাগবত ১০মঃ স্কন্ধ ২৩ অধ্যায় দেখ ।

প্রভু কহে 'তুমি সব পরম বিদ্বান ;
 যেই ভাল হয় সেই কর সমাধান' ।
 তবে নিত্যানন্দ গোসাঁই গোবিন্দের পাশ
 মাগিয়া লইল প্রভুর এক বহির্কাস ।
 সেই বহির্কাস সার্কভৌম পাশ দিল ;
 সার্কভৌম সেই বজ্র রাজারে পাঠাইল ।
 বজ্র পাঞা রাজার হৈল আনন্দিত মন ;
 প্রভু রূপ করি করে বজ্রের পূজন ।
 রামানন্দ রায় যবে দক্ষিণ হৈতে আইলা ;
 প্রভু সঙ্গে রহিতে রাজাকে নিবেদিল ।
 তবে রাজা সন্তোষে তাঁহারে আজ্ঞা দিল ।
 আপন মিলন লাগি কহিতে লাগিল :—
 'মহাপ্রভু মহা কৃপা করেন তোমাতে ;
 মোরে মিলাবারে অবশ্য সাধিবে তাঁহারে'
 এক সঙ্গে দুই জন ক্ষেত্রে যবে আইলা ;
 রামানন্দ রায় যবে প্রভুরে মিলিল ;
 প্রভু পদে প্রেমভক্তি জানাইল রাজার ;
 প্রসঙ্গ পাইরা কৈছে কহে বার বার ।
 রাজমন্ত্রী রামানন্দ ব্যবহারে নিপুণ ;
 রাজশ্রীতি কহি জবাইল প্রভুর মন ।
 উৎকর্ষাতে প্রভাপক্ষত্র নারে রহিবারে ;
 রামানন্দে সাধিলেন প্রভু মিলিবারে ।
 রামানন্দ প্রভু পার কৈল নিবেদন :—
 'একবার প্রভাপক্ষত্রে দেখাহ চরণ' ।
 প্রভু কহে 'রামানন্দ কহ বিচারিয়া ;
 রাজাকে মিলিতে যুরার সন্ন্যাসী হইরা ?
 রাজার মিলনে ভিক্ষুকের দুই কুল নাশ ;
 পরলোকে বহুলোকে করে উপহাস' ।
 রামানন্দ কহে 'তুমি জগত স্বতন্ত্র ;
 কারে তোমার ভয় ? তুমি নহ পরভক্ত' ।

প্রভু কহে 'আমি মহাশয় আশ্রমে সন্ন্যাসী ;
 কারমনোবাক্য ব্যবহারে উন্নত বানি ;
 গুরুবল্লভ যদি বিন্দু বৈছে না লুকায় ;
 সন্ন্যাসীর অঙ্গ ছিঁড়ি সর্বলোকে গায়' ।
 রায় কহে 'কত পাশীর করিয়াছ অব্যাহতি ;
 দৈবর সেবক তোমার ভক্ত গজপতি' ।
 প্রভু কহে 'পূর্ণ বৈছে হৃৎকের কলস
 সুরা বিন্দুপাতে কেহ না করে পরশ ।
 যদ্যপি প্রভাপ রক্ত সর্ব গণবান ;
 তাঁহারে মলিন কৈল এক রাজ নাম ।
 তথাপি তোমার যদি আগ্রহ হয় ;
 তবে আনি মিলাহ তুমি তাঁহার তনয় ।
 "স্বাত্মা বৈজ্ঞান্যতে পুত্রঃ" এই শাস্ত্রবাণী ;
 পুত্রের মিলনে যেন মিলিল আপনি' ।
 তবে রায় যাই সব রাজারে কহিলা ;
 প্রভুর আজ্ঞার তাঁর পুত্র লঞা আইলা ।
 সুল্লর রাজার পুত্র শ্রীমল বরণ ;
 কিশোর বয়স, দীর্ঘ কমল নয়ন ।
 পীতাম্বর ধরে অঙ্গে রত্ন আভরণ ;
 শ্রীকৃষ্ণ স্মরণে তিঁহু হৈল উদ্দীপন ।
 তাঁরে দেখি মহাপ্রভুর কৃষ্ণ স্মৃতি হৈলা ;
 প্রেমাবেশে তাঁরে মিলি কহিতে লাগিলা :—
 'এই মহাভাগবত ! স্বাক্ষর দর্শনে ;
 ব্রজেন্দ্রনন্দন স্মৃতি হয় সর্বজনে ।
 কৃতার্থ হইলাও আমি ইহার দর্শনে' ।
 এত বলি পুনঃ তাঁরে কৈল আলিঙ্গনে ।
 প্রভু স্পর্শে রাজ পুত্রের কৈল প্রেমাবেশ ;
 স্নেহ, কম্প, অঙ্গ, ভক্ত, পুঙ্গব বিশেষ ।
 "কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ" কহে, নাচে, করয়ে যৌজন ;
 তাঁর ভাগ্য দেখি হাসি করে ভক্তগণ ।

তবে মহাপ্রভু তাঁরে ধৈর্য্য করাইল ;
 'নিত্য আসি আমার মিলিহ' এই আজ্ঞা দিল ।
 বিদায় হইয়া রার আইলা রাজপুত্র লঞা ;
 রাজা সুখ পাইল পুত্রের চেটা দেখিয়া ।
 পুত্র আলিঙ্গন করি প্রেমাবিষ্ট হৈলা ;
 সাক্ষাৎ স্পর্শন যেন মহাপ্রভুর পাইলা ।
 সেই হৈতে ভাগ্যবান্ রাজার নন্দন ;
 প্রভুভক্তগণ মথ্যে হৈলা একজন ।
 এইমত মহাপ্রভু ভক্তগণ সঙ্গে ;
 নিরন্তর ক্রীড়া করে সংকীর্তন রঙ্গে ।
 আচার্য্যাদি ভক্ত করে প্রভু নিমন্ত্রণ ;
 তাঁহা তাঁহা ভিক্ষা করে লঞা ভক্তগণ ।
 এইমত নানা রঙ্গে দিন কত গেল ;
 জগন্নাথের রথ যাত্রা নিকট হইল ।
 প্রথমেই প্রভু কাম্বীমিশ্রেরে আনিয়া ;
 পড়িছা পাত্র, সাক্ষীভৌমে আনিল ডাকিরা ।
 তিনজন পাশে প্রভু হাঁসিয়া কহিল :—
 'গুণ্ডিচা মন্দির মার্জ্জন সেবা মাগি নিল' ।
 পড়িছা কহে 'আমি সব সেবক তোমার ;
 যে তোমার ইচ্ছা সেই কর্তব্য আমার ।
 বিশেষে রাজার আজ্ঞা হৈয়াছে আমারে ;
 প্রভুর যেই ইচ্ছা সেই শীঘ্র করিবারে ।
 তোমার যোগ্য সেবা নহে মন্দির মার্জ্জন ;
 এও এক লীলা, কর যে তোমার মন ।
 কিন্তু ঘট সম্মার্কসী বহুত চাহিরে ;
 আজ্ঞা দেহ আজি সব ইহা আনি-বিরে' ।
 তবে এক শত ঘট, শত সম্মার্কসী
 নূতন—প্রভুর আগে পড়িছা দিল আনি ।
 আর দিন প্রভাতে প্রভু লঞা নিজগণ ;
 ক্রীহন্তে সবার অঙ্গে শেণিশ চন্দন ।

শ্রীহস্তে সবারে দিল একেক মার্জ্জনী ;
 সবগণ লঞা এতু চলিলা আপনি ।
 গুণ্ডা মন্দিরে গেলা করিতে মার্জন ;
 প্রথমে মার্জ্জনী লঞা করিল শোধন ।
 ভিতর মন্দির, উপর, সকল মার্জিল ;
 সিংহাসন মাজি পুনঃ স্থাপন করিল ।
 ছোট বড় মন্দির কৈল মার্জন শোধন ;
 পাছে তৈছে শোধিল শ্রীজগমোহন । (১)
 চারি দিগে শত ভক্ত সংমার্জ্জনী করে ;
 আপনি শোধেন এতু শিখান সবারে ।
 প্রেমোন্মাদে শোধেন লয়েন কৃষ্ণ নাম ;
 ভক্তগণ কৃষ্ণ কহে, করে নিজ কাম ।
 ধূলার ধূসর তরু দেখিতে শোভন ;
 কুঁহা কঁহা অশ্রুজলে করে সন্মার্জন ।
 ভোগ মন্দির শোধি শোধিল প্রাঙ্গণ ;
 সকল আবাস ক্রমে করিল শোধন ।
 তৃণ ধূলি কিঁকুর সব একত্র করিয়া ;
 বহির্দ্বার বান্ধি ফেলার বাহির করিয়া ।
 এই মত ভক্তগণ করি নিজ বাসে ;
 তৃণ ধূলি বাহিরে ফেলার পরম হরিষে ।
 এতু কহে 'কে কত করিয়াছ সন্মার্জন ;
 তৃণ ধূলি দেখিলে জানিব পরিশ্রম ।
 সবার ঝাঁটি আনি বোকা একত্র করিল ;
 সবাই হৈতে এতুর বোকা অধিক হইল ।
 এইমত অভ্যস্তর করিল মার্জন ;
 পুনঃ সবাকারে দিল করিয়া বণ্টন ।
 'স্বপ্ন ধূলি তৃণ কাঁকর সব কর দূর ;
 ভালমতে শোধি সবে এতুর অন্তঃপুর' ।

সক বৈষ্ণব লঞা ববে হুইবার শোধিল ;
 দেখি মহাপ্রভুর মনে পড়োব হইল ।
 আর শত জন শত ঘটে জল ভরি
 প্রথমেই লঞা আছে কালাপেক্ষা করি ।
 ‘জল আন’ বলি ববে মহাপ্রভু বৈল ;
 তবে শত ঘট আনি প্রভু আগে দিল ।
 প্রথমে করিল প্রভু মন্দির প্রক্ষালন ;
 উর্দ্ধ অধো তিতি গৃহ মধ্য সিংহাসন ।
 খাপরা ভরিয়া জল উর্দ্ধে ঢালাইল ;
 সেই জলে উর্দ্ধে সব ভিত্তি প্রক্ষালিগ ।
 আপনি করেন সিংহাসন প্রক্ষালন ;
 আপনি করেন সিংহাসনের মার্জন । (১)
 ভক্তগণ করে গৃহ মধ্য প্রক্ষালন ; (২)
 নিজ নিজ হস্তে করে মন্দির মার্জন ।
 কেহ জল আনি দেয় মহাপ্রভুর করে ;
 কেহ জল দেয় তাঁর চরণ উপরে ।
 কেহ লুকাইয়া করে সেই জল পান ;
 কেহ মাগি লয়, কেহ করে অন্তে দান ।
 ঘর ধুই প্রণালিকায় জল ছাড়ি দিল ;
 সেই জলে প্রোক্ষণ সব ভরিয়া রহিল ।
 নিজ বস্ত্রে কৈল প্রভু গৃহ সংমার্জন ;
 মহাপ্রভু নিজ বস্ত্রে মাজিল সিংহাসন ।
 শত ঘট জলে হৈল মন্দির মার্জন ;
 মন্দির শোধিয়া কৈল যেন নিজ মন ।
 নির্মল শীতল স্নিগ্ধ করিল মন্দিরে ;
 আপন হৃদয় যেন ধরিল বাহিরে ।

১ আপনি করেন ইত্যাদি—কোন কোন পুথিতে এই শ্লোকের পাঠ এইরূপ আছে :—

‘শ্রীহস্তে করেন সিংহাসনের মার্জন ;

প্রভু আগে জল আনি দেয় ভক্তগণ ।

২ ভক্তগণ করে ইত্যাদি—কোন কোন পুথিতে এই পয়ারটি নাই ।

শত শত জন জল ভরে সরোবরে ;
 ঘাটে স্থান নাহি কেহ কূপে জল ভরে ।
 পূর্ণ কুন্ত লঞা আইসে শত ভক্তগণ ;
 শূন্য ঘট লঞা যায় আর শত জন ।
 নিভ্যানন্দ, অবৈত, স্বরূপ, ভারতী, পুরী ;
 ইহা বিনা আর সব জানে জল ভরি ।
 ঘটে ঘটে ঠেকি কত ঘট ভান্ধি গেল ;
 শত শত ঘট তাঁহা লোক লঞা আইল ।
 জল ভরে, ঘট ভাঙ্গে, করে হরি ধ্বনি ;
 কৃষ্ণ হরি ধ্বনি বিনা আর নাহি শুনি ।
 ‘কৃষ্ণ কৃষ্ণ’ কহি করে ঘট সমর্পণ ;
 ‘কৃষ্ণ কৃষ্ণ’ কহি করে ঘটের প্রার্থন ।
 যেই যেই কহে, সেই কহে কৃষ্ণ নামে ;
 কৃষ্ণ নাম হইল সঙ্কেত সব কামে ।
 প্রেমাবেশে প্রভু কহে কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম ;
 একলে করেন প্রেমে শত জনের কাম ।
 শত হাতে করেন যেন প্রাকালন মার্জন ;
 প্রতি জন পাশে যাই করান শিক্ষণ ।
 ভাল কর্ম দেখি তাঁরে করে প্রশংসন ;
 মনে না মানিলে করে পণ্ডিত ভৎসন :—(১)
 ‘তুমি ভাল করিয়াছ শিখাই অস্তরে ;
 এই মত ভাল কর্ম সেও যেন করে’ ।
 এ কথা শুনিয়া সবে সঙ্কুচিত হঞা ;
 ভাল মতে কর্ম করে সবে মন দিয়া ।
 তবে প্রাকালন কৈল জীজনমোহন ;
 ভোগ মন্দির তবে কৈল প্রাকালন ।
 নাটশালা ধুই, ধুইল চব্বর প্রাঙ্গণ ;
 পাকশালা আদি সব কৈল প্রাকালন ।

মন্দিরের চতুর্দিক প্রক্ষালন কৈল ;
 সব অস্ত্রপূর ভাল মতেতে ধুইল ।
 হেন কালে গোড়িয়া এক স্রবুজি সরল ;
 প্রভুর চরণ যুগে দিল ঘট জল ।
 সেই জল লইয়া আপনি পান কৈল ;
 তাহা দেখি প্রভুর মনে হুঃখ রোষ হৈল ।
 যদ্যপি গোঁসাক্ষি তারে হইয়াছে সন্তোষ ;
 শিক্ষা লাগি তথাপিও করিলেন রোষ । (১)
 স্বরূপ গোঁসাক্ষি ডাকি কহিলেন তাঁরে :—
 ‘এই দেখ তোমার গোড়িয়ার ব্যবহারে ।
 ঈশ্বর মন্দিরে যোর পদ ধুয়াইল ;
 সেই জল আপনি লইয়া পান কৈল ।
 এই অপরাধে যোর কাঁহা হৈবে গতি ?
 তোমার গোড়িয়া করে এতেক হুর্গতি’ ।
 তবে স্বরূপ গোঁসাক্ষি তার ঘাড় হাত দিয়া
 ঢেকা মারি পুরী বাহির রাখিলেন লৈয়া ।
 পুনঃ আসি প্রভু পায় করিল বিময় :—
 ‘অস্ত্রে অপরাধ কমা করিতে যুয়ার ।’
 তবে মহাপ্রভুর মনে সন্তোষ হইল ;
 সারি করি ছুট পাশে সবারে বসাইল ।
 আপনি বসিয়া মাঝে আপনার হাতে ;
 তুণ কাঁটা কুটা সব লাগিলা কুড়াইতে ।
 ‘কে কত কুড়াও সব একত্র করিব ;
 যার অন্ন তার ঠাই পিঠা পান্না লব’ ।
 এই মত সব পুরী করিল শোধন ;
 স্নাতন নির্মল কৈল যেন নিজ মন ।
 প্রণালিকা ছাড়ি যদি পানী বহাইল ;
 নূতন নদী যেন সমুদ্রে মিলিল ।

১ শিক্ষা লাগি ইত্যাদি—‘বর্ষ সংস্থাপন লাগি বাহিরে মহারোষ’ এই পাঠও দেখা যায় ।

নৃসিংহ মন্দির ভিতর বাহির শোধিল ;
 ক্ষণেক বিশ্রাম করি নৃত্য আরম্ভিল ।
 এই মত পুর দ্বার আগে পথ যত ;
 সকল শোধিল তাহা কে বর্ণিবে কত ?
 চারিদিকে ভক্তগণ করেন কীর্তন ;
 মধ্যে নৃত্য করে প্রভু সত্ত্ব সিংহসম ।
 শ্বেদ, কম্প, বৈবর্ণ্য, পুলক, হঙ্কার ;
 নিজ অঙ্গ ধুই আগে চলে অপ্রধার ।
 চারিদিকে ভক্ত অঙ্গ কৈল প্রক্ষালন ;
 শ্রাবণের মেঘ যেন করে বরিষণ ।
 মহা উচ্চ সংকীৰ্তন আকাশ ভরিল ;
 প্রভুর উদ্দণ্ড নৃত্যে ভূমি কম্প হৈল ।
 স্বরূপের উচ্চ গান প্রভুরে সদা ভায় ;
 আনন্দে উদ্দণ্ড নৃত্য করে গৌর রায় ।
 এই মত কতক্ষণ নৃত্য করিয়া ;
 বিশ্রাম করিলা প্রভু সময় বুঝিয়া ।
 আচার্য্য গৌসাইর পুত্র শ্রীগোপাল নাম ;
 নৃত্য করিতে তারে আজ্ঞা দিল গৌরধাম ।
 প্রেমাবেশে নৃত্য করি হইলা মুচ্ছিতে ;
 অচেতন হৈয়া তিঁহ পড়িলা ভূমিতে ।
 আস্তে আস্তে আচার্য্য গৌসাই তারে কৈল কোলে ;
 শ্বাস রহিত দেখি হইল বিকলে ।
 নৃসিংহের বস্ত্র পড়ি মারে জল ছাটি ;
 সহকার সেই শব্দে ব্রহ্মাণ্ড যায় ফাটি ।
 অনেক করিল তবু না হয় চেতন ;
 আচার্য্য কান্দেন, কান্দে সব ভক্তগণ ।
 তবে মহাপ্রভু তার বুকে হস্ত দিল ;
 ‘উঠহ গোপাল’ বলি উঠেঃস্বর কৈল ।
 অনিতেই গোপালের হইল চেতন ;
 হরি বলি নৃত্য করে সর্ব ভক্তগণ ।

এই লীলা বর্ণিরাছেন দাস ব্রহ্মাবন ; (১)
 অতএব সংক্ষেপ করি করিল বর্ণন ।
 তবে মহাপ্রভু ক্ষণেক বিশ্রাম করিয়া ;
 সরোবরে জলক্রীড়া কৈল ভক্ত লঞা । (২)
 ভীরে উঠি গরেন প্রভু শুক বসন ;
 নুসিংহ দেখি নমস্করি গেলা উপবন ।
 উদ্যানে বসিলা প্রভু ভক্তগণ লঞা ;
 তবে বাণীনাথ আইলা মহাপ্রসাদ লঞা ।
 কানীমিশ্র, তুলসী পড়িষ্ঠা—দুই জন ;
 পঞ্চশত লোকে যত করয়ে ভোজন ;
 তত অন্ন পিঠা পান্য সব পাঠাইল ।
 দেখিয়া প্রভুর মনে সন্তোষ হইল ।
 পুরী গোঁসাই, মহাপ্রভু, ভারতী ব্রহ্মানন্দ ;
 অদ্বৈত আচার্য্য আর প্রভু নিত্যানন্দ ;
 আচার্য্য রত্ন, আচার্য্য নিধি, শ্রীবাস, গদাধর ;
 শঙ্কর স্মার্য্যচার্য্য আর রাঘব, বক্রেশ্বর ;
 প্রভু অজ্ঞা পাঞা বৈসে আপনে সার্কভোম ;
 পিড়ার উপরে বৈসে প্রভু লঞা এত জন ।
 তার তলে, তার তলে, করি অমুকুম ;
 উদ্যান ভরি বৈসে ভক্ত করিতে ভোজন ।
 হরিদাস বলি প্রভু ডাকে ঘনে ঘন ;
 দূরে রহি হরিদাস করে নিবেদন :—
 ‘ভক্ত সঙ্গে করুন্ প্রভু প্রসাদ অঙ্গীকার ;
 এ সঙ্গে বসিতে যোগ্য নহৌ মুক্তি ছার ।
 পাছে মোরে প্রসাদ পোবিন্দ দিবে বহির্দ্বারে’ ।
 মন জানি প্রভু পুনঃ না বলিল তাঁরে ।
 স্বরূপ গোঁসাই, জগদানন্দ, দামোদর ;
 কানীশ্বর, গোপীনাথ, বাণীনাথ, শঙ্কর ;

১ এই লীলা বর্ণিরাছেন—চৈতন্য ভাগবতে এই লীলা বর্ণিত নাই ।

২ সরোবরে জলক্রীড়া ইত্যাদি—‘দাস করিবারে গেলা ভক্তগণ লঞা’ পাঠও আছে ।

পরিবেশন করে তাঁহা এই সাত জন ;
 মধো মধো হরিশ্বনি করে ভক্তগণ ।
 পুলিন ভোজন বৈছে কৃষ্ণ পূর্বে কৈল ;
 সেই লীলা মহা প্রভুর মনে স্মৃতি হৈল ।
 যদ্যপি প্রেমাবেশে প্রভু হইলা অধীর ;
 সময় বুনিয়া তবু মন কৈলা হির ।
 প্রভু কহে 'মোরে দেহ লাফরা বাঞ্ছনে ;
 পিঠা পান্য অমৃত গুটিকা দেহ ভক্তগণে' ।
 সর্বজ্ঞ প্রভু জানেন যার যেই ভায় ; (১)
 তারে তারে সেই দেয়ায় স্বরূপ দ্বারায় ।
 জগদানন্দ বেড়ায় পরিবেশন করিতে ;
 প্রভুর পাতে ভাল দ্রব্য দেন আচরিতে ।
 যদ্যপি দিলেন, প্রভু তাঁরে করেন রোন ;
 বলে ছলে তবু দেন, দিলে সে সন্তোষ ।
 পুনঃ আসি সেই দ্রব্য করে নিরীক্ষণ ;
 তাঁর ভয়ে প্রভু কিছু করেন ভক্ষণ ।
 না খাইলে জগদানন্দ করিবে উপবাস ;
 তাঁর আগে কিছু খান, মনে এই ভ্রাস ।
 স্বরূপ গোঁসাই ভাল মিষ্ট প্রসাদ লইঞা ;
 প্রভুকে নিবেদন করে আগে দাড়াইয়া :—
 'এই মহাপ্রসাদ অন্ন কর আশ্বাদন ;
 দেখ জগন্নাথ কৈছে করিয়াছেন ভোজন' ?
 এত বলি আগে কিছু করে সমর্পণ ;
 তাঁর স্নেহে প্রভু কিছু করেন ভোজন ।
 এইমত হই জন করে বার বার ;
 'বিচিত্র এই হই ভক্তের স্নেহ ব্যবহার ।
 সার্কভৌমে প্রভু বসারেছেন পাশে ;
 হই ভক্তের স্নেহ দেখি সার্কভৌম হাঁসে ।

সার্কর্ভোমে দেয়ান প্রভু প্রসাদ উত্তম ;
 স্নেহ করি বার বার করান্ ভোজন ।
 গোপীনাথার্চ্য উত্তম প্রসাদ আনি
 সার্কর্ভোমে দিয়া কহে স্নমধুর বাণী :—
 'কাঁহা ভট্টাচার্য্যের পূর্ব যত ব্যবহার ?
 কাঁহা এই পরানন্দ ? করহ বিচার' ।
 সার্কর্ভোম কহে 'আমি তার্কিক কুবুদ্ধি ;
 তোমার প্রসাদে মোর এ সম্পদ সিদ্ধি ।
 মহাপ্রভু বিনা কেহ নাহি দয়াময় ;
 কাকেরে গরুড় করে ; ঐছে কোন্ হয় ?
 তার্কিক শৃগাল সঙ্গে ভেউ ভেউ করি ;
 সেই মুখে এবে সদা কহি কৃষ্ণ হরি ।
 কাঁহা বহির্গুণ তার্কিক শিষ্যগণ সঙ্গে ?
 কাঁহা এই সাধু সঙ্গ সমুজ্জ তরঙ্গে' ?
 প্রভু কহে 'পূর্ব সিদ্ধ কৃষ্ণে তোমার প্রীতি ;
 তোমা সঙ্গে আমি সবার হৈল কৃষ্ণে মতি' ।
 ভক্ত মহিমা বাড়াইতে, ভক্তে স্নেহ দিতে ;
 মহাপ্রভু বিনা অস্ত্র নাহি ত্রিভুগতে ।
 তবে প্রভু প্রত্যেকে সব ভক্তের নাম লঞা
 পিঠা পান্য দেয়াইল প্রসাদ করিয়া ।
 অষ্টদত্ত, নিত্যানন্দ, বসিয়াছেন এক ঠাই ;
 দুই জনে ক্রীড়া কলহ লাগিল তথাই ।
 অষ্টদত্ত কহে 'অবধূতের সঙ্গে এক পংক্তি ;
 ভোজন করিলা, আনি হবে কোন্ গতি ?
 প্রভু ত সন্ন্যাসী, উঁহার নাহি অপচয় ;
 অন্নদোষে সন্ন্যাসীর দোষ নাহি হয় ।
 'নান্ন দোষে নমস্করি' এই শাস্ত্র প্রমাণ ;
 আমি ত গৃহস্থ ব্রাহ্মণ, আমার দোষ স্থান ।
 জন্ম, কুল, শীলাচার না জানি বাহার ;
 তার সঙ্গে এক পংক্তি বড় অনাচার' ।

নিত্যানন্দ কহে 'তুমি অষ্টৈত আচার্য্য ;
 অষ্টৈত সিদ্ধান্ত বাদে শুদ্ধ ভক্তি কার্য্য ।
 তোমার সিদ্ধান্ত সঙ্গ করে যেই জনে ;
 এক বস্তু বিনা সেই দ্বিতীয় নাহি মানে ।
 হেন তোমার সঙ্গে মোর একত্রে ভোজন ;
 না জানি তোমার সঙ্গে কৈছে হয় মন' ?
 এইমত দুইজন করে বোলাবোলি ;
 ব্যাঙ্গ স্তুতি করে হুঁহে হেন গালাগালি ।
 তবে প্রভু সব বৈষ্ণবের নাম লঞা ;
 প্রসাদ দেয়ান্ কৃপা অমৃত সিঞ্চিয়া ।
 ভোজন করি উঠে সবে হরিশ্রবণি করি ;
 হরিশ্রবণি উঠিল সব স্বর্গ মর্ত্য ভরি ।
 তবে মহাপ্রভু সব নিজ ভক্তগণে ;
 সবারে শ্রীহস্তে দিল মালা চন্দনে ।
 তবে পরিবেশক স্বরূপাদি সাত জন ;
 গৃহ ভিতর বসি কৈল প্রসাদ ভোজন ।
 প্রভুর অবশেষ গোবিন্দ রাখিল ধরিয়া ;
 সেই অন্ন হরিদাসে কিছু দিল লঞা ।
 ভক্তগণ গোবিন্দ পাশ কিছু মাগি নিল ;
 সেই প্রসাদান্ন গোবিন্দ আপনি পাইল ।
 সতত স্বর প্রভু করে নানা ধ্বনি ;
 ধোয়া পাখলা নাম হইল এক লীলা ।
 আর দিনে জগন্নাথের নেত্রোৎসব নাম ; (১)
 মহোৎসব হৈল ভক্তের প্রাণ সমান ।

১ জগন্নাথের নেত্রোৎসবনাম—প্রতি বর্ষে রান্না ব্যতীর পর জগন্নাথ বিগ্রহের অঙ্গ-
 রাগ করা হয় ; এবং নন্দিরের সন্মুখে টাটি দিয়া আবরণ করিয়া অন্তরালে চিত্রকার্য্য
 হইতে থাকে । রান্না ব্যতী হইতে আর এক পক্ষ কাল দর্শন বন্ধ থাকে । যে দিন শ্রীবিগ্রহের
 চক্ষুগান দিয়া টাটি খুলিয়া দেওয়া হয়, সে দিন যে উৎসব হয় তাহার নাম নেত্রোৎসব । ইহাকে
 টাটি ভাঙ্গা দর্শন বা নব যৌবন দর্শনও বলে ।

পঞ্চদিন হুঃখী লোক প্রভু অদর্শনে ;
 অনিন্দিত হৈল জগন্নাথ দরশনে ।
 মহাপ্রভু স্বৰ্ণে সব লঞা ভক্তগণ
 জগন্নাথ দরশনে করিলা গমন ।
 আগে কানীশ্বর যার লোক নিবারিয়া ;
 পাছে গোবিন্দ যার জল করঙ্গ লইয়া ।
 প্রভুর আগে পুরী, ভারতী,—হুঁহার গমন ;
 স্বরূপ অদৈত হুই পার্শ্বে হুই জন ।
 পাছে পাছে চলি যার আর ভক্তগণ ;
 উৎকণ্ঠায় গেলা জগন্নাথের ভবন ।
 দর্শন লোভেতে করি মর্যাদা লজ্বন ;
 ভোগ মণ্ডপে যাঞা করে শ্রীমুখ দর্শন ।
 তৃষার্ত প্রভুর নেত্র ভ্রমর যুগল ;
 গাঢ় তৃষ্ণায় পিয়ে ক্রুরের বদন কমল ।
 প্রফুল্ল কমল যিনি নয়ন যুগল ;
 নীলমণি দর্পণ কাস্তি গণ্ড বলমল ।
 বাকুলীর কুল যিনি অধর সুরঙ্গ ;
 দ্বৈবৎ হাসিত কাস্তি অমৃত তরঙ্গ ।
 শ্রীমুখ সৌন্দর্য্য মধু বাড়ে কণে কণে ;
 কোটি ভক্ত নেত্র ভুঙ্গ করে মধু পানে ।
 যত পিয়ে যত তৃষ্ণা বাড়ে নিরন্তর ;
 মুখাম্বুজ ছাড়ি নেত্র না যার অন্তর ।
 এই মত মহাপ্রভু লঞা ভক্তগণ ;
 মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত কৈল শ্রীমুখ দর্শন ।
 শ্বেদ, কল্প, অশ্রু জল, বহে অহরূপ ;
 দর্শনের লোভে প্রভু করে সঞ্চরণ ।
 মধ্যে মধ্যে ভোগ লাগে মধ্যে দরশন ;
 ভোগের সময় প্রভু করয়ে কীর্তন ।
 দর্শন আনন্দে প্রভু সব পাসরিলা ;
 ভক্তগণ মধ্যাহ্নেতে প্রভু লঞা আইলা ।

প্রাতঃকালে রথ যাত্রা হইবে জানিয়া ;
 সেবক লাগায় ভোগ দ্বিগুণ করিয়া ।
 গুণ্ডিচা মার্জ্জন লীলা সংক্ষেপে করিল ;
 বাহা দেখি শুনি পানীর কৃষ্ণ ভক্তি হৈল ।
 শ্রীকৃষ্ণ রঘুনাথ পদে বার আশ ;
 চৈতন্য চরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ।

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে গুণ্ডিচাগৃহ মার্জ্জনং নাম ষাটতম-
 পরিচ্ছেদঃ ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ ।

গ্রন্থকারস্ত

স জীয়াৎ কৃষ্ণচৈতন্যঃ শ্রীরথ্যাগ্রে ননর্ভ যঃ ।

যেনাসীজ্জগতাং চিত্রং জগন্নাথোহপি বিস্মিতঃ ॥ ১৫৭ ॥

‘সঃ’ ‘কৃষ্ণচৈতন্যঃ’ ‘জীয়াৎ’ জয়যুক্তো ভূয়াৎ ‘যঃ’ চৈতন্যঃ ‘শ্রীরথ্যাগ্রে’
 জগন্নাথ দেবস্য রথ সম্মুখে ‘ননর্ভ’ । ‘যেন’ নর্ভনেন ‘জগতাং’ জগদ্বাসিনাঃ
 ‘চিত্রং’ বিস্ময়ঃ ‘আসীৎ’ জগন্নাথোহপি ‘বিস্মিতঃ’ অভূদিতি শেষঃ । ১৫৭ ।

যিনি জগন্নাথের রথ্যাগ্রে নৃত্য করিয়া জগদ্বাসী লোক-
 দিগকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন এবং যাঁহার নৃত্যে জগন্নাথ দেবও
 বিস্মিত হইয়াছিলেন ; সেই কৃষ্ণচৈতন্য প্রভুর জয়
 হউক ! ॥ ১৫৭ ॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ! নিত্যানন্দ !

জয়ঐষতচন্দ্র ! জয় গৌরভক্ত বৃন্দ !

জয় প্রোতাগণ গুন করি এক মন ;

রথযাত্রার নৃত্য প্রভুর পরম মোহন ।

আর দিনে মহাপ্রভু হঞা সাবধান ;

রাত্রে উঠি গণ সঙ্গে কৈল প্রাতঃস্নান ।

পাণ্ডু বিজয় (১) দেখিবারে করিল গমন ;
 জগন্নাথ যাত্রা কৈল ছাড়ি সিংহাসন ।
 আপনে প্রতাপরুদ্র লঞা পাণ্ডুগণ ;
 মহাপ্রভুরগণে করায় বিজয় দর্শন ।
 অধৈত নিতাই আদি সঙ্গে ভক্তগণ ;
 স্মৃথে মহাপ্রভু দেখে ঈশ্বর গমন ।
 বলিষ্ঠ দয়িতাগণ যেন মত্ত হাতী ; (২)
 জগন্নাথ বিজয় করায় করি হাতাহাতি ।
 কতক দয়িতা করে স্বন্ধ আলম্বন ;
 কতক দয়িতা ধরে জীপন্ন চরণ ।
 কটিতে বদ্ধ দৃঢ় স্থল পট ডোরী ;
 দুই দিগে দয়িতাগণ উঠায় তাহা ধরি ।
 উচ্চ দৃঢ় তুলি সব পাতে স্থানে স্থানে ;
 এক তুলি হৈতে স্বরায় আর তুলি আনে ।
 প্রভু পদাধাতে তুলি হয় খণ্ড খণ্ড ;
 তুলা সব উড়ি যায় শব্দ হয় প্রচণ্ড ।
 বিশ্বস্তর জগন্নাথ কে চালাইতে পারে ?
 আপন ইচ্ছায় চলে করিতে বিহারে ।
 'মহাপ্রভু ! মণিমা ! মণিমা !' করে ধ্বনি ;
 নানা বাদ্য কোলাহলে কিছুই না শুনি ।
 তবে প্রতাপরুদ্র করে আপন সেবন ;
 সুবর্ণ মার্জ্জনী লঞা করে পথ সন্মার্জন ।
 চন্দনের জলে করে পথ নিসিকনে ;
 তুচ্ছ সেবা করে ; বৈশে রাজসিংহাসনে !
 উত্তম হইয়া করে তুচ্ছ সেবন ;
 অতএব জগন্নাথের কৃপার ভাজন ।
 মহাপ্রভু স্বয়ং পাইল সে সেবা দেখিতে ;
 মহাপ্রভুর কৃপা হৈল সেই সেবা হৈতে ।

১ পাণ্ডু বিজয়—অর্থাৎ রথারোহণ জন্ত জীজগন্নাথ সেবের মন্দির হইতে নির্গমন ।

২ দয়িতাগণ—পাণ্ডাগণ ।

রথের সাজন দেখি লোকে চমৎকার !
 নব হেমময় রথ স্রমেয় আকার ।
 শত শত স্রচাময় নরপ উপজল ;
 উপরে পতাকা শোভে ! চাঁদোয়া নির্মল !
 ঘাগর কিঙ্কণী বাজে ঘণ্টার কণিত ;
 নানা চিত্র পটবস্ত্রে রথ বিভূষিত ।
 লীলায় চড়িল ঈশ্বর রথের উপর ;
 আর দুই রথে চড়ে শ্রভজ্ঞা হলধর ।
 পঞ্চদশ দিন ঈশ্বর মহালক্ষ্মী লঞা ; (১)
 তাঁর সঙ্গে ক্রীড়া কৈল নিভৃত্তে বসিয়া ।
 তাঁহার সম্মতি লঞা ভক্তে স্নেহ দিতে ;
 রথে চড়ি বাহির হৈলা বিহার করিতে ।
 হৃদয় খেত বালু পথে পুলিনের সম ;
 দুই দিগে চৌটি সব যেন বৃন্দাবন ।
 রথে চড়ি জগন্নাথ করিলা গমন ;
 দুই পার্শ্ব দেখি চলে আনন্দিত মন ।
 গোড় (২) সব রথ টানে করিয়া আনন্দ ;
 ক্ষণে শীঘ্র চলে রথ ক্ষণে চলে মন্দ ।
 ক্ষণে স্থির হঞা রহে টানিলে না চলে ;
 আপন ইচ্ছায় চলে না চলে কার বলে । (৩)
 তবে মহাপ্রভু সব লঞা ভক্তগণ ;
 সহস্রে পরাইল সবে মাণ্য চন্দন ।
 পরমানন্দ পুরী আর ভারতী ব্রহ্মানন্দ ;
 শ্রীহস্তে চন্দন পাঞা বাড়িল আনন্দ ।
 অবৈত আচার্য্য আর প্রভু নিত্যানন্দ ;
 শ্রীহস্ত স্পর্শে দু হার হইল আনন্দ ।

১ পঞ্চদশ দিন—অর্থাৎ যে ১৫ দিন জগন্নাথ পরবার অঙ্কুরিলে ছিলেন ।

২ গোড়—গোড় দেশীয় বল ।

৩ আপন ইচ্ছায়—অন্য পাঠ 'দেবর ইচ্ছায়' ।

কীৰ্ত্তনীয়াগণে দিল মালা চন্দন ;
 স্বরূপ জীবাস বাঁহা বুধা হুই জন ।
 চারি সস্ত্রদার হৈল চব্বিশ গায়ন ;
 হুই হুই মৃদঙ্গ করি হৈল অষ্টজন ।
 তবে মহাশ্রু মনে বিচার করিয়া ;
 চারি সস্ত্রদারে দিল গায়ন বাঁটিয়া ।
 নিত্যানন্দাধৈবত হরিদাস বক্তেশ্বরে ;
 চারি জনে আজ্ঞা দিল নৃত্য করিবারে ।
 প্রথম সস্ত্রদার কৈল স্বরূপ প্রধান ;
 আর পঞ্চ জন দিল তাঁর পালি গান :—
 দামোদর, নারায়ণ, দত্ত গোবিন্দ ;
 রাঘব পণ্ডিত আর জীগোবিন্দানন্দ । (১)
 অবৈতেরে তাঁহা নৃত্য করিতে আজ্ঞা দিল ।
 জীবাস প্রধান আর সস্ত্রদার কৈল ।
 গঙ্গাদাস, হরিদাস, জীমান, শুভানন্দ,
 জীরাণ পণ্ডিত ; তাঁহা নাচে নিত্যানন্দ ।
 বাসুদেব, গোপীনাথ, মুরারি বাঁহা গায় ;
 মুকুন্দ প্রধান কৈল আর সস্ত্রদার ;
 জীকান্ত, বলভসেন, আর হুই জন ;
 হরিদাস ঠাকুর তাঁহা করেন নর্ত্তন ।
 গোবিন্দ ঘোষ প্রধান কৈল আর সস্ত্রদার ;
 হরিদাস, বিষ্ণু দাস, রাঘব, বাঁহা গায় ;
 মাধব, বাসুদেব ঘোষ,—হুই সহোদর ;
 নৃত্য করেন তাঁহা পণ্ডিত বক্তেশ্বর ।
 কুলীন গ্রামের এক কীৰ্ত্তনীয়া সমাজ ;
 তাঁহা নৃত্য করে রামানন্দ সত্যরাজ ।
 শান্তিপুত্রের আচার্য্যের আর সস্ত্রদার ;
 অচ্যুতানন্দ নাচে শুধা আর সবে গায় ।

খণ্ডের সম্প্রদায় করে অন্ত্র কীর্তন ;
 নরহরি নাচে তাঁহা শ্রীরত্ননন্দন ।
 জগন্নাথের আগে চারি সম্প্রদায় গায় ;
 হুই পাশে হুই, পাছে এক সম্প্রদায় ।
 সাত সম্প্রদায়ে বাজে চৌদ্দ মাদল ;
 যার ধ্বনি শুনি হৈল বৈষ্ণব পাগল ।
 বৈষ্ণবের ঘটা মেঘে হইল বাদল ;
 কীর্তনামৃত সহ বর্ষে নেত্র জল ।
 ত্রিভুবন ভরি উঠে কীর্তনের ধ্বনি ;
 অন্তবাদ্যাদিক ধ্বনি কিছুই না শুনি ।
 সাত ঠাঁঞি বুলে প্রভু হরি হরি বলি ;
 'জয় জগন্নাথ'! বলে হস্তযুগ তুলি ।
 আর এক শক্তি প্রভু করিল প্রকাশ ;
 এককালে সাত ঠাঁঞি করিল বিলাস ।
 তবে কহে 'প্রভু আছেন মোর সম্প্রদায় ;
 অন্ত ঠাঁঞি নাহি যান আমার দয়ার' ।
 কেহ লখিতে নারে প্রভুর অচিন্ত্য শক্তি ;
 অন্তরঙ্গ ভক্ত জানে বীর শুদ্ধ ভক্তি ।
 কীর্তন দেখিয়া জগন্নাথ হরষিত ;
 সংকীর্তন দেখি রথ করিল স্থগিত ।
 প্রভাগরত্নের হৈল পরম বিস্ময় ;
 দেখিতে বিবশ রাজা হৈলা প্রেমময় ।
 কাশী মিশ্রে কহে রাজা প্রভুর মহিমা ;
 কাশীমিশ্র কহে 'তোমার ভাগ্যের নাহি সীমা' ।
 পার্শ্বভৌম সঙ্গে রাজা করে ঠারঠারি ;
 আর কেহ নাহি জানে চৈতন্যের চুরি ।
 বীরে কৃপা তাঁর, সে তাঁরে চিনিতে পারে ;
 কৃপা বিনা ব্রহ্মাদিক জানিবারে নারে ।
 রাজার তুচ্ছ সেবা দেখি প্রভুর কুটম্বন ;
 দৈহিত প্রসাদে পাইল রহস্য দর্শন ।

সাক্ষাৎ না দেয় দেখা, পরোক্ষেতে দয়া ;
 কে বুঝিতে পারে চৈতন্ত চক্রে এই ময়া ?
 লাক্ষ্ণভৌম, কানীমিশ্র, দুই মহাশয় ;
 রাজারে প্রসাদ দেখি হইলা বিস্ময় ।
 এইমত লীলা প্রভু কৈল কতক্ষণ ;
 আপনে গায়েরন, নাচান নিজ ভক্তগণ ।
 কভু এক মূর্তি, কভু হয় বহু মূর্তি ;
 কার্য্য অমূৰূপ প্রভু প্রকাশয়ে শক্তি ।
 লীলাবেশে নাহি প্রভুর নিজামুসন্ধান ;
 ইচ্ছা জানি লীলাশক্তি করে সমাধান ।
 পূর্বে যৈছে রাসাদি লীলা কৈল বৃন্দাবনে ;
 অলৌকিক লীলা গৌর কৈল কণে কণে ।
 ভক্তগণ অমূভাবে নাহি জানে আন ;
 শ্রীভাবগত শাস্ত্র ভাষাতে প্রমাণ । (১)
 এইমত মহাপ্রভু করে নৃত্য রঙ্গে ;
 ভাসাইল সব লোক প্রেমের তরঙ্গে ।
 এইমত হৈল কৃষ্ণের রথ আরোহণ ;
 তার আগে প্রভু নাচাইল ভক্তগণ ।
 আগে শুন অগরাধের শুশিচা গমন ;
 তার আগে প্রভু যৈছে করিলা নর্ত্তন ।
 এইমত কীৰ্ত্তন প্রভু করিল কতক্ষণ ;
 আপন উদ্বোগে নাচাইল ভক্তগণ ।
 আপনি নাচিতে যবে প্রভুর মন হৈল ;
 সাত সপ্তদার তবে একত্র করিল ।
 শ্রীবাস, রামাই, রঘু, গোবিন্দ, মুকুন্দ ;
 হরিদাস, গোবিন্দানন্দ, মাধব, গোবিন্দ ।
 উদ্বগু নৃত্যে প্রভুর যবে হৈল মন ;
 স্বরূপের সঙ্গে মিল এই সবজন ।

১। শ্রীভাবগতশাস্ত্র—বেমন রাসলীলার সময় গোপীকণ্ঠ সকলেই মনে করিয়াছিলেন যে ‘কুক আবার নিকটেই আছেন’; ভক্তগণও সেইরূপ ‘প্রভু আবার নিকটে’ এইরূপ অহুত্ব করিলেন ।

এই দশ জন প্রভুর সঙ্গে গায় ধায় ;

আর সব সন্তানকার চারিদিকে গায় ।

দণ্ডবৎ করি প্রভু যুঁজি হুই হাত ;

উর্দ্ধ মুখে স্তুতি করে দেবি জগন্নাথ ।

তথাহি বিষ্ণুপুরাণে প্রথমাংশে ঊনবিংশাধ্যায়ে অষ্টচত্বা-
রিংশল্লোক স্তথাহি হরিভক্তি বিলাসস্ত তৃতীয় বিলাসে
একষষ্ঠ্যঙ্কধৃত মহাভারতঞ্চ

‘নমো ব্রহ্মণ্য দেবায় গোত্রাক্ষণহিতায় চ

জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ’ ॥ ১৫৮ ॥

‘ব্রহ্মণ্যদেবায়’ ব্রহ্মণ্যঃ বিষ্ণুঃ স চাসৌ দেবশ্চেতি তস্মৈ ‘নমঃ’ নমস্কারং
করোমীত্যর্থঃ ‘গোত্রাক্ষণ হিতায়’ গবাং ব্রাহ্মণানাঞ্চ হিতকারিণে; তথা
‘জগদ্ধিতায়’ জগৎবাসিনাং হিতকারিণে ‘কৃষ্ণায়’ ‘গোবিন্দায়’ ‘নমো-
নমঃ’ ॥ ১৫৮ ॥

শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার । তিনিই ব্রহ্মণ্যদেব ও গোত্রাক্ষণের
হিতকারী, জগতের মঙ্গলদায়ক এবং গোবিন্দ ; তাঁহাকে
পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি ॥ ১৫৮ ॥

তথাহি পদ্যাবল্যাং অষ্টাধিকশতাক্ষধৃত মুকুন্দদেব
বাক্যং—

‘জয়তি জয়তি দেবো দেবকীনন্দনোহসৌ

জয়তি জয়তি কৃষ্ণো বৃষ্ণিবংশ প্রদীপঃ ।

জয়তি জয়তি মেঘ শ্যামলঃ কোমলাঙ্গো

জয়তি জয়তি পৃথ্বীভারনাশো মুকুন্দঃ’ ॥ ১৫৯ ॥

‘বৃষ্ণিবংশপ্রদীপঃ’ বৃহৎবংশোজ্জলকারী ‘মেঘ শ্যামলঃ’ মেঘবৎ শ্যামঃ
কৃষ্ণবর্ণোহস্যাস্তীতি । ‘মুকুন্দঃ’ মুক্তিঃ দবাভীতি । ‘জয়তি জয়তি’ মহোৎ-
কর্ষণে বর্ততে ॥ ১৫৯ ॥

বৃষ্টিবংশপ্রদীপ ভগবান্ দেবকীনন্দন জয়যুক্ত হউন্ !
 তাঁহার বর্ণ মেঘের স্যায় শ্যাম ও অঙ্গ সকল অতি কোমল ;
 তাঁহার জয় হউক ! তিনি ভূভার হরণকারী ও মুক্তিদাতা ;
 তাঁহার জয় হউক ! ॥ ১৫৯ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে নবত্যাখ্যায় চতুর্বিংশতি-
 শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাকাং

‘জয়তি জননিবাসো দেবকী জন্মবাদো

যদুবর পরিষৎ সৈর্দোভিরশ্রম ধর্মং ;

স্থিরচরবুজিনম্নঃ স্মৃশ্বিত শ্রীমুখেন

ত্রজপুর বনিতানাং বর্দ্ধয়ন্ কামদেবং’ ॥ ১৬০ ॥

‘জননিবাসঃ’ জনানাং নিবাসঃ আশ্রয়ঃ তেবু বা নিবসতি অন্তর্ধ্যামিতরা
 যঃ সঃ শ্রীকৃষ্ণঃ ‘জয়তি’ সর্কোৎকর্ষণে বর্ততে । কথঙ্কৃতঃ ‘দেবকী জন্মবাদঃ’
 দেবক্যাং জন্ম ইতি বাদঃ বাদমাত্রং অপবাদো যস্য সঃ ; ‘যদুবরপরিষৎ’ যদু-
 বরা যদুবংশীয়ানামিত্যর্থঃ পরিষৎ সভা সেবকরূপা যস্য সঃ ; লীলার্থঃ ‘সৈঃ’
 স্বকীয়ৈঃ ‘দোভিঃ’ বাহুভিঃ ‘অধর্মঃ’ ‘অসান্’ কিপন্ দুরীকূর্ষন্ সন্ ইত্যর্থঃ
 ‘স্থিরচরবুজিনম্নঃ’ স্থিরচরাণাং বৃন্দাবনস্থ শ্বাবর জঙ্গমাবীনাং বুজিনঃ চুঃখং
 হস্তি যঃ সঃ যদ্বা স্থির চরাণাং জীবানাং বুজিনঃ পাপং হস্তি যঃ সঃ ; ‘স্মৃশ্বিত
 শ্রীমুখেন’ স্মৃশ্বিতেন মন্দহাসাশুকেন শ্রীমতা মুখেন ‘ত্রজপুর বনিতানাং’ ত্রজ
 বনিতানাং পুরবনিতানাঞ্চ ‘কামদেবং’ কামচ্চাসৌ দীব্যতি বিদ্রীগযতে সং-
 সারমিতি দেবশ্চ তং ভোগদ্বারা মোক্ষপ্রদমিত্যর্থঃ ‘বর্দ্ধয়ন্’ সন্ ॥ ১৬০ ॥

যিনি সমস্ত জীবমধ্যে অন্তর্ধ্যামীরূপে বাস করিতেছেন ;
 ‘দেবকীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন’ এই কথা যাঁহার অপ-
 বাদ ; যদুবংশীয়দিগের পরিষৎ যাঁহার সেবকরূপাঃ ; যিনি
 স্বকীয় বাহুবলে অধর্ম বিনাশ করিয়াছেন ; যিনি শ্বাবর
 জঙ্গলের চুঃখাপহারী ; এবং যিনি শ্রীমুখের মন্দ হাস্য দ্বারা

ব্রজবধু ও পুরবধুদিগের অনঙ্গোৎসব বর্জন করেন ; সেই
শ্রীকৃষ্ণ জয়যুক্ত হউন ॥ ১৬০ ॥

তথাহি পদ্যাবল্যাং ত্রিষষ্ঠিতমাক্ষতঃ শ্রীসার্বভৌমোক্ত
শ্লোকঃ—

‘নাহং বিপ্রো নচ নরপতি নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো

নাহং বর্ণী নচ গৃহপতি নো বনস্থো যতি বা ।

কিন্তু প্রোদ্যম্মিখিল পরমানন্দ পূর্ণায়ুতাকে

গোপীভর্তুঃ পদকমলয়ো দাসদাসানুদাসঃ’ ॥ ১৬১ ॥

‘অহং’ ‘বিপ্রঃ’ বিদ্বান্ ব্রাহ্মণঃ ‘ন’ ‘নরপতিঃ’ ‘ন’ ‘বৈশ্যঃ’ ‘ন’ ‘শূদ্রঃ’
‘ন’ ‘বর্ণী’ ক্ষত্রিয়ঃ ‘ন’ ‘গৃহপতিঃ’ গৃহস্থঃ ‘ন’ ‘বনস্থঃ’ বানপ্রস্থঃ ‘বা’ অথবা
‘যতিঃ’ ভিক্ষুঃ ‘নো’ ন স্যামিত্যর্থঃ । ‘কিন্তু’ ‘গোপীভর্তুঃ’ গোপাদিনানাং
স্বামিনো নন্দনন্দনস্য ‘পদকমলয়োঃ’ দাসদাসানুদাসঃ দাসানাম্ দাসান্তেষা-
মহু দাসোহহমিত্যর্থঃ । কথমুতস্য গোপীভর্তুঃ ‘প্রোদ্যম্মিখিল পরমানন্দ পূর্ণা-
য়ুতাকেঃ’ প্রোদ্যৎ উল্লীলং নিখিল পরমানন্দানাং যৎ পূর্ণায়ুতং তস্য অক্কে:
সমুজ্জস্য ॥ ১৬১ ॥

আমি বিপ্র নই, রাজাও নই ; বৈশ্য, শূদ্র, ক্ষত্রিয়, অথবা
গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, বা যতী, এ সকলের কিছুই নই ; কিন্তু
নিখিল পরমানন্দের যিনি পূর্ণ প্রকাশ ও পরিপূর্ণ অমৃতসাগর ;
সেই গোপীবল্লভের দাসদিগের দাসানুদাস হই ॥ ১৬১ ॥

এত গড়ি প্রভু পুনঃ করিল প্রণাম ;

ষোড়হাতে ভক্তগণ বন্দে ভগবান্ ।

উদঙমুতো প্রভু করিয়া হকার

চক্র ত্রিমি ভ্রমে যৈছে অলাত (১) আকার ।

১ অলাত আকার—কোন পুথিতে ‘অনাথ আকার’ এই পাঠ আছে। অলাত—
দৃঢ় অকার ।

নৃত্যে প্রভুর যাই। যাই। পড়ে পদতল ;
 সমাগর শৈল মহী করে টলমল ।
 স্তম্ভ, শ্বেদ, পুলকান্ধ, কম্প, বৈবৰ্ণ ;
 নানা ভাবে বিবশতা, গৰ্জ, হর্ষ, দৈন্ত ।
 আছাড় খাইয়া পড়ি ভূমে গড়ি যায় ;
 স্তবর্ণ পর্কিত যেন ধরণী লোটায় ।
 নিত্যানন্দ প্রভু হই হাত পসারিয়া ;
 প্রভুরে ধরিতে বুলে আশপাশ ধাঞা ।
 প্রভু পাছে বুলে আচার্য্য করিয়া হুকার ;
 'হরিবোল হরিবোল' বলে বার বার ।
 লোক নিবারিতে হৈল তিন মণ্ডল ;
 প্রথম মণ্ডলে নিত্যানন্দ মহাবল ।
 কালীধর মুকুন্দাদি যত ভক্তগণ ;
 হাতাহাতি করি হৈল দ্বিতীয় আবরণ ।
 বাহিরে প্রতাপরুদ্র লঞা পাত্ৰগণ ;
 মণ্ডল হইয়া করে লোক নিবারণ ।
 হরিচন্দনের (১) স্বন্ধে হস্ত আলমিয়া ;
 প্রভুর নৃত্য দেখে রাজা আবিষ্ট হইয়া ।
 হেনকালে ত্রিনিবাস প্রেমাবিষ্ট মন ;
 রাজার আগে রহি দেখে প্রভুর নর্ত্তন ।
 রাজার আগে হরিচন্দন দেখি ত্রিনিবাস
 হস্তে তাঁরে স্পর্শি কহে 'হও এক পাশ' ।
 নৃত্যাবেশে ত্রিনিবাস কিছুই না জানে ;
 বার বার ঠেলে ; তেঁহা ক্রোধ হৈল মনে ।
 চাপড় মারিয়া তাঁরে কৈল নিবারণ ;
 চাপড় থাঞা ক্রুদ্ধ হৈল সে হরিচন্দন ।
 ক্রুদ্ধ হঞা তাঁরে কিছু চাহে বলিবারে ;
 আপনি প্রতাপরুদ্র নিবারিল তাঁরে ।

'ভাগ্যবান্ তুমি, ইহার হস্ত স্পর্শ পাইলা ;
 আমার ভাগ্যে নাহি ; তুমি কৃতার্থ হইলা' ।
 প্রভু নৃত্য দেখি লোকের হৈল চমৎকার ;
 অগ্র আছুক, জগন্নাথের আনন্দ অপার ।
 রথ স্থির কৈল ; আগে না করে গমন ;
 অনিমিষ নেত্রে করে নৃত্য দরশন ।
 সুভদ্রা বলরামের দ্বন্দ্বয়ে উল্লাস ;
 নৃত্য দেখি হই জনার শ্রীমুখেতে হাস ।
 উদগু নৃত্যে প্রভুর অঙ্কুর বিকার ;
 অষ্ট শাস্ত্রিক ভাব উদয় সমকাল ।
 মাংস ত্রণ সহ রোম বৃক্ষ পুলকিত ;
 শিমুলীর বৃক্ষ যেন কণ্টকে বেষ্টিত ।
 একেক দন্তের কল্প দেখিতে লাগে ভয় ;
 লোকে জানে দন্ত সব খসিয়া পড়য় ।
 সর্কাদে প্রবেশ ছুটে তাতে রক্তোদ্যম ;
 জ জ, গ গ, জ জ, গ গ, গগদ বচন ।
 জল যত্র ধারা বৈছে বহে অশ্রুজল ;
 আশপাশ লোক যত ভিজিল সকল ।
 দেহ কান্তি গৌর, কভু দেখিয়ে অরুণ ;
 কভু কান্তি দেখি যেন মল্লিকা পুষ্পসম ।
 কভু স্তম্ভ, প্রভু কভু ভূমিতে নোটার ;
 শুক কাষ্ঠ সম পদ হস্ত না চলয় ।
 কভু ভূমি পড়ি প্রভু শ্বাস হয় হীন ;
 বাহা দেখি ভক্তগণের প্রাণ হয় কীর্ণ ।
 কভু নেত্র নাসায় জল মুখে পড়ে ফেন ;
 অমৃতের ধারা চক্ষুবিষ বহে যেন ।
 সেই ফেন লঞা শুভানন্দ কৈল পান ;
 কৃষ্ণ প্রেমে মত্ত তিহেঁ মহা ভাগ্যবান ।
 এই মন্ত তাণ্ডব নৃত্য করি কতক্ষণ ;
 ভাব বিশেষে প্রভুর প্রবেশিল মন ।

তাণ্ডব নৃত্য ছাড়ি বরুপেরে আঁজা দিলা ;
জ্বর জানিয়া বরুপ গাইতে লাগিলা ।

তথাহি পদং

‘সেই ত পরাণনাথ পাইনু ;

যাঁহা লাগি মদনদহনে ঝুরি গেছু’ ॥ ১৬২ ॥

এই ধুরা উঠেঃস্বরে গায় দামোদর ;
আনন্দে মধুর নৃত্য করেন ঈশ্বর ।
ধীরে ধীরে জগন্নাথ করেন গমন ;
আগে নৃত্য করি চলেন শচীর নন্দন ।
জগন্নাথে নেত্র দিয়া সব নাচে গায় ;
কীৰ্ত্তনীয়া’সহ প্রভু পাছে পাছে যায় ।
জগন্নাথে মগ্ন প্রভুর নয়ন জ্বর ;
ত্রিহস্ত যুগলে করে গীত অভিনয় ।
গৌর যদি পাছে চলে, শ্রাম হয় স্থিরে ;
গৌর আগে চলে, শ্রাম চলে ধীরে ধীরে ।
এইমত গৌর শ্রাম ধোঁহে ঠেলাঠেলি ;
স্বরথে শ্রামেরে রাখে গৌর মহাবলী ।
নাচিতে নাচিতে প্রভুর হৈলা ভাবান্তর ;
হস্ত তুলি শ্লোক পড়ে করি উঠেঃস্বর ।

তথাহি কাব্যপ্রকাশে প্রথমোল্লাসে চতুর্থাক্ষধৃতং তথা
পদ্যাবল্ল্যং অশীত্যধিক ত্রিশতাক্ষধৃতং কশ্যচিন্মায়িকা বচনং
‘যঃ কোমারহরঃ স এব হি বর স্তা এব চৈত্রকপা
স্তে চোগ্রীলিত মালিতী সুরভয়ঃ প্রোঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ ।
সাঁচৈবান্মি তথাপি তত্র সুরভ্যাপারলীলাবিত্তো
রেবারোধসি বেতসী তরুতলে চেতঃ সমুৎ কণ্ঠ্যতে’ ॥ ১৬৩ ॥

ইহার চীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যঃ ৬ শ্লোকে ৬ পৃঃ দেখ ॥ ১৬৩ ॥

এই শ্লোক বহাশ্রভ পড়ে বার বার ;
 স্বরূপ বিনা অর্থ কেহ না জানে ইহার ।
 এই শ্লোকার্থ পূর্বে করিয়াছি ব্যাখ্যান ;
 শ্লোকের ভাবার্থ করি সংক্ষেপ আখ্যান ।
 পূর্বে যৈছে কুরুক্ষেত্রে সব গোপীগণ
 কৃষ্ণের দর্শন পাঞা আনন্দিত মন ।
 জগন্নাথ দেখি শ্রভুর সে ভাব উঠিল ;
 সেই ভাবাবিষ্ট হঞা ধূয়া গাওয়াইল ।
 অবশেষে রাধা কৃষ্ণ করে নিবেদন ;
 'সেই তুমি সেই আমি সে নব সঙ্গম ।
 তথাপি আমার মন হরে বৃন্দাবন ;
 বৃন্দাবনে উদয় করাও আপন চরণ ।
 ইহঁা লোকারণ্য, হাতি, ঘোড়া, রথধ্বনি ;
 তাহঁা পুষ্পারণ্য ভূঙ্গ পিকনা দ গুনি ।
 ইহঁা রাজবেশ সঙ্গে সব ক্ষত্রগণ ;
 তাহঁা গোপবেশ সঙ্গে মুরলী বদন ।
 ব্রজে তোমার সঙ্গে যেই শ্রুথ আশ্বাদন ;
 সেই শ্রুথ সমুদ্রের ইহঁা নাহি এক কণ ।
 আমা লসে পুনঃ লীলা কর বৃন্দাবনে ;
 তবে আমার মনোবাহু হস্ত ত পূরণে' ।
 ভাগবতে আছে যৈছে রাধিকা বচন ;
 পূর্বে তাহা শ্রুত মধ্যো করিয়াছি বর্ণন ।
 সেই ভাবাবেশে শ্রভ পড়ে আর শ্লোক ;
 সে সব শ্লোকের অর্থ নাহি বুকে লোক ।
 স্বরূপ গৌসাক্ষি জানে, না কহে অর্থ তার ;
 শ্রীকৃষ্ণ গৌসাক্ষি কৈল সে অর্থ প্রচার ।
 স্বরূপ সঙ্গে যার অর্থ করে আশ্বাদন ;
 নৃত্য মধ্যো সেই শ্লোক করেন পঠন ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে দ্ব্যশীতিতমাধ্যায়ে পঞ্চ-
ত্রিংশৎ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণংপ্রতি গোপীবাক্যং

‘আত্মশ্চ তে নলিননভ পদারবিন্দং

যোগেশ্বরৈ হৃদি বিচিন্ত্য মগাধবোধৈঃ ।

সংসারকূপপতিতৌত্তরণাবলম্বং

গেহং জুষামপি মনস্ত্যাদিয়াং সদা নঃ’ ॥ ১৬৪ ॥

টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যঃ ৮ শ্লোকে ১০পৃঃ দেখ ॥ ১৬৪ ॥

অস্তার্থঃ যথা রাগঃ ।

‘অন্তের হৃদয় মন,

আমার মন বৃন্দাবন,

মনে বনে এক করি জানি ;

তঁাহা তোমার পদদ্বয়,

করাও যদি উদয়,

তবে তোমার পূর্ণ কৃপা মানি ।

প্রাণনাথ গুন মোর সত্য নিবেদন !

ব্রজ আমার সদন,

তাহে তোমার সঙ্গম

না পাইলে, না রবে জীবন ॥ ৫ ॥

পূর্বে উদ্ধব দ্বারে,

এবে সাক্ষাৎ আমারে, (১)

যোগ জ্ঞানের কহিলে উপায় ;

তুমি বিদগ্ধ কৃপাময়,

জ্ঞান আমার হৃদয়,

মোরে ঐছে কহিতে না যুয়ায় ।

চিত্ত কাড়ি তোমা ছেতে,

বিষয়ে চাহি লাগাইতে,

যত্ন করি নারি কাড়িবারে ;

তারে ধ্যান শিক্ষা কর, (২)

লোক হাঁসাইয়া মার,

স্থানাস্থান না কর বিচারে ।

১ এবে সাক্ষাৎ আমারে—কুরুক্ষেত্রে শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের সহিত সন্মিলিতা, হইয়া বলিতেছেন। মহাশ্রুত, রাধিকাবাক্যে ঈশ্বরকে সম্বোধন করিতেছেন। এই ত্রিপদী গুলিতে পূর্বোক্ত ১০৪ শ্লোকের মর্মার্থ ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

২ তারে ধ্যান শিক্ষা কর—আমার যে মনকে যত্ন করিয়াও বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিতে পারি না ; তাহাকে তত্ত্ব জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া কেবল হাস্যাস্পদ মাত্র। অর্থাৎ

তুমি ব্রজের জীবন, ব্রজরাজের প্রাণধন,
 তুমি ব্রজের সকল সম্পদ ;
 কৃপা কর তোমার মন, আসি জীয়াও ব্রজজন,
 ব্রজে উদয় করাও নিজপদ' ।

পুনর্যথারাগেণ ।

'তনিয়া রাধিকা বাণী, ব্রজপ্রেম মনে আনি,
 ভাবে ব্যাকুলিত দেহ মন ;
 ব্রজলোকের প্রেম শুনি, আপনাকে ধনী মানি,
 করেন কৃষ্ণ তাঁরে আশ্বাসন ।
 প্রাণপ্রিয়ে ! শুন মোর এ সত্য বচন ;
 তোমা সবার স্মরণে, স্মরণে মুক্তি রাত্রি দিনে,
 মোর হৃৎকানে কোন জন ? ॥ ৫ ॥
 ব্রজবাসী যত জন, মাতা পিতা সখাগণ,
 সবে হয় মোর প্রাণ সম ;
 তার মধ্যে গোপীগণ, সাক্ষাৎ মোর জীবন,
 তুমি মোর জীবনের জীবন ।
 তোমা সবার প্রেমরসে, আমাকে করিল বশে,
 আমি তোমার অধীন কেবল ;
 তোমা সবা ছাড়াইয়া, আমি দূর দেশে লঞা,
 রাখিয়াছে হৃদৈব প্রবল ।
 প্রিয়া প্রিয় সঙ্গ হীনা, প্রিয় প্রিয়া সঙ্গ বিনা,
 নাহি জীয়ে এসত্য প্রমাণ ;
 "মোর দশা শুনে ববে, তার এই দশা হবে,"
 এই ভরে দৌড়ে রাখে প্রাণ ।
 সেই সতী প্রেমবতী, প্রেমবান সেই পতি,
 বিরোগে যে বাছে প্রিয় হিতে ;
 না গণে আপন হৃৎক, বাছে প্রিয়জন হৃৎক,
 সেই হই মিলে অচিরিতে ।

রাখিতে তোমার জীবন, সেবি আমি আমারও,
 তাঁর শক্ত্যে আসি নিতি নিতি ;

তোমা সনে ক্রীড়া করি, পুনঃ বাই যত পুরী,
 তাহা তুমি মান আমা ক্ষুণ্ণি ।

মোর ভাগ্যে মো বিষয়ে, তোমার যে প্রেম হয়ে,
 সেই প্রেম পরম প্রবল ;

লুকাইয়া আমা আনে, ক্রীড়া করায় তোমা সনে,
 একটোহ (১) আনিবে সত্ত্বর ।

বাদবের বিপক্ষ, ছুট যত কংস পক্ষ,
 তাহা আমি কৈল সব ক্ষয় ;

আছে ছই চারি জন, তাহা মারি বৃন্দাবন,
 আইলাম জানিহ নিশ্চয় ।

সেই শক্রগণ হৈতে, ব্রজজন রাখিতে,
 রহি রাজ্যে উদাসীন হঞা ;

বেবা ক্রী পুত্র ধন, করি রাজ্য আবরণ,
 বহুগণের সন্তোষ লাগিয়া ।

তোমার যে প্রেমগুণ, করে আমা আকর্ষণ,
 আনিবে আমা দিন দশ বিশেষ ;

পুনঃ আসি বৃন্দাবনে, ব্রজ বধু তোমা সনে,
 বিলাসিব রজনী দিবসে’

এত তাঁরে কহি কৃষ্ণ, ব্রজে যাইতে সতৃষ্ণ,
 এক শ্লোক পড়ি শুনাইল ;

সেই শ্লোক শুনি রাধা, খণ্ডিল সকল বাধা,
 কৃষ্ণ প্রাপ্তি প্রতীতি হইল ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে দ্ব্যশীতিতমাধ্যায়ে এক-
 ত্রিংশ শ্লোকে গোপীঃপ্রতি কৃষ্ণ বাক্যং

‘ময়ি ভক্তি হি’ ভূতানা মমৃতত্বায় কল্পতে ।

দিক্ষ্যা যদাসীন্মৎস্নেহো ভবতীনাং মদাপনঃ’ ॥ ১৬৫॥

টীকা ও ব্যাখ্যা আদিঃ ৮০ শ্লোকে ১০০ পৃঃ দেখ ।

১ একটোহ আনিবে সত্ত্বর—আমার বেহাঙ্গদ্বানেও তোমার সহিত মিলিত হইব ।

এই সব অর্থ প্রভু স্বরূপের সনে ;
 রাত্রি দিনে ঘরে বসি করে আশ্বাদনে ।
 নৃত্য কালে সেই ভাবে আবিষ্ট হইয়া
 শ্লোক পড়ি নাচে জগন্নাথ মুখ চাঞা ।
 স্বরূপ গৌসাক্ষির ভাগ্য না যায় বর্ণন ;
 প্রভুতে আবিষ্ট হার কায় বাক্য মন ।
 স্বরূপের ইন্দ্রিয়ে প্রভুর নিজস্বিরগণ ;
 আবিষ্ট হইয়া করে গান আশ্বাদন ।
 ভাবা বেশে কভু প্রভু ভূমিতে বসিয়া ;
 তর্জনীতে ভূমি লিখে অধোমুখ হঞা ।
 অঙ্গুলিতে ক্ষত হবে জানি দামোদর ;
 ভয়ে নিজ করে নিবারয়ে প্রভু কর ।
 প্রভু ভাব অস্বরূপ স্বরূপের গান ;
 যবে যেই রস তাহা করে মূর্ত্তিমান ।
 শ্রীজগন্নাথের দেখে শ্রীমুখ কমল ;
 তাহার উপর শুল্কর নয়ন যুগল ।
 সূর্য্যের কিরণে মুখ করে নল মল ;
 মালা বস্ত্র দিব্য অলঙ্কার পরিমল ।
 প্রভুর হৃদয়ে আনন্দ সিদ্ধ উথলিল ;
 উন্মাদ বঞ্চনাবাত তৎক্ষণে উঠিল ।
 আনন্দ উন্মাদে উঠায় ভাবের তরঙ্গ ;
 নানা ভাব সৈন্তে উপজিল যুদ্ধরঙ্গ ।
 ভাবোদর, ভাব শান্তি, সন্ধি সাবল্য ;
 সঞ্চারি সাত্ত্বিক স্থায়ী স্বভাব প্রাবল্য ।
 প্রভুর শরীরে যেন শুদ্ধ হেমাচল ;
 ভাব পুষ্প ক্ষম তাহে পুষ্পিত সকল ।
 দেখিতে লোকের আকর্ষণে চিত্ত মন ;
 প্রেমামৃত বুটে প্রভু সিঞ্জে সবার মন ।
 জগন্নাথ সেবক, যত রাজ পাত্রগণ,
 বাহ্যিক লোক, নীলাচলবাসী বহু জন ;

প্রভুর নৃত্য প্রেম দেখি হয় চমৎকার !
 কৃষ্ণ প্রেম উপজিল হৃদয়ে সবার ।
 প্রেমে নাচে গায় লোক করে কোলাহল ;
 নৃত্যে নৃত্যে কৈল যাত্রী চৌগুণ মঙ্গল ।
 অন্তর কি কাষ, অগ্নিগ্নাথ হলধর
 প্রভুর নৃত্য দেখি স্মৃথে চলিলা মহুর ।
 কভু স্মৃথে নৃত্য রঙ্গ দেখে রথ রাধি ;
 সে কোতুক যে দেখিল সেই তার সাক্ষী ।
 এই মত নৃত্য প্রভু করিতে ভ্রমিতে ;
 প্রতাপরুদ্রের আগে লাগিলা পড়িতে ।
 সম্মুখে প্রতাপরুদ্র প্রভুকে ধরিল ;
 তাঁহাকে দেখিতে প্রভুর বাহু হইল ।
 রাজা দেখি মহাপ্রভু করেন ধিকার ;
 ‘ছিছি ! বিবরীর স্পর্শ হইল আমার !
 আবেশেতে নিত্যানন্দ হৈলা অসাবধান ;
 কাশীখর গোবিন্দাদি ছিলা অস্ত স্থান’ ।
 যদ্যপি রাজার দেখি হাড়ির সেবনে ; (১)
 প্রসন্ন হঞাছে তাঁরে, মিলিবার মনে ।
 তথাপি আপন গণ করিতে সাবধান ;
 বাছে কিছু রোষাভাষ কৈলা ভগবান্ ।
 প্রভুর বচনে রাজার মনে হৈল ভয় ।
 সার্কভৌম কহে ‘ভূমি না কর সংশয় ।

- ১ হাড়ির সেবনে—রাজা প্রতাপরুদ্র অগ্নিগ্নাথের রথার্থে অতি দীন বেশে হাড়ির ভায় সেবা করিতেছিলেন অর্থাৎ বাঁটি দিতে দিতে বাইতেন ; তাহা দেখিয়া চৈতন্য প্রভু যদিও তাঁহার উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইরাছিলেন ও তাঁহার সহিত সন্মিলিত হইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন ; কিন্তু পাছে তাঁহার ভক্তগণ তাঁহার মন না বুঝিতে পারিয়া তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুকরণ করিয়া বিবরীর সহিত মিলিত হইয়া ভোগাভিলাষী হইয়া যায় এই ভয়ে বাহিরে কৃত্রিম কোপ প্রদর্শন করিলেন । অভিপ্রায় এই যেন কেহ কখন বিবরীর সংস্পর্শ না করে ।

'জোয়ার উপরে প্রভুর স্মরণ মন ;
 তোমা লক্ষ্য করি শিকারেন নিম্নগণ ।
 অবসর আনি আমি করিব নিবেদন ;
 সেই কালে যাই করিহ প্রভুর মিলন ।'
 তবে মহাপ্রভু রথ প্রদক্ষিণ হঞা ;
 রথ পাছে বাই ঠেলে রথে মাথা দিয়া ।
 ঠেলিতে চলিল রথ হুড় হুড় করি ;
 চতুর্দিকে লোক সব বলে হরি হরি ।
 তবে প্রভু নিজ ভক্তগণ লঞা সঙ্গে ;
 বলদেব স্তবজ্ঞাথে নৃত্য করে সঙ্গে ।
 তাঁহা নৃত্য করি জগন্নাথগে আইলা ;
 জগন্নাথ আগে নৃত্য করিয়া চলিল ।
 চলিয়া আইল রথ বলগণ্ডি স্থানে ; (১)
 জগন্নাথ রথ রাখি দেখে ডাহিনে বামে ।
 বামে বিপ্র শাসন নারিকেল বন ;
 ডাহিনেতে পুষ্পোদ্যান যেন বৃন্দাবন ।
 আগে নৃত্য করে গৌর লঞা ভক্তগণ ;
 রথ রাখি জগন্নাথ করেন দর্শন ।
 সেই স্থলে ভোগ লাগে আছরে নিরম ;
 কোটি ভোগ জগন্নাথ করে আবাদন ।
 জগন্নাথের ছোট বড় যত ভক্তগণ ;
 নিজ নিজোত্তম ভোগ করে সমর্পণ ।
 রাজা, রাজমহিষী বৃন্দ, পাত্র মিত্রগণ ;
 নীলাচল বাসী যত ছোট বড় জন ;
 নানা দেশের ব্যক্তিক, দেশী যত জন ;
 নিজ নিজ ভোগ তাঁহা করে সমর্পণ ।

১ বল গণ্ডি স্থানে—জগন্নাথ মন্দির ও গুড়িচামন্দিরের প্রায় মধ্যপথে এই স্থান ; ইহার এক দিকে জগন্নাথ ব্রহ্ম নামক পুষ্পোদ্যান ও অপর দিকে বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ সঙ্ঘের নিবাস ভূমি। এখানে জগন্নাথের মাসীর বাটী আছে ; মাসীর নিকট খুন্দের পিঠা না খাইয়া জগন্নাথদেব গুড়িচা মন্দিরে গমন করেন না।

আগে, পাছে, হুই পার্শে, উদ্যানের বনে,
 যেই বাঁহা পায়, লাগায় নাহিক নিয়মে ।
 ভোগের সময়ে লোকের মহাভিড় হৈল ;
 নৃত্য ছাড়ি মহাপ্রভু উপবনে গেল ।
 প্রেমাবেশে মহাপ্রভু উপবন পাঞা ;
 পুষ্পোদ্যান গৃহ পিণ্ডায় রহিলা পড়িয়া ।
 নৃত্য পরিশ্রমে প্রভুর দেহে ঘন ঘর্ম্ম ;
 অগন্ধ শীতল বায়ু করেন সেবন ।
 যত ভক্ত কীৰ্ত্তনীয়া আসিয়া আরাম ;
 প্রতি বৃক্ষতলে সবে করেন বিশ্রাম ।
 এইত কহিল প্রভুর মহা সংকীৰ্ত্তন ।
 অগ্ন্যধের আগে যৈছে করিল নৰ্ত্তন ।
 এই লীলা মহাপ্রভুর গৌসাক্ষি শ্রীরূপ
 বর্ণিয়াছেন উত্তম করি অতি অপরূপ । (১)

তথাহি স্তবমালায়াং শ্রীচৈতন্যদেবস্য স্তবে সপ্তম শ্লোকে

শ্রীরূপ গৌসামিবাক্যং

‘রথাক্রচক্ষারাদধিপদবী নীলাচলপতে

রদভ্র প্রেমোর্শ্বিক্ষুরিত নটনোল্লাস বিবশঃ

সহস্রং গায়ন্তিঃ পরিবৃত্ত তনু বৈষ্ণবজ্ঞৈঃ

স চৈতন্যঃ কিং মেপুনরপি দূশোৰ্য্যাস্ততি পদং’ । ১৬৬ ।

‘সঃ’ ‘চৈতন্যঃ’ ‘মে’ মম ‘দূশোঃ’ নেত্রয়োঃ ‘পদং’ গোচরং ‘পুনরপি’
 ‘বাস্যতি’ ‘কিং’ ? কীদৃশঃ ‘রথাক্রচক্ষা’ ‘নীলাচল পতেঃ’ অগ্ন্যাধস্য
 ‘আরাং’ নিকটে ‘অধিপদবী’ অধিপদং অধিষ্ঠান মস্যাস্তীতি অবস্থান কারী
 পুনঃ ‘অদভ্র প্রেমোর্শ্বি ক্ষুরিত নটনোল্লাস বিবশঃ’ অদভ্রঃ অনন্তঃ প্রভূত
 মিত্যর্থঃ প্রেম ভঙ্গ্য উদ্ভিগ্ন্য তরঙ্গেন ক্ষুরিতং প্রকটীকৃতং যৎ নটনং নৰ্ত্তনং

১. এই লীলা ইত্যাদি—অন্য গ্রন্থে এই পদ্যের বিভিন্ন পাঠ আছে, যথাঃ—

‘রথাপ্রভে প্রভু বৈছে করিলা নৰ্ত্তন ;

শ্রীচৈতন্যটিকে রূপ গৌসাক্ষি করিয়াছেন বর্ণন’ ।

তস্য উল্লাসেন আনন্দেন বিরগঃ অবশাঙ্গ ইত্যর্থঃ পুনঃ 'সহর্ষঃ' যথ্যাস্যাৎ
তথা গায়ন্তিঃ কীর্তনং কুর্ত্তিঃ 'বৈষ্ণব জনৈঃ' অগণৈঃ 'পরিবৃত্তভঙ্গঃ' পরি-
বৃত্তা ভঙ্গ ইত্য সঃ ॥ ১৬৬ ॥

যিনি প্রভূত প্রেম তরঙ্গে ভাসমান হইয়া নীলাচলপতির
রথাগ্রে মহোল্লাসে নৃত্য করিতে করিতে অবশাঙ্গ হইয়া
পড়িতেন ; এবং ষাঁহাকে বেষ্টন করিয়া বৈষ্ণবগণ মহানন্দে
সংকীর্তন করিতেন ; সেই চৈতন্য দেব আর কি আমার নয়ন
গোচর হইবেন ? ॥ ১৬৬ ॥

ইহা যেই শুনে সেই শ্রীচৈতন্য পায় ;

স্বদৃঢ় বিশ্বাস সহ প্রেমভক্তি হয় ।

শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ ;

চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ।

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে রথাগ্রে নর্ত্তনং নাম ত্রয়োদশ-
পরিচ্ছেদঃ ॥ ১৩ ॥

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ ।

গ্রন্থকারশ্চ ।

গৌরঃ পশুমাঙ্গবৃন্দৈঃ শ্রীলক্ষ্মী বিজয়োৎসবং ।

শ্রুত্বা গোপীরসোল্লাসং হৃষ্টঃ প্রেম্না ননর্ত্ত সঃ ॥ ১৬৭ ॥

'সঃ' 'গৌরঃ' 'আঙ্গবৃন্দৈঃ' নিজগণৈঃ সহ 'শ্রীলক্ষ্মীবিজয়োৎসবং'
লক্ষ্মীদেব্যাঃ বিজয়োৎসবং নাম পরঃ 'পশ্যন্' সন্ 'গোপীরসোল্লাসং' গোপি-
কানাং কেলিকৌতুকং 'শ্রুত্বা' 'হৃষ্টঃ' সন্ 'প্রেম্না' প্রেমানন্দেন 'ননর্ত্ত' ॥ ১৬৭ ॥

গৌরচন্দ্র নিজভক্ত গণের সঙ্গে শ্রীলক্ষ্মীদেবীর বিজয়োৎসব
সব দর্শন করিয়া এবং গোপীদিগের রসকৌতুক শ্রবণ
করিয়া হৃষ্টচিত্তে ও প্রেমানন্দে নৃত্য করিয়াছিলেন ॥ ১৬৭ ॥

জয় জয় গৌরচন্দ্র ! শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য !
 জয় জয় নিত্যানন্দ ! জয় ঐশ্বর্য ধন্য !
 জয় জয় শ্রীবাসাদি গোড়ের ভক্তগণ !
 জয় শ্রোতাগণ ! যার গৌর প্রাণধন ।
 এই মত প্রভু আছেন প্রেমের আবেশে ;
 হেনকালে প্রতাপরূপ করিল প্রবেশে ।
 সার্বভৌম উপদেশে ছাড়ি রাজবেশ ;
 একলা বৈষ্ণব বেশে করিল প্রবেশ ।
 সব ভক্তের আজ্ঞা নিল ঘোড় হাত হঞা ;
 প্রভু পদ ধরি পড়ে সাহস করিয়া ।
 অঁধি মুদি প্রভু প্রেমে ভূমিতে শয়ন ;
 নৃপতি বৈকুণ্ঠ্য করে পাদ সন্ধান । (১)
 রাস লীলার শ্লোক পড়ি করেন স্তবন ;
 ‘জয়তি তেহধিকং’ অধ্যায় করেন পঠন ; (২)
 শুনিতে শুনিতে প্রভুর সন্তোষ অপার ;
 বোল বোল বলি প্রভু বলে বার বার ।
 ‘তব কথাশ্রুতং’ শ্লোক রাজা যে পড়িল ;
 উঠি প্রভু প্রেমাবেশে আলিঙ্গন কৈল ।
 ‘তুমি মোরে বহু দিলে অমূল্য রতন ;
 মোর কিছু দিতে নাহি, দিহু আলিঙ্গন’ ।
 এত বলি সেই শ্লোক পড়ে বার বার ;
 হুই জনার সঙ্গে কল্প, নৈজে জল ধার ।

১ বৈকুণ্ঠ্য—‘নৈপুণ্য’ পাঠও আছে ।

২ জয়তি তেহধিকং পঠন—ইহার পর নৃজলাল শীলের পুস্তকে ‘জয়তি তে’ শ্লোক উদ্ধৃত
 হইয়াছে ; কিন্তু অন্য অন্য পুঁথিতে তাহা দেখা গেল না । শ্লোকটি এই—

‘জয়তি তেহধিকং জয়না ব্রহ্ম :

জয়ত ইন্দ্রি়া শরদ্র হি

ধরিত নৃজতাং দিহু ভাবিকা

কৃষ্ণভাসবদ্যং বিচিহ্নতং ।

ভাগবত ১০ অঃ ৩১ অঃ ১ শ্লোঃ ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে একত্রিংশাধ্যায়ে নবম
শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণমুদ্दिश्य গোপীবাক্যং

‘তব কথামৃতং তপ্তজীবনং
কবিভি রীড়িতং কল্মষাপহঃ
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং
ভুবি গুণস্তি যে ভুরিদা জনাঃ’ ॥১৬৮॥

‘যে’ ‘জনাঃ’ ‘তব’ ‘কথামৃতং’ কথৈব অমৃতং ‘ভুবি’ পৃথিব্যাং ‘আততং’
বিস্তারিতং যথা ভবতি তথা ‘গুণস্তি’ নিরুপয়স্তি কর্ণভ্যাং পারয়ন্তীত্যর্থঃ তে
‘ভুরিদাঃ’ বহু দাতারঃ জীবিতং দদতীত্যর্থঃ যদ্বা ‘ভুরিদাঃ’ পূৰ্ব্বে জন্মস্থ বহু
দত্তবস্তুঃ স্মৃতিন ইত্যর্থঃ কথ স্মৃতং কথামৃতং ‘তপ্ত জীবনং’ তপ্তানাং
সস্তাপিতানাং জীবনস্বরূপং পুনঃ ‘কবিভিঃ’ ব্রহ্মবিস্তিঃ অপি ‘ঈড়িতং’
স্তুতং দেব ভোগ্যং অমৃতং তৈস্তুচ্ছীকৃতং পুনঃ ‘কল্মষাপহঃ’ পাপনাশকং
কাম কৰ্ম নিরসন মিত্যর্থঃ পুনঃ ‘শ্রবণ মঙ্গলং’ শ্রবণ মাত্রেণ মঙ্গলপ্রদং
কিঞ্চ ‘শ্রীমৎ’ স্মৃশাস্তং তত্ত্ব মাদকং । এতচ্ছ্রুতং ভবতি যে কেবলং কথামৃতং
গুণস্তি নিরুপয়স্তি তে হপি ভাবদতিধন্যঃ কিং পুন য়ে স্বাং পশুস্তি অতঃ
প্রার্থয়ামহে ত্বয়া দৃষ্টতামিতি । ১৬৮ ।

হে প্রিয় । তোমার কথামৃত প্রতপ্ত জনের জীবন স্বরূপ,
ব্রহ্মজ্ঞদিগের সংপূজিত, এবং পাপনাশক ; উহা শ্রবণে
মঙ্গল হয় এবং উহা শাস্তিপ্রদ ; পৃথিবীতলে বিস্তারিতরূপে
যাঁহারা তাহা পান করান্ তাঁহারা হৈ ভুরিদ অর্থাৎ (বহুদান
করিয়া থাকেন) এবং ধন্য ॥ ১৬৮ ॥

‘ভুরিদা’ ‘ভুরিদা’ বলি করে আলিঙ্গন ;
ইহা নাহি জানে ইহো হয় কোন জন ?
পূৰ্ব্বে সেবা দেখি তাঁরে কৃপা উপজিল ;
অহুসন্ধান বিনা কৃপাপ্রসাদ করিল ।
এই দেখ চৈতন্তের কৃপা মহাবল ;
তার অহুসন্ধান বিনা করায় সকল ।

প্রভু বলে 'কে তুমি ? করিলা মোর হিত';
 আচরিতে আসি পিরাও কৃষ্ণ লীলামৃত' ।
 রাজা কহে 'আমি তোমার দাসের দাস ;
 ভূত্যের ভূত্য কর এই মোর আশ' ।
 তবে মহাপ্রভু তাঁরে ঐশ্বর্য দেখাইল ;
 'কারে না কহিবে' এই নিষেধ করিল ।
 রাজা হেন জ্ঞান প্রভু না কৈল প্রকাশ ;
 অন্তরে সকল জানেন বাহিরে উদাস ।
 প্রতাপকন্ডের ভাগ্য দেখি ভক্তগণে ;
 রাজারে প্রশংসে সবে আনন্দিভ মনে ।
 দণ্ডবৎ করি রাজা বাহিরে চলিলা ;
 ষোড় হস্ত করি সব ভক্তেরে বন্দিলা ।
 মধ্যাহ্ন করিল প্রভু লঞা ভক্তগণ ;
 বাণী নাথ প্রসাদ লঞা কৈলা আগমন ।
 সার্কভৌম রামানন্দ বাণীনাথ দিয়া ;
 প্রসাদ পাঠাইলা রাজা বহুত করিয়া ।
 বলগণ্ডি ভোগের প্রসাদ উত্তম অনন্ত ;
 নিসকড়ি (১) প্রসাদ আইল যার নাই অন্ত ।
 ছেনা পানা পাকা (২) আশ্র নারিকেল কাঁঠাল ;
 নানাবিধ কদলক আর বীজ তাল ।
 নারঙ্গ, ছোলঙ্গ, টাবা, কমলা, বীজপুর ;
 বাদাম, ছোয়ারা, জাফা, পিণ্ড খর্জুর ;
 মনোহরা লাড়ু আদি শতেক প্রকার ;
 অমৃত গুটিকা আদি ক্ষীরসা অপার ।
 অমৃত মণ্ডা ছানা বড়া আর কর্পূর কুপী ;
 রসামৃত, সর ভাজা আর সরপুপী ।
 হরি বল্লভ, সেবতী, কর্পূর মালতী ;
 ডালিম, মরিচা লাড়ু নবাত অমৃতী ।

১ নিসকড়ি—সকড়ি বা পক্ষ প্রভৃতি ব্যতীত ।

২ পাকা আশ্র—অন্য পাঠ 'পৈড় আশ্র' ।

পদ্মচিনি, চন্দ্র কান্তি, খাজা খণ্ডসার ;
 বিষড়ি কদমা তিলখাজার প্রকার ।
 নারঙ্গ ছোলঙ্গ আঙ্গ বৃক্ষের আকার ;
 ফুল ফল পত্রযুক্ত খণ্ডের বিকার । (১)
 দধি দুগ্ধ দধি তক্র রসালা শিখরিণী ;
 সলবণ মুদগাকুর আদা খানি খানি ।
 লেঙ্গু কুলি আদি নানা প্রকার আচার ;
 লিখিতে না পারি প্রসাদ কতক প্রকার ।
 প্রসাদে পূরিত হৈল অর্দ্ধ উপবন ;
 দেখিয়া সন্তোষ হৈল মহাপ্রভুর মন ।
 ‘এইমত জগন্নাথ করেন ভোজন’ ;
 এই শ্রুখে মহাপ্রভুর যুড়ায় নয়ন ।
 কেয়াপাত্র দ্রোণী আইল বোকা পাঁচ সাত ;
 একেক জনে দশ দোনা দিল একেক পাত ।
 কীৰ্ত্তনীয়ার পরিশ্রম জানি গৌর রায় ;
 তা সবারে খাওয়াইতে প্রভুর মন ধায় ।
 পাতি পাতি করি ভক্তগণ বসাইলা ;
 পরিবেশন করিরারে আপনি লাগিলা ।
 প্রভু না খাইলে কেহ না করে ভোজন ;
 স্বরূপ গোসাই তবে কৈল নিবেদন ।
 ‘আপনি বৈশ্বনু প্রভু ভোজন করিতে ;
 তুমি না খাইলে কেহ না পারে খাইতে’ ।
 তবে মহাপ্রভু বৈসে নিজগণ লঞা ;
 ভোজন করাইল সবাকে আকণ্ঠ পুরিয়া ।
 ভোজন করি বসিলা সবে করি আচমন ;
 প্রসাদ উবরিল, খায় সহস্রেক জন ।

১ খণ্ডের বিকার—একখানি প্রাচীন পুঁথিতে ইহার পর এই পরায়ণী আছে:—

‘নানা বিধ পক্কা অন্ন অতি সুমধুর ; চিনি পাক করি তাহে প্রচুর কপূর ।’ কিন্তু পূর্বে
 বখন নিসকড়ি প্রসাদ বলা হইয়াছে, তখন পক্কায় না থাকার সম্ভব ।

প্রভুর আজ্ঞায় গোবিন্দ দীন হীন জনে ;
 দুঃখিত কান্দাল আনি করায় ভোজনে ।
 কান্দালের ভোজন রঙ্গ দেখে গৌরহরি ;
 'হরিবোল' বলি তারে উপদেশ করি ।
 'হরিবোল' বলি কান্দাল প্রেমে ভাগি যায় ;
 ঐছন অদ্ভুত লীলা করে গৌরদাস ।
 ইহা জগন্নাথের রথ চলন সময় ;
 গোড় সর্ব রথ টানে আগে নাহি যায় ।
 টানিতে না পারি গোড় রথ ছাড়ি দিল ;
 পাত্র মিত্র লঞা রাজা ব্যগ্র হৈয়া আইল ।
 মহামল্লগণ দিল রথ চালাইতে ;
 আপনি লাগিল ; রথ না পারে টানিতে ।
 ব্যগ্র হৈয়া আনি রাজা মত্ত হস্তীগণ ;
 রথ চালাইতে রথে করিল যোজন ।
 মত্ত হস্তীগণ টানে যত তার বল ;
 একপদ না চলে রথ হইল অচল ।
 শুনি মহাপ্রভু আইলা নিজগণ লৈয়া ;
 মত্ত হস্তী রথ টানে দেখে দাড়াইয়া ।
 অক্লেশে যায়ে হস্তী করয়ে চিৎকার ;
 রথ নাহি চলে, লোকে করে হাহাকার ।
 তবে মহাপ্রভু সর্ব হস্তী ঘুচাইল ;
 নিজগণে রথের কাছি টানিবারে দিল ।
 আপনি রথের পাছে ঠেলে মাথা দিয়া ;
 হড় হড় করি রথ চলিল ধাইয়া ।
 ভক্তগণ কাছি হাতে করি মাত্র ধায় ;
 'আপনি চলিল রথ টানিতে না হয় ।
 আনন্দে করয়ে লোক 'জয় জয়' ধ্বনি ;
 'জয় জগন্নাথ' বহি আর নাহি শুনি ।
 নিমিষেক্তে গেল রথ শুণ্ডিচার দ্বার ;
 চৈতন্য প্রতাপ দেখি লোকে চমৎকার ।

‘জয় গৌরচন্দ্র’ ! ‘জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য’ !

এইমত কোলাহল করে লোক ধনু ।

দেখিয়া প্রতাপ কল্প পাত্র মিত্র সঙ্গে ;

প্রভুর মহিমা দেখি প্রেমে ফুলে অঙ্গে ।

পাণ্ডু (১) বিজয় তবে করে সেবক গণে ;

জগন্নাথ বসিলা গিয়া নিজ সিংহাসনে ।

সুভদ্রা বলরাম নিজ সিংহাসনে আইলা ;

জগন্নাথের স্নানভোজন হইতে লাগিলা ।

আঙ্গিনাতে মহাপ্রভু লৈয়া ভক্তগণ ;

আনন্দে আরম্ভ কৈল নর্তন কীর্তন ।

আনন্দে মহাপ্রভুর প্রেম উথলিল ;

দেখি সব লোক প্রেম সাগরে ডাসিল ।

নৃত্য করি সন্ধ্যাকালে আরতি দেখিল ;

আইটোটা আসি প্রভু বিশ্রাম করিল ।

অষ্টৈতাদি ভক্তগণ নিমজ্জন কৈল ;

মুখ্য মুখ্য নব জন নব দিন পাইল ।

আর ভক্তগণ চাতুর্মাস্ত যত দিনে ;

এক এক দিন করি করিল বণ্টনে ।

চারি মাসের দিন মুখ্য ভক্ত বাঁটি নিল ;

আর ভক্তগণ অবসর না পাইল ।

এক দিনে নিমজ্জন করে হুই তিন মেলি ;

এই মত মহাপ্রভুর নিমজ্জন কেলি ।

প্রাতঃকালে স্নান করি দেখে জগন্নাথ ;

সংকীর্তন নৃত্য করে ভক্তগণ সাত ।

কভু অষ্টৈত নাচায় কভু নিত্যানন্দ ;

কভু হরিদাস নাচায় কভু অচ্যুতানন্দ ।

কভু বক্রেশ্বর কভু আর ভক্তগণে ;

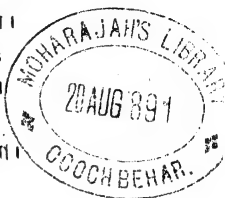
ত্রিসন্ধ্যা কীর্তন করে শুণ্ডিচা প্রাঙ্গণে ।

১ পাণ্ডুবিক্রম—রথ হইতে অবতরণ করিয়া শুণ্ডিচা নদীরে জগন্নাথ দেবের যাত্রা করার নাম পাণ্ডুবিক্রম ।

বৃন্দাবনে আইলা কৃষ্ণ এই প্রভুর জ্ঞান ;
 কৃষ্ণের বিরহ ক্ষুর্ভি হৈল অবসান ।
 রাধা সঙ্গে কৃষ্ণ লীলা এই হৈল জ্ঞানে ;
 এই রসে মগ্ন প্রভু হইলা আপনে ।
 নানোদ্যানে ভক্ত সঙ্গে বৃন্দাবন লীলা ;
 ইন্দ্রহাস্য সরোবরে করে জল খেলা । (১)
 আপনে সকল ভক্তে সিকে জল দিয়া ;
 সব ভক্তগণ সিকে চৌদিকে বেড়িয়া ।
 কভু এক মণ্ডল কভু অনেক মণ্ডল ;
 জল মণ্ডুক বাদ্যসনে বাজায় করতল ।
 দুই দুই জনে মেলি করে জলরণ ;
 কেহ হারে জিনে প্রভু করে দরশন ।
 অবৈত নিত্যানন্দে জল ফেলাফেলি ;
 আচার্য্য হারিয়া পাছে করে গালাগালি ।
 বিদ্যানিধির জল কেলি স্বরূপের সনে ;
 গুপ্ত দত্ত জলকেলি করে দুই জনে ।
 শ্রীবাস সহিত জল খেলে গদাধর ;
 রাঘব পণ্ডিত সনে খেলে বক্রেশ্বর ।
 সার্কভৌম সঙ্গে খেলে রামানন্দ রায় ;
 গান্তার্য্য গেল হুঁহার হৈল শিশু প্রায় ।
 মহাপ্রভু হুঁহাকার চাকল্য দেখিয়া ;
 গোপীনাথচার্য্যে কিছু কহেন হাঁসিয়া :—
 ‘পণ্ডিত গস্তার হুঁহে প্রামাণিক জন ;
 বাল্য চাকল্য করে করহ বর্জন’ ।
 গোপীনাথ কহে ‘তোমার কৃপা মহা সিদ্ধ ;
 উছলিত হয় যবে তার এক বিন্দু ;
 মেরু মন্ডর পর্বত ডুবায় যথা তথা ।
 এই দুই খণ্ড শৈল, ইহার কি কথা ?

১ ইন্দ্রহাস্য সরোবরে—গুপ্তিলা বল্লিরের অনতিদূরে এই সরোবর প্রতিষ্ঠিত ; জগন্নাথ
 বিশ্বন প্রকাশক রাজা ইন্দ্রহাস্যের খোদিত বলিয়া ইহা তাহারই নামে পরিচিত ।

'তৎতর্ক খলি খাইতে জন্ম গেল বার ;
 তারে লীলামৃত পিয়াও এ কৃপা তোমার' !
 হাঁসি মহাপ্রভু তবে অধৈত আনিল ;
 জলের উপরে তাঁরে শেষ শয্যা কৈল ।
 আপনি তাঁহার উপর করিল শয়ন ;
 শেষশায়ী লীলা প্রভু কৈল একটন ।
 অধৈত নিজ শক্তি একট করিয়া ;
 মহা প্রভু লঞা বুলে জলেতে ভাসিয়া ।
 এইমত জলক্রীড়া করি কতক্ষণ ;
 আইটোটা আইলা প্রভু লঞা ভক্তগণ ।
 পুরী ভারতী আদি যত মুখ্য ভক্তগণ ;
 আচার্য্যের নিমন্ত্রণে করিলা ভোজন ।
 বাণীনাথ আর যত প্রসাদ আনিল ;
 মহাপ্রভুর গণ সেট প্রসাদ খাইল ।
 অপরাহ্নে আসি কৈল দর্শন নর্ত্তন ;
 নিশিতে উদ্যানে আসি করিলা শয়ন ।
 আর দিন আসি কৈল দ্বৈশ্বর দর্শন ;
 প্রাঙ্গণে নৃত্যগীত কৈল কতক্ষণ ।
 ভক্তগণ সঙ্গে প্রভু উদ্যানে আসিয়া ;
 বৃন্দাবন বিহার করেন ভক্তগণ লঞা ।
 বৃক্ষ বল্লী প্রফুল্লিত প্রভুর দর্শনে ;
 ভৃঙ্গ পিক গায় বহে শীতল পবনে ।
 প্রতি বৃক্ষ তলে প্রভু করেন নর্ত্তন ;
 বাহুদেব দত্ত মাত্র করেন গায়ন ।
 এক এক বৃক্ষ তলে এক এক গায় ;
 পরম আবেশে একা নাচে গৌররায় ।
 তবে বক্রেশ্বরে প্রভু কহিলা নাচিতে ;
 বক্রেশ্বর নাচে প্রভু লাগিলা গাইতে ।
 প্রভু সঙ্গে স্বরূপাদি কীর্ত্তনীয়া গায় ;
 দ্বিবিদিক নাহি জ্ঞান প্রেমের বস্তায় ।



এইমত কতক্ষণ করি বন লীলা ;
 নরেন্দ্র সরোবরে গেলা করিতে জলখেলা ।
 জলক্রীড়া করি পুনঃ আইল উল্যানে ;
 ভোজন লীলা কৈল প্রভু লঞা ভক্তগণে ।
 নব দিন গুণ্টিচাতে রহে জগন্নাথ ;
 মহাপ্রভু ঐছে লীলা করে ভক্ত সাথ ।
 জগন্নাথ বল্লভ নাম বড় পুষ্পারাম ;
 নব দিন করেন প্রভু তাহাতে বিশ্রাম ।
 হোরা পঞ্চমীর দিন আইল জানিয়া ; (১)
 কাশীমিশ্রে কহে রাজা যত্ন করিয়া :—
 ‘কল্য হোরা পঞ্চমী হবে লক্ষ্মীর বিজয় ;
 ঐছে উৎসব কর যৈছে কভু নাহি হয় ।
 মহোৎসবের কর তৈছে বিশেষ সন্ভার ;
 দেখি মহাপ্রভুর ঘেন হয় চমৎকার ।
 ঠাকুরের ভাণ্ডারে আর আমার ভাণ্ডারে ;
 চিত্র বস্ত্র কিঙ্কণী আর ছত্র চামরে ।
 ক্ষত্র বৃন্দ পতাকা ঘণ্টা করহ মণ্ডন ;
 নানা বাদ্য নৃত্যে দোলা করহ সাজন ।
 দ্বিগুণ করিয়া কর সব উপহার ;
 রথযাত্রা হৈতে ঘেন হয় চমৎকার ।
 সেইত করিহ প্রভু লঞা ভক্তগণ
 স্বচ্ছন্দে আসিয়া যেন করেন দর্শন’ ।
 প্রাতঃকালে মহাপ্রভু নিজগণ লঞা ;
 জগন্নাথ দর্শন কৈল স্নানরাচল যাঞা (২) ।

-
- ১ হোরাপঞ্চমী—রথ যাত্রার পর পঞ্চমী তিথিতে এই উৎসব হয় । জগন্নাথ মন্দিরে লক্ষ্মীদেবীর বিগ্রহ আছে ; জগন্নাথ মন্দির হইতে গুণ্টিচাতে ব্রজবিহার করিতে গেলে লক্ষ্মী কোথাবিশে সাজসজ্জা করিয়া দাসী সঙ্গে মন্দির হইতে বাহির হন ও জগন্নাথের সেবকগণকে তিরস্কার ও প্রহার করিয়া বন্ধন করেন । সেবকগণ ২৪ দিন পরে জগন্নাথকে আনিয়া দিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিলে তাহাদিগকে নিষ্কৃতি দেন ।
 ২ স্নানরাচল—যেখানে গুণ্টিচা মন্দির অবস্থিত তাহার নাম স্নানরাচল ; এবং যেখানে

নীলাচল আইলা পুনঃ ভক্তগণ সঙ্গে ;
 দেখিতে উৎকণ্ঠা হোরাপঞ্চমীর সঙ্গে ।
 কাশীমিশ্র প্রভুরে বহু আদর করিয়া
 স্বগণ সহ ভাল স্থানে বসাইল লঞা ।
 রস বিশেষ প্রভুর শুনিতে মন হৈল ;
 ঈষৎ হাসিয়া প্রভু স্বরূপে পুছিল :—
 ‘ষদ্যপি জগন্নাথ করে ষারিকা বিহার ;
 সহজ প্রকট করে পরম উদার ;
 তথাপি বৎসর মধ্যে হয় একবার
 বৃন্দাবন দেখিবারে উৎকণ্ঠা অপার ।
 বৃন্দাবন সম এই উপবনগণ ;
 তাহা দেখিবারে উৎকণ্ঠিত হয় মন ।
 বাহির হইতে করে রথযাত্রা চল ;
 শুল্করাচল যায় প্রভু ছাড়ি নীলাচল ।
 নানা পুষ্পোদ্যানে তথা থেলে রাত্রিনিদে ;
 লক্ষ্মীদেবী সঙ্গে নাহি লয় কি কারণে’ ?
 স্বরূপ কহে ‘শুন প্রভু কারণ ইহার ;
 বৃন্দাবন ক্রীড়াতে লক্ষ্মীর নাহি অধিকার ।
 বৃন্দাবন লীলার কৃষ্ণের সহায় গোপীগণ ;
 গোপীগণ বিনা কৃষ্ণের হরিতে নারে মন’ ।
 প্রভু কহে ‘যাত্রা ছলে কৃষ্ণের গমন ;
 শ্রুতজ্ঞা ঈশ্বর বলদেব সঙ্গে ছুই জন ।
 গোপী সঙ্গে যত লীলা করে উপবনে ;
 নিগূঢ় কৃষ্ণের ভাব কেহ নাহি জানে ।
 অতএব কৃষ্ণের প্রকট নাহি কিছু দোষ ;
 তবে কেন লক্ষ্মী দেবী করে এত রোষ’ ?
 স্বরূপ কহে ‘প্রেমবতীর এইত স্বভাব ;
 কাস্তের ওদাস্ত ভাবে হয় ক্রোধভাব’ ।

জগন্নাথের নিত্য মন্দির স্থিত তাহার নাম নীলাচল । শুভিচার বেদি বজ্র বেদি ও
 নীলাচলের বেদি বজ্রবেদি নামে অভিহিত ।

ছেনকালে খচিত যাহে বিবিধ রতন
 সুবর্ণের চৌদলা করিয়া আরোহণ ;
 ছত্র চামর ধ্বজা পতাকারগণ ;
 নানাবাদ্য—আগে নাচে দেব দাসী গণ ।
 তাঙ্গুল সম্পুট ঝারি ব্যঞ্জন চামর ;
 সান্তে দাসী শত যার দিব্য ভূষাধর ;
 অনেক ঐশ্বর্য সঙ্গে বহু পরিবার ;
 ক্রুদ্ধ হঞা লক্ষ্মীদেবী আইলা সিংহদ্বার ।
 জগন্নাথের মুখ্য মুখ্য যত তৃত্যগণ ;
 লক্ষ্মীদেবীর দাসীগণ করেন বহুজন ।
 বান্ধিয়া আনিয়া পাড়ে লক্ষ্মীর চরণে ;
 চোরে দণ্ড করে যেন—লর নানা ধনে ।
 অচেতনবৎ তার করেন ভাঙনে ;
 নানা মত ঝালি দেন তণ্ডু বচনে ।
 লক্ষ্মী সঙ্গে দাসীগণের প্রাগলভ্য দেখিয়া
 হাঁসে মহাপ্রভুর গণ মুখে হস্ত দিয়া ।
 দামোদর কহে 'ঐছে মানের প্রকার ;
 ত্রিজগতে কভু দেখি শুনি নাই আর ।
 মানিনী নিকুংসাহে ছাড়ে বিভূষণ ;
 ভূমে বসি নখে লেখে মলিন বদন ।
 পূর্বে সত্যভামার শুনি এই বিধ মান ;
 ব্রজে গোপীগণের মান রসের নিদান ।
 ইহো সব নিজ সম্পত্তি প্রকট করিয়া ;
 প্রিয়ের উপর যায় সৈন্ত সাজিয়া' ।
 প্রভু কহে 'কহ ব্রজের মানের প্রকার' ।
 স্বরূপ কহে 'গোপীমান নদী শত ধার ।
 নারিকার স্বভাব, প্রেমবৃত্তি, বহু ভেদ ;
 সেই ভেদে নানা প্রকার মানের উদ্ভেদ ;
 সম্যক গোপিকার মান না যায় কখন ;
 এক দুই ভেদে করাই দ্বিগ্ দরশন ।

'মাঠে কেহ হয় ধীরা, কেহ ত অধীরা ;
 এই তিন ভেদে কেহ হয় ধীরাধীরা ।
 ধীরা কান্ত দূরে দেখি করে প্রত্যাখান ;
 নিকটে আসিতে করে আসন প্রদান ।
 স্বদে কোপ মুখে কহে মধুর বচন ;
 প্রিয় আলিঙ্গিতে তাঁরে করে আলিঙ্গন ।
 সরল ব্যবহারে করে মানের পোষণ ;
 কিম্বা সোল্লু বাক্যে করে প্রিয় নিরসন । (১)
 অধীরা নিষ্ঠুর বাক্যে করয়ে ভৎসন ;
 কর্ণোৎপলে তাড়ে, করে মালায় বন্ধন ।
 ধীরধীরা বক্র বাক্যে করে উপহাস ;
 কভু স্তুতি কভু নিন্দা কভু বা উদাস ।
 মুগ্ধা, মধ্যা, অগল্ভা, তিন নায়িকার ভেদ ।
 মুগ্ধা নাহি আনে মানের বৈদগ্ধ্যী বিভেদ ।
 মুখ আচ্ছাদিয়া করে কেবল রোদন ;
 কান্তের বিনয় বাক্যে হয় পরসন্ন ।
 মধ্যা অগল্ভা ধরে ধীরাদি বিভেদ ;
 তার মধ্যে সবার স্বভাব তিন ভেদ ।
 কেহ প্রথরা, কেহ মুহু, কেহ হয় সমা ;
 স্ব স্ব ভাবে কৃষ্ণের বাড়ায় প্রেম সীমা ।
 প্রার্থ্য মাধুর্য্য সাম্য স্বভাব নির্দোষ ;
 সেই সেই স্বভাবে কৃষ্ণে করায় সন্তোষ ।
 এ কথা শুনিয়া প্রভুর আনন্দ অপার ;
 'কহ কহ দামোদর' বলে বার বার ।
 দামোদর কহে 'কৃষ্ণ রসিক শেখর' ;
 রস আশ্বাদক, রসমন্ত কলেবর ।
 প্রেমময় বপু কৃষ্ণ ভক্তপ্রেমাধীন ;
 শুদ্ধ প্রেম রসগুণে গোপিকা প্রবীণ ।

‘গোপিকার প্রেমে নাহি রসভান দোষ ;

অতএব করে কৃষ্ণের পরম সন্তোষ ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ত্রয়স্ত্রিংশাধ্যায়ে ষড়-
বিংশতি শ্লোকে পরিক্ষীতং প্রতি শুকদেব বাক্যং

‘এবং শশাঙ্কং শু বিরাজিতা নিশাঃ

স সত্য কামোহমুরতা বলাগণঃ ।

সিষেব আত্মন্যবরুদ্ধ সৌরতঃ

সর্ব্বাঃ শরৎকাব্য কথা রসাপ্রয়াঃ’ ॥ ১৬৯ ॥

‘সঃ’ ‘সত্যকামঃ’ সত্যসংকল্পঃ ‘অমুরতাবলাগণঃ’ অমুরতঃ অমুরক্তঃ
অবলাগণঃ জীগণঃ বস্মিন্ সঃ শ্রীকৃষ্ণঃ ‘আত্মনি’ অস্তমনি ‘অবরুদ্ধসৌরতঃ’
অবরুদ্ধঃ সৌরতঃ কন্দর্পঃ যেন তাদৃশঃ সন্ ‘এবং’ প্রকারেণ ‘সর্ব্বাঃ’ নিশাঃ
‘সিষেব’ সেবিতবান্ কথন্তুতাঃ নিশাঃ ‘শরৎকাব্যকথা রসাপ্রয়াঃ’ শরদি ভবাঃ
কাব্যেযু কথ্যমানা যে রস। স্তেযামাপ্রভুতাঃ পুনঃ ‘শশঙ্কং শু বিরাজিতাঃ’
চল্লকিরণোজ্জ্বলাঃ ॥ ১৬৯ ॥

সেই সত্যসংকল্প ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অন্তরে কন্দর্প রোধ
করিয়া সেই সকল জ্যোৎস্নাময়ী এবং কবি বর্ণিত রসভাব-
পূর্ণা শারদীয় নিশায় অনুরক্তা স্ত্রীদিগের সহিত এই প্রকারে
ক্রীড়া করিয়াছিলেন ॥ ১৬৯ ॥

‘বামা এক গোপীগণ দক্ষিণা এক গণ ;

নানা ভাবে করায় কৃষ্ণে রস আশ্বাদন ।

গোপীগণ মধ্যে শ্রেষ্ঠা বামা ঠাকুরাণী ;

নির্ম্মল উজ্জল রস প্রেমরত্ন ধনি ।

বয়সে মধ্যমা তিহ যতাবেতে সমা ;

গাঢ় প্রেমভাব তিহ নিরন্তর বামা ।

বামা যতাবে মান উঠে নিরন্তর ;

ভার মধ্যে উঠে কৃষ্ণের আনন্দ সাগর’ ।

তথাহি উজ্জলনীলমণৌ শৃঙ্গারভেদকথনে ত্রিচছারিংশ
শ্লোকে শ্রীরূপ গোস্বামি বাক্যং

‘অহেরিব গতিঃ প্রেমঃ স্বভাব কুটিল ভবেৎ ।

অতো হেতো রহেতোশ্চ যুনো স্মান উদধতি’ ॥ ১৭০ ॥

ইহার টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যঃ ৮৬ শ্লোকে ১৬৩-১৬৪ পৃঃ দেখ ॥ ১৭০ ॥

এত শুনি বাড়ে প্রভুর আনন্দ সাগর ;
‘কহ কহ’ কহে প্রভু ; বলে দামোদর ।
‘অধিকৃত মহাভাব রাধিকার প্রেম ;
বিশুদ্ধ নিখিল যৈছে দৃষ্টবান্ হেম ।
কৃষ্ণের দর্শন যদি পায় আচক্ষিতে ;
নানা ভাব বিভূষণে হয় বিভূষিতে ।
অষ্ট সাত্ত্বিক হর্ষাদি ব্যভিচারি আর ;
সহজ প্রেম বিংশতি ভাব অলঙ্কার ।
কিলকিঞ্চিত কুটুমিত বিলাস ললিত ;
বির্কোক মোটাইত আর মোক্ষা চকিত ।
এত ভাব ভূষায় ভূষিত শ্রীরাধার অঙ্গ ;
দেখিয়া উথলে কৃষ্ণ সুখাদি তরঙ্গ ।
কিলকিঞ্চিতাদি ভাবের গুন বিবরণ ;
যে ভাব ভূষায় রাধা হরে কৃষ্ণ মন ।
রাধা দেখি কৃষ্ণ যদি ছুঁইতে করে মন
দান ঘাটী পথে ; যবে বর্জেন গমন ;
যবে আগি মানা করে পুষ্প উঠাইতে ;
সখী আগে চাহে যদি গায় হাত দিতে ;
এই সব স্থানে কিলকিঞ্চিত উদগম ;
প্রথমে হর্ষ সঞ্চারি মূল কারণ ।

তথাহি উজ্জলনীলমণৌ বিভাবকথনে এক সপ্ততিশ্লোকে
শ্রীরূপ গোস্বামি বাক্যং

‘গর্বাভিলাষরুদিতস্মিতাসূয়াভয় ক্রুধাং

সঙ্করীকরণং হর্ষাভুচ্যতে কিলকিঞ্চিতং’ ॥ ১৭১ ॥

‘গর্ভাভিলাষকদিত শ্রিতাহার ভয় ক্রোধঃ’ গর্ভঃ অহঙ্কারঃ অভিলাষঃ বাসনা
কদিতঃ রোদনং শ্রিতঃ মনহাস্তঃ অহুয়া গুণেষু দোষারোপঃ ভয়ং ক্রোধ-
ক্রোধঃএবাং সপ্তানাম্ ‘হর্ষাৎ’ দর্শনান্ধাৎ হেতোঃ ‘সঙ্করীকরণং’ সমীকরণং
‘কিলকিকিতং’ সংজ্ঞকং কথ্যতে ইতিশেষঃ ॥ ১৭১ ॥

প্রিয়ের দর্শনানন্দ হেতু নায়িকার মনে গর্ভ, অভিলাষ,
রোদন, হাস্ত, অহুয়া, ভয় ও ক্রোধের সামঞ্জস্য হইয়া যে
ভাবোদ্গম হইয়া থাকে তাহার নাম কিলকিকিত ॥ ১৭১ ॥

‘আর সাত ভাব আসি সহজে মিলয় ;

অষ্ট ভাব সংমিলনে মহাভাব হয় ।

গর্ভ, অভিলাষ, ভয়, শুক কদিত ;

ক্রোধ, অহুয়া, সহ আর মন শ্রিত ।

নানা স্বাক্ষ অষ্ট ভাব একত্র মিলন ;

বাহার আবাদে তৃপ্ত হয় কৃষ্ণ মন ।

দধি, খণ্ড, কৃত, মধু, মরিচ, কপূর,

এলাচি মিলনে বৈছে রসালো মধুর ।

এইভাব বৃত্ত দেখি রাধাস্ত নয়ন ;

সঙ্গম হইতে সুখ পায় কোটি গুণ’ ।

তথাহি দানকেলিকৌমুদ্যাং প্রথম স্লোকে শ্রীরূপগো-
স্বামি বাক্যঃ

‘অন্তঃস্নেহরতয়োজ্জ্বলা জলকণব্যাকীর্ণ পক্ষ্মাকুরা

কিঞ্চিৎ পাটলিতাঞ্চলা রমিকতোৎসিক্তা পুরঃকুণ্ঠতী

রুদ্ধায়াঃ পঞ্চি মাধবেন মধুর ব্যাভুযতীরোত্তরা

রাধায়াঃ কিলকিকিত স্তবকিনী দৃষ্টিঃ শ্রিয়ং বঃ ক্রিয়াৎ’ ॥ ১৭২ ॥

‘রাধায়াঃ’ ‘কিলকিকিতস্তবকিনী’ কিলকিকিতভাবেন স্তবকিনী পুণ-
স্তবক সদৃশা ‘দৃষ্টিঃ’ ‘বঃ’ বৃক্ষকং ‘শ্রিয়ং’ মঙ্গলং ‘ক্রিয়াৎ’ কুর্ধ্যাৎ; কথন্তৃতারাঃ
রাধায়াঃ ‘মাধবেন’ ক্লেবেন ‘পঞ্চি’ মার্গে ‘রুদ্ধায়াঃ’ বাহুভ্যাং গমন রোধি-
ভায়াঃ । কথন্তৃতী দৃষ্টিঃ ‘অন্তঃ’ । মনসি ‘স্নেহরতয়া’ মনহাস্যভঙ্গ্য করণয়া

‘উজ্জ্বলা’ প্রকৃষ্টিতা ; পুনঃ ‘অলকণ ব্যাকীর্ণ পদ্মাকুরা’ নেত্রজলকণৈঃ
ব্যাকীর্ণঃ আকর্ষিতঃ পদ্মাকুরঃ নবোদিত চক্ষুর্লোম ঘস্যাঃ ; ‘কিঞ্চিৎ পাট-
লিতাক্ষা’ কিঞ্চিৎ অল্পঃ পাটলিতঃ লোহিতবর্ণঃ অক্ষলঃ চক্ষুঃ প্রান্তভাগে
ঘস্যাঃ ; পুনঃ ‘রসিকতোৎসিকা’ রসিকভয়া রসেন উৎসিকা উৎসাহযুক্তা ;
পুনঃ ‘পুরঃ’ অগ্রে ‘কৃষ্ণতী’ মুদিতা ভবতী ; পুনঃ ‘মধুর ব্যাভূষণভারোত্তরা’
মধুরং সুন্দরং তথা ব্যাভূষণং বক্রং যথা স্যাৎ তথা তারা নেত্রতারকঃ উত্তরঃ
উর্দ্ধগমন শীলং ঘস্যাঃ ॥ ১৭২ ॥

শ্রীরাধিকার কিলকিঞ্চিত ভাব জনিত কুসুমস্তবক সদৃশা
দৃষ্টি তোমাদের মঙ্গল বিধান করুক ! পথি মধ্যে মাধব
কর্তৃক প্রমদ রোধ হইলে তিনি মনে মনে হাসিতে লাগি-
লেন ; তাহাতে তাঁহার নয়ন উজ্জ্বল শ্রী ধারণ করিল, নবো-
দিত পদ্মগুলি নেত্রজলে আকীর্ণ হইল ; অপাঙ্গ দুইটী
ঈষৎ লোহিতবর্ণে অনুরঞ্জিত হইল ; রসোচ্ছ্বাস হেতু চক্ষুঃ
উৎসাহময় হইল ; নয়নাগ্র কুঞ্চিত হইয়া আসিল ;
এবং কি সুন্দর ও বক্রভাবে তারা দুইটী উর্দ্ধগতি লাভ
করিল ! ॥ ১৭২ ॥

তথাহি গোবিন্দলীলামৃতে নবম সর্গে অষ্টাদশ শ্লোকে
প্রস্থকার বাক্যং

‘বাম্পব্যাকুলিতারুণাকল চলয়েত্রং রসোল্লাসিতং
হেলোল্লাসচলাধরং কুটিলিত ভ্রুগুমুদ্যৎ স্মিতং
রাধায়াঃ কিলকিঞ্চিতাঞ্চিতমসৌ বীক্যাননং সঙ্গমা
দানন্দং তমবাপ কোটি গুণিতং যোহভূন্নগীর্গোচরঃ’ ॥ ১৭৩ ॥

‘অসৌ’ শ্রীকৃষ্ণঃ ‘রাধায়াঃ’ ‘আননং’ মুখঃ ‘বীক্য’ দৃষ্টা ‘সঙ্গমাৎ’ ‘কোটি-
গুণিতং’ ‘তং’ ‘আনন্দং’ ‘অবাপ’ প্রাপ ‘যঃ’ আনন্দঃ ‘গীর্গোচরঃ’ বাক্য-
গোচরঃ ‘ন’ ‘অভূৎ’ ; কীদৃশং আননং ‘বাম্পব্যাকুলিতারুণাকল চলয়েত্রং’
বাম্পেন ব্যাকুলিতঃ অরুণাকলঃ ঈষৎ লোহিতবর্ণ চক্ষুঃ প্রান্তভাগঃ তেন

চলৎ নেত্রং যস্মিন্ তৎ ; পুনঃ 'রসোল্লাসিতং' পুনঃ 'হেলোল্লাস চলাধরং'
 হেলারাঃ শৃঙ্গার সূচক ক্রিয়ায়াঃ উল্লাসেন উৎসাহেন চলঃ চঞ্চলঃ অধরঃ
 যস্মিন্ তৎ ; পুনঃ 'কুটিলিতক্রয়ং' কুটিলিতং বক্রিয়ং ক্রয়ং যস্মিন্ তৎ ;
 পুনঃ 'উদ্যৎ শ্রিতং' উদ্যৎ প্রকটিতং শ্রিতং যস্মিন্ তৎ ; পুনঃ 'কিল-
 কিকিতাকিতং' কিলকিকিতেন অকৃতং অভিব্যক্তং পরিলক্ষিতমিতিধাবৎ
 সুখমিত্তিশেষঃ যস্মিন্ তৎ ॥ ১৭৩ ॥

শ্রীরাধার বাষ্পব্যাকুলিত অরুণাঞ্চল চঞ্চল ভাব ধারণ
 করিয়াছে ; রসোল্লাসে এবং কন্দর্পভাবে অধর কম্পিত হই-
 তেছে ; ক্রয়পল বক্রিম হইয়াছে ; মুখারবিন্দে ঈষৎ হাস্য
 প্রকটিত হইয়াছে ; এবং কিলকিকিতহেতু সুখ অভিব্যক্ত
 হইতেছে ; শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ ভাবপূরতি তাঁহার আনন সন্দর্শনে
 সঙ্গম হইতেও যে কোটিগুণ সুখ প্রাপ্ত হইলেন তাহা
 বাক্যে প্রকাশ করা যায় না ॥ ১৭৩ ॥

এত শুনি প্রভু হৈলা আনন্দিত মন ;
 সুখাবিষ্ট হঞা স্বরূপে কৈল আলিঙ্গন ।
 'বিলাসাদি ভাব ভূষার কহত লক্ষণ ;
 বেই ভাবে রাধা হরে গোবিন্দের মন'
 তবেত স্বরূপ গৌসাক্ষি কহিতে লাগিলা ;
 শুনি প্রভুর ভক্তগণ মহাসুখ পাইলা ।
 'রাধা বসি আছে কিবা বৃন্দাবনে যাই ;
 তাঁহা আচম্বিতে কৃষ্ণ দরশন পাই ।
 দেখিতেই নানা ভাব হয় বিলক্ষণ ;
 সেই বৈলক্ষণ্যের নাম বিলাস ভূষণ' ।

তথাহি উজ্জ্বল নীলমণৌ বিভাব কথমে সপ্তষষ্টি শ্লোকে
 শ্রীকৃষ্ণ গৌস্বামি বাক্যং

'গতি স্থানাসনাদীনাং মুখনেত্রাদি কৰ্ম্মণাং ।

তাৎকালিকস্ত বৈশিষ্টং বিলাসঃ প্রিয়সঙ্গজং' ॥ ১৭৪ ॥

‘গতিস্থানাসনাদীনং’ গতিঃ প্রিয়সঙ্গমস্থানে গমনং স্থানং বিলাস-
যোগ্যং আসনং উপবেশনযোগ্যমিভার্থং তেষাং সম্বন্ধে ‘মুখনেত্রাদি-
কৰ্ম্মণাং’ মুখাদীনং কৰ্ম্মাণি তেষাং ‘তাৎকালিকং’ তৎসাময়িকং ‘বৈশিষ্ট্যং’
বিশিষ্টত্বং শোভনভমিতিবাচ্যং ‘বিলাসঃ’ কথ্যতে ইতিশেষঃ । কথঞ্চুতঃ
বৈশিষ্ট্যং ‘প্রিয়সঙ্গজং’ প্রিয়সঙ্গমেনোৎপন্নং ॥ ১৭৪ ॥

প্রিয়সঙ্গম স্থানে গমন, আসন ও উপবেশনাদি বিষয়ে
মুখনেত্রাদির যে তাৎকালিক কৰ্ম্ম বৈশিষ্ট্য হইয়া থাকে,
তাহার নাম বিলাস ; ইহা প্রিয় সঙ্গম নিমিত্ত উৎপন্ন
হয় ॥ ১৭৪ ॥

‘লজ্জা, হর্ষ, অভিলাষ, সঙ্গম, বাস্য, ভয় ;

এত ভাব মিলি রাধায় চঞ্চল করয় ।

তথাহি গোবিন্দ লীলামতে নবমসর্গে একাদশশ্লোকে
গ্রন্থকার বাক্যং

‘পুরঃ কৃষ্ণালোকাৎ স্থগিত কুটীলাশ্রা গতি রভুৎ
তিরশ্চীনং কৃষ্ণাশ্বরদরবৃতং শ্রীমুখমপি
চলন্তারং স্ফারং নয়নযুগ মাভুগ্নমিতি সা
বিলাসাখ্য স্যালঙ্করণ বলিতাসীৎ প্রিয়মুদে’ ॥ ১৭৫ ॥

‘পুরঃ’ অগ্রে ‘কৃষ্ণালোকাৎ’ কৃষ্ণদর্শনাক্ষেতোঃ ‘অম্যাঃ’ রাধায়াঃ ‘গতিঃ’
গমনং ‘তিরশ্চীনং’ ত্রিপ্রকারং যথা শ্রাৎ তথা ‘স্থগিত কুটীলা’ স্থগিতা স্থিরা
কুটীলা বক্রা চ ‘অভুৎ’ । যস্তাঃ গত্যাং ‘কৃষ্ণাশ্বর দরবৃতং’ কৃষ্ণাশ্বরেণ নীলবদ-
নেন দরং অল্পং বৃতং আচ্ছাদিতং ‘শ্রীমুখমপি’ বভূব ; ‘নয়নযুগং’ স্ফারং
বিস্ফারিতং তথা ‘চলন্তারং’ চলন্তী চঞ্চলা তাসা যস্মিন্ তৎ তথা ‘আভুগ্নং’
বক্রিমং অভূদিতিশেষঃ ‘ইতি’ ইত্থং প্রকারেণ ‘সা’ গতিঃ ‘বিলাসাখ্যাসা-
লঙ্করণ বলিতা’ বিলাসনাম ভাবসা স্বকীয় ভূষণেন যুক্তা সতী ‘প্রিয়মুদে’
কৃষ্ণসন্তোষার ‘আসীৎ’ বভূব ॥ ১৭৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণকে পুরোভাগে দর্শন করিয়া শ্রীরাধিকার গতি

স্থির ও কুটিলভাব ধারণ করিল ; তাঁহার মুখারবিন্দ নীল
বসনে ঈষৎ অবগুণ্ঠিত হইলেও নয়নযুগল বিস্ফারিত, চঞ্চল
এবং বক্রিম হইল ; এবং বিলাসালঙ্কারে ভূষিতা হইয়া
তিনি প্রিয়তমের আনন্দোৎপাদন করিতে লাগিলেন ॥১৭৫॥

‘বৃক্ষ আগে রাখা যদি রহে দাণ্ডাইয়া ;

তিন অঙ্গ ভঙ্গে রহে জ্ঞ নাচাইয়া ।

মুখে নেত্র হইয়া নানা ভাবের উদগার ;

এই কান্তা ভাবের নাম ললিতালঙ্কার ।

তথাহি উজ্জ্বল নীনমণৌ বিভাব কথনে পঞ্চসপ্ততি শ্লোকে
শ্রীরূপ গোস্বামি বাক্যং

‘বিন্যাস ভঙ্গিরঙ্গানাং জ্ববিলাস মনোহরা

সুকুমারা ভবেদ্যত্র ললিতং তদুদাহৃতং’ ॥ ১৭৬ ।

ললিতং নাম ভাবলক্ষণ মাহ। ‘যত্র’ ভাবে ‘অঙ্গানাং’ ‘বিন্যাসভঙ্গিঃ’
অঙ্গ বিস্তার পারিপাট্য মিতার্থঃ ‘সুকুমারা’ পরমসুন্দরী তথা ‘জ্ববিলাস
মনোহরা’ জ্বলোবিলাসেন শোভয়া মনোহরা ভবেৎ ‘তৎ’ ললিতং নাম
‘উদাহৃতং’ কথিতং ॥ ১৭৬ ॥

অঙ্গের বিন্যাসভঙ্গি সুকুমার ও জ্ববিলাস মনোহর হইলে,
ললিত ভাব কথা গিয়া থাকে ॥ ১৭৬ ॥

‘ললিত ভূষিত রাখা দেখে যদি বৃক্ষ ;

দৌড়ে দৌড়া মিলিবারে হয়েন সতৃষ্ণ ।

তথাহি গোবিন্দ লীলামৃতে নবম সর্গে চতুর্দশ শ্লোকে
প্রহকার বাক্যং

‘হ্রিয়া তীর্থ্যগ্ গ্রীবা চরণ কটি ভঙ্গী স্তমধুরা

চলচ্চিন্নী বল্লী দলিত রতিনাথোজ্জ্বিত ধমুঃ

প্রিয় প্রেমোন্মাদসোল্লসিত ললিতা ললিত তনুঃ

প্রিয় প্রীত্যৈ সাসীদুদিত ললিতালঙ্কৃতি যুতা' ॥১৭৭ ॥

‘সা’ শ্রীরাধা ‘উদিত ললিতালঙ্কৃতিযুতা’ উদিতং সমস্ততং ললিতং নাম ভাবঃ তদেব অলঙ্কৃতিঃ ভূষা তয়া যুতা সতী ‘প্রিয়প্রীত্যৈ’ প্রিয়স্য শ্রীকৃষ্ণস্য আনন্দায় নিমিত্তায় ‘সাসীৎ’ অভবৎ । কথন্তু তা সা ‘হিরা’ লঙ্কায় ‘তীর্থ্য-গ্রীবা’ তীর্থ্যক্ বক্রা গ্রীবা যস্যঃ পুনঃ ‘চরণ কটি ভঙ্গী স্মমধুরা’ চরণস্য কট্যা চ ভঙ্গ্যা বিস্ত্রাসেন মাধুর্যাময়ী ; পুনঃ ‘চলচ্চিল্লী বল্লী দলিত রতিনাথো-জ্জিতধনুঃ’ চলন্তী চঞ্চলা চিল্লী ক্রয়েব বল্লী লতা তয়া দলিতঃ নিজ্জিতঃ রতিনাথস্য কন্দর্পস্য উজ্জিতঃ প্রভাবাষিতঃ ধনুর্ঘরা সা । পুনঃ ‘প্রিয়প্রেমো-ন্মাদসোল্লসিত ললিতাললিততনুঃ’ প্রিয়স্য শ্রীকৃষ্ণস্য প্রেমঃ উল্লসিতা বর্দ্ধিতা ললিতা নাম ভাবঃ তয়া ললিতা পালিতা তদ্ব্যর্থসাঃ সা ॥ ১৭৭ ॥

শ্রীরাধা ললিতভাব ভূষায় ভূষিতা হইয়া প্রিয়ের প্রীতি সম্বর্দ্ধন করিতেন ; তখন লঙ্কায় তাঁহার গ্রীবাদেশ বক্রভাব ধারণ করিত ; চরণ ও কটির ভঙ্গী স্মমধুর হইত ; ক্রলতার চঞ্চলতায় কন্দর্পের তেজস্বী ধনুঃও পরাজিত হইত এবং প্রিয়তমের প্রতি প্রেমোন্মাদ বর্দ্ধিত হইয়া ললিতভাবে সমস্ত অঙ্গ ভাবময় হইত ॥ ১৭৭ ॥

‘লোভে আসি কৃষ্ণ করে কঙ্কাকর্ষণ ;

অন্তরে উল্লাস রাধা করে নিবারণ ।

বাহিরে বামতা ক্রোধ তিতরে স্থখ মন ;

কুটুমিত নাম এই ভাব বিভূষণ ।

তথাহি উজ্জ্বল নীলমণৌ বিভাব কথনে ত্রিসপ্ততি শ্লোকে
তল্লক্ষণে শ্রীরূপ শোষামি বাক্যং

‘স্তনাধরাদি গ্রহণে হৃৎপ্রীতাবপি সস্ত্রমাৎ

বহিঃক্রোধো ব্যথিতবৎ প্রোক্তং কুটুমিতং বুধৈঃ’ ॥১৭৮ ॥

‘স্তনাধরাদিগ্রহণে’ অর্থাৎ প্রিয়স্য আলিঙ্গনাদি বিষয়ে ‘হৃৎপ্রীত্যৈ’

হৃদয়স্য প্রীতৌ সন্তোষে সত্য্যং 'অপি' 'সম্ভব্যাং' সধ্যাথে লজ্জা হেতুত্বাৎ
'ব্যথিতবৎ' 'বহিঃ' বাহো 'ক্রোধঃ' ভবেদিত্তিশেষঃ এবন্তুতং ভাব লক্ষণং
'কুট্ট, মিতং' 'বুধৈঃ' রসিতৈঃ 'প্রোক্তং' কথিতং ॥ ১৭৮ ॥

প্রিয় কর্তৃক অঙ্গাদি সংস্পৃষ্ট হেতু নায়িকা অন্তরে
প্রমত্তা হইলেও লজ্জা প্রযুক্ত (ব্যথিতের ন্যায়) বাহিরে
ক্রোধ প্রকাশ করিয়া থাকেন ; এরূপ স্থলে পাণ্ডিতেরা কুট্ট-
মিত আখ্যা দেন ॥ ১৭৮ ॥

কৃষ্ণ বাঞ্ছা পূর্ণ হয় করে পাণিরোধ ;
অন্তরে আনন্দ রাধা বাহিরে বাম্য ক্রোধ ।
বাধা পাঞা করে যেন শুষ্ক রোদন ;
ঈষৎ হাসিয়া কৃষ্ণ করেন ভৎসন ।

তথাহি গোস্বামি পাদোক্ত শ্লোকঃ—

'পাণিরোধ অবিরোধিত বাঞ্ছং
ভৎসনাশ্চ মধুর স্মিতগর্ভাঃ
মাধবস্ত কুরুতে করভোরু
হারি শুষ্ক রুদিতঞ্চ মুখেহপি' ॥ ১৭৯ ॥

'করভোরুঃ' করভস্য হস্তিণাবকস্য করইব উক্লবস্য সা শ্রীরাধা 'মাধবস্য'
কৃষ্ণস্য 'পাণিরোধং' নিজাঙ্গে হস্তার্পণ বারণং 'কুরুতে' ; কীদৃশং পাণিরোধং
'অবিরোধিত বাঞ্ছং' অবিরোধিতা অনভীপ্সিতা বাঞ্ছা ইচ্ছা যস্মিন্ তং । পুন-
রাহ সা মাধবায় 'মধুরস্মিতগর্ভাঃ' মধুরং স্মিতং গর্ভে অন্তরে যস্য্যাঃ তাঃ
'ভৎসনাশ্চ' নিন্দাশ্চ কুরুতে ইত্যর্থঃ । পুনরাহ সা 'মুখেহপি' বাহ্যেহপি নতু
অন্তরে 'হারি শুষ্ক রুদিতঞ্চ' কৃষ্ণমানসহরণ শীলং তথা শুষ্কং প্রভারণা মূলকং
রুদিতং রোদনং কুরুতে ইত্যর্থঃ ॥ ১৭৯ ॥

শ্রীরাধার অঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ হস্তার্পণ করিলে করভোরু রাধিকা
অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাহা নিষেধ করিলেন ; অন্তরে মধুর হাস্য

করিয়া মাধবের নিন্দা করিতে লাগিলেন এবং মৌখিক শুষ্ক
রোদন করিয়া প্রিয়তমের আনন্দবর্দ্ধন করিলেন ॥ ১৭৯ ॥

‘এই মত আর সব ভাব বিভূষণ ;
যাহাতে ভূষিত রাধা হরে কৃষ্ণ মন ।
অনন্ত কৃষ্ণের লীলা না যায় বর্ণন ;
আপনি বর্ণিতে নারে সহস্র বদন’ ।
শ্রীবাস হাসিয়া কহে ‘শুন দামোদর !
আমার লক্ষ্মীর দেখ সম্পত্তি বিস্তর ।
বৃন্দাবনের সম্পদ দেখ পুষ্প কিসলয় ;
গিরি ধাতু শিশিপিচ্ছ গুহাফল ময় ।
বৃন্দাবন দেখিবারে গেলা জগন্নাথ ;
শুনি লক্ষ্মীদেবীর মনে হৈল অদোয়াথ ।
“এত সম্পত্তি ছাড়ি কেন গেলা বৃন্দাবন”
তারে হাস্য করিতে লক্ষ্মী করিলা সাজন ।
“তোমার ঠাকুর দেখ এ সম্পত্তি ছাড়ি ;
পত্র ফল ফুল লোভে গেলা পুষ্প বাড়ী ।
এই কৰ্ম্ম করে কাঁহা বিদগ্ধ শিরোমণি ?
লক্ষ্মীর অগ্রেতে নিজ প্রভু দেহ আনি ।”
এত বলি লক্ষ্মীর সব দাসীগণ
কটি বস্ত্রে বান্ধি আনে প্রভুর পরিজন ।
লক্ষ্মীর চরণে আনি করায় প্রণতি ;
ধন দণ্ড লয় আর করায় মিনতি ।
রথের উপরে করে দণ্ডের তাড়ন ;
চোর প্রায় করে জগন্নাথের সেবকগণ ।
সব ভূতাগণ কহে করি যোড় হাত :—
“কালি আনি দিব তোমার আগে জগন্নাথ” ।
তবে লক্ষ্মী শান্ত হঞা যান নিজ ঘর ;
আমার লক্ষ্মীর সম্পদ বাক্য অগোচর ।

'হুঙ্ক আউটি দহি মথে তোমার গোপীগর ;
 আমার ঠাকুরানী বৈসে রত্নসিংহাসন' ।
 নারদ প্রকৃতি শ্রীবাস করে পরিহাস ;
 শুনি হাসে মহাপ্রভুর যত নিজ দাস ।
 প্রভু কহে 'শ্রীবাস তোমার নারদ স্বভাব ;
 ঐশ্বর্য্য ভায় তোমার ঈশ্বর প্রভাব ।
 দামোদর স্বরূপ ইহো শুদ্ধ ব্রজবাসী ;
 ঐশ্বর্য্য না জানে ইহো শুদ্ধ প্রেমে ভাসি' ।
 স্বরূপ কহে 'শ্রীবাস ! শুন সাবধানে ;
 বৃন্দাবন সম্পদ তোমার নাহি পড়ে মনে ।
 বৃন্দাবনে সাহজিক যে সম্পদ সিদ্ধ ;
 দ্বারকা বৈকুণ্ঠ তার নহে এক বিন্দু ।
 পরম পুরুষোত্তম স্বয়ং ভগবান্ ;
 কৃষ্ণ ষাঁহা ধনী তাঁহা বৃন্দাবন ধাম ।
 চিন্তামণিময় ভূমি রত্নের ভবন ;
 চিন্তামণিগণ দাসী চরণ ভূষণ ।
 কল্লবৃক্ষলতা ষাঁহা সাহজিক বন ;
 পুষ্পফল বিনা কেহ না মাগে অল্প ধন ।
 অনন্ত কামধেনু ষাঁহা ফিরে বনে বনে ;
 দুগ্ধ মাত্র দেন কেহ না মাগে অল্পধনে ।
 সহজে লোকের কথা ষাঁহা দিব্য গীত ;
 সহজগমন করে নৃত্য প্রতীত ।
 সর্বত্র জল ষাঁহা অমৃত সমান ;
 চিদানন্দ জ্যোতির্মান্ ষাঁহা মূর্ত্তিমান ।
 লক্ষী জিনি গুণ ষাঁহা লক্ষীর সমাজ ;
 কৃষ্ণ বংশী করে ষাঁহা প্রিয়সখী কাষ' । (১)

- ১ চিন্তামণিময় ভূমি...প্রিয় সখীকাষ—মাদুর্য্যপূর্ণ চিন্ময় বৃন্দাবন ধামের সকলই অলৌকিক । এখানকার রাজা একমাত্র পরমপুরুষ ভগবান্ ; ইহার ভূমি চিন্তামণি অর্থাৎ ভাগবতী চিন্তা পরিচ্যাপ্ত ; গৃহাধি বাস বাসীগণও চিন্তামণিময় ; সেখানকার

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াং পঞ্চমাধ্যায়ে দ্বিষষ্টিতম শ্লোকঃ

‘প্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরম পুরুষঃ কল্পতরবো

ক্রমা ভূমি চিন্তামণিগণময়ী তোয়মমৃতং ।

কথা গানং নাট্যং গমনমপি বংশী প্রিয়সখী

চিদানন্দজ্যোতিঃ পরমপি তদাস্বাদামপিচ’ ॥ ১৮০ ॥

যত্র বৃন্দাবনে ‘কান্তাঃ’ নায়িকাঃ ‘প্রিয়ঃ’ লক্ষ্মী সমূহাঃ সঙ্গীতিশেষঃ ‘কান্তঃ’ নায়কঃ ‘পরমপুরুষঃ’ সর্বশ্রেষ্ঠপুরুষঃ শ্রীকৃষ্ণঃ ‘ক্রমাঃ’ বৃক্ষাঃ ‘কল্পতরবঃ’ সস্তি ‘ভূমিঃ’ স্থানং ‘চিন্তামণি গণময়ী’ ভগবচ্চিন্তা পরিব্যাপ্তা ‘তোয়ং’ জলং ‘অমৃতং’ ‘কথা’ ভাষণং ‘গানং’ ‘গমনমপি’ পাদক্ষেপঃ ‘নাট্যং’ নৃত্যতুল্যং ; যত্র ‘বংশী’ ভগবদ্বাণী ‘প্রিয়সখী’ ইব উপনিষদীত্যর্থঃ ‘চিদানন্দ জ্যোতিঃ’ ব্রহ্মানন্দ এব ‘পরমঃ’ শ্রেষ্ঠমপি ‘তৎ’ ‘আস্বাদ্যঃ’ সর্বদা আস্বাদনীয়ং ভবেদিতি শেষঃ ॥ ১৮০ ॥

বৃন্দাবনের কান্তাই লক্ষ্মীগণ, পরমপুরুষ ভগবান ইহার নায়ক ; বৃক্ষ সকল কল্পতরু ; ভূমি চিন্তামণি পরিব্যাপ্ত ; সেখানকার জলই অমৃত ; কথাই সঙ্গীত এবং গমনই নৃত্য ; সেখানে ভগবদ্বংশী সখীর স্রায় উপদেশ দেয় এবং পরম চিদানন্দজ্যোতি সর্বদা অনুভূত হইয়া থাকে ॥ ১৮০ ॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে ভক্তিরস-
সামান্য নিরূপণে বিভাবলহর্যাং ধৃত বিলম্বঙ্গল শ্লোকঃ ।

‘চিন্তামণিচরণ ভূষণমঙ্গনানং

শৃঙ্গার পুষ্পতরব স্তরবঃ সুরাণাং

বনাদি কল্পবৃক্ষ অর্থাৎ ভগবচ্চিন্তা পরিপূর্ণ এবং ইন্দ্রের সেনা বাসনাদিই কামধেনু । সেখানকার অধিলক্ষ্মীরা ভগবচ্চিন্তা প্রতিপালন ও ভগবৎসেবা ভিন্ন অস্ত্র ধনের প্রার্থী নহেন । এখানকার লক্ষ্মীর সমাজ অর্থাৎ শোভাদি লক্ষ্মী অপেক্ষাও অল্পপদ্ম গুণ-শালিনী এবং কৃষ্ণবংশীই (ইন্দ্রবংশী) সখীর স্রায় উপদেশাদি দেয় । এক চিদানন্দ-জ্যোতিঃ এখানে চিরবিরাজিত ; প্রেমামৃতই এখানকার জল, লোকের কণ্ঠধ্বনিই বধুর সঙ্গীত ও সহজগমনই অমুগম নৃত্য । আদি: ১৪৭ পৃষ্ঠার ২ টিকা দেখ ।

বৃন্দাবনং ব্রজধনং নমু কামধেনু-

বৃন্দানিচেতি স্তুখসিদ্ধু রহো বিভূতিঃ' ॥ ১৮১ ॥

বৃন্দাবনে 'অঙ্গনানাং' ব্রজগোপীনাং 'চরণভূষণং' চিন্তামণিঃ স্যাৎ ।
'শৃঙ্গার পুষ্পতরবঃ' কেলিবিষয়ে অমুকুল। কুঞ্জবৃক্ষাঃ 'স্বরূপাঃ' দেবানাং
'তরবঃ' কল্লবৃক্ষা ইত্যর্থঃ ভবন্তি । 'নমু' পুনঃ 'বৃন্দাবনং' 'ব্রজধনং' মহা-
ব্রহ্মং গোসমূহা ইত্যর্থঃ 'কামধেনুবৃন্দানি' ভবতীতিশেষঃ 'ইতি' ঐতৈরুপা-
দানৈঃ 'অহো' আশ্চর্য্যং বৃন্দাবনস্য 'স্তুখ সিদ্ধু' 'বিভূতিশ্চ অমুভূয়তে
ইতিশেষঃ ॥ ১৮১ ॥

বৃন্দাবনে গোপাঙ্গনাদিগের চরণভূষণ চিন্তামণি ; ক্রীড়া-
নুকুল পুষ্পতরু কল্লবৃক্ষ ; এবং ব্রজধন কামধেনুবৃন্দ । এত-
দ্বারা বৃন্দাবনের স্তুখসিদ্ধু ও ঐশ্বর্য্যাদি কেমন আশ্চর্য্যরূপে
অনুভূত হইতেছে ! ॥ ১৮১ ॥

শুনি প্রেমাবেশে নৃত্য করে শ্রীনিবাস ;
কক্ষতালি বাজায় করে অটু অটু হাস ।
রাধার শুদ্ধ রস প্রভু আবেশে শুনিল ;
সেই রসাবেশে প্রভু নৃত্য আরম্ভিল ।
রসাবেশে প্রভুর নৃত্য স্বরূপের গান ;
'বোল বোল' বলি প্রভু পাতে নিজ কাণ ।
ব্রজরস গীত শুনি প্রেম উথলিল ;
পুরুষোত্তম গ্রাম প্রভু প্রেমে ভাসাইল ।
লক্ষ্মী দেবী যথাকালে গেলা নিজ ঘর ;
প্রভু নৃত্য করে হৈল তৃতীয় প্রহর ।
চারি সম্প্রদায় গান করি শ্রান্ত হৈল ;
মহাপ্রভুর প্রেমাবেশ দিগুণ বাড়িল ।
রাধাপ্রেমাবেশে প্রভু হৈল সেই মূর্ত্তি ;
নিত্যানন্দদূরে দেখি করিলেন স্তুতি ।
নিত্যানন্দ দেখিয়া প্রভুর ভাবাবেশে ;

নিকট না আইসে কিছু রহে দূর দেশে ।
 নিত্যানন্দ বিনা প্রভুকে ধরে কোন্ জন ?
 প্রভুর আবেশ না যায়, না রহে কীৰ্তন ।
 ভজি করি স্বরূপ সবার শ্রম জানাইল ;
 ভক্তগণের শ্রম দেখি প্রভুর বাহু হৈল ।
 সব ভক্ত লঞা প্রভু গেলা পুষ্পোদ্যানে ;
 বিশ্রাম করিয়া কৈল মধ্যাহ্ন স্নানে ।
 জগন্নাথের প্রসাদ আইল বহু উপহার ;
 লক্ষ্মীর প্রসাদ আইল বিবিধ প্রকার ।
 সব লঞা নানা রন্ধে করিলা ভোজন ;
 সক্ষা স্নান বরি কৈল জগন্নাথ দর্শন ।
 জগন্নাথ দেখি করেন নর্তন কীৰ্তন ;
 নরেন্দ্রে জলকীড়া করে লঞা ভক্তগণ । (১)
 উদ্যানে আসিয়া কৈল বন্য ভোজন ;
 এই মত কীড়া প্রভু করে অষ্ট দিন ।
 আর দিনে জগন্নাথের ভিতর বিজয় ;
 রথে চড়ি জগন্নাথ চলে নিজালয় ।
 পূর্ববৎ কৈল প্রভু লঞা ভক্তগণ ;
 পরম আনন্দে করেন নর্তন কীৰ্তন ।
 জগন্নাথের পুনঃ পাণ্ডু বিজয় হইল ;
 এক গুটি পটু ডুরী তাঁহা টুটি গেল ।
 পাণ্ডু বিজয়ের তুলি ফাটি ফুটি যায় ;
 জগন্নাথের ভরে তুলা উড়িয়া পলায় ।
 কুলীন গ্রামী রামানন্দ সত্যরাজ খান ;
 তাঁরে আজ্ঞা দিল প্রভু করিয়া সন্মান :—
 ‘এই পটু ডুরীর তুমি হও বজমান ;
 প্রতি বৎসর আনিবে ডুরী করিয়া নির্মাণ’ ।
 এত বলি দিল তাঁরে ছিঁড়া পটু ডুরী ;
 ‘ইহা দেখি করিবে ডুরী অতি দৃঢ় করি ।

১ নরেন্দ্রে—নরেন্দ্র নামে পুরীস্বৰ্গেশ্বরী ।

‘এই পটু ভুরীতে হয় শেব অধিষ্ঠান ;
 দশ মূর্ত্তি হঞা বিহ সেবে ভগবান্’ ।
 ভাগ্যবান্ সেই সত্যরাজ রামানন্দ ;
 সেবা আত্মা পাঞা হৈল পরম আনন্দ ।
 প্রতিবৎসর গুণিচাতে ভক্তগণ সঙ্গে ;
 পটু ভুরী লয়ে আইসে অতি বড় রঙ্গে ।
 তবে জগন্নাথ যাই বসিলা সিংহাসনে ;
 মহাপ্রভু ঘরে আইলা লঞা ভক্তগণে ।
 এইমত ভক্তগণে যাত্রা দেখাইল ;
 ভক্তগণ লঞা বৃন্দাবন কেলি কৈল ।
 চৈতন্ত প্রভুর লীলা অনন্ত অপার ;
 সহস্র বদন যার নাহি পায় পায় ।
 শ্রীকৃষ্ণরঘুনাথ পদে যার আশ ;
 চৈতন্তচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ।

ইতি শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে হোরাপঞ্চমী-
 যাত্রা দর্শনং নাম চতুর্দশ পরিচ্ছেদঃ ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ ।

গ্রন্থকারশ্চ

সার্বভৌম গৃহে ভুঞ্জন্ স্বনিন্দক মমোঘকং

অঙ্গী কুর্সন্ স্ফুটং চক্রে গৌরঃ স্বাং ভক্তবশ্যতাং ॥ ১৮২ ॥

‘গৌরঃ’ ‘সার্বভৌম গৃহে’ ‘ভুঞ্জন্’ ভোজনং কুর্সন্ সন্ ‘স্বনিন্দকং’ ‘অমো-
 ঘকং’ অমোঘং নামানং ব্রাহ্মণং সার্বভৌম জামাতরমিত্যর্থঃ ‘অঙ্গীকুর্সন্’
 স্বীকৃত্য প্রসাদং কৃত্বত্যর্থঃ ‘স্বাং’ স্বকীর্যং ‘ভক্তবশ্যতাং’ ভক্তবৎসলতাং
 ‘স্ফুটং’ ধ্বন্যাৎতথা ‘চক্রে’ কৃতবান্ অত্র নিজভক্ত সার্ক ভৌমস্য সম্বন্ধে
 প্রভুরমোঘং তারিত্বানিত্যর্থঃ ॥ ১৮২ ॥

গৌরচন্দ্র সার্বভৌম গৃহে ভোজন করিয়া তাঁহা র নিন্দুক

অমোঘ নাম ভ্রাক্ষণকে সার্বভৌমের সম্বন্ধে অঙ্গীকার করতঃ
নিজ ভক্তবৎসলতার পরিচয় দিলেন ॥ ১৮২ ॥

জয় জয় ত্রৈলোক্য ! জয় নিত্যানন্দ !
জয়াধৈবত চন্দ্র ! জয় গৌরভক্ত বৃন্দ !
জয় চৈতন্তচরিতামৃতের শোভাপণ !
চৈতন্তচরিতামৃত যাঁর প্রাণ ধন ।
এই মত মহাপ্রভু ভক্তগণ সঙ্গে ;
নীলাচলে রহি করে নৃত্যগীত রঙ্গে ।
প্রথম বৎসরে জগন্নাথ দরশন ;
নৃত্যগীত করে দণ্ড প্রণাম স্তবন ।
উপলভোগ লাগিলে করে বাহিরে বিজয় ;
হরিদাসে মিলি আইসে আপন নিলয় ।
ঘরে আসি করে প্রভু নাম সংকীৰ্ত্তন ;
অধৈবত আসিয়া করে প্রভুর পূজন ।
সুগন্ধি সলিলে দেন পান্য আচমন ;
সর্সাদে লেপয়ে প্রভুর সুগন্ধি চন্দন ।
গলে মালা দেন, মাথায় তুলসী মুঞ্জরী ;
যোড় হাতে স্তুতি করে পদে নমস্করি ।
পূজা পাত্রে পুষ্প তুলসী শেষ যে আছিল ;
সেই সব লঞা প্রভু আচার্য্যে পূজিল ।
'যোহসি সোহসি নমোহ স্তু তে' এই মন্ত্র পড়ে ;
মুখ বান্দ্য করি প্রভু হাসে আচার্য্যেরে ।
এই মত অন্যান্যে করে নমস্কার ;
প্রভুকে নিমন্ত্রণ আচার্য্য করে বার বার ।
আচার্য্যের নিমন্ত্রণ (১) আচার্য্যের কথন (২) ;
বিস্তারি বর্ণিয়াছেন দাস বৃন্দাবন ।

১ আচার্য্যের নিমন্ত্রণ—চৈতন্য ভাগবত অষ্টাধ্যায় সপ্তম অধ্যায় দেখ । নীলাচলে
অবস্থিতি কালে একদিন অধৈবত প্রভু চৈতন্ত প্রভুকে তাঁহার বাসায় ভোজনের নিমন্ত্রণ
করিয়াছিলেন এবং বহুতে নানাবিধ অন্ন ব্যঞ্জন পাক করিয়াছিলেন । কোলখানে

পুনরুক্তি হয় তাহা না কৈল বর্ণন ;
 আর ভক্তগণ প্রভুকে করে নিমন্ত্রণ ।
 একেক দিন একেক ভক্তগৃহে মহোৎসব ;
 প্রভু সঙ্গে তাঁহা ভোজন করে ভক্ত সব ।
 চারি মাস রহিল সব মহাপ্রভুর সঙ্গে ;
 জগন্নাথের নানা যাত্রা দেখে মহারঙ্গে ।
 কৃষ্ণ জন্ম যাত্রা দিনে নন্দ মহোৎসব ;
 গোপবেশ হৈল প্রভু লঞা ভক্ত সব ।

মহাপ্রভুর নিমন্ত্রণ হইলে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে পুরী ভারতী প্রভৃতি সন্ন্যাসীগণ গমন করিতেন। চৈতন্য প্রভু ঐ সকল সন্ন্যাসীদিগকে ভাল করিয়া খাওয়াইতে এত ব্যস্ত হইয়া পড়িতেন যে অনেক সময় তাঁহার আহার হইত না। তাহাতে নিমন্ত্রণকারী ব্যক্তি মনে মনে বড় অসুখী হইতেন। অদ্বৈত মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া মনে মনে করিতে লাগিলেন ‘যে আজ যদি কোন গভিকে সন্ন্যাসী ও অপর ভক্তগণের আসা না হয় ; তাহা হইলে মনের সাথে প্রভুকে ভোজন করাই।’ এদিকে মধ্যাহ্নান্তে গৌরচন্দ্র একাকী অদৈতের বাঁসার আসিয়া উপনীত হইলেন ; আর আর ভক্তগণ তৎকালে স্নানাদি করিতে সমুদ্রে গিয়াছিলেন ; হঠাৎ দারুণ ঝড়বুড়ি আরম্ভ হওয়ায় তাঁহারা আসিয়া জুটিতে পারিলেন না। তখন অদ্বৈত আপনার অভীষ্টসিদ্ধি দেখিয়া মহা আনন্দ সহকারে ইন্দ্রের স্তব পাঠ করিতে লাগিলেন ও অশেষ প্রকারে গৌরকে ভোজন করাইলেন। কথিত আছে যে গৌরচন্দ্র সেদিন অদ্বৈতের পাক করা সমস্ত অন্ন ব্যঞ্জন খাইয়াছিলেন।

২. আচার্য্যের তখন—এক দিন অদ্বৈতাচার্য্য মহাপ্রভুর বাঁসার আসিলে প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন ‘আচার্য্য! কোথা হইতে আসিতেছ?’ অদ্বৈত উত্তর করিলেন, জগন্নাথ দর্শন করিয়া। চৈতন্য প্রভু বলিলেন ‘কহত কিরূপে জগন্নাথ দর্শন করিলে?’ অদ্বৈত—‘কেন দর্শনান্তে প্রদক্ষিণ করিলাম। গৌরচন্দ্র—‘তোমার হার।’ অদ্বৈত—‘কেন?’ তাহাতে গৌরচন্দ্র বলিলেন ‘আমি একরূপে জগন্নাথ দর্শন করিলাম ; কারণ প্রদক্ষিণ করিতে যখন প্রতিমার পানে পৃষ্ঠ দিতে হয় ততক্ষণ তো দর্শন হয়না ; সেজন্য আমি যখন দর্শন করি তখন অনিমেষ লোচনে জগন্নাথের মুখ পানে তাকাইয়া থাকি।’ তখন অদ্বৈত বলিলেন ‘এরূপ কথার অধিকারী তোমাব্যতীত ত্রিভুবন মধ্যে আর কেহ নাই। আমি কেন সকলেই এবিধে তোমার নিকট হার স্বীকার করে।’ গৌরচন্দ্র কৌতুক করিয়া ঐ কথা বলিয়াছিলেন ; হুতরাং উত্তর শুনিয়া হাসিয়া উঠিলেন। চৈঃ ভাঃ অন্ত্যঃ ৮ অধ্যায় ।

দধি হৃৎ তার প্রভু নিজ স্বন্ধে করি ;
 মহোৎসব স্থানে আইলা বলি হরি হরি ।
 কানাক্রি খুঁটিয়া আছেন নন্দবেশ ধরি ;
 জগন্নাথ মাহাতি হয়েছেন ব্রজেশ্বরী ।
 আপনি প্রতাপরক্ত আর মিশ্রকাশী ;
 সার্কভৌম আর পড়িছা পাত্ত তুলসী ;
 ইহা সব লঞা প্রভু করে নৃত্য রঙ্গ ;
 দধি হৃৎ হরিভ্রা জলে ভরে সবার অঙ্গ ।
 অধৈর্য কহে 'সত্য কহি না করিহ কোপ ;
 লগুড় ফিরাইতে পার তবে আনি গোপ' ।
 তবে লগুড় লঞা প্রভু ফিরাইতে লাগিলা ;
 বার বার আকাশে ফেলি নুফিয়া ধরিলা ।
 শিরের উপরে পৃষ্ঠে সম্মুখে ছুই পাশে ;
 পাদ মধ্যে ফিরায় লগুড় দেখি লোক হাসে ।
 আলাত চক্রে প্রায় লগুড় ফিরায় ;
 দেখি সৰ্বলোক চিত্তে চমৎকার হয় !
 এইমত নিত্যানন্দ ফিরায় লগুড় ;
 কে বুঝিবে তাঁহা হুঁহার গোপ ভাব গুঢ় ?
 প্রতাপরক্তের আজ্ঞায় পড়িছা তুলসী
 জগন্নাথ প্রসাদ এক বজ্র লয়ে আসি
 বহুমূল্য বজ্র প্রভুর মন্তকে বাজিল ;
 আচার্য্যাদি প্রভুর সব গণে পরাইল ।
 কানাই খুঁটিয়া জগন্নাথ ছইজন
 আবেশে ফিলাইল ঘরে ছিল বত ধন ।
 দেখি মহাপ্রভু বড় সন্তোষ পাইল ;
 পিতা মাতা জানে দৌহার নমস্কার কৈল ।
 পরম আবেশে প্রভু আইলা নিজ ঘর ;
 এই মত লীলা করে গৌরাদ মুল্লার ।
 বিজয়া দশমী লঙ্কা বিজয়ের দিনে ;
 বানর সৈন্ত হৈল প্রভু লঞা ভক্তগণে ।

হনুমান আবেশে প্রভু বৃক্ষ শাখা লঞা ;
 লক্ষ্য গড়ে চড়ি যেন ফেলার ভাঙ্গিয়া ।
 'কাঁহা রে রাবণা ?' প্রভু কহে ক্রোধাবেশে ;
 'অগন্যাতা হরে পাণী !-মারিখু সবংশে' ।
 গৌসাক্ষির আবেশ দেখি লোকে চমৎকার ;
 সর্ব লোক 'অয় অয়' করে বার বার ।
 এই মত রাস যাত্রা আর দীপাবলী ;
 উখান ছাদশী যাত্রা দেখিল সকলি ।
 এক দিন মহাপ্রভু নিত্যানন্দ লঞা ;
 ছুই ভাই যুক্তি হৈল নিভুতে বসিয়া ।
 কিবা যুক্তি কৈল হুঁহে কেহ নাহি জানে ;
 ফলে অনুমান পাছে কৈল ভক্তগণে ।
 তবে মহাপ্রভু সব ভক্ত বোলাইল ;
 'গৌড়দেশে যাহ হবে' বিদায় করিল ।
 সবারে কহিল, 'প্রতি বৎসর আসিয়া ;
 শুণ্ডিচা দেখিয়া যাবে আমারে মিলিয়া' ।
 আচার্য্যেরে আজ্ঞা দিল করিয়া সম্মান ;
 'আচণ্ডাল আদি দিও কৃষ্ণ ভক্তি দান' ।
 নিত্যানন্দে আজ্ঞা দিল 'যাহ গৌড়দেশে ;
 অনর্গল প্রেম ভক্তি করিও প্রকাশে ।
 রামদাস গদাধর আদি কত জনে ;
 তোমার সহায় লাগি দিল তোমার সনে ।
 মধ্যে মধ্যে আমি তোমার নিকট যাইব ;
 অলক্ষিতে রহি তোমার নৃত্য দেখিব' ।
 শ্রীবাস গণ্ডিতে প্রভু করি আলিঙ্গন
 কণ্ঠে ধরি কহে তাঁরে মধুর বচন :—
 'তোমার ঘরে কীর্তনে আমি নিত্য নাচিব ;
 তুমি দেখা পাবে আর কেহ না দেখিব ।
 এই ব্রহ্ম মাতাকে দিও এ সব প্রসাদ ;
 দণ্ডবৎ করি আমার কন্মাইও অপরোধ ।

'তীর সেবা ছাড়ি আমি করিয়াছি সন্ন্যাস ;
 ধর্ম নহে কৈল আমি নিজধর্ম নাশ ।
 তাঁর প্রেম বশ আমি ; তাঁর সেবা ধর্ম ;
 তাহা ছাড়ি করিয়াছি বাতুলের কর্ম ।
 “বাতুল বালকের মাতা নাহি লয় দোষ” ;
 এত জানি মাতা মোরে না করেন রোষ ।
 কি কাষ সন্ন্যাসে মোর ? প্রেম মোর ধন ;
 যে কালে সন্ন্যাস কৈল ছন্ন হৈল মন ।
 নীলাচলে আছি মুক্তি তাঁহার আচ্ছাতে ;
 মধ্যে মধ্যে আসিষু তাঁর চরণ দেখিতে ।
 নিত্য বাই দেখি মুক্তি তাঁহার চরণে ;
 ক্ষুর্তি জানে তিহো তাহা সত্য নাহি মানে ।
 এক দিন শাল্য ব্যঞ্জন পাঁচ সাত ;
 শাক, মোচাঘন্ট, ত্রুট পটোল, নিষ পাত ;
 লেবু, আদাধণ্ড, দধি, দুগ্ধ, খণ্ড সার ;
 শাল্যে সমর্পিলেন বহু উপহার ।
 প্রসাদ লইয়া কোলে করেন কন্দন ;
 “নিমাইর প্রিয় সব এ অন্ন ব্যঞ্জন ।
 নিমাই নাহিক এথা কে করে ভোজন ?”
 মোর ধ্যানে অক্ষলে ভরিল নয়ন ।
 শীত্র বাই মুক্তি সব করিষু ভোজন ;
 শূন্যপাত দেখি অশ্রু করিয়া মার্জন
 “কে অন্ন ব্যঞ্জন খাইল শূন্য কেন পাত ?
 বালগোপাল কিবা খাইল সব ভাত ?
 কিবা মোর মনঃ কথার ভ্রম হয়ে গেল ?
 কিবা কোন অন্ত আসি সকল খাইল ?
 কিবা আমি ভ্রমে অন্ন পাতে না বাড়িল ?”
 এত চিন্তি পাক পাত্র যাইয়া দেখিল ।
 অন্ন ব্যঞ্জন পূর্ণ দেখি সকল ভাজনে ;
 সংশয় হইল কিছু চমৎকার মনে ।

'দিশানে বোলাঞা পুনঃ স্থান লেপাইল ;
 পুনরপি গোপালগেরে অন্ন সমর্পিল ।
 এইমত যবে করেন উত্তম রন্ধন ;
 মোরে খাওয়াইতে করেন উৎকর্ষায় যোজন ।
 তাঁর প্রেমে আসি আশ্রয় করায় ভোজনৈ ;
 অন্তরে সুখ মানে তিঁহো যাছে নাহি মানে ।
 এই বিজয়া দশমীতে হৈল এই রীতি ;
 তাঁহাকে কহিয়া তাঁর করাইও প্রভী' ।
 এতেক কহিতে প্রভু বিহ্বল হইলা ;
 ভক্তগণে বিদায় করিতে ধৈর্য্য করিলা ।
 রাঘব পণ্ডিতে কহে বচন সরস :—
 তোমার শুদ্ধ প্রেমে আমি হই তোমার বশ ।
 'ইহার কৃষ্ণ সেবার কথা শুন সর্বজন ;
 পরম পবিত্র সেবা অতি সর্বোত্তম ।
 আর দ্রব্য রহ শুন নারিকেলের কথা ;
 পাঁচ গড়া করি নারিকেল বিকায় তথা ।
 বাটীতে কত শত বৃক্ষ লক্ষ লক্ষ ফল ;
 তথাপি শুনেন যথা মিষ্ট নারিকেল ;
 একেক ফলের মূল্য দিয়া চারি পণ ;
 দশকোশ হৈতে আনায় করিয়া যতন ।
 প্রতি দিন পাঁচ সাত কল ছোলাইয়া ;
 স্নানীতল করিতে রাখে জলে ডুবাইয়া ।
 ভোগের সময়ে পুনঃ ছুলি শঙ্খ করি ;
 কৃষ্ণ সমর্পণ করে সুখে হিত্ত করি ।
 কৃষ্ণ সেই নারিকেল জলপান করি ;
 কছু শূন্য কল রাখেন কছু জল ভরি ।
 জল শূন্য কল দেখি পণ্ডিত হরষিত ;
 ফল ভাঙ্গি শত কৈল শত পাত্র পূরিত ।
 শত সমর্পিয়া করে বাহিরে ধোয়ান ;
 শস্য খাঞা কৃষ্ণ করে শূন্য ভাজন ।

'কভু শস্ত খাঞা পুনঃ পাত্র তরে শাঁসে ;
 শ্রদ্ধা বাড়ে পণ্ডিতের প্রেম সিন্ধুতে তাসে ।
 এক দিন দশ ফল সংস্কার করিয়া
 ভোগ লাগাইতে সেবক আইল লইয়া ।
 অবসর নাহি হয় বিলম্ব হইল ;
 ফল পাত্র হাতে সেবক ধারে রহিল ।
 ঘরের উপর ভিতে তিঁহ হাত দিল ;
 সেই হাতে ফল ছুঁইল পণ্ডিত দেখিল ।
 পণ্ডিত কহে “ধারে লোক করে গতায়তে ;
 তার পদধূলি উড়ি লাগে উপর ভিতে ।
 সেই ভিতে হাত দিয়া ফল পরশিলা ;
 কৃষ্ণ যোগ্য নহে ফল অপবিত্র হৈলা” ।
 এত বলি ফলফেলে প্রাচীর লজ্জিয়া ;
 ঐছে পবিত্র প্রেম সেবা জগৎ জিনিয়া ।
 তবে আর নারিকেল সংস্কার করাইল ;
 পরম পবিত্র করি ভোগ লাগাইল ।
 এইমত কলা আশ্রয় নারিকেল কাঁঠাল ;
 যাঁহা যাঁহা দূর গ্রামে গুনি আছেন ভাল ;
 বহু মূল্য দিয়া আনি করিয়া যতন
 পবিত্র সংস্কার করি করে নিষেদন ।
 এইমত ব্যঞ্জনের শাক মূল ফল ;
 এইমত চিঁড়া ছড়ুম সন্দেস সকল ।
 এইমত গিঠাপানা ক্ষীর ওদন ;
 পরম পবিত্র আর করে সর্বোত্তম ।
 কাশনি আচার আদি অনেক প্রকার ;
 গন্ধ বস্ত্র অলঙ্কার সর্ব ত্রব্য সার ।
 এইমত প্রেমের সেবা করে অল্পপম ;
 যাঁহা দেখি সর্ব লোকের ছুড়ায় নরন’ ।
 এত বলি রাঘবেরে কৈল আলিঙ্গন ;
 এইমত সম্মানিল সর্ব ভক্তগণ ।

শিবানন্দ সেনে কহে করিয়া সম্মান ;
 'বাসুদেব দত্তের ভূমি করিহ সমাধানে ।
 পরম উদার ইহো যে দিনে যে আইসে ;
 সেই দিনে ব্যয় করে নাহি রাখে শেষে ।
 গৃহস্থ হয়েন ইহ চাহিয়ে সক্ষয় ;
 সক্ষয় না কৈলে কুটুম্ব ভরণ না হয় ।
 ইহার ঘরের আয় ব্যয় সব তোমার স্থানে ;
 সরথেল হঞা ভূমি করিহ সমাধানে ।
 প্রতি বর্ষে আসিবে সব ভক্তগণ লঞা ;
 গুণ্ডিচার আসিবে—সবাঘ পালন করিয়া' ।
 কুলীন গ্রামীরে কহে সম্মান করিয়া ;
 'প্রত্যাঙ্গ আসিবে যাত্রায় পট্টভূরী লঞা ।
 গুণরাজ খান কৈল শ্রীকৃষ্ণ বিজয় ;
 তাঁহা এক বাক্য তাঁর আছে প্রেমময় :—
 "নন্দ নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ" ;
 এই বাক্যে বিকটীহু তাঁর বংশের হাত ।
 তোমার কি কথা ? তোমার গ্রামের কুকুর ;
 সেহ মোর প্রিয়—অন্ত জন বহুদূর' ।
 তবে সত্য রাজ খান আর রামানন্দ ;
 প্রভুর চরণে কিছু কৈল নিবেদন ।
 'গৃহস্থ বিষয়ী আমি কি মোর সাধনে ?
 শ্রীমুখে করেন আজ্ঞা নিবেদি চরণে' ।
 প্রভু কহেন 'কৃষ্ণ সেবা, বৈষ্ণব সেবন ;
 নিরন্তর কর কৃষ্ণ নাম সঙ্কীৰ্ত্তন' ।
 সত্যরাজ বলে বৈষ্ণব চিনিব কেমনে ?
 কে বৈষ্ণব ? কহ তার সামান্য লক্ষণে' ।
 প্রভু কহে 'যার মুখে শুনি একবার ;
 কৃষ্ণ নাম ; সেই পূজ্য শ্রেষ্ঠ সবাকার
 এক কৃষ্ণ নামে করে সৰ্ব্ব পাপক্ষয় ;
 নববিধ ভক্তি পূর্ণ নাম হৈতে হয় ।

‘দীক্ষা পুরশ্চর্যা বিধি অপেক্ষা না করে ;
জিহ্বা স্পর্শে আচণ্ডাল সবারে উদ্ধারে ।
আনুসঙ্গ ফল করে সংসারের ক্ষয় ;
চিত্ত আকর্ষণ করে কৃষ্ণ প্রেমোদয় ।

তথাহি পদ্যাবল্যাং অষ্টাদশাঙ্কধৃত শ্রীধরস্বামিধৃত-
শ্লোকঃ

‘আকৃষ্টিঃ কৃতচেতসাং স্তম্বনসা মুচ্চাটনং চাংহসা
মাচাণ্ডাল মমুকলোক স্থলভো বশ্যশ্চ মুক্তিপ্রিয়ঃ
নো দীক্ষাং নচ সংক্রিয়াং নচ পুরশ্চর্যাং মনোগীকতে
মন্ত্রোহয়ং রসনা স্পৃগেব ফলতি শ্রীকৃষ্ণ নামাত্মকঃ’ ॥ ১৮৩ ॥

‘অয়ং’ ‘শ্রীকৃষ্ণ নামাত্মকঃ’ কৃষ্ণনামবুজ্ঞঃ ‘মন্ত্রঃ’ ‘রসনাস্পৃক্’ ‘এব’ রসনাং
জিহ্বাং স্পৃশতি যঃ সঃ রসনা স্পর্শমাত্রেণৈব ইত্যর্থঃ ‘ফলতি’ ফলং দদাতি
অয়ং মন্ত্রঃ ‘দীক্ষাং’ গুরুপদেশঃ তথা ‘সংক্রিয়াং’ সাধু সেবাং পুনঃ ‘পুর-
শ্চর্যাং’ পুরশ্চরণাদি অনুর্তানং ‘নো’ ন ‘দীকতে’ অপেক্ষতে । মন্ত্রঃ কীদৃশঃ
‘কৃত চেতসাং’ বশীকৃতচিত্তানাং ‘স্তম্বনসাং’ সাধুনাং ‘আকৃষ্টিঃ’ আকর্ষণং
চিত্তাকর্ষণশীল ইত্যর্থঃ ‘চ’ পুনঃ ‘অংহসাং’ পাপানাং ‘উচ্চাটনং’ নিরাকরণং
নিরাকরণশীল ইত্যর্থঃ পুনঃ ‘মাচাণ্ডালং’ চণ্ডাল পর্য্যন্তং যথা তথা ‘অমুক-
লোক স্থলভঃ’ সকল লোকানাং স্থলভঃ পুনঃ ‘মুক্তিপ্রিয়ঃ’ মুক্তিরূপ কল্যা-
ণস্ত ‘বশ্যঃ’ বশীভূতঃ ॥ ১৮৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণ নামাত্মক মন্ত্র গুরুপদেশ, সাধু সেবা বা পুরশ্চর-
ণাদি শুভানুর্তানের অপেক্ষা না করিয়া রসনা স্পর্শ মাত্রেই
ফলদান করে । ইহাতে জিতেন্দ্রিয় পুণ্যাত্মাদিগের চিত্ত
আকৃষ্ট হয় ; পাপ দূরীকৃত হয় ; ইহা আচণ্ডাল সকলেরই
স্থলভ ; এবং ইহাতে মুক্তিরূপ সম্পদ বশীভূত হয় ॥ ১৮৩ ॥

‘অতএব যার মুখে এক কৃষ্ণ নাম ;

সেই ত বৈষ্ণব তার করিহ সম্মান’ ।

খণ্ডের মুকুন্দদাস, শ্রীরঘুনন্দন,
 জীনরহরি—এই মুখ্য তিন জন ।
 মুকুন্দ দাসেরে পুছে শরীর নন্দন ;
 ‘তুমি পিতা পুত্র তোমার শ্রীরঘুনন্দন ?
 কিবা রঘুনন্দন পিতা তুমি তার তনয় ?
 নিশ্চয় করিয়া কহ যাউক সংশয়’ ।
 মুকুন্দ কহে ‘রঘুনন্দন আমার পিতা হয় ;
 আমি তাঁর পুত্র এই আমার নিশ্চয় ।
 আমি সবার কৃষ্ণভক্তি রঘুনন্দন হৈতে ;
 অতএব রঘুনন্দন পিতা আমার নিশ্চিত’ ।
 শুনি হর্ষে কহে প্রভু ‘কহিলে নিশ্চয় ;
 ষাঁহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি সেই গুরু হয়’ ।
 ভক্তের মহিমা কহিতে প্রভু পায় সুখ ;
 ভক্তের মহিমা কহিতে হয় পঞ্চমুখ ।
 ভক্তগণে কহে ‘শুন মুকুন্দের প্রেম !
 নির্মল নিগূঢ় প্রেম যেন শুদ্ধ হেম ।
 বাঞ্ছে রাজবৈদ্যা ইহো করে রাজ সেবা ;
 অন্তরে প্রেম ইহার জানিবেক কেবা ?
 এক দিন স্নেহে রাজা উচ্চ টুঙ্গিতে ;
 চিকিৎসার বাত কহে তাঁহার অগ্রেতে ।
 হেন কালে এক ময়ূর পুচ্ছের আড়ানি
 রাজ শিরোপরি ধরে এক সেবক আনি ।
 শিখিপুচ্ছ দেখি মুকুন্দ প্রেমাবিষ্ট হৈলা ;
 অতি উচ্চ টুঙ্গি হৈতে ভূমিতে পড়িলা ।
 রাজার জ্ঞান রাজ বৈদ্যের হইল মরণ ;
 আপনি নামিয়া তবে করাইল চেষ্টন ।
 রাজা বলে “ব্যথা তুমি পাইলে কোন ঠাঁঞি” ?
 মুকুন্দ কহে “অতি বড় ব্যথা পাই নাই” ।
 রাজা কহে “মুকুন্দ তুমি পড়িলা কি লাগি” ?
 মুকুন্দ কহে “রাজা মোর ব্যাধি আছে মৃগী” ।

'মহাবিদগ্ধ রাজা সেই সব জানে ;
 মুকুন্দের হৈল তাঁর মহাসিদ্ধ জানে' ।
 রঘুনন্দন সেবা করে কৃষ্ণের মন্দিরে ;
 ঘারে পুষ্করিণী—তার ঘাটের উপরে
 কদম্বের বৃক্ষ এক ফুটে বার মাসে ;
 নিত্য হই ফুল হয় কৃষ্ণ অবতঃসে ।
 মুকুন্দের কহে পুনঃ মধুর বচন ;
 'তোমার কার্য্য এই ধন উপার্জন ।
 রঘুনন্দনের কার্য্য শ্রীকৃষ্ণ সেবন ;
 কৃষ্ণ সেবা বিনা ইহার অশ্রু নাহি মন ।
 নরহরি রহ আমার ভক্তগণ সনে ;
 এই তিন কার্য্য সদা কর তিন জনে' ।
 সার্কভৌম বিদ্যাবাচস্পতি হই ভাই ;
 ছুট জনে কৃপা করি কহেন গোসাঁঞি :—
 'দারু জলরূপে কৃষ্ণ প্রকট সংপ্রতি ;
 দরশনে মানে করে জীবের মুক্তি ।
 দারু ব্রহ্মরূপে সাক্ষাৎ শ্রীপুরুষোত্তম ;
 ভাগীরথী সাক্ষাৎ হন জল ব্রহ্ম সম ।
 সার্কভৌম কর দারুব্রহ্ম আরাধন ;
 বাচস্পতি কর জল ব্রহ্মের সেবন' ।
 মুরারি গুপ্তেরে প্রভু করি আলিঙ্গন ;
 তাঁর ভক্তি নিষ্ঠা কহে 'তন ভক্তগণ !
 পূর্বে আমি ইহারে লোভাইল বারবার :—
 "পরম মধুর গুপ্ত ! ব্রজেশ্বরুমার ;
 অরং ভগবান্ কৃষ্ণ সর্বাংশী সর্বাশ্রয় ;
 বিগুণ নির্মল প্রেম-সিঁদুর রসময় ।
 সকল সঙ্গুণ বৃক্ষ রৈবত রত্নাকর ;
 বিদগ্ধ চতুর ধীর রসিক শেখর ।
 মধুর চরিত্র কৃষ্ণের মধুর বিলাস ;
 চাতুর্য্য বৈদগ্ধ হয় যার লীলারস ।

“সেই কৃষ্ণ ভজ তুমি হও কৃষ্ণাশ্রয় ;
 কৃষ্ণ বিনা উপাসনা মনে নাহি লয়” ।
 এই মত বারবার শুনিয়া বচন ;
 আমার গৌরবে কিছু ফিরে গেল মন ।
 আমারে কহেন “আমি তোমার কিস্কর ;
 তোমার আজ্ঞাকারী আমি নহি স্বতন্ত্র” ।
 এত বলি ঘরে গেলা ; চিন্তি রাত্রিকালে
 রঘুনাথ ত্যাগ চিন্তায় হইল বিহ্বলে ।
 “কেমনে ছাড়িব রঘুনাথের চরণ ;
 আজি রাত্রে প্রভু আমার করাহ মরণ” ।
 এইমত সর্ব রাত্রি করেন ক্রন্দন ;
 মনে স্বাস্থ্য নাহি রাত্রি কৈল জাগরণ ।
 প্রাতঃকালে আসি মোর ধরিল চরণ ;
 কঁাদিতে কঁাদিতে কিছু কৈল নিবেদন :—
 “রঘুনাথের পায় মুক্তি বেচিয়াছি মাথা ;
 কাড়িতে না পারি মাথা পাই বড় ব্যথা ।
 শ্রীরঘুনাথ চরণ ছাড়ন না যায় ;
 তব আজ্ঞা ভঙ্গ হয় কি করি উপায় ?
 তাতে যোরে এই কৃপা কর দয়াময় ;
 তোমার আগে মৃত্যু হউক ঘাটক সংশয়” ।
 এত শুনি আমি বড় মনে স্মৃথ পাইল ;
 ইহারে উঠাঞা তবে আলিঙ্গন কৈল ।
 “সাধু! সাধু! শুণু! তোমার স্মৃদুট ভজন ;
 আমার বচনে তোমার না চলিল মন ।
 এইমত সেবকের প্রীতি চাহি প্রভু পায় ;
 প্রভু ছাড়াইলে পদ ছাড়ন না যায় ।
 এইভাবে তোমার নিষ্ঠা জানিবার তরে ;
 তোমাতে আগ্রহ আমি কৈল বাবের বাবের ।
 সাক্ষাৎ হহুমান্ তুমি শ্রীরাম কিস্কর ;
 তুমি কেন ছাড়িবে তাঁর চরণ কমল” ?

'সেই মুরারি গুণ এই—মোর প্রাণ সম ;
 ইহার দৈন্ত শুনি মোর কাটয়ে জীবন' ।
 তবে বাসুদেবে প্রভু করি আলিঙ্গন ;
 তাঁর গুণ কহে হঞা সহস্র বদন ।
 নিঃশুণ শুনি দত্ত মনে লজ্জা পাঞা ।
 নিবেদন করে প্রভুর চরণে ধরিয়া :—
 'জগৎ তারিতে প্রভু তোমার অবতার ;
 মোর নিবেদন এক কর অঙ্গীকার ।
 করিতে সমর্থ প্রভু তুমি দয়াময় !
 তুমি মন কর যদি অনাগ্রাসে হয় ।
 জীবের হুঃখ দেখি মোর হৃদয় বিদরে ;
 সৰ্ব্বজীবের পাপ তুমি দেহ মোর শিরে ।
 জীবের পাপ লঞা মুঁঞি করি নরক ভোগ ;
 সকল জীবের প্রভু যুচাও ভব যোগ' ।
 এত শুনি মহাপ্রভুর চিত্ত দ্রবিণা ;
 অশ্রু কম্প স্বর ভঞ্জে কহিতে লাগিলা :—
 'তোমার বিচিত্র নহে তুমি যে প্রক্লাদ ;
 তোমার উপরে কৃষ্ণের সম্পূর্ণ প্রসাদ ।
 কৃষ্ণ সেই সত্য করে যেই মাগে ভূত ;
 ভূত বাঙ্খা পূর্ণ বিনা নাহি অত কৃত্য ।
 ব্রহ্মাণ্ড জীবের তুমি বাঙ্খিলে নিস্তার ;
 বিনা পাপ ভোগে হবে সবার উদ্ধার ।
 অসমর্থ নহে কৃষ্ণ ধরে সৰ্ব্ববল ;
 তোমারে বা কেন ভুঞ্জাইবে পাশফল ?
 তুমি যার হিত বাঙ্খ সে হৈল বৈষ্ণব ;
 বৈষ্ণবের পাপ কৃষ্ণ দূর করে সব ।

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াং পঞ্চমাধ্যায়ে ষষ্টিতম শ্লোকঃ

'যন্তিস্ত্রিগোপমথবেন্দ্রমহো স্বকর্ম

বন্ধানুরূপফল ভাজনমাতনোতি ।

কৰ্ম্মাণি নিৰ্দ্ধতি কিন্তু চ ভক্তিতাজাঃ

গোবিন্দমাদি পুরুষং তমহং ভজামি' ॥ ১৮৪ ॥

‘যঃ’ ‘তু’ গোবিন্দঃ ‘ইন্দ্রগোপং’ গোপানাং ইন্দ্রস্তং নন্দগোপমিত্যর্থঃ
‘অথবা’ ‘ইন্দ্রং’ বাসবং ‘অহো’ আশ্চর্য্যে ‘স্বকৰ্ম্মবদ্ধাশ্রুপ ফলভাজনং’ প্রারব্ধ
কৰ্ম্মাশ্রুপ ফলযোগ্যং ‘আতনোতি’ বিস্তারয়তি কৰোতীত্যর্থঃ ‘কিন্তু’ ‘চ’
পুনঃ ‘ভক্তিতাজাঃ’ ভক্তিকুর্কতাং লোকানাং ভক্তানামিত্যর্থঃ ‘কৰ্ম্মাণি’
সৰ্ব্বাণি শুভাশুভকৰ্ম্মফলানি ‘নিৰ্দ্ধতি’ ভক্ষীকরোতি দূরীকরোতীত্যর্থঃ ‘তং’
‘আদিপুরুষং’ ‘গোবিন্দং’ ‘অহং’ ‘ভজামি’ ॥ ১৮৪ ॥

যিনি নন্দাদির ও ইন্দ্রাদি দেবতারও স্ব স্ব প্রারব্ধ
কৰ্ম্মাশ্রুপ ফল প্রদান করেন ; অথচ ভক্তদিগের সকল কৰ্ম্ম
ভক্ষীভূত করিয়া দেন ; সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি
ভজনা করি ॥ ১৮৪ ॥

‘তোমার ইচ্ছা মাত্রে হবে ব্রহ্মাণ্ড মোচন ;
সৰ্ব্ব মুক্ত করিতে কৃষ্ণের নাহি পরিশ্রম ।
একই ডুবুর বৃক্ষে লাগে কোটি ফলে ;
কোটি ব্রহ্মাণ্ড ভাসে বিরজার জলে ।
তার এক ফল পড়ি যদি নষ্ট হয় ;
তথাপি বৃক্ষ নাহি জানে নিজ অপচয় ।
তৈছে এক ব্রহ্মাণ্ড যদি মুক্ত হয় ;
তবু অন্ন হানি কৃষ্ণের মনে নাহি লয় ।
অনন্ত ঐশ্বর্য্য কৃষ্ণের বৈকুণ্ঠাদি ধাম ;
তার গড়খাই কারণজি বার নাম ।
তাতে ভাসে যারা লঞা অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ;
গড়খাইতে ভাসে যেন রাই পূর্ণ ভাণ্ড ।
তার এক রাই নাশে হানি নাহি মানি ;
ঐছে এক অণু নাশে কৃষ্ণের নাহি হানি ।

‘সব ব্রহ্মাণ্ড সহ যদি মারার হর কর ;
তথাপি না মানে কৃষ্ণ কিছু অপচর ।
কোটি কামধেনু পতির ছাগী বৈছে মরে ;
বড়ৈশ্বর্য পতি কৃষ্ণের মায়া কিবা করে ?’

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে সপ্তাশীতিতমাধ্যায়ে
দশমশ্লোকে শ্রীভগবন্তমুদ্दिश्य वेदस্তুतिः

‘জয় জয় জহ্যজ। মজিত দোষ গৃভীতগুণাং
ত্বমসি যদাত্মনা সমবরুদ্ধ সমস্ত ভগঃ ।
অগজগদোকসা মখিলশক্ত্যববোধক তে
কচিদজয়াত্মনা চ চরতোহনুচরেম্মিগমঃ’ ॥ ১৮৫ ॥

হে ‘অজিত’ অপরাজিত ! ‘জয় জয়’ ঔৎকর্ষ্যমাবিকুরু (আদরে বীণা)
কেন ব্যাপারেণ ? ‘অগজগদোকসাং’ অগানি স্থাবরাণি জগন্তি জজমানিচ
ওকাংসি শরীরানি যেবাং জীবানাং তেবাং ‘অজাং’ অবিদ্যাং ‘জহি’ নাশয়
কিমিতি গুণবতী সা হস্তব্যোত্যত আহঃ ‘দোষ গৃভীতগুণাং’ দোষায় আনন্দা-
দ্যাবরণায় গৃভীতা গৃহীতা গুণা যয়া তাং (হগ্রহো ভ শঙ্কসীতি ভকারঃ)
ইয়ং হি শৈরিনী পরপ্রতারণায় গুণান্ গৃহাতি অতো হস্তব্যোতিভাবঃ । ‘যদ্’
যস্মাৎ ‘ত্বং’ ‘আত্মনা’ অনুরূপেণৈব ‘সমবরুদ্ধসমস্তভগঃ’ সংপ্রাপ্তসমস্তৈ-
শ্বর্যঃ ‘অসি’ বশীকৃতমায়দ্বাৎ । হে ‘অখিল শক্ত্যববোধক’ তেবাং জীবানাং
ত্বমেব সর্ব শক্ত্যবোধকঃ অন্তর্যামী অতো ন তে জ্ঞানাদৌ স্বতন্ত্রা ইতিভাবঃ ;
‘কচিৎ’ কদাচিৎ সৃষ্টাদি সময়ে ‘অজয়া’ মায়ায়া ‘আত্মনা চ’ ‘চরতঃ’
ক্ৰীড়তঃ নিত্যকালপুং ভগভয়া সত্য জ্ঞানানন্তানন্দমাত্রৈক রসেন বর্তমানস্ত
ইত্যর্থঃ ‘তে’ তব ‘নিগমঃ’ বেদঃ ‘অনুচরেৎ’ প্রতিপাদয়েৎ (কশ্মলি বজী) । য
আত্মনি তিষ্ঠন্ সত্যঃ জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম যঃ সর্বজঃ সর্ব বিদিত্যাदि নিগম কদম্ব
স্বামেবং ভূতং প্রতি পাদয়তীত্যর্থঃ ॥ ১৮৫ ॥

হে অজিত ! আপনার জয় হউক ! স্থাবর জঙ্গম জীব-
গণের আনন্দাদি আবরণ করিয়া অভিভূত রাখিবার জন্য
অবিদ্যা তাহার প্রভাব প্রকাশ করিয়াছে ; আপনি তাহাকে

নষ্ট করুন ; কারণ আপনিই স্বরূপতঃ সমস্ত ঐশ্বর্য প্রাপ্ত
হইয়াছেন এবং সকলের অন্তর্ধামীরূপে শক্তি সকল বিধান
করিতেছেন ; আপনা ভিন্ন মায়া নষ্ট করিবার ক্ষমতা আর
কাহারও নাই । সৃষ্টি সময়ে যখন আপনি আপনার মহি-
মাতে বিরাজিত ছিলেন ; তখনও মায়ার সহিত ক্রীড়া
করিয়াছিলেন । ঐতিগণ আপনার সেই অবস্থা প্রতিপাদন
করিতেছে ॥ ১৮৫ ॥

এই মত সর্ব ভক্তের কহি সব গুণ ;
সবারে বিদায় দিল করি আলিঙ্গন ।
প্রভুর বিচ্ছেদে ভক্ত করয়ে রোদন ;
ভক্তের বিচ্ছেদে প্রভুর বিষম হৈল মন ।
গদাধর পণ্ডিত রহিল প্রভুর পাশে ;
জলেশ্বরে প্রভু যারে করাইল আবাসে । (১)
পুরী পৌঁসাঞি, জগদানন্দ, স্বরূপ দামোদর ;
দামোদর পণ্ডিত, আর গোবিন্দ, কাশীন্দ্র ;
এই সব সঙ্গে প্রভু বৈসেন নীলাচলে ;
জগদ্বাধ দর্শন নিত্য করেন প্রাতঃকালে ।
এক দিন প্রভু পাশে আসি সার্কভৌম
খোড় হাত করি কিছু কৈল নিবেদন :—
‘এবে সব বৈষ্ণব গৌড়দেশে গেল ;
এবে প্রভুর নিমজ্জনে অবসর হৈল ।
এবে যোর ঘরে ভিক্ষা কর মাস ভরি’ ।
প্রভু কহে ‘ধর্ম্য নহে করিতে না পারি’ ।
সার্কভৌম কহে ‘ভিক্ষা কর বিশ দিন’ ;
প্রভু কহে ‘এও নহে যতি ধর্ম্য চির’ ।
সার্কভৌম কহে ‘কর দিন পঞ্চদশ’ ;
প্রভু কহে ‘তোমার ভিক্ষা একই দিবল’ ।

তবে সার্কভৌম প্রভুর চরণে ধরিয়া
 'দশ দিন কর' কহে মিনতি করিয়া ।
 প্রভু ক্রমে ক্রমে পাঁচ দিন ঘাটাইল ;
 পাঁচ দিন ভরি ভিক্ষা নিমন্ত্রণ নিল ।
 তবে সার্কভৌম করে আর নিবেদন ;
 'তোমার সঙ্গে সন্ন্যাসী আছয়ে দশ জন ।
 পুরী গৌরীশঙ্কর পাঁচ দিন ভিক্ষা মোর ঘরে ;
 পূর্বে আমি কহিয়াছি তোমার গোচরে ।
 দামোদর স্বরূপ এই বাসব আমার ;
 কছু তোমার সঙ্গে যাবেন কছু একেশ্বর ।
 আর অষ্ট সন্ন্যাসীর দুই দুই দিশে ;
 একেক দিন একেক জন পূর্ণ হৈল মাসে ।
 বহুত সন্ন্যাসী যদি আইসে এক ঠাঁঞি ;
 সন্মান করিতে নারি অপরাধ পাই ।
 তুমিও নিজ ছায়া সঙ্গে আসিবে মোর ঘরে ;
 'কছু সঙ্গে আসিবে স্বরূপ দামোদরে' ।
 প্রভুর ইজিত পাঞা আনন্ডিত মন ;
 সেই দিন মহাপ্রভুর কৈল নিমন্ত্রণ ।
 বাঠির মাতা নাম ভট্টাচার্য্যের গৃহিণী ;
 প্রভুর মহাভক্ত তিঁহো স্নেহেতে জননী ।
 ঘরে আসি ভট্টাচার্য্য তাঁরে আজ্ঞা দিল ;
 আনন্দে বাঠির মাতা পাক চড়াইল ।
 ভট্টাচার্য্যের গৃহে সব দ্রব্য আছে ভরি ;
 যেবা শাক কলাদিক আনিল আহরি ।
 আপনি ভট্টাচার্য্য করেন পাকের সব কর্ম ;
 বাঠির মাতা বিচক্ষণা জানে পাকের মৰ্ম্ম ।
 পাকশালার বক্ষিণে দুই ভোগালর ;
 এক ঘরে শালগ্রামের ভোগ সেবা হয় ।
 আর ঘর মহাপ্রভুর ভিক্ষার লাগিয়া
 নিভুতে করিয়াছে ভট্ট নুতন করিয়া ।

বাহে এক ঘর তার প্রহু প্রবেশিতে ;
 পাকশালার আর ঘর অন্ন পরিবেশিতে ।
 বজ্রশাকলার এক আগটিয়াপাতে ;
 তিন মোন তণ্ডুলের উবারিল ভাতে ।
 গীত শ্রুগন্ধি যুতে অন্ন সিক্ত কৈল ;
 চারিদিকে পাতে যত বহিরা চলিল ।
 কেয়াপাতের ডোঙ্গা কলা খোলা সারি সারি ;
 চারিদিকে রাখিয়াছে নানা ব্যঞ্জন ভরি ।
 দশ প্রকার শাক নিষ তিক্ত স্নজ্ঞ বোল ;
 মরিচের বাল ছেনাবড়ী বড়া বোল ।
 হুঙ্ক ভুখী হুঙ্ক কুম্ভাণ্ড বেশারি লাফরা ;
 মোচাবণ্ট মোচাভাজা বিবিধ শাকরা ।
 বৃক্ষ কুম্ভাণ্ড বড়ীর ব্যঞ্জন অপার ;
 ফুলবড়ী ফল মূলে বিবিধ প্রকার ।
 নব নিষ পত্র সহ ভ্রষ্ট বার্তাকী ;
 ফুলবড়ী পটোল ভাজা কুম্ভাণ্ড মানচাকী ।
 ভ্রষ্ট মাল মুলা নূপ অমৃত নিম্বয় ;
 মধুরান্ন বড়ান্নাদি অন্ন পাঁচ ছয় ।
 মুগ্ধবড়া মাষ বড়া কলাবড়া মিষ্ট ;
 ক্ষীরপুলি নারিকেল আর যত পিষ্ট ।
 কাঁজিবড়া হুঙ্কচিত্তা হুঙ্ক লকলকী ;
 আর যত পিঠা কৈল কহিতে না শকি ।
 স্নতসিক্ত পরমান্ন মুৎকুণ্ডিকা ভরি ;
 চাঁপা কলা ঘন হুঙ্ক আম্র তাঁহা ধরি ।
 রসলা মধিত দধি সন্দেশ অপার ;
 গোঁড়ে উৎকলে বত ভক্ষ্যের প্রকার ।
 শ্রদ্ধা করি ভট্টাচার্য্য সব করাইল ;
 শুভ্র পীঠোপরে সূক্ষ্ম বসন পাড়িল ।
 হুই পাশে শ্রুগন্ধি শীতল জল বারি ;
 অন্ন ব্যঞ্জনোপরি দিল তুলসী মঞ্জরী ।

অমৃত গোটিকা পিঠা পান্য আনাইলা ;
 জগন্নাথের প্রসাদ সব পৃথক ধরিলা ।
 হেনকালে মহাপ্রভু মধ্যাহ্ন করিয়া
 একেলা আইলা তাঁর হৃদয় জানিয়া ।
 ভট্টাচার্য্য কৈল তবে পাদ প্রক্ষালন ;
 ঘরের ভিতর গেলা প্রভু করিতে ভোজন ।
 অন্নাদি দেখিয়া প্রভু বিস্মিত হইয়া ;
 ভট্টাচার্য্যে কহে কিছু ভঙ্গি করিয়া ।
 ‘অলৌকিক এই সব অন্ন ব্যঞ্জন ;
 হুই প্রহর ভিতরে কেমনে হৈল রন্ধন ?
 শত চুলার শত জন পাক যদি করে ;
 তবু শীঘ্র এত দ্রব্য রান্ধিতে না পারে ।
 কৃষ্ণে ভোগ লাগাঞাছ অচ্যুমান করি ;
 উপরে দেখিবে যাতে তুলসীমঞ্জরী ।
 ভাগ্যবান্ তুমি ! সকল তোমার উদ্যোগ ;
 রাধাকৃষ্ণে লাগাঞাছ এতাদৃশ ভোগ ।
 অন্নের সৌরভ বর্ণ অতি মনোরম ;
 রাধাকৃষ্ণে শাক্য ইহা করিয়াছেন ভোজন ।
 তোমার বহুত ভাগ্য কত প্রশংসিব ;
 আমি ভাগ্যবান্ ইহার অবশেষ পাব ।
 কৃষ্ণের আসন পীঠ রাখ উঠাইয়া ;
 মোরে প্রসাদ দেহ তিন্ন পাত্র করিয়া ।
 ভট্টাচার্য্য কহে ‘প্রভু না কর বিস্ময় ;
 যে খাইবে তার শক্ত্যে ভোগ সিদ্ধ হয় ।
 না মোর উদ্যোগ না গৃহিণী রন্ধনে ;
 বীর শক্ত্যে সিদ্ধ অন্ন সেই ইহা জানে ।
 এইত আসনে বসি করহ ভোজন’ ।
 প্রভু কহে ‘পূজ্য এই কৃষ্ণের আসন’ ।
 ভট্ট কহে ‘অন্ন পীঠ সমান প্রসাদ ;
 অন্ন খাবে পীঠে বসিতে কাঁহা অপরাধ’ ?

প্রভু কহে 'ভাল কহিলে শাস্ত্র আজ্ঞা কর ;
ব্রহ্মের সকল শেব ছুত্যা আনন্দর ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ স্কন্ধে ষষ্ঠাধ্যায়ে এক-
ত্রিংশ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণঃ প্রতি উদ্ধব বাক্যং

‘ত্বয়োপযুক্তস্রগ্গন্ধবাসোহলঙ্কার চর্চ্চিতাঃ ।

উচ্ছ্রষ্ট ভোজিনো দাসা স্তবমায়াং জয়েমহি’ ॥১৮৬॥

‘তব’ ‘উচ্ছ্রষ্ট ভোজিনঃ’ ‘দাসাঃ’ বয়ঃ তব ‘মায়াং’ মোহজালং ‘হি’
নিশ্চিতং ‘জয়েম’ জেতুং শক্যম্ । কীদৃশা বয়ঃ ‘ত্বয়োপযুক্ত স্রগ্গন্ধবাসোহ-
লঙ্কার চর্চ্চিতাঃ’ স্বরা নিমিত্তেন তব পরোকপূজাদৌ ইত্যর্থঃ উপযুক্তা যোগ্যা
স্রগ্গন্ধবাসোহলঙ্কারা তৈ চর্চ্চিতাঃ অলঙ্কৃতাঃ ॥ ১৮৬ ॥

আমরা আপনার দাস ; আপনার উদ্দেশে নিবেদিত
মাল্য, গন্ধ, বস্ত্র, অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া ও আপনার উচ্ছ্রষ্ট
ভোজন করিয়া আমরা মায়া জয় করিতে সমর্থ হইব ॥১৮৬॥

‘তথাপি এতেক অন্ন খাওন না যায়’ ।

ভট্ট কহে ‘জানি খাও বতেক যুয়ার ।

নীলাচলে ভোজন তুমি কর বায়ান্ন বার ;

একেক ভোগের অন্ন শত শত তার ।

ঘরকাতে হোল সহস্র মহিবী মন্দিরে ;

অষ্টাদশ মাতা আর বাসবের ঘরে ।

ব্রজে জ্যেষ্ঠা, খুড়া, মামা, পিসাদি, গোপগণ,

সখাবল্লভ, —সবার ঘরে দ্বিসঙ্খ্যা ভোজন ।

গোবর্দ্ধন যজ্ঞে অন্ন খাইলে রাশি রাশি ;

তার দেখে এই অন্ন নহে এক গ্রাসী ।

ভূমিত লেখর মুক্তি ক্ষুদ্র জীব হার ;

এক গ্রাস মাধুকরী কর অঙ্গীকার’ ।

এত শুনি হাসি প্রভু বসিলা ভোজনে ;

অগ্নরাধের প্রসাদ ভট্ট দেন হর্ষ মনে ।

হেনকালে অমোঘ নাম ভট্টাচার্য্যের জামাতা ;
 কুলীন নিম্নক তিহো বাঠিকতার ভর্তা ।
 ভোজন দেখিতে চাহে আসিতে না পারে ;
 লাঠি হাতে ভট্টাচার্য্য আছেন দ্বারে ।
 তিহো ব দি প্রসাদ দিতে হৈলা আনমন ;
 অমোঘ আসি অন দেখি করয়ে নিম্নন ।
 'এই অন্ন তুণ্ড হয় দশ বার জন ;
 একেলা সন্ন্যাসী করে এতেক ভোজন' ?
 শুনি ভট্টাচার্য্য তবে উলটি চাহিল ;
 তাঁর অবধান দেখি অমোঘ পলাইল ।
 ভট্টাচার্য্য লাঠি লঞা মারিতে ধাইল ;
 পলাইল অমোঘ তার লাগি না পাইল ।
 তবে গালি শাপ দিতে ভট্টাচার্য্য আইলা ;
 নিন্দা শুনি মহাপ্রভু হাঁসিতে লাগিল ।
 শুনি বাঠির মাতা শিরে বুকে ঘাত মারে ;
 'বাঠি রাণী হউক' ইহা বলে বারে বারে ।
 ছ'হার দুঃখ দেখি প্রভু ছ'হা প্রবোধিয়া ;
 ছ'হার ইচ্ছাতে ভোজন কৈল তুট হঞা ।
 আচমন করাইয়া ভট্ট দিল মুখ বাস ;
 তুলসী মঞ্জরী লজ্জা এলাচি সুবাস ।
 সর্বাঙ্গে লেপিল প্রভুর স্নগন্ধি চন্দন ;
 দণ্ডবৎ হঞা বলে সন্দেশ্য বচন ।
 'নিন্দা করাইতে তোমা আনিছ নিজ ঘরে ;
 এই অপরাধ প্রভু ক্ষমা কর মোরে' ।
 প্রভু কহে 'নিন্দা নহে সহজ কহিল ;
 ইহাতে তোমার তার কি অপরাধ হৈল'
 এত বলি মহাপ্রভু চলিল ভবনে ;
 ভট্টাচার্য্য তাঁর ঘরে গেলা তাঁর সনে ।
 প্রভু পদে পড়ি বহু আশ্ব নিন্দা কৈল ;
 তাঁরে শান্ত করি প্রভু ঘরে পাঠাইল ।

ঘরে আসি ভট্টাচার্য্য যাগীর যাঁতা গনে ;
 আপনা নিদ্রিয়া কিছু কহেন বচনে ।
 'চৈতন্য গৌরাঙ্গের নিন্দা শুনি যাঁহা হৈতে ;
 তারে বধ কৈলে হয় পাপ আশ্রিত্তে ।
 কিহা নিজ প্রাণ যদি করি বিমোচন ;
 ছুই যোগ্য নহে, ছুই শরীর ব্রাহ্মণ ।
 পুনঃ সেই নিন্দকের মুখ না দেখিব ;
 পরিত্যাগ কৈল তার নাম না লইব ।
 যাগীরে কহ তারে ছাড়ুক সে হৈল পতিত ;
 পতিত হইলে ভর্তা ত্যজিতে উচিত ।

তথাহি স্মৃতিবচনং । 'পতিঞ্চ পতিতং ত্যজেৎ' ॥ ১৮৭ ॥

'সেই রাত্রে অমোঘ কাঁহা পলাঞা রছিল ;
 প্রাতঃকালে তারে বিন্দুচিকা ব্যাধি হৈল ।
 অমোঘ মরেন শুনি কহে ভট্টাচার্য্য ;
 'সহায় হইয়া দৈব কৈল মোর কার্য্য ।
 ঈশ্বরেতে অপরাধ ফলে ততক্ষণ' ।
 এতবলি পড়ে ছুই শাস্ত্রের বচন ।

তথাহি মহাভারতে বনপর্ব্বণি একচত্বারিংশাদিক
 দ্বিশতাধ্যায়ে সপ্তদশ শ্লোকে যুধিষ্ঠিরং প্রতি ভীমবাক্যং

'মহতা হি প্রযত্নেন হস্ত্যশ্বরথপত্তিভিঃ ।

অস্মাভি র্ষদনুষ্ঠেয়ং গন্ধর্বৈস্তদনুষ্ঠিতং' ॥ ১৮৮ ॥

হে রাজন্ ! 'হি' যতঃ 'মহতা' 'প্রযত্নেন' মহতা উদ্যোগেন বলেন চ
 'হস্ত্যশ্বরথপত্তিভিঃ' করণৈঃ 'অস্মাভিঃ' পাণ্ডবৈঃ 'বৎ' কৰ্ম্ম কৌরববধরূপং
 ইত্যভিপ্রায়ঃ 'অনুষ্ঠেয়ং' করণীরং ভবেৎ 'তৎ' কৰ্ম্ম কৌরববধসাধন মিত্যর্থঃ
 'গন্ধর্বৈঃ' 'অনুষ্ঠিতং' কৃতং অতঃ শোকং বা কার্ষীঃ ॥ ১৮৮ ॥

হে মহারাজ ! হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতিক প্রভৃতির
 সাহায্যে মহা উদ্যোগ করিয়া আমরাগকে মাহা করিতে

হইত ; গন্ধর্ব্বগণ তাহা সম্পাদন করিয়াছে ; অতএব ইহাতে আর শোক কি ? ॥ ১৮৮ ॥

তথাহি ত্রীমষ্টাপবতে দশমস্কন্ধে চতুর্থাধ্যায়ে একত্রিংশ-
শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং

‘আয়ুঃ শ্রিয়ং যশো ধর্ম্মং লোকানাশিষ এবচ ।

হস্তি শ্রেয়াংসি সর্ব্বাণি পুংসো মহদতিক্রমঃ’ ॥ ১৮৯ ॥

‘মহদতিক্রমঃ’ মহতাং সাধুনাং অতিক্রমঃ অপরাধঃ ‘পুংসঃ’ জীবস্য
‘সর্ব্বাণি’ ‘শ্রেয়াংসি’ মঙ্গলানি ‘হস্তি’ যথা শ্রেয়াংসি ‘আয়ুঃ’ জীবনং ‘শ্রিয়ং’
শোভা সৌন্দর্য্যাদিকং ‘যশঃ’ সংকীর্্ত্তিকলাপং ‘ধর্ম্মং’ আশ্রমধর্ম্মাদিকং
‘লোকান্’ ইহ পর লোকান্ ‘আশিষঃ’ সতাং অমুগ্রহং ‘এবচ’ ইত্যাदीন্
সর্ব্বান্ । সতাং বিধেযো ন মৃত্যু মাত্র হেতুঃ কিন্তু বহ্ননর্থ কণরীত্যর্থ ॥ ১৮৯ ॥

সাধুদিগের অতিক্রমে পুরুষের আয়ুঃ, শ্রী, যশ, ধর্ম্ম, ইহ-
পরলোক এবং আশীর্ব্বাদ ইত্যাদি সর্ব্ব প্রকার শ্রেয়ঃ
বিনষ্ট হইয়া যায় ॥ ১৮৯ ॥

গোপীনাথচার্য্য গেলা প্রভুর দর্শনে ;

প্রভু তাঁরে পুছিল ভট্টাচার্য্য বিবরণে ।

আচার্য্য কহে ‘উপবাস কৈল হুই জনে ;

বিসৃচিকা বাধিতে অমোঘ ছাড়িছে জীবনে’ ।

তনি কুপ্যায় প্রভু আইলা ধাইয়া ;

অমোঘেরে কহে তার বৃকে হাত দিয়া :—

‘সহজে নির্ম্মল এই ব্রাহ্মণ জন্ম ;

বৃকের বসিতে এই যোগ্য স্থান হয় ।

মাৎসর্য্য চণ্ডাল কেন ইহা বসাইলে ?

পরম পবিত্র স্থান অপবিত্র কৈলে ।

সার্কভৌম সঙ্গে তোমার কলুষ হৈল ক্ষয় ;

কলুষ ঘুচিলে জীব কৃষ্ণ নাম লয় ।

'উঠহ অমোঘ ! তুমি লও কৃষ্ণ নাম ;
 অচিরে তোমারে কৃপা করিবে ভগবান্' ।
 শুনি কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি অমোঘ উঠিলা ;
 প্রেমোন্মাদে মত্ত হঞা নাচিতে লাগিলা ।
 কম্পাশ্রু, পুলক, স্তম্ভ শ্বেদ, স্বরভঙ্গ ;
 প্রভু হাঁসে দেখি তার প্রেমের তরঙ্গ ।
 প্রভুর চরণ ধরি করেন বিনয় ;
 'অপরাধ ক্ষম মোর প্রভু দয়াময় !
 এই ছার মুখে তোমার করিহু নিন্দনে' ।
 এত বলি আপন গালে চড়ায় আপনে ।
 চড়াইতে চড়াইতে গাল ফুলাইল ;
 হাঁতৈ ধরি গোপীনাথচার্য্য নিবেধিল ।
 প্রভু আশ্বাসন করে স্পর্শি তার গাত্র ;
 'সার্কভৌম সখকে তুমি মোর স্নেহ পাত্র ।
 সার্কভৌম গৃহে দাস দাসী যে কুকুর ;
 সেহ মোর প্রিয় অন্ত জন বহুদূর ।
 অপরাধ নাহি তব লও কৃষ্ণনাম' ।
 এতবলি প্রভু আইলা সার্কভৌম স্থান ।
 প্রভু দেখি সার্কভৌম ধরিলা চরণে ;
 প্রভু তাঁরে আলিঙ্গিয়া বাসিলা আসনে ।
 প্রভু কহে 'অমোঘ শিশু ! কিবা তার দোষ ?
 কেন উপবাস কর ? কেন তারে রোষ ?
 উঠ স্নান কর, দেখে জগন্নাথ মুখ ;
 শীঘ্র আসি ভোজন কর তবে মোর সুখ ।
 তাবৎ রহিব আমি এখানে বসিয়া ;
 'দ্যাবৎ না পাইবে তুমি প্রসাদ আসিয়া' ।
 প্রভু পদে ধরি ভট্ট কহিতে লাগিলা ;
 'মরিত অমোঘ তারে কেন জীয়াইলা' ?
 প্রভু কহে 'অমোঘ হয় তোমার বালক ;
 বালক দোষ না লয় পিতা ; তাহাতে পালক ।

'এবে বৈষ্ণব হৈল তার গেল অপরাধ ;
 তাহার উপরে এবে করহ প্রসাদ' ।
 ভট্ট কহে 'চল প্রভু দ্বৈত দর্শনে ;
 স্থান করি মুক্তি তাঁহা আসিছে। একণে' ।
 প্রভু কহে 'গোপীনাথ ! ইহা কি রহিবা ;
 ইহ প্রসাদ পাইলে বার্তা আমারে কহিবা' ।
 এত বলি প্রভু গেলা দ্বৈত দর্শনে ;
 ভট্ট স্থান স্মরণ করি করিলা ভোজনে ।
 সেই অমোঘ হৈল প্রভুর ভক্ত একান্ত ;
 প্রেমে নিত্য কৃষ্ণ নাম লয় মহাশান্ত ।
 এঁছে চিত্র লীলা করে শচীর নন্দন ;
 যেই দেখে শুনে তার বিস্ময় হয় মন ।
 এঁছে ভট্ট গৃহে করেন ভোজন বিলাস ;
 তার মধ্যে নানা চিত্র চরিত্র প্রকাশ ।
 সার্কভৌম ঘরে এই ভোজন চরিত ;
 সার্কভৌম প্রেম ঝাঁহা হইলা বিদিত ;
 যাগীর মাতার প্রেম আর প্রভুর প্রসাদ ;
 ভক্ত সঙ্কে বাঁহা কমিল অপরাধ ;
 শ্রদ্ধা করি এই লীলা শুনে যেই জন ;
 অচিরাতে পায় সেই চৈতন্য চরণ ।
 শ্রীকৃষ্ণ রঘুনাথ পদে বার আশ ;
 চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ।

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে সার্কভৌম গৃহে ভোজন বিলাসো
 নাম পঞ্চদশ পরিচ্ছেদঃ ॥ ১০ ॥

ষোড়শ পরিচ্ছেদ ।

প্রস্থকারন্ত

গৌড়োদ্যানং গৌরমেঘঃ দিক্ণু স্থালোকনামৃতৈঃ ।

ভবাগ্নি দন্ধ জনতা বীরুধঃ সমজীবয়ৎ ॥ ১১০ ॥

‘গৌর মেঘঃ’ গৌর এব মেঘঃ ‘স্বালোকনামৃতৈঃ’ নিজদর্শন রূপামৃত-
জলৈঃ করণৈঃ ‘গৌড়োদ্যানং’ গৌড়দেশ মিব পুষ্পবনং ‘সিঞ্চন’ সন্ ‘ভবাগ্নি-
দগ্ধ জনতা বীকৃধঃ’ ভবাগ্নিনা সংসারাগ্নিনা জলজরাচিত্তারূপাগ্নিনা ইতর্থাৎ
‘দগ্ধাঃ সন্তাপিতাঃ জনতাঃ জন সমূহা এব বীকৃধঃ লতা স্তাঃ ‘সমজীৱ-
য়ং’ জীবয়ামাস ॥ ১৯০ ॥

গৌরজলদ নিজ দর্শনামৃতে গৌড়োদ্যান সিঞ্চিত
করতঃ সংসারাগ্নিসন্তাপিত লোকলতাদিগের জীবনদান
করিলেন ॥ ১৯০ ॥

জয় জয় গৌরচন্দ্র ! জয় নিত্যানন্দ !
জয়াধৈতচন্দ্র ! জয় গৌরভক্ত বৃন্দ !
প্রভুর হইল ইচ্ছা যাইতে বৃন্দাবন ;
ভনিয়া প্রতাপরুদ্র হইলা বিমন ।
সার্কভৌম রামানন্দ আনি দুই জন ;
হুঁহাকে কহেন রাজা বিনয় বচনঃ—
‘নীলাদ্রি ছাড়ি প্রভুর মন অন্তর যাইতে ;
তোমরা করিহ যত্ন তাঁহারে রাখিতে ।
তাঁহা বিনা এই রাজ্য মোরে নাহি ভায় ;
গৌঁসাঞি রাখিতে করিহ নানা উপায়’ ।
রামানন্দ সার্কভৌম দুই জন সনে ;
তবে যুক্তি করে প্রভু যাইতে বৃন্দাবনে ।
হুঁহে কহে ‘রথযাত্রা কর দরশন ;
কার্ত্তিক মাস আইলে করিহ গমন’ ।
কার্ত্তিক আইলে কহে ‘এবে মহা শীত ;
দোলযাত্রা দেখি যাইও এই ভাল রীত’ ।
আজি কালি করি উঠায় বিবিধ উপায় ;
যাইতে সম্মতি না দেয় বিচ্ছেদের ভয় ।
যদ্যপি স্বতন্ত্র প্রভু নহে নিবারণ ;
ভক্ত ইচ্ছা বিনা তবু না করে গমন ।

তৃতীয় বৎসরে সব গোড়ের ভক্তগণ ;
 নীলাচলে চলিতে সবার টেঁহল মন ।
 সবে মিলি গেলা অষ্টম আচার্য্যের পাশে ;
 প্রভু দেখিতে আচার্য্য চলিলা পরম উল্লাসে ।
 যদ্যপি প্রভুর আজ্ঞা গোড়িতে রহিতে
 নিত্যানন্দ প্রভুকে, প্রেমভক্তি প্রকাশিতে ;
 তথাপি চলিলা মহাপ্রভুকে, দেখিতে ।
 নিত্যানন্দের প্রেম চেষ্টা কে পারে বৃদ্ধিতে ?
 আচার্য্য রত্ন, বিদ্যানিধি, ত্রীবাস, রামাই ;
 বাসুদেব, মাধব, গোবিন্দ তিন ভাই ;
 রাঘব পণ্ডিত নিজ কালি সাজাইয়া ;
 কুলীন গ্রাম বাসী চলে পটুড়ী লঞা ।
 ধণ্ডবাসী নরহরি শ্রীরঘুনন্দন ;
 সর্ব ভক্ত চলে ; তার কে করে গণন ?
 শিবানন্দ সেন করে ঘাটি সমাধান ;
 সবাকৈ পালন করি স্নেহ লঞা যান ।
 সবার সর্ব কার্য্য করেন দেন বাঁসা স্থান ;
 শিবানন্দ জানে উড়িয়া পথের সুস্থান ।
 সে বৎসর প্রভু দেখিতে সব ঠাকুরাণী ;
 চলিলা আচার্য্য সঙ্গে অচ্যুত জননী ।
 ত্রীবাস পণ্ডিত সঙ্গে চলিলা মালিনী ;
 শিবানন্দ সঙ্গে চলে তাঁহার গৃহিণী ।
 শিবানন্দের বালক নাম চৈতন্ত দাস ;
 তিঁহো চলিয়াছে প্রভু দেখিতে উল্লাস ।
 আচার্য্য রত্ন সঙ্গে তাঁহার গৃহিণী ;
 তাঁহার প্রেমের কথা কহিতে না জানি ।
 সব ঠাকুরাণী মহাপ্রভুকে ভিক্ষা দিতে ;
 প্রভুর প্রিয় নানা দ্রব্য নিল ঘর টেঁহতে ।
 শিবানন্দ সেন করে সব সমাধান ;
 ঘাটিয়াল প্রবোধি দেন সবারে বাসস্থান ।

ভক্ষ্য দিয়া করেন সবার সর্বত্র পালনে ;
 পরম আনন্দে যান প্রভুর দর্শনে ।
 রেমুণা আসি কৈল গোপীনাথ দরশন ;
 আচার্য্য করিল তাঁহা কীর্তন নর্ত্তন ।
 নিত্যানন্দের পরিচয় সব সেবক সনে ;
 বহুত সম্মান আসি কৈল সেবকগণে ।
 সেই রাত্রি সব মহাস্ত তঁাহাঞি রহিলা ;
 বার ক্ষীর আনি আগে সেবক ধরিল ।
 ক্ষীর বাঁটি সবারে দিল প্রভু নিত্যানন্দ ;
 ক্ষীর প্রসাদ পাইয়া সবার বাড়িল আনন্দ ।
 মাধবপুরীর কথা, গোপাল স্থাপন ;
 তঁাহারে গোপাল মৈছে মাগিল চন্দন ;
 তাঁর লাগি গোপীনাথ ক্ষীর চুরি কৈল ;
 মহাপ্রভুর মুখে আগে যে কথা শুনিল ;
 সেই কথা সবার মধ্যে কহে নিত্যানন্দ ;
 শুনিয়া বৈষ্ণব মনে বাড়িল আনন্দ ।
 এই মত চলি চলি কটক আইলা ;
 সাক্ষী গোপাল দেখি সে দিন রহিলা ।
 সাক্ষী গোপালের কথা কহে নিত্যানন্দ ;
 শুনিয়া বৈষ্ণব মনে বাড়িল আনন্দ ।
 প্রভুকে মিলিতে সবার উৎকর্ষা অন্তরে ;
 শীঘ্র করি আইলা সবে শ্রীনীলাচলে ।
 আঠার নালার আইলা গৌসাক্ষি শুনিয়া ;
 দুই মালা পাঠাইলা গোবিন্দ হাত দিয়া ।
 দুই মালা গোবিন্দ দুই জনে পরাইল ;
 অবৈত, অবধূত গৌসাক্ষি—বড় সুখ পাইল ।
 তঁাহাঞি আরস্ত কৈল কৃষ্ণসংকীৰ্তন ;
 নাচিতে নাচিতে চলি আইলা দুই জন ।
 পুনঃ মালা দিয়া অন্নপাদি নিজগণ
 আশু বাড়ি পাঠাইল শচীর নন্দন ।

নরেন্দ্র আসিয়া তাঁরা সবারে মিলিলা ;
 মহাপ্রভুর নত মালা সবারে পরাইলা ।
 নিঃস্বার নিকটে আইলা শুনি গৌররায় ;
 আপনি আসিয়া ওড়ু মিলিলা সবায় ।
 সব লঞা কৈল জগন্নাথ দরশন ;
 সব লঞা আইলা প্রভু আপন ভবন ।
 বাণীনাথ কাম্বীমিশ্র প্রসাদ আনিল ;
 স্বহস্তে সবারে প্রভু প্রসাদ খাওয়াইল ।
 পূর্ব বৎসরের যার যেই বাসা স্থান ;
 তাঁহা সব পাঠাইয়া করাইল বিশ্রাম ।
 এই মত ভক্তগণ রহিলা চারি মাস ;
 প্রভুর সহিত করে কীর্তন বিলাস ।
 পূর্ববৎ রথ যাত্রা কাল ববে আইল ;
 সব লঞা গুণ্ডিচা মন্দির প্রকালিল ।
 কুলীন আমীর পট্টভূরী জগন্নাথে দিল ;
 পূর্ববৎ রথ আগে নর্তন করিল ।
 বহু নৃত্য করি পুনঃ চলিল উদ্যানে ;
 বাপী তীরে তাঁহা বাই করিলা বিশ্রামে ।
 রাজী এক বিপ্র তিঁহো নিত্যানন্দ দাস ;
 মহাভাগ্যবান্ তিঁহো নাম কৃষ্ণদাস ;
 ঘট ভরি মহাপ্রভুর অভিষেক কৈল ;
 তাঁর অভিষেকে প্রভু মহা তৃপ্ত হৈল ।
 বলগণ্ডি ভোগের বহু প্রসাদ আইল ;
 সব সজে মহাপ্রভু প্রসাদ খাইল ।
 পূর্ববৎ রথ যাত্রা কৈল দরশন ;
 হোরা পঞ্চমী যাত্রা দেখেন লঞা ভক্তগণ ।
 আচার্য্য গোস্বামী প্রভুর কৈল নিমন্ত্রণ ;
 তার মধ্যে কৈল বৈছে বড় বসিষণ ;
 বিস্তারি বর্ণিঘাটেন দাস বৃন্দাবন ।
 শ্রীবাস প্রভুরে তবে কৈল নিমন্ত্রণ ।

প্রভুর প্রিয় ব্যঞ্জন সব স্বাদেই মালিনী ;
 ভক্ত্যে দাসী অভিমান, স্নেহেতে জননী ।
 আচার্য্য রক্ত আদি যত মুখ্য ভক্তগণ ;
 মধ্যে মধ্যে প্রভুরে করেন নিমন্ত্রণ ।
 চাতুর্খ্যাস্ত্র অস্ত্রে পুনঃ নিত্যানন্দ লক্ষ্য ;
 কিবা বৃক্তি করে প্রভু নিছিতে বসিয়া ।
 আচার্য্য গৌসাক্ষি প্রভুকে কহে ঠারে ঠারে ;
 আচার্য্য তজ্জা পড়ে কহে বুঝিতে না পারে ।
 তাঁর মুখ দেখি হাসে শচীর নন্দন ;
 অঙ্গীকার জানি আচার্য্য করেন নন্দন ।
 কিবা প্রার্থনা, কিবা আজ্ঞা, কহে না বুঝিল ;
 আলিঙ্গন করি প্রভু তাঁরে বিদায় দিল ।
 নিত্যানন্দে কহে প্রভু 'তনুহ ত্রীপাদ !
 এই আমি মাগি তুমি করহ প্রসাদ ;
 প্রতিবর্ষ নীলাচলে তুমি না আসিবা ;
 গোড়ে রহি মোর ইচ্ছা সফল করিবা ।
 তাহা সিদ্ধি করে হেন অস্ত্র না দেখিয়ে ;
 আমার দুকর কন্দ্র তোমা হৈতে হয়ে' ।
 নিত্যানন্দ কহে 'আমি দেহ, তুমি প্রাণ ;
 দেহ প্রাণ ভিন্ন নহে এইত প্রমাণ ।
 অচিন্ত্য শক্ত্যে কর তুমি তাহার ঘটন ;
 যে করাহ সেই করি নাহিক নিয়ম' ।
 তাঁরে বিদায় দিল প্রভু করি আলিঙ্গন ;
 এই মত বিদায় দিল সব ভক্তগণ ।
 কুলীন প্রামী পুণ্ড্রবৎ কৈল নিবেদন ;
 'প্রভু আশী কর আমার কষ্টব্য সাধন' ।
 প্রভু কহে 'বৈষ্ণব সেবা, নাম সংকীর্্তন
 হই কর, শীঘ্র পাবে শ্রীকৃষ্ণ চরণ' ।
 ভিঁহো কহে 'কে বৈষ্ণব ? কি তার লক্ষণ' ?
 তবে হাসি কহে প্রভু জানি তাঁর মনঃ—

'কৃষ্ণ নাম নিরন্তর বাহার বদনে ;
 সেই সে বৈষ্ণব ভজ তাঁহার চরণে' ।
 বর্ষান্তরে পুনঃ তাঁরা ঐছে প্রমত্ত কৈল :
 বৈষ্ণবের তারতম্য প্রভু শিক্ষাইল ।
 'যাঁহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম ;
 তাঁহারে জানিহ তুমি বৈষ্ণব প্রধান' ।
 ক্রম করি কহে প্রভু বৈষ্ণব লক্ষণ ;
 বৈষ্ণব, বৈষ্ণবতর আর বৈষ্ণবতম ।
 এইমত সব বৈষ্ণব গোঁড়ে চলিলা ;
 বিদ্যানিধি সে বৎসর নীলাজি রহিলা ।
 স্বরূপ সহিত তাঁর হয় সখ্য প্রীতি ;
 দুই জনায় কৃষ্ণ কথায় একত্রই স্থিতি ।
 গদাধর পণ্ডিতে তিহো পুনঃ মন্ত্র দিল ;
 শুড়নি ষষ্ঠীর দিনে যাত্রা যে দেখিল ।
 জগন্নাথ পরে তথা মাড়ুরা বসন ;
 দেখিয়া সন্তপ্ত হৈল বিদ্যানিধির মন ।
 সেই রাত্রে জগন্নাথ বলাই আসিয়া
 দুই ভাই চড়ান্ তাঁরে হাসিয়া হাসিয়া ।
 গাল ফুলিল আচার্য্য অন্তরে উল্লাস ;
 বিস্তারি বর্ণিমাছেন বৃন্দাবন দাস । (১)
 এইমত প্রত্যঙ্গ আইসে গোঁড়ের ভক্তগণ ;
 প্রভু সঙ্গে রহি করে যাত্রা দরশন ।
 তার মধ্যে যে যে বর্ষে আছয়ে বিশেষ ;
 বিস্তারিয়া আগে তাহা কহিব বিশেষ ।
 এইমত মহাপ্রভুর চারি বৎসর গেল ;
 দক্ষিণ যাঞা আসিতে দুই বৎসর লাগিল ।
 আর দুই বৎসর চাহে বৃন্দাবন যাইতে ;
 রামানন্দ হঠে প্রভু না পারে চলিতে । (২)

১ বিস্তারি বর্ণিমাছেন বৃন্দাবন দাস—চৈতন্য ভাগবত অন্ত্যখণ্ড ৮ম অধ্যায় দেখ ।

২ আর দুই বৎসর—সন্ন্যাস গ্রহণের পর দক্ষিণাত্যে গমন প্রত্যাগমনে দুই বৎসর ও

পঞ্চম বৎসরে গোড়ের ভক্তগণ আইলা ;
 রথ দেখি না রহিলা গোড়ে চলিলা ।
 তবে প্রভু সার্কর্ভৌম রামানন্দ স্থানে ;
 আলিঙ্গন করি কহে মধুর বচনে ।
 'বহুত উৎকর্ষা মোর বাইতে বৃন্দাবন ;
 তোমার হঠে ছই বৎসর না কৈল গমন ।
 অবশ্য চলিব, ছুঁহে করহ সন্মতি ;
 তোমা দোঁহা বিনা মোর নাহি অন্য গতি ।
 গোড় দেশে হয় মোর ছই সমাপ্রায় ;
 জননী, জাহ্নবী, এই ছই দয়াময় ।
 গোড় দেশ দিয়া যাব তাঁ' সবা দেখিয়া ;
 তুমি ছুঁহে আজ্ঞা দেহ প্রসন্ন হইয়া' ।
 শুনিয়া প্রভুর বাণী দৌহে বিচারয় ;
 'প্রভু সনে অতি হঠ কছু ভাল নয়' ।
 ছুঁহে কহে 'এবে বর্ষা চলিতে নারিবা ;
 বিজয়া দশমী আইলে অবশ্য চলিবা' ।
 আনন্দে মহাপ্রভু বর্ষা কৈল সমাধান ;
 বিজয়া দশমী দিনে করিলা পয়ান ।
 জগন্নাথের প্রসাদ প্রভু যত পাইয়াছিল ;
 কড়ার চন্দন ডোর সব সঙ্গে লৈলা ।
 জগন্নাথের আজ্ঞা মাগি প্রভাতে চলিলা ;
 উড়িয়া ভক্তগণ সব পাছে চলি আইলা ।
 উড়িয়া ভক্তগণে প্রভু যত্নে নিবারিলা ;
 নিজগণ সঙ্গে প্রভু ভবানীপুর আইলা ।
 রামানন্দ আইলা পাছে দোলায় চড়িয়া ;
 বাণীনাথ বহু প্রসাদ দিল পাঠাইয়া ।
 প্রসাদ ভোজন করি তাঁহাই রহিলা ;
 প্রাতঃকালে চলি প্রভু ভুবনেশ্বর আইলা ।

নীলাচলে ছই বৎসর এই চারি বৎসর অতীত হইলে পঞ্চম বর্ষে চৈতন্যপ্রভু ব
 দেশ হইয়া বৃন্দাবন বাইবার জন্য যাত্রা করিয়াছিেন ।

কটক আসিয়া কৈল গোপাল দরশন ;
 যশ্বেশ্বর বিপ্র প্রভুর কৈল নিমন্ত্রণ ।
 রামানন্দ রায় সব গণ নিমন্ত্রিল ;
 বাহির উদ্যানে আসি প্রভু বাঁসা কৈল ।
 ভিক্ষা করি বকুল তলে করিলা বিশ্রাম ;
 প্রতাপরুদ্র ঠাঁঞি রায় করিল পয়ান ।
 শুনি আনন্দিত রাজা শীঘ্র আইলা ;
 প্রভু দেখি দণ্ডবৎ ভূমিতে পড়িলা ।
 পুনঃ উঠে পুনঃ পড়ে হইয়া বিহ্বল ;
 স্তুতি করে গুলকান্দ পড়ে অশ্রু জল ।
 তাঁর ভক্তি দেখি প্রভুর তুষ্ট হৈল মন ;
 উঠি মহাপ্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গন ।
 পুনঃ স্তুতি করি রাজা করয়ে প্রণাম ;
 প্রভুর কৃপা অশ্রুতে তাঁর দেহ হৈল স্নান ।
 স্নান করি রামানন্দ রাজা বসাইল ;
 কায় মনোবাক্যে প্রভু তাঁরে কৃপা কৈল ।
 ঐছে তাঁহারে কৃপা কৈল গৌর ধাম ;
 প্রতাপরুদ্র সংক্রান্তা জগতে হৈল নাম ।
 রাজ পাত্রগণ কৈল প্রভুর বন্দন ;
 রাজারে বিদায় দিল শচীর নন্দন ।
 বাহিরে আসিয়া রাজা পত্র লেখাইল ;
 নিজ রাজ্যে যত বিষয়ী তাহারে পাঠাইল ।
 'আমে আমেতে নূতন আবাস করিবা ;
 পাঁচ সাত নব গৃহে সামগ্রী ভরিবা ।
 আপনি প্রভুকে লঞা তাঁহা উত্তরিবা ;
 রাত্রি দিন বেত্র হস্তে সেবায় রহিবা' ।
 হুই মহাপাত্র হরিচন্দন, মঙ্গরাজ ;
 তাঁরে আজ্ঞা দিল রাজা 'কর সব কাজ ।
 এক নব নৌকা আনি রাখ নদীতীরে ;
 মহাপ্রভু স্নান করি যাইবেন নদী পারে ।

'তঁাহা স্তম্ভ রোপণ কর মহাভীৰ্ণ করি ;
 নিত্য স্নান করিব তঁাহা, তঁাহা যেন মরি ।
 চতুর্দ্বারে করহ উত্তম নব্য বাস ;
 রামানন্দ বাহু তুমি মহাপ্রভু পাশ' ।
 সঙ্ক্যাতে চলিবে প্রভু নৃপতি শুনিল ;
 হস্তী উপরে তাম্বু গৃহে জীগণ চড়াইল ।
 প্রভু চলিবার পথে রহে সারি হঞা ;
 সঙ্ক্যায় চলিল প্রভু নিজগণ লঞা ।
 চিত্রোৎপলা নদী আসি ঘাটে কৈল স্নান ;
 মহিষী সকল দেখি করয়ে প্রণাম ।
 প্রভুর দর্শনে সবে হৈল প্রেমময় ;
 কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহে নেত্রে অশ্রু বরিসয় ।
 এমন কুপালু নাহি শুনি ত্রিভুবনে ;
 কৃষ্ণ প্রেমা হয় যাঁর দূর দরশনে ।
 নৌকাতে চড়িয়া প্রভু হৈলা নদীপার ;
 জ্যোৎস্নাবতী রাজ্যে চলি আইল চতুর্দ্বার ।
 রাজ্যে তথা রহি প্রাতে স্নান কৃত্য কৈল ;
 হেনকালে জগন্নাথের মহাপ্রসাদ আইল ।
 রাজ্যার আজ্ঞায় পড়িছা প্রতি দিনে দিনে ;
 বহুত প্রসাদ পাঠায় দিয়া বহুজনে ।
 স্বগণ সহিতে প্রভু প্রসাদ অঙ্গীকরি ;
 উঠিয়া চলিল প্রভু বলি হরি হরি ।
 রামানন্দ, মঙ্গরাজ, শ্রীহরি চন্দন ;
 সঙ্কে সেবা করি চলে এই তিন জন ।
 প্রভু সঙ্গে পুরী গোঁসাক্ষি, স্বরূপ দামোদর ;
 জগদানন্দ, মুকুন্দ, গোবিন্দ, কাশীধর ;
 হরিদাস ঠাকুর আর পণ্ডিত বক্তেশ্বর ;
 গোপীনাথার্চ্য আর পণ্ডিত দামোদর ;
 রামাই নন্দাই আর বহু ভক্তগণ ;
 প্রধান কহিল সবার কে করে গণন ?

গদাধর পণ্ডিত যবে সঙ্গে চলিলা ;
 'কেত্র সন্ন্যাস না ছাড়িও' প্রভু নিবেধিলা ।
 পণ্ডিত কহে 'যাঁহা তুমি সেই নীলাচল ;
 কেত্র সন্ন্যাস মোর যাউক রসাতল' ।
 প্রভু কহে 'ইহা কর গোপীনাথ সেবন' ;
 পণ্ডিত কহে 'কোটি সেবা স্বংপদ দর্শন' ।
 প্রভু কহে 'সেবা ছাড়িবে আমার লাগে দোষ ;
 ইহা রহি সেবা কর আমার সন্তোষ' ।
 পণ্ডিত 'কহে সব দোষ আমার উপর ;
 তোমা সঙ্গে না যাইব, যাব একেশ্বর ।
 আই দেখিতে যাব আমি না যাব তোমা লাগি ;
 প্রতিজ্ঞা সেবা ত্যাগ দোষ, তার আমি ভাগী' ।
 এত বলি পণ্ডিত গোসাঁঞি পৃথক্ চলিলা ;
 কটক আসি প্রভু তাঁরে সঙ্গে আনাইলা ।
 পণ্ডিতের চৈতন্ত প্রেম বুঝন না যার ;
 প্রতিজ্ঞা ত্রীকৃষ্ণ সেবা ছাড়িল তৃণ প্রায় ।
 তাঁহার চরিত্রে প্রভুর অন্তরে সন্তোষ :
 তাঁহার হাতে ধরি কহে করি প্রণয় রোষ ।
 'প্রতিজ্ঞা সেবা ছাড়িবে এ তোমার উদ্দেশ ;
 সে সিদ্ধ হইল ছাড়ি আইলে দূর দেশ ।
 আমার সঙ্গে রহিতে চাহ, বাহু নিজ স্নেহ ;
 তোমার দুই ধর্ম যার আমার হয় দুঃখ ।
 মোর স্নেহ চাহ যদি নীলাচলে চল ;
 আমার শপথ যদি আর কিছু বল' ।
 এত বলি মহাপ্রভু নৌকাতে চড়িলা ;
 মুচ্ছিত হইয়া পণ্ডিত তথাই পড়িলা ।
 পণ্ডিত লঞা যাইতে সার্কভৌমে আজ্ঞা দিলা ;
 ভট্টাচার্য্য কহে 'উঠ এঁছে প্রভুর লীলা ।
 তুমি জান কৃষ্ণ নিজ প্রতিজ্ঞা ছাড়িলা ;
 ভক্ত কৃপাবশে ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা রাখিল ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে নবমাধ্যায়ে চতুস্ত্রিংশ
শ্লোকে যুধিষ্ঠিরং প্রতি ভীষ্মবাক্যং

‘স্বনিগম মপহার মৎ প্রতিজ্ঞা

মৃত মধিকর্তু মবপ্লুতো রথস্থঃ

ধৃতরথ চরণোহভ্যয়াচ্চলদৃগু

ইরিরিব হস্তমিভং গতোত্তরীয়ঃ’ ॥ ১৯১ ॥

‘স্বনিগমং’ অশস্ত্র এবাহং সাহায্যমাত্রং করিষ্যামীত্যেবং ভূতাং স্বপ্র-
তিজ্ঞাং ‘অপহার’ হিঙ্গা ‘মৎপ্রতিজ্ঞাং’ শ্রীকৃষ্ণং শস্ত্রং গ্রাহয়িষ্যামীতি এবং
রূপাং মৎপ্রতিজ্ঞাং ‘স্বতং’ সত্যং যথা ভবতি তথা ‘অধিকর্তুং’ অধিকাং
কর্তুং ‘রথস্থঃ’ সন্ ‘অবপ্লুতঃ’ সহসৈবাবতীর্ণঃ সন্ যঃ ‘অভ্যয়াৎ’ অভিযুখ-
মধাবৎ । ‘ইভং’ হস্তিনং ‘হস্তং’ ‘হরিঃ’ সিংহঃ ইব । কিন্তু তঃ ‘ধৃতরথচরণঃ’
ধৃতো রথচরণ শচক্রং যেন সঃ তদাচ সংরম্ভেণ মনুষ্য নাট্য বিশ্বিতে রুদরস্থ
সর্কভূত ভুবন ভারেণ প্রতিপদং ‘চলদৃগুঃ’ চলন্তী গোঃ পৃথী যস্মাৎ সঃ পুনঃ
‘গতোত্তরীয়ঃ’ গতং পতিতং উত্তরীয়ং বস্ত্রং যন্ত সঃ কৃষ্ণো মে গতি ভবতি
তার্থঃ ॥ ১৯১ ॥

ইনি নিজ প্রতিজ্ঞা পরিত্যাগ করিয়া আমার প্রতিজ্ঞা
রক্ষার্থ অর্জুনের রথ হইতে অতরণ পূর্বক রথচক্র ধারণ
করতঃ সিংহ যেমন হস্তী মারিবার জন্য ধাবিত হয় তদ্রূপ
আমার অভিযুখে ধাবিত হইয়াছিলেন ; তৎকালে ই হার
প্রতিপদ বিক্ষেপে পৃথিবী কম্পিত হইতেছিল এবং পরিধেয়
উত্তরীয় স্থলিত হইতেছিল ॥ ১৯১ ॥

‘এইমত প্রভু তোমার বিচ্ছেদ সহিয়া ;

তোমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা কৈল যতন করিয়া’ ।

এইমত কহি তাঁরে প্রবোধ করিলা ;

তুই জনে শোকাকুল নীলাচলে আইলা ।

প্রভু লাগি ধর্ম কর্ম ছাড়ে ভক্তগণ ;

ভক্ত ধর্ম হানি প্রভুর না হয় সহন ।

প্রেমের বৃত্তান্ত ইহা শুনে যেই জন ;
 অচিরে মিলয়ে তারে চৈতন্ত চরণ ।
 দুই রাজ পাত্র যেই প্রভু সঙ্গে যায় ;
 যাজপুর আসি প্রভু তাঁরে দিলেন বিদায় ।
 প্রভু বিদায় দিল, রায় যান তাঁর সনে ;
 কৃষ্ণ কথা রামানন্দ সনে রাত্রি দিনে ।
 প্রতি গ্রামে রাজ আজ্ঞায় রাজভূত্যগণ
 নব্য গৃহে নানা অৰ্ঘ্যে করয়ে সেবন ।
 এইমত চলি প্রভু রেমুণা আইলা ;
 তথা হৈতে রামানন্দ রায়ে বিদায় দিলা । (১)
 ভূমিতে পড়িলা রায় নাহিক চেতন ;
 রায় কোলে করি প্রভু করেন ক্রন্দন ।
 রায়ের বিদায় কথা না যায় মন ;
 কহিতে না পারি এই তাহার বর্ণন ।
 তবে ওটু (২) দেশ সীমা প্রভু চলি আইলা ;
 তথা রাজ অধিকারী প্রভুরে মিলিলা ।
 দিন দুই চারি তিঁহো করিল সেবন ;
 আগে চলিবার সেই কহে বিবরণ ।
 ‘মদ্যপ যবন রাজার আগে অধিকার ;
 তার ভয়ে পথে কেহ নারে চলিবার ।
 পিছলদা পর্য্যন্ত সব তার অধিকার ;
 তার ভয়ে নদী কেহ হৈতে নারে পার । (৩)

১ রামানন্দ রায়ে বিদায় দিলা—রামানন্দ রায় ভদ্রক পর্য্যন্ত গিয়া বিদায় হওয়া পূর্বে কথিত হইয়াছে । (মধ্যঃ ১৭ পৃঃ ৪ পংক্তি দেখ) ; কিন্তু এক্ষণে বর্ণিত হইতেছে যে তিনি রেমুণা পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন । বালেশ্বরের ৫ মাইল পশ্চিমে রেমুণা গ্রাম ও গ্রাম ২৮২৯ মাইল দক্ষিণে ভদ্রক নগর ।

২ ওটু দেশ—উৎকল রাজ্যের প্রাচীন নাম । আর্ঘ্য দিগ্বিজয়ের পূর্বে আদিম অধিবাসীরা এই নামে আপনাদের দেশকে অভিহিত করিয়াছিল ।

৩ পিছলদা—নদী কেহ ইত্যাদি—নদী—বোধ হয় সুবর্ণ রেখা নদী ।

‘দিন কত ব্রহ্ম সঙ্ঘি করি তার সনে ;
 তবে শ্রুথে নৌকাতে করাইব গমনে’ ।
 সেই কালে সে যবনের এক অহুচর
 উড়িয়া কটক আইল করি বেশান্তর ।
 প্রভুর অল্পত সেই চরিত্র দেখিয়া ;
 হিন্দু চর কহে সেই যবন পাশ গিয়া ।
 ‘এক সম্রাসী আইল জগন্নাথ হৈতে ;
 অনেক সিদ্ধ পুরুষ হয় তাহার সহিতে ।
 নিরন্তর করে সবে কৃষ্ণ সংকীৰ্ত্তন ;
 সবে হাসে নাচে গায় করয়ে ক্রন্দন ।
 লক্ষ লক্ষ লোক আইসে তাঁরে দেখিবারে ;
 তাঁরে দেখি পুনরপি যাইতে নারে ঘরে ।
 সেই সব লোক হয় বাউলের প্রায় ;
 কৃষ্ণ কহি নাচে কান্দে গড়াগড়ি যায় ।
 কহিবার কথা নহে দেখিলে সে জানি ;
 তাঁহার প্রভাবে তাঁরে ঈশ্বর করি মানি’ ।
 এত কহি সেই চর হরি কৃষ্ণ গায় ;
 হাঁসে কান্দে নাচে গায় বাউলের প্রায় ।
 এত শুনি যবনের মন ফিরি গেল ;
 আপন বিশ্বাস, উড়িয়া স্থানে পাঠাইল । (১)
 বিশ্বাস আসিয়া প্রভু চরণ বন্দিল ;
 কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহি প্রেমে বিহবল হইল ।
 ধৈর্য্য হঞা উড়িয়াকে কহে নমস্কারি ;
 ‘তোমা স্থানে পাঠাইলা ম্লেচ্ছ অধিকারী ।
 তুমি যদি আজ্ঞা দেহ এখানে আসিয়া ;
 যবন অধিকারী যান প্রভুকে মিলিয়া ।

১ আপন বিশ্বাস ইত্যাদি—ঐ যবন রাজের বিশ্বাস অর্থাৎ হিন্দু, কর্মচারী (Private Secretary) উড়িয়া রাজ কর্মচারীর নিকট প্রেরিত হইল । এই যবন রাজ বোধ হয় একজন পরাক্রান্ত মুসলমান ভূম্যধিকারী বা বন্দেখরের সীমান্ত প্রদেশের শাসনকর্তা হইবেন । ‘প্রভু স্থানে’ পাঠাইল পাঠও আছে ।

'বহুত উৎকর্ষা তাঁর, করিয়াছে বিনয় ;
 তোমা সনে এই সন্ধি নাহি যুদ্ধ ভয়' ।
 শুনি মহাপাত্র কহে হইয়া বিস্ময় ; (১)
 'যদ্যপি যবনের চিত্ত ; ঐছে কে করয় ?
 আপনি মহাপ্রভু তার মন ফিরাইল ;
 দর্শন স্বরণে বার জগত তরিল' ।
 এত বলি বিশ্বাসেরে কহিল বচন ;
 'ভাগ্য তার আসি করুক প্রভু দরশন ।
 প্রতীত করিয়ে যদি নিরস্ত্র হইয়া
 আসিবেক পাঁচ সাত ভূত্য সঙ্গে লৈয়া' ।
 বিশ্বাস যাইয়া তায়ে সকল কহিল ;
 হিন্দুবেশ ধরি সেই যবন আইল ।
 দূর হৈতে প্রভু দেখি ভূমিতে পড়িয়া
 দণ্ডবৎ করে অশ্রু পুলকিত হৈয়া ।
 মহাপাত্র আনিল তাঁরে করিয়া সম্মান ;
 ঘোড় হাতে প্রভু আগে লয় কৃষ্ণ নাম ।
 'অধম যবন কূলে কেন জন্ম হৈল ?
 বিধি মোরে হিন্দু কূলে কেন না জন্মাইল ?
 হিন্দু হৈলে পাইতাম তোমার চরণ সন্নিধান ;
 বার্থ মোর এই দেহ, যাউক পরাণ' ।
 এত শুনি মহাপাত্র আবিষ্ট হইয়া
 প্রভুকে করেন স্তুতি চরণে ধরিয়া ।
 'চণ্ডাল পবিত্র যার স্ত্রী নাম শ্রবণে ;
 হেম তোমার এই জীব পাইল দর্শনে ।
 ইহার যে এই গতি কি ইহা বিস্ময় ?
 তোমার দর্শন প্রভাব এই মত হয়' ।

১ মহাপাত্র—উৎকল রাজের সীমান্ত প্রদেশের শাসন কর্তা ; বাঁহাকে পূর্বে উড়িয়া বলা হইয়াছে । মহাপাত্র—পারিবারিক উপাধি ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে ত্রয়ত্রিংশাধ্যায়ে ষষ্ঠ-
শ্লোকে কপিলদেবঃ প্রতি দেবহুতিবাক্যঃ

‘যন্নামধেয় শ্রবণানুকীৰ্ত্তনাদ্ যৎ
প্রহ্সনাদ্ যৎ স্মরণাদপি কচিৎ
শ্বাদোহপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে
কুতঃ পুন স্তে ভগবন্মু দর্শনাৎ’ ॥ ১৯২ ॥

হে ‘ভগবন্’ ‘কচিৎ’ ‘অপি’ কদাচিদপি ‘যন্নামধেয় শ্রবণানুকীৰ্ত্তনাদ্’
যৎ যন্ত তব নামধেয়ন্ত নামনমূহন্ত শ্রবণং অন্ম কীৰ্ত্তনঞ্চ তন্মাৎ ‘যৎ-
প্রহ্সনাদ্’ যন্ত তব নমস্কারাৎ ‘যৎ স্মরণাৎ’ যস্য তব স্মরণাৎ ‘শ্বাদঃ’ শ্বান-
মভীতি শ্বাদঃ স্বপচঃ সোহপি ‘সদ্যঃ’ তৎক্ষণাদেব ‘সবনায়’ সোমযাগায়
‘কল্পতে’ যোগ্যো ভবতি সোমযাগকর্তা ব্রাহ্মণ ইব পূজ্যো ভবতি ইত্যর্থঃ
‘হু’ ভোঃ ‘পুনঃ’ ‘তে’ তব ‘দর্শনাৎ’ ‘কুতঃ’ তব দর্শনাৎ কিং ভবতি তদহং
ন জানামীত্যর্থঃ । ১৯২ ।

হে ভগবন্ ! যখন তোমার নাম শ্রবণ, কীৰ্ত্তন অথবা
তোমাকে স্মরণ বা নমস্কার করিলে স্বপচও তৎক্ষণাৎ শুচি
হইয়া সোমযাগকারী ব্রাহ্মণের ন্যায় পূজনীয় হয় ; তখন
তোমার দর্শনলাভে যে কি ফল লাভ হয়, তাহা বল
যায় না ॥ ১৯২ ॥

তবে মহাপ্রভু তাঁরে কৃপা দৃষ্টি করি ;
আশ্বাসিয়া কহে ‘তুমি কহ কৃষ্ণ হরি’ ।
সেই কহে ‘মোরে যদি কৈলে অঙ্গীকার ;
এক আঞ্জা দেহ সেবা করি যে তোমার ।
গো ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব হিংসা করেছি অপার ;
সেই পাপ হৈতে মোর হউক নিস্তার’ ।
তবে মুকুন্দ দত্ত কহে ‘গুন মহাশয় !
গঙ্গাতীর বাইতে মহাপ্রভুর মন হয় ।

‘তীহা যাইতে কর তুমি সহায় প্রকার ;
 এই বড় আশ্রা, এই বড় উপকার’ ।
 তবে সেই মহাপ্রভুর চরণ বন্ধিয়া ;
 সবার চরণ বন্ধি চলে দ্রষ্ট হঞা ।
 মহাপাত্র তার সনে কৈল কোলাকুলি ;
 অনেক সামগ্রী দিয়া করিল মিতালি ।
 প্রাতঃকালে সেই বহু নৌকা সাজাইয়া
 প্রভুকে আনিল নিজ বিশ্বাস পাঠাইয়া ।
 মহাপাত্র চলি আইলা মহাপ্রভুর সনে ;
 স্নেহ আসি কৈল প্রভুর চরণ বন্দনে ।
 এক নবীন নৌকা মধ্যে এক ঘর ;
 স্বর্ণ চড়াইল প্রভু তাহার উপর ।
 মহাপাত্র মহাপ্রভু করিল বিদায় ;
 কান্দিতে কান্দিতে সেই তীরে রহি চায় ।
 জলদস্যু ভরে সেই যবন চলিল ;
 দশ নৌকা ভরি সেই সৈন্য সঙ্গে নিল ।
 মন্ত্রেধর দ্রষ্ট নদে পার করাইল ;
 পিছলদা পর্য্যন্ত সেই যবন আইল ।
 তারে বিদায় দিল প্রভু সেই গ্রাম হৈতে ;
 সে কালে তার প্রেম চেষ্টা না পারি বর্ণিতে ।
 অলৌকিক লীলা করে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ;
 বেই ইহা শুনে তার জন্ম দেহ ধন্ত ।
 সেই নৌকা চড়ি প্রভু আইলা পানিহাটী ; (১)
 নাবিকে পরাইল প্রভু নিজ রূপাসাটী ।

-
- ১ পানিহাটী—স্বর্ণ রেখায় নৌকারোহণ করিয়া মন্ত্রেধর নদী পার হইয়া গৌরচন্দ্র পিছলদা পৌছিলেন ; সেখানে যবন রাজকে বিদায় দিয়া নৌকাযোগে পানিহাটী (পুনেটী) আসিয়া উত্তীর্ণ হইলেন । বোধ হয় স্বর্ণ রেখার সুখ দিয়া বঙ্গোপসাগর পার হইয়া ভাগীরথীতে প্রবেশ করিয়াছিলেন । পূর্বে যবন তিনি উড়িষ্যায় অথবা আসিয়া ছিলেন তখনকার পথ ও এই পথ বোধ হয় একই পথ । স্রব্যঃ ৭০ পৃঃ ১৮১কা দেখ ।

প্রভু আইলা বলি লোক হৈল কোলাহল ;
 মল্লয়া ভরিল সব জল আর স্থল ।
 রাঘব পণ্ডিত আসি প্রভু লঞা গেলা ; (১)
 পথে যাইতে লোক ভিড় কষ্ট কষ্টে আইলা ।
 একদিন প্রভু তথা করিয়া নিবাস ;
 প্রাতে: কুমারহটে আইলা ষাঁহা শ্রীনিবাস । (২)
 তাঁহা হৈতে আগে গেলা শিবানন্দ ঘর ;
 বাহুদেব গৃহে পাছে আইলা ঈশ্বর । (৩)
 বাচস্পতি গৃহে প্রভু যেমতে রহিলা ; (৪)
 লোক ভিড় ভরে যৈছে কুলিয়া আইলা ;

- ১ রাঘব পণ্ডিত—আদি: ২৭৩ পৃ: ২টাকা ও মূল দেখ। রাঘব গৃহে গদাধর দাস, পুরন্দর পণ্ডিত, পরমেশ্বর দাস ও রাঘবের শিষ্য মকরধ্বজ করের সহিত সাক্ষাৎ হয়। আদি: ২৭৭ পৃ: ১ টাকা দেখ।
- ২ ষাঁহা শ্রীনিবাস—গৌরচন্দ্রের সন্ন্যাস গ্রহণ ও উৎকল দ্বারার পরেই শ্রীনিবাস পণ্ডিত নবদ্বীপের বাস পরিত্যাগ করিয়া কুমারহটে (হালি সহরে) আসিয়া বাস করিয়া ছিলেন। চারি সহোদরের মধ্যে তখন কেবল শ্রীনিবাস ও শ্রীরাধা জীবিত ছিলেন। শ্রীনিবাস পণ্ডিতের সাংসারিক কষ্ট দেখিয়া গৌরচন্দ্র তাঁহাকে ধন উপার্জনের জন্য ভিক্ষা বা অন্ত্র উপায় অবলম্বনের উপদেশ করিলে বিবাসী শ্রীনিবাস হাতে তিন তালি দিয়া বলিয়াছিলেন যে যদি তিন উপবাসের পরও ভিক্ষা দ্রব্য আপন হইতে না আইসে তাহা হইলে তিনি গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া ডুবিয়া মরিবেন ; তখাচ ধন উপার্জনের চিন্তা করিবেন না।
 বাহুদেব গৃহে—বাহু দেব যোষ একজন সুগায়ক ছিলেন। ইনি ও ইঁহার আর দুই সহোদর গোবিন্দ ও মাধব, চৈতন্য প্রভুর আত্মীয় নীলাচল হইতে নিত্যানন্দের সঙ্গে বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন। ইঁহাদের পৈতৃক বাস কুমারহটে ছিল। আদি: ২৮৪ ১টাকা ও ২৯২ পৃ: ১টাকা দেখ। চৈতন্য ভাগবতের মতে শ্রীনিবাস গৃহেই বাহুদেব দত্ত, শিবানন্দ সেন ও আচার্য্য পুরন্দরের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। বাহুদেবকে গৌরচন্দ্র বলিয়াছিলেন যে আমার শরীর পর্যন্ত বাহুদেব দত্তের ; দত্ত আমাকে যেখানে বেচেন আমি সেই খানে বিকাই। চৈ: ভা: অন্ত্য: ৫ অধ্যায়। আদি: ২৭৬ পৃ: ১নাং ৪ পংক্তি, ২৭৪ পৃ: ২৩ পংক্তি ও মধ্য: ৩৩৮ পৃ: দেখ।
 বাচস্পতি গৃহে—একারে তারিলা—মধ্য: ১৭ পৃ: ৩ ও ৪ টাকা দেখ। বিদ্যা বাচস্পতি সার্কৌভৌম ভট্টাচার্য্যের ভ্রাতা ও নবদ্বীপের মহেশ্বর বিশারদের পুত্র। বোধ হয় চৈতন্যের সন্ন্যাস গ্রহণের পর ইনি নবদ্বীপের বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া কুমারহটের নিকট বাস করিয়াছিলেন। চৈতন্য প্রভু উৎকল হইতে আসিয়া কিছু দিন গঙ্গানান

মাধব দাস গৃহে তথা শচীর রক্ষন ;
 (লক্ষ কোটি লোক তথা পাইল দর্শন) !
 সাত দিন রহি তথা লোক নিস্তারিলা ;
 সব অপরাধীগণ প্রকারে তারিলা ।
 শান্তিপুত্রাচার্য্য গৃহে ঐছে আইলা ;
 শচীমাতা মিলি তাঁর হৃৎ খণ্ডাইলা ।
 তাঁহা হৈতে যৈছে রামকেলি গ্রামে গেলা ; (১)
 নাটশালা হৈতে প্রভু পুনঃ ফিরি আইলা ;

করিবেন বলিয়া ইহার গৃহে বাস করিয়া ছিলেন। ইহার মধ্যে তাঁহার আগমন বার্তা চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়ায় নবদীপ অঞ্চল ও অন্যান্য অনেক স্থান হইতে বহু সংখ্যক লোক আসিতে লাগিল ; তাহাতে উন্মত্ত হইয়া তিনি বাচস্পতিকে কিছু না বলিয়া একদিন রজনী যোগে নিত্যানন্দ প্রভৃতি কয়জন আত্মীয় সঙ্গে নবদীপের নিকট কুলিয়া গ্রামে মাধবদাস নামক ব্রাহ্মণের গৃহে পলাইয়া আসিয়া ছিলেন। এদিকে গৌর-চন্দ্রকে লুকাইয়া রাখিয়াছেন বলিয়া দর্শনাকাঙ্ক্ষী লোক সকল বাচস্পতিক, নানা রূপ তিরস্কার করিতে লাগিল। প্রভুর কুলিয়া গমনের কথা বাচস্পতি যখন শুনিতে পাইলেন, তখন তিনি আত্মদোষ কালনার্থ সেই সকল লোক সঙ্গে লইয়া কুলিয়াতে আসিলেন ও চৈতন্য প্রভুকে অনুরোধ করিয়া সকলের সমক্ষে আনিয়া অথবা কলঙ্ক হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিলেন। কথিত আছে যে, যে সকল লোক গৃহপ্রবেশ থাকার সময়ে চৈতন্য প্রভু ও তাঁহার প্রচারিত ধর্মের নিন্দা গ্রাহি করিত, তাহারা অমৃতপ্ত হুদয়ে তাঁহার শরণাগত হইল। তিনি তাহাদিগকে কৃষ্ণ নাম ও কৃষ্ণভক্তি উপদেশ করিয়া বিদায় করিলেন। কুলিয়াতে তিনি যে সকল লোককে উদ্ধার করিয়া ছিলেন তাহাদিগের মধ্যে দেবানন্দ পণ্ডিত ও চাঁপাল গোপাল প্রধান। তাঁহাদের বৃত্তান্ত পূর্বে লিখিত হইয়াছে (মধ্যঃ ১৭ পৃষ্ঠা ৫টাকা, ১৮ পৃষ্ঠা ১টাকা ও আদিঃ ২৮০ পৃঃ ৭ ও ৮ পংক্তি দেখ)। সাধু নিন্দা ও পর নিন্দা হইতে উদ্ধার হইবার উপায় কি? এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন যে পুনর্বার নিন্দা না করা ও নিন্দিতের স্তুতি করা ও কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করা ইহার একমাত্র উপায়। এই সময়ে এত লোক সমবেত হইয়াছিল যে গঙ্গাপার হইবার জন্য বহু সংখ্যক নৌকা রাখিতে হইয়াছিল এবং কুলিয়া গ্রামে এক মহামেলা বসিয়া গিয়াছিল। চৈঃ ভাঃ অঙ্কঃ ৩ অধ্যায়।

১. তাঁহা হৈতে—চৈতন্য ভাগবতের অমণ বৃত্তান্তের ক্রম বর্ণনার সহিত চরিতামৃতের বর্ণনা কিছু বিভিন্ন দেখা যায় ; চৈতন্য ভাগবতে প্রথমে বিদ্যাবাচস্পতির গৃহে তাহার পর কুলিয়া হইতে রামকেলি ; তৎপরে শান্তিপুত্রের অদৈত ভবনে; সেখান হইতে কুমার-হটে আবাস গৃহে ; তৎপরে পানিহাটিতে রামদ পণ্ডিতের বাটতে ; ও অবশেষে

শান্তিপু্রে পুনঃ কৈল দশ দিন বাস ;
 বিস্তারিয়া বর্ণিয়াছেন বৃন্দাবন দাস । (১)
 অতএব ইহা তার না কৈল বিস্তার ;
 পুনরুক্তি বরু এহু বাড়য়ে অপার ।
 তার মধ্যে মিলিলা বৈছে রূপ সনাতন ;
 নুসিংহানন্দ কৈল যৈছে পথের সাজন ; (২)
 স্ত্র মখে সেই লীলা আমিহ বর্ণিলা ;
 অতএব পুনঃ তাহা ইহা না লিখিলা ।
 পুনরপি প্রভু যদি শান্তিপুর্ আইলা ;
 রঘুনাথ দাস আসি প্রভুরে মিলিলা ।
 হিরণ্য গোবর্দ্ধন দাস দুই মহোদর ;
 সপ্তগ্রাম বার লক্ষ মুদ্রার ঈশ্বর ;

বরাহনগরে ভাগবত পরায়ণ এক ব্রাহ্মণকে ভাগবতাচার্য্য উপাধি দিয়া উড়িয়ায়
 প্রত্যাগমন করা বর্ণিত হইয়াছে ; এবং চাঁপল গোপালের উচ্চার কুলিয়া গ্রামেনা
 হইয়া শান্তিপু্রে অবৈত গৃহে হওয়া কথিত হইয়াছে । চৈঃ ভাঃ অঙ্কঃ ৩, ৪, ৫
 অখ্যায় দেখ ।

- ১ বিস্তারিয়া বর্ণিাছেন বৃন্দাবন দাস—চৈঃ ভাঃ অঙ্কঃ ৪ অখ্যায় । শান্তিপু্রে অবৈত
 গৃহে একটা নারায়ণী প্রতিবিম্ব আসিয়া আচার্য্যকে 'কেশব ভারতী, চৈতন্যের কে' ? এই
 প্রশ্ন করিয়াছিলেন ; 'ভারতী চৈতন্যের গুরু' অবৈত এই উত্তর দিলে তাঁহার পক্ষ
 বর্ষায় পুত্র অচ্যুতানন্দ তাহা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন ও 'চৈতন্য জগদগুরু
 তাঁহার আচার্য্য গুরু কে ?' ইহা বলিয়া পিতাকে তিরস্কার করিলেন । পুত্রের ঈর্ষ্য
 চৈতন্যান্ধিতা দেখিয়া অবৈত শ্রমে বিফল হইয়া পুত্র কোলে আশ্রিত হইয়া ক্রোধে
 মারিলেন ; এমন সময় স্বপ্নে লইয়া মহাপ্রভু তাঁহার আলয়ে উপনীত হইলেন ; অবৈতের
 আনন্দের সীমা থাকিল না । তখন তিনি ঘোলা পাঠাইয়া নবদ্বীপ হইতে শচীনাতা
 ও অন্যান্য ভক্তগণকে আনাইলেন । মাতা পুত্রের পুনর্মিলনে উভয়ের স্বখিন্দু উৎ-
 পাদিত হইল । ১০ দিন পর্য্যন্ত মাটা স্বহস্তে পাক করিয়া পুত্রকে ভোজন করাইলেন ।
 এই সময়ে অবৈতের গুরু মাধবেন্দ্র পুরীও তিথি আরাধনা (death anniversary)
 উপলক্ষে অবৈত গৃহে এক মহোৎসব হইল । এইখানে চৈতন্যদেব মুরারি গুপ্তের
 রচিত রাবায়ীক শুনিয়া গুপ্তের রায়বাল নাম লুপ্ত করিয়া যিলেন ; বাণক রঘুনাথ দাস
 আসিয়া তাঁহার নিকট উপবেশ লইয়া গেল ; ও মাতাকে তব স্তুতি করিয়া ও তাঁহার
 অনুমতি লইয়া মহাপ্রভু পুনর্নীলাচল প্রত্যগমন করিলেন ।

- ২ বৈছে রূপ সনাতন...নুসিংহানন্দ—মধ্যঃ ১৮ পৃঃ ২ টীকা ও ১৮ হইতে ২০ পৃঃ দেখ ।

মঠেশ্বর্য্য বৃদ্ধ হুঁহে বদান্য ব্রাহ্মণা ;
 সদাচার, সৎকুলীন, ধার্মিক অগ্রগণ্য ।
 নদীয়াবাসী ব্রাহ্মণের উপজীব্য প্রায় ;
 অর্থ ভূমি গ্রাম দিয়া করেন সহায় ।
 নীলাশ্বর চক্রবর্তী আরাধ্য হুঁহার ;
 চক্রবর্তী করে হুঁহার তাত্ ব্যবহার ।
 মিশ্র পুস্তকের পূর্বে করিয়াছেন সেবনে ;
 অতএব প্রভু ভাল জানেন হুই জনে ।
 সেই গোবর্দ্ধনের পুত্র রঘুনাথ দাস ;
 বাল্যকাল হৈতে তিঁহো বিষয়ে উদাস ।
 সন্ন্যাস করি প্রভু যবে শাস্তিপূব আইলা ;
 তবে আসি রঘুনাথ প্রভুরে মিলিলা ।
 প্রভুর চরণে পড়ে প্রেমাবিষ্ট হৈয়া ;
 প্রভু পাদ স্পর্শ কৈল করুণা করিয়া ।
 তাঁর পিতা সদা করে আচার্য্য সেবন ;
 অতএব আচার্য্য তাঁরে হইলা প্রসন্ন ।
 আচার্য্য প্রসাদে পাইল প্রভুর উচ্ছিষ্ট পাত ।
 প্রভুর চরণ দেখি দিন পাঁচ সাত
 প্রভু তাঁরে বিদায় দিয়া গেলা নীলাচল ;
 তিঁহো ঘরে আসি হৈলা প্রেমোত্তে পাপল ।
 বারবার পলায় তিঁহো নীলাশ্রি বাইতে ;
 পিতা তাঁরে বান্ধি রাখেন আনি পথ হৈতে ।
 পঞ্চ পাইক তাঁরে রাখে রাজি দিনে ;
 চারি সেবক হুই ব্রাহ্মণ রহে তাঁর সনে ।
 একাদশ জন তাঁরে রাখে নিরস্তর ;
 নীলাচলে বাইতে না পার হুঁখিত অন্তর ।
 এবে যদি মহাপ্রভু শাস্তিপূরে আইলা ;
 তনিয়া পিতারে রঘুনাথ নিবেদিল ।
 ‘আজ্ঞা দেহ বাই দেখি প্রভুর চরণ ;
 অন্যথা না রহে মোর শরীরে জীবন’ !

গুনি তাঁর পিতা বহু লোক জব্য দিয়া ;
 পাঠাইল তাঁরে 'শীত্র আসিহ' कहিয়া ।
 সাত দিন শাস্তিপু্রে প্রভু সঙ্গে रहे ;
 রাজি দিবসে এই মনঃ কথা কহে :—
 'রক্ষকের হাতে মুক্তি কেমনে ছুটিব ?
 কেননে প্রভুর সঙ্গে নীলাচলে যাব ?'
 সর্দার গৌরাঙ্গ প্রভু জানি তাঁর মন ;
 শিক্ষা রূপে কহে তাঁরে আশ্বাস বচন :—
 'দ্বির হঞা ঘরে যাও, না হও বাউল ;
 ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিদ্ধ কূল ।
 মর্কট বৈরাগ্য না কর লোক দেখাইয়া ;
 যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হঞা ।
 অন্তর নিষ্ঠা কর, বাহ্যে লোক ব্যবহার ;
 অচিরান্তে কৃষ্ণ তোমায় করিবেন উদ্ধার ।
 বৃন্দাবন দেখি যবে আসি নীলাচলে ;
 তবে তুমি আমা পাশ আসিও কোন ছলে ।
 সে ছল সেকালে কৃষ্ণ ক্ষুরাবে তোমারে ;
 কৃষ্ণ কৃপা যারে, তারে কে রাখিতে পারে ?'
 এত কহি মহাপ্রভু তাঁরে বিদায় দিল ;
 ঘরে আসি তিহ প্রভুর শিক্ষা আচরিল ।
 বাহ্য বৈরাগ্য বাতুলতা সকল ছাড়িয়া
 যথাযোগ্য কার্য্য করে অনাসক্ত হঞা ।
 দেখি তাঁর পিতা মাতা বড় তুষ্ট হৈল ;
 তাঁহার আশ্রয় কিছু শিখিল হইল ।
 ইহা প্রভু এক এক করি সব ভক্তগণ ;
 অধৈর্য নিত্যানন্দ আদি যত ভক্তজন ;
 সব আশীর্জন করি কহেন গোঁসাক্ষি ;
 'সবে আজ্ঞা দেহ আমি নীলাচলে বাই ।
 'সবার সহিত ইহা হইল মিলন ;
 এবর্ষে নীলাজি কেহ না কর গমন ।

'ইহা হৈতে অবশ্য আমি বুদ্ধাবনে যাব ;
 তবে আশা দেহ, তবে নির্ভয়ে আসিব' ।
 মাতার চরণ ধরি বহু বিনয় কৈল ;
 বুদ্ধাবন যাইবারে তাঁর আশা নিল ।
 তবে নবদীপে তাঁরে দিল পাঠাইয়া ;
 নীলাদ্রি চলিলা সঙ্গে ভক্তগণ লঞা ।
 সেই সব লোক পথে করেন সেবন ;
 শ্রুখে নীলাচলে আইল শচীর নন্দন ।
 প্রভু আসি ভগ্নরাগ দরশন কৈল ;
 মহাপ্রভু আইলা গ্রামে কোলাহল হৈল ।
 আনন্দিত ভক্তগণ আসিয়া মিলিলা ;
 প্রেম আলিঙ্গন প্রভু সবারে করিলা ।
 কান্দীমিশ্র, রামানন্দ, প্রহ্লাদ, সার্কভৌষ ;
 বাণীনাথ, শিখি আদি যত ভক্তগণ ;
 গদাধর পণ্ডিত আসি প্রভুরে মিলিলা ;
 সবার অগ্রেতে প্রভু কহিতে লাগিলা :—
 'বুদ্ধাবন যাব আমি গৌড়দেশ দিয়া ;
 নিজ মাতার গঙ্গার চরণ দেখিয়া ;
 এত মনে করি কৈল গৌড়েরে গমন ;
 সহস্রেক সঙ্গে হৈল নিজ ভক্তগণ ।
 লক্ষ লক্ষ লোক আইলে কৌতুক দেখিতে ;
 লোকের সম্মুখে গণে না পারি চলিতে ।
 যথা রহি তথা বর প্রাচীর হয় চূর্ণ ;
 যথা নেত্র পড়ে তথা লোক দেখি পূর্ণ ।
 কষ্ট নষ্ট করি গেলাম রামকলি গ্রাম ;
 আমার ঠাকুর আইলা রূপ সনাতন নাম ।
 দুই ভুই ভক্তরাজ কক কুণাপাণ্ড ;
 অব্যবহারে রাতসম্মী হয় রাজপাণ্ড ।
 বিদ্যা ভক্তি বুদ্ধি বলে পরম প্রবীণ ;
 তবু আপনাকে মানে তৃণ হৈতে হীন ।

‘তার দৈন্ত দেখি গুনি পাষণে বিদরে ;
 আমি তুষ্ট হঞা তবে কহিল দোঁহারে :—
 “উত্তম হঞা হৌন করি মান আপনারে ;
 অচিরে করিবে কৃষ্ণ তোমার উদ্ধারে” ।
 এত কহি আমি যবে দোঁহে বিদায় দিল ;
 গমন কালে সনাতন প্রহেলী কহিল :—
 “যার সঙ্গে হয় এই লোক লক্ষ কোটি ;
 বৃন্দাবন যাবার এই নহে পরিপাটী” ।
 তবে আমি গুনিম মাত্র না কৈল অবধান ;
 প্রাতে: চলি আইলাম কানাইর নাটশাল গ্রাম ।
 রাত্রিকালে মনে আমি বিচার করিল ;
 সনাতন মোরে কিবা প্রহেলী কহিল :—
 “যার সঙ্গে হয় এই লোক লক্ষ কোটি ;
 বৃন্দাবন যাবার এ নহে পরিপাটী” ।
 ভাবিত কহিল মোর এত লোক সঙ্গে ;
 লোক দেখি করিবে মোরে “এই এক চক্ষে” ।
 তরুণ হুঁম সেই নিষ্ঠুর বৃন্দাবন ;
 একাকী যাইব কিবা সঙ্গে একজন ।
 মাধবেন্দ্র পুরী তথা গেল একেশ্বরে ;
 দুঃখদান ছলে কৃষ্ণ সাক্ষাৎ হৈল তাঁরে ।
 বাদিরার বাজি পাতি চলিলাম তথারে ;
 বহুসঙ্গে বৃন্দাবন গমন না করে ।
 একা যাইব কিংবা সঙ্গে ভৃত্য একজন ;
 তবে সে শোভরে বৃন্দাবনের গমন ।
 বৃন্দাবন যাব কথা একাকী হইয়া ;
 সৈন্ত সঙ্গে চলিয়াছি ঢাক বাজাইয়া ।
 ধিক্ ধিক্ আপনাকে বণি হইলাম অস্থির ;
 নিবৃত্ত হইয়া পুনঃ আইলাম গঙ্গাতীর ।
 ভক্তগণে রাধিরা আইছ স্থানে স্থানে ;
 আমি সঙ্গে আইল যবে পাঁচ ছয় জনে ।

'নির্কিয়ে এবি কৈছে যাইব বৃন্দাবন ?
 সবে নিলি যুক্তি দেক তঞা পরসর ।
 গদাগরে ছাড়ি গেছ ইহ দুঃখ পাইল ;
 সেই হেতু বৃন্দাবন যাইতে নারিল' ।
 তবে গদাগর পণ্ডিত প্রেমাবিষ্ট তঞা ;
 প্রভু পাদ ধরি কহে বিনয় করিয়া :—
 'তুমি যাহা যাহা রহ, তাঁহা বৃন্দাবন ;
 তাঁহা যমুনা সঙ্গা সর্ব তীর্থগণ ।
 প্রভু বৃন্দাবন যাহ লোক শিকাইতে ;
 সেইত করিবে তোমাব যেই লয় চিত্তে ।
 এই যে আইলা প্রভু বর্ষা চারি মাস ;
 এই চারি মাস কর নীলাচলে বাস ।
 পাছে সেই আচরিবা যেই তোমার মন ;
 'আপন ইচ্ছায়, চল, রহ, কে করে বারণ' ?
 শুনি সব ভক্ত কহে প্রভুর চরণে ;
 'স্বাকার ইচ্ছা পণ্ডিত কৈল নিবেদনে' ।
 সবার ইচ্ছায় প্রভু চারি মাস রহিলা ;
 শুনিয়া প্রতাপরত্ন আনন্দিত হৈলা ।
 সেই দিন গদাগর কৈল নিমন্ত্রণ ;
 তাঁহা ভিক্ষা কৈল প্রভু লঞা ভক্তগণ ।
 ভিক্ষাতে পণ্ডিতের স্নেহ, প্রভুর আশ্বাসন ;
 মহাশয়ের শক্ত্যে হুই না যায় বর্ণন ।
 এইমত গৌরলীলা অনন্ত অপার ;
 সংক্ষেপে কহিয়ে, কহা না যায় বিস্তার ।
 সহস্র বদনে কহে আপনে অনন্ত ;
 তবু এক লীলার তিহ নাহি পার অন্ত ।
 ব্রীহৎপদ যমুনাধ পদে বার আশ ;
 চৈতন্ত চরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ।

ইতি শ্রীচৈতন্তচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে পুনর্গৌরুগমন বিলাসো নাম
 দ্বাদশ পরিচ্ছেদঃ ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ ।

গ্রন্থকারস্ব

গচ্ছন্ বৃন্দাবনং গৌরো বাস্ত্রেভৈশ খগান্ বনে
প্রেমোন্মত্তান্ সহোন্মত্তান্ বিদধে কৃষ্ণ জল্লিনঃ ॥১৯৬॥

‘গৌরঃ’ ‘বৃন্দাবনং’ গচ্ছন্’ সন্ ‘বনে’ বনপথে ‘বাস্ত্রে ভৈশ খগান্’
বাস্ত্রাঃ ইভাঃ হস্তিনঃ এণাঃ শৃগাঃ খগাঃ পক্ষিণ স্তান্ সৰ্গান্ ‘প্রেমোন্মত্তান্’
প্রেমাবিষ্টান্ তথা ‘কৃষ্ণ জল্লিনঃ’ কৃষ্ণনাম জাপকান্ ‘বিদধে’ কৃতবান্ কিস্ত্-
তান্ ‘সহ’ প্রভূনা সহ ‘নৃত্যান্’ নৃত্যান্তি যে তান্ ॥ ১৯৬ ॥

বৃন্দাবন যাইতে যাইতে গৌরচন্দ্র বনপথে ব্যাস্ত্র, হস্তী,
শৃগ ও পক্ষীদিগকে কৃষ্ণনাম লওয়াইয়া প্রেমাবিষ্ট করি-
লেন ; তাহারা প্রেমে উন্মত্ত হইয়া তাঁহার সহিত নৃত্য
করিতে লাগিল । ১৯৬ ।

জয় জয় গৌরচন্দ্র ! জয় নিত্যানন্দ !
জয়াধৈত চন্দ্র ! জয় গৌরভক্তবৃন্দ !
শরৎকাল আইল প্রভুর চলিতে হৈল মতি ;
রামানন্দ প্ররূপ সঙ্গে নিভৃতে যুক্তি :—
‘যে’র সহায় কর যদি তুমি ছই জন ;
তবে আমি যাই দেখি শ্রীবৃন্দাবন ।
বাস্ত্রে উঠি বন পথে পলাইয়া যাব ;
একাকী যাইব কাছো সঙ্গে না লইব ।
কেহ যদি সঙ্গে যাইতে পাছে উঠি যায় ;
সবারে রাখিবে যেন কেহ নাহি যায় ।
প্রসন্ন হইয়া আঁজা দিবা না মানিবা ছুৎ ;
হোমা সবার স্তম্বে পথে হবে যের স্তম্ভ’ ।

হই জন কহে 'তুমি জৈবর স্বভব ;
 যে ইচ্ছা সে করিবা নহ পরভব ।
 কিছু আমা-দোহার গুন এক নিবেদন ;
 "তোমার স্মৃথে আমার স্মৃথ" কহিলে এখন ।
 আমা হুঁহার মনে তবে বড় স্মৃথ হয় ;
 এক নিবেদন যদি ধর মহাশয় ।
 উত্তম ব্রাহ্মণ এক সঙ্গে অবস্ত চাহি ;
 ভিক্ষা করি ভিক্ষা দিবে যাবে পাত্র বহি ।
 বনপথে যাইতে নাহি ভোজ্যার ব্রাহ্মণ ;
 আজ্ঞা কর সঙ্গে চলে বিপ্র একজন' ।
 প্রভু কহে 'নিজ সঙ্গী কাছো না লইব ;
 একজন নিলে আনের মনে ছুঃখ হব ।
 নূতন সঙ্গী হইবেক দ্বিধা বার মন ;
 এঁছে যদি পাই তবে লই এক জন' ।
 স্বরূপ কহে 'এই বলভদ্র ভট্টাচার্য্য ;
 তোমাতে সুস্বিষ্ট দড় পণ্ডিত সাধু আৰ্য্য ।
 প্রথমে তোমার সঙ্গে আইলা গৌড় বৈতে ; (১)
 ইহার ইচ্ছা আছে সৰ্ব্ব ভীর্ণ করিতে ।
 ইহার সঙ্গে আছে ব্রাহ্মণ এক ভৃত্য ;
 ইহো পথে করিবেন সেবার ভিক্ষা কৃত্য ।
 ইহা সঙ্গে লও যদি হয় সবার স্মৃথ ;
 বনপথে যাইতে তোমার নাই কোন ছুঃখ ।
 এই বিপ্র বহি লবে বস্ত্রাৰু ভাষন ;
 ভট্টাচার্য্য ভিক্ষা দিবে করি ভিক্ষাটন' ।
 ভাঁহার বচন প্রভু অঙ্গীকার কৈল ;
 বলভদ্র ভট্টাচার্য্যে সঙ্গে করি নিল ।

১ অথবা তোমার সঙ্গে ইত্যাদি—পাণ্ডি পুর হইতে নীলাচলে প্রত্যাগমন সময়ে কেবল
 মাত্র বলভদ্র ও দাবোদর পণ্ডিত সঙ্গে আসিয়া ছিলেন । অধ্যঃ ২৩ পৃঃ ১৮ পাণ্ডি দেখ ।

পূর্ব রাত্রে জগন্নাথ দেখি আত্মা লঞা ;
 শেষ রাত্রে উঠি প্রভু চলিলা লুকাইয়া ।
 প্রাতঃকালে ভক্তগণ প্রভু না দেখিয়া ;
 অবেষণ করি ফিরে ব্যাকুল হইয়া ।
 স্বরূপ গোসাঁঞ সবায়ে কৈল নিবারণ ;
 নিবৃত্ত হই রহে সবে জানি প্রভুর মন ।
 প্রসিদ্ধ পথ ছাড়ি প্রভু উপপথে চলিলা ;
 কটক ডাহিনে করি বনে প্রবেশিলা ।
 নির্জনে বনে চলেন প্রভু কৃষ্ণ নাম লঞা ;
 হস্তী ব্যাঘ্র পথ চাড়ে প্রভুকে দেখিয়া ।
 পালে পালে ব্যাঘ্র হস্তী গণ্ডার শূকর গণ ;
 তার মধ্যে আবেশে প্রভু করেন গমন ।
 দেখি ভট্টাচার্য্যের মনে হয় মহা ভয় ;
 প্রভুর প্রতাপে তারা এক পাশ হয় ।
 একদিন পথে ব্যাঘ্র করিয়াছে শয়ন ;
 আবেশে তার গায়ে প্রভুর লাগিল চরণ ।
 প্রভু কহে 'কহ কৃষ্ণ', ব্যাঘ্র উঠিল ;
 কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহি ব্যাঘ্র নাচিতে লাগিল ।
 আর দিনে মহাপ্রভু করে নদী স্নান ;
 মন হস্তী যুগ আইল করিতে জলপান ।
 প্রভু জল কুতা করে, আগে হস্তী আইলা ;
 কৃষ্ণ কহ বলি প্রভু জল ফেলি ধাইলা ।
 সেই জলবিন্দু কণা লাগে যার গায় ;
 সেই 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' কহে, প্রেমে নাচে ধার ।
 কেহ ভূমি পড়ে, কেহ করয়ে চিৎকার ;
 দেখি ভট্টাচার্য্যের মনে হয় চমৎকার !
 পথে বাইতে করে প্রভু উচ্চ সংকীৰ্ত্তন ;
 মধুর কৰ্ণধ্বনি শুনি আইলা যুগগণ ।
 ধ্বনি শুনি ডাহিনে বামৈ যায় প্রভু সঙ্গে ;
 প্রভু তার অঙ্গ মুছে, শ্রোক পড়ে রঙ্গে ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে এক বিংশাধ্যায়ে একা-
দশ শ্লোকে বেণুগীতং শ্রদ্ধা গোপীবাক্যং

‘ধন্যাস্ম মুচ্যগতয়োহপি হরিণ্য এত।

যা নন্দনন্দন মুপাস্ত বিচিত্র বেশং

আকর্ষ্য বেণুরিফিতং সহকৃষ্ণসারাঃ

পূজাং দধুর্বিরচিতাং প্রণয়াবলোকৈঃ’ ॥ ১৯৪ ॥

হে সখি ! ‘মুচ্য গতয়োহপি’ মুচ্য বিবেকহীনা গতিজ্ঞানং ঘাসাং মৃত্যু
ইতি পাঠে তথৈবার্থঃ তথাভূতা অপি তির্ঘ্যগ্ জাতয়েহপি ‘এতাঃ’ দৃষ্টমানাঃ
‘হরিণ্যঃ’ বনোচারিণ্যোহপি ‘ধন্যাস্’ কৃতার্থাঃ ‘স্ম’ নিশ্চয়ে । ‘ঘাঃ’ হরিণ্যঃ
‘বেণুরিফিতং’ বেণুনাদং ‘আকর্ষ্য’ শ্রদ্ধা ‘সহ কৃষ্ণসারাঃ’ স্বপত্তিভিঃ কৃষ্ণ
সারৈঃ সহিতা ইত্যর্থঃ ‘উপাস্ত বিচিত্র বেশং’ উপাস্তাঃ স্বীকৃতাঃ গৃহীতা ইত্যর্থঃ
বিচিত্রাঃ বেশাঃ যেন তং ‘নন্দনন্দনং’ শ্রীকৃষ্ণং প্রতি ‘প্রণয়াবলোকৈঃ’
প্রণয়সহিতৈ রবলোকনৈঃ ‘বিরচিতাঃ’ ‘পূজাঃ’ সম্মানং ‘দধুঃ’ কৃত-
বতাঃ ॥ ১৯৪ ॥

হে সখি । এই সকল হরিণী অজ্ঞান তির্ঘ্যগ্জাতী হইলেও
ধন্য ; কারণ বেণুগান শ্রবণ করিয়া ইহারা নিজ পতি কৃষ্ণ-
সারদিগের সহিত বিচিত্র বেশধারী নন্দনের প্রতি প্রণয়াব-
লোকন দ্বারা পূজা প্রদান করিতেছে । ১৯৪ ।

হেন কালে ব্যাঘ্র তথা আইলা পাঁচ সাত ;

ব্যাঘ্র যুগী মিলি চলে মহাপ্রভুর সাত ।

দেখি মহাপ্রভুর বৃন্দাবন স্থতি হৈল ;

বৃন্দাবন গুণ বর্ণন শ্লোক পড়িল ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ত্রয়োদশাধ্যায়ে পঞ্চ-
পঞ্চাশৎ শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুক বাক্যং

‘বজ্র নৈসর্গ দুর্ভৈরাঃ সহাসম্ যুগাদয়ঃ ।

মিত্রাণীবাজিতা বাস দ্রুতরুট্ তর্ঘ্যাদিকে’ ॥ ১৯৫ ॥

‘যত্র’ বৃন্দাবনে ‘নৈসর্গ ছুঁইবোরাঃ’ নৈসর্গেণ স্বভাবেন ছুঁইবোরাঃ পরম্পরঃ
প্রতিকার্যাটবরবন্তোহপি ‘নৃমুগাদয়ঃ’ নরঃ নরাঃ মুগাঃ মুগসিংহাদয়
ইত্যর্থঃ আদির্বেদ্যাং তে ‘মিত্রাণি ইব’ ‘সহ’ একত্র ‘আসন্’ প্রতি বসন্তি
কথন্তু তে বৃন্দাবনে ‘অজিত বাসজ্ঞতকট্ তর্ষণাদিকে’ অজিতস্য যোগাদিনা
কদাপি বশীকর্তৃ মশকাসা ভগবতঃ আবাসঃ সদাবস্থিতি স্তেন ক্রতাঃ পলা-
য়িতা কট্ ক্রোধঃ তর্ষণাদয়ো লোভাদয়ো যস্যং তস্মিন্ ৷ ১১৫ ৷

ভগবান্ অচ্যুতের নিত্য নিবাসভূমি বলিয়া বৃন্দাবন
হইতে লোভ ক্রোধাদি পলায়ন করিয়াছিল এবং মনুষ্য
সিংহাদি জীবসকল পরম্পরের স্বাভাবিক বৈরভাব পরি-
তাগ পূর্বক বন্ধুভাবে কালযাপন করিতেছিল । ॥ ১১৫ ॥

‘কুক কুক’ কহ বলি প্রভু যবে বৈল ;
কুক কহি ব্যাজ মুগ নাচিতে লাগিল ।
নাচে কুঁদে ব্যাজগণ মৃগীগণ সঙ্গে ;
বলভদ্র ভট্টাচার্য্য দেখে অপূর্ব রঙ্গে ।
ব্যাজ মুগ অতোন্যে করে আলিঙ্গন ;
মুখে মুখ দিয়া করে অতোন্যে চুষন ।
কৌতুক দেখিয়া প্রভু হাসিতে লাগিলা ;
তা ‘সবাকে তাঁহা ছাড়ি আগে চলি গেলা ।
ময়ূরাদি পক্ষীগণ প্রভুকে দেখিয়া
সঙ্গে চলে, কুক বলে, নাচে মত্ত হঞা ।
‘হরিবোল’ বলি প্রভু করে উচ্চারণি ;
বৃন্দলতা প্রফুল্লিত সেই ধনি শুনি ।
বারি খণ্ডে হাবর অঙ্গন আছে বত ; (১)
‘কুক নাম দিয়া কৈল প্রেমোত্তে উন্নত ।
যেই গ্রাম দিয়া বান, বাঁহা করেন স্থিতি ;
সে সব প্রেমের লোকের হয় প্রেমভক্তি ।

১ বারিখণ্ডে — সেই বনের নাম ; বোধ হয় ছোট বাগপুর প্রেমের অঙ্গন বিশেষ ।

কেহ যদি তাঁর হুখে শুনে কুকনাথ ;
 তার হুখে আন শুনে, তার হুখে আন ।
 তবে 'কুক হরি' বলি নাচে কান্দে হানে ;
 পরম্পরার বৈষ্ণব হইল সর্বদেশে ।
 যদ্যপি প্রভু লোক সন্তুষ্টের আসে
 প্রেম গুণ করে, বাহিরে না করে প্রকাশে ;
 তথাপি তাঁর দর্শন শ্রবণ প্রভাবে
 সকল দেশের লোক হইল বৈষ্ণবে ।
 গোড় বঙ্গ রাঢ় উৎকলাদি দেশ গিয়া ;
 লোকের নিস্তার কৈল আপনি ভ্রমিয়া ।
 মথুরা বাবার ছলে আসি ঝারি খণ্ড ;
 (ভিন্ন প্রায় লোক তাঁহা পরম পাবণ্ড ।)
 নাম প্রেম দিয়া কৈল সবার নিস্তার ;
 চৈতন্তের গুড় লীলা হুখে শক্তি কার ?
 বন দেখি ভ্রম হয় এই বুদ্ধাবন ;
 শৈল দেখি মনে হয় এই গোবর্দ্ধন ।
 ঘাঁহা নদী দেখে তাঁহা মানরে কালিন্দী ;
 তাঁহা তাঁহা নাচে প্রেমাধেয়ে পড়ে কান্দি ।
 পথে বাইতে ভট্টাচার্য্য শাক মূল ফল ;
 ঘাঁহা যেই পায়েন তাহা লয়েন সকল ।
 যে গ্রামে রহেন প্রভু তথায় ভ্রামণ—
 পাঁচ সাত জন আসি করে নিমন্ত্রণ ।
 কেহ অন্ন আনি দেয় ভট্টাচার্য্য হানে ;
 কেহ দুধ দি, কেহ বৃত খণ্ড আনে ।
 ঘাঁহা বিপ্র নাহি, তাঁহা শূত্র মহাজন
 আসি তবে ভট্টাচার্য্যে করে নিমন্ত্রণ ।
 ভট্টাচার্য্য পাক করে বস্ত্র ব্যঞ্জন ;
 বস্ত্র ব্যঞ্জনে প্রভুর আনন্ডিত মন ।
 দুই চারি দিনের অন্ন রাখেন সংহতি ।
 ঘাঁহা শূত্র বন লোকের নাহিক বসতি

তাঁহা সেই অন্ন ভট্টাচার্য্য করেন পাক ;
 ফল মূলের ব্যঞ্জন করেন বন্য নানা খাদ্য ।
 পরম সন্তোষ প্রভুর বন্য ভোজনে ;
 মহাসুখ পান যে দিন রহেন নিৰ্জ্জন ।
 ভট্টাচার্য্য সেবা করে স্নেহে বৈছে দাস ;
 তাঁর বিপ্র বহে জলপাত্র বহির্দাস ।
 নিকরৈর উচ্ছাদকে স্নান তিন বার ;
 ছই সন্ধ্যা অগ্নি তাপে ; কাষ্ঠ অপার ।
 নিরন্তর প্রেমাবেশে নিৰ্জ্জন গমন ;
 শ্রুত অমৃতবি প্রভু কহেন বচন :—
 'শুন ভট্টাচার্য্য ! আমি গেলেম বহুদেশ ;
 বন পথে ছুঃখের কাঁদা নাহি পাই লেশ ।
 কৃষ্ণ কৃপালু আমার বড় কৃপা কৈল ;
 বনপথে আমি আমার বহু শ্রুত দিল ।
 পূর্বে বুলাবন যাইতে করিলাম বিচার ;
 মাতা, গঙ্গা, ভক্তগণ, দেখিব একবার ।
 ভক্তগণ সঙ্গে অবশ্য করিব মিলন ;
 ভক্তগণ সঙ্গে লঞা যাব বুলাবন ।
 এত ভাবি গৌড়দেশে করিলাম গমন ;
 মাতা, গঙ্গা, ভক্ত, দেখি শ্রুতী হৈল মন ।
 ভক্তগণ লয়ে তবে চলিলাম রঙ্গে ;
 লক্ষ কোটি লোক তাঁহা হৈল আমা সঙ্গে ।
 সনাতন মুখে কৃষ্ণ আমা শিখাইলা ;
 তাঁহা বিস্তর করি বন পথে লঞা আইলা ।
 কৃপার সমুদ্র ! হীনহীনে দয়াময় !
 কৃষ্ণ কৃপা বিনে কোন শ্রুত নাহি হয়' ।
 ভট্টাচার্য্য আলিঙ্গিয়া তাঁহারে কহিল ;
 'তোমার প্রসাদে আমি এত শ্রুত পাইল' ।
 তঁহো কহেন 'তুমি কৃষ্ণ ! তুমি দয়াময় !
 অধমজীব মুক্তি, যোরে হইলা সমর' ।

‘মুক্‌ হার, মোরে তুমি সঙ্গে লকা আইলা ;

কৃপা করি মোর হাতে তিকাও করিলা ।

অধম কাকেরে কৈলে গরুড় সমান ;

যতদূর ইখর তুমি স্বয়ং ভগবান্’ ।

তথাহি ভাবার্থদীপিকায়াম্ শ্রীমদ্ভাগবতস্য প্রথম শ্লোক-
ব্যাখ্যারস্তে ষষ্ঠ শ্লোকে শ্রীধরস্বামিবাক্যং

‘মুকং কৰোতি বাচালং পশুং লজ্জয়তে গিরিং ।

যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দ মাধবং’ ॥ ১৯৬ ॥

‘যৎকৃপা’ যস্য ভগবতঃ কৃপা ‘মুকং’ বাক্শক্তিৰহিতং জনং ‘বাচালং’
সুবক্তারং ‘কৰোতি’ তথা ‘পশুং’ গমন শক্তি রহিতং জনং ‘গিরিং’ পৰ্বতঃ
‘লজ্জয়তে’ উত্তীর্ণং কৰোতি ‘তং’ ‘পরমানন্দ মাধবং’ অহং ‘বন্দে’ ॥ ১৯৬ ॥

যাঁহার কৃপায় মুক বাক্শক্তি লাভ করে এবং পশু
গিরি লজ্জন করিতে সমর্থ হয় ; সেই সচ্চিদানন্দ মাধবের
আমি বন্দনা করি ॥ ১৯৬ ॥

এই মত বলভদ্র করেন শুবন ;

প্রেমে সেবা করি তুষ্ট কৈল প্রভুর মন ।

এই মত নানা স্থখে প্রভু আইলা কান্ধী ;

মধ্যাহ্ন ভ্রাম কৈল মণিকর্ণিকার আসি ।

সেইকালে তপন মিশ্র করে গঙ্গাস্নান ; (১)

প্রভু দেখি কইল তাঁর কিছু বিষয় জ্ঞান ।

‘পূর্বে শুনিয়াছি প্রভু করিয়াছেন সন্ন্যাস’ ;

নিশ্চয় করিলে হৈল জ্বরে উদ্ভাস ।

প্রভুর চরণ ধরি করেন রোদন ;

প্রভু তাঁরে উঠাইয়া কৈল আলিঙ্গন ।

প্রভু লকা গেল বিশেষর দরশনে ;

তবে আসি দেখে বিষ্ণু মাধব চরণে ।

ঘরে লঞা আইলা প্রভুকে আনন্দিত হঞা ;

সেবা করি নৃত্য করে বহু উড়াইয়া ।

প্রভুর চরণোদক সবংশে কৈল পান ;

ভট্টাচার্য্যের পূজা কৈল করিয়া সন্মান ।

প্রভুরে নিমন্ত্রণ করি ঘরে ভিক্ষা দিল ;

বলভদ্র ভট্টাচার্য্যে পাক করাইল ।

ভিক্ষা করি মহাপ্রভু করিলা শয়ন :

মিশ্রপুত্র রঘু করে পান লবাহন ।

প্রভুর শেবার মিশ্র সবংশে খাইলা ;

প্রভু আইলা শুনি চন্দ্রশেখর আইলা ।

মিশ্রের সখা তিঁহ প্রভুর নিজ দাস ;

বৈদ্য জাতি লিখন ব্রুত্তি বারাগনী বাস ।

আসি প্রভুর পদে পড়ি করেন রোদন ;

প্রভু উঠি তাঁরে কৃপায় কৈল আলিঙ্গন ।

চন্দ্রশেখর কহে 'প্রভু বড় কৃপা কৈলা ;

আগনে আসিয়া তৃত্যে দরশন দিলা ।

আপন প্রারম্ভে বসি বারাগনী স্থানে ;

'মারা' 'ব্রহ্ম' শব্দ বিনা নাহি শুনি কাণে ।

বড় দর্শন ব্যাখ্যা বিনা কথা নাহি এথা ;

মিশ্র কৃপা করি মোরে শুনান কৃষ্ণ কথা ।

নিরন্তর হুঁহে চিন্তি তোমার চরণ ;

সর্বজ্ঞ ঈশ্বর তুমি দিলে দরশন ।

শুনি মহাপ্রভু বাবেন শ্রীকৃষ্ণাবন ;

দিন কত রহি তার তৃত্য হইলেন' ।

মিশ্র কহে 'প্রভু! বাবৎ কাশীতে রহিবে ;

মোর নিমন্ত্রণ বিনা অস্ত্র না মানিবে ।

এইমত মহাপ্রভু হই তৃত্যের বশে ;

ইচ্ছা নাহি তবু ভথা রহিল দিন দশে ।

মহারাত্রী বিএ আইসে প্রভু দেখিবারে ;

প্রভুর দ্বণ প্রেম দেখি হর চমৎকারে ।

বিপ্র সব নিমজ্জরে, প্রভু নাহি যানে ;
 প্রভু কহে 'জাজি যের হরেন্দ্রে নিমজ্জনে' ।
 এই মত প্রতিদিন করেন বকন ;
 সন্ন্যাসীর সঙ্গ ভয়ে না যানে নিমজ্জনে ।
 প্রকাশানন্দ ত্রীপাণ্ড সভাতে বসিয়া
 বেদান্ত পড়ান বহু শিষ্যগণ লঞা ।
 সেই বিপ্র দেখি আইল প্রভুর ব্যবহার ;
 প্রকাশানন্দ আগে কহে চরিত্র তাঁহার :—
 'এক সন্ন্যাসী আইলা জগন্নাথ হৈতে ;
 তাঁহার মহিমা প্রভাব না পারি বর্ণিতে ।
 প্রকাণ্ড শরীর, শুদ্ধ কাঞ্চন বরণ ;
 আজাহ্ন লঙ্ঘিত ভুক্ত, কমল নয়ন ।
 যত কিছু ঈশ্বরের সর্ব সঙ্গলক্ষণ ;
 সকল দেখিয়ে তাঁতে, অদ্ভুত কথন !
 তাঁহা দেখি জ্ঞান হয় এই নারায়ণ ;
 যেই তাঁরে দেখে, করে কৃষ্ণ সংকীৰ্ত্তন ।
 মহাভাগবত লক্ষণ তুনি ভাগবতে ;
 সে সব লক্ষণ প্রকট দেখিয়ে তাঁহাতে ।
 নিরন্তর কৃষ্ণ নাম জিহবা তাঁর গায় ;
 ছুই নেত্রে অশ্রু বহে গঙ্গাধারা প্রায় ।
 কপে নাচে হাসে গায় করয়ে ক্রন্দন ;
 কপে হৃদয় করে সিংহের গর্জন ।
 অগত মৃদল তাঁর কৃষ্ণ চৈতন্ত নাম ;
 নাম রূপ গুণ তাঁর সব অঙ্গণম ।
 দেখিলে সে জানি তাঁরে ঈশ্বরের রীতি ;
 অলৌকিক কথা তুনি কে করে প্রতীতি' ।
 তনিয়া প্রকাশানন্দ বহুত হাসিলা ;
 বিপ্র উপহাস করি কহিতে লাগিলা :—
 'তনিরাহি পৌড় বেশে সন্ন্যাসী ভাবক ;
 কেশব ভারতী শিষ্য লোক প্রতারক ;

'চৈতন্য নাম তার, ভাবকংগণ লঞা
 দেশে দেশে ঘামে ঘামে বুলে নাচাইয়া ।
 যেই তারে দেখে সেই ঈশ্বর করি কহে ;
 ঐছে মোহন বিদ্যা ; যে দেখে সে মোহে ।
 সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত প্রবল ;
 শুনি চৈতন্যের সঙ্গে হইল পাগল ।
 সরাসী নাম যাত্র, মহা ইঞ্জালী ;
 কাশীপুরে না বিকাবে তার ভাব কালি ।
 বেদান্ত শ্রবণ কর, না বাইও তার পাশ ;
 উচ্ছ্বল লোক সঙ্গে ছুই লোক নাশ' ।
 এত শুনি সেই বিপ্র মহাহুঃখ পাইল ;
 কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহি তথা হৈতে উঠি গেল ।
 প্রভুর দর্শনে শুদ্ধ হঞাছে তার মন ;
 প্রভু আগে হুঃখী হঞা কহে বিবরণ ।
 শুনি মহাপ্রভু তবে ঈষৎ হাসিলা ;
 পুনরপি সেই বিপ্র প্রভুরে পুছিলা :—
 'তার আগে যবে আমি তোমার নাম লইল ;
 সেই তোমার নাম জানে আপনে কহিল ।
 তোমার দোষ কহিতে করে নামের উচ্চারণ ;
 'চৈতন্য ! চৈতন্য !' করি কহে তিন বার ।
 তিন বারে কৃকনাম না আইল তার মুখে ;
 অবজ্ঞাতে নাম লয় শুনি পাই হুঃখে ।
 ইহার কারণ মোরে কহ কৃপা করি ;
 তোমা দেখি মুখ যোর বলে কৃষ্ণ হরি' ।
 প্রভু কহে 'মহারাবাদী কৃষ্ণ অপরাধী ;
 'ব্রহ্ম' 'আত্মা' 'চৈতন্য' কহে নিরবধি ।
 অতএব তার মুখে না আইসে কৃষ্ণ নাম ;
 কৃকনাম, কৃষ্ণ স্বরূপ, দুইত সমান ।
 নাম, বিগ্রহ, স্বরূপ, তিন এক রূপ ;
 তিনে ভেদ নাহি, তিন চিদানন্দ রূপ ।

‘দেহ, দেহী, নাম, নামী, কৃষ্ণে নাহি ভেদ’;

জীবের ধর্ম, নাম, দেহ, স্বরূপ, বিভেদ ।

তথাহি হরিভক্তিবিলাসে ঐকাদশ বিলাসে উনসপ্তত্য-
ধিক দ্বিগতাক্ষত বিষ্ণুধর্মোত্তরবচনঃ

‘নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণ চৈতন্যো রসবিগ্রহঃ

পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোহভিন্নাত্মা নামনামিনোঃ’ ॥ ১৯৭ ॥

‘কৃষ্ণঃ’ ‘নাম চিন্তামণিঃ’ নাম চিন্তাত্মা মণিঃ রত্নমেব স্যাৎ স এব ‘চৈতন্যঃ’
জ্ঞানরূপঃ পুনঃ ‘রস বিগ্রহঃ’ রস এব বিগ্রহঃ স্বরূপঃ যস্য সঃ । পুনঃ ‘পূর্ণঃ’
পরিপূর্ণঃ ‘শুদ্ধঃ’ পবিত্র স্বরূপঃ তথা ‘নিত্যঃ’ সর্বদৈব ‘নামনামিনোঃ’ স্বরোঃ
‘অভিন্নাত্মা’ ‘উক্তঃ’ কথিতঃ ॥ ১৯৭ ॥

নাম চিন্তামণিই শ্রীকৃষ্ণ ; তিনি চৈতন্য স্বরূপ, রস-
বিগ্রহ এবং পূর্ণ পবিত্র, তিনি নাম ও নামধারী এই
উভয়ের অভিন্নাত্মা বলিয়া উক্ত হইয়াছেন ॥ ১৯৭ ॥

‘অতএব কৃষ্ণের নাম দেহ বিলাস ;

প্রাকৃতেন্দ্রিয় গ্রাহ নহে, চর স্বপ্রকাশ ।

কৃষ্ণ নাম, কৃষ্ণরূপ, কৃষ্ণ লীলা বৃন্দ ;

কৃষ্ণের স্বরূপ সব হয় চিদানন্দ ।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিদ্ধৌ পূর্ববিভাগে সাধন ভক্তি-
লহর্যা ষড়শীতি শ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিবাक्यঃ

‘অতঃ শ্রীকৃষ্ণ নামাদি ন ভবেদগ্ৰাহ্য মিস্ত্রিযৈঃ ।

সেবোন্মুখেহি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব ক্ষুরত্যদঃ’ ॥ ১৯৮ ॥

‘অতঃ’ অতএব ‘শ্রীকৃষ্ণনামাদি’ ‘ইন্দ্রিয়ৈঃ’ প্রাকৃতেন্দ্রিয়ৈঃ ‘গ্রাহ্যঃ’
গ্রহণীয়ঃ ‘ন’ ‘ভবেৎ’ । ‘সেবোন্মুখে’ ‘জিহ্বাদৌ’ ‘অব্যঃ’ নামাদি ‘স্বয়মেব’
‘হি’ নিশ্চিতঃ ‘ক্ষুরতি’ উচ্ছারিতঃ ভবতি ॥ ১৯৮ ॥

অতএব শ্রীকৃষ্ণনামাদি প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহে ;
ভক্তনাম্মুখ ব্যক্তির জিহ্বাগ্রে ইহা আপনা হইতেই ক্ষুরিত
হইতে থাকে ॥ ১৯৮ ॥

‘ব্রহ্মানন্দ হৈতে পূর্ণানন্দ লীলারস ;
ব্রহ্মজ্ঞানী আকর্ষিয়া করে আশ্বষণ ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বাদশস্কন্ধে দ্বাদশাধ্যায়ে দ্বিপঞ্চা-
শৎ শ্লোকে সৌন্দর্যাদীনাং প্রতি সূত বাক্যং
‘স্বস্থ নিভৃতচেতা স্তম্ভ্যদস্তান্ত্রভাবো
প্যজিত কচিরলীলাকৃষ্টসারস্তদীয়ং
ব্যতনুত কৃপয়া য স্তম্ভদীপং পুরাণং
তমখিল বৃজিনয়ং ব্যাসসুস্থং নতোহস্মি’ ॥ ১৯৯ ॥

‘স্বস্থনিভৃত চেতাঃ’ স্বস্থেতেনৈব নিভৃতঃ পূর্ণং চেতো বস্তু সঃ ‘স্তম্ভ্যদ-
স্তান্ত্রভাবঃ’ তৎ তেনৈব চেতসা স্তম্ভ্যতঃ ত্যক্তঃ অন্যান্যদ্বি-বিষয়ে ভাবো
বস্তু সঃ ‘অপি’ তথাভূতোহপি ‘অজিতকচির লীলাকৃষ্ট সারঃ’ অজিতসা
ভগবতঃ কচিরভিঃ লীলাভিরাকৃষ্টঃ সারঃ স্বস্থঃ ধৈর্য্যঃ বস্তু সঃ ‘স্তদীয়ং’
ভগবন্নীলাগুণ সম্বন্ধীয়ং ‘স্তম্ভদীপং’ পরমার্থ প্রকাশকং ‘পুরাণং’ শ্রীভাগবতং
‘যঃ’ শুকদেবঃ ‘ব্যতনুত’ প্রকাশিতবান্ ‘তং’ ‘অখিল বৃজিনয়ং’ সকল পাপ-
নাশকং ‘ব্যাস সুস্থং’ ব্যাসগুজঃ ‘নতোহস্মি’ ॥ ১৯৯ ॥

যিনি স্বীয় স্থখে পূর্ণ চিত্ত হেতু অশ্রুভাব বিরহিত হইয়াও
ভগবান্ অজিতের মনোহর লীলায় আকৃষ্ট হইয়া এই তত্ত্ব-
প্রদীপ পুরাণসংহিতা (শ্রীভাগবত) প্রকাশ করিয়াছেন ; সেই
অখিল পাপনাশক ব্যাসতনয়কে প্রণাম করি ॥ ১৯৯ ॥

‘ব্রহ্মানন্দ হৈতে পূর্ণানন্দ কৃষ্ণ ভগ ;
অতএব আকর্ষয়ে আদ্বায়ামের মন ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে সপ্তমাধ্যায়ে দশম-
শ্লোকে সোনকাদীন্ প্রতি সূত বাক্যং

‘আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নিগ্রহা অপ্যুরুক্রমে
কুর্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তি মিথস্তৃতগুণো হরিঃ’ ॥২০০॥

ইহার টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যঃ ১২১ পৃঃ ৪৮ শ্লোকে দেখ ॥ ২০০ ॥

‘ইহ সব রহ কৃষ্ণ চরণ লব্ধে ;

আত্মারামের মন করে তুলসীর গঞ্জে ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে পঞ্চদশাধ্যায়ে ত্রয়ো-
শ্চত্বারিংশৎ শ্লোকে কুমারাদীন্ প্রতি ব্রহ্ম বাক্যং

‘তস্মারবিন্দনয়নস্য পদারবিন্দ-

কিঞ্জক মিশ্র তুলসী মকরন্দ বায়ুঃ

অন্তর্গতঃ স্ববিবরেণ চকার তেমাং

সংকোভ মক্ষরজুমামপি চিত্ততম্বোঃ’ ॥ ২০১ ॥

‘তস্য’ ‘অরবিন্দনয়নস্য’ ভগবতঃ ‘পদারবিন্দ কিঞ্জক মিশ্র তুলসী-
মকরন্দ বায়ুঃ’ পদারবিন্দয়োঃ কিঞ্জকৈঃ কেশবৈঃ মিশ্রা বা তুলসী তস্য মকর-
ন্দেন যুক্তো বায়ুঃ ‘স্ববিবরেণ’ নাসাছিত্ত্রেণ ‘অন্তর্গতঃ’ অন্তরি প্রবিষ্টঃ সন্
‘মক্ষর জুমামপি’ ব্রহ্মানন্দসেবিনামপি ‘তেমাং’ মুনীনাং ‘চিত্ততম্বোঃ’ মনঃ
শরীরয়োঃ ‘সংকোভঃ’ চিত্তেহতি হর্ষং তনৌ রোমাকং চ ‘চকার’ ॥ ২০১ ॥

ভাঁহার (মুনিগণ) ব্রহ্মানন্দে মগ্ন থাকিলেও অরবিন্দ-
নয়ন ভগবানের পদারবিন্দের কেশর মিশ্রিত তুলসীর মক-
রন্দ যুক্ত বায়ু নাসারন্ধ্রযোগে অন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন, ভাঁহা-
দের চিত্তে হর্ষ এবং গাত্রে রোমাক হইল । ২০১ ।

‘অতএব কৃষ্ণমান না আইসে তার মুখে ;

মায়াবাদীগণ বাজে মহাবহির্ভূখে ।

'ভাবকালি বেচিতে আমি আইলাম কাশীপুরে ;
 গ্রাহক নাই, না বিকার লঞা যাব ঘরে ।
 ভারি বোঝা লঞা আইলাম, কেমনে লঞা যাব ?
 অন্ন স্বল্প মূল্য পাইলে এখাই বেচিব' ।
 এত বলি সেই বিপ্রে আত্মসাত করি ;
 প্রাতে উঠি মথুরায় চলিলা গৌরহরি ।
 সেই তিন সঙ্গে চলে, প্রভু নিবেদিত ;
 দূরে হৈতে তিন জনে ঘরে পাঠাইলা ।
 প্রভুর বিরহে তিনে একত্রে মিলিয়া
 প্রভু গুণ গান করে প্রেমে মত্ত হঞা ।
 প্রয়াগ আসিয়া প্রভু কৈল বেগীমান ; (১)
 মাধব দেখিয়া প্রেমে কৈল নৃত্য গান ।
 যমুনা দেখিয়া প্রেমে পড়ে ঝাঁপ দিয়া ;
 আশ্রয় ব্যস্তে ভট্টাচার্য্য উঠায় ধরিয়া ।
 এই মত তিন দিন প্রয়াগে রহিলা ;
 কৃষ্ণ নাম প্রেম দিয়া লোক নিস্তারিলা ।
 মথুরা চলিতে পথে বধা রহি যায় ;
 কৃষ্ণদাম প্রেম দিয়া লোকেরে নাচায় ।
 পূর্বে যেন দক্ষিণ যাইতে লোক নিস্তারিলা ;
 পশ্চিম দেশে তৈছে সব বৈষ্ণব করিলা ।
 পথে বাঁহা বাঁহা হয় যমুনা দর্শন ;
 তাঁহা ঝাঁপ দিয়া পড়ে প্রেমে অচেতন ।
 মথুরা নিকটে আইলা ; মথুরা দেখিয়া
 দণ্ডবৎ হঞা পড়ে প্রেমাবিষ্ট হঞা ।
 মথুরা আসিয়া কৈল বিজ্ঞান তীর্থে দান ;
 জন্ম স্থানে কেশব দেখি করিল প্রণাম ।
 প্রেমাবেশে নাচে গায় সতনে হৃদয় ;
 প্রভুর প্রেমাবেশ দেখি লোক চমৎকার !

১ বেগীমান—জিবেণী ঘাটে দান করিলেন । প্রয়াগে যমুনা ও সরস্বতী একত্র মিলিত হইয়াছে ; সে জন্য ঐ স্থানকে জিবেণী বলে ।

এক বিপ্র পড়ে প্রভুর চরণ ধরিতা ;
 প্রভু সঙ্গে নৃত্য করে প্রেমাবিষ্ট হঞা ।
 হুঁহে প্রেমে নৃত্য করি করে কোলাকুলী ;
 হরি কৃষ্ণ কহে হুঁহে ছুই বাহ তুলি ।
 লোক হরি হরি বলে, কোলাহল হৈল ;
 কেশব সেবক প্রভুকে মালা পরাইল ।
 লোক কহে প্রভু দেখি হইয়া বিস্ময় ;
 'এ রূপ এ প্রেম লৌকিক কভু নয় ।
 যাঁহার দর্শনে লোক প্রেমে মত্ত হঞা
 হাসে কান্দে নাচে গায় কৃষ্ণনাম লঞা ;
 সর্বথা নিশ্চিত ইহো কৃষ্ণ অবতার ;
 মথুরা আইলা লোকের করিতে নিস্তার' ।
 তবে মহাপ্রভু সেই ব্রাহ্মণ লইয়া ;
 তাহারে পুছিলা কিছু নিভুতে বসিয়া ।
 'আর্য্য সরল তুমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ;
 কাঁহা হৈতে পাইলে তুমি এই প্রেমধন' ?
 বিপ্র কহে 'ঈশান ঈশাধবেন্দ্র পুরী
 ভ্রমিতে ভ্রমিতে আইলা মথুরানগরী ;
 কৃপা করি তিঁহো মোর নিলয়ে আইলা ;
 মোরে শিষ্য করি মোর হাতে ভিক্ষা কৈলা ।
 গোপাল একট করি সেবা কৈল মহাশয় ;
 অন্যান্যিও তাঁর সেবা গোবর্ডনে হয়' ।
 তনি প্রভু কৈল তাঁর চরণ বন্দন ;
 ভয় পাঞা প্রভু পায় পড়িলা ব্রাহ্মণ ।
 প্রভু কহে 'তুমি গুরু আমি শিষ্য প্রায় ;
 গুরু হঞা শিষ্যে নমস্কার না য়ার' ।
 তনিয়া বিস্মিত বিপ্র, কহে ভয় পাঞা ;
 'ঐছে বাত কহ কেন সন্ন্যাসী হইয়া ?
 কিহু তোমার প্রেম দেখি মনে অহুমানি ;
 মাধবেন্দ্র পুরীর সবন্ধ ধর জানি ।

‘কৃষ্ণ প্রেমা তাঁহা ; ঘাঁহা তাঁহার সখ্যক ;
 তাঁহা বিনা এই প্রেমার কাঁহা নাহি গন্ধ’ ।
 তবে ভট্টাচার্য্য তাঁরে সখ্যক কহিল ;
 শুনি আনন্দিত বিপ্র নাচিতে লাগিল ।
 তবে বিপ্র প্রেভু লঞা আইল নিজ ঘরে ;
 আপন ইচ্ছায় প্রেভুর নানা সেবা করে ।
 ভিক্ষা লাগি ভট্টাচার্য্যে করাইল রন্ধন ;
 তবে মহাপ্রভু হাসি বলিলা বচন :—
 ‘পুত্রী গোসাঁঞি তোমার ঠাঞি করিয়াছেন ভিক্ষা ;
 মোরে তুমি ভিক্ষা দেহ ; এই মোর শিক্ষা’ ।

তথাহি শ্রীভগবদকীত্যাং তৃতীয়াধ্যায়ে একবিংশতি-
 শ্লোকে অৰ্জুনঃ প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং

‘যদযদাচরতি শ্রেষ্ঠ স্তুভদেবেতরো জনঃ ।

স যৎ প্রনাথং কুরুতে লোক স্তুদনুবর্ততে’ ॥ ২০২ ॥

ইহার টীকা ও ব্যাখ্যা আদিঃ ৭৪ পৃঃ ৩০ শ্লোকে দেখ ॥ ২০২ ॥

যদ্যপি সনোড়িয়া হয় সেইত ভ্রাক্ষণ ;
 সনোড়িয়া যবে সন্নাসী না করে ভোজন ।
 তথাপি পুত্রী দেপি তাঁর বৈষ্ণব আচার ;
 শিষ্য করি তাঁর ভিক্ষা কৈল অঙ্গীকার ।
 মহাপ্রভু তাঁরে যদি ভিক্ষা মাগিল ;
 দৈন্ত্য করি সেই বিপ্র কহিতে লাগিল :—
 ‘তোমারে ভিক্ষা দিব বড় ভাগ্য সে আমার ;
 তুমি ঈশ্বর নাহি তোমার বিধি ব্যবহার ।
 মূর্থ লোক করিবেক তোমার নিন্দন ;
 সহিতে না পারিব সেই হুটের বচন’ ।
 প্রভু কহে ‘শ্রুতি স্মৃতি যত অবিগল ;
 সব এক মত, নহে ভিন্ন ভিন্ন ক্রম ।
 ধর্ম স্থাপন হেতু সাধু ব্যবহার ;
 পুত্রী গোসাঁঞির আচরণ সেই ধর্ম সার’ ।

তথাহি একাদশীতত্ত্ব দশমীবৈজ্ঞানিকাদশী প্রকরণে ধৃত
হিমাঙ্গি নিবন্ধীয় বাসবচনঃ

‘তর্কোহপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্ন্য।

নাসার্বমি যন্ত মতং ন ভিন্নং

ধর্মশ্চ তত্ত্বং নিহিতং গুহ্যাং

মহাজনো যেন গতঃ স পস্থাঃ’ ॥ ২০৩ ॥

‘তর্কঃ’ যুক্তিমূলকবিচারঃ ‘অপ্রতিষ্ঠঃ’ কর্তব্যাকর্তব্যানির্ণয়ে অসমর্থঃ কেবলং
বাদামুবাদরূপ ইত্যর্থঃ ‘শ্রুতয়ঃ’ বেদাদয়ঃ ‘বিভিন্ন্যঃ’ বিপরীত মতযুক্তাঃ ‘অসৌ’
অমিঃ ন স্তাং যন্ত ‘স্ববে’ ‘মতং’ ‘ভিন্নং’ ‘ন’ ভবেৎ ! ‘ধর্মস্য’ কর্তব্য-
কর্তব্য মূলক ধর্মজ্ঞানশ্চ ‘তত্ত্বং’ যথার্থ্যং ‘গুহ্যাং’ পর্বত কল্পে ‘নিহিতং’
নিঃক্ষিপ্তং স্যাৎ তৎপ্রাপণোপায়ো নাস্তীত্যর্থঃ অতএব ‘যেন’ পপা
‘মহাজনঃ’ সাধুজনঃ ‘গতঃ’ তে যঃ ব্যবহারাদিকং অহুস্তত্বান্ ‘সঃ’ এব
‘পস্থাঃ’ আশ্রয়ণীয়ঃ ইত্যর্থঃ ॥ ২০৩ ॥

তর্ক যুক্তিতে কর্তব্য নির্ণয় হয় না ; শ্রুতি সকলও
ভিন্ন ভিন্ন ; এমন আমি দেখা যায় না, যাঁহার মত বিভিন্ন নহে ;
ধর্মের যথার্থ তত্ত্ব পর্বত গুহায় নিহিত হইয়াছে ; অতএব
সাধুজন অবলম্বিত পথই অনুসরণ করা কর্তব্য ॥ ২০৩ ॥

তবে সেই বিপ্র প্রভুকে ভিক্ষা করাটল ;

মধুপূরী লোক প্রভুকে দেখিতে আটল ।

লক্ষ লংখা লোক আইসে নাহিক গণন ;

বাহির হইয়া প্রভু দিল দরশন ।

বাহু তুলি বলে প্রভু ‘বোল চরি চরি’ ;

প্রেমে মত্ত নাচে লোক হরিধ্বনি করি ।

যমুনা চকিষ ঘাটে প্রভু কৈল স্নান ;

সেই বিপ্র প্রভুকে দেখায় তীর্থ স্থান ।

স্বায়ম্ভু, বিশ্বাম, দীর্ঘ, বিষ্ণু, কৃতেশ্বর ;

মহাবিদ্যা গৌকর্ণাদি দেখেন সকল ।

বন দেখিবারে যদি প্রভুর মন হৈল ;
 সেই ব্রাহ্মণে প্রভু নিজ সঙ্গে লৈল ।
 মধুবন, তালবন, কুমুদ, বহলা ;
 তাঁহা তাঁহা গান করি প্রেমাবিষ্ট হৈলা ।
 পণে গাভীঘটা চরে, প্রভুকে দেখিয়া ।
 প্রভুকে বেড়য়ে আসি হৃদয় করিয়া ।
 গাভী দেখি শুক প্রভু প্রেমের তরঙ্গে ;
 বাৎসল্যে গাভী প্রভুর চটে সব অঙ্গে ।
 অহু হয়ে প্রভু করে অঙ্গ কণ্ঠ্যন ;
 প্রভু সঙ্গে নাহি ছাড়ে চলে ধেনুগণ ।
 কষ্টে স্টে ধেনু সব রাখিল গোয়াল ;
 প্রভু কর্ণধ্বনি শুনি আটসে মৃগীপাল ।
 মৃগ মৃগী মুখ দেখি প্রভু অঙ্গ চাটে ;
 ভয় নাহি করে, গিলে যার বাটে বাটে । (১)
 পিক ভৃঙ্গ প্রভুকে দেখি পঞ্চম গার ;
 শিখীগণ নৃত্য করি প্রভু আগে যার ।
 প্রভু দেখি বৃন্দাবনের বৃক্ষ লতাগণ ;
 অঙ্গুর—পুলক, মধু—অঙ্গুর বরিষণ ।
 ফুল ফলে ভরি ডাল পড়ে প্রভু পার ;
 বহু দেখি বহু যেন ভেট লঞা যার ।
 প্রভু দেখি বৃন্দাবনের স্থাবর অঙ্গম
 আনন্দিত ; বহু যেন দেখে বহুগণ ।
 তা সবার প্রীতি দেখি প্রভু ভাবাবেশে
 সব সনে কীড়া করে হঞা তার বেশে ।
 প্রতি বৃক্ষ লতা প্রভু করেন আলিঙ্গন ;
 পুষ্প আদি ধ্যানে করেন বৃক্ষে সমর্পণ ।
 অঙ্গ কল্প পুলক প্রেমে শরীর অস্থিরে ;
 'কুকবোল' 'কুকবোল' বলে উচ্চৈঃস্বরে ।

হাথের জন্ম মিলি করে কৃষ্ণধনি ;
 প্রভুর গভীর স্বরে যেন প্রতিধ্বনি ।
 সুগের পলা ধরি প্রভু করেন রোমন ;
 সুগের পুলক অঙ্গ, অঙ্গ নয়ন ।
 বৃক্ষ ডালে শুক শারি দিল দরশন ;
 তা দেখি প্রভুর কিছু শুনিতে হৈল মন ।
 শুক শারিকা প্রভুর হাতে উড়ি গড়ে ;
 প্রভুকে শুনাঞা বৃক্ষের শুণ শ্লোক পড়ে ।

তথাহি শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে ত্রয়োদশসর্গে উনত্রিংশ-
 শ্লোকে শারিকঃ প্রতি শুকবাক্যঃ

‘সৌন্দর্য্যং ললনাদিধৈর্য্যদলং লীলারমা স্তম্ভিনী
 বীর্য্যং কন্দুকিতাদ্রি বর্য্য মমলাঃ পারে পরাধ্বং গুণাঃ
 শীলং সর্ব্ব জনানুরঞ্জন মহো যস্যায় মস্মৎ প্রভু
 বিব্ধং বিশ্বজনীন কীর্ত্তিরবতাং কৃষ্ণো জগন্মোহনঃ’ ॥২০৪॥

‘অস্মৎ প্রভুঃ’ হে শারিকে অস্মাকং প্রভুঃ ‘অয়ং’ দৃষ্টমানঃ ‘জগন্মোহনঃ’
 ভুবনমোহনঃ ‘কৃষ্ণঃ’ ‘অহো’ আশ্চর্য্যং ‘বিব্ধং’ জগৎ ‘অবতাং’ অবতু রক্ষতু
 নঃ কীদৃশঃ ‘বিশ্বজনীনকীর্ত্তিঃ’ বিশ্বজনীনা বিশ্বব্যাপিনী কীর্ত্তিবিস্তারঃ ।
 ‘যস্য’ কৃষ্ণস্ত ‘সৌন্দর্য্যং’ অঙ্গমাদুর্ঘ্য্যং ‘ললনাদি ধৈর্য্য দলং’ ললনাদীনাং
 লক্ষ্যাদীনাং ধৈর্য্যং দলনার শীড়নার শীলং যন্ত তৎ ; ‘লীলা’ যন্ত বিহারাদি
 ‘রমাস্তম্ভিনী’ রমাং লক্ষ্যো স্তম্ভিতুং স্তম্ভীকৰ্ত্ত্বং শীলং যস্যঃ সা ; ‘বীর্য্যং’
 বলা বিক্রমাদিকং ‘কন্দুকিতাদ্রিবর্য্যং’ কন্দুকিতং গেড়কৃতং ক্রীড়াসানপ্রী-
 কৃতমিতিবাবৎ অত্রিবর্য্যং পর্ত্তপ্রেষ্টং গোবর্দ্ধনমিত্যর্থঃ যেন তৎ ; ‘গুণাঃ’
 যস্য গুণাদয়ঃ ‘পরাদ্বং পারে’ গগনায়োঃ শেবসংখ্যায়োঃ পরপারে ‘অমলাঃ’
 নিরতিশয়ং নির্মলা ইত্যর্থঃ ‘শীলং’ যস্য চরিত্রং ‘সর্ব্বজনানুরঞ্জনং’ ॥২০৪॥

আমাদের প্রভু এই জগন্মোহন কৃষ্ণ বিশ্ব সংসার রক্ষা
 করুন ! অহো ! ইহার কীর্ত্তিকলাপ বিশ্বজনীন ; ইহার
 সৌন্দর্য্যে ললনাদির ধৈর্য্যচ্যুতি হয় ; ইহার লীলাদিতে

লক্ষ্যীকেও স্তম্ভিত করে ; ইঁহার বীৰ্য্য প্রভাবে গিরিবর
গোবর্দ্ধনও ক্রীড়াসামগ্রীর আয় হইয়াছিল ; এবং ইঁহার
গুণাদি নিরতিশয় নিখিল ও চরিত্র সর্বলোকের মনোরঞ্জন-
কারী ॥ ২০৪ ॥

শুক বাক্য শুনি শারি করে রাধিকা বর্ণন ;

তথাহি শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে ত্রয়োদশসর্গে শ্লোকং প্রতি
শারিকাবাক্যং

‘শ্রীরাধিকায়াঃ প্রিয়তা স্বরূপতা

সুশীলতা নর্তন গান চাতুরী

গুণানি সম্পৎ কবিতা চ রাজতে

জগন্মনোমোহন চিত্তমোহিনী’ ॥ ২০৫ ॥

হে শুক ! শ্রু ‘শ্রীরাধিকায়াঃ’ ‘প্রিয়তা’ প্রেম ‘স্বরূপতা’ স্বরূপসৌন্দর্য্যঃ
‘সুশীলতা’ সৎচরিত্রতা ‘নর্তনগান চাতুরী’ নৃত্যগীত বিবয়ে নিপুণতা
‘সম্পৎ’ ঐশ্বর্য্যাদিকং ‘গুণানি’ গুণসমূহাঃ তথা ‘কবিতাচ’ কাব্য শাস্ত্রজ্ঞ-
তাচ ‘রাজতে’ দেদীপ্যতে যতঃ সা রাধিকা ‘জগন্মনোমোহন চিত্ত মোহিনী’
জগন্মনোমোহনস্য কৃষ্ণস্য চিত্ত মোহিনী স্যাদিশেষঃ ॥ ২০৫ ॥

হে শুক ! শ্রীরাধিকার প্রেম, সৌন্দর্য্য, সুশীলতা, নৃত্য-
গীতে নিপুণতা, ঐশ্বর্য্য গুণাদি এবং কাব্য পটুতা প্রভৃতি
সদৃশ সকল কেমন শোভা পাইতেছে দেখ ! তিনি তোমার
জগন্মনোমোহনেরও চিত্তমোহিনী ॥ ২০৫ ॥

পুনঃ শুক কহে কৃষ্ণ মদন মোহন ।

তথাহি শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে গ্রন্থকারস্য শ্লোকদ্বয়ং

‘বংশীধারী জগন্নারী চিত্তহারী স শারিকে

বিহারী গোপনারীভি জীয়াস্মদন মোহনঃ’ ॥ ২০৬ ॥

হে 'শারিকে' 'সঃ' 'বংশীধারী' 'অঙ্গরারী চিত্তহারী' 'পোপনারীতিঃ'
'বিহারী' 'মদনমোহনঃ' শ্রীকৃষ্ণঃ 'জীয়াং' ॥ ২০৩ ॥

হে শারিকে ! অখিলনারীগণের চিত্তহারী, বংশীধারী ও
পোপাঙ্গনাবিহারী মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণ জয়যুক্ত হউন ! ॥ ২০৬ ॥

পুনঃ শারী কহে শুকে করি পরিহাস ;

'রাধা সঙ্গে যদা ভাতি তদা মদনমোহনঃ

অন্যথা বিশ্ব মোহোহপি স্বয়ং মদন মোহিতঃ' ॥ ২০৭ ॥

হে শুক ! 'যদা' বসন্তকালে সঃ শ্রীকৃষ্ণঃ 'রাধাসঙ্গে' 'ভাতি' বিরাজতে
যদা স আনন্দরূপঃ ক্লাদিনীপঞ্জিযুক্তঃ সন্ প্রকাশতে ইত্যর্থঃ 'তদা' তদ্বি-
শেষকালে নতু অস্ত্যগ্নি সময়ে 'মদন মোহনঃ' কামনাদি মোহয়িতুং সমর্থঃ
স্যাৎ 'অন্যথা' রাধা সঙ্গবিহীনে সতি 'বিশ্বমোহোহপি' বিশ্বং মোহয়িতুং
লীলোহপি 'স্বয়ং' সঃ 'প্রভুঃ' 'মদনমোহিতঃ' মূর্ছিতো বিবশস্ত ভবেৎ আনন্দ-
শক্তেরক্ষুটবাদিত্যর্থঃ ॥ ২০৭ ॥

হে শুক ! রাধা সঙ্গেই কৃষ্ণ মদনমোহন ; অন্যথা তিনি
বিশ্বমোহন হইলেও স্বয়ং মোহযুক্ত ॥ ২০৭ ॥

এত শুনি প্রভুর হৈল বিশ্বর প্রেমোন্নত ।

শুক শারী উড়ি পুনঃ গেলা বৃক ডালে ;

ময়ূরের নৃত্য প্রভু দেখে কুতূহলে ।

ময়ূরের কণ্ঠ দেখি কৃষ্ণ স্মৃতি হৈলা ;

প্রেমাবেশে মহাপ্রভু ভূমিতে পড়িলা ।

প্রভুকে মূর্ছিত দেখি সেইত ভ্রান্তন ;

ভট্টাচার্য্য সঙ্গে করে প্রভুর সতর্পণ ।

আন্তে বাস্তে মহাপ্রভুর লকা বহির্কাস ;

জলসেক করে অঙ্গে বস্ত্রের বাতাস ।

প্রভুর কর্ণে কৃষ্ণনাম করে উচ্চ করি ;

চেতন পাইয়া প্রভু বান গড়াপড়ি ।

কটক দুর্গম বনে অল কত হৈল ;

ভট্টাচার্য্য কোলে করি প্রভু স্নহ কৈল ।
 কৃষ্ণাবেশে প্রভুর প্রেমে গরগর মন ;
 'বোল বোল' করি উঠে করেন নর্তন ।
 ভট্টাচার্য্য সেই বিপ্র কৃষ্ণনাম গায় ;
 নাচিতে নাচিতে পথে প্রভু চলি যায় ।
 প্রভুর প্রেমাবেশ দেখি ব্রাহ্মণ বিস্মিত ;
 প্রভু রক্ষা লাগি বিপ্র হইলা চিন্তিত ।
 নীলাচলে ছিল যৈছে প্রেমাবেশ মন ;
 বৃন্দাবন যাইতে পথে হৈল শতগুণ ।
 লহস্র গুণ বাড়ে মথুরা দর্শনে ;
 লক্ষ গুণ প্রেম বাড়ে ভ্রমে যবে বনে ।
 অল্প দেশে প্রেম উছলে বৃন্দাবন নামে ;
 সাক্ষাৎ ভ্রময়ে এবে সেই বৃন্দাবনে ।
 প্রেমে গরগর মন রাত্রি দিবসে ;
 স্নান ভিক্ষাদি নির্বাহ করেন অভ্যাংসে ।
 এইমত প্রেম যাবৎ ভ্রমিলা বার বন ;
 একত্র লিখিল, সর্বত্র না যায় বর্ণন ।
 বৃন্দাবনে হৈলা প্রভুর যতেক বিকার ;
 কোটি গ্রন্থে অনন্ত লিখে তাহার বিস্তার ;
 তবু লিখিবারে নাহে তার এক কণ ;
 উদ্দেশ করিতে করি দিক্ দরশন ।
 অগৎ ভাসিল চৈতন্য লীলার পাঁথারে ;
 যার যত শক্তি তত পাঁথারে সাঁতারে ।
 শ্রীকৃষ্ণ রঘুনাথ পদে যার আশ ;
 চৈতন্য চরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ।
 ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে শ্রীবৃন্দাবনগমনঃ
 নাম সপ্তদশ পরিচ্ছেদঃ ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ ।

গ্রন্থকারশ্চ

বৃন্দাবনে স্থিরচরা মন্দয়ন্ স্বাবলোকনৈঃ

আস্থানঞ্চ তদালোকা দেৱীরাঙ্গঃ পরিতোহভ্রমং ॥ ২০৮ ॥

‘গৌরাঙ্গঃ’ ‘স্বাবলোকনৈঃ’ নিজদর্শনদাটনৈঃ ‘স্থির চরান্’ স্থাবর-
জঙ্গমান্ ‘তদালোকাং’ তৎসর্ব দর্শনাক্রোতোঃ ‘আস্থানঞ্চ’ স্বকীয়ং
মনশ্চ ‘মন্দয়ন্’ হর্ষয়ন্ সন্ ‘বৃন্দাবনে’ ‘পরিতঃ’ চতুর্দিক্ ‘অভ্রমং’ ভ্রমণং
চকার ॥ ২০৮ ॥

গৌরাঙ্গ বৃন্দাবনের স্থাবর জঙ্গমদিগকে দর্শন দিয়া আন-
ন্দিত করতঃ এবং তাহাদের দর্শনলাভে স্বয়ং আনন্দানুভব
করিতে করিতে চারিদিকে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন ॥ ২০৮ ॥

জয় জয় গৌরচন্দ্র ! জয় নিত্যানন্দ !
জয়াধৈবচন্দ্র ! জয় গৌর ভক্ত বৃন্দ !
এই মত মহাপ্রভু নাচিতে নাচিতে ;
আরিষ্ঠ গ্রামে আসি বাহা হৈল আচম্বিতে ।
রাবাকু ও বান্ধা প্রভু পুছে লোক হানে ;
কেহ নাহি কহে, সঙ্গের ব্রাহ্মণ না জানে ।
তীর্থ লুপ্ত জানি প্রভু সর্বত্র ভগবান ;
ছুই ধানাকেসে অন্ন জলে কৈল স্নান ।
দেখি সব গ্রামা লোকের বিষয় চৈল মন ;
প্রেমে প্রভু করে রাধাকৃষ্ণের পূজন :—
‘সব গোপী হইতে রাধা কৃষ্ণের প্রেমসী ;
হৈছে রাধাকৃষ্ণ প্রিয় প্রিয়ার সরসী ।

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে উত্তরখণ্ডে এক চত্বারিংশাদ্ব-
ধৃত পদ্মপুরাণঃ

‘যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণো স্তম্ভাঃ কুণ্ড প্রিয়ং তথা
সর্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা’ ॥ ২০৯ ॥

ইহার টীকা ও ব্যাখ্যা আদি: ১৫০ পৃ: ১১৬ শ্লোকে দেখ ॥ ২০৯ ॥

‘যেই কুণ্ডে নিত্য কৃষ্ণ রাধিকার সঙ্গে ;
অঙ্গে জলকেলি করে তাঁরে রাসরঙ্গে ।
সেই কুণ্ডে যেই একবার করে স্নান ;
তাঁরে রাধা সম প্রেম কৃষ্ণ করে দান ।
কুণ্ডের মাধুরী যেন রাধা মধুরিমা ;
কুণ্ডের মহিমা যেন রাধার মহিমা’ ।

তথাহি শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে সপ্তম সর্গে একাধিক শত-
শ্লোকে গ্রন্থকার বাক্যং

‘শ্রীরাধেব হরে স্তদীয় সরসী প্রেষ্ঠাভূতৈঃ সৈ শু ণৈ
বিস্মাং শ্রীযুত মাধবেন্দুরনিশং প্রীত্যা তয়া ক্রীড়তি
প্রেমান্বিন্ বত রাধিকেব লভতে যস্মাং স্কৃৎ স্নানকৃৎ
তস্মা বৈ মহিমা তথা মধুরিমা কেনাস্ত বর্ণ্যঃ ক্রিতৌ’ ॥ ২১০ ॥

‘স্তদীয় সরসী’ শ্রীরাধিকার্যা: সরসী রাধাকুণ্ডমিতার্থ: ‘সৈ:’ স্বকীটৈঃ
‘অভূতৈ:’ আশ্চর্য্যৈ: ‘শু ণৈ:’ শ্রীরাধিকাগুণসম্মানৈ: হেতুভি: ‘শ্রীরাধেব’
শ্রীরাধাতুল্যা ‘হরে:’ কৃষ্ণস্য ‘প্রেষ্ঠা’ প্রিয়তমা স্যাদিতি শেষ: । ‘যস্মাং’
সরস্যা: ‘শ্রীযুতমাধবেন্দু:’ শ্রীমান্ বৃন্দাবনচন্দ্র: ‘প্রীত্যা’ প্রেমা ‘তয়া’ রাধয়া
সহ ‘অনিশং’ সর্বদৈব ‘ক্রীড়তি’ বিহরতি ; ‘যস্মাং’ সরস্যাং ‘স্কৃৎ’ একবারং
‘স্নানকৃৎ’ জন: ‘বত’ আশ্চর্য্যং ‘অশ্বিন্’ কৃষ্ণে ‘রাধিকেব’ রাধিকা ইব ‘প্রেম’
‘লভতে’ প্রাপ্নোতি । ‘তস্মাং’ সরস্যা: ‘মহিমা’ ‘তথা’ ‘মধুরিমা’ মাধুর্য্যং
‘বৈ’ নিশ্চিতং ‘ক্রিতৌ’ পৃথিবাং ‘কেন’ জনেন ‘বর্ণ্যঃ’ বর্ণনীয়: ‘অস্ত’
ভগতু ন কেনাপীত্যা: ॥ ২১০ ॥

শ্রীরাধাকুণ্ড সরসীর গুণ অতি আশ্চর্য্য ! এই জন্য
ইহা শ্রীরাধার ন্যায় হরির অত্যন্ত প্রিয় । এই সরসীতে

শ্রীমান্ মাধব প্রীতমনে রাধাসহ সর্বদা ক্রীড়া করিয়া-
থাকেন ; ইহাতে একবার মাত্র স্নান করিলে রাধার স্নান
শ্রীকৃষ্ণে প্রেমক্ষুণ্টি হইয়া থাকে ; পৃথিবীতলে এমন কে
আছে যে সে এই সরসীর মহিমা ও মাধুর্য্য বর্ণনা করিতে
সমর্থ হইবে ? ॥ ২১০ ॥

এইমত স্তুতি করে প্রেমাবিষ্ট হঞা ;
তীরে নৃত্য করে কুণ্ড লীলা স্মুরিয়া ।
কুণ্ডের স্তম্ভিকা লঞা তিলক করিল ;
ভট্টাচার্য্য সেই স্তম্ভিকা সঙ্গে কিছু লৈল ।
তবে চলি আইলা প্রভু স্মমন সরোবরে ;
গোবর্দ্ধন দেখি তাঁহা হইলা বিহ্বলে ।
গোবর্দ্ধন দেখি প্রভু হৈলা দণ্ডবত ;
এক শিলা আলিঙ্গিয়া হইলা উদ্বস্ত ।
প্রোমে মত্ত চলি আইলা গোবর্দ্ধন গ্রাম ;
হরিদেব দেখি তাঁহা করিলা প্রণাম ।
মথুরা পদ্মের (১) পশ্চিম দলে বার বাস ;
হরিদেব নারায়ণ আদি পরকাশ ।
হরিদেব আগে নাচে প্রোমে মত্ত হঞা ;
সব লোক দেখিতে আইসে আশ্চর্য্য শুনিয়া ।
প্রভুর প্রেম সৌন্দর্য্য দেখি লোক চনৎকার !
হরিদেবের ভৃত্য প্রভুর করিল সৎকার । (২)
ভট্টাচার্য্য ব্রহ্মকুণ্ডে পাক বাঞা কৈল ;
ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করি প্রভু ভিক্ষা লৈল ।
সে রাত্রে রহিলা হরিদেবের মন্দিরে ;
রাত্রে মহাপ্রভু করে মনেতে বিচারে ।

১ মথুরা পদ্মের—মথুরা রাজ্যের বাখ্যা আদি: ১৭০ পৃ: ২ দীকা দেব । উহার দেবতা
ভদ্র মধ্য ২০ প: পরিচ্ছেদে কথিত হইবে ।

২ হরি দেবের ভৃত্য ইত্যাদি—অন্য পাঠ 'ইহত মথুরা নন বলে বার বার' ।

‘গোবর্দ্ধন উপরে আমি কতু না চড়িব ;
 গোপাল রায়ের দরশন কেমনে পাইব’ ?
 এত মনে করি প্রভু মৌন করি রহিলা ;
 জানিয়া গোপাল কিছু ভঙ্গী উঠাইলা ।

তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থকারস্য

অনারুরুক্ষবে শৈলং স্বশৈব ভক্তাভিমানিনে

অবরুহ্য গিরেঃ কৃষ্ণে গোঁরায় সমদর্শয়ৎ ॥ ২১১ ॥

‘কৃষ্ণঃ’ গোপালরূপঃ ‘গিরেঃ’ গোবর্দ্ধনাৎ ‘অবরুহ্য’ অবতীর্ণ্য ‘শৈলং’
 গোবর্দ্ধনং ‘অনারুরুক্ষবে’ আরোহণং কৰ্ত্তুমনিচ্ছুবে ‘গোঁরায়’ কৃষ্ণ চৈতন্যায়
 ‘সমদর্শয়ৎ’ আত্মানং দর্শিতবান্ কথঞ্চুতায় ‘স্বশৈব’ স্বকীয়ায় গোপালায়
 ইত্যর্থঃ ‘ভক্তাভিমানিনে’ অহং তস্য ভক্তোহস্মি ইতি অভিমানোহস্যাভীতি
 তৈশ্চ ॥ ২১১ ॥

স্বীয় ভক্ত গোঁরচন্দ্র গোবর্দ্ধন শৈল আরোহণ করিতে
 অনিচ্ছুক জানিয়া গোপালরূপী কৃষ্ণ গিরি হইতে অবতরণ
 পূর্বক তাঁহাকে দর্শন দিয়াছিলেন ॥ ২১১ ॥

অন্নকুট নাম গ্রামে গোপালের^১স্থিতি ;
 রাজপুত্র লোকের সেই গ্রামেতে বসতি ।
 এক জন আসি রাত্রে গ্রামীকে বলিল ;
 ‘তোমার গ্রাম মারিতে তুড়ুক (১) লাগিল ।
 আজি রাত্রে পলাও, গ্রামে না রহ একজন ;
 ঠাকুর লইয়া ভাগ, আসিবে কাল যবন’ ।
 শুনিয়া গ্রামের লোক চিন্তিত হইল ;
 প্রথমে গোপাল লঞা গাঁঠুলি গ্রামে খুইল ।
 বিগ্র গৃহে গোপালের নিভুতে সেবন ;
 গ্রাম উজাড় হৈল, পলাইল সর্বজন ।
 ঐছে স্নেহ ভরে গোপাল ভাগে বারে বারে ;
 মন্দির ছাড়ি কুঞ্জে রহে, কিবা গ্রামান্তরে ।

১ তুড়ুক—তুড়কী বা তুড়ক দেশীয় অর্থাৎ যুগলমান বৈদ্য ।

প্রাতঃকালে প্রভু মানস গজার করি স্থান ;
 গোবর্দ্ধন পরিক্রমার করিলা প্রয়াণ ।
 গোবর্দ্ধন দেখি প্রভু প্রেমাবিষ্ট হৈয়া ;
 নাচিতে নাচিতে চলিলা শ্লোক পড়িয়া ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে একবিংশাধ্যায়ে অষ্টা-
 দশ শ্লোকে বেণুগীতং শ্রুত্বা গোপীবাচ্যং

‘হস্তায়মদ্রিসবলা হরিদাসবর্ষ্যো
 যদ্রাম কৃষ্ণচরণস্পর্শ প্রমোদঃ
 মানং তনোতি সহ গোগণয়ো স্তয়ো যৎ
 পানীয় সূযবস কন্দর কন্দমূলৈঃ’ ॥ ২১২ ॥

‘হস্ত’ হর্ষে হে ‘অবলাঃ’ সখ্যঃ ‘অয়ং’ দৃশ্যমানঃ ‘অত্রিঃ’ গোবর্দ্ধনঃ এবং
 ‘হরিদাসবর্ষ্যঃ’ হরিদাসেবু ভক্তেবু শ্রেষ্ঠঃ ‘যৎ’ যস্মাৎ সঃ ‘রামকৃষ্ণচরণস্পর্শ-
 প্রমোদঃ’ রামকৃষ্ণ চরণ স্পর্শেন প্রমোদঃ বস্য সঃ । ভৃগাছাদ্যমার্জাতাল-
 বিন্দুস্রাবাদিভিঃ রোমাকাদি দর্শনাদিভিঃ । কিক ‘যৎ’ যস্মাৎ সঃ
 ‘সহ গোগণয়োঃ’ সহ গোভির্গণেন সখি সমুহেনচ বর্তমানয়োঃ ‘তয়োঃ’
 রামকৃষ্ণয়োঃ ‘পানীয় সূযবস কন্দর কন্দমূলৈঃ’ পানীয়েঃ পানীয় জলৈঃ
 সুষবসৈঃ, শোভন ভূগৈঃ কন্দরৈঃ শীতলছায়াবিশিষ্ট গুল্মরৈঃ কন্দমূলৈঃ মূল-
 কাভিভিঃ ‘মানং’ সম্মানং পূজামিতিবাবৎ ‘তনোতি’ বিস্তারয়েণ কয়োতি ॥ ২১২ ॥

হে সখি । এই গিরি হরিদাসদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ; কারণ
 ইনি রামকৃষ্ণের চরণ স্পর্শে প্রমোদিত হইয়া পানীয়,
 কোমলভৃগ, শীতল ছায়া এবং বিবিধ কন্দ দ্বারা তাঁহাদের ও
 তাঁহাদের গবাদি বয়স্যদিগের পূজা করিতেছেন ॥ ২১২ ॥

গোবিন্দ হৃৎগাদি ভীর্থে প্রভু কৈল স্থান ;
 তাঁহাই তুলিল গোপাল গেল গাঁঠুলী গ্রাম । .
 সেই গ্রামে গিয়া কৈল গোপাল দর্শন ;
 প্রেমাবেশে প্রভু করে কীর্তন নর্তন ।
 গোপালের সৌন্দর্য দেখি প্রভুর আবেশ ;
 এই শ্লোক পড়ি নাচে, হৈল দিন শেষ ।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে বিভাব-
লহর্যাং ষড়্বিংশ শ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিবাচ্যং

‘বাম স্তামরসাক্ষস্ত ভুজদণ্ডঃ স পাতু বঃ

ক্ৰীড়াকন্দুকতাং যেন নীতো গোবর্দ্ধনো গিরিঃ’ ॥২১৩॥

‘তামরসাক্ষস্য’ পদ্মলোচনস্য কৃষ্ণস্য ‘সঃ’ ‘বামঃ’ ‘ভুজদণ্ডঃ’ ‘বঃ’ ইমান্
‘পাতু’ রক্ষতু ‘যেন’ ভুজদণ্ডেন ‘গোবর্দ্ধনঃ’ নাম ‘গিরিঃ’ ‘কন্দুকতাং’
গেদুকতাং ক্ৰীড়াজব্যতাং ‘নীতঃ’ গ্রাপ্তঃ ॥ ২১৩ ॥

যাঁহার বামভুজদণ্ড ক্ৰীড়া সামগ্রীর স্তায় গোবর্দ্ধন
গিরিকে উত্তোলন করিয়াছিল ; পদ্মলোচন কৃষ্ণের সেই
ভুজদণ্ড তোমাদিগকে রক্ষা করুক ॥ ২১৩ ॥

এইমত তিনদিন গোপাল দেখিলা ;
চতুর্থ দিবসে গোপাল মন্দিরে আইলা ।
গোপাল সঙ্গে চলি আইলা নৃত্য গীত করি ;
আনন্দ কোলাহলে লোক বলে হরি হরি ।
গোপাল মন্দিরে গেলা প্রভু রহিলা তলে ;
প্রভুর বাহা পূর্ণ সব করিল গোপালে ।
এইমত গোপালের করুণ স্বভাব ;
যেই ভক্ত জনের দেখিতে হয় ভাব ;
দেখিতে উৎকর্ষা হয়, না চড়ে গোবর্দ্ধনে ;
কোন হলে গোপাল আসি উত্তরে আপনে ।
কছু কৃষ্ণে রহে কছু রহে প্রামাত্তরে ;
সেই ভক্ত তাঁহা আসি দেখে তীহারে ।
পর্কতে না চড়ে দুই রূপ সনাতন ;
এই রূপে তাঁ সবারে দিয়াছেন দর্শন ।
বুদ্ধকালে রূপ গৌলোক্ষি না পারে বাইতে ;
বাহা হইল গোপালের সৌন্দর্য দেখিতে ।
য়েচ্ছ ভরে আইলা গোপাল মথুরা নগরে ;
এক মান রহিল নির্মলেশ্বর বরে ।

তবে রূপ গৌসাক্ষি সব নিজগণ লঞা ;
 এক মাস দর্শন কৈল মথুরা রহিঞা ।
 সঙ্গে গোপাল ভট্ট, দাস রঘুনাথ ;
 শ্রীরঘুনাথ ভট্ট, গৌসাক্ষি লোকনাথ ।
 ভূগর্ভ গৌসাক্ষি আর শ্রীজীব গৌসাক্ষি ;
 শ্রীযাদব আচার্য্য আর গোবিন্দ গৌসাক্ষি ।
 শ্রীউদ্ধব দাস আর মাধব—হই জন ;
 শ্রীগোপাল দাস আর দাস নারায়ণ ।
 গোবিন্দ ভকত আর বাণী কৃষ্ণদাস ;
 পুণ্ডরীকাক্ষ, ঐশান, আর লঘু হরিদাস ।
 এই সব মুখ্য ভক্ত লঞা নিজ সঙ্গে ;
 শ্রীগোপাল দরশন কৈল বহু রঙ্গে ।
 এক মাস রহি গোপাল গেল নিজ স্থানে ;
 শ্রীরূপ গৌসাক্ষি আইলা শ্রীমুন্দাবনে ।
 প্রস্তাবে কহিল গোপাল কৃপালু আখ্যানেরে ।
 ত বে মহাপ্রভু গেলা শ্রীকাম্যবনে ।
 প্রভুর গমন রীতি পূর্বে যে লিখিল ;
 সেই মত যুদ্ধাবনে যাবৎ দেখিল ।
 তাঁহা লীলাস্থলী দেখি গেলা নন্দীশ্বর ;
 নন্দীশ্বর দেখি প্রেমে হইলা বিহ্বল ।
 পাবনাদি সব কুণ্ডে স্নান করিয়া
 লোকেরে পুছিল পর্কত উপরে বাইরা ;
 ‘কিছু দেব মূর্তি হয় পর্কত উপরে ?’
 লোক কহে ‘মূর্তি হয় গোকার ভিতরে ।
 ছই দিকে মাতা গিতা পুষ্ট কলেবর ;
 মধ্যে এক শিশু হয় জিভঙ্গ স্তন্যর’ ।
 তনি মহাপ্রভু যনে আনন্দ পাইয়া
 তিন মূর্তি দেখিল। সেই গোকা উদারিয়া ।
 ব্রহ্মেন্দ্র ব্রহ্মেশ্বরীর কৈল চরণ বন্দন ;
 প্রেমাবেশে কৃকের কৈল দক্ষাঙ্গ স্পর্শন ।

সব দিন প্রেমাবেশে নৃত্য গীত কৈলা ;
 তাঁহা হৈতে মহাপ্রভু খদির বন আইলা ।
 লীলাস্থল দেখি তাঁহা গেলা শেষশায়ী ;
 লক্ষী দেখি এই শ্লোক পড়েন গৌসাক্ষি ।

তথাহি শ্রীমদ্রাগবতে দশমস্কন্ধে একত্রিংশাধ্যায়ে উন-
 বিংশশ্লোকে শ্রীকৃষ্ণমুদ্दिश्य गोपीवाक्यं

‘যন্তে স্রজাত চরণানু রুহং স্তনেষু
 ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দধীমহি কর্কশেষু
 তেনাটবৌ মটসি তদ্ব্যথতে ন কিং স্মিৎ
 কৃপ্যাদিভি ভ্রমতি ধী ভবদায়ুমাং নঃ’ ॥ ২১৪ ॥

টীকা ও ব্যাখ্যা আদি: ১৩৩ পৃ: ১০২ শ্লোকে দেখ ॥ ২১৪ ॥

তবে খেলাতীর্থ দেখি ডাঙীর বন আইলা ;
 যমুনাতে পার হঞা ভক্তবন গেলা ।
 শ্রীবন দেখি পুনঃ গেলা লৌহবন ;
 মহাবন গিয়া জঙ্গ স্থান দরশন ।
 যমলার্জুন উদ্ভাসি দেখিল সেই স্থল ;
 প্রেমাবেশে প্রভুর মন হৈল টলমল ।
 গোকুল দেখিয়া আইলা মথুরা নগরে ;
 জঙ্গস্থান দেখি রহে সেই বিপ্র ঘরে ।
 লোকের সংঘট দেখি মথুরা ছাড়িয়া
 একান্তে অতুর তীর্থে রহিল আসিয়া ।
 আর দিনে আইলা প্রভু দেখিতে বৃন্দাবন ;
 কালিয় হনে মান কৈল আর প্রহরন ।
 দ্বাদশ আদিভা হৈতে কানী তীর্থে আইলা ;
 রাসধলী দেখি প্রেমে মুচ্ছিত হইলা ।
 চেতন পাইয়া পুনঃ গড়গড়ি বার ;
 হাসে কান্দে নাচে পড়ে উঠে:ঘরে গায় ।

এই রঙ্গে সেই দিন তথা গোড়াইলা ;
 সন্ধ্যাকালে অক্সরে আসি ভিক্ষা নিকীর্ষণা ।
 প্রাতে বৃন্দাবনে কৈল চীরঘাটে স্নান ;
 তেঁতুলী তলাতে আসি করিল নিশ্রাম ।
 কৃষ্ণলীলা কালের মেটে বৃক্ষ পুরাতন ;
 তার তলে পিঁড়ি বাধা পরম চিকণ ।
 নিকটে যমুনা বহে শীতল সমীর ;
 বৃন্দাবন শোভা দেখে যমুনার নীর ।
 তেঁতুলী তলে বসি করে নাম সংকীৰ্ত্তন ;
 মধ্যাহ্ন করিয়া করে অক্সরে ভোজন ।
 অক্সরের লোক আইসে প্রভুকে দেখিতে ;
 লোক ভিড়ে সঙ্কল্পে নারে কীৰ্ত্তন করিতে ।
 বৃন্দাবনে আসি প্রভু বসিয়া একান্তে ;
 নাম সংকীৰ্ত্তন করে মধ্যাহ্ন পর্য্যন্তে ।
 তৃতীয় প্রহরে লোক পার দরশন ;
 সবাকৈ উপদেশ করে নাম সংকীৰ্ত্তন ।
 হেন কালে আইলা বৈষ্ণব কৃষ্ণদাস নাম ;
 রাজপুত্র জাতি গৃহস্থ যমুনা পারে গ্রাম ।
 বেশীমান করি তিঁহু কালিদহ বাটতে ;
 আমলী তলার গৌসাক্ষি দেখে আচম্বিতে ।
 প্রভুর রূপ প্রেম দেখি হৈল চমৎকার ;
 প্রেমাবেশে প্রভুকে করেন নমস্কার ।
 প্রভু কহে 'কে তুমি ! কীহা তোমার ঘর ?'
 কৃষ্ণদাস কহে 'মুণ্ডি গৃহস্থ পামর ।
 রাজপুত্র জাতি মুণ্ডি পারে মোর ঘর ;
 মোর ইচ্ছা হয় হই বৈষ্ণব কিঙ্কর ।
 কিছু আজি এক মুণ্ডি ব্রহ্ম দেখিছ ;
 সেই ব্রহ্ম পরতক তোমা আসি পাইছ' ।
 প্রভু তাঁরে কৃপা কৈল আলিঙ্গন করি ;
 প্রেমে মত্ত নাচে সেই বলে হরি হরি ।

প্রভু সঙ্গে মথ্যাহে অক্ষর তীর্থে আইলা ;
 প্রভু অবশিষ্ট পাত্র প্রসাদ পাইলা ।
 প্রাতে প্রভু সঙ্গে আইলা জনপাত্র লঞা ;
 প্রভু সঙ্গে রহে গৃহ জী পুত্র ছাড়িয়া ।
 'বৃন্দাবনে পুনঃ কৃষ্ণ প্রকট হইল' ;
 যাহা তাঁহা লোক সব কহিতে লাগিল ।
 এক দিন মথুরার লোক প্রাতঃকালে
 বৃন্দাবন হৈতে আইসে করি কোলাহলে ।
 প্রভু দেখি করে লোক চরণ বন্দন ;
 প্রভু কহে 'কাঁহা হৈতে কৈলে আগমন ?'
 লোক কহে 'কৃষ্ণ প্রকট কালিদহের জলে ;
 কালিয় শিরে নৃত্য করে, ফণিরত্ন জলে ।
 সাক্ষাৎ দেখিল লোক নাহিক সংশয়' ।
 শুনি হাসি কহে প্রভু 'সব সত্য হয়' ।
 এই মত তিন রাত্রি লোকের গমন ;
 সবে আনি কহে কৃষ্ণ পাইলুঁ দর্শন' ।
 প্রভু আগে কহে লোক শ্রীকৃষ্ণ দেখিলা ;
 সরস্বতী এই বাক্য সত্য কহাইলা ।
 মহাপ্রভু দেখি সভ্য কৃষ্ণ দরশন ;
 নিজ জ্ঞানে সত্য ছাড়ি অমতে সত্য ভ্রম ।
 ভট্টাচার্য্য কহে তবে প্রভুর চরণে ;
 'আজ্ঞা দেহ যাই করি কৃষ্ণ দরশনে' ।
 তবে তাঁরে কহে প্রভু চাপড় মারিয়া ;
 'মূর্থ বাক্যে মূর্থ হৈলা পণ্ডিত হইয়া ।
 কৃষ্ণ কেন দরশন দিবেন কলিকালে ?
 নিজ ভ্রমে মূর্থ লোক করে কোলাহলে ।
 বাতুল না হইও, ঘরে রহত বসিয়া ;
 কৃষ্ণ দরশন করিহ কালি রাত্রে যাক্ষা' ।
 প্রাতঃকালে ভবা লোক প্রভু স্থানে আইলা ;
 'কৃষ্ণ দেখি আইলা ?' প্রভু তাঁহারে পুছিলা ।

লোক কহে 'রাত্রে কৈবর্ত নৌকাতে চড়িয়া

কালিদহে মৎস্ত মায়ে দেউটি জালিয়া ।

দূর হৈছে তাহা দেখি লোকের হয় ভ্রম—

কালিয় শরীরে কৃষ্ণ করিছে নর্তন ।

নৌকাতে কালিয় জ্ঞান, দীপে রত্নজ্ঞানে ;

জালিয়াকে মূঢ় লোক কৃষ্ণ করি মানে ।

বুন্দাবনে কৃষ্ণ আইলা সেহ সত্য হয় ;

কৃষ্ণকে দেখিল লোক ইহা মিথ্যা নয় ।

কিন্তু কাঁহা কৃষ্ণ দেখে ? কাঁহা ভ্রমে মগনে ?

স্থাপু পুরুষ বৈছে বিপরীত জ্ঞানে' ।

প্রভু কহে 'কাঁহা পাইলে কৃষ্ণ দরশন ?'

লোক কহে 'সন্ন্যাসী তুমি—অজম নারায়ণ ।

বুন্দাবনে হৈলে তুমি কৃষ্ণ অবতার ;

তোমা দেখি সৰ্বলোক হইল নিস্তার' ।

প্রভু কহে 'বিষ্ণু ! বিষ্ণু ! ইহা না কহিও ;

জীবাধমে কৃষ্ণ জ্ঞান কভু না করিও ।

সন্ন্যাসী চিত্রকণ, জীব কিরণ কণ সম ;

ষট্চর্য্যা পূর্ব কৃষ্ণ হয় সূর্য্যোপম ।

জীব ঈশ্বর তব কভু নহে সম ;

অলদগ্নি রাশি বৈছে ক্লিষ্টের কণ ।

তথাহি ভগবৎ সন্দর্ভে ধৃত সৰ্ব্বজ্ঞ সূত্রং

'হ্লাদিন্যা সন্নিদাশ্লিষ্টঃ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরঃ ।

স্বাবিদ্যাসংবৃত্তো জীবঃ সংক্লেশ নিকরাকরঃ' ॥ ২১৫ ॥

'ঈশ্বরঃ' 'হ্লাদিন্যা' আনন্দশক্তি। তথা 'সন্নিদা' জ্ঞানশক্তি। 'আশ্লিষ্টঃ' যুক্তঃ সন্ 'সচ্চিদানন্দঃ' অবগুজ্ঞানানন্দ পরিপূর্ণ এব স্যাৎ । 'জীবঃ' 'স্বাবিদ্যা-সংবৃত্তঃ' স্বকীয় স্বাবিদ্যা মায়া সংবৃত্তঃ বেষ্টিতঃ সন্ 'সংক্লেশ নিকরাকরঃ' সংক্লেশানাং অঙ্গবৃদ্ধাঙ্গরাশেশবৃদ্ধানাং নিকরাঃ সমূহা শুভাঃ আকরঃ নিবাসো বস্তু সঃ ॥ ২.৫ ॥

ঈশ্বর, আনন্দশক্তি ও চিহ্নশক্তি যুক্ত হেতু অথও সচ্চিদা-
নন্দ ; কিন্তু জীব স্বীয় মায়াশক্তিতে আচ্ছন্ন হইয়া অশেষ
ক্লেশ নিকরের আকর স্থান হইয়াছে । ২১৫ ।

‘যেই মূঢ় কহে জীব ঈশ্বরের সম ;
সেই ত পাষণ্ডী হয়, দণ্ডে তারে ষম’ ।

তথাহি হরিভক্তিবিলাসস্য প্রথম বিলাসে এক সপ্তত্যঙ্ক-
ধৃত বৈষ্ণবতন্ত্রং

‘যন্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরূপাদিদৈবতৈঃ
সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ ধ্রুবং’ ॥ ২১৬ ॥

‘যঃ’ যো জনঃ ‘নারায়ণং’ ‘দেবং’ ঈশ্বরনিত্যার্থঃ ‘ব্রহ্মরূপাদি দৈবতৈঃ’
সহ ‘সমত্বেনৈব’ সমানরূপেণৈব ‘বীক্ষেত’ মন্তেত ‘সঃ’ জনঃ ‘ধ্রুবং’ নিশ্চিতং
‘পাষণ্ডী’ ‘ভবেৎ’ ॥ ২১৬ ॥

যে ব্যক্তি নারায়ণ দেব ও ব্রহ্মা রূপাদি দেবতা দিগকে
সমান চক্ষে দেখে ; সে নিশ্চয় পাষণ্ডীর মধ্যে পরি-
গণিত । ২১৬ ।

লোক কহে ‘তোমাতে কতু নহে জীব মতি ;
কৃষ্ণের সদৃশ তোমার আকৃতি প্রকৃতি ।
আকৃতে তোমাকে দেখি ব্রজেন্দ্রনন্দন ;
দেহকান্তি পীতাম্বর কৈল আচ্ছাদন ।
মুগমল বস্ত্রে বান্ধি তবু না লুকার ;
ঈশ্বর স্বভাব তোমার ঢাকা নাহি ব্যার ।
অলৌকিক প্রকৃতি তোমার, বুদ্ধি অপোচর ;
তোমা দেখি কৃষ্ণ প্রেমে ভগত পাগল ।
শ্রী বাল বৃদ্ধ কিবা চণ্ডাল বনন ;
বেই তোমার একবার পার করণন ;

‘কৃষ্ণ নাম লবে নাচে হইয়ে উদ্ভত ;
 আচার্য্য হইল সেই তারিল জগত ।
 দর্শনের কার্য্য আছুক যে তোমার নাম শুনে ;
 সেও কৃষ্ণ প্রেমে মত্ত তারে ত্রিভুবনে ।
 তোমার নাম শুনি হয় খণচ পাবন ;
 অলৌকিক শক্তি তোমার না যায় কখন ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে ত্রয়স্রিংশাধ্যায়ে ষষ্ঠ-
 শ্লোকে কপিলদেবঃ প্রতি দেবহুতি বাক্যঃ

‘যন্মামধেয় অবগামুকীৰ্ত্তনাৎ
 যৎ প্রহুনাৎ যৎ স্মরণাদপি কচিৎ
 স্বাদোহপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে
 কৃতঃ পুন স্তে ভগবন্মু দর্শনাৎ’ ॥ ২১৭ ॥

টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যঃ ৩৭০ পৃঃ ১২২ শ্লোকে দেখ ॥ ২১৭ ॥

‘এই মত মহিমা তোমার তটস্থ লক্ষণ ;
 স্বরূপ লক্ষণে তুমি ব্রহ্মেন্দ্র নন্দন’ ।
 সেই সব লোকে প্রভু প্রসাদ করিল ;
 প্রেমে মত্ত হঞা লোক নিজ ঘরে গেল ।
 এই মত কত দিন অকুরে রহিলা ;
 কৃষ্ণ নাম প্রেম দিয়া লোক নিস্তারিলা ।
 মাধব পুরীর শিষ্য সেইত ব্রাহ্মণ ;
 মধুরার ঘরে ঘরে করান নিমন্ত্রণ ।
 মধুরার বত লোক ব্রাহ্মণ সঙ্কন ;
 ভট্টাচার্য্য স্থানে আসি করে নিমন্ত্রণ ।
 এক দিনে দশ বিংশ আইসে নিমন্ত্রণ ;
 ভট্টাচার্য্য এক মাত্র করেন গ্রহণ ।
 অবসর না পায় লোক নিমন্ত্রণ দিতে ;
 সেই বিপ্রে নাথে লোক নিমন্ত্রণ নিতে ।

কাঞ্চকুজ দাক্ষিণাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ ;
 দৈন্য করি করে মহাপ্রভুর নিমন্ত্রণ ।
 প্রাতঃকালে অকুরে আসি রন্ধন করিয়া ;
 প্রভুকে ভিক্ষা দেন শাল গ্রামে সমর্পিয়া ।
 এক দিন অকুর ঘাটের উপর
 বসি মহাপ্রভু কিছু করেন বিচারে—
 ‘এই ঘাটে অকুর বৈকুণ্ঠ দেখিল ;
 ব্রজবাসী লোক গোলোক দর্শন পাইল’ ।
 এত বলি কাঁপ দিল জলের উপরে ;
 ডুবিয়া রহিল প্রভু জলের ভিতরে ।
 দেখি কৃষ্ণদাস কান্দি ফুকার করিল ;
 ভট্টাচার্য্য শীঘ্র আসি প্রভু উঠাইল ।
 তবে ভট্টাচার্য্য সেই ব্রাহ্মণ লইয়া
 যুক্তি করিল কিছু নিভুতে বলিয়া ।
 ‘আজি আমি আছিলাম উঠাইল প্রভুরে ;
 বৃন্দাবনে ডুবেন যদি, কে উঠাবে তাঁরে ?
 লোকের সম্বট আর নিমন্ত্রণ কজ্জাল ;
 নিরন্তর আবেশ প্রভুর না দেখিয়ে ভাল ।
 বৃন্দাবন হৈতে যদি প্রভুরে কাড়িয়ে ;
 তবে মঙ্গল হয় এই ভাল যুক্তি হয়ে’ ।
 বিপ্র কহে ‘প্রয়াগে প্রভু লয়ে যাই ;
 গঙ্গাতীর পথে যাই তবে স্নান পাই ।
 সোরো ক্ষেত্রে আগে যাঞা করি গঙ্গাস্নান ;
 সেই পথে প্রভু লঞা করিয়ে পয়ান ।
 মাঘমাস লাগিল, এবে বড়ি বাইয়ে ;
 মকরে প্রয়াগ স্নান কত দিন পাইয়ে ।
 আপনায় হুঃখ কিছু করি নিবেদন ;
 মকরে পৌছাই প্রয়াগে করহ সূচন ।
 গঙ্গাতীর পথে স্নান জানাইও তাঁরে’ ।
 ভট্টাচার্য্য আসি তবে কহিল প্রভুরে ।

'লহিতে না পারি আমি লোকের গড়বড়ি ;
 নিমন্ত্রণ লাগি লোক করে ছড়াছড়ি ।
 প্রাতঃকালে আইসে লোক তোমাকে না পার ;
 তোমাকে না পাঞা লোক মোর মাথা পার ।
 তবে সুখ হয় যদি গঙ্গাপথে যাই ;
 তবে যদি যাই, প্রয়াগে মকর স্থান পাই ।
 উদ্বিগ্ন হইল প্রাণ সচিতে না পারি ;
 প্রভুর যে আশা হয় সেই শিরে ধরি' ।
 যদাপি বৃন্দাবন ত্যাগে নাহি প্রভুর মন ;
 তরু ইচ্ছা করিতে কহে মধুর বচন :—
 'তুমি আমায় আনি দেখাইলে বৃন্দাবন ;
 এই স্থান আমি নারিব করিতে শোধান ।
 যে তোমার ইচ্ছা আমি তাহাই করিব ;
 যাঁহা লঞা যাও তুমি তাঁহাই যাইব' ।
 প্রাতঃকালে মহাপ্রভু প্রাতঃস্থান কৈল ;
 বৃন্দাবন ছাড়িব জ্ঞানি প্রেমাবেশ হৈল ।
 বাহ্য বিকার নাহি, প্রেমাবিষ্ট মন ;
 ভট্টাচার্য্য কহে 'চল যাই মহাবন' ।
 এত বলি মহাপ্রভুকে নৌকায় বসাইয়া
 পার করি ভট্টাচার্য্য চলিলা লইয়া ।
 প্রেমী কৃষ্ণদাস আর সেইত ব্রাহ্মণ ;
 গঙ্গাপথে গাইবার বিজ্ঞ দুই জন ।
 যাইতে এক বৃক্ষ তলে প্রভু সবা লঞা
 বসিলা সবার পথ শ্রান্তি দেখিয়া ।
 সে বৃক্ষ নিকটে চরে বহু গাবীগণ ;
 তাহা দেখি মহাপ্রভুর উল্লসিত মন ।
 আচম্বিতে এক গোপ বংশী বাজাইল ;
 শুনি মহাপ্রভুর মহা প্রেমাবেশ হৈল ।
 অচেতন হঞা প্রভু ভূমিতে পড়িলা ;
 মুখে ফেলা পড়ে, নাসায় শ্বাস রুদ্ধ হৈলা ।

হেনকালে ভাঁহা আসোয়ার দশ আইলা ;
 স্নেহ পাঠান ঘোড়া হৈতে উত্তরিল।
 গাভুকে দেখিয়া স্নেহ করয়ে বিচার ;
 'এই যতি পাশ ছিল স্বর্ণ অপার ।
 এই পঞ্চ বাটোয়ার ধুতরা খাওয়াইয়া
 মারি ডারিয়াছে যতির সব ধন লঞা' ।
 তবে সেই পাঠান পঞ্চ জনেরে বাঞ্চিল ;
 কাটিতে চাহে ; গোড়িয়া সব কাঁপিতে লাগিল ।
 কৃষ্ণদাস রাজপুত নির্ভয় বড় ;
 সেই বিপ্ল নির্ভয় মুখে বড় দড় ।
 বিপ্ল কহে 'পাঠান তোমার পাতসার দোহাই !
 চল তুমি আমি সিকদার পাশ ঘাই ।
 এ যতি আমার গুরু, আমি মাথুর ব্রাহ্মণ ;
 পাতসাহার আগে আমার আছে শতজন ।
 এট যতি ব্যাধে কতু হয়ে ত মুচ্ছিত ;
 অবহি চেতন পাব, হইব সশ্রিত ।
 অণেক ইহা বৈস, বাঞ্চি রাখহ সবারে ;
 ইহাকে পুছিয়া তবে মারিহ আমারে' ।
 পাঠান কহে 'তুমি পশ্চিমা ছই জন ;
 গোড়িয়া ঠগ এই কাঁপে তিন জন' ।
 কৃষ্ণদাস কহে 'আমার ঘর এই গ্রামে ;
 শতেক তুড়কী আছে ছট শত কামানে ।
 এখনি আসিবে সব আমি যদি জুকারি ;
 ঘোড়া পিড়া লুটী লবে তোমা সবে মারি ।
 গোড়িয়া বাটপাড় নহে, তুমি বাটপাড় ;
 তীর্থ বাসী লুট ? আর চাহ মারিবার ?' ।
 শুনিয়া পাঠান মনে সঙ্কোচ হইল ;
 হেনকালে মহাপ্রভু চৈতন্য পাইল ।
 ছফার করিয়া উঠি বলে হরি হরি ;
 প্রেমাবেশে নৃত্য করে উদ্ধ বাহ করি ।

প্রেমাবেশে প্রভু যবে করেন চিন্তার ;
 স্নেহের স্বপ্নে যেন লাগে শেল ধার ।
 ভয় পাইয়া স্নেহে ছাড়ি দিল পঞ্চ জন ;
 প্রভু না দেখিল নিজগণের বন্ধন ।
 ভট্টাচার্য্য আসি প্রভুকে ধরি বসাইল ;
 স্নেহগণ দেখি প্রভুর বাহা হইল ।
 স্নেহগণ আসি প্রভুর বদলি চরণ ;
 প্রভু আগে কহে 'এই ঠগ পাঁচজন !
 এই পঞ্চ মিলি তোমার ধুতরা খাওয়াইয়া
 তোমার ধন লটল তোমার পাগল করিয়া' ।
 প্রভু কহেন 'ঠগ নহে মোর সম্মী জন ;
 ভিক্ষুক সম্মানী মোর নাহি কিছু ধন ।
 মুণী ব্যাধিতে মুই কভু হই অচেতন ;
 এই পাঁচ দয়া করি করেন গালন' ।
 সেই স্নেহ মধ্যে এক পরম গম্ভীর ;
 কাল বস্তু পরে সেই ; লোক কহে পীর ।
 চিন্তা আর্জ হইল তার প্রভুকে দেখিয়া ;
 নির্কিশেষ ব্রহ্ম স্থাপে স্বশাস্ত উঠাইয়া ।
 অদ্বয় ব্রহ্মবাদ সেই করিল স্থাপন ;
 তারই শাস্ত্র যুক্ত প্রভু করিল শ্রবণ ।
 যেই যেই কহে প্রভু সকলই ষড়্গুণ ;
 উত্তর না আইসে মুখে মহাস্তব হইল ।
 প্রভু কহে 'তোমার শাস্ত্র স্থাপে নির্কিশেষ ;
 তাহা ষড়্গুণ সবিশেষ স্থাপিয়াছে শেষ ।
 তোমার শাস্ত্রে কহে শেষে একই ঈশ্বর ;
 সর্বেশ্বর্য্য পূর্ণ তিহ ত্রাণ কলবর ।
 সচ্চিদানন্দ দেহ, পূর্ণ ব্রহ্ম রূপ ;
 সর্গায়া, সর্গপ, নিত্য, সর্গাদি স্বরূপ ।
 সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় তাহা চৈতন্য হয় ;
 সূন্য সূন্য অগতির তিহো সমাপ্রায় ।

'সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বারাম্য, কারণের কারণ ;
 তাঁর ভক্ত্যে হয় জীবের সংসার তারণ ।
 তাঁর সেবা বিনে জীবের না যায় সংসার ;
 তাঁহার চরণে গ্রীতি পুরুষার্থ সার ।
 মোক্ষাদি আনন্দ হয় যার এক কণ ;
 পূর্ণানন্দ প্রাপ্তি তাঁর চরণ সেবন ।
 কর্ম, জ্ঞান, যোগ আগে করিয়া স্থাপন ;
 সকল পণ্ডিয়া স্থাপে ঈশ্বর সেবন ।
 তোমার পণ্ডিত সবার নাহি শাস্ত্র জ্ঞান ;
 পূর্ক্যাপর বিধি মধ্যে পর বলবান্ ।
 নিজ শাস্ত্র দেখ তুমি বিচার করিয়া ;
 কিবা লিখিয়াছে শেষে নির্ণয় করিয়া' ।
 স্নেহ কহে 'যেই কহ সেই সত্য হয় ;
 শাস্ত্রে লিখিয়াছে কেহ লইতে না পারয় ।
 নিরিশেষ গৌসাক্ষি লঞা করেন ব্যাখ্যান ;
 সাকার গৌসাক্ষি সেব্য কার নাহি জ্ঞান ।
 সেইত গৌসাক্ষি ভূমি সাক্ষ্য ঈশ্বর ;
 মোরে কৃপা কর, মুই অযোগ্য পামর ।
 অনেক দেখিছু মুঞি ; স্নেহ শাস্ত্র হৈতে
 সাধ্য সাধন বস্তু নারি নির্দ্ধারিতে ।
 তোমা দেখি কিহবা মোর বলে কৃষ্ণনাম ;
 "আমি বড় জানী" এই গেল অভিমান ।
 কৃপা করি বল মোরে সাধ্য সাধনে' ।
 এত বলি পড়ে মহাপ্রভুর চরণে ।
 প্রভু কহে 'উঠ ! কৃষ্ণ নাম ভূমি লৈলে ;
 কোটি ভ্রমের পাপ গেল পবিত্র হইলে' ।
 'কৃষ্ণ কহ ! কৃষ্ণ কহ' ! কৈল উপদেশ ;
 তবে কৃষ্ণ কহে সবার কৈল প্রেমাবেশ ।
 'রাম দাস' বলি প্রভু কৈল তার নাম ।
 তার এক পাঠান তার নাম গিড়ুলী খান ;

অন্ন বয়স তার রাজার কুমার ;
 রামদাস আদি পাঠান চাকর তাহার ।
 কৃষ্ণ বলি পড়ে সেও মহাপ্রভুর পার ;
 প্রভু শ্রীচরণ দিল তাহার মাথায় ।
 তা' সবারে রূপা করি প্রভু ত চলিলা ;
 সেই ত পাঠান সব বৈরাগী হইলা ।
 পাঠান বৈষ্ণব বলি হৈল তার খ্যাতি ;
 সঙ্গত গাইয়া বুলে মহাপ্রভুর কীৰ্ত্তি ।
 সেই বিজুলী খান হৈল মহাভাগবত ;
 সৰ্ব্বতীর্থে হৈল তাঁর পদম মহত ।
 ঐছে লীলা করে প্রভু শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ;
 পশ্চিম আসিয়া কৈল যবনাদি ধন্য ।
 সোরো ক্ষেত্রে আসি প্রভু কৈল গঙ্গাযান ;
 গঙ্গাতীর পথে কৈল প্রয়াগ পয়ান ।
 সেই বিপ্রে কৃষ্ণবাসে প্রভু বিদায় দিলা ;
 যোড়হাতে দুই জন কহিতে লাগিলা ।
 'প্রয়াগ পর্য্যন্ত হুঁতে তোমা সঙ্গে যাব ;
 তোমার চরণ সঙ্গ পুনঃ কাঁহা পাব ?
 রেচ্ছ দেশ, কেহ কাঁহা করয়ে উৎপাতি ;
 ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত কহিতে না জানেন বাত' ।
 তনি মহাপ্রভু দ্বিবৎ হাসিতে লাগিলা ;
 সেই দুইজন প্রভুব সঙ্গে চলি আইলা ।
 যেই যেই জন প্রভুর পাইল দর্শন ,
 সেই প্রেমে মত্ত, করে উচ্চ সংকীৰ্ত্তন ।
 তার সঙ্গে অন্না অন্না, তার সঙ্গে আনি ;
 এইমত বৈষ্ণব কৈল সব দেশ গ্রাম ।
 দক্ষিণ বাইতে যৈছে শক্তি প্রকাশিল ;
 সেই মত পশ্চিম দেশ প্রেমে ভাসাইল ।
 এইমত চলি প্রভু প্রয়াগে আইলা ;
 মন দিন ত্রিবেণীতে মফর মান কৈলা ।

বৃন্দাবন গমন প্রভুর চরিত্র অনন্ত ;
 সহস্র বদন যার নাহি পায় অন্ত ।
 তাহা কে কহিতে পারে ক্ষুদ্র জীব হঞা ?
 দিগ দরশন কৈল সূত্র করিয়া ।
 অলৌকিক লীলা প্রভূর অলৌকিক রীতি ;
 শুনিলেও ভাগ্যহীনের না হয় প্রতীতি ।
 আদোপাস্ত চৈতন্যলীলা অলৌকিক জান ;
 প্রজ্ঞা করি শুন ! ইহা সভ্য করি মান ।
 যেই তর্ক করে ইহায়, সেটী মূর্থ রাজ ;
 আপনার মুণ্ডে সে আপনি পাড়ে বাজ ।
 চৈতন্য চরিত্র এই অমৃতের সিদ্ধ ;
 জগত আনন্দে ভাসায় যার এক বিন্দু ।
 শ্রীকৃপ রঘুনাথ পদে যার আশ ;
 চৈতন্য চরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ।

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে শ্রীবৃন্দাবন দর্শন বিলাসো নাম অষ্টাঃ

দশ পরিচ্ছেদঃ ॥ ১৮ ॥

উনবিংশ পরিচ্ছেদ ।

প্রজ্ঞাকারন্য

বৃন্দাবনীয়াং রসকেলি বার্তাং
 কালেন লুপ্তাং নিজশক্তি মুৎকঃ
 সঞ্চার্য্য রূপে ব্যতনোং পুনঃ স
 প্রভু বিধৌ প্রাগিব লোক সৃষ্টিং ॥ ২১৮ ॥

‘প্রাগিব’ বথা প্রাক্ পূর্বাধিন্ কালে সৃষ্টি সময়ে ইত্যর্থঃ ‘প্রভুঃ’ পরমে-
 শ্বাঃ ‘বিধৌ’ ব্রহ্মনি নিজ শক্তিঃ সঞ্চার্য্য ‘লোকসৃষ্টিং’ ব্যতনোং বিস্তারিতবান্
 তদ্বৎ ‘সঃ’ চৈতন্যঃ ‘উৎকঃ’ উৎকর্ষিতঃ সন্ ‘রূপে’ রূপগোষ্ঠামিহ
 ‘নিজশক্তিং’ ‘সঞ্চার্য্য’ সংক্রম্য ‘কালেন’ কাল বশাৎ ‘লুপ্তাং’ বিনষ্টাং
 ‘বৃন্দাবনীয়াং’ বৃন্দাবনমণ্ডলীয়াং ‘রসকেলিবার্তাং’ রাধাকৃষ্ণ লীলাকথাং
 ‘পুনঃ’ পুনর্বারং ‘ব্যতনোং’ প্রকটীকর ॥ ২১৮ ॥

পূর্বকালে প্রভু পরমেশ্বর যেমন ত্র্যম্বকে শক্তি সঞ্চার
করিয়া লোকসৃষ্টি বিস্তার করিয়াছিলেন ; সেইরূপ চৈতন্য
প্রভু রূপ গোস্বামীকে নিজ শক্তি অর্পণ করিয়া কালে লুপ্ত
রাধা কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা পুনর্ব্বার প্রকট করিলেন ॥২১৮॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য ! জয় নিত্যানন্দ !

জয়বৈভবজয় ! জয় গৌরভক্ত বৃন্দ !

শ্রীরূপ সনাতন রামকেলি গ্রামে

প্রভুকে মিলিয়া গেলা আপন ভবনে । (১)

দুই ভাই বিষয় ভ্যাগের উপায় স্থজিল ;

বহু ধন দিয়া ছই ব্রাহ্মণ বরিল ।

কৃষ্ণমজ্ঞে করাইল ছই পুরস্কারণ ;

অচিরেতে পাইবারে চৈতন্য চরণ ।

শ্রীরূপ গোস্বামি তব নৌকাতে তরিয়া

আপনার ঘরে আইলা বহুধন লঞা ।

ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবে দিল তার অর্দ্ধ ধনে ;

এক চৌতি ধন দিল কুটুম্ব ভরণে ।

দশ বন্ধ (২) লাগি চৌটি সন্ময় করিল ;

ভাগ ভাগ বিপ্র স্থানে স্থাপ্য রাখিল ।

গোড়ে রাখিল মুদ্রা দশ হাজারে ;

সনাতন বায় করে, রহে মুদি ঘরে ।

শ্রীরূপ শুনিয়া প্রভু নীলাদ্রি গমন ,

ধন পথে যাবেন প্রভু শ্রীবৃন্দাবন ।

রূপ গোস্বামি নীলাচলে পাঠাইলা চট্ট জন ;

প্রভু বৃন্দাবনে রবে করিবেন গমন ;

শীঘ্র আসি মোরে তার নিবে সমাচার ;

তিনিয়া তদনুরূপ করিব বাবদার ।

এথা সনাতন গোস্বামি ভাবে মনে মন ;

‘রাজা মোরে প্রীতি করে সে মোর বন্ধন ।

১ শ্রীরূপ ... আপন—বধ্য: ২০—২১ পৃষ্ঠা দেখ ।

২ দশবন্ধ—রামকীর অত্যাচার হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য ।

'কোন যতে রাজা যদি মোরে জুঁজু হয় ;
 তবে অবাহতি হয়' ; করিল নিশ্চয় ।
 অস্বাস্থ্যের ছদ্ম করি রহে নিজ ঘরে ;
 রাজ কার্য্য ছাড়িল, না যায় রাজদ্বারে ।
 লোভী কার্য্যগণ রাজ কার্য্য করে ;
 আপনি স্বগৃহে করে শাস্ত্রের বিচারে ।
 ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত বিশ ত্রিশ লঞা
 ভাগবত বিচার করেন সভাতে বসিয়া ।
 আর দিন গৌড়েশ্বর সঙ্গে একজন
 আচাৰ্য্যিতে গৌসাঁঞি সভাতে কৈল আগমন ।
 পাতসা দেখিয়া সবে সন্তমে উঠিলা ;
 সন্তমে আসন দিয়া রাজা বসাইলা ।
 রাজা কহে 'তোমার স্থানে বৈদ্য পাঠাইল ;
 বৈদ্য কহে ব্যাধি নাহি শ্রু শুঁষে দেখিল ।
 আমার যে কিছু কার্য্য সব তোমা লঞা ;
 কার্য্য ছাড়ি রহিলা তুমি ঘরেতে বসিয়া ।
 মোর যত কার্য্য কাম সব কৈলে নাশ ;
 কি তোমার হৃদয়ে আছে ? কহ মোর পাশ'
 সনাতন কহে 'নহে আমা হৈতে কাম ;
 আর এক জন দিয়া কর সমাধান' ।
 তবে জুঁজু হঞা রাজা কহে আর বার ;
 'তোমার বড় ভাই করে দস্যু ব্যবহার ।
 জীব পশু যারি কৈল চাকলা সব নাশ ;
 এথা তুমি কৈলে মোর সৰ্প কার্য্য নাশ' ।
 সনাতন কহে 'তুমি স্বতন্ত্র গৌড়েশ্বর !
 যেই যেই ঘোষ করে দেহ তার কল' ।
 এত শুনি গৌড়েশ্বর উঠি যবে গেলা ;
 পলাইবে বলি সনাতনেই থাকিলা ।
 হেনকালে গেল রাজা উড়িয়া যারিতে ;
 সনাতনে কহে 'তুমি চল মোর সাতে' ।

ভিত্তিহে কহেন 'যাবে তুমি দেবতার হঃপ দিতে ;
 যের শক্তি নাহি তোমার সঙ্গে বাইতে' ।
 তবে তাঁরে বাকি রাখি করিলা গমন ।
 এথা নীলাচল হৈতে প্রভু চলিলা বৃন্দাবন ।
 তবে সেই দুই চর রূপ ঠাঁঞি আইলা ;
 বৃন্দাবনে চলিলা প্রভু আসিয়া কহিলা ।
 গুনিয়া শ্রীরূপ লিখিল সনাতন ঠাঁঞি ;
 বৃন্দাবন চলিলা শ্রীচৈতন্য গোসাঁঞি ।
 আমি দুই ভাই চলিলাম তাঁহারে মিলিতে ;
 তুমি যৈছে তৈছে ছুটি আইস তাঁহা চৈতে ।
 নশ সহস্র মৃত্যু তথা আছে যদি স্থানে ;
 তাহা দিয়া কর শীঘ্র আশ্র বিমোচনে ।
 যৈছে তৈছে ছুটি তুমি আইস বৃন্দাবন' ;
 এতলিপি দুই ভাই করিলা গমন ।
 অল্পম মল্লিক তাঁর নাম শ্রীবল্লভ ;
 রূপ গোসাঁঞির ছোট ভাই পরম বৈষ্ণব ।
 তাঁরে লক্ষা শ্রীরূপ প্রয়াগে আইলা ;
 মহাপ্রভু তাঁহা শুনি আনন্দিত হৈলা ।
 প্রভু চলিয়াছেন বিনু মাধব দর্শনে ;
 লক্ষ লক্ষ লোক আইসে প্রভুর মিলনে ।
 কেহ কান্দে, কেহ হাসে, কেহ নাচে গায় ;
 কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি কেহ গড়াগড়ি যায় ।
 গঙ্গা বসুনা প্রয়াগ নারিল ডুবাইতে ;
 প্রভু ডুবাইলা কৃষ্ণ প্রেমের বন্যাতে ।
 ভিড় দেখি দুই ভাই রহিল নিঃশব্দে ;
 প্রভুর আবেশ হৈল মাধব দর্শনে ।
 প্রেমাবেশে নাচে প্রভু হরিষ্মনি করি ;
 উজ্জ্বল করি বলে বল হরি হরি ।
 প্রভুর মহিমা দেখি লোক চমৎকার !
 প্রয়াগে প্রভুব লীলা নারি বিনিবার ।

দাক্ষিণাত্য বিপ্র সনে আছে পরিচয় ;
 সেই বিপ্র নিমন্ত্রিয়া নিল নিজালয় ।
 বিপ্র গৃহে আসি প্রভু নিভূতে বসিলা ;
 শ্রীকৃপ বসন্ত হুঁহে আসিয়া নিলিলা ।
 ছই শুক্ল তৃণ ছুঁহে দশনে ধরিয়া
 প্রভু দেখি দূরে পড়ে দণ্ডবৎ হঞা ।
 নানা শ্লোক পড়ি উঠে পড়ে বারবার ;
 প্রভু দেখি প্রেমাবেশ হইল হুঁহার ।
 শ্রীকৃপে দেখি প্রভুর প্রসন্ন হৈল মন ;
 'উঠ ! উঠ ! কৃপ আইস' বলিলা বচন ।
 'কৃষ্ণের করুণা কিছু না যায় বর্ণন ;
 বিষয় কৃপ হইতে তোমা কাড়িল ছইজন' ।

তথাহি হরিভক্তিবিলাসস্য দশম বিলাসে একনবত্যঙ্কধৃতং
 ইতিহাস সমুচ্চয়োক্ত ভগবদ্বাক্যং

‘নমে ভক্তশচতুর্বেদী মদুক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ ।

তস্মৈ দেয়ং ততোগ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হ্যহং’ ॥২১৯॥

‘চতুর্বেদী’ চতুর্বেদাধ্যায়ী জনঃ ‘মে’ মম ‘ভক্তঃ’ ‘ম’ কেবলং বেদাধ্যায়নং
 কৃৎস্না ভক্তো ন ভবতি ‘মদুক্তঃ’ ময়ি ভক্তিং কুর্কন্ ‘শ্বপচঃ’ চণ্ডালোহপি ‘প্রিয়ঃ’
 মম প্রিয়ঃ স্যাৎ । ‘তস্মৈ’ ভক্তায় ময়া ‘দেয়ং’ প্রেম ইত্যর্থঃ ‘ততোঃ’ তস্মাৎ
 ভক্তাৎ ‘গ্রাহ্যং’ তস্য প্রেম ময়া গ্রহণীয়ং ‘যথা’ ‘অহং’ তথা ‘সচ’ ‘পূজ্য’
 পূজনীয়ো ভবেৎ ॥ ২১৯ ॥

চারি বেদ অধ্যয়ন করিলেই আমার ভক্ত হওয়া যায়না ;
 নীচ জাতীয় শ্বপচও ভক্তিতে আমার প্রিয় হয় । আমি
 একুপ ভক্তকে প্রেমদান করি এবং তাহার প্রেম গ্রহণ করি ;
 সে আমার ঋায় পূজা পাইবার যোগ্য ॥ ২১৯ ॥

এই শ্লোক পড়ি হুঁহারে কৈল আলিঙ্গন ;
 কপাতে হুঁহার মাথায় ধরিল চরণ ;

এতু কৃপা পাঞা ছাঁকে ছই হাত যুড়ি

দীন হঞা স্তুতি করে বিনয় আচরি ।

তথাহি শ্রীকৃপাগোস্বামি বাকাঃ

‘নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণ প্রেম প্রদায়কে

কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্য নাম্নে গৌরভিষে নমঃ’ ॥ ২২০ ॥

‘মহাবদান্যায়’ ধর্মমত সম্বন্ধে নরোদার স্বভাবায় ‘কৃষ্ণপ্রেম প্রদায়কে’
‘কৃষ্ণ চৈতন্যনাম্নে’ ‘গৌরভিষে’ গৌরং গৌরবর্ণং হিট্ কাঙ্ক্ষির্বলা ইত্যৈ
‘কৃষ্ণায়’ কৃষ্ণস্বরূপায় ‘নমঃ’ নমস্বরোমি ॥ ২২০ ॥

উদার স্বভাব, কৃষ্ণপ্রেম দাতা, কৃষ্ণ চৈতন্যনামা গৌর-
কান্তিযুক্ত কৃষ্ণ স্বরূপকে নমস্কার করি ॥ ২২০ ॥

তথাহি শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে প্রথম সর্গে দ্বিতীয়শ্লোকে
ঐশ্বর্যকার বাকাঃ

‘যোঃ জ্ঞান মত্তং ভুবনং দয়ালু

রুদ্রাঘয়মপ্যকরোৎ প্রমত্তং

স্বপ্রেমসম্পৎ স্তম্ভয়াস্তুতেহং

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মমুৎ প্রপদো’ ॥ ২২১ ॥

‘যঃ’ ‘দয়ালুঃ’ সন্ ‘জ্ঞানমত্তঃ’ ‘ভুবনং’ অখিল জনগণঃ ‘উদাঘয়ন্’
অজ্ঞান ব্যাধিতাঃ মোচয়িত্বা ‘অপি’ ‘স্বপ্রেম সম্পৎ স্তম্ভয়া’ নিজ প্রেমরত্না-
মৃতেন করণয়া ‘প্রমত্তং’ ‘অকরোৎ’ রুতনান্ ‘মমুৎ’ ‘অস্তুতেহং’ আশ্রয়া
চেষ্টিতং ‘শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যং’ প্রভুঃ ‘প্রপদো’ শরণং ব্রজামি ॥ ২২১ ॥

যিনি কৃপা করিয়া অজ্ঞান মত্ত লোকদিগকে মুক্ত করতঃ
নিজপ্রেম সম্পৎস্বধায় নিমগ্ন করিয়াছিলেন ; আমি সেই
অহুত কর্ম্মা শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের শরণাপন্ন হই ॥ ২২১ ॥

তবে মণাপ্রভু তাঁরে নিকটে বসাইলা :

‘সনাতনের বার্তা কহ’ তাঁহারে পুছিলা ।

ত্রিরূপ কহেন 'তিহো বন্দী রাজ ঘরে ;
 তুমি যদি উদ্ধার তবে হইবেন উদ্ধারে' ।
 প্রভু কহেন 'সনাতনের হইয়াছে মোচন ;
 অচিরান্তে আমি সহ হইবে মিলন' ।
 মধ্যাহ্ন করিতে বিপ্র প্রভুকে কহিলা ;
 রূপ গোঁসাড়ি সেই দিবস তথাই রহিলা ।
 ভট্টাচার্য্য দুই ভাই নিমন্ত্রণ কৈল ;
 প্রভুব শেষ প্রসাদ পাত্র দুই ভাই পাইল ।
 ত্রিবেণী উপরে প্রভুর বাঁসা ঘর স্থান ;
 দুই ভাই বাঁসা কৈল প্রভু সন্নিধান ।
 সে কালে বল্লভ ভট্ট রহে আশ্রয়ী গ্রামে ;
 মহাপ্রভু আইলা গুনি আইলা তাঁর স্থানে ।
 দণ্ডবৎ কৈল তিহো, প্রভু আলিঙ্গিল ;
 দুটরনে কৃষ্ণ কথা কতক্ষণ হৈল ।
 কৃষ্ণ কথায় মহাপ্রভুর প্রেম উৎথলিল ;
 ভট্টের সঙ্কোচে প্রভু সশ্রবণ কৈল ।
 অন্তরে গর গর প্রেম নচে সঞ্চারণ ;
 দেখি চমৎকার হৈল বল্লভ ভট্টের মন ।
 তবে ভট্ট মহাপ্রভুর নিমন্ত্রণ কৈল ;
 মহাপ্রভু দুই ভাই তাঁরে মিলাইল ।
 দূর হৈতে দুই ভাই ভূমিতে পড়িয়া ;
 ভট্টে দণ্ডবৎ কৈল অতি দীন হঞা ।
 ভট্ট মিলিবারে যার হ'ল পলায়ন দূরে ;
 'অশ্রুণ্য পামর মুক্তি না ছুইত মোরে' ।
 ভট্টের বিশ্বাস হৈল প্রভুর হৃদয় মন ;
 ভট্টেরে কহিলা প্রভু তাঁর বিবরণ ।
 'ইহা না স্পর্শিত, ইহো আতি অতি তীন ;
 বৈদিক ব্যক্তিক তুমি কুণীন প্রবীণ' ।
 সৌহার মুখে মিরন্তর কৃষ্ণনাম গুনি ;
 ভট্ট কহে প্রভুর কিছু ইঙ্গিত ভঙ্গি জানি ।

‘দৌহার যুগে কখনাম করিছে নর্তন ;

এ দুই অধম নহে হয় সঙ্কোভম’ ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে ত্রয়স্ত্রিংশাধ্যায়ে সপ্তম-
শ্লোকে কপিলদেবঃ প্রতি দেবহুতি বাক্যং

‘অহোবত স্বপচোহতো গরীয়ান্

যজ্ঞিহ্মাগ্রে বর্ততে নাম তুভ্যং

তেপু স্তপ স্তে জুহবুঃ সন্মুঃ রার্য্য

ব্রহ্মানু চূ নাম গৃণন্তি য়ে তে’ ॥ ২২২ ॥

টীকা ও বাখ্যা মধ্যঃ ১৫৫ শ্লোকে ২৩১ পৃঃ দেখ ॥ ২২২ ॥

তিনি মহা ঐভূ তাঁরে বহু প্রশংসনা ;

শ্রোমাবিষ্ট হঞা শ্লোক পড়িতে লাগিল।

তথাহি হরিভক্তি হৃদোদয়ে তৃতীয়াধ্যায়ে দ্বাদশ শ্লোকঃ
‘শুচিঃ সন্তুষ্টিদীপ্তায়ি দম্ব দুর্জাতি কল্মষঃ ।

স্বপাকোহপি বুধৈঃ শ্লাঘ্যো ন বেদজ্ঞোহপি নাস্তিকঃ’ ॥ ২২৩ ॥

‘বুধৈঃ’ পণ্ডিতৈঃ ‘স্বপাকোহপি’ চণ্ডাল জাত্যন্ত বোহপি শ্লাঘাঃ সম্ভা-
নীয়ো ভবেৎ ‘নাস্তিকঃ’ হরিভক্তি রহিতঃ ‘বেদজ্ঞোহপি’ ‘ন’ শ্লাঘ্যো ভবে-
দিত্যর্থঃ । স্বপাকঃ কীদৃশঃ ‘সন্তুষ্টি দীপ্তায়ি দম্ব দুর্জাতিকল্মষঃ’ সন্তুষ্টিঃ
গুণভক্তিগেব দীপ্তায়িঃ প্রসন্নচিত্তানল স্তেন দম্বঃ ভদ্রীকৃতঃ দুর্জাতিঃ কল্মষঃ
যস্য স অন্তএব ‘শুচিঃ’ অন্তবাহিনিস্থলঃ ॥ ২২৩ ॥

সন্তুষ্টি রূপ প্রদীপ্তায়ি দ্বারা যাহার নীচ জাতীয় পাপ
সকল ভস্মীভূত হইয়া অন্তঃকরণ নির্মল হইয়াছে ; পণ্ডি-
তেরা একরূপ চণ্ডালের সম্মান করেন ; কিন্তু নাস্তিক বেদজ্ঞ
হইলেও তাঁহাদিগের নিকট সম্মানিত হয় না ॥ ২২৩ ॥

তথাহি হরিভক্তি হৃদোদয়ে তৃতীয়াধ্যায়ে একাদশ শ্লোকঃ

‘ভগবন্তুষ্টিহীনস্য জাতিঃ শাস্ত্রং জপ স্তপঃ

অপ্রাণস্যোব দেহস্য মণ্ডনঃ লোক রক্তনং’ ॥ ২২৪ ॥

‘ভগবদ্বক্তৃহীনস্য’ জনসা ‘জাতিঃ’ সংকুলে জন্মাদি ‘শাস্ত্রং’ পাণ্ডিত্যং
 ‘ভূপঃ’ নামজপঃ ‘তপঃ’ চাক্ষায়নাদি ঐতৎ সর্বং ব্যর্থং ভবতি তদৃষ্টান্তমহ
 ‘অপ্রাণস্য’ প্রাণ রহিতস্য ‘দেহস্য’ কাঠপুতলিকাকে দেহস্য ‘মণ্ডনং’ ভূষণং
 ‘লোকরঞ্জনমিব’ লোকমোহনং বপা । বপা পুতলিকারঃ মণ্ডনং তথা ভক্তি-
 হীনস্য গুণাদি কেবলং লোক মোহনার্থং ভবতি ॥ ২২৪ ॥

ভগবদ্বক্তৃহীন ব্যক্তির সংকুলে জন্ম, পাণ্ডিত্য, জপ পুর-
 শ্চরণ সকলই ব্যথা ! যেমন প্রাণবিহীন পুতলিকাকে কেবল
 লোক রঞ্জনের জন্য সজ্জিত করা হয়; অভক্তের গুণ সকলও
 সেইরূপ ॥ ২২৪ ॥

প্রভুর প্রেমাবেশ আর প্রভাব ভক্তি সার ;
 মৌল্যধর্মাদি দেখি ভট্টের হৈল চমৎকার !
 স্বর্ণে প্রভুকে ভট্ট নৌকাতে চড়াইয়া
 ভিক্ষা দিতে নিজ ঘরে চলিলা লইয়া ।
 যমুনার জল দেখি চিকল শামল ;
 প্রেমাবেশে মহা প্রভু হৈলা বিহ্বল ।
 তঙ্কার করি যমুনার জলে দিল কাঁপ ;
 প্রভু দেখি সবার মনে হৈল ভয় কাঁপ ।
 আন্তে বান্তে সবে ধরি প্রভু উঠাটলা ;
 মৌকার উপরে প্রভু নাচিতে লাগিলা ।
 মহাপ্রভুর তরে নৌকা করে টল মল ;
 ডুবিতে লাগিলা নৌকা ঝলকে ভরে জল ।
 জ্যাপি ভট্টের আগে প্রভুর ধৈর্য্য হৈল মন ;
 চুর্কার উদ্ভট প্রেম নহে সঙ্করণ ।
 বেশ পাত্র দেখি প্রভু হবে ধৈর্য্য হৈলা ;
 আবুলীর ঘাটে নৌকা আসি উত্তরিলা ।
 ভয়ে ভট্ট সঙ্গে রহি মধ্যাহ্ন করাইয়া ;
 নিজ গৃহে আনিলা প্রভুকে সঙ্গে লইয়া ।
 আনন্দিত হুঞা ভট্ট দিল দিব্যাসন ;

আপনি করিল প্রভুর গাধ প্রকালন ।
 সবংশে সেই জন মন্তকে ধরিল ;
 নৃহন কৌণীন বহির্কাস পরাইল ।
 গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপে মহাপূজা বৈলা ;
 ভট্টাচার্য্যে মান্য করি পাক করাইলা ।
 ভিক্ষা করাইলা প্রভুকে সমেহ যতনে ;
 রূপ গোঁসাক্ষি দুই ভাইর করাইল ভোজনে ।
 ভট্টাচার্য্য শ্রীকৃপে দেয়াইল অবশেষ ;
 তবে সেই প্রসাদ বৃক্ষদাস পাইল শেষ ।
 সুখবাস দিয়া প্রভুকে করাইল শয়ন ;
 আপনি ভট্ট করেন প্রভুর গাধ সন্ধান ।
 প্রভু পাঠাইল তাঁরে করিতে ভোজনে ;
 ভোজন করি আইলা ভিহো প্রভুর চরণে ।
 ধেনকালে আইলা রঘুপতি উপাধায় ;
 তিরোহিতা পণ্ডিত বড় বৈষ্ণব মহাশয় । (১)
 আসি ভিহো কৈল প্রভুর চরণ বন্দন ;
 'কৃষ্ণে মতি রহ' বলে প্রভুর বচন ।
 শুনি আনন্দিত হৈল উপাধায়ের মন ;
 প্রভু তাঁরে বৈল 'কহ কৃষ্ণের বচন' ।
 নিজহৃত কৃষ্ণগীতা মোক পড়িল ;
 শুনি মহাপ্রভুর মগা প্রেনাবেশ হৈল ।

তথাহি পদ্যাবল্ল্যাং শ্রীনন্দপ্রণামে প্রথমাক্ষত রঘুপত্যা-
 পাধায় শ্লোকে তসৈব বাক্যং

‘শ্রুতিমপরে স্মৃতিমপরে ভারতমনো ভক্তস্ত ভবভীতাঃ ।

অহমিহ নন্দং বন্দে যস্যালিন্দে পরঃ ব্রহ্ম’ ॥ ২২৫ ॥

‘ভবভীতাঃ’ সংসার পাপ শক্তিতাঃ ‘অপরে’ দুন্দঃ ‘প্রতিঃ’ বেদাদি-
 সত্যং নিরাকারঃ ব্রহ্ম ‘অপরে’ সাধবঃ ‘স্মৃতিঃ’ স্মৃতি শাস্ত্র সঙ্গতঃ ঈশ্বরঃ

‘অন্যে’ শব্দকাঃ ‘ভাবতং’ মহাত্মারত্নাকরং যতং সাকারং ইত্যর্থঃ ‘ভজন্ত’ উপাসনাঃ কুর্ন্তু ‘অহং’ তু ‘ইহ’ বৃন্দাবনে ‘নন্দং’ গোপরাজং সৌভাগ্য-
শালিনমিত্যর্থঃ ‘বন্দে’ শরণং গচ্ছামি ‘বন্দ্য’ নন্দস্য ‘অলিন্দে’ প্রাপ্তগে ‘পরং’
‘ব্রহ্ম’ বিহরতীতিশেষঃ ॥ ২২৫ ॥

সংসার পাপে শঙ্কিত হইয়া কেহ বেদাদি সম্মত নিরা-
কার ব্রহ্মের, কেহ স্মৃতি সম্মত ঈশ্বরের, কেহ বা ভারতাদি-
পূরণসম্মত সাকারের উপাসনা করিতেছেন ; আমি কিন্তু
বৃন্দাবনের সৌভাগ্যশালী নন্দের শরণাপন্ন হই ; কারণ
ঐহার প্রাপ্তগে পর ব্রহ্ম বিহার করিতেছেন ॥ ২২৫ ॥

‘আগে কহ’ প্রভু বাক্যে উপাখ্যায় কহিল

তথাহি পদ্যাবল্যাং একনবত্যঙ্কধৃত রঘুপত্ন্যুপাখ্যায়োক্ত
শ্লোকে তন্যৈব বাক্যং

‘কংপ্রতি কথয়িতুমীশে সংপ্রতি কোহবা প্রতীতি মায়াতু ।
গোপতিতনয়াকুঞ্জে গোপবধূটি বিটং ব্রহ্ম’ ॥ ২২৬ ॥

‘গোপতিতনয়াকুঞ্জে’ গোপতিঃ স্বর্গাস্তন্য তনয়া যমুনা তন্ত্রাঃ তীরস্থিত-
কুঞ্জে ‘গোপবধূটি বিটং গোপবধূটি নববধূতন্ত্রাঃ বিটং মনচৌরঃ নন্দনন্দন
ইত্যর্থঃ ‘ব্রহ্ম’ বিরাজতে ইতিশেষঃ এতৎ বাক্যং ‘কং’ জনং ‘প্রতি’ ‘কথয়িতুং’
বক্তুং ‘ঈশে’ ইচ্ছামি ন কামপি ইত্যর্থঃ ‘সংপ্রতি’ অধুনা ‘কোহবা’ জনঃ
‘প্রতীতিঃ’ প্রত্যয়ঃ ‘আয়াতু’ করোতু মমেনং বাক্যমিত্যর্থঃ ॥ ২২৬ ॥

যমুনাতীরকুঞ্জে নবগোপবধূদিগের মনচৌর রূপে পূর্ণ-
ব্রহ্ম বিরাজ করিতেছেন ; ইহা কাহাকেই বা বলি ? আর
কেই বা সে কথা প্রত্যয় করে ? ॥ ২২৬ ॥

রঘুপতি উপাখ্যায় নন্দস্বর কৈল ।

প্রভু কহে ‘কহ’ ; তিঁহো পড়ে কল্ললীলা ;

প্রমাণে প্রভু দেখে মন আসুইলা ।

প্রেম দেখি উপাধায় হৈল চমৎকার !
 'মহুয়া নহে ইহো কৃষ্ণ' করিল নির্ভার ।
 প্রভু কহে 'উপাধায় । শ্রেষ্ঠ মান কার' ?
 'শ্যামমেব পরং রূপং' কহে উপাধায় ।
 'শ্যাম রূপের বাস স্থান শ্রেষ্ঠ মান কার' ?
 'পুরী মাধুপুরী বরা' কহে উপাধায় ।
 'বাল্য, পৌগণ্ড, কৈশোর, শ্রেষ্ঠ মান কার' ?
 'বয়ঃ কৈশোরকং ধোয়ং' কহে উপাধায় ।
 'রসগণ মধ্যে তুমি শ্রেষ্ঠ মান কার' ?
 'আদ্য এব পরো রসঃ' কহে উপাধায় ।
 প্রভু কহে 'ভাল তব শিখাইলা মোরে' ;
 এত বলি শ্লোক পড়ে গলগল করে ।

তথাহি পদ্যাবল্যাং ত্রিসপ্ততিতমাক্ষত মাধবেন্দ্র-
 পুরীকৃত শ্লোকঃ

'শ্যামমেব পরং রূপং পুরী মাধুপুরী বরা ।

বয়ঃ কৈশোরকং ধোয় মাদ্য এব পরো রসঃ' ॥ ২২৭ ॥

'রূপাণাং' স্বরূপাহুতীনাং মধ্যে 'শ্যামঃ' নবীননীল মেঘবর্ণঃ 'রূপং'
 'পরং' শ্রেষ্ঠং ; পুরীনাং উৎকৃষ্টস্থানানাং মধ্যে 'মাধুপুরী' মধুপুরী
 মাধুর্য্যধাম 'বরা' শ্রেষ্ঠা ; বয়সাং বাল্য পৌগণ্ডাদীনাং মধ্যে 'কৈশোরকং'
 আদ্যাবোড়শবর্ষপর্য্যন্তঃ নিত্যনূতনসৌন্দর্য্যমিত্যর্থঃ 'ধোয়ঃ' ; শাস্তদাস্যাদি
 রসানাং মধ্যে 'আদ্য এব' মধুররস এব 'পরঃ' শ্রেষ্ঠঃ ॥ ২২৭ ॥

উৎকৃষ্ট স্বরূপের শ্যামরূপই শ্রেষ্ঠ ; ঐ রূপের অবস্থান-
 তুমি মাধুর্য্যময় মধুপুরীই উৎকৃষ্ট ; নিত্য নবীন সৌন্দর্য্য-
 পূর্ণ কৈশোরাবস্থাই ধ্যান করা উচিত ; এবং শাস্ত দাস্যা-
 দি রসের মধ্যে মধুর রসই পরমোৎকৃষ্ট ॥ ২২৭ ॥

প্রেমাবেশে প্রভু তাঁরে কৈল আনিজন ;

প্রেমে মত্ত হঞা তিহো করেন নর্তন ।

দেখি বলভ ভট্ট চমৎকার হৈল ;
 হুই পুত্র আনি প্রভুর চরণে পড়িল ।
 প্রভু দেখিবারে গ্রামের সব লোক আইল ;
 প্রভু দর্শনে সব লোক কৃষ্ণ ভক্ত হৈল ।
 ব্রাহ্মণ সকল করেন প্রভুর নিমন্ত্রণ ;
 বলভ ভট্ট তাহা সব করেন নিবারণ ।
 ‘প্রেমোন্মাদে পড়ে গৌসাক্ষি মধ্য যমুনাতে ;
 প্রয়াগে চালাব ইহা না দিব রহিতে ।
 যার ইচ্ছা প্রয়াগে যাই কর নিমন্ত্রণ’ ;
 এত বলি প্রভু লঞা করিল গমন ।
 গঙ্গাপথে মহাপ্রভু নৌকাতে বসাইয়া
 প্রয়াগে আইলা ভট্ট গৌসাক্ষি লইয়া ।
 লোক ভিড় ভরে প্রভু দশাশ্বমেধে গিয়া
 রূপ গৌসাক্ষিকে লিঙ্গা করান্ শক্তি সঞ্চারিয়া ।
 কৃষ্ণ ভক্ত, ভক্তিতত্ত্ব, রসতত্ত্ব প্রাপ্ত ;
 সব শিখাইল প্রভু ভাগবত সিদ্ধান্ত ।
 রামানন্দ পাশে বসে সিদ্ধান্ত তুলিল ;
 রূপে রূপা করি তাহা সব সঞ্চারিল ।
 শ্রীকৃষ্ণ হৃদয়ে প্রভু শক্তি সঞ্চারিল ;
 সর্বতত্ত্ব নিরূপণে প্রবীণ করিল ।
 শিবানন্দ সেনের পুত্র কবি কর্বপূর
 রূপের মিলন, প্রেমে লিখিয়াছেন প্রচুর । (১)

তথাহি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে নবমাস্তে চতুরধিক-
 শত শ্লোকে ভয়োর্মিলনে সার্বভৌমং প্রতি বার্তাহারিকাক্যং

‘কালেন বৃন্দাবন কেলিবার্তা

সুপ্তেতি তাং ব্যাপয়িতুং বিশিষ্য

১. রূপের মিলন প্রেমে—কবি কর্বপূর প্রণীত সংস্কৃত চৈতন্যচরিতামৃত কাণ্ড ও চৈতন্য
চন্দ্রোদয় নাটকে ।

রূপামৃতে নাভিষিষেচ দেব

স্তত্ৰৈব রূপঞ্চ সনাতনঞ্চ ॥ ২২৮ ॥

‘কালেন’ বহুকালেন ‘বুদ্ধাবন কেলিবাস্তা’ রাধাকুললীলা বিবরক বুদ্ধা-
বন সংবাদ: ‘নুগ্ধা’ আম্রীং ‘ইতি’ ‘তাং’ বার্তাঃ ‘ধ্যাপয়িতুং’ প্রকাশয়িতুং
‘বিশিষ্য’ বিচিন্ত্য ‘দেবঃ’ শ্রীচৈতন্য: ‘রূপামৃতেন’ করণেন ‘স্তত্ৰৈব’ ওলীলা-
প্রকাশবিষয়ে প্রয়াগে কাশীপুৰ্ণ্য: ‘চ’ ‘রূপং’ ‘সনাতনঞ্চ’ অভিষিষেচ
অভিযুক্তিং কৃতবান্ ॥ ২২৮ ॥

রাধাকৃষ্ণের ত্রজলীলা বার্তা কালে লুপ্ত হইয়াছিল; তাহা
প্রকাশ করিবার জন্য চিন্তা করত: চৈতন্য দেব রূপাপরমেশ্বর
হইয়া শ্রীরূপ ও সনাতন গোস্বামীকে প্রয়াগে ও কাশীধামে
তদ্বিষয়ে অভিযুক্ত করিলেন ॥ ২২৮ ॥

তথাহি তত্ৰৈব নবমাস্তে সপ্ততিশ্লোকে রূপানুগ্রহে
প্রতাপরুদ্রঃ প্রতি বার্তাহারি বাক্যঃ

‘যঃ প্রাগেব প্রিয়গুণগণৈর্গাঢ়বচ্ছোহপি মূর্ত্তো

গেহাধ্যাসাদ্রস ইব পরো মূর্ত্ত এবাপ্যমূর্ত্তঃ

প্রেমালাটে দৃঢ়তর পরিষঙ্গ রসৈঃ প্রয়াগে

তং শ্রীরূপং সম মনুপমেনা মূজগ্রাহ দেবঃ ॥ ২২৯ ॥

‘যঃ’ শ্রীরূপঃ ‘প্রাগেব’ পূর্ব্বম্ভিন্ন এব গৃহাবস্থিতিকালে এব ‘প্রিয়গুণ-
গণৈঃ’ প্রিয়স্য চৈতন্তত ভগনমূর্ত্তৈঃ ‘গাঢ়বচ্ছোহপি’ গাঢ়ং বখা ত্রাং তথা
আকৃষ্টোহপি প্রিয়ত ‘প্রেমালাটৈঃ’ তথা ‘দৃঢ়তর পরিষঙ্গ রসৈঃ’ প্রয়াগালিঙ্গন
রসৈঃ করণৈঃ রামকেল্যামিত্যভিপ্রায়ঃ ‘গৃহাধ্যাসাৎ’ সংসার মোহাৎ ‘মূর্ত্তঃ’
সন্ ‘অমূর্ত্তঃ’ ‘অণ্যেব’ মূর্ত্তীহীনোহপি ‘পরঃ’ শ্রেষ্ঠঃ ‘রসঃ’ মধুররস ইত্যর্থঃ
‘মূর্ত্তঃ’ ‘ইব’ মূর্ত্তমান্ শৃঙ্গাররস ইব শোভয়ামাস ইতিশেষঃ ‘দেবঃ’ চৈতন্তঃ
‘অনুপমেন’ ‘সমঃ’ বজ্রাদ্রা সহ ‘তং’ ‘শ্রীরূপং’ সংপ্রতি ‘প্রয়াগে’ ‘অমূজগ্রাহ’
বীকৃতবান্ ॥ ২২৯ ॥

যিনি প্রিয়তমের গুণে সমাকৃষ্ট হইয়া রামকেলি গ্রামে

প্রেমালাপ ও প্রগাঢ় আলিঙ্গনকৃপা লাভ করিয়া সংসার-
মায়া হইতে মুক্তি লাভ করতঃ মূর্তিমান্ মধুর রসের আয়
শোভা পাইতেছিলেন ; চৈতন্যদেব সংপ্রতি প্রয়াগে ভ্রাতা
অনুপমের সহিত সেই শ্রীরূপকে অনুগ্রহ করিলেন ॥ ২২৯ ॥

তথাহি তত্রৈব নবমাক্ষে পঞ্চসপ্ততি শ্লোকে শক্তিসংকারে
প্রতাপরুদ্রঃ প্রতি সার্বভৌমবাক্যঃ

‘প্রিয়স্বরূপে দয়িত স্বরূপে প্রেমস্বরূপে সহজাতিরূপে
নিজানুরূপে প্রভুরেকরূপে ততান রূপে স্ববিলাসরূপে’ ॥ ২৩০ ॥

‘প্রভুঃ’ চৈতন্যঃ ‘রূপে’ রূপ গোখ্যানিনি ‘ততান’ বিস্তারয়ামাস স্বশক্তি-
মিত্যর্থঃ কীদৃশে রূপে ? ‘প্রিয়স্বরূপে’ লোভাদিমহাভাবপর্যাপ্তি ষ্মিন্
তস্মিন্ ‘দয়িত স্বরূপে’ শ্রীরাধামহোদার্যামহিমাদেঃ সীমা যস্মিন্ তস্মিন্ ;
‘প্রেমস্বরূপে’ শ্রীরাধায়াঃ প্রেমাঃ এব স্বরূপং বস্যা তস্মিন্ ; ‘সহজাতিরূপে’
শ্রীকৃষ্ণগুণলীলা চরিত্র লাভণ্যাদেঃ সীমা যস্মিন্ তস্মিন্ ; পুনঃ ‘নিজানুরূপে’
নিজস্য চৈতন্যস্ত অহরূপে দ্বিতীয়স্বরূপে ভজন মুদ্রাদেঃ পর্যাপ্তি ষ্মিন্
তস্মিন্ ইত্যর্থঃ । ‘একরূপে’ অভিন্নরূপে ষষ্ঠ্যধর্ম নির্ণয়সা পর্যাপ্তি ষ্মিন্
তস্মিন্ ; পুনঃ ‘স্ববিলাসরূপে’ স্বস্ত বিলাসস্ত রূপং যস্ত তস্মিন্ রাধাকৃষ্ণয়োঃ
বিলাসপর্যাপ্তি ষ্মিন্ তস্মিন্ ইত্যর্থঃ ॥ ২৩০ ॥

যাঁহাতে লোভ হইতে মহাভাবের পর্যাপ্তি হইয়াছে ;
যিনি শ্রীরাধার মহোদার্যাদি গুণের ও প্রেমস্বরূপের আদর্শ,
যাঁহাতে শ্রীকৃষ্ণের গুণলীলার পর্যাপ্তি হইয়াছে ; যিনি ভজ-
নাদি বিষয়ে শ্রীচৈতন্যের অনুরূপ পাত্র ও ষষ্ঠ্যধর্ম নির্ণয়ে
অভিন্নরূপ ; চৈতন্য প্রভু সেইরূপ গোস্থায়ীকে নিজশক্তি
অর্পণ করিলেন ॥ ২৩০ ॥

এইমত কর্ণপুর লিখে স্বামে স্বানে ;

প্রভু কৃপা কৈল বৈছে রূপ বনাতনে ।

মহাপ্রভুর ছিল যত বড় ভক্ত মাত্র ;
 রূপ সনাতন সবার কৃপা গৌরব পাত্র ।
 কেহ যদি দেশে যায় দেখি বৃন্দাবন ;
 তাঁরে প্রণ করেন প্রভুর পারিষদগণ :—
 ‘কহ তাঁহা কৈছে রহে রূপ সনাতন ?
 কৈছে রহে ? কৈছে বৈরাগ্য ? কৈছে ভোজন ?
 কৈছে অষ্ট প্রহর করেন ত্রীকৃষ্ণ ভজন’ ?
 তবে প্রশংসিয়া কহে সেই ভক্তগণ :—
 ‘অনিকেতন ছুঁহে রহে ; যত কৃষ্ণগণ,
 একেক বৃক্ষের তলে একেক রাশি শয়ন ।
 বিপ্র গৃহে শুল ভিক্ষা, কাঁধা মাধুকরী ;
 শুক কটী চানি চিবায় ভোগ পরহরি ।
 করোয়া মাত্র হাতে কাঁধা ছিঁড়া বহির্বাণ ;
 কৃষ্ণ কথা, কৃষ্ণনাম, নর্ত্তন, উল্লাস ।
 অষ্ট প্রহর কৃষ্ণ ভজন, চারিদণ্ড শরনে ;
 নাম কীর্ত্তন প্রেমে সেহ নহে কোন দিনে ।
 বড় ভক্তিরস শাস্ত্র করয়ে লিখন ;
 চৈতন্য কথা শুনে, করে চৈতন্য চিস্তন’ ।
 এই কথা শুনি মহাস্বের মহা সুখ হয় ;
 চৈতন্যের কৃপা ঘাঁহা, তাঁহা কি বিষয় ?
 চৈতন্যের কৃপা রূপ লিখিয়াছে আপনে ;
 রাসমুত সিদ্ধ প্রেমে মনলাচরণে ।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিদ্ধৌ পূর্ববিভাগে ভক্তিসামান্য-
 লক্ষ্যঃ দ্বিতীয়শ্লোকে ত্রীরূপগোষামি বাক্যঃ

‘হৃদি যস্য প্রেরণয়া প্রবর্তিতোহহং বরাকরূপোহপি
 তস্য হরেঃ পদকমলং বন্দে চৈতন্যদেবত’ ॥ ২৩১ ॥

‘হৃদি’ সমাসকরণে ‘যস্য’ চৈতন্যস্য প্রেরণয়া আভয়া ইতিভেষ ইতি-
 যাবৎ ‘বরাকরূপোহপি’ অতিকরূপোহপি ‘অহং’ রসস্বৰ্ণনে ‘প্রবর্তিতঃ’ ;

‘তস্য’ ‘হবেঃ’ ‘চৈতন্য দেবস্য’ ‘শব্দকমলঃ’ ‘বন্দে’ ॥ ২৩১ ॥

আমি অতি ক্ষুদ্ররূপী হইলেও হৃদয়ে যাঁহার প্রেরণার
রসবর্ণনে প্রবর্তিত হইয়াছি ; সেই চৈতন্যদেবের বন্দনা
করি ॥ ২৩১ ॥

এইমত দশদিন প্রয়াগে রহিয়া
শ্রীরূপে শিক্ষা দিল শক্তি লক্ষারিরা ।
প্রভু কহে ‘শূন রূপ ! ভক্তি রসের লক্ষণ ;
স্বত্বরূপে কহি বিস্তার না যায় বর্ণন ।
পারাবারশূন্য গভীর ভক্তিরস সিদ্ধ ;
তোমা চাখাইতে তার কহি এক দিনু ।
এইত ব্রহ্মাণ্ড ভরি অনন্ত জীবগণ ;
চৌরাশি লক্ষ ঘোনিতে করয়ে ভ্রমণ ।
কেশাগ্র শতেক ভাগ পুনঃ শতাংশ করি ;
তার সম সূক্ষ্ম জীবের স্বরূপ বিচারি ।

তথাহি ঐতিব্যখ্যাত শ্লোকঃ

‘কেশাগ্র শতভাগস্য শতাংশ সদৃশাত্মকঃ

জীবঃ সূক্ষ্ম স্বরূপোহয়ং সংখ্যাভীতোহি চিংকণঃ’ ॥ ২৩২ ॥

‘অয়ং’ ‘জীবঃ’ জীবাত্মা ‘কেশাগ্রশতভাগস্য’ ‘শতাংশসদৃশাত্মকঃ’ কেশা-
গ্রস্য শতাংশস্ত মূলঃ সমানঃ আত্মা স্বরূপঃ যন্ত ; ‘সূক্ষ্মস্বরূপঃ’ অতি ক্ষুদ্র-
রূপঃ ‘হি’ নিশ্চিতং ‘সংখ্যাভীতঃ’ গণনারাঃ অতীতঃ অনন্তভাগস্য একভাগ
ইত্যর্থঃ ‘চিংকণঃ’ চিহ্নরূপস্ত ভগবতঃ কণঃ অংশঃ ॥ ২৩২ ॥

জীবাত্মার স্বরূপ কেশাগ্রের শতাংশের একাংশ সমান
অতি সূক্ষ্ম ; ইহা ভগবানের চিহ্নরূপের অসংখ্য কণার
কণামাত্র ॥ ২৩২ ॥

তথাহি পঞ্চদশ্যাং ত্র্যশীতি শ্লোকঃ

‘বালাগ্র শতভাগস্য শতধা কম্বিতস্য চ

ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয় ইতি চাহ পরা ঐতিঃ’ ॥ ২৩৩ ॥

‘সঃ’ ‘জীবঃ’ ‘শতধা’ ‘কল্পিতস্য’ ‘বালাশতভাগস্য’ ‘ভাগঃ’ ‘বিভেদঃ’
‘ইতি’ ‘পর্য’ শ্রেষ্ঠা ‘ঋতিঃ’ বেদবাক্যঃ ‘আহ’ কথয়তি ॥ ২৩৩ ॥

সেই জীবকে কেশাগ্র শত ভাগের কল্পিত একভাগ বলিয়া
জানিবে ; এই কথা পর্যাশ্রিত প্রকাশ করিতেছেন ॥ ২৩৩ ॥

তথাহি শ্রুত্যাধ্যায়স্ত পরিমিতেষ্যাস্য তোষণাৎ ধৃত্য ঋতিঃ ।

‘সূক্ষ্মাণামপ্যয়ং জীবঃ’ ॥ ২৩৪ ॥

‘অয়ং’ ‘জীবঃ’ ‘সূক্ষ্মাণাং’ ‘অপি’ সূক্ষ্ম ইতিশেষঃ ॥ ২৩৪ ॥

এই জীব সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম ॥ ২৩৪ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে সপ্তাশীত্যধ্যায়ে ষড়-
বিংশ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণমুদ্दिश्या বেদস্তুতিঃ

‘অপরিমিতা প্রবা স্তমুভূতো যদি সর্বগতা

স্তর্হি ন শাস্যতেতি নিয়মো প্রব নেতরথা

অজনি চ যন্ময়ং তদবিমূচ্য নিয়ন্তু ভবেৎ

সম মনুজানতাং যদমতং মত দুর্ভূতয়া’ ॥ ২৩৫ ॥

হে ‘প্রব’ সত্যরূপ ভগবন্ ‘তমুভূতঃ’ শরীরধারিণঃ জীবাঃ ‘যদি’ ‘অপরি-
মিতাঃ’ বস্তুতএব অনন্তাঃ ‘প্রবাঃ’ নিত্যাঃ ‘সর্বগতাঃ’ সর্বব্যাপিনঃ স্তবন্তি
‘তর্হি’ তদা জীবানাং ‘শাস্যতা’ তচ্ছাসনীয়তা তে জীবাঃ তয়া শাসনীয় ভবন্তি
‘ইতি’ যঃ ‘নিয়মঃ’ শাস্ত্রে নির্ণয়োহস্তি সঃ ‘ন’ সাদিতার্থঃ তেষাং সমতাং
ব্যাপন্যভাবাচ্চ ‘ইতরথা’ অন্যথা তেষাং বিদূষাভাবেন ত’স্মিন্নমো ন স্তাদিত
‘ন’ ; কিন্তু স্যাদেবেত্যর্থঃ ব্যাপাত্মকঃ । ‘চ’ বিশেষতঃ ‘যন্ময়ং’ উপাসিতো
বহিকারপ্রায়ঃ যজ্ঞীবাধ্যাঃ ‘অজনি’ তদ্বো দাতং ‘তৎ’ স্বকাৰ্য্যং স্বভাবঃ বা
‘অবিমূচ্য’ অপরিভাষ্য স্বরূপেণৈব সর্বাংশং ব্যাপ্য ‘নিয়ন্তু’ নিয়ামকং প্রবর্তক-
মিতিবাৎ ‘ভবেৎ’ । কিন্তু ‘সমং’ জীবৈশ্বর্যত্বাৎ ‘অনুজানতাং’ বদমতমিতি
জানীম ইতি বদতাং জনানাং ‘সং’ অন্তর্ভাব্যার্থাৎ তচ্ছপং পরমকারণং বস্তু
‘অমতং’ অজাতং অব্যবহাৎ । তথাচ ঋতিঃ ‘বস্তুমতং তস্য মতং মতং বস্যা
ন বদ সঃ । অবিজাতং বিজানতাং বিজাতমবিজানতাং’ । তত্র তেজুঃ ‘মত-

ছটতরা' মতস্য জ্ঞাতস্য তস্য ছটতরা দোষত্রয়ং তথাচ কতি: 'বদি' মন্তসে
সুবেদেতি দত্তমেবাপি নুনং বেধ ব্রহ্মণো রূপং' ॥ ২৩৫ ॥

- হে ঐব! জীব সকল অপরিমিত, নিত্য ও সর্বব্যাপী
• ইহা যদি স্বীকার করা যায়; তাহা হইলে 'তাহারা তোমার
শাসনাধীন,' এই যে নিয়ম তাহা থাকে না; কিন্তু ঐরূপ
স্বীকার না করিলে সে নিয়ম বজায় থাকে। বিশেষতঃ ঐ
রূপ স্বীকার স্থলে জীব সকল জনন ধর্মশীল হইয়া স্বকীয়
স্বতাব পরিহার না করিয়াই আপনি আপনার নিয়ামকরূপে
গণ্য হয়; ইহাও অসম্ভব। অতএব 'জীব ও ঈশ্বর সমান' এই
কথা ঐহারা বলিয়া থাকেন; তাহারা তোমার স্বরূপ কিছুই
জানেন না এবং তাহাদের মতও শাস্ত্র দুষণীয় ॥ ২৩৫ ॥

'তার মধ্যে স্বাবর জন্ম দুই ভেদ;
অন্যে তির্যক্ জল স্থলচর বিভেদ।
তার মধ্যে মহাব্য জাতি অতি অন্তর;
তার মধ্যে স্নেহ পুলিন্দ বৌদ্ধ শবর।
বেদনিষ্ঠ মধ্যে অর্ধেক মুখে বেদ মানে;
বেদ নিষিদ্ধ পাপ করে, ধর্ম নাহি গণে।
ধর্মচারী মধ্যে বহুত কর্ম নিষ্ঠ;
কোটি কর্মনিষ্ঠ মধ্যে এক জানী প্রেষ্ঠ।
কোটি জানী মধ্যে হয় এক জন মুক্ত;
কোটি মুক্ত মধ্যে দুর্লভ কৃষ্ণ ভক্ত।
কৃষ্ণ ভক্ত নিছাম অতএব শাস্ত;
ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধি কামী সকলি অশাস্ত।

তথাহি ত্রিমহাভাগবতে ষষ্ঠস্কন্ধে চতুর্দশাধ্যায়ে চতুর্থ-
শ্লোকে শুকদেবঃ প্রতি পরিক্রিতো বাক্যঃ
'মুক্তানাংপি সিদ্ধানাং নারায়ণ পরায়ণঃ
হৃদন্তঃ প্রশান্তা কোটিশপি মহামুনে' ॥ ২৩৬ ॥

হে 'মহামুনে' তরুণেব ! 'সুখান্নাং' সুখি প্রাণান্নাং অতএব 'সিদ্ধান্নাং'
'কোটিবু' 'অপি' মধ্যে 'প্রশান্তান্না' 'মহারথপরাধনঃ' বিকৃতক্ৰিয়পরাধো
জনঃ 'বৃহন্ন'তঃ' মহতা হুঃখেন প্রাণনীয়ো ভবেৎ ॥ ২০৬ ॥

হে মহামুনি ! যে সকল ব্যক্তি মুক্তিনাভ করিয়া সিদ্ধ
হইয়াছেন ; তাঁহাদের কোটির মধ্যে বিকৃতক্ৰিয়পরাধ প্রশা-
ন্তান্না অতি দুর্লভ ॥ ২০৬ ॥

‘ব্রহ্মাণ্ডে সন্নিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব ;
সুখ ক্লেশ প্রমাণে পাম ডক্লিগতা বীত ।
মালী হুকা করে সেই বীজ আরোপণ ;
প্রবণ কীৰ্ত্তন জলে কররে সেচন ।
উপজিয়া বাড়ে লতা ব্রহ্মাণ্ড ভেদি যায় ;
বিরজা ব্রহ্ম লোক ভেদি পরব্যোম পার ।
তবে যার তদুপরি গোলোক সুলাবন ;
ক্লেশচরণ কমলবৃক্ষে করে আরোহণ ।
তাঁহা বিস্তারিত হুকা ফলে প্রেমকল ;
ইহা মালী নিত্য সেচে প্রবণাদি জন ।
যদি বৈকব অপরাধ উঠে হাতিমাতা ;
উপাড়ে বা ছিণ্ডে ; তার তুচ্ছি যায় পাতা ।
তাতে মালী বর করি করে আবরণ ;
অপরাধ হাতী যৈছে না হয় উদ্গম ।
কিন্তু যদি লতার অঙ্গে উঠে উপশাখা—
তুচ্ছি তুচ্ছি বাহা—বত অসংখ্য তার লেখা ;
নিবিছাচার তুচ্ছি নাটী জীব হিংসন ;
লাভ প্রেতিষ্ঠাদি বত উপশাখা গন ;
সেক জন পাখা উপশাখা বাড়ি যায় ;
সুখ হুকা মূল শাখা বাড়িতে না পার ;
প্রথমেই উপশাখা কররে ছেদন ;
তবে মূলশাখা বাড়ি যায় সুলাবন ।

‘প্রেমফল পাকি পড়ে মালী অস্বাধব ;

লভা অবলবি মালী কলবুদ্ধ পার ।

তাঁহা সেই কলবুদ্ধের করয়ে সেবন ;

সুখে প্রেম কলস করে আবাদন ।

এইত পরম ফল—পরম পুরুষার্থ ;

যার আগে তৃণ তুলা চারি পুরুষার্থ ।

তথাহি ললিতমাধবে পঞ্চমাস্তে দ্বিতীয় শ্লোকে পৌৰ্ণ-
মাসী বাক্যঃ শ্রুত্বা নেপথ্যস্থ বাক্যঃ

‘ঋদ্ধা সিদ্ধিব্রজবিজয়িতা সত্যধর্ম্মা সমাধি

ব্রজ্ঞানন্দো গুরুরপি চমৎকারয়তোব তাবৎ

যাবৎ প্রেম্নাং মধুরিপুবশীকার সিদ্ধৌষধীনাং

গন্ধোহপ্যন্তঃকরণসরগীপাহুতাং ন প্রয়াতি’ ॥ ২৩৭ ॥

‘ঋদ্ধা’ সমুচ্চিসম্পন্ন ‘সিদ্ধিব্রজবিজয়িতা’ অনিমানিসিদ্ধি ভুজ্যঃ ব্রজঃ
সমুৎ স্তত্ত্ব বিজয়িতা উৎকর্ষতা ‘সত্যধর্ম্মা’ সত্যধর্ম্মোৎপন্নঃ ‘সমাধিঃ’
যোগঃ ‘ব্রজ্ঞানন্দঃ’ ‘গুরুরপি’ মহানপি ‘তাবৎ’ পর্য্যন্তঃ ‘চমৎকারয়তি’
চিহ্নাতিতিশেষঃ ‘যাবৎ’ পর্য্যন্তঃ ‘মধুরিপুবশীকার সিদ্ধৌষধীনাং’ মধুরিপোঃ
কৃষ্ণস্য বশীকার্য্যঃ বশীকরণশীলা সিদ্ধা ওষধয় এব বে প্রেমাণ স্তেবাং ‘প্রেম্নাং’
‘গন্ধোহপি’ লেশোহপি ‘অন্তঃকরণসরগী পাহুতাং’ অন্তঃকরণমেব সরগী পহাঃ
ভুজ্যঃ পাহুতা পথিকতা ভাং ‘ন’ ‘প্রয়াতি’ প্রাপ্নোতি যাবৎ পর্য্যন্তঃ অন্তঃ-
করণং কৃষ্ণপ্রেমাগাদনং ন কুরুতে ইত্যর্থঃ ॥ ২৩৭ ॥

সমুচ্চি সম্পন্ন সিদ্ধি সকল, সত্যধর্ম্মজ সমাধি আদি এবং
মহান ব্রজ্ঞানন্দও সেই পর্য্যন্ত হৃদয়াকর্ষণ করিতে সমর্থ হয়;
যাবৎ পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণবশীকরণশীল সিদ্ধৌষধিরূপ প্রেমের
আশ্বাদ হৃদয় না জানিতে পারে ॥ ২৩৭ ॥

‘ওহ ভক্তি হৈতে হয় প্রেমের উৎপন্ন ;

অতএব ওহ ভক্তির করিয়ে লক্ষণ :—

‘অন্য বাহ্য পূজা হাড়ি জ্ঞান কর’ ;

আহুত্বো সর্বোজ্জ্বল কৃষ্ণাশীলন ।

এই শুদ্ধ ভক্তি ; ইহা হৈতে প্রেম হয় ;

পঞ্চ রাত্রে (১) ভাগবতে এই লক্ষণ কর ।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিঙ্ধৌ পূর্ববিভাগে ভক্তিসামান্য-
লক্ষ্য্যাং একাদশাঙ্কধৃত নারদ পঞ্চরাত্রেঃ

‘সর্বোপাধি বিনির্মুক্তং তৎ পরম্বেন নিৰ্ম্মলং

হৃষীকেন হৃষীকেশ সেবনং ভক্তিরূচ্যাতে’ ॥ ২৩৮ ॥

‘হৃষীকেন’ ইন্দ্রিয়াদি ব্যাপারেণ হেতুনা বৎ ‘হৃষীকেশ সেবনং’ কৃষ্ণাশ-
ীলনং সা ‘ভক্তিঃ’ ‘উচ্যতে’ কথ্যতে । কথ্যতঃ সেবনং ‘সর্বোপাধিবিনি-
র্মুক্তং’ অত্র বাহ্যরহিতং পুনঃ ‘তৎ পরম্বেন’ তদেকান্ততঃ ‘নিৰ্ম্মলং’ পবিত্রং
জ্ঞানকর্মানিরহিতং ইত্যর্থঃ ॥ ২৩৮ ॥

অন্য বাহ্য পরিভ্যাগ পূর্বক একাগ্রচিত্তে ও পবিত্রভাবে
ইন্দ্রিয়াদির সাহায্য লইয়া যে ভগবদনুশীলন করা যায় ;
তাহার নাম ভক্তি ॥ ২৩৮ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে ঊনত্রিংশাধ্যায়ে দশম-
শ্লোকে দেবহুতিং প্রতি কপিলদেব বাক্যং

‘নদগুণপ্রতিমাত্রেণ ময়ি সর্বং শুভাশয়ে

মনোগতি রবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাস্তমোহম্বুধৌ

লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নিগুণস্য হ্যুদাহৃতং ।

অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে’ ॥ ২৩৯ ॥

টীকা ও ব্যাখ্যা আদিঃ ১৪৫ পৃঃ ১১০ শ্লোকে দেখ ॥ ২৩৯ ॥

তথাহি তত্রৈব একাদশশ্লোকে দেবহুতিং প্রতি কপিল-
দেব বাক্যং

‘সালোক্য সাষ্টি’ সামীপ্য সাঙ্গৈপ্যকথমপ্যত
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎ সেবনং জনাঃ’ ॥২৪০॥

ইহার টীকা ও ব্যাখ্যা আদিঃ ১৪৬ পৃঃ ১১১ শ্লোকে দেখ ॥ ২৪০ ॥

তথাহি তত্রৈব দ্বাদশ শ্লোকে দেবহুতিং প্রতি কপিলদেব-
বাক্যং

‘স এব ভক্তিয়োগাখ্য আত্যন্তিক উদাহৃতঃ ।

যেনাতি ব্রজ্য ত্রিগুণাং মন্তাবায়োপপদ্যতে’ ॥ ২৪১ ॥

ইহার টীকা ও ব্যাখ্যা আদিঃ ১৪৭ পৃঃ ১১২ শ্লোকে দেখ ॥ ২৪১ ॥

‘ভুক্তি মুক্তি আদি বাহ্য যদি মনে হয় ;

সাধন করিলে প্রেম উৎপন্ন না হয় ।

তথাহি ভক্তিরসামুতসিকৌ পূর্ব বিভাগে দ্বিতীয় লহর্যাং
ষোড়শ শ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামি বাক্যং

‘ভুক্তি মুক্তি স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ততে

তাবন্তক্তিস্থখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ’ ॥ ২৪২ ॥

‘যাবৎ’ কালপর্যন্তঃ ‘ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা’ ভুক্তিঃ ভোগেচ্ছা মুক্তিঃ সালো-
কাহি তয়োঃ স্পৃহা আকাংক্ষা সা, কথমুতা ‘পিশাচী’ পিশাচীতুল্যা হৃৎখতি-
কারিণীত্যর্থঃ ‘হৃদি’ অন্তঃকরণে ‘বর্ততে’ বিরাজতে ‘যাবৎ’ পর্য্যন্তঃ ‘অত্র’
হৃদয়ে ‘ভক্তিস্থখস্য’ ‘অভ্যুদয়ঃ’ ‘কথম’ কেন প্রকারেণ ‘ভবেৎ’
ন কথমণীত্যর্থঃ ॥ ২৪২ ॥

যে হৃদয়ে পিশাচীতুল্যা ভোগবাসনা ও মুক্তিস্পৃহা
অবস্থিতি করে ; সে হৃদয়ে ভক্তি স্থখের উদয় কি রূপে
হইবে ? ॥ ২৪২ ॥

‘সাধন ভক্তি হৈতে হয় ভক্তির উদয় ;

ভক্তি গাঢ় হৈলে তার প্রেম বাস হয় ।

‘এবং বুদ্ধি উত্তম নাম দেব, মান, অপর ;

রাগ, অহরাস, ভাব, স্বাভাব হয় ।

বৈছে বীজ ইন্দ্রস, শুভকণ্ড সার ;

পর্করাসিতা মিহ্রি উত্তম মিহ্রি আর ।

এই সব কৃষ্ণতক্তি রস হারী ভাব ;

স্বাভাবাবে মিলে বহি বিভাব অহুভাব । (১)

সাম্বিক ব্যক্তিচারী জাবের মিলনে ;

কৃষ্ণ তক্তি রস হয় অমৃত আবাদনে ।

বৈছে বহি সিতা স্বত মরীচ কপূর-

মিলনে রসলা হয় অমৃত মধুর ।

ভক্তভেদে রতিভেদ পঞ্চ পরকার ;

শান্তরতি, দান্তরতি, সখ্যরতি আর ;

বাৎসল্য রতি, মধুর রতি এ পঞ্চ বিভেদ ;

রতি ভেদে কৃষ্ণতক্তি রস পঞ্চ ভেদ ।

শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর, রস নাম ;

কৃষ্ণ তক্তি রস মধ্যে এ পঞ্চ প্রধান ।

তথাহি ভক্তিরসায়ুতসিদ্ধৌ দক্ষিণবিভাগে স্বাভাব-
লহর্যাং ত্রিষষ্টিশ্লোকে শ্রীরূপগোশ্বামি বাক্যং

‘হাস্যোহমৃত স্তথা বীরঃ করুণো রোদ্র ইত্যপি

ভয়ানকঃ স বীভৎস ইতি গোণশ্চ সপ্তথা’ ॥ ২৪৩ ॥

‘হাস্যঃ’ রসঃ ‘অমৃতঃ’ ‘স্তথা’ ‘বীরঃ’ ‘করুণঃ’ ‘রোদ্রঃ’ প্রচণ্ডঃ ‘ইত্যপি’
‘ভয়ানকঃ’ ভীষণঃ এবং ‘সঃ’ ‘বীভৎসঃ’ ভুতাপিতঃ ‘ইতি’ ‘সপ্তথা’ সপ্তপ্রকারঃ
‘গোণঃ’ রসঃ অন্তীভিশেষঃ ॥ ২৪৩ ॥

হাস্য, অমৃত, বীর, করুণ, রোদ্র, ভয়ানক এবং বীভৎস,
এই সাতটি গোণরস ॥ ২৪৩ ॥

১ স্বাভাবাবে মিলে বহি বিভাব অহুভাব । বিভাব—উৎসাহ ; অহুভাব—অসঙ্গতি বা
বনের একাগ্রতা ; একনি বাহিরের অপসী মনের স্থির ।

'হাস্যাত্ত বীর ককণ যৌর বীতংস ভর;
 পকবিধ ভক্রে সৌধ সপ্তরস হর ।
 পকরস হারী ব্যাপী রহে ভক্ত মনে;
 সপ্তগৌণ আগতক পাইরে কারণে । (১)
 শান্তভক্ত নব যোগেন্দ্র (২) সনকাদি আর;
 হাস্য ভাব ভক্ত সর্বত্র সেবক অপার ।
 সখ্য ভক্ত শ্রীদামাদি, পুরে ভীষ্মকুন;
 বাৎসল্য তক্ত মাতা পিতা যত গুরু জন ।
 মধুর রস ভক্ত মুখ্য ব্রজে গোপীগণ;
 মহিবীগণ, লক্ষীগণ অসংখ্য গণন ।
 পুনঃ কৃষ্ণ রতি হয় চুইত প্রকার;
 ঐশ্বর্য জ্ঞান মিশ্রা, কেবলা, ভেদ আর ।
 গোকুলে কেবলা রতি ঐশ্বর্য জ্ঞান হীন;
 পুরীষরে (৩) বৈকুণ্ঠাদ্যে ঐশ্বর্য প্রবীণ ।
 ঐশ্বর্য জ্ঞান প্রাধান্যে সঙ্কুচিত প্রীতি;
 কেবিলে না মানে ঐশ্বর্য কেবলার রীতি ।
 শান্ত হাস্য রসে ঐশ্বর্য কাঁহা উদ্দীপন;
 বাৎসল্যে সখ্যে মধুর রসে সঙ্কোচন ।
 বসুদেব দেবকীর কৃষ্ণ চরণ বদলি;
 ঐশ্বর্য জ্ঞানে চুঁহার মনে ভর হৈল ।

১ সপ্ত গৌণ আগতক পাইরে কারণে—শান্ত হাস্যাদি রসের ভক্তের মনে সেই সেই রস প্রারম্ভ হয়; কিন্তু ভজন করিতে করিতে আগতক কারণে যোগে যৌগরূপে সপ্তরসের উদ্ভব হয় ।

২ নব যোগেন্দ্র—নব জন কবি । ইঁ হারা ভূমতের পুত্র এবং মহারাজ ভরতের (বঁহার নামে এইবেশ ভারতবর্ষ নামে বিখ্যাত হইরাছে) সহোদর । ইঁ হামিসের নাম কবি, হবি, অস্ত-রীক, প্রবুত, শিখরীক, আখিহোত্র, তবিক, চবন, ও করভাজন । ইঁ হারা বারানস সংসার পরিভ্রম কর্তৃক ভগবদ্রাধনার সমস্ত আঁশন অভিবাঁহিত করেন এক কথিত আছে যে সমস্ত পৃথিবী বঁচাটন করিয়াছিলেন । ইঁ হারা নর জনে নিমি রাজকে বর্ষাবিক্রমে বরদী অমূল্য উপ-বেশ দিয়াছিলেন । ভগবত ১১ ভক্ত ২ অধ্যায় দেখ ।

৩ পুরীষরে—মথুরা ও বারিকা লীলায় ।

তথাহি শ্রীভগবতে দশমস্কন্ধে চতুঃষষ্টিঃশাধ্যায়ে
পঞ্চত্রিংশৎ শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকদেববাচ্যং

‘দেবকী বহুদেবশ্চ বিজ্ঞায় জগদৌষরৌ

কৃতসংবন্দনৌ পুত্রৌ সমজাতে ন শক্তিতৌ’ ॥ ২৪৪ ॥

‘দেবকী’ ‘বহুদেবশ্চ’ পুত্রভ্রাতৃবিহার ‘কৃতসংবন্দনৌ’ অগতৌ ‘পুত্রৌ’
রামকৃষ্ণৌ ‘জগদৌষরৌ’ ‘বিজ্ঞায়’ জ্ঞাত্বা ‘শক্তিতৌ’ সন্তৌ ‘ন’ ‘সমজাতে’
নানিঙ্গিত বন্তৌ কিন্তু বদ্ধাঙ্গলী তদ্ব্যভূতিার্থঃ ॥ ২৪৪ ॥

দেবকী বহুদেবের পুত্র ভ্রাতৃ দূর হওয়াতে পুত্রদ্বয়
বন্দনা করিলে তাঁহারা ঈশ্বর বুদ্ধিতে শক্তিত হইয়া আলিঙ্গন
করিলেন না ; কিন্তু বদ্ধাঙ্গলি হইয়া থাকিলেন ॥ ২৪৪ ॥

‘কৃষ্ণের ঐশ্বর্য (১) দেখি অর্জুনের হৈল ভয় ;

সখ্যভাবে ঘাট্টা কমায় করিয়া বিনয় ।

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াং একাদশাধ্যায়ে একচত্বা-
রিংশ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি অর্জুনবাক্যং

সখ্যেতি মহা প্রসভঃ বহুভুতং হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখ্যেতি

অজানতা মহিমানং তবেদং তৎ কাময়ে দ্বামহ নপ্রমেয়ং’ ॥ ২৪৫ ॥

‘দ্যঃ’ ‘সখ্যেতি’ প্রাকৃতঃ সখ্যেতোবাং ‘মহা’ ‘প্রসভঃ’ হঠাৎ তিরস্কারেণ
‘তব’ ‘মহিমানং’ ‘ইদং’ বিধ্বংসক ‘অজানতা’ ‘ময়া’ ‘হে কৃষ্ণ’ ‘হে যাদব’
‘হে সখ্যেতি’ (সন্ধিরার্থঃ) ‘বহুভুতং’ ‘তৎ’ ‘কাময়ে’ কমাং কারয়ে কথং তৎ দ্যঃ
‘অপ্রমেয়ং’ অচিন্ত্য প্রভাবঃ ॥ ২৪৫ ॥

হে অপ্রমেয় ! তোমার মহিমা ও বিধ্বংসক না জানিয়া
তোমাকে প্রাকৃত সখা মনে করিয়া কৃষ্ণ, যাদব, সখা ইত্যাদি
তিরস্কার সূচক যে সম্বোধন করিয়াছি ; সে অপরাধ কমা
করিতে হইবে ॥ ২৪৫ ॥

‘কক যদি কল্পিনীকে কৈল পরিহাস ;

কক ছাড়িবেন আনি কল্পিনীর হৈল আস ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ষষ্টিতমাধ্যায়ে ত্রয়োবিংশ-
শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং

‘তস্তাঃ সূহৃঃখভয় শোক বিনষ্ট বুদ্ধে

হৃস্তাং স্নগ্ধবলয়তো ব্যজনং পপাত

দেহশ্চ বিরূপধিয়ঃ সহসৈব মুহ্যন্

রন্তেব বাতবিহতা প্রবিকীৰ্য্য কেশান্’ ॥ ২৪৬ ॥

‘সূহৃঃখ ভয় শোক বিনষ্ট বুদ্ধেঃ’ সূহৃঃখঃ অপ্রিয় শ্রবণাৎ, ভয়ং ত্যাগ-
শঙ্কয়া, শোকঃ অমৃতাপত্তৌ বিনষ্টা বুদ্ধিবৃত্তাঃ তস্তাঃ ‘তস্তাঃ’ কল্পিণ্যাঃ ‘স্নগ্ধ-
বলয়তঃ’ স্নগ্ধস্তি পতন্তি বলয়ানি যস্মাৎ তস্মাৎ ‘হৃস্তাং’ ‘ব্যজনং’ ‘পপাত’ ।
‘বিরূপধিয়ঃ’ বিরূপা অবশা ধীরতা স্তস্তাঃ কল্পিণ্যাঃ ‘দেহশ্চ’ ‘সহসৈব’ হৃষ্টাৎ
‘মুহ্যন্’ নন্ ‘বাতবিহতা’ বায়ুহাড়িতা ‘রন্তেব’ কদলীতরুরিব ‘কেশান্’
‘প্রবিকীৰ্য্য’ পপাত ইতি শেষঃ ॥ ২৪৬ ॥

দুঃখ, ভয়, শোকে হতবুদ্ধি হইয়া কল্পিণীর হস্ত হইতে
বলয় স্থলিত হইল এবং ব্যজন পতিত হইল ; আর বুদ্ধি
অবশ হওয়ায় মুচ্ছিত হইয়া বাতাহত কদলী তরুর ন্যায়
সহসা তাঁহার দেহ কেশপাশ বিকীর্ণ করতঃ পতিত
হইল ॥ ২৪৬ ॥

‘কেবলার শুদ্ধ প্রেম ঐশ্বর্য না জানে ;

ঐশ্বর্য দেখিলে নিজ গব্বদ না মানে’ ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে অষ্টমাধ্যায়ে পঞ্চত্রিংশ-
শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুক বাক্যং

‘ত্রয্য চোপনিবদ্ধিশ্চ সাংখ্যবোগৈশ্চ সাংসৃতৈঃ

উপগীয়মান মাহাত্ম্যং হরিং সা মন্ততাস্মদং’ ॥ ২৪৭ ॥

‘ব্রহ্মা’ কৃষ্ণ নাম বহুব্রহ্মৈঃ ইত্যাদিরূপেণ, ‘উপনিষত্তিঃ’ ব্রহ্মেতি ‘সাংখ্য-
যোগৈঃ’ সাংখ্যৈঃ পুরুষ ইতি যোগৈঃ পরমাশ্বেতি ‘সাক্ষৈঃ’ ভক্তিশাস্ত্রাদিভিঃ
ভগবানিতি ‘উপনীতমানং মাহাত্ম্যং’ উপনীতমানং কীর্ত্যমানং মাহাত্ম্যং
বস। তং ‘হরিঃ’ ‘গা’ বর্ণাদা ‘অ’ স্বরঃ’ গর্তজাতং পুংস্ ‘অমন্যত’
প্রকৃতবতী ॥ ২৪৭ ॥

বেদে ইত্যাদি নামে, উপনিষদে ব্রহ্ম বলিয়া, সাংখ্যে
পুরুষনামে, যোগশাস্ত্রে পরমাত্মা বলিয়া, এবং ভক্তি শাস্ত্রে
ভগবান্ বলিয়া যাঁহার মহিমা কীর্তিত হইয়াছে ; সেই
হরিকে তিনি আশ্রয় জ্ঞান করিতে লাগিলেন ॥ ২৪৭ ॥

তথাহি তত্রৈব নবমাধ্যায়ে দ্বাদশশ্লোকে পরীক্ষিতং
প্রতি শুকবাক্যং

‘তং মহাত্মজমবাক্তং মর্ত্যালিঙ্গমধোকজং

গোপীকোলুথলে দাম্ব্যং ববদ্ধ প্রাকৃতং যথা’ ॥ ২৪৮ ॥

‘গোপিকা’ যশোদা ‘তং’ কৃষ্ণং ‘মর্ত্যালিঙ্গং’ পশ্যমান মনুষ্যবালকাকারং
‘অধোকজং’ ইন্দ্রিয়াভীতং ‘আত্মজং’ ‘মহা’ ‘যথা’ ‘প্রাকৃতং’ প্রাকৃত বালক-
নিব ‘উলুথলে’ উদুথলে ‘দাম্ব্যং’ রজ্জ্বনা ‘ববদ্ধ’ ॥ ২৪৮ ॥

মনুষ্যশরীরধারী সেই অধোকজকে আশ্রয় জ্ঞান করিয়া
ঐ গোপী প্রাকৃতবালকের ন্যায় রজ্জ্ব দিয়া উদুথলে বন্ধন
করিলেন ॥ ২৪৮ ॥

তথাহি তত্রৈব অষ্টাদশাধ্যায়ে চতুর্দশ শ্লোকে পরীক্ষিতং
প্রতি শুক বাক্যং

‘উবাহ কৃষ্ণো ভগবান্ জীদামানং পরাজিতঃ

বৃষভং ভদ্রসেনশ্চ প্রলম্বো রোহিণী স্ততঃ’ ॥ ২৪৯ ॥

‘ভগবান্’ ‘কৃষ্ণঃ’ ‘পরাজিতঃ’ নন্দপরাজিতঃ সন্ ‘জীদামানং’ বধনশ্যং

প্রতিবন্ধিনঃ 'উবাহ' 'চ' স্বর্গে কৃতবান্ 'চ' তথা 'ভদ্রসেনঃ' 'বৃষভঃ' 'প্রলম্বঃ'
'রোহিণীসুতঃ' বলরামঃ উবাহেত্যর্থঃ ॥ ২৪৯ ॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ক্রীড়ায় পরাজিত হইয়া শ্রীদামকে
ভদ্রসেন বৃষভকে আর প্রলম্বাসুর রোহিণীনন্দনকে পৃষ্ঠে
বহন করিতেছিল ॥ ২৪৯ ॥

তথাহি তত্রৈব ত্রিংশাধ্যায়ে দ্বাত্রিংশৎ শ্লোকে পরীক্ষিত
প্রতি শ্লোক বাক্যং

‘হিহা গোপীঃ কামযানামামসৌ ভজতে প্রিয়ঃ
ততো গহ্না বনোদ্দেশং দৃষ্টা কেশবমব্রবীৎ
ন পারয়েহহং চলিতুং নয় মাং যত্রতে মনঃ
এবমুক্তঃ প্রিয়ামাহ কৃষ্ণমাক্রহ্যতামিতি
ততশ্চাস্তদর্দধে কৃষ্ণঃ সা বধু রম্বতপ্যত’ ॥ ২৫০ ॥

‘কামযানাঃ’ কামো যানং আগমন সাধনং বাসাং তাঃ ‘গোপীঃ’ ‘হিহা’
‘অসৌ’ ‘প্রিয়ঃ’ ‘মাং’ ‘ভজতে’ ইতি হেতোরান্বয়ানং বরিষ্ঠং মেনে ‘ততঃ’ ‘তদন-
ন্তরং’ ‘বনোদ্দেশং’ বিজনং বনং ‘গহ্না’ ‘দৃষ্টা’ গর্কিতা সতী ‘কেশবং’ ‘অব্রবীৎ’
কিং তদাহ ‘অহং’ ‘চলিতুং’ ‘ন’ ‘পারয়ে’ শক্কেমি, ‘তে’ তব ‘বত্র’ ‘মনঃ’
‘মাং’ ‘নয়’ ‘এবং’ পূর্বোক্তরূপেণ ‘উক্তঃ’ সন্ কৃষ্ণঃ ‘প্রিয়াঃ’ গোপীঃ
‘কৃষ্ণঃ’ ‘আক্রহ্যতাং’ ‘ইতি’ ‘আহ’ । ‘ততঃ’ ইত্যবসরে ‘কৃষ্ণঃ’ ‘অন্তর্দধে’
অন্তর্ধান মকরোৎ ; ‘সা’ ‘বধুঃ’ গোপী ‘রম্বতপ্যত’ অম্বতাপং চকার ॥ ২৫০ ॥

যে সকল গোপী কাম সাধন জন্য আসিয়াছিলেন, তাঁহা-
দিগকে পরিত্যাগ করিয়া প্রিয় আমাকে প্রীতি করিতেছেন ;
এই ভাবিয়া সেই গোপী বনপ্রদেশে উপনীত হইয়া সগর্বে
কৃষ্ণকে কহিলেন ‘আমি আর চলিতে পারিতেছি না ; তোমার
যেখানে অভিলাষ আমাকে লইয়া চল’ । এই কথা শুনিয়া

ডগবান্ কহিলেন ‘তবে আমার স্বন্ধে উঠ’ । তদনন্তর কৃষ্ণ
অন্তর্হিত হইলে সেই বধু অনুতাপ করিতে লাগিলেন ॥২৫০॥

তথাহি তত্রৈব দশমস্কন্ধে একত্রিংশাধ্যায়ে ষোড়শ শ্লোকে
শ্রীকৃষ্ণ মুদ্গিশ্য গোপীবাক্যং

‘পতিস্বতাশ্চর্য্য ভ্রাতৃ বান্ধবা, নতিবিলংঘ্য তেহস্ত্যচ্যুতাগতাঃ
গতিবিদ স্তবোদগীতমোহিতাঃ, কিতব যোষিতঃ

কন্ত্যজেমিশি’ ॥২৫১॥

হে ‘অচ্যুত’ ‘পতিস্বতাশ্চর্য্য ভ্রাতৃবান্ধবান্’ পতীন্ হতান্ অধরান্ তৎসম-
ক্লিনঃ ভ্রাতৃন্ বান্ধবাংশ্চ ‘অতিবিলংঘ্য’ অতিক্রম্য তাক্কেতিবাৎ ‘তে’ তব
‘অস্তি’ নিকটঃ ‘আগতাঃ’ বয়ঃ ; ভূতস্যা ‘গতিবিদঃ’ অস্মদাগমনঃ জানতঃ
গীতস্যা গতিং বা জানতঃ (গতিবিদো বসমিতি বা) ‘তব’ ‘উদগীতমোহিতাঃ’
উচ্চৈর্গীতেন মোহিতাঃ হে ‘কিতব’ শঠ এবস্তূতাঃ ‘যোষিতঃ’ ‘মিশি’ স্ব-
মাগতাঃ স্বাং স্কন্ধে ‘কঃ’ ‘তাজেৎ’ ন কোহপীতার্থঃ ॥ ২৫১ ॥

হে ‘অচ্যুত ! পতি পুত্র ভ্রাতৃ বান্ধব সমুদায় পরিত্যাগ
করতঃ আমরা তোমার নিকট আসিয়াছি ; তুমি আমাদের
আগমনের উদ্দেশ্য জান ; তোমারই উচ্চগীতে আমরা
মোহিত হইয়াছি ; হে কিতব ! রাজ্যিকালে স্বয়ং আগত
স্রীদিগকে কে পরিত্যাগ করে ? ॥ ২৫১ ॥

‘শান্তরস স্বরূপ বুদ্ধ্যে কটকৈক নিষ্ঠতা ;

শমো ময়িষ্ঠতা বুদ্ধে রিতি শ্রীমুখ গাথা । (১)

১ শান্তরস স্বরূপ বুদ্ধি...শ্রীমুখ গাথা—ঈশ্বরের স্বরূপজ্ঞান লাভ করিয়া একান্তভাবে
উপহাতে চিন্তের নিষ্ঠা হওয়ার নামই শান্তরস । দুষ্টান্ত বুলে ভাববস্তুর একাদেশকে উদ্ভব সং-
বাদে ভগবান্ নিরমুখে বলিয়াছেন ‘আবারে বুদ্ধির একান্ত নিষ্ঠাই শম’ ; এই কথা বিতীর্ণ
পাশে উল্লিখিত হইয়াছে ।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিঞ্চৌ দক্ষিণবিভাগে শাস্ত্রভক্তিরস-
লহর্যাং একবিংশতি শ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামি বাক্যং

‘শমো মগ্নিষ্ঠতা বুদ্ধেরিতি শ্রীভগবৎষট্

তগ্নিষ্ঠা দুর্ঘটা বুদ্ধে রেতাং শাস্তিরতিং বিনা’ ॥২৫২॥

‘বুদ্ধেঃ’ জ্ঞানস্য ‘মগ্নিষ্ঠতা’ মদেকান্ততা ‘শমঃ’ ‘ইতি’ ‘শ্রীভগবৎষট্’ ভাগ-
বতস্য একাদশে শ্রীকৃষ্ণবাক্যং কথিতং । ‘এতাং’ ‘শাস্তিরতিং’ শাস্তরসং ‘বিনা’
‘বুদ্ধেঃ’ ‘তগ্নিষ্ঠা’ ভগবত্যেকাগ্রতা ‘দুর্ঘটা’ দুঃখাপদীয়া ॥ ২৫২ ॥

ভগবান্ বলিয়াছেন যে ‘আমাতে নিষ্ঠা বুদ্ধিই শম’ ; এই
শাস্তিরতি ভিন্ন ভগবানে একাগ্রতা লাভ হওয়া দুর্ঘটি ॥২৫২॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে উনবিংশাধ্যায়ে ত্রয়-
ত্রিংশ শ্লোকে উদ্ধবঃ প্রতি শ্রীকৃষ্ণ বাক্যং

‘শমো মগ্নিষ্ঠতা বুদ্ধে দম ইন্দ্রিয়সংযমঃ

তিতিক্ষা দুঃখসংমর্ষো জিহ্বোপস্থজয়ো ধৃতিঃ’ ॥২৫৩॥

‘বুদ্ধেঃ’ জ্ঞানস্য ‘মগ্নিষ্ঠতা’ মগ্নি নিবিষ্ট চিত্ততা ‘শমঃ’ কপ্যাতে ইতিশেষঃ
‘ইন্দ্রিয়সংযমঃ’ ইন্দ্রিয়বশীকরণং ‘দমঃ’ ; ‘দুঃখসংমর্ষঃ’ দুঃখসংহিতা
‘তিতিক্ষা’ ; ‘জিহ্বোপস্থ জয়ঃ’ জিহ্বায়াঃ উপস্থস্য চ জয়ঃ বশীকরণং ‘ধৃতিঃ’
কথ্যত ইতিশেষঃ ॥ ২৫৩ ॥

আমাতে নিবিষ্ট বুদ্ধির নাম শম ; ইন্দ্রিয় সংযমের নাম
দম ; দুঃখ সংহিতার নাম তিতিক্ষা ; এবং জিহ্বোপস্থের
বশীকরণের নাম ধৃতি ॥ ২৫৩ ॥

‘কৃষ্ণ বিনা তৃষ্ণাভ্যাগ তার কার্য মানি ;

অতএব শান্ত, কৃষ্ণ অন্ত, এক জানি ।

স্বর্গ মোক কৃষ্ণভক্ত নরক করি মানি ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে বর্তমানে সপ্তদশাধ্যায়ে ত্রয়োবিংশতি শ্লোকে দুর্গাং প্রতি শিববাক্যঃ

‘নারায়ণপরাঃ সর্বেষা ন কৃতশ্চন বিভাতি
স্বর্গাপবর্গ নরকেষুপি তুল্যার্থদর্শিনঃ’ ॥ ২৫৪ ॥

টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যঃ ২১৮ পৃঃ ১৩৫ শ্লোকে দেখ ॥ ২৫৪ ॥

‘কৃষ্ণ নিষ্ঠা কৃষ্ণ ত্যাপ শাস্তের দুই গুণে ;
এই দুই গুণ ব্যাপে সব ভক্তমনে ;
আকাশের শব্দ গুণ যেন ভূতগুণে ।
শাস্তের স্বভাব কৃষ্ণে মমতা গন্ধ হীন ;
পরং ব্রহ্ম পরমাত্মা জ্ঞান প্রবীণ ।
কেবল স্বরূপ জ্ঞান হয় শাস্তরসে । (১)
পূর্ণৈর্পর্য্যাপ্ত জ্ঞান অধিক হয় দাস্যে ।
ঈশ্বর জ্ঞান, সজ্জন, গৌরব প্রচুর ;
সেবা করি কৃষ্ণে মূখ যেন নিরন্তর ।
শাস্তের গুণ দাস্যে আছে অধিক সেবন ;
অতএব দাস্য রসে হয় দুই গুণ ।
শাস্তের গুণ, দাস্যের সেবন, সখে দুই রস ;
দাস্যে সংভ্রম গৌরব সেবা, সখে বিশ্বাসমগ্ন ।
কান্দে চড়ে, কান্দে চড়ায়, করে জীড়া রণ ;
কৃষ্ণ সেবে, কৃষ্ণে করায় আপন সেবন ।
বিশ্রুত প্রধান সখা গৌরব সজ্জন হীন ;

১ কৃষ্ণ নিষ্ঠা...শাস্তরসে—শাস্ত রসের দুইটা গুণ ; প্রথম ইশ্বরে একায়ত্তা, দ্বিতীয় সংসার বাসনা পরিত্যাগ । আকাশের শব্দগুণ যেন আকাশের সকল ভূতই থাকে ; সেই রূপ শাস্ত রসের গুণ হয় সকল প্রকার ভক্তের পাকা অবস্থাভাবী । শাস্তরস বাঁতীত আর কোন রস সম্ভবে না । ইহা ভক্তি রসের পত্তন ভূমি । কিন্তু কেবল শাস্তরসে ইশ্বরে পাক মমতা হয় না ; শাস্ত ভক্তের নির্মল অন্তঃকরণে কেবল তার ইশ্বরের স্বাক্ষর প্রতিফলিত হয় মাত্র । ঐশ্বর্য্য জ্ঞানে সেবা, সজ্জন, বিশ্বাস, মমতা, বাৎসল্য ও আত্ম সমর্পণ প্রভৃতি ভাব সকল পর পর রসে হয় ; ই সকল কেবল শাস্তরসে থাকে না ।

‘অতএব সখ্য রসের তিন গুণ চিন ।
 মমতা অধিক কৃষ্ণে, আশ্ব সম জ্ঞান ;
 অতএব সখ্য রসে বশ ভগবান্ ।
 বাৎসল্যো শাস্তের গুণ, দাস্যের সেবন ;
 সেই সেই সেবনের ইহা নাম পালন ।
 মর্থ্যের গুণ অসঙ্কোচ, অর্গোরব সার ;
 মমতা আধিক্যে তাড়ন ভৎসন ব্যবহার ।
 আপনাকে পালক জ্ঞান, কৃষ্ণে পালা জ্ঞান ;
 চারি রসের গুণে বাৎসল্য অমৃত সমান ।
 সে অমৃতানন্দে ভক্ত ডুবেন আপনে ;
 কৃষ্ণভক্ত রস গুণ কহে ঐশ্বর্য্য জ্ঞানীগণে ।

তথাহি হরিভক্তিবিলাসস্ত্র্য ঘোড়শবিলাসে একোন-
 শতাব্দীধৃত পদ্মপুরাণঃ

‘ইতীদৃক্ স্বলীলাভিরানন্দ কুণ্ডে
 স্বঘোষঃ নিমজ্জন্ত মাখ্যাপয়ন্তঃ
 তদীয়েশিতৈজ্ঞৈঃ স্বভক্তৈর্জিতস্তঃ
 পুনঃ প্রেমতস্ত্রাং শতাবুত্তি বন্দে’ ॥ ২৫৫ ॥

হে ভগবন্ ‘প্রেমতঃ’ প্রেম্য করণেন ‘অহং’ ‘ত্বাং’ ‘শতাবুত্তি’ শতঃ
 আবুত্তি যথাস্যাস্তথা ‘বন্দে’ । কথন্তুতঃ ত্বাং ‘ইতীদৃক্ স্বলীলাভিঃ’ ইতি
 অনেন পূর্ব্বোক্ত প্রকারেণ ইদৃক্ এবদ্বিধাভিঃ স্বলীলাভিঃ করণৈঃ তদীয়ে
 ‘আনন্দকুণ্ডে’ সুখস্বরূপে ‘নিমজ্জন্তঃ’ নিমগ্নমিত্যর্থঃ ‘স্বঘোষঃ’ স্বকীয়ঃ গোপ-
 গোপীনন্দাদিকঃ ‘মাখ্যাপয়ন্তঃ’ রসেন উন্মাদয়ন্তঃ । ‘স্বং কীদৃশঃ’ ‘তদীয়ে-
 শিতৈজ্ঞৈঃ’ তদীয়ঃ তব ইশিতঃ ঐশ্বর্য্যং জ্ঞানস্তি যে তৈঃ ‘স্বভক্তৈঃ’ ‘পুনঃ’
 পুনর্বারঃ ‘জিতঃ’ পরাভূতোহসি তেথাং প্রেম্য করণেন ইত্যর্থঃ ॥ ২৫৫ ॥

হে ভগবন্ ! এইরূপ লীলা প্রকাশ করিয়া তোমার সুখ-
 স্বরূপে নিমগ্নমান গোপগোপীদিগকে রসদানে উন্মাদ করি-
 তেছ ; আবার তোমার ঐশ্বর্য্যবেত্তা ঐ সকল ভক্তের প্রেমে

স্বয়ং পরাজিত হইতেছ ; আমি তোমাকে শতবার বন্দনা
করি ॥ ২৫৫ ॥

‘মধুর রসে কৃষ্ণ নিষ্ঠা সেবা অভিশর ;
সখ্যে অসঙ্কোচ লালন মমতাধিক হয় ।
কান্ত ভাবে নিজাঙ্গ দিয়া করেন সেবন ;
অতএব মধুর রসে হয় পঞ্চ গুণ ।
আকাশাদির গুণ যেন পর পর ভূতে ;
এক হই তিন ক্রমে পঞ্চ পৃথিবীতে । (২)
এই মত মধুরে সব ভাব সমাহার ;
অতএব আশ্বাদাধিক্যে করে চমৎকার ।
এই ভক্তি রসের কৈল দিগ্ দরশন ;
ইহার বিস্তার মনে করিহ ভাবন ।
ভাবিতে ভাবিতে কৃষ্ণ ক্ষুরে অস্তরে ;
কৃষ্ণ কুপার অজ পায় রস সিদ্ধি পারে’ ।
এত বলি প্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গন ;
বারাণসী চলিবারে প্রভুর হৈল মন ।
প্রভাতে উঠিয়া যবে করিল গমন ;
তবে তাঁর পদে রূপ করে নিবেদন :—
‘আজ্ঞা হয় আইসো মুক্তি শ্রীচরণ সঙ্গে ;
সহিতে না পারি মুক্তি বিরহ তরঙ্গে ।’
প্রভু কহে ‘তোমার কর্তব্য আমার বচন ;
নিকটে আসিয়াছ তুমি বাহ বৃন্দাবন ।
বৃন্দাবন-হৈতে তুমি গৌড় দেশ দিয়া ;
আমারে মিলিবে নীলাচলেতে আসিয়া ।’
তাঁরে আলিঙ্গিয়া প্রভু নৌকাতে চড়িলা ;
মুচ্ছিত হইয়া ভঁহো তাঁহাঞ্জি পড়িলা ।
‘লাজিনাত্য বিপ্র তাঁরে যের লক্ষ্য পেলা ;
তবে ছুই ভাই বৃন্দাবনেতে চলিলা ।

মহাপ্রভু চলি চলি আইলা বারানসী ;
 চন্দ্রশেখর মিলিলা ঝামের বাহিরে আসি ।
 রাজ্যে তিহো স্বপ্ন দেখে প্রভু পাইলা ঘরে ;
 প্রাতঃকালে আসি রহে ঝামের বাহিরে ।
 আচম্বিতে প্রভু দেখি চরণে পড়িলা ;
 আনন্দিত হঞা নিজ গৃহে লঞা গেলা ।
 তপন মিশ্র শুনি আসি প্রভুরে মিলিলা ;
 ইষ্ট গোষ্ঠি করি প্রভুর নিমন্ত্রণ কৈলা ।
 নিজ ঘরে লঞা প্রভুকে ভিক্ষা করাইল ;
 ভট্টাচার্য্যে চন্দ্রশেখর নিমন্ত্রণ কৈল ।
 ভিক্ষা করাইয়া মিশ্র কহে পায়ে ধরি ;
 'এক ভিক্ষা মাগি গোরে দেহ কৃপা করি ।
 যাবৎ তোমার হয় কাশীপুরে স্থিতি ;
 গোর ঘরে বিনা ভিক্ষা না করিবে কতি' ।
 প্রভু জানেন 'দিন পাঁচ সাত সে রহিব ;
 ক্রিয়ানীর সঙ্গে ভিক্ষা কাঁচা না করিব' ।
 এত জামি তাঁর ভিক্ষা করিল অঙ্গীকার ;
 বাঁসা নিষ্ঠা করিল চন্দ্রশেখরের ঘর ।
 মহারাষ্ট্রী বিশ্র আসি তাঁহারে মিলিলা ;
 প্রভু তাঁরে ঘেহ করি কৃপা প্রকাশিলা ।
 মহাপ্রভু আইলা শুনি শিষ্ট শিষ্ট জন ;
 ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় আসি করে দরশন ।
 শ্রীকৃপ উপরে প্রভু যৈছে কৃপা কৈল ;
 অত্যন্ত বিস্তার কথা সংক্ষেপে কহিল ।
 শ্রদ্ধা করি এই কথা শুনে যেইজনে ;
 প্রেমভক্তি পায় সেই চৈতন্য চরণে ।
 শ্রীকৃপ রঘুনাথ পদে বার আশ ;
 চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ।

ইতি শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে শ্রীকৃপামুখ্যে নার
 উনবিংশ পরিচ্ছেদঃ ।

বিংশতি পরিচ্ছেদ ।

প্রসঙ্গ

বন্দেহনস্তাত্ত্বৈশ্বৰ্য্যং ত্রীচৈতন্যমহাপ্রভুঃ

নীচোহপি যৎ প্রসাদাৎ স্মাৎ ভক্তিশাস্ত্রপ্রবর্তকঃ ॥ ২৫৬ ॥

‘অনস্তাত্ত্বৈশ্বৰ্য্যঃ’ অনন্তঃ অগণনঃ অদ্ভুতঃ আশ্চর্য্যঃ ঐশ্বৰ্য্যঃ বস্তু তঃ
‘ত্রীচৈতন্য মহাপ্রভুঃ’ ‘বন্দে’ ; ‘যৎ প্রসাদাৎ’ যন্ত চৈতন্য প্রভোঃ অদ্ভু-
তঃ ‘নীচোহপি’ জনঃ ‘ভক্তিশাস্ত্র প্রবর্তকঃ’ ‘স্মাৎ’ ॥ ২৫৬ ॥

অনন্ত ও অদ্ভুত ঐশ্বৰ্য্যবান্ ত্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বন্দনা
করি ; তাঁহার প্রসাদে নীচজনও ভক্তিশাস্ত্র প্রণয়ন করিতে
সমর্থ হইবেন ॥ ২৫৬ ॥

জয় জয় ত্রীচৈতন্য ! জয় নিত্যানন্দ !
জয় বৈষ্ণবচন্দ্র ! জয় গৌরীভক্ত বৃন্দ !
এথা গোড়ো সনাতন আছে বন্ধিগালে ;
ত্রীকূপ গৌসাক্ষির পত্নী আইল তেন কালে ।
পত্নী পেরে সনাতন আনন্দিত হৈলা ;
যবন বক্ষক পাশ করিতে লাগিলা :—
‘তুমি এক জিন্দাপোর মহা পুণ্যবান !
কেতাব কোরাণ নামে আছে তোমার জান ।
এক বন্দী ছাড়ি যদি নিজ ধন দিয়া ;
সংসার হৈতে তারে মুক্ত করেন গৌসাক্ষী ।
পূর্বে আমি তোমার করিয়াছি উপকার ;
তুমি আমা ছাড়ি কর প্রত্যাগকার ।
পাঁচ সহস্র মুদ্রা দিব ; কর অঙ্গীকার ;
পুণ্য অর্থ দুই লাভ হইবে তোমার’ ।

'তবে সেই যবন কহে 'শুন মহাশয় !
 তোমাতে ছাড়িয়ে, কিছু করি রাজ ভয়' ।
 সনাতন কহে 'তুমি না কর রাজ ভয় ;
 দক্ষিণ গিয়াছে, বহি নেউটা আইসয় ;
 তাঁহাকে কহিও "সেই বাহ্যকৃত্যে গেল
 গঙ্গার নিকট ; গঙ্গা দেখি কাঁপ দিল ।
 অনেক দেখিল তার লাগি না পাইল ;
 দাঁড়ুকা সহিত ডুবি কাঁহা বহি গেল" ।
 কিছু ভয় নাহি আমি এ দেশে না রব ;
 দরবেশ হঞা আমি মঙ্গল যাইব' ।
 তথাপি যবন মন প্রসন্ন না দেখিল ;
 সাত হাজার মুদ্রা তার আগে রাশি কৈল ।
 লোভ হইল যবনের মুদ্রা দেখিয়া ;
 রাজ্যে গঙ্গা পার কৈল দাঁড়ুকা কাটিয়া ।
 গড়িবার পথ ছাড়িল, নারে তাঁহা বাইতে ;
 রাজি দিনে চলি আইল পাতড়া পৰ্কতে ।
 তথা এক ভূমিক হয়, তার ঠাঁঞি গেলা ;
 'পৰ্কত পার কর আশায়' মিনতি করিলা ।
 সেই ভূঞা সঙ্গে হয় হাত গণিতা ;
 ভূঞা কাণে কহে সেই আনি এক কথা :—
 'ইহার ঠাঁঞি সূর্যের অষ্ট মোহর হয়' ;
 শুনি আনন্দিত ভূঞা ; সনাতনে কয় :—
 'রাজ্যে পৰ্কত পার করিব নিজ লোক দিয়া ;
 ভোজন করহ তুমি রন্ধন করিয়া' ।
 এত বলি অন্ন দিল করিয়া সন্ধান ;
 সনাতন আসি তবে কৈল নদী স্নান ।
 দুই উপবাসে কৈল রন্ধন ভোজনে ;
 রাজমন্ত্রী সনাতন বিচারিল যনে :—
 'এই ভূঞা কেন যোরে সন্ধান করিল' ?
 এত চিন্তি সনাতন ঈশায়ে পুছিল :—

‘তোমার ঠাকি জানি কিছু জব্য আহর’ ।

ঈশান কহে ‘যোর ঠাকি সাত মোহর হর’ ।

তনি সনাতন তারে করিল ভৎসন ;

‘সকে কেন আনিরাছ এই কাল বন’ ?

তবে সেই সাত মোহর হস্তেতে করিয়া ;

তুঞা কাছে দিয়া কহে যথু করিয়া :—

‘এই সাত জুখণ মোহর আছিল আমার ;

• ইহা লঞা ধর্ম বেধি কর মোরে পার ।

রাজবন্দী আমি, গড়ি দ্বার বাইতে না পারি ;

পুণ্য হবে পূর্বত আমা দেহ পার করি’ ।

তুঞা হাসি কহে ‘আমি আনিরাছি পহিলে ;

অষ্ট মোহর হর তোমার সেবক আঁচলে ।

তোমা মারি মোহর লইতাম আভিকার রাজ্যে ;

ভাল হৈল কহিলা তুমি ছুটিলাম পাপ হৈতে ।

সদ্যে হইলাম আমি, মোহর না লইব ;

পুণ্য লাগি পূর্বত তোমা পার করি দিব’ ।

গৌসাকি কহে ‘কেহ জব্য লইবে আমা মারি ;

আমার প্রাণ রক্ষা কর জব্য অঙ্গী করি’ ।

তবে তুঞা গৌসাকির সঙ্গে চারি পাইক বিল ;

রাজ্যে রাজ্যে বনপথে পূর্বত পার কৈল ।

পার হঞা গৌসাকি তবে পুছিল ঈশানে :—

‘জানি শেখ জব্য কিছু আছে তোমা স্থানে’ ?

ঈশান কহে ‘এক মোহর আছে অদশেব’ ;

গৌসাকি কহে ‘মোহর লঞা বাহ তুমি বেশ’ ।

তারে বিদায় দিয়া গৌসাকি চলিলা একেলা ;

হাতে করোরা, হেঁচা কাহা, নির্ভর হইলা ।

চলি চলি গৌসাকি তবে আইলা হাজিপুরে ;

সন্ধ্যাকালে বসিলা এক উদ্যান ভিতরে ।

সেই হাজিপুরে রহে শ্রীকান্ত নাব ;

গৌসাকির ভগিনীপতি করে রাজকাম ।

তিন লক্ষ সূতা রাজ্য দিরাছে তাঁর সনে ;
 ঘোড়া মূল্য লক্ষা পাঠায় পাভসার স্থানে ।
 টুঙ্গির উপর বসি সেই গৌসাক্ষিকে দেখিল ;
 রাখে এক জন সঙ্গে গৌসাক্ষি পাশ আইল ।
 দুইজন মিলি তথা ইষ্টে গোষ্ঠি কৈল ;
 বন্ধন মোক্ষণ কথা গৌসাক্ষি কহিল ।
 তিঁহো কহে 'দিন ছই রহ এই স্থানে ;
 ভদ্র বেশ কর, ছাড় মলিন বসনে' ।
 গৌসাই কহে 'একক্ষণ হঁহা না রহিব ;
 গঙ্গা পার করি দেহ এখনি চলিব' ।
 যত্ন করি তিঁহো এক ভোট কঞ্চল দিল ;
 গঙ্গা পার করি দিল, গৌসাক্ষি চলিল ।
 তবে বারাণসী গৌসাক্ষি আইল কত দিনে ;
 শুনি আনন্দিত হৈল প্রভু আগমনে ।
 চন্দ্রশেখরের ঘরে আসি ছয়ারে বসিলা ;
 মহাপ্রভু আনি চন্দ্রশেখরে কহিলা :—
 'ঘারে এক বৈষ্ণব হয়, বোলাহ তাঁহারে' ;
 চন্দ্রশেখর দেখে বৈষ্ণব নাহিক ছয়ারে ।
 ঘারেতে বৈষ্ণব নাহি প্রভুরে কহিল ;
 'কেহ হয়' ? করি প্রভু তাঁহারে পুছিল ।
 তিঁহো কহে 'এক দরবেশ আছে ঘারে' ;
 'তাঁরে আন' প্রভু বাক্যে কহিল আসি তাঁরে ।
 'প্রভু ভোমায় বোলায়, আইল দরবেশ' ;
 শুনি আনন্দে সনাতন করিলা প্রবেশ ।
 তাঁহারে অঙ্গনে দেখি প্রভু ধাক্কা আইলা
 তাঁরে আলিঙ্গন করি প্রেমাবিষ্ট হৈলা ।
 প্রভু স্পর্শে প্রেমাবিষ্ট হৈল সনাতন ;
 'মোরে না ছুইও' কহে গদগদ বচন ।
 দুই জনে গলাগলি রোমন অপার ;
 দেখি চন্দ্রশেখরের হৈল চমৎকার !

তবে প্রভু তাঁর হাতে ধরি লক্ষ্য পেলা ;
 পিতার উপরে আসন পাশে বসাইলা ।
 গ্রীহন্তে করেন তার অঙ্গ সমাধ্বজন ;
 ভীত্বো কহে 'বোরে প্রভু না কর স্পর্শন' ।
 প্রভু কহে 'তোমা স্পর্শি আশ্র পবিত্রিতে ;
 ভক্তি বলে পার তুমি ব্রহ্মাণ্ড শোধিতে ।

তথাহি ত্রীমহাভাগবতে প্রথমস্কন্ধে ত্রয়োদশাধ্যায়ে অষ্টম-
 শ্লোকে বিদ্যুৎ প্রতি যুধিষ্ঠিরবাক্যং

‘ভবদ্বিধা ভাগবতা স্তীর্ণীভূতাঃ স্বয়ং প্রভো
 তীর্ণীকুর্কস্তু তীর্ণানি স্বাস্ত্বেন গদাভূতা’ ॥ ২৫৭ ॥

টীকা ও ব্যাখ্যা আদি: ২৯ পৃ: ৩১ শ্লোকে দেখ ॥ ২৫৭ ॥

তথাহি হরিভক্তিবিলাসস্ত দশমবিলাসে একনবত্যঙ্ক-
 ধ্বং ইতিহাস সমুচ্চয়োক্ত ভগবদ্বাক্যং

‘ন মে ভক্ত স্ততুর্বেদী মদ্বক্তঃ স্বপচঃ প্রিয়ঃ
 তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহং স চ পূজ্যো যথাহুহং’ ॥ ২৫৮ ॥

টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্য: ৪২৬ পৃ: ২১২ শ্লোকে দেখ ॥ ২৫৮ ॥

তথাহি ত্রীমহাভাগবতে সপ্তমস্কন্ধে নবমাধ্যায়ে নবম-
 শ্লোকে ত্রীনৃসিংহদেবঃ প্রতি প্রহ্লাদবাক্যং

‘বিপ্রাদ্ধিবদ্গুণযুতাদরবিন্দনাত
 পাদারবিন্দবিমুখাং স্বপচং বরিতং
 মন্যে তদর্পিতমনোবচনেহিতার্থ-
 প্রাণং, পুনতি স কুলং নতু হুরিমানঃ’ ॥ ২৫৯ ॥

‘দ্বিবদ্গুণ যুতাং’ দ্বিবদ্গুণাঃ দ্বাদশগুণাঃ তৈঃ যুতাং যুজ্যং ‘বিপ্রাং’
 ব্রাহ্মণাদপি ‘স্বপচং’ চণ্ডালঃ ‘বরিতং’ শ্রেষ্ঠঃ ‘মন্যে’। দ্বাদশগুণাঃ যথা
 মহাভারতে বর্ণিত সত্যক দত্তপক্ষ্যায়নব্যাস ইত্যাদিভিঃ; ব্রহ্ম

মনক ধৃতিঃ প্রতক্ৰতানি বৈ দাদশ ব্রাহ্মণস্য । কথন্তু তং বিপ্রাং ‘অন্ন-
বিন্ধনাতপাদারবিন্দ বিমুখাং’ অন্ন বিন্ধনাতস্য ভগবতঃ পাদারবিন্দাং
বিমুখাং স্বপচঃ কীদৃশং ‘তদর্পিত মনোবচনেহিতার্থ প্রাণং’ তন্নিগ্নরবিন্দ-
নাভে অর্পিতা মন আদয়ে যেন তং । ইহিতঃ কৰ্ম অর্থোধনং । বরিষ্ঠে
হেতুঃ ‘সঃ’ এবন্তুতঃ স্বপচঃ সৰ্বং ‘কুলং’ ‘পুনাতি’ ‘ভূরিমানঃ’ ‘ভূরিমানো
গর্ভো’ যস্য স ‘তু’ বিপ্রঃ আশ্বানমপি ‘ন’ পুনাতি কুতঃ কুলং । যতো ভক্তি-
হীনস্য এতে গুণা গর্ভারৈব ভবন্তি নতু শুদ্ধয়ে অতো হীন ইতিভাবঃ ॥২৫৯॥

ধর্ম, সত্য, দম, তপস্যা, অদ্বৈত, লজ্জা, তিতিক্ষা,
অহিংসা, যজ্ঞ, দান, ধৃতি, বেদাধ্যয়ন, এই দ্বাদশ গুণ সম্পন্ন
ব্রাহ্মণও যদি ভগবানের পদারবিন্দ বিমুখ হন, তবে আমার
বিবেচনার তাঁহার অপেক্ষা যাঁহার প্রাণ, মন, বাক্য, কর্ম,
ধন, সকলই ভগবানে অর্পিত হইয়াছে; এরূপ চণ্ডালও
শ্রেষ্ঠ; কারণ সেই চণ্ডাল হইতে কুল পবিত্র হয়; কিন্তু
তদ্রূপ গর্ভিত ব্রাহ্মণ, কুল দূরে থাকুক আপনাকেও পবিত্র
করিতে পারেন না ॥ ২৫৯ ॥

‘তোমা দেখি, তোমা স্পর্শি, পাই তোমার গুণ;

সর্বোজ্জ্বল ফল এই শাস্ত্র নিরূপণ’ ।

তথাহি হরিভক্তি স্তোত্রোদয়ে ত্রয়োদশাধ্যায়ে দ্বিতীয় শ্লোকঃ
‘অন্ধোঃ ফলং দ্বাদশ দর্শনং হি, তন্মাঃ ফলং দ্বাদশ গাজসমঃ ।
জিহ্বাকলং দ্বাদশ কীর্তনং হি, হৃৎকলং ভাগবতা হি লোকে’ ॥২৬০॥

হে সনাতন ! ‘হি’ নিশ্চিতং ‘লোকে’ সংসারে ‘ভাগবতাঃ’ ভগবদ্ভক্তাঃ
‘হৃৎকলং’ হৃৎপ্রাণবীরা ভবন্তি । ‘হি’ যতঃ ‘দ্বাদশ দর্শনং’ তব সদৃশ তত্ত-
দর্শনং ‘অন্ধোঃ’ নেত্রয়োঃ ‘ফলং’ স্যাৎ; নেত্র দ্বারং সার্বকমিত্যর্থঃ ।
‘দ্বাদশগাজসমঃ’ ভবাদৃশ জনস্য গাজ সমঃ ‘তন্মাঃ’ শরীর দ্বারণস্য ‘ফলং’;
‘দ্বাদশকীর্তনং’ ভবাদৃশস্য চরিতগুণাকীর্তনং ‘হি’ ‘জিহ্বা ফলং’ রসনারাঃ
‘ফলং’ ॥ ২৬০ ॥

হে সনাতন ! ভগবন্তের সাক্ষাৎ লাভ সংসারে অতি
 দুর্লভ ; কারণ তবাদৃশ ভক্ত দর্শনে চক্ষু সকল হয়, গাত্র
 সংসর্গে শরীরধারণ সার্থক হয়, এবং গুণ কীর্তনে রমনা
 পবিত্র হয় ॥ ২৬০ ॥

এত কহি কহে প্রভু ‘তন সনাতন !

কৃষ্ণ বড় দয়াময় পতিতপাবন ।

মহা রোরব হৈতে তোমার করিল উদ্ধার ;

কৃপার সমুদ্র কৃষ্ণ গভীর অপার’।

সনাতন কহে ‘কৃষ্ণ আমি নাহি জানি ;

আমার উদ্ধার হেতু তোমা কৃপা মানি’।

‘কেমনে ছুটিলা ?’ বলি প্রভু প্রায় কৈল ;

আনন্দপান্ড লব কথা তঁহো শুনাইল ।

প্রভু কহে ‘তোমার ছই ডাই প্রয়াসে মিলিলা ;

জগৎ অল্পম হুঁহে বৃন্দাধন গেলা’।

তখন মিশ্রেরে আর চন্দ্রশেখরে ;

প্রভু আজ্ঞার সমাতন মিলিলা দৌহারে ।

তখন মিশ্র ভবে তাঁরে কৈল নিমন্ত্রণ ;

প্রভু বহে ‘ক্ষৌর করাহ, বাহ সনাতন’।

চন্দ্রশেখরেরে প্রভু কহে বোলাইয়া ;

‘এই বেশ দূর কর, বাহ ইহা লঞা’।

ভজ করাইয়া তাঁরে গঙ্গাধান করাইল ;

শেখর আনিয়া তাঁরে নুতন বস্ত্র দিল ।

সেই বস্ত্র সনাতন মা কৈল অঙ্গীকার ;

তনিয়া প্রভুর মনে আনন্দ অপার ।

মধ্যাহ্ন করি প্রভু সেলা ভিক্ষা করিবারে ;

সনাতনে লঞা সেলা তখন মিশ্রের ঘরে ।

পাদ প্রকালম করি ভিক্ষাতে বসিলা ;

‘সনাতনে ভিক্ষা দেহ’ মিশ্রেরে কহিলা ।

মিশ্র কহে 'সনাতনের কিছু কৃত্য আছে ;
 তুমি ভিক্ষা কর, প্রসাদ তাঁরে দিব পাছে'
 ভিক্ষা করি মহা প্রভু বিশ্রাম করিলা ;
 মিশ্র প্রভুর শেষ পাত্র সনাতনে দিলা ।
 মিশ্র সনাতনে দিল নূতন বসন ;
 বস্ত্র নাহি নিল ভিঁহো কৈল নিবেদন :—
 'মোরে বস্ত্র দিতে যদি তোমার হয় মন ;
 নিজ পরিধান এক দেহ পুরাতন' ।
 তবে মিশ্র পুরাতন এক ধূতি দিল ;
 ভিঁহো ছই বহির্কাস কৌশীন করিল ।
 মহারাত্রী বিজে প্রভু মিলাইল সনাতন ;
 সেই বিপ্র তাঁরে কৈল মহা নিমন্ত্রণ :—
 'সনাতন তুমি বাবৎ কাশীতে রহিবে ;
 ভাবৎ আমার ঘরে ভিক্ষা যে করিবে' ।
 সনাতন কহে 'আমি মাধুকরী করিব ;
 ব্রাহ্মণের ঘরে কেন একত্র ভিক্ষা নিব' ?
 সনাতনের বৈরাগ্যে প্রভুর আনন্দ অপার ;
 ভোট কবল পানে প্রভু চাহে বারেবার ।
 সনাতন জানিল এই প্রভুরে না ভায় ;
 ভোট ভ্যাপন করিবারে চিন্তিল উপায় ।
 এত চিন্তি গেলা গঙ্গার মধ্যাহ্ন করিতে ;
 এক গোড়িয়া কাছা ধুঞা দিরাছে শুকাইতে ।
 তারে কহে 'আরে ভাই ! কর উপকারে ;
 এই ভোট লঞা এই কাছা দেহ মোরে' ।
 সেই কহে 'হাস্ত কর প্রামাণিক হঞা ;
 বহু মূল্য ভোট কেন দিবে কাছা লঞা' ?
 ভিঁহু কহে 'হাস্ত নহে কহি সত্যবাণী ;
 ভোট লহ তুমি মোরে দেহ কাছা খানি' ।
 এত বলি কাঁধা লৈল ভোট তারে দিয়া ;
 গোঁসাইর ঠাঁই আইলা কাঁধা পলায় দিয়া ।

প্রভু কহে 'তোমার ভোট কখন কোথা গেল ?
 প্রভুগদে সব কথা সৌন্দর্য্যে কহিল ।
 প্রভু কহে 'উহা আদি করিয়াছি বিচার ;
 বিবর রোগ খণ্ডাইল কুক যে তোমার ;
 সে কেন রাখিবে তোমার শেষ বিবর ভোগ ?
 রোগ খণ্ডি সঠিক না রাখে শেষ রোগ ।
 তিন মৃত্যুর ভোট লাগ মাধুকরী প্রাণ ;
 ধর্ম্ম জানি হর লোকে করে উপহাস' ।
 সৌন্দর্য্যে কহে 'যে খণ্ডিল কুবির রোগ ;
 তাঁর টেকার গেল মোর শেষ বিবর ভোগ' ।
 প্রেমের চইরা প্রভু তাঁরে কৃপা কৈল ;
 তাঁর কৃপার প্রদ' করিতে তাঁর শক্তি হৈল ।
 পূর্বে বৈছে রায় পাশ প্রভু প্রদ' কৈল ;
 তাঁর শক্ত্যে রামানন্দ তার উত্তর দিল ।
 ইহা প্রভুর শক্ত্যে প্রদ' করে সনাতন ;
 আপনে মহাপ্রভু করে তব নিরুপদ ।

তথাহি চৈতন্যচরিতামৃতপ্রসঙ্গায়ত

কৃষ্ণস্বরূপ মাধুর্য্যৈশ্বর্য্যভক্তিরসাধনঃ

তত্বঃ সনাতনায়োঃ কৃপায়োপদিদেশ সঃ ॥ ২৬১ ॥

'সঃ' 'ঈশঃ' শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যঃ 'কৃপয়া' 'কৃষ্ণস্বরূপমাধুর্য্যৈশ্বর্য্যভক্তিরসা-
 ধনঃ' কৃষ্ণস্বরূপঃ তথা ভগ্ন্য কৃষ্ণস্য মাধুর্য্যঃ তথা ঈশ্বর্য্যঃ তথা ভক্তিঃ
 রসত্ব এতৎবাং আশ্রয়ীভূতঃ 'তত্বঃ' 'সনাতনায়ঃ' 'উপদিদেশ ॥ ২৬১ ॥

সেই ঈশ্বর কৃপা করিয়া সনাতনকে এই সকল তত্ত্ব উপ-
 দেশ দিলেন ; যথা কৃষ্ণস্বরূপতত্ত্ব, মাধুর্য্য ও ঈশ্বর্য্যতত্ত্ব,
 ভক্তি এবং রসতত্ত্ব ॥ ২৬১ ॥

তবে সনাতন প্রভুর চরণে ধরিয়া ;

দৈন্য বিনতি করে বসে কৃপা লভা :—

'নীচ জাতি নীচ সতী পতিত অধম ;
 কুবির কুপে পড়ি গোয়াইলু জনম ।
 আপনার হিতাহিত কিছুই না জানি ;
 গ্রাম্য বাবহারে পণ্ডিত তাই সত্য মানি ।
 কৃপা করি যদি মোরে করিরাছ উদ্ধার ;
 আপন কৃপাতে কহ কর্তব্য আমার ।
 কে জানি ? কেন আমার জারে তাপত্রয় ?
 ইহা নাহি জানি কেমনে হিত হয় ?
 সাধ্য সাধনতত্ত্ব পুছিতে না জানি ;
 কৃপা করি সব তত্ত্ব কহন্ত আপনি ।
 এড়ু কহে 'কৃপা কৃপা তোমাতে পূর্ণ হয় ;
 সব তত্ত্ব জান তোমার নাহি তাপত্রয় ।
 ইক্ষু শক্তি ধর তুমি, জান তত্ত্বভাব ;
 জানি দাঠ্য লাগি পুছে সাধুর স্বভাব ।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিক্কৌ পূর্ববিভাগে সাধনভক্তি-
 লক্ষ্যং পঞ্চমাক ধ্বতনারদীয়পুরাণং

'সকল্যস্তাববোধায় যেষাং নির্ঝঙ্কিনী মতিঃ ।

অচিরাদেব সর্বার্থঃ সিধ্যত্যেযামভীপ্সিতঃ' ॥২৬২॥

'যেবাং' সাধুচিন্তানাং জনানাং সকল্যস্ত সত্য ধর্ম্মসা ভগবদারাধনারূপস্ত
 'অববোধায়' নিগ্ৰহজ্ঞানার নিমিত্তায় 'নির্ঝঙ্কিনী' নিরমিতা অধ্যবসায়-
 শালিনীতার্থঃ 'মতিঃ' তবেৎ 'এষাং' জনানাং 'অভীপ্সিতঃ' নিজবাহিতঃ
 'সর্বার্থঃ' 'অচিরাদেব' শীঘ্রমেব 'সিধ্যতি' সিদ্ধো ভবতি ॥ ২৬২ ॥

যে সকল সাধুভাবাপন্ন লোকদিগের ভগবদারাধনারূপ
 সকল্যের নিমিত্ত জ্ঞানোপার্জন বিষয়ে অধ্যবসায়শীল মতি
 উপন্ন হয় ; তাঁহাদের বাহিতার্থ শীঘ্রই সিদ্ধ হইয়
 থাকে ॥ ২৬২ ॥

‘যোধ্যা পাতি হও তুমি ভক্তি প্রবর্তাইকে ;

ক্রমে সব তব্ব শুন করিয়ে তোমারে ;

ভীষের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের মিতাকাস ;

কৃষ্ণের উটরা শক্তি ভেদাতের প্রকাশ ।

স্বর্ধাংশ কিরণ যেন অগ্নি আলোর (১) ;

স্বাভাবিক কৃষ্ণের ভিন শক্তি হয় ।

তথাহি ভগবৎসন্দর্ভে সহঃরজস্তম ইতি ত্রিবিদেক
মিত্যশ্রব্যাকায়াং ধ্রুতো বিষ্ণুপুরাণীয়প্রথমাংশস্য উনত্রিংশা-
খ্যায়ীষপকাশঃ শ্লোকঃ

‘একদেশ স্থিতস্থানে জ্যোৎস্না বিস্তারিণী যথা ।

পরস্য ব্রহ্মণঃ শক্তি স্তুধেদমখিলং জগৎ’ ২৬৩ ॥

‘একদেশস্থিতস্য’ ‘অগ্নেঃ’ ‘জ্যোৎস্না’ জ লো ‘যথা’ ‘বিস্তারিণী’ বহুদেশ-
ব্যাপিনী ভবেৎ ‘তথা’ ‘পরস্য’ ‘ব্রহ্মণঃ’ ‘শক্তিঃ’ চিহ্নক্তিঃ ‘ইদং’ স্তুত্বানং
‘অখিলং’ ‘জগৎ’ ব্যাপ্নোত্তীতিশেষঃ ॥ ২৬৩ ॥

একস্থানস্থিত অগ্নির আলোক যেমন বহুস্থানে বিস্তৃত
হয় ; তক্রূপ পরব্রহ্মের শক্তি এই অখিল জগৎ ব্যাপিয়া
রহিয়াছে ॥ ২৬৩ ॥

কৃষ্ণের স্বাভাবিক ভিন শক্তি পরিণতি ;

চিহ্নক্তি, ভীষন শক্তি, আর যারা শক্তি ।

তথাহি তত্রৈব ধ্রুতো বিষ্ণুপুরাণস্য ষষ্ঠাংশীয় সপ্তমাধ্যায়স্য
ষষ্টিতম শ্লোকঃ .

‘বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা কেদ্রজ্যাখ্যা তথাপর্য ।

অবিদ্যাকর্ষসংজ্ঞাস্তা তৃতীয়া শক্তিরীষাতে’ ২৬৪ ॥

১ কৃষ্ণের উটরা শক্তি—অগ্নি-আলোর—ভীষ ভগবানের অনন্তকালের স্বেদক ; অর্থাৎ
ভীষ কৃত ; ভগবান্ কৃতঃ স্বর্ধাকরণের কৃত অংশ যেমন অগ্নি আলো ক্রমে প্রকাশ পায় ;
অথচ উভয়েই এক স্বর্ধাকার থাকে ; তক্রূপ উভয়ের উটরা শক্তি তাঁরা দুইতে ভিন্ন দুইরা
কৃত ভীষরূপে প্রকটিত হয় ; প্রকৃতিগত চিহ্নক্তি উভয়েই অস্তি ; কেবল পরিমাপের সুবিধা

টীকা ও ব্যাখ্যা আদি: ২৪১ পৃ: ১৬১ স্লোকে দেখ ॥ ২৬৪ ॥

তথাহি তত্রৈব ধৃতো বিষ্ণুপুরাণীয়প্রথমঃশস্ত্র তৃতীয়া-
ধ্যায়ী দ্বিতীয় স্লোকঃ

‘শক্তয়ঃ সর্বভাবানামচিন্ত্যজ্ঞানগোচরাঃ ।

যতোহতো ব্রহ্মণস্তাস্ত সর্গাদ্যা ভাবশক্তয়ঃ ।

ভবন্তি তপতাং শ্রেষ্ঠ পাবকশ্চ যথোক্ততা’ ॥২৬৫॥

হে ‘শ্রেষ্ঠ’ ! ‘সর্বভাবানাং’ সর্বেরাং ভাবানাং মণিমজ্জাদীনাং স্বস্থানাং
‘শক্তয়ঃ’ ‘অচিন্ত্য জ্ঞান গোচরাঃ’ অভাবনীয়ৈশজ্ঞানসমুত্থাঃ সত্তীতিশেষঃ
‘যতঃ’ যন্মাং কারণাঙ্কেত্যোঃ ‘অতঃ’ অন্মাং ‘ব্রহ্মণঃ’ সকাশাদপি ‘তাঃ’
‘সর্গাদ্যাঃ’ সর্গস্য সৃষ্টে রাদ্যাঃ সর্গাদিহেতুত্বা ইত্যর্থঃ ‘ভাবশক্তয়ঃ’ বভাব-
সিদ্ধশক্তয়ঃ ‘তবন্তি’ ‘যথা’ ‘পাবকস্য’ অগ্নেঃ ‘উক্ততা’ ‘তপতাং’ তপন-
শীলানাং ব্রহ্মণানাং লোহাদীনাং সম্বন্ধে ঘটতে তবৎ অচিন্ত্যশক্তিমহাৎ হীনস্য
ব্রহ্মণোহপি সর্গাদিকর্তৃত্বং ঘটতে ইতিভাবঃ ॥ ২৬৫ ॥

সকল বস্তুর শক্তিই অচিন্ত্যজ্ঞান সমুত্থত ; হে শ্রেষ্ঠ !
দহনশীল লৌহাদি যেমন অগ্নির উষ্ণতাশক্তি প্রাপ্ত হয় ;
তেমনি সেই অচিন্ত্যজ্ঞান হইতে ব্রহ্মাদিরও স্বভাবসিদ্ধ
সৃষ্টিশক্তি সকল লাভ হইয়াছে ॥ ২৬৫ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতশ্চ দ্বিতীয়স্কন্ধে নবমাধ্যায়ে বহুরূপ
ইত্যশ্চ চক্রবর্তিকৃতব্যাখ্যায়াং ধৃতো বিষ্ণুপুরাণীয়ষষ্ঠাংশশ্চ
সপ্তমাধ্যায়ীয়েকযুক্তিতম স্লোকো

‘যা যা কেন্দ্রজশক্তিঃ সা বেষ্টিতা নৃপ সর্বগা ।

সংসারতাপানখিলানবাগ্নোত্যত্র সমুতান্ ।

তয়া তিরোহিতস্বাক্ষ শক্তিঃ কেন্দ্রজসংজিতা ।

সর্বভূতেষু ভূপাল তারতম্যেন বর্ততে’ ॥ ২৬৬ ॥

টীকা ও ব্যাখ্যা যথা: ১১৬ পৃ: ৪২ স্লোকে দেখ ॥ ২৬৬ ॥

বিদ্যা । ঈশ্বর অদ্বীত চিহ্নভিশালী ; যারাত্মকৃত কীণের চিহ্নিহি অতি বহুসংখ্যাত । তটস্থ-
যক্তি ল শক্তি ঈশ্বর বস্তুপে কখন থাকে কখন থাকে না ।

তথাহি শ্রীভগবদগীতায়াং সপ্তমাধ্যায়ে পঞ্চমশ্লোকে
অৰ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণ বাক্যং ।

‘অপরেয়মিতস্তুত্বাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাং ।

জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্ম্যাতে জগৎ’ ॥২৬৭॥

টীকা ও ব্যাখ্যা আদি: ২৪০ পৃ: ১৬০ শ্লোকে আছে ॥ ২৬৭ ॥

‘কৃষ্ণ ভূমি সেই জীব অনাদি বহির্ভূত ;

অতএব মায়। তারে বের সংসারস্থ:খ ।

কত্ব বর্ণে উঠায় কত্ব নরকে ভুবার ;

দত্তা জনে রাজা বেন নরীতে চুবার ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়ে পঞ্চ-
ত্রিংশৎ শ্লোকে জনকং প্রতি কবিবাক্যং

‘ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্ত্রা-

দীশাদপেতস্ত বিপর্যায়োহস্থতিঃ ।

ভস্মায়রা তো বৃধ আভজ্ঞেতং

ভৈত্যেকয়েশং গুরুদেবতাস্মা’ ॥ ২৬৮ ॥

‘ঈশাং’ ভগবতঃ ‘অপেতস্ত’ বিদূষস্ত জনস্ত ‘ভস্মায়রা’ তস্ত ঈশস্ত মায়রা
‘অস্থতিঃ’ বক্রপাক্ষকৃতিঃ ততো ‘বিপর্যায়ঃ’ দেহেহস্থীতি জ্ঞানং ততো ‘দ্বিতীয়া-
ভিনিবেশতঃ’ দ্বিতীয়ে ঈশ্বরানুভবিন্ বিবঃ অভিনিবেশঃ দূরমনোযোগ
তস্মাৎ অন্তদেব সংসারপ্ৰসিদ্ধার্থঃ ‘ভয়ং’ ভবতি এবং হি প্রসিদ্ধং লৌকি-
কীষপি মায়াস্থ । ‘অতঃ’ অস্মাদেতোঃ ‘বৃধঃ’ বুদ্ধিমান্ জনঃ ‘একমা’ অবাতি
চারিণ্যা ‘ভক্ত্যা’ ‘ভঃ’ ভগবন্তং ‘আভজ্ঞেতং’ । কথমুতঃ বৃধঃ ‘গুরুদেবতাস্মা’
গুরুদেব দেবতা ঈশ্বর তত্ভাং আস্মা বস্ত তথাপিতমানসঃ পরিভার্থঃ ॥২৬৮॥

ভগবদ্বিমুখ জনের ঈশী মায়। বশতঃ নিজস্বরূপের অস্থতি
ও দেহে আত্মজ্ঞান উপস্থিত হইয়া ‘ঈশ্বর হইতে আমি স্বভব’
এই বুদ্ধি উৎপন্ন হেতু ভয় হয় । অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি

গুরুরূপ দেবতাতে আত্মসমর্পণ পূর্বক একান্ত ভক্তি সহ-
কারে ঈশ্বর ভজনা করিবেন ॥ ২৬৮ ॥

‘সাদু শাস্ত্র কৃপার বদি কৃষ্ণোদ্ভব হয় ;

সেই জীব নিস্তারে, মায়া তাহারে ছাড়য় ।

তথাহি শ্রীভগবদগীতায়াং নপ্তমাধ্যায়ে চতুর্দশশ্লোকে
অৰ্জুনঃ প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যং

‘দৈবীহেবা গুণময়ী মম মায়া ছুরত্যায়া ।

মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে’ ॥২৬৯॥

‘দৈবী’ অলৌকিকী অতাদ্বৈতত্বার্থঃ ‘গুণময়ী’ স্বকাদিগুণবিকারাত্মিকা
‘মম’ পরমেশ্বরস্ত শক্তিঃ ‘এবা’ মায়া ‘ছুরত্যায়া’ ছুতরা ‘হি’ প্রসিদ্ধমেতত্ত-
থাপি ‘মে’ জনাঃ ‘মামেব’ ‘প্রপদ্যন্তে’ অব্যভিচারিণ্যা ভক্ত্যা ভজন্তে ‘তে’
জনাঃ ‘এতাং’ ‘মায়াং’ ছুতরামপি ‘তরন্তি’ ততো মাং আনন্তীতিভাবঃ ॥২৬৯॥

অলৌকিকী, গুণময়ী ও ছুতরগীয়া শক্তিরূপা আমার এক-
মায়া আছে ; আমাকে যাহারা শুদ্ধ ভক্তিযোগে ভজনা করে,
তাহারা এই মায়া হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারে ॥ ২৬৯ ॥

‘মায়া মুক্ত জীবের নাহি কৃষ্ণস্বতি জ্ঞান ;

কৃপাতে করিল কৃষ্ণ বেদ পুরাণ ।

শাস্ত্র, গুরু, আত্মা, রূপে আপনা জানান ;

‘কৃষ্ণ মোর প্রভু জ্ঞাতা’ জীবের হয় জ্ঞান ।

বেদ শাস্ত্রে কহে-সধক, অভিধের, প্রয়োজন ;

কৃষ্ণ প্রাপ্তি সধক, ভক্তি প্রাপ্তির সাধন ;

অভিধের নামভক্তি, প্রেম প্রয়োজন ;

পুরুষার্ধ শিরোমণি-প্রেম মহাধন ।

কৃষ্ণ মাধুর্যসেবা প্রাপ্তির কারণ ;

কৃষ্ণসেবা করে কৃষ্ণ রস আশ্বাসন ।

ইহাতে দুষ্টান্ত আছে—বরিত্তের ধরে ;

সর্বজ্ঞ আনি হংস দেখি পুহরে তাহারে ॥

“তুমি কেন এত হঃখী ? তোমার আছে পিতৃধন ;

তোরে না কহিল, অস্ত্র হাফিল জীবন” ।

সর্বজ্ঞের বাক্য করে ধনের উদ্দেশ ;

ঐছে বেদ পুরাণ জীবে কৃষ্ণ উপদেশ ।

সর্বজ্ঞের বাক্য মূল, ধন অমূলক ;

সর্বশাস্ত্রে উপদেশে শ্রীকৃষ্ণ সৰ্বদ ।

বাপের ধন আছে জানে নাহি পায় ;

সর্বজ্ঞ কহে তারে প্রাপ্তির উপায় ।

“এই স্থানে আছে ধন যদি দক্ষিণে খুঁদিবে ;

ভীমকুল বকুলী উত্তিবে ধন না পাইবে ।

পশ্চিমে খুঁদিবে তাহা বক্ষ এক হয় ;

সে বিয় করিবে ধন হাতে না পড়য় ।

উত্তরে খুঁদিলে আছে কৃষ্ণ অজ্ঞাপরে ;

ধন নাহি পাবে খুঁদিতে গিলিবে লবারে ।

পূর্বদিকে তাতে মাটি অন্ন খুঁদিতে ;

ধনের আড়ি পড়িবেক তোমার হাতেতে” ।

ঐছে শাস্ত্র কহে বর্ষ জ্ঞান যোগ তাজি ;

ভক্ত্যে কৃষ্ণ বশ হয়, ভক্ত্যে তাঁরে ভজি ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে চতুর্দশাধ্যায়ে উন-
বিংশল্লোকে উদ্ধবঃ প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যঃ

‘ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যঃ ধর্ম উদ্ধব ।

ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তি র্মমোহিতা’ ॥২৭০॥

টীকা ও ব্যাখ্যা আদি: ১২২ স্লোকে ০৭০—০৭৪ পৃ: দেব ১২৭০।

তথাহি তত্রৈব বিংশতি ল্লোকে উদ্ধবঃ প্রতি ভগবাক্যঃ

‘তন্ত্যাহমেকরা গ্রাহঃ প্র কয়ান্ধা প্রিয়: সত্যং ।

ভক্তি: পুনাতি যদ্বিষ্ঠা স্বপাকানপি সন্তবাৎ’ ॥২৭১॥

হে উদ্ধব ! ‘একরা’ যদ্ব পূর্বিকরা ‘একরা’ কেবলরা ‘তন্ত্য’ ‘অহা

‘গ্রাহ্য’ গ্রাপণীয়ে ভবামি । অহং কীদৃশঃ ? ‘সভাং’ সাধুনাং ‘প্রিয়ঃ’
‘আত্মা’ । ‘মরিষ্ঠা’ মরি নিষ্ঠাং কাচর্যং গতা ‘ভক্তিঃ’ ‘স্বপাকানপি’ চণ্ডালা-
নপি ‘সন্তবাৎ’ জাতি দোষাৎ ‘পূনাতি’ পবিত্রীকরোতি ॥ ২৭১ ॥

একমাত্র শ্রদ্ধাযুক্তভক্তি দ্বারাই সাধুগণ আমাকে প্রিয়
আত্মা রূপে লাভ করেন ; চণ্ডালও আমাতে নিষ্ঠা ভক্তি
করিয়া জাতিদোষ হইতে পবিত্র হইতে পারে ॥ ২৭১ ॥

‘অতএব ভক্তি কৃষ্ণ প্রাপ্তির উপায় ;
অভিধের বলি ভারে সর্কশাত্রে গার ।
ধন পাইলে যৈছে সুখভোগ ফল পার ;
সুখভোগ হৈতে ছুঃখ আপনি পলায় ।
তৈছে ভক্তিকলে কৃষ্ণে প্রেম উপজায় ;
প্রেমে কৃষ্ণাত্ম্য হৈলে ভব নাশ পার ।
দারিত্র্যানাশ ভবকর প্রেমের ফল নয় ;
ভোগ প্রেমসুখ মুখ্য প্রয়োজন হয় ।
বেদশাত্রে কহে সৰ্ব্ব, অভিধের, প্রয়োজন ;
কৃষ্ণ, কৃষ্ণ ভক্তি, প্রেম, তিন মহাধন ।
বেদাদি সকল শাস্ত্রে কৃষ্ণ মুখ্য সৰ্ব্ব ;
তার জানে আত্মসঙ্গে যার দারা বন্ধ । (১)

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে ব্যাতিচারি-
লহর্যাং ঊনষষ্ঠ্যঙ্কস্থতং পাণ্ড্যে বৈশাখমাহাত্ম্যং

‘ব্যামোহার চরাচরশ্চ জগত স্তে তে পুরাণাগমা

স্তাং তামেবহি দেবতাং পরমিকাং জল্পন্ত কল্পাবধি ।

১. দারিত্র্যানাশ—দারাবন্ধ—সৰ্ব্ব, অভিধের, প্রয়োজন, ইহার ব্যাখ্যা আদি: ২৪০পৃ:
৩ টিকা দেখ । ইহরজন্য লাভের উদ্দেশ্যে সংসারযন্ত্রণার নাশ ও সুখমোক্ষলাভ বলিয়া
অন্যান্য প্রচলিত শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে ; ঐ মত অপেক্ষা এখানে উনার মত বর্ণিত হই-
য়াছে । ভক্তির উদ্দেশ্য কেবল ভগবান্কে লাভ করা ; তাহাতে সুখ হউক, দুঃখ হউক আসে
ব্যর্থ না ; তবে ভগবান্ লাভ্য হলে থাকিলে আত্মসঙ্গসঙ্গে সংসার যন্ত্রণা বট হইয়া সুখোপর
হইয়া থাকে ।

সিদ্ধান্তে পুনরেক এব ভগবান্ বিষ্ণুঃ সমস্তাগম
ব্যাপারেষু বিবেচনব্যতিক্রমঃ নীতেষু নিশ্চীরতে ॥ ২৭২ ॥

‘চরাচরতঃ’ ‘জগতঃ’ ‘ব্যাঘোহরি’ মোহংকর্তৃং নিমিত্তায় ‘তে’ ‘তে’
অবিখ্যাতাঃ ‘পুরাণাগমাঃ’ রচিভাঃ ভবন্তি ; ‘তাং’ ‘তাং’ ‘পরমিতাং’ তেযু
পুরাণাদিষু নিরূপিতাং ‘দেবতাং’ ‘এবহি’ নিশ্চিতঃ ‘কল্পাবধি’ বহুকল্পং ব্যাপ্য
‘জগতঃ’ ভসন্ত লোকা ইত্যর্থঃ ‘পুনঃ’ ‘সিদ্ধান্তে’ সমস্তশাস্ত্রনীমাংসাধিাং
‘সমস্তাগমব্যাপারেষু’ সমস্ততত্ত্বাগমবিধানেষু ‘বিবেচনব্যতিক্রমঃ’ বারংবার-
বিচারণঃ ‘নীতেষু’ সংজ্ঞ ‘এক এব’ ‘ভগবান্’ ‘বিষ্ণুঃ’ ‘নিশ্চীরতে’
অবধীরতে ॥ ২৭২ ॥

চরাচর বিশ্বের মোহ উৎপাদনের নিমিত্ত নানা প্রকার
পুরাণ ও আগম সকল রচিত হইয়াছে ; এবং তন্নির্দিষ্ট
দেবতাসকলও লোকে পূজা করিতেছে ; কিন্তু সমস্ত
শাস্ত্র বিচার পূর্বক মীমাংসা করিলে একমাত্র বিষ্ণুকেই
ভগবান্ বলিয়া নিশ্চয় করা যায় ॥ ২৭২ ॥

‘দৌণ মুখ্য বৃত্তি, কি অদ্বয় ব্যতিরেকে ;

বেদের প্রতিজ্ঞা কেবল কহয়ে কৃষ্ণকে ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে একবিংশত্যাধ্যায়ে
চত্বারিংশৎ শ্লোকে উক্তং প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যং

‘কিং বিধতে কিমাচক্কে কিমনুদ্য বিকল্পয়েৎ ।

ইত্যশ্রু হৃদয়ং লোকে নাশ্চো মধেদ কচ্চনঃ’ ॥ ২৭৩ ॥

বেদস্য কর্মকাণ্ডে বিধিব্যবট্যোঃ ‘কিং’ ‘বিধতে’ কিং বিধানং কয়োতি
দেবতাকাণ্ডে ব্রহ্মব্যবট্যোঃ ‘কিং’ ‘আচক্কে’ প্রকাশয়তি জ্ঞানকাণ্ডে চ ‘কিং’
‘অনুদ্য’ আগ্রিত্য ‘বিকল্পয়েৎ’ বিতর্কয়েৎ ‘ইতি’ ইত্যেবং ‘অনুদ্যোঃ’ শ্রবণঃ
‘অদ্বয়ঃ’ তাৎপর্য্যঃ ‘লোকে’ ভূবনে ‘মৎ’ মতঃ ‘জগতঃ’ ‘কৃষ্ণম্’ কষ্টিমপি
অনঃ ‘ন’ ‘বেদ’ আনাতি ভবেৎ সংস্পর্শস্য বেদস্য তাৎপর্য্যজ্ঞানকাণ্ডেব
ইত্যর্থঃ ॥ ২৭৩ ॥

বেদের কৰ্মকাণ্ড কি বিধি দেয় ? দেবতাকাণ্ড কাহাকে
প্রকাশ করে ? জ্ঞানকাণ্ড কাহাকে আশ্রয় করিয়া বিতর্ক
করে ? ঐতিহ্য তাৎপর্যই বা কি ? তাহা ভুবনে আমি ভিন্ন
আর কেহই জানে না ॥ ২৭৩ ॥

তত্রৈব একচত্বারিংশদ্বিচত্বারিংশ শ্লোকয়োঃ উদ্ধবঃ প্রতি
শ্রীভগবদ্বাক্যঃ

‘মাং বিধন্তেহভিধন্তে মাং বিকল্যাপোহন্তেহহং ।

এতাবান্ সর্ববেদার্থঃ শব্দ আস্থায় মাং ভিদাং

মায়ামাত্রমনুদ্যন্তে প্রতিষিধ্য প্রসীদতি’ ॥ ২৭৪ ॥

‘মাং’ মামেব যজ্ঞরূপঃ ‘বিধন্তে’ প্রতিরিতার্থঃ ‘মাং’ ঈশ্বরং তদেবতারূপঃ
‘অভিধন্তে’ বদতি প্রকাশয়তীতি যাবৎ মাং ‘বিকল্য’ বিতর্ক্য যৎ ‘অপোহন্তে’
নিরাক্রিয়তে পরিত্যজ্যত ইতিযাবৎ তৎ ‘অহং’ ‘হি’ ন তু মন্তঃ পৃথগস্তি
ইত্যর্থঃ । ‘এতাবান্’ এব ‘সর্ববেদার্থঃ’ সর্বেষাং বেদানাং অর্থঃ ; ‘শব্দঃ’
বেদঃ ‘মাং’ পরমাত্মরূপং ‘আস্থায়’ আশ্রিত্য ‘ভিদাং’ ভেদাত্মিকং ‘মায়া-
মাত্রং’ মায়ারূপাং ‘অনুদ্য’ কথয়িত্বা প্রকটীকৃত্বৈতিযাবৎ ‘অন্তে’ পশ্চাৎ
‘প্রতিষিধ্য’ নেহ নানান্তি কিঞ্চনেতি প্রত্যাখ্যায় ‘প্রসীদতি’ বিরমতি নিবৃত্ত-
ব্যাপারো ভবতি ইত্যর্থঃ ॥ ২৭৪ ॥

ঐতিহ্য যজ্ঞরূপে আমাকেই বিধি দেয় ; দেবতারূপে
আমাকেই প্রকাশ করে এবং আমাকে অবলম্বন করিয়াই
বিতর্ক করে ; ইহাই সকল বেদের অর্থ । বেদ সকল প্রথমে
আমাকে পরমাত্মারূপে অবলম্বন করতঃ পরে ভেদাত্মিকা
মায়াকে দেখাইয়া দিয়া পুনরায় তাহা প্রত্যাখ্যান করতঃ
বিরত হয় ॥ ২৭৪ ॥

‘কৃষ্ণের স্বরূপ অনন্ত বৈভব অপার ;

চিহ্নজি, বাহ্যশক্তি, ভীষণশক্তি আর ।

‘বৈকুণ্ঠ, ব্রহ্মাণ্ডগণ শক্তি কার্য্য হয় ;

স্বরূপ শক্তি, শক্তি কার্য্যের, কৃষ্ণ সমাপ্ত হই ।

তথাহি ত্রীমহাভাগবতস্ত দশমস্কন্ধস্ত প্রথমল্লোকব্যাখ্যায়াঃ
স্বামিনোক্তঃ

‘দশমে দশমং লক্ষ্যমাশ্রিতাশ্রয়বিগ্রহঃ

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরং ধাম জগদ্ধাম নমামি তৎ’ ॥ ২৭৫ ॥

টীকা ও ব্যাখ্যা আদি: ৬৩-৬৪ পৃ: ৫৪ স্লোকে দেখ ॥ ২৭৫ ॥

‘কৃষ্ণের স্বরূপ বিচার শুন সনাতন !

অধরজ্ঞানতত্ত্ব ব্রহ্মে ব্রহ্মেজ্ঞানম্বন ।

সর্ব আদি সর্ব অংশী কিশোর শেখর ;

চিদানন্দ দেহ সর্বাঙ্গ সর্বেশ্বর ।

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াঃ পঞ্চমাধ্যায়ে প্রথম ল্লোকঃ

‘ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ

অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণঃ’ ॥ ২৭৬ ॥

টীকা ও ব্যাখ্যা আদি: ৬৬ পৃ: ৫৫ স্লোকে দেখ ॥ ২৭৬ ॥

‘স্বরূপ ভগবান্ কৃষ্ণ গোবিন্দ পর নাম ;

সর্বেশ্বর্য্য পূর্ণ বীর পোলোক নিত্য ধাম ।

তথাহি ত্রীমহাভাগবতে প্রথমস্কন্ধে তৃতীয়াধ্যায়ে অষ্টা-
বিংশতি স্লোকে সৌনকাদীন প্রতি সূতবাক্যঃ

‘এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্ত ভগবান্ স্বয়ং

ইন্দ্রারি ব্যাকুলং লোকং যুড়য়ন্তি যুগে যুগে’ ॥ ২৭৭ ॥

টীকা ও ব্যাখ্যা আদি: ৫৭ পৃ: ৫০ স্লোকে দেখ ॥ ২৭৭ ॥

‘জ্ঞান, বোধ, ভক্তি, তিন সাধনের বশে ;

ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্, ত্রিবিধ প্রকাশে ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়ে একাদশ-
শ্লোকে সৌনকাদীন প্রতি সূতবাক্যং

‘বদন্তি তত্ত্ববিদন্তং যজ্ঞজ্ঞানমধ্বয়ং ।

ব্রহ্মেতি পরমাস্ত্রেতি ভগবান্নিতি শব্দ্যতে’ ॥২৭৮॥

টীকা ও ব্যাখ্যা আদি: ৫৭ পৃ: ৪৯ শ্লোকে দেখ ॥ ২৭৮ ॥

‘ব্রহ্ম, অসংকল্পিত ভাঁর নির্বিশেষ প্রকাশে ;

সূর্য্য যেমন চর্য্য চক্ষে জ্যোতির্ম্বর ভাসে ।

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াং পঞ্চমাধ্যায়ে ষট্চত্বারিংশ শ্লোকঃ

‘যস্য প্রভাপ্রভবতো জগদণ্ডকোটি-

কোটিম্বশেষবস্তুধাদি বিভূতিভিন্নং

তদ্বাক্সা নিকলমনন্তমশেষভূতং

গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি’ ॥ ২৭৯ ॥

টীকা ও ব্যাখ্যা আদি: ৪৪-৪৫ পৃ: ৪২ শ্লোকে দেখ ॥ ২৭৯ ॥

‘পরমাত্মা যিহো তিহো কৃষ্ণের এক অংশ ;

আত্মার আত্মা হন ব্রহ্ম সর্ব্ব অবতঃস ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে চতুর্দশাধ্যায়ে ত্রিপঞ্চা-
শৎ শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি সূতবাক্যং

‘কৃষ্ণমেনমবৈহি স্মাস্মানমখিলাস্মানাং ।

জগদ্ধিতায় যোহপ্যত্র দেহীবাভাতি মায়য়া’ ॥ ২৮০ ॥

হে স্মাজন্ ‘এনং’ ‘কৃষ্ণং’ ‘সঃ’ ‘অখিলাস্মানাং’ ‘অখিলানাং’ ‘আস্মানাং’
‘আত্মানাং’ ‘পরমাত্মানাং’ ‘অবৈহি’ ‘আনীহি’ ‘সঃ’ কৃষ্ণঃ ‘জগদ্ধিতায়’ ‘অপি’
‘জগতোহপি’ হিতার নিমিত্তার ‘অপি’ ভজানাং ‘তু কা কথা’ ‘অত্র’ ‘জগতি’
‘মায়য়া’ ‘মায়াক্রিয়া’ ‘দেহীবা’ ‘শরীরধারী’ ইব ‘আভাতি’ ‘প্রকাশতে বহু-
তো ন বেহভাক্’ ॥ ২৮০ ॥

হে রাজন্ ! আপনি এই কৃষ্ণকে অখিলদেহীর আত্মা বলিয়া জানুন ; তিনি এখন জগতের হিতের নিমিত্ত মায়াক্রিয়া দ্বারা দেহীর স্ফার প্রকাশ পাইতেছেন ॥ ২৮০ ॥

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতার্নঃ দশমাধ্যায়ে দ্বিচত্বারিংশ-
শ্লোকে অৰ্জুনঃ প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যঃ

‘অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন ধনঞ্জয়

বিকৃত্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন দ্বিতো জগৎ’ ॥ ২৮-১৪ ॥

টীকা ও ব্যাখ্যা আদিঃ ৪৭ পৃঃ ৪৪ শ্লোকে দেখ ॥ ২৮১ ॥

‘ভক্তো ভগবানের অসুভব পূর্ণরূপ ;

একই বিগ্রহে তাঁর অনন্ত স্বরূপ ।

স্বরং রূপ, ভবেকাস্বরূপ, আবেশ নাম ;

প্রথমেই তিন রূপে রহে ভগবান ।

স্বরং রূপে স্বয়ং প্রকাশ, চুই রূপে স্ফুর্তি ;

স্বরং রূপে এক কৃষ্ণ রূপে গোপসুর্তি ।

প্রোভব বৈভব রূপে দ্বিবিধ প্রকাশে ;

এক বপু বহুরূপ বৈভবে হৈল রাসে ।

মহিব্যবহায়ে হৈলা বহুবিধ সুর্তি ;

প্রোভব বিলাস এই নাম পর সিদ্ধি ।

সৌতর্ক্যাদি আর সেই কারবাহ নহ ;

কারবাহ হৈলে নারদের বিশ্বাস না হয় । (১)

১ ভক্তো ভগবানের...বিশ্বাস না হয়—জক্তি সাধনার চরমাবস্থার ভগবানকে পূর্ণ রূপে অসুভব করা যায় ; কিন্তু সাধনার পথে অগ্রসর হইতে হইতে তাঁহার অনন্ত স্বরূপের বিবিধবৈচিত্র্য অসুভূত হইতে থাকে । এই অনন্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে তিনটি অবস্থা প্রধান বলাঃ—স্বরং রূপ, ভবেকাস্বরূপ ও আবেশ রূপ । প্রথমজননই স্বরং রূপ ; তাহা চুই রূপে অসুভূত হয় :—সেমন প্রোভব ও বৈভব প্রকাশে । প্রোভব প্রকাশে একই সুর্তি বহুরূপে প্রকাশিত হয় ; বৈভব প্রকাশে তাহা বিভিন্নরূপে প্রকাশিত হয় । কলভঃ অনন্তপ্রকাশে ইহাদের স্বরূপ ভেদ হয় না ; কেবল আকার বর্ণাদি ভেদ হইয়া থাকে । প্রকাশ ও বিলাস

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ঊনসপ্তত্যধ্যায়ে দ্বিতীয়-
শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুক বাক্যং

‘চিত্রং বর্তৈতদেকেন বপুষা যুগপৎ পৃথক্
গৃহেষু দ্ব্যক্টমাহস্রং স্ত্রিয় এক উদাবহৎ’ ॥ ২৮২ ॥

টীকা ও ব্যাখ্যা আদি: ৩৩ পৃ: ৩৪ শ্লোকে দেখ ॥ ২৮২ ॥

‘সেই বপু সেই আকৃতি পৃথক্ যদি ভালে ;

ভাবাবেশভেদে নাম বৈভব প্রকাশে ।

অনন্ত প্রকাশে কৃষ্ণের নাহি মূর্তি ভেদ ;

আকার বর্ণ অঙ্গ ভেদ নাম বিভেদ ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে চত্বারিংশাধ্যায়ে সপ্তম-
শ্লোকে যমুনাজলে শ্রীকৃষ্ণমূর্তিঃ দৃষ্ট্। অক্রুরস্তবঃ

‘অন্ত্রে চ সংস্কৃষ্টাত্মানো বিধিনাভিহিতেন তে
যজন্তি ত্বম্ময়া স্বাং বৈ বহুমূর্ত্যেকমূর্ত্তিকং’ ॥ ২৮৩ ॥

‘অভিহিতেন’ ‘বিধিনা’ ‘সংস্কৃষ্টাত্মানঃ’ নির্মলমানসাঃ শৈববৈষ্ণবদীক্ষরা
দীক্ষিতাঃ সন্ত ইত্যর্থঃ ‘অন্ত্রে’ অগরে ‘তে’ জনাঃ ‘ত্বম্ময়াঃ’ ত্বম্ময়ত্বেনাত্মানং
চিন্তয়ন্তঃ ত্বদেকপ্রধানা ইতি বা ‘বৈ’ নিশ্চিতং ‘বহুমূর্ত্যেকমূর্ত্তিকং’
বাসুদেবাদিভেদেন বহুমূর্ত্যা সহ নারায়ণস্বরূপেণ এক মূর্ত্তি বস্তু স তং ‘স্বাং’
‘যজন্তি’ ভজন্তি ॥ ২৮৩ ॥

শৈববৈষ্ণবপ্রভৃতি বিধিউক্ত প্রণালীতে দীক্ষিত ও
নির্মল চিত্ত হইয়া যে সকল ব্যক্তি তোমার স্বরূপ চিন্তায়
নিযুক্ত হয় ; নারায়ণরূপ একমূর্ত্তি হইলেও বাসুদেবাদি
বহু মূর্ত্তিতে প্রকাশিত তোমার কোম এক মূর্ত্তি চিন্তা দ্বারা
তাহারা তোমারই অর্চনা করিয়া থাকে ॥ ২৮৩ ॥

লক্ষ্য আদি: ৩১ বা: ৩২ পৃ: ৩৩ পৃষ্ঠার ১ । ২ টীকা, ৩২ পৃষ্ঠার ১ টীকা ও ৩৩ পৃষ্ঠার
১ টীকা দেখা

বৈভব প্রকাশ কৃষ্ণের শ্রীবলরাম ;
 বর্ণমাত্র তেন সব কৃষ্ণের সমান ।
 বৈভব প্রকাশ বৈছে দেবকীভট্টজ ;
 বিকৃতস্বরূপ কতু হর চতুর্ভুজ ।
 যেকালে বিকৃত, নাম বৈভব প্রকাশ ;
 চতুর্ভুজ হৈলে নাম প্রোভব বিলাস ।
 স্বরূপে গোপবেশ গোপ অভিমান ;
 বাহুদেবের ক্ষত্রিয় বেশ আমি ক্ষত্রিয় জ্ঞান ।
 সৌন্দর্য্য, ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য বৈদিত্যবিলাস ;
 ব্রজেন্দ্রনন্দনে ইহা অধিক উল্লাস ।
 গোবিন্দের মাধুরী দেখি বাহুদেবের কোভ ;
 সে মাধুরী আশ্বাদিতে উপভরে লোভ ।
 অধুরার বৈছে গন্ধর্ব্ব নৃত্য নরননে ;

তথাহি ললিতমাধবে চতুর্থাঙ্কে দশমশ্লোকে উক্তবাং
 প্রতি শ্রীকৃষ্ণ বাক্যং

‘উদগীর্ণাকুতমাধুরীপরিমলশ্রাভীরলীলস্য মে
 বৈভং হস্ত সমক্ষয়ন্ মুহুরসৌ চিত্রীয়তে চারণঃ
 চেতঃ কেলিকুতূহলোত্তরলিতং সত্যং সখে মামকং
 যস্য প্রেক্ষ্য স্বরূপতাং ব্রজবধূস্বরূপ্য মবিচ্ছতি’ ॥২৮৪॥

হে ‘সখে’ অধুমজল ‘অসৌ’ ‘চারণঃ’ গন্ধর্ব্বঃ স্তম্ভ ইতিবাং ‘মে’ সম
 ‘বৈভং’ দ্বিতীয়রূপঃ কৃতেন নাটোয় বিকৃতস্বরূপনামিত্যর্থঃ ‘হস্ত’
 আকর্ষণে ‘সমক্ষয়ন্’ সাক্ষর্য্যবন্ সন্ ‘মুহুঃ’ বারংবার ‘চিত্রীয়তে’ চিত্রং আকর্ষণ্য
 আচরতি । কথঙ্ক্তস্য মে ‘উদগীর্ণাকুত মাধুরীপরিমলত’ উদগীর্ণায়াঃ প্রসারি-
 তায়া আকর্ষণ্য মাধুর্য্যঃ পরিমলো গন্ধঃ বস্য তস্য । পুনঃ ‘আভীরলীলস্য’
 আভীরৈ গোপবালৈকঃ সহ লীলা যস্য তস্য । ‘যস্য’ স্তম্ভকস্য ‘স্বরূপতাং’
 মাধুর্য্যঃ ‘প্রেক্ষ্য’ দৃষ্ট্বে । ‘মামকং’ মদীরং ‘চেতঃ’ চিত্তং ‘সত্যং’ ব্রজবধূস্বরূপ্যঃ
 গোপানন্দস্বরূপতাং তাসাং সঙ্গমিত্যর্থঃ ‘অবিচ্ছতি’ অভিলষতি । চেতঃ

কথন্তুতঃ 'কেলিকুতূহলোত্তরলিতঃ' কেলিবিষয়ে ক্রীড়াবিষয়ে যৎ কুতূহলঃ
ওৎসুক্যঃ তেন তরলিতঃ চক্ললিতঃ ॥ ২৮৪ ॥

সথে । এই নর্তক আমার দ্বিতীয়রূপ (দ্বিভূজমুরলীধর-
রূপ) অভিনয় করিয়া কি আশ্চর্য্য রূপে আমাকে মুগ্ধ করি-
তেছে ! আহা ! ঐরূপের মাধুরীপরিমল কেমন উগদীর্ণ
হইতেছে ! এবং উহা গোপবালকদিগের সহিত কেমন লীলা
করিতেছে ! এই নটের অভিনয়মাধুর্য্য দর্শন করতঃ আমার
চিত্ত কেলিকুতূহলে চক্লল হইয়া ব্রজবধূদিগের সঙ্গ করিবার
জন্য সমুৎসুক হইতেছে । ২৮৪ ॥

‘পুনঃ দ্বারকাতে বৈছে চিত্র বিলোকনে ।

তথাহি ললিতমাধবে অষ্টমাক্ষে অষ্টাবিংশশ্লোকে মণি-
ভিত্তৌ স্বপ্রতিবিম্বং দৃষ্টু। শ্রীকৃষ্ণ বাক্যং

‘অপরিকলিতপূর্ব্বঃ কশ্চমৎকারকারী

ক্ষুরতি মম গরীয়ানেষ মাধুর্য্যপূরঃ

অয়মহমপি হন্ত প্রেক্ষ্য যং লুপ্তচেতাঃ

সরভসমুপভোক্তুং কাময়ে রাধিকেব’ ॥ ২৮৫ ॥

টীকা ও ব্যাখ্যা আদিঃ ১২২ পৃঃ ৯৬ শ্লোকে দেখ ॥ ২৮৫ ॥

‘সেই বপু ভিন্নাভাসে কিছু ভিন্নাকার ;

ভাবাবেশাকৃতিভেদে তদেকান্ত নাম তার । (১)

১ তদেকান্ত নাম তার ইত্যাদি—তদেকান্ত রূপে ভগবৎ স্বরূপ নানা রূপে বিভিন্নাকারে
প্রতীয়মান হয় । ইহা হইলে তাহা যে বিভিন্ন হইয়া থাকে ; যেমন বিলাস ও আশ । ইহাদের
আবার বিলাস ও আশ ভেদে অনন্তরূপে একটি হয় । এই বিভাগের আভব বিলাসে
বাহুবল, সর্ধর্ষ, প্রহ্লাদ, অনিরুদ্ধ এই চতুর্ভূত্রে একটি হইয়া চিত্তর ব্যাধিকা ও যথু রাধাসে
প্রতীয়মান হয় । ঐ এক এক স্বরূপের আবার আশ ও বিলাস ভেদে তিন তিনটি স্বরূপ
একটি হয় ; এবং ঐ ১২টি স্বরূপ ১২ বাসের অধিষ্ঠাত্রী রূপে জানা যায় । তাহাদিগের
বিলাস ভেদে নানা বৃত্তি প্রতীয়মান হয় । ইহার স্থল তাৎপর্য্য এই যে এক অখণ্ড চিত্ত

'ভবেকাম্বু জপের বিলাস ; বাণে হই ভেদ ;
 বিলাস বাণের ভেদে বিবিধ বিভেদ ।
 প্রোভব বৈভব ভেদে বিলাস বিধাকার ;
 বিলাসের বিলাস ভেদে অনন্ত প্রকার ।
 প্রোভব বিলাস বাহুদেব, সত্বর্ধন,
 প্রোভব, অনিষ্টক, সুখা চারিজন ।
 জন্মে ধোপভাব নামের পুরে করিব ভাবন ;
 বর্ণ বেশ ভেদ তাতে বিলাস তার নাম ।
 বৈভব প্রকাশে আর প্রোভব বিলাসে ;
 এক মুগ্ধো বলদেব ভাব ভেদে ভালে ।
 আদি চতুর্ভূজ কেহ নাহি ইহার সম ;
 অনন্ত চতুর্ভূজগণের প্রাকট্যকারণ ।
 কৃষ্ণের এই চারি প্রোভব বিলাস ;
 স্বাক্ষর মধুরাপুরে নিত্য ইহার বাস ।
 এই চারি হৈতে চন্দ্রিণ মূর্তি পরকাশ ।
 অস্ত্রভেদে নামভেদ বৈভব বিলাস ।
 পুনঃ কৃষ্ণ চতুর্ভূজ লঞা পূর্নরূপে
 পরব্যোম মধ্যে বৈসে নারায়ণ রূপে ।
 তাহা হৈতে পুনঃ চতুর্ভূজ পরকাশে ;
 আচরণ রূপে চারিদিকে দার বাসে ।
 চারি জনের পুনঃ পৃথক তিন তিন মূর্তি ;
 কেশবানি, বাহা হৈতে বিলাসের ক্ষুদ্রী ।
 চক্রাদি ধারণ ভেদে নাম ভেদ সব ;
 বাহুদেব মূর্তি কেশব, নারায়ণ, মাধব ।
 সত্বর্ধন মূর্তি গোবিন্দ, বিষ্ণু, শ্রীমধুসূদন ,
 এ অস্ত্র গোবিন্দ নহে ক্রোধজনকন ।

ভক্তিধর কাছে অভিধরিত হইয়া বাবা একার বড় বড় চিহ্নিত রূপে ভক্তের বিস্তার আভার
 প্রভীরবাব হইয়া থাকে ; ভক্তি পথে বাইতে হইলে এই সবক অবস্থারে মধ্য বিদ্যা বাইতে
 হয়। আদি: ১০০ পৃষ্ঠার ১৫১ক, ১১০ পৃষ্ঠার ২৫১ক ও ১৭৫ পৃষ্ঠার ১৫১ক দেখ ।

'প্রহ্লাদ মূর্তি ত্রিবিক্রম, বামন, শ্রীধর ;
 অনিরুদ্ধ মূর্তি জঘীকেশ, পদ্মনাভ, দামোদর ।
 ষাটশ মালের দেবতা এই ষাটজন ;
 মার্গশীর্ষে কেশব, পৌর্বে নারায়ণ ।
 মাঘের দেবতা মাধব, গোবিন্দ কান্তনে ;
 চৈত্রে বিষ্ণু, বৈশাখে শ্রীমধুসূদনে ।
 জ্যৈষ্ঠে ত্রিবিক্রম, আষাঢ়ে বামন দেবেশ ;
 শ্রাবণে শ্রীধর, ভাদ্রে দেব জঘীকেশ ।
 আশ্বিনে পদ্মনাভ, কার্তিকে দামোদর ;
 রাধা দামোদর অস্ত্র ব্রজেন্দ্রকোত্তর ।
 ষাটশ তিলক মন্ত্র এই ষাটশ নাম ;
 আচমনে এই নামে স্পর্শি তত্ত্ব হাম ।
 এই চারিজনের বিলাস অষ্টজন ;
 তাসবার নাম কহি শুন সনাতন !
 পুরুষোত্তম, অচ্যুত, নৃসিংহ, জনার্দন ;
 হরি, কৃষ্ণ, অধোক্সজ, উপেন্দ্র, অষ্টজন ।
 বাসুদেবের বিলাস অধোক্সজ, পুরুষোত্তম ;
 নন্দর্ষণের বিলাস উপেন্দ্র, অচ্যুত, হুই জন ।
 প্রহ্লাদের বিলাস নৃসিংহ, জনার্দন ;
 অনিরুদ্ধের বিলাস হরি, কৃষ্ণ, হুইজন ।
 এই চক্ষিণ মূর্তি প্রাভব বিলাস প্রধান ;
 অস্ত্রধারণ ভেদে ধরে ভিন্ন ভিন্ন নাম ।
 ইহার মধ্যে বাহার আকার বেশ ভেদ ;
 সেই সেই হয় বিলাস বৈভব বিভেদ ।
 পদ্মনাভ, ত্রিবিক্রম, নৃসিংহ, বামন,
 'হরি, কৃষ্ণ, আদি হয় আকারে বিলক্ষণ ।
 কৃষ্ণের প্রাভব বিলাস বাসুদেবাচি চারিজন ;
 সেই চারি জনার বিলাস বিংশতি গণন ।
 ইহা সবার পূর্বক বৈকুণ্ঠ পরব্যোমধামে ;
 পূর্বাচি অষ্টদিশে তিন তিন ক্রমে ।

'যদ্যপি পরবোম নবাংকার নিত্যবাম ;
 তথাপি ব্রহ্মাণ্ডে কারো কাঁহা সন্নিধান ।
 পরবোম মধ্যে নারায়ণের নিত্য স্থিতি ;
 পরবোম উপরি কৃষ্ণ মোকের বিভূতি ।
 এক কৃষ্ণলোক হয় ত্রিবিধ প্রকার ;
 গোকুল, মথুরাধা, দ্বারকাধা আর ।
 মথুরাতে কেশবের নিত্য সন্নিধান ;
 নীলাচলে পুরুষোত্তম ভগবান নাম ।
 প্রয়াগে মাধব, মন্ডারে শ্রীমধুসূদন ;
 আনন্দারণ্যে বাসুদেব, পদ্মনাভ, জনার্দন ।
 বিষ্ণু কাকীতে বিষ্ণু রহে, হরি মারাপুরে ;
 ঐহে আর নানা মূর্তি ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে ।
 এই মত ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে সবার প্রকাশ ;
 সপ্তদীপে অবলম্বিত করেন বিলাস ।
 সর্বত্র প্রকাশ তাঁর ভক্তে সুখ দিতে ;
 ভগবতের অধর্ম নাশি ধর্ম স্থাপিতে ।
 ইহার মধ্যে করণ অবতারে গণন ;
 বৈছে বিষ্ণু, জিহিক্ষু, নৃসিংহ, বামন ।
 অস্ত্রমুতিভেদে নাম ভেদের কারণ ;
 চক্রাদি ধারণ ভেদ শুন সনাতন । (১)
 দক্ষিণাধো হস্ত হৈতে বামাধো পর্য্যন্ত ;
 চক্রাদি অস্ত্র ধারণের গণনার অন্ত ।
 সিদ্ধার্থসংহিতা করে চক্ৰিণ মূর্তি গণন ;
 তাঁর মত আগে কহি চক্রাদি ধারণ ।
 বাসুদেব গদা পদ্ম চক্র পদ্ম ধর ;
 সত্তর্পণ গদা পদ্ম পদ্ম চক্র কর ।

১ চক্রাদিধারণ ভেদ ইত্যাদি—চক্রাদির ব্যাখ্যা আদি: ১০০ পৃষ্ঠা ২ সীকার মেওনা
 হইয়াছে । দুসতাপন্য—বিদ্যাকি ব্রহ্মকার্যে ঐশ্বর্যকি লীলা ভূগ বিপুল ধারণ করিয়া ও
 নানা প্রকার ঐশ্বর্য প্রকাশ করিয়া বিরক্ত বিষ্ণু মহিমাযি ।

'প্রহ্লাদ শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ধর ;
 অনিরুদ্ধ চক্র গদা শঙ্খ পদ্ম কর ।
 পরব্যোমে বাহুদেবাধি নিজ নিজ অস্ত্রধর ;
 তার মন্ত কহি যেই সব অস্ত্রকর ।
 শ্রীকেশব পদ্ম শঙ্খ চক্র গদা কর ;
 নারায়ণ শঙ্খ পদ্ম গদা চক্র ধর ।
 শ্রীমাধব গদা চক্র শঙ্খ পদ্ম কর ;
 শ্রীগোবিন্দ চক্র গদা পদ্ম শঙ্খ ধর ।
 বিষ্ণুমূর্তি গদা পদ্ম চক্র শঙ্খ কর ;
 মধুসূদন শঙ্খ চক্র পদ্ম গদা ধর ।
 ত্রিবিক্রম পদ্ম গদা চক্র শঙ্খ কর ;
 শ্রীবামন শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ধর ।
 শ্রীধর পদ্ম চক্র গদা শঙ্খ কর ;
 সুষীকেশ গদা শঙ্খ পদ্ম চক্র ধর ।
 পদ্মনাভ শঙ্খ পদ্ম চক্র গদা কর ;
 দামোদর পদ্ম শঙ্খ গদা চক্র ধর ।
 পুরুষোত্তম চক্র পদ্ম শঙ্খ গদা ধর ;
 অচ্যুত গদা পদ্ম শঙ্খ চক্র ধর ।
 নৃসিংহ চক্র পদ্ম গদা শঙ্খ ধর ;
 গদাধর শঙ্খ পদ্ম চক্র গদা কর ।
 শ্রীহরি শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম কর ;
 শ্রীকৃষ্ণ শঙ্খ গদা চক্র পদ্ম ধর ।
 অধোজ্ঞ গদা পদ্ম শঙ্খ চক্র কর ;
 উপেন্দ্র শঙ্খ গদা পদ্ম চক্র ধর ।
 হরশীর্ষ পঙ্করাঙ্গে কহে বোল জন ;
 তার বসে কহি এবে চক্রাধি ধারণ ।
 কেশব ভেদ পদ্ম শঙ্খ গদা চক্র ধর ;
 রাধব ভেদ চক্র গদা পদ্ম শঙ্খ কর ।
 নারায়ণ ভেদ নানা অস্ত্র ভেদ কন ;
 এই যত ভেদ আর অবতারদণ ।



‘স্বয়ং ভগবান্ আর লীলা পুরুষোত্তম ।

এই ছই নাম ধরে ব্রহ্মজ্ঞানজন ।

পুণীর আবরণ নাম পুণীর সব বেশে ;

নববাহু রূপে নব মূর্তি পরকাশে ।

তথাহি লঘুজাগবতায়ুতে পূর্ব্বখণ্ডে পাদবিভূতিকথনে
পঞ্চদশাঙ্কধৃতসাত্ততন্ত্রঃ

‘চত্বারো বাহুদেবাদ্যা নারাক্ষণনুসিংহকৌ ।

হয়গ্রীবো বরাহশ্চ ব্রহ্মা চেতি নবোদিতাঃ’ ॥ ২৮৬ ॥

‘বাহুদেবাদ্যাঃ’ বাহুদেবসকর্ষণপ্রচ্যুতানিকট্যঃ ‘চত্বারঃ’ ‘নারাক্ষণ
নুসিংহকৌ’ যৌ ‘হয়গ্রীবঃ’ ‘বরাহঃ’ ‘ব্রহ্মা’ ‘চ’ ব্রহ্মঃ ‘ইতি’ ‘নব’ নবমূর্ত্তয়ঃ
‘উদিতাঃ’ কথিতাঃ পরমেশ্বরস্য নববাহুরূপপাদবিভূতয়ঃ কথিতা
ইত্যর্থঃ ॥ ২৮৬ ॥

বাহুদেব, সকর্ষণ, প্রচ্যুত, অনিরুদ্ধ, নারাক্ষণ, নুসিংহ,
হয়গ্রীব, বরাহ, ব্রহ্মা এই নব মূর্ত্তিকে পরমেশ্বরের নববাহু
রূপ পাদবিভূতি কহা যায় ॥ ২৮৬ ॥

‘প্রকাশ বিলাসের এই কৈল বিবরণ ;

বাংশের ভেদ এবে তন সনাতন । (১)

সকর্ষণাদি মৎস্যনিক ছই ভেদ তার ;

পুরুষাবতার এক, লীলাবতার আর ।

ভগাবতার আর মহত্তরাবতার আর ।

সুপাবতার আর শক্ত্যবেশাবতার ।

বাল্ম পৌগণ্ড হয় বিগ্রহের বর্ষ ;

এত রূপে লীলা করে ব্রহ্মজ্ঞানজন ।

অনন্ত অবতার ককের নাহিক গণন ;

পাখা চক্স তার করি দিগ্‌ দরশন ।

১ বাংশের ভেদ ইত্যাদি—ভদেকান্ত বঙ্গেশ্বর কংগবিশাসে ভগবৎ শক্তি অনন্ত অবতার
রূপে দৃষ্টি রাখে অসংখ্য হইয়া থাকে । এই সব অবতারের মধ্যে পুরুষাবতার, লীলাবতার,
ভগাবতার, মহত্তরাবতার, সুপাবতার ও শক্ত্যবেশাবতার প্রভৃতি ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে তৃতীয়াধ্যায়ে ষড়্বিংশ-
শ্লোকে সৌন্দর্যাদীন প্রতি সূতবাক্যঃ

‘অবতারাঃ অসংখ্যো হরেঃ সঙ্ঘনিধে দ্বিজাঃ

যথাবিদাসিনঃ কুল্যাঃ সরসঃ স্যুঃ সহস্রশঃ’ ॥ ২৮৭ ॥

হে ‘বিজাঃ’ সৌন্দর্যাদয়ঃ ‘অঙ্ঘনিধেঃ’ স্বৰ্গস্থ স্বপ্রাজ্ঞাবশক্তেঃ সেবধি-
রূপস্থ ‘হরেঃ’ পরমেশ্বরস্ত ‘হি’ নিশ্চিতং ‘অবতারাঃ’ ‘অসংখ্যোঃ’ অগণ্যঃ
সম্বীতিনেযঃ তদৈব দৃষ্টান্তঃ ‘যথা’ ‘অবিদাসিনঃ’ উপকরশূন্য্যং ‘সরসঃ’
সকাশ্যং ‘সহস্রশঃ’ অসংখ্যঃ ‘কুল্যাঃ’ কুত্র প্রবাহাঃ ‘স্যুঃ’ সম্ভবন্তি তদ্বৎ-
বতোহবতারাঃ ॥ ২৮৭ ॥

হে দ্বিজগণ ! যেমন উপকরশূন্য জলধি হইতে সহস্র
সহস্র ক্ষুদ্র জলপ্রবাহ নির্গত হইয়া থাকে ; তাহার আন স্ব-
নিধি ভগবান হইতে অসংখ্য অবতার হইয়াছে ॥ ২৮৭ ॥

‘প্রথমেই করে বৃক্ষ পুরুষাবতার ;

সেইত পুরুষ হয় দ্বিবিধ প্রকার ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে ষষ্ঠাধ্যায়ে চত্বারিংশ-
শ্লোকে আদ্যোহবতারঃ পুরুষ ইত্যস্ত শ্রীধরস্বামিকৃত-
ব্যাখ্যায়াং ধৃতং তথা লঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্বথগে অবতার-
প্রকরণে নবমাস্কন্ধতং সাহিত্যতন্ত্রঃ

‘বিক্ষোস্ত্রীণিরূপাণি পুরুষাধ্যাত্মণো বিদুঃ

একস্ত মহতঃ শ্রীর্ দ্বিতীয়স্ত গুণ সংস্থিতং

তৃতীয়ং সর্ব্বভূতস্থং তানি জ্ঞান্বা বিমুচ্যতে’ ॥ ২৮৮ ॥

শ্রীকৃষ্ণ ও ব্যাধ্যা আদিঃ ১৩৩ স্কন্ধে ১৮১-১৮২ পৃঃ দেখ ॥ ২৮৮ ॥

‘অনন্ত শক্তি মধ্যে কক্ষের তিন শক্তি প্রধান ;

ইচ্ছা শক্তি, ক্রিয়াশক্তি, জ্ঞান শক্তি মায় ।

‘ইচ্ছা নক্তি প্রধান কৃষ্ণের ইচ্ছায় সর্বকর্তা ;

জ্ঞানশক্তি প্রধান বাহুনের অধিষ্ঠাতা ।

ইচ্ছা জ্ঞান কিয়া বিনা না হয় সৃজন ;

তিনের তিনশক্তি মিলি একক রচন ।

কিরাশক্তি প্রধান সর্গবর্ণ বলরাম ;

আকৃতাশ্রুত সৃষ্টি করেন নির্মাণ ।

অহঙ্কারের অধিষ্ঠাতা কৃষ্ণের ইচ্ছায় ;

সোলোক বৈকুণ্ঠ স্বেচ্ছিক্রিয় দ্বারায় ।

যদ্যপি অন্তর্য্য নিত্য চিহ্নকি বিলাস ;

তথাপি সর্গবর্ণ ইচ্ছায় তাহার প্রকাশ ।

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াং পঞ্চমাধ্যায়ে দ্বিতীয়শ্লোকঃ

‘সহস্রপত্রং কমলং গোকুলাখ্যং মহৎ পদং ।

তৎ কর্ণিকারং তদ্ধাম তদনন্তাংশসম্ভবং’ ॥ ২৮৯ ॥

‘তদ্ধাম’ তত্ত ভগবতঃ ধাম নিবাসস্থানঃ ‘গোকুলাখ্যং’ তাদিত্যর্থঃ কথ-
কৃতং ধাম ‘সহস্রপত্রং’ সহস্রকলাং ‘কমলা’ ইব পুন্মঃ ‘মহৎপদং’ সর্বশ্রেষ্ঠ-
স্থানং অথবা মহত্বস্থানং অধিষ্ঠানভূমিঃ । পুনঃ ‘তৎ কর্ণিকারং’ তস্য কম-
লস্ত কর্ণিকারঃ বীজকোষঃ ব্রহ্মাণ্ডবীজমিত্যর্থঃ ত্রাং । কথকৃতং ‘তদনন্তাংশ-
সম্ভবং’ তস্য কমলস্ত অনন্তাংশস্য সম্ভবো জননং বত্ৰ ॥ ২৮৯ ॥

সেই ভগবানের গোকুল নামে নিবাসস্থান আছে ; উহা
সহস্রদল কমলের ন্যায় এবং মহত্ববিশিষ্ট অধিষ্ঠান ভূমি ।
ঐ কমলের কর্ণিকারে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের বীজ অন্তর্নিবিষ্ট রহি-
য়াছে ॥ ২৮৯ ॥

‘যদিও বারে স্বেচ্ছা চিহ্নে স্বাভাবিকগণ ;

অকৃত্রিম প্রকৃতি নহে ব্রহ্মাণ্ডকারণ ।

অকৃত্রিম সৃষ্টি নহে স্বাভাবিক বিদ্যে ;

স্বাভাবিকই সর্গবর্ণ করে নক্তি আধানে ।

ঐশ্বর্য্যের শক্তি সৃষ্টি করয়ে প্রকৃতি ;

সৌন্দর্য্যের স্রষ্টা নক্তি ; পায় বাহ্যশক্তি ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ষট্চত্বারিংশাধ্যায়ে
ষাণ্মংশলোকে উক্তবো নন্দমাহ

‘এতৌ হি বিশ্বস্ত চ বীজঘোনৌ
রামো মুকুন্দঃ পুরুষঃ প্রধানঃ
অদ্বীয় ভূতেষু বিলক্ষণস্ত
জ্ঞানস্ত চেশান্ত ইমৌ পুরাণৌ’ ॥ ২৯০ ॥

হে নন্দ ! ‘রাম’ বলরামঃ তথা ‘মুকুন্দ’ শ্রীকৃষ্ণ ‘এতৌ’ বো ‘হি’
নিশ্চিতঃ ‘বিশ্বস্য’ সৃষ্টে: ‘বীজঘোনৌ’ নিমিত্তোপাদানে কারণে ভবতঃ ।
নহু পুরুষপ্রধানয়ে। বীজঘোনিহং প্রসিদ্ধং অত আহ ‘পুরুষঃ প্রধানঃ’ পুরুষঃ
অংশঃ প্রধানঃ শক্তিঃ অতঃ প্রধানপুরুষাব্যপোতায়েব ইত্যর্থঃ এবং অনকঙ্ক-
মুক্তং কিঞ্চ ‘ভূতেষু’ ‘অদ্বীয়’ অমুপ্রবিষ্ট ভূতানাং তদুপহিতস্য ‘বিলক্ষণস্য’
নানা ভেদস্ত ‘জ্ঞানস্য’ ‘চ’ জীবস্য ‘ঈশাতে’ ঈশরৌ নিয়ন্তারৌ ভবতঃ কৃতঃ
‘ইমৌ’ ‘পুরাণৌ’ অনাদী অনাদিস্বাং কারণস্বং ততঃ নিয়ন্তৃস্বঃ ॥ ২৯০ ॥

হে নন্দ ! রাম কৃষ্ণ দুইজন বিশ্বের যোনি অর্থাৎ নিমিত্ত-
উপাদান কারণ ; তাঁহারা দুইজনে ভূতসকলে অনুপ্রবিষ্ট
থাকিয়া বিবিধ ভেদজ্ঞানের নিয়ন্তা হইয়াছেন ; কারণ
তাঁহারা পুরাণ পুরুষ অর্থাৎ অনাদি ॥ ২৯০ ॥

‘সৃষ্টি হেতু বেই সৃষ্টো প্রপঞ্চ অবতরে ;
সেই ঈশ্বর সৃষ্টি অবতার নাম ধরে ।
মাত্রাভীত পরব্যোমে সবার অবস্থান ;
বিশ্বে অবতারি ধরে অবতার নাম ।
মাত্রা অবলোকিতে শ্রীসদ্বর্ণন ;
পুরুষ রূপে অবতীর্ণ হইলা প্রথম । (১)

১ মাত্রা অবলোকিতে ইত্যাদি—পুরুষাবতার সনাতন ব্যাখ্যা আদিঃ যে পরিচ্ছেদ
১০২—১১২ পৃষ্ঠা দেখ ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে তৃতীয়াধ্যায়ে প্রথম-
শ্লোকে সৌনকাদীন্ প্রতি সূতবাক্যং

‘জগৃহে পৌরুষং রূপং ভগবান্মহাদাভিভিঃ

সম্ভূতং যোড়শকলমাদৌ লোকসিস্কর্য’ ॥ ২৯১ ॥

টীকা ও ব্যাখ্যা আদি: ১৩৬ শ্লোকে ১৮৪—১৮৫ পৃঃ দেখ ॥ ২৯১ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে ষষ্ঠাধ্যায়ে চত্বারিংশ-
শ্লোকে নারদং প্রতি ব্রহ্মবাক্যং

‘আদ্যোহবতারঃ পুরুষঃ পরম্

কালঃ স্বভাবঃ সদসম্মনশ্চ

দ্রব্যং বিকারো গুণ ইন্দ্రిয়ানি

বিরাট্ স্বরাট্ স্থান্মু চরিক্ষু ভূম্বঃ’ ॥ ২৯২ ॥

টীকা ও ব্যাখ্যা আদি: ১৩৫ শ্লোকের প্রথমমাংশে ১৮৩—১৮৪ পৃঃ দেখ ॥ ২৯২ ॥

‘সেই পুরুষ বিরজাতে করেন শরন;

কারণাঙ্কিশারী নাম ভগৎ কারণ ।

কারণাঙ্কিপারে মারার নিতা অবস্থিতি ;

বিরজার পারে পরব্যোমে নাহি গতি । (১)

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে নবমাধ্যায়ে দশ-
শ্লোকে নারদং প্রতি ব্রহ্মবাক্যং

‘প্রবর্ততে যত্র রজস্তম স্তয়োঃ

সত্বক মিঞ্জঃ ন চ কালবিক্রমঃ ।

ন যত্র মায়া কিমুতা পরে হরে

রমুভ্রতা যত্র হ্রাস্হরার্জিতাঃ’ ॥ ২৯৩ ॥

‘দশ’ বৈকৃষ্টে ‘রজঃ’ ‘তমস্’ ‘ন’ ‘প্রবর্ততে’ বর্ততে ‘তয়োঃ’ ‘মিঞ্জঃ’

১. কারণাঙ্কিশারী নাম ইত্যাদি—আদি: ১৩২ মাং ১৩২ পৃঃ দেখ ।

সবঞ্চ ন বর্ততে কিঞ্চ শুদ্ধমেব সৰ্বং সচ্চিদ্রূপং স্বরূপশক্তিসম্বদ্ধিতম্ভব-
মিত্যর্থঃ যত্র ‘কালবিক্রমঃ’ কালস্য প্রভাপঃ নাশ ইত্যর্থঃ ন প্রবর্ততে ‘যত্র’
বৈকুণ্ঠে ‘মায়া’ ‘ন’ স্যাৎ ‘অপরে’ রাগলোভাদয়ঃ ‘ন’ সজ্জীতি ‘কিমূত’
বক্তব্যং ‘যত্র’ ‘সুরাসুরার্চিতাঃ’ ‘হরেঃ’ ঈশ্বরস্য ‘অনুভূতাঃ’ পার্শ্বদাঃ সাধব
ইত্যর্থঃ বর্তন্তে ॥ ২৯৩ ॥

সেখানে রজো বা তমোগুণের প্রভাব নাই ; এবং ঐ
দুই গুণমিশ্রিত স্বচ্ছগুণও তথায় প্রবেশ করিতে পারে না ;
সেখানে কালকৃত বিনাশ নাই ও মায়াও তথায় যাইতে পারে
না । লোভমোহাদি অন্য উপদ্রবের তো কথাই নাই ।
সেখানে সুরাসুরার্চিত ভগবানের পার্শ্বদগণ নিরন্তর স্থিতি
করিতেছেন ॥ ২৯৩ ॥

‘মায়ায় যে দুই বৃত্তি মায়া আর প্রধান ;
মায়া নিমিত্ত হেতু বিশ্বের প্রকৃতি উপদান ।
সেই পুরুষ মায়া পানে করে অবধান ;
প্রকৃতি ক্ষুভিত করি করে বীৰ্য্যাধান ।
স্বাক্ষরবিশেষাভাসরূপে প্রকৃতি স্পর্শন ;
জীৱরূপ বীজ তাতে কৈল সমর্পণ । (১)’

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে ষড়্বিংশাধ্যায়ে অষ্টা-
দশ শ্লোকে দেবহুতিং প্রতি কপিলদেববাক্যং

‘দৈবাৎ ক্ষুভিতধর্ম্মিণ্যাং স্বস্থাং যোনৌ পরঃ পুমান্
আধত্ত বীৰ্য্যং সাসূত মহত্ত্বং হিরণ্ময়ং’ ॥ ২৯৪ ॥

‘দৈবাৎ’ কালাৎ জীবাত্মনঃ বা ‘পরঃ’ ‘পুমান্’ প্রধানপুরুষঃ সত্ত্বর্গঃ
‘ক্ষুভিতধর্ম্মিণ্যাং’ ক্ষুভিতা ধর্ম্মা গুণা বস্যান্ডব্যাং ‘যোনৌ’ অভিব্যক্তিস্থানে
প্রকৃতৌ ‘বীৰ্য্যং’ চিহ্নকিং জীবাত্মাঃ চৈতন্যমিত্যর্থঃ ‘আধত্তে’ অর্পর্য্যামাস

ততঃ 'না' প্রকৃতিঃ 'হিরন্ময়ঃ' প্রকাশবহনঃ 'মহত্ত্বা' 'অহুত'।
অহুতবতী ॥ ২৯৪ ॥

কালবশতঃ প্রকৃতির গুণকোভ হইলে পরমপুরুষ সেই
প্রকৃতির যোনিতে অর্থাৎ অভিব্যক্তিস্থানে স্বীয় জীবরূপ
চৈতন্যবীৰ্য্য আধান করেন ; তখন সেই প্রকৃতি বৈচিত্র্যময়
মহত্ত্বকে প্রসব করে ॥ ২৯৪ ॥

তথাহি তত্রৈব তৃতীয়ক্ষে পঞ্চমাধ্যায়ে ষড়্বিংশ শ্লোকে
বিদ্যুৎ প্রতি মৈত্রেয়বাক্যঃ

'কালবৃত্তা তু মায়ায়াঃ গুণময্যামধোকজঃ

পুরুষেনাভূতেন বীৰ্য্যমাধত্ত বীৰ্য্যবান্' ॥ ২৯৫ ॥

'তু' কিন্তু 'কালবৃত্তা' কালস্য শক্তি। 'গুণময্যাঃ' কৃত্তিতত্ত্বায়াঃ
'মায়ায়াঃ' প্রকৃতায়াঃ 'বীৰ্য্যবান্' চিহ্নকিয়ুস্কঃ 'অধোকজঃ' পরমাত্মা ভগ-
বানিত্যর্থঃ 'আভূতেন' স্বাংশরূপেণ 'পুরুষেণ' প্রকৃত্যামিষ্টাকৃৎপেণ করণ-
ভূতেন 'বীৰ্য্য' চিদ্রাভাসাধাং জীবশক্তিঃ 'আধত্ত' দত্তবান্ ॥ ২৯৫ ॥

কালশক্তিব্যোগে চিহ্নকিবান্ পরমাত্মা নিজাংশরূপ
পুরুষ দ্বারা গুণময়ী মায়াতে চৈতন্যময় জীবশক্তি আধান
করিয়। থাকেন ॥ ২৯৫ ॥

‘তবে মহত্ত্ব হৈতে ত্রিবিধ অংকার ;

যাহা চৈত্রে দেবতেন্দ্রিয় ভূতের প্রচার ।

সর্ব তন্ম মিলি সৃজিল ব্রহ্মাণ্ডেরগণ ;

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তার নাহিক গণন ।

এত মহৎ অষ্টা পুরুষ মহাবিক্ নাম ;

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তাঁর লোমকূপে নাম ।

গবাকে উড়িয়া বৈছে রেণু আসে যায় ;

পুরুষ নিখাস সহ ব্রহ্মাণ্ড ব্যক্তিরায় ।

পুনরপি নিখাস সহ যায় অন্ত্যস্তর ;

অনন্ত ঐশ্বর্য তাঁর সব দ্বারা পর ;

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াং পঞ্চমাধ্যায়ে চতুঃপঞ্চাশৎ শ্লোকঃ

‘মৈশ্রিক নিখসিতকালমথাবলম্ব্য

জীবন্তি লোমবিলজা জগদগুনাথাঃ

বিষ্ণুর্মহান্ স ইহ যস্য কলাবিশেষো

গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি’ ॥ ২৯৬ ॥

টীকা ও ব্যাখ্যা আদি: ১৭৯ পৃ: ১৩১ শ্লোকে দেখ ॥ ২৯৬ ॥

‘সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডগণের ইহো অন্তর্ধামী ;

কারণাক্ষিপায়ী সব জগতের স্বামী ।

এই ত কহিল প্রথম পুরুষের তত্ত্ব ;

দ্বিতীয় পুরুষের এবে স্তনহ মহত্ব ।

সেই পুরুষ অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টিয়া

একক মূর্ত্ত্যে প্রবেশিলা বহু মূর্ত্তি হঞা ।

প্রবেশ করিয়া দেখে সব অন্ধকার ;

রহিতে নাহিক স্থান, করিলা বিচার ।

নিষ্কাশ দেদজলে ব্রহ্মাণ্ডার্দ্ধ ভরিল ;

সেই জলে শেষশয্যার শয়ন করিল ।

তার নাভি পদ্ম হৈতে উঠিল এক পদ্ম ;

সেই পদ্ম হইল ব্রহ্মার জন্ম সঙ্গ ।

সেই পদ্মনালে হৈল চৌদ্ধ ভুবন ;

তিহো ব্রহ্মা হয়ে সৃষ্টি করিল সৃজন ।

বিষ্ণু রূপ হয়ে করে জগত পালনে ;

গুণাতীত বিষ্ণু, স্পর্শ নাহি মারামনে ।

রুদ্র রূপ ধরি করে জগত সংহার ;

সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় হয় ইচ্ছার বাহার ।

ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব তাঁর গুণ অবতার ;

সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের তিন অধিকার ।

হিরণ্যগর্ভ, অন্তর্ধামী, গর্তোদকশায়ী,

সহস্র দীর্ঘ্যাদি করি বেধে ধারে গাই ।

‘এইত দ্বিতীয় পুরুষ ব্রহ্মাও কৈবর ;
 মারার আশ্রয় হয় তবু মারাপার ।
 তৃতীয় পুরুষ বিকু, জগৎ অবতার ;
 চুই অবতার ভিত্তর গণনা তাঁহার ।
 বিরাট্ বাহ্লী জীবের তিঁহো অন্তর্ধামী ;
 কীরোরকশারী তিঁহো পালন কর্তা দ্বামী । (১)
 পুরুষাবতারের এই কহিল নিম্নগণ ;
 লীলাবতারের এবে শুন সনাতন !
 লীলাবতার কুকের না বার গণন ;
 প্রধান করিয়া করি দিক্ করণন ।
 মৎস্য, কূর্ম, রঘুনাথ, নৃসিংহ, বামন ;
 বরাহাদি লেখা বার পুরাণ গণন ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়ে চতুস্ত্রিংশ-
 শ্লোকে দেবকীগর্ভস্থং ভগবন্তং মত্বা দেবস্তুতিঃ

‘মৎস্তাশ্ব কচ্ছপ নৃসিংহ বরাহ হংস
 রাজশ্রু বিপ্র বিবুধেষু কৃতাবতারঃ ।
 স্বং পাসি নস্ত্রিভুবনক তথাধুনেশ
 ভারং ভুবো হর যদুত্তম বন্দনং তে’ ॥ ২৯৭ ॥

হে ‘ঈশ’ ! ‘মৎস্যাস্বকচ্ছপনৃসিংহবরাহহংসরাজশ্রুবিপ্রবিবুধেষু’ এতেষু
 শরীরেষু ‘কৃতাবতারঃ’ সন্ কৃতঃ অবতারঃ যেন সঃ ‘স্বং’ ‘নঃ’ ‘অস্মান্’
 ‘তথা’ ‘ত্রিভুবনক’ অনাদ্য। যথা ‘পাসি’ রক্ষসি তথা ‘অধুনা’ পাত্যতি তে
 ‘যদুত্তম’ যদুশ্রেষ্ঠ ‘ভুবঃ’ পৃথিব্যাঃ ‘ভারং’ ‘হর’অন্তঃ ‘তে’ ভুত্বাং ‘বন্দনং’
 সর্কোৎকর্ষণে নমনং স্যাৎ ইতি বসন্তঃ সর্কো দিরোতিঃ প্রণয়তি ॥ ২৯৭ ॥

হে ঈশ । আপনি অন্য সময়ে মৎস্ত, অশ্ব, কচ্ছপ, বরাহ,
 নৃসিংহ, হংস, কজ্রিয়, বিপ্র, ও দেবতা শরীরে অবতার গ্রহণ
 করিয়া আমাদিগকে ও ত্রিভুবনকে বেরূপ রক্ষা করিয়াছেন ;

একগেও পৃথিবীর ভার হরণ করত সেইরূপে রক্ষা করুন ;
হে যদুশ্রেষ্ঠ ! আমরা আপনাকে বন্দনা করি ; এই বলিয়া
দেবগণ সকলে মস্তক অবনত করিয়া প্রণাম করিলেন ॥২৯৭॥

‘লীলাবতারের টেকল দিক্ দরশন ;
গুণাবতারের এবে শুন বিবরণ ।
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, তিন গুণ অবতার ;
ত্রিগুণাক্রীকরি করে সৃষ্টাদি ব্যবহার ।
ভক্তিমিশ্রিত পুণ্য কোন জীবোত্তম ;
রজোগুণে বিভাবিত করি তার মন ;
গভৈর্দিকশায়ী দ্বারা শক্তি সঞ্চারি ;
বাষ্টি সৃষ্টি করে কৃষ্ণ ব্রহ্মরূপ ধরি ।

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াং পঞ্চমাধ্যায়ে পঞ্চাশৎ শ্লোকঃ

‘ভাস্বান্ যথাস্মসকলেষু নিজেষু তেজঃ

স্বীয়ং কিয়ৎ প্রকটয়ত্যপি তদ্বদত্র

ব্রহ্মা য এব জগদগুবিধানকর্তা

গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি’ ॥২৯৮॥

‘যঃ’ ‘এব’ গোবিন্দঃ ‘জগদগুবিধানকর্তা’ জগদেব অণ্ডং তস্য নির্মাণ-
কর্তা ‘ব্রহ্মা’ ব্রহ্মাদিগুণাবতাররূপঃ স্যাৎ তং ‘আদি পুরুষং’ ‘গোবিন্দং’
‘অহং’ ‘ভজামি’ । ক ইব ? ‘যথা’ ‘ভাস্বান্’ সূর্য্যঃ ‘নিজেষু’ নিজাধিকারেণ
‘অস্ম সকলেষু’ সূর্য্যকাস্তিমণিসমূহেষু ‘স্বীয়ং’ স্বকীয়ং ‘তেজঃ’ ‘কিয়দপি’
কিঞ্চিদ্ভিন্নত্বং ‘প্রকটয়তি’ ‘তদ্বৎ’ ‘অত্র’ ব্রহ্মাদিস্বজনবিষয়ে ভগবান্ অত্যন্ত-
শক্তিং প্রকটয়তি । ব্রহ্মণঃ নূনত্বমাহেত্যর্থঃ ॥ ২৯৮ ॥

যেমন সূর্য্যতেজের অত্যন্তাংশমাত্র লাভ করিয়া
তদধিকারস্থ সূর্য্যকাস্তিমণিসকল দীপ্তিমান হয় ; সেই-
রূপ ব্রহ্মাণ্ড নির্মাতা ব্রহ্মাদিস্বজনবিষয়ে যিনি আপনার

অত্যন্তশক্তি মাত্র নিয়োজিত করিয়াছেন ; আমি সেই
আদি পুরুষ গোবিন্দের ভজনা করি ॥ ২৯৮ ॥

‘কোন কল্পে যদি বোগা জীব নাহি পার ;

আপনে ঈশ্বর হবে অংশে ব্রহ্মা হয় ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে অষ্টষষ্টিতমাধ্যায়ে
ষড়্বিংশশ্লোকে হুর্যোধানাদীন্ প্রতি শ্রীবলদেববাক্যঃ

‘যশ্চাংপ্রিপঙ্কজরজোহখিল লোকপাটল

মৌল্যুস্তমৈ ধ্বংসুপাসিত তীর্থ তীর্থং ।

ব্রহ্মা ভবোহমপি যশ্চ কলাঃ কলায়াঃ

শ্রীশ্চোদ্রহেম চিরমশ্চ নৃপাসনং ক’ ॥ ২৯৯ ॥

টীকা ও ব্যাখ্যা আদিঃ ১২৫ পৃঃ ১৪১ শ্লোকে দেখ ॥ ২৯৯ ॥

‘নিজাংশ কলায়ে কক তমোগুণ অঙ্গীকরি

সংহারার্থে মায়া লভে ককরূপ ধরি ।

মায়া লভে বিকারে কক্ তিসাতিস রূপ ;

জীবতত্ত্ব হয় নহে ককের বরূপ ।

হৃদ্ব বেন অরবোগে দধিরূপ ধরে ;

হৃদ্বান্তরে বস্ত্র নহে হৃদ্ব বৈতে নায়ে ।

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াং পঞ্চমাধ্যায়ে একপঞ্চাশৎ শ্লোকঃ

‘কীরং যথা দধি বিকারবিশেষযোগাৎ

সংজায়তে নহু ততঃ পৃথগন্তি হেতুঃ

যঃ শস্তুতামপি তথা সমুপৈতি কার্য্যাৎ .

গোবিন্দমাদিপুরুষং তদ্বৎ ভজ্যামি’ ॥ ৩০০ ॥

‘যঃ’ গোবিন্দঃ ‘কার্য্যাৎ’ সৃষ্টিকার্য্যকরণাভ্যন্তোঃ ‘শস্তুতাঃ’ শিবসূৰ্ভিঃ
‘অপি’ নিশ্চিতঃ ‘তথা’ তেন প্রকারেন ‘সমুপৈতি’ প্রাপ্নোতি ‘যথা’ তেন
প্রকারেন ‘কীরং’ হৃদ্বং ‘বিকারবিশেষযোগাৎ’ ভাসায়নিকক্রিয়াযোগাৎ

‘দধি’ ‘সংজায়তে’ ‘তু’ পুনঃ ‘ততঃ’ তস্যাং দধঃ ‘পৃথক্’ হেতুঃ ‘ন’ ‘অন্তি’
দধি পুনঃ দুগ্ধং ন উটৈতি ইত্যর্থঃ ততঃ শিবানন্দক ; ‘তঃ’ ‘আদিপুরুষঃ’
‘গোবিন্দ’ অহং ‘ভজামি’ ॥ ৩০০ ॥

রাসায়নিক ক্রিয়াযোগে দুগ্ধ যেমন দধিরূপে পরিণত
হয় ; কিন্তু সেই দধি পুনর্বার দুগ্ধ হইতে পারে না ; সেই-
রূপ যিনি সৃষ্টিকার্য্য জন্য শিবমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছেন ;
সেই আদি পুরুষ গোবিন্দের আমি ভজনা করি ॥ ৩০০ ॥

‘শিব মায়ামুক্তিসঙ্গী তমোগুণাবেশ ;

মায়াতীত গুণাতীত বিষ্ণু পরমেশ ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে অষ্টাশীত্যাধ্যায়ে দ্বিতীয়-
শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং

‘শিবঃ শক্তিব্যুতঃ শব্দং ত্রিলিঙ্গো গুণসংবৃতঃ

বৈকারিক স্তৈজস্চ তামস স্চেত্যহং ত্রিধা ॥ ৩০১ ॥

‘শিবঃ’ ‘শব্দং’ নিরন্তরং ‘ত্রিলিঙ্গঃ’ ত্রীণি লিঙ্গানি ব্রহ্মরূপবিষ্ণু শরী-
রাণি यस্য অন্যোপমর্দেন তমসস্ত্রৈবিধ্যাং ত্রিলিঙ্গঃ তথা ‘গুণসংবৃতঃ’ সর্ব-
রজস্তমসাবিহিতঃ অতএব ‘শক্তিব্যুতঃ’ স্ত্রাং ত্রিলিঙ্গত্বমাহ ‘বৈকারিকঃ’
‘স্তৈজসঃ’ ‘চ’ পুনঃ ‘তামসঃ’ ‘ইতি’ ‘ত্রিধা’ ত্রিপ্রকারঃ ‘অহং’ অহঙ্কারঃ
ন্যাং ॥ ৩০১ ॥

শিব সর্বদা ত্রিলিঙ্গ, গুণযুক্ত, এবং শক্তি সমন্বিত । অহ-
ঙ্কার তিন প্রকার ; যথা বৈকারিক, স্তৈজস ও তামস ; সেই
জন্য শিবকে ত্রিলিঙ্গ বলা যায় ॥ ৩০১ ॥

তথাহি তত্রৈব অষ্টাশীত্যাধ্যায়ে চতুর্ধ্বশ্লোকে পরীক্ষিতং
প্রতি শুকবাক্যং

‘হরি হি নিগুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ ।

স সর্ববৃণপদ্রকো তং ভজমিগুণো ভবেৎ’ ॥ ৩০২ ॥

‘হি’ নিশ্চিতঃ ‘হরিঃ’ ভগবান্ ‘সাক্ষাৎ’ ‘নিওঁৎ’ গুণাভীতঃ ‘পুরুষঃ’ ।
 ‘সঃ’ ভগবান্ ‘উপদ্রষ্টা’ সাক্ষী সন্ ‘সৰ্বদৃক’ সৰ্বং পশ্যতি অতঃ ‘প্রকৃত্যেঃ’
 ‘পরঃ’ । ‘তং’ ভগবন্তঃ ‘ভজন্’ সন্ ‘নিওঁৎ’ গুণাভীতঃ ‘ভবেৎ’ লোক
 ইতিশেষঃ ॥ ৩০২ ॥

ভগবান্ হরিই সাক্ষাৎ গুণাভীত পুরুষ ; তিনি সাক্ষী
 হইয়া সকল দেখিতেছেন, অতএব প্রকৃতির পর । কেবল
 তাঁহাকে ভজনা করিলেই লোক মারাভীত হইতে পারে ॥ ৩০২ ॥

‘পাণনার্থ’ বাৎসবিকু রূপে অবতার ;
 সৰ্বগুণ দৃষ্টান্ত তাতে ভগ্ন মারা পার ।
 স্বরূপ ঐশ্বর্য পূর্ণ কৃষ্ণ সন্ প্রায় ;
 কৃষ্ণ অংশী, ভিত্তিহীন অংশ, বেদে ছেন গায় ।

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়ঃ পঞ্চমাধ্যায়ে দ্বিপঞ্চাশৎ শ্লোকঃ

‘দীপার্চিরেব হি দশাস্তরং মত্ৰাপেত্য

দীপায়তে বিবৃতহেতুসমানধর্ম্মা

য স্তাদৃগেবহি চ বিকৃতয়া বিভাতি

গোবিন্দমাদি পুরুষং তমহং ভজামি’ ॥ ৩০৩ ॥

‘হি’ যথা ‘দীপার্চিঃ’ প্রদীপায়িঃ ‘এব’ ‘দশাস্তরং’ বর্জিকাস্তরং ‘অত্ৰ্য-
 পেত্য’ সংপ্রাপ্য ‘বিবৃতহেতুসমানধর্ম্মা’ বিবৃতঃ বিস্তারিতঃ হেতুর্জ্যোতি-
 রিত্যর্থঃ যস্য স অতএব সমানো ধর্ম্মো যস্য স বিবৃতহেতুস্তাদৌ সমান-
 ধর্ম্মা চেতি সন্ ‘দীপায়তে’ পূর্বদীপবৎ আচরতি । ‘যঃ’ গৌরিকঃ ‘ভাবক’
 ‘এব’ হি’ নিশ্চিতঃ ‘বিকৃতয়া’ বিকৃতপদ্যেন ‘বিভাতি’ প্রকাশতে ‘তং’
 ‘আদিপুরুষঃ’ ‘গোবিন্দঃ’ ‘অহং’ ‘ভজামি’ ॥ ৩০৩ ॥

প্রদীপায়ি যেমন ভিমাধার প্রাপ্ত হইলে জ্যোতিঃ বিস্তার
 করিয়া পূর্ব দীপের ন্যায় সমানধর্ম্ম লাভ করিয়া থাকে ;
 সেইরূপ যিনি বিকুরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন ; আমি সেই
 গোবিন্দের ভজনা করি ॥ ৩০৩ ॥

‘ব্রহ্মা, শিব, আত্মাকারী ভক্ত অবতার ;
পলানার্থে বিষ্ণু কৃষ্ণের স্বরূপ আকার ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে ষষ্ঠাধ্যায়ে ত্রিংশৎ-
শ্লোকে নারদং প্রতি ব্রহ্মসাক্যং

‘সৃজামি তন্নিযুক্তোহং হরো হরতি তদ্বশঃ

বিশং পুরুষরূপেণ পরিপাতি ত্রিশক্তিধ্বক্’ ॥ ৩০৪ ॥

‘অহং’ ব্রহ্মা ‘তন্নিযুক্তঃ’ সন্ ‘বিশং’ ‘সৃজামি’ ‘হরঃ’ শিবঃ ‘তদ্বশঃ’ তস্যা
পরমাত্মনঃ বশতাপন্নঃ সন্ ‘হরতি’ নশ্যতি বিশ্বমিতিশেষঃ ‘ত্রিশক্তিধ্বক্’
ত্রিশক্তিং ত্রিগুণমায়াশক্তিং ধারয়তীতি তথা সঃ পরমাত্মা ‘পুরুষরূপেণ’
বিষ্ণুরূপেণ ‘পরিপাতি’ স্বয়মেব পালনন্ত করোতীত্যর্থঃ ॥ ৩০৪ ॥

আমি তাঁহারই নিয়োগে বিশ্বের সৃজন করি; শিবও
তাঁহার বশে থাকিয়া ইহার সংহার করেন; তিনি ত্রিগুণ-
মায়াশক্তি ধারণ করিয়া স্বয়ং বিষ্ণুরূপে ইহার পালন
করিতেছেন ॥ ৩০৪ ॥

‘মহত্তরাবতার এবে শুন সনাতন

অসংখ্য গণন তার গুনহ কারণ ।

ব্রহ্মার এক দিনে হয় চৌদ্দ মহত্তর ;

চৌদ্দ অবতার তাঁহা করেন ঈশ্বর ।

এ চৌদ্দ এক দিনে আসে চারি খন্ড বিংশ ;

ব্রহ্মার বংশসে পঞ্চ সহস্র চরিত্র ।

শক্তক বংশের হয় জীবন ব্রহ্মার ;

পঞ্চ লক্ষ চরিত্র সহস্র অবতারাবতার । (১)

১ এ চৌদ্দ এক...মহত্তরাবতার ।—ব্রহ্মার এক দিনে ১৪ মহত্তর, আর এক এক মহত্তরে
এক এক অবতার একটী হয়, সুতরাং ব্রহ্মার বিন মধ্যে ১৪ টী মহত্তরাবতার হইয়া থাকে ।
ব্রহ্মার এক দ্বাদশে ১২০ টী ও এক বংশসে ১০০০ টী মহত্তর হয়; এথিকৈ ব্রহ্মার বংশ
ত্রক পরিমাণে এক লক্ষ বংশের । কারণেই ব্রহ্মার এক জীবনে ১০০০০ মহত্তরাবতার হইয়া
থাকে

‘অনন্ত ত্র্যম্বকে ঐহে করহ গণন ;
 মহাবিকুর এক বাসে ত্র্যম্বক জীবন ।
 মহাবিকুর নিখাসের নাহিক পর্য্যন্ত ;
 এক মহত্তরাবতারের দেখ দেখা অভ ।
 হারতু বে বজ্র, আরোচিবে বিকু নাম ;
 উত্তমে সত্যসেন, তামসে হরি অভিধান ।
 রৈবতে বৈকুণ্ঠ, চাক্ষুসে অমিত, বৈবস্বতে বামন ;
 সার্বণে সার্কভোম, মক্ষ সার্বণে ঋতগণ ।
 ব্রহ্ম সার্বণে বিশ্বক্সেন, ধর্মসেনু ধর্মসার্বণে ;
 রক্ত সার্বণে সূর্য্যমা, যোগেশ্বর দেবসার্বণে ।
 ইন্দ্র সার্বণে বৃহদ্ভূ অভিধান ; (১)
 এই চৌদ্দ মহত্তরে চৌদ্দ অবতার নাম ।
 যুগাবতার এবে তন সনাতন ।
 সত্য জ্যেষ্ঠা দ্বাপর কলি যুগের বর্ণন ।
 তরু, রক্ত, কৃষ্ণ, পীত, ক্রমে চারি বর্ণ ;
 চারি বর্ণ ধরি কৃষ্ণ করেন যুগধর্ম ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে অষ্টমাধ্যায়ে নবমশ্লোকে
 নন্দং প্রতি গর্গবাক্যং *

‘আসন্ বর্ণা স্তরো হ্যস্ত গৃহতোহিমুযুগং তসুঃ ।

স্তুরো রক্ত স্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ’ ॥ ৩০৫ ॥

টীকা ও ব্যাখ্যা আদি: ৭৬ পৃ: ৬২ শ্লোকে দেখ । ৩০৫ ।

‘সত্যযুগে ধ্যান ধর্ম করয়ে তরু মূর্তি ধরি ;

কর্মকে বর দিলা বিহো কৃপা করি । (১)

১ হারতু বে... বৃহদ্ভূ অভিধান—আদি: ৭০ পৃ: ৪ টীকা দেখ ।

২ ইহার পূর্বে দৃষ্টান্তাল শ্লোকের পুস্তকে ভাগবতের তৃতীয়াঙ্কের ৩৭ অধ্যায়ের
 ১২ প ও ৪ম অধ্যায়ের ১০ম শ্লোকে উদ্ধৃত আছে ; কিন্তু অব্যাসা গ্রন্থে তাহা নাই ।

৩ কর্মকে বর দিলা...কৃপা করি—পুজার মানসপুত্র কর্মের একজন কর্মীর আদি
 কালের তথি ও প্রমাণতি । ব্রহ্মা তাহাকে প্রমাণ ব্রহ্মী করিতে আজ্ঞা করিলে তিনি সরস্বতী-

‘কৃষ্ণ ধ্যান করে লোক জ্ঞান অধিকারী ।

ত্রৈলোক্য ধর্ম বজ্র করার রক্ত বর্ণ ধরি । (১)

কৃষ্ণ পদার্কন হয় দ্বাপরের ধর্ম ;

কৃষ্ণ বর্ণে করার লোকে কৃষ্ণার্জন কর্ম ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে পঞ্চমাধ্যায়ে পঞ্চ-
বিংশতি শ্লোকে জনকং প্রতি করভাজন বাক্যং

‘দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ পীতবাসা নিজায়ুধঃ

শ্রীবৎসাদিভিরকৈশ্চ লক্ষণৈ রূপলক্ষিতঃ’ ॥ ৩০৬ ॥

টীকা ও ব্যাখ্যা আদিঃ ৭৭ পৃঃ ৬৩ শ্লোকে দেখ ॥ ৩০৬ ॥

তথাহি তত্রৈব সপ্তবিংশতি শ্লোকে জনকং প্রতি কর-
ভাজন বাক্যং

‘নম স্তে বাসুদেবায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ ।

প্রহ্লাদান্যানিরুদ্ধায় তুভ্যং ভগবতে নমঃ’ ॥ ৩০৭ ॥

‘তে’ তুভ্যং ‘বাসুদেবায়’ আদিত্যায় ‘নমঃ’ ‘সঙ্কর্ষণায়’ অহঙ্কারত্যাগ
‘নমঃ’ ‘তুভ্যং’ ‘প্রহ্লাদায়’ লীলাত্যাগ ‘অনিরুদ্ধায়’ মনস্ত্যাগ ‘ভগবতে’
‘নমঃ’ ॥ ৩০৭ ॥

তুমি বাসুদেব! তোমাকে নমস্কার ; তুমি সঙ্কর্ষণ ;
তোমাকে নমস্কার ; হে ভগবন্! তুমিই প্রহ্লাদ ও অনিরুদ্ধ !
তোমাকে নমস্কার করি ॥ ৩০৭ ॥

তীর্থে দশসহস্র বৎসর তপস্তা করিয়াছিলেন । তাঁহার তপস্তার ফল হইয়া ভগবান্ দিবা-
করের ন্যায় যেতমুর্তি ধারণ করিয়া তাঁহাকে দর্শন দিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে ষাটরূপ
মধুর ছুহিতা ও উত্তানপাদরাজার ভগিনী দেবহৃতিকে ভাষণ্য রূপে গ্রহণ করিতে উপদেশ
দিয়া আপনি তাঁহার পুত্ররূপে অন্ন গ্রহণ করিবেন এই বর দিয়াছিলেন । উক্তকালে কর্দ্দব-
ভূমি দেবহৃতিকে বিবাহ করিলে ভগবান্ কপিলদেবরূপে তাঁহাদের পুত্র হইয়া অন্নগ্রহণ
করত মাতা দেবহৃতিকে ভগবতঃ ও ভক্তিতঃ শিক্ষা দিয়াছিলেন । বিশেষ বৃত্তান্ত ভাগবত
দ্বিতীয় স্কন্ধে দেখ ।

১ রক্তবর্ণ ধরি—হরম্রীকঃবতারে ।

‘এই যবে বাপরে করে কৃকর্জন ;
 কৃক নাম সংকীর্ণন কলিযুগের ধর্ম ।
 পীতবর্ণ ধরি তবে কৈল প্রবর্তন ;
 প্রেমভক্তি দিল লোকে লক্ষ্য ভক্তগণ ।
 ধর্ম প্রবর্তন করে ব্রহ্মেন্দ্র নন্দন ;
 প্রেমে গায় নাচে লোক করে সংকীর্ণন ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে পঞ্চমাধ্যায়ে উন-
 ত্রিংশল্লোকে জনকঃ প্রতি করতাজনবাক্যঃ

‘কৃষ্ণবর্ণঃ ত্রিযাকৃষ্ণঃ সান্দ্রোপাদ্রাস্তপার্ষদঃ
 যজ্ঞৈঃ সংকীর্ণনপ্রাপ্তৈষু যজন্তি হি হুমধসঃ’ ॥ ৩০৮ ॥

টীকা ও ব্যাখ্যা আদি ৮০ পৃঃ ৬৬ স্লোকে দেখ ॥ ৩০৮ ॥

‘আর তিন যুগে ধ্যানাদিকে সেই কল হয় ;
 কলিযুগে কৃক নামে সেই কল পায় ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বাদশস্কন্ধে তৃতীয়াধ্যায়ে ত্রিচছা-
 রিংশচতুশ্চছারিংশ ল্লোকয়োঃ পরোক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যঃ

‘কলে দৌষনিধে রাজমস্তিহ্যেকো মহান্ গুণঃ
 কীর্ণনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তবন্ধঃ পরং ব্রহ্মেৎ
 কৃতে যজ্ঞায়তো বিকুং ত্রেতায়াং যজতো মথৈঃ
 বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্বিরিকীর্ণনাৎ’ ॥ ৩০৯ ॥

হে ‘রাজন্’ ‘দৌষনিধেঃ’ দোষাধর ‘কলেঃ’ কলিযুগস্য ‘হি’ নিশ্চিতঃ
 ‘একঃ’ ‘মহান্’ ‘গুণঃ’ ‘অস্তি’ । কিসিতি তদ্বাহ ‘কৃকস্য’ ‘কীর্ণনাৎ’ ‘এব’
 লোকঃ ‘মুক্তবন্ধঃ’ মুক্তো বদ্ধো ভববদ্ধো বস্য স এবমুক্তঃ ‘সন্’ ‘পরং’ ধর্ম
 ‘ব্রহ্মেৎ’ গচ্ছেৎ । ‘কিক’ ‘কৃতে’ সত্যযুগে ‘বিকুং’ ‘দ্বাপরভ্যঃ’ জনস্য তথা
 ‘ত্রেতায়াং’ ত্রেতাযুগে ‘মথৈঃ’ বজ্রাঘাতিঃ ‘বন্ধঃ’ জনস্য ‘সৎ’ কলং স্যাৎ
 তথা ‘বাপরে’ ‘পরিচর্য্যায়াং’ সেবারাং বৎ কলং লভ্যতে ‘ভৎ’ সর্গঃ কলঃ
 ‘হরিকীর্ণনাৎ’ এব ‘কলৌ’ ভবতি ॥ ৩০৯ ॥

হে রাক্ষস্ ! কলির দোষসমূহের মধ্যে এই একটা মহান্ গুণ, যে এক হরিনাম কীর্তনেই ভববন্ধযুক্ত হইয়া লোক পরম ধাম লাভ করিতে পারে । বিশেষতঃ সত্য যুগে বিষ্ণুর ধ্যান, ত্রেতাতে যজ্ঞাদিতে, এবং দ্বাপরে পরিচর্যা করিলে যে ফল লাভ হইয়া থাকে ; কলিযুগে এক হরিসংকীৰ্তন দ্বারা সে সমস্ত ফলই লাভ করিতে পারা যায় ॥ ৩০৯ ॥

তথাহি হরিতত্ত্ববিলাসস্য একাদশবিলাসে ঊনচত্বা-
রিংশদধিকদ্বিশতাক্ষরত বিষ্ণুপুরাণীয়ষষ্ঠাংশস্য দ্বিতীয়াধ্যা-
য়ীয় সপ্তদশ শ্লোকঃ •

‘ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞে ত্রেতায়াং দ্বাপরেহর্চয়ন্
যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সংকীৰ্ত্য কেশবং’ ॥ ৩১০ ॥

‘কৃতে’ সত্যযুগে ‘ধ্যায়ন্’ ধ্যানং কুর্কন্ সন্ ‘ত্রেতায়াং’ ‘যজ্ঞঃ’ করণৈঃ
‘দ্বাপরে’ ‘অর্চয়ন্’ সন্ লোকঃ ‘যৎ’ পদং ‘আপ্নোতি’ প্রাপ্নোতি ‘কলৌ’
কলিযুগে ‘কেশবং’ হরিং ‘সংকীৰ্ত্য’ হরিনামাদিসংকীৰ্তনাং ‘তৎ’ পদং
আপ্নোতি ॥ ৩১০ ॥

সত্যযুগে ধ্যান করিয়া, ত্রেতাতে যাগাদি করিয়া, এবং
দ্বাপরে পূজার্চনা করিয়া, লোকে যে ফল পায় ; কলি-
যুগে এক কেশবকীর্তনে তাহা লাভ হইয়া থাকে ॥ ৩১০ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে পঞ্চমাধ্যায়ে ত্রয়ো-
ত্রিংশৎ শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাচ্যং

‘কলিং সভাজয়ন্ত্যার্য্য গুণজ্ঞাঃ সারভাগিনঃ ।

যত্র সংকীৰ্তনে নৈব সৰ্ব্বস্বার্থোহপি লভ্যতে’ ॥ ৩১১ ॥

‘গুণজ্ঞাঃ’ কলে গুণঃ সংকীৰ্তনপ্রচাররূপং জানন্তি যে তে তথা ‘সার-
ভাগিনঃ’ দোষভাগং পরিত্যজ্য গুণাং প্রাপ্ত্যহিণঃ ‘আর্য্যঃ’ সাধবঃ ‘কলিং’

কলিযুগঃ 'সভাভরতি' প্রাশংসতি ভক্তগণমেব দর্শয়তি ইতিবাচকঃ । 'বহু' কনৌ 'সংকীৰ্ত্তনে' 'এব' সাধনাত্তরনিরপেক্ষেন ইত্যর্থঃ 'সর্বার্থঃ' 'অপি' সর্বব্যানাদিত্তি কৃত্যবিহু সাধনসাহচর্যৈঃ 'সভাতে' সুখ্য ইত্যর্থঃ । ৩১১ ।

কলিতে কেবল নামসংকীৰ্ত্তন দ্বারা সর্বার্থ সিদ্ধি হয় জানিয়া গুণজ্ঞ এবং সারগ্রাহী সাধু সকল কলিযুগের প্রাশংসা করিয়া থাকেন । ৩১১ ।

‘পূর্ববৎ লিখি হবে গুণাবতার গণ ;
অসংখ্য সংখ্য তার না হয় গণন ।
চারি যুগে অবতারের এইত গণন’ ।
গুনি ভজী করি তাঁরে গুহে সনাতন ।
রাজমন্ত্রী সনাতন বুঝে বৃহস্পতি ;
প্রভুর কপাতে পুছে অসম্বোধ মতি ।
‘অতি ক্ষুদ্র জীব মুক্তি নীচ নীচাচার ;
কেমনে জানিব কলিতে কোন্ অবতার ?’
প্রভু কহে ‘অভাবতার শাস্ত দ্বারা জানি ;
কলি অবতার তৈছে শাস্ত দ্বারা যানি ।
সর্বজ্ঞ মূনির বাক্যে শাস্ত প্রমাণ ;
জানি সব জীবের হয় শাস্ত দ্বারা জানি ।
অবতার নাহি কহে ‘জানি অবতার’ ;
মূনি সব জানি করে লক্ষণ বিচার ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে দশমাধ্যায়ে ত্রিংশৎ-
শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণঃ প্রতি যমলাজুনবাক্যং

‘যস্যাবতারো জাগ্রস্তু শরীরিষশরীরিণঃ ।

তৈস্তৈরভূত্যাতিশয়ে দৌৰ্ভেদে দেহিষসদৈতঃ’ ৩১২ ।

‘শরীরি’ দেহধারি’ বৎকৃষ্ণাভিত্যভিহু মথ্যে ইত্যর্থঃ ‘অশরীরিণঃ’
প্রাকৃতশরীরবর্জ্যহিতস্য শরীরি’ বর্তমানস্যানি ভক্তবর্জিতস্য ইত্যর্থঃ

‘যস্য’ ভগবতঃ ‘অবতারাঃ’ ‘তৈঃ’ ‘তৈঃ’ অনীৰ্বচনীযৈঃ অতএব ‘অতুল্যাভিশরৈঃ’ নাস্তি তুলাং অভিশরং চ যেথাং তৈঃ ‘বীৰ্যৈঃ’ প্রভাবৈরহুত-
চরিতৈ বঁ। ‘জ্ঞায়ন্তে’ মুনীভিরিতিশেষঃ। কীদৃশৈ বীৰ্য্যৈঃ ‘দেহিবু’ শরীর-
ধারিবু জীবৈবু ‘অসম্ভবৈঃ’ অসম্ভবৈঃ ॥ ৩১২ ॥

শরীরধারীদিগের মধ্যে বর্তমান থাকিয়াও যিনি শারী-
রিক ধর্ম রহিত ; সেই ভগবানের অবতার সকল, শরীরধারী-
দিগের পক্ষে অসম্ভব, অনির্বচনীয়, অহুত ও অতুলা বীৰ্য্য
পরাক্রমের দ্বারা কেবল জানা গিয়া থাকে ॥ ৩১২ ॥

‘স্বরূপ লক্ষণ আর তটস্থ লক্ষণ ;
এই দুই লক্ষণে বস্তু জানে’মুনিগণ ।
আকৃতি প্রকৃতি স্বরূপ, স্বরূপ লক্ষণ ;
কার্য্য দ্বারা জ্ঞান এই তটস্থ লক্ষণ ।
ভাগবতারম্ভে ব্যাস মঙ্গলাচরণে ;
পরমেশ্বর নিরূপিল এ দুই লক্ষণে ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে প্রথমোধ্যায় প্রথম-
শ্লোকে ব্যাসবাক্যং

‘জন্মাদ্যশ্চ যতোহম্ময়াদিতরতশ্চার্থেষুভিজ্ঞঃ স্বরাট্
তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহুস্তি যৎ সূরয়ঃ
তেজো বারি মুদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোহম্ময়া
ধাম্না শ্বেন সদা নিরন্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি’ ॥৩১৩॥

টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যঃ ১৮৪-১৮৫পৃঃ ১০২ শ্লোকে দেখ ॥ ৩১৩ ॥

‘এই শ্লোকে ‘পরং’ শব্দে কৃষ্ণ নিরূপণ ;
‘সত্যং’ শব্দে কহে তাঁর স্বরূপ লক্ষণ ।
বিষ-মৃষ্টাদি করি বৈষ্ণব ব্রহ্মাকে পড়াইল ;
অর্থাভিজ্ঞতা স্বরূপশব্দে) দ্বারা দূর কৈল ।
এই সব কার্য্য তাঁর তটস্থ লক্ষণ ;
অন্ত অবতার এইহে জানে মুনিগণ ।

‘অবতার কালে হয় অগত পৌচর;
 এ হুই লক্ষণে কেহ জানেন ঈশ্বর’ ।
 সনাতন কহে ‘বাতে ঈশ্বর লক্ষণ;
 গীতবর্ণ, কার্য্য প্রেম দান সংকীৰ্ত্তন ।
 কলিযুগে সেই কৃষ্ণাবতার নিশ্চয়;
 হৃদয় করিয়া কহ বাউক সংশয়’ ।
 প্রভু কহে ‘চতুরালি ছাড় সনাতন !
 শক্ত্যাবেশাবতারের স্তন বিবরণ ।
 শক্ত্যাবেশ অবতারের অসংখ্য গণন;
 দিগ্‌দরশন করি মুখ্য মুখ্য জন ।
 শক্ত্যাবেশ হুই রূপ—গৌণ, মুখ্য, দৈবিক;
 সাক্ষাৎ শক্ত্যে অবতার, আভাসে বিভূতি লিখি ।
 সনকাদি, নারদ, পৃথু, পরশুরাম;
 জীবরূপ ব্রহ্মার আবেশাবতার নাম ।
 বৈকুণ্ঠে শেব ধরা ধরয়ে অনন্ত;
 এই মুখ্যাবেশাবতার বিস্তারে নাহি অন্ত ।
 সনকাদ্যে জ্ঞানশক্তি, নারদে শক্তি ভক্তি;
 ব্রহ্মায় সৃষ্টি শক্তি, অনন্তে ভূধারণশক্তি ।
 শেবে শ্লেষন শক্তি, পৃথুতে পালন;
 পরশুরামে হুই নাশ বীৰ্য্য সঞ্চারণ ।

তথাহি লঘুভাগবতায়ুতে পূৰ্ব্বধণ্ডে আবেশপ্রকরণে
 চতুর্থশ্লোকে শ্রীসনাতনগোত্রামি বাক্যং

‘জ্ঞানশক্ত্যাদিকলয়া যত্রাবিষ্টো জনার্দনঃ ।

তয়াবেশা নিগদ্যন্তে জীবা এব মহোত্তমাঃ’ ॥ ৩১৪ ॥

‘জ্ঞানশক্ত্যাদিকলয়া’ জ্ঞানভক্ত্যাদিশক্তিপ্রকাশয়া হেতুত্বতয়া ‘যত্র’
 জীবেষু ‘জনার্দনঃ’ ভগবান্ ‘আবিষ্টো’ অবিষ্টো ভবেৎ তে ‘মহোত্তমাঃ’
 ‘জীবাঃ’ ‘এব’ তথাবিষ্টিতা জীবা এব ‘তয়া’ করণত্বতয়া ‘আবেশাঃ’ আবেশা-
 বতারা ‘নিগদ্যন্তে’ কথ্যন্তে ॥ ৩১৪ ॥

যে সকল জীবে জ্ঞানাদিশক্তি প্রকাশ করিয়া ভগবান্
তাহাদিগের মধ্যে প্রবিষ্ট হন; সেইরূপ প্রকাশহেতুই
ঐ সকল মহোত্তম জীবদিগকে আবেশাবতার কহা গিয়া
থাকে ॥ ৩১৪ ॥

‘বিতৃতি কহিয়ে বৈছে গীতা একাদশে ;
জগৎ ব্যাপিল কৃষ্ণ শক্তিভাবাবেশে । (১)

তথাহি শ্রীভগবদগীতায়াং দশমাধ্যায়ে একচত্বারিংশ-
শ্লোকে অৰ্জুনং প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যং

‘যদ্যদ্বিত্বভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদুর্জিতমেববা

তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোহংশসম্ভবং’ ॥ ৩১৫ ॥

হে অৰ্জুন! ‘যৎ’ ‘যৎ’ ‘সত্ত্বং’ বস্তুমাত্রং ‘বিতৃতিমৎ’ ঐশ্বর্যযুক্তং
‘শ্রীমৎ’ সম্পত্তিযুক্তং ‘উর্জিতং’ বলপ্রভাবাদ্যধিকং ‘এব’ ‘বা’ ‘তৎ’ ‘তৎ’
‘এব’ বস্তু ‘ত্বং’ ‘মম’ ‘তেজোহংশসম্ভবং’ প্রভাবাংশসম্ভূতং ‘অবগচ্ছ’
জানীহি ॥ ৩১৫ ॥

হে অৰ্জুন! ঐশ্বর্যযুক্ত, সম্পত্তিযুক্ত, বলপ্রভাবাদির
আধিক্যযুক্ত, যত বস্তু আছে; সে সকলকেই আমার
তেজোহংশসম্ভূত বিতৃতি বলিয়া জানিবে ॥ ৩১৫ ॥

তথাহি তত্রৈব দ্বিচত্বারিংশশ্লোকে অৰ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণ-
বাক্যং

‘অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবাজুন

বিষ্টিভ্যাঃ কিমিদং কৃৎস্ন মেকাংশেন হিতো জগৎ’ ॥ ৩১৬ ॥

টীকা ৩ ব্যাখ্যা আদি: ৪৭ পৃ: ৪৪ শ্লোকে দেখ ॥ ৩১৬ ॥

১ বিতৃতি...ভাবাবেশে—শ্রীভগবদগীতার একাদশাধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ ঐশ্বর্যশক্তি প্রকাশ
করিয়া অৰ্জুনকে বিধগ্নপ দেখাইয়াছিলেন; অৰ্জুন দেখিলেন যে ভগবৎ স্বরূপ মধ্যে বিধ-
গ্নাচর সকলই দ্বিষ্ট করিতেছে। ইহারই দ্বন্দ্বভাবাবেশের বিতৃতি।

‘এইত কহিল শক্ত্যাবেশ অবতার ;
 বাল্য পৌগণ্ড ধর্মের তনুহ বিচার ।
 কিশোর শেখর ধর্মী ব্রহ্মেন্দ্রনন্দন ;
 প্রকট লীলা করিবারে হবে করে নন ;
 আনৌ প্রকট করায় মাতা পিতা ভক্তগণে ;
 পাছে প্রকট হয় জন্মাদিক লীলাক্রমে ।

তথাহি ভক্তিরসামুতসিদ্ধৌ দক্ষিণবিভাগে বিভাবলহর্য্যাং
 সপ্তবিংশতি শ্লোকে শ্রীরূপ গোস্বামিবাক্যং

‘বয়সো বিবিধত্বেহপি সর্বভক্তিরসাত্মকঃ
 ধর্মী কিশোর এবাত্র নিত্যলীলাবিনাসবান্’ ॥ ৩১৭ ॥

‘বয়সঃ’ বয়োধর্মস্য ‘বিবিধত্বেহপি’ বাল্যপৌগণ্ডাদিবৈচিত্রেহপি
 ‘সর্বভক্তিরসাত্মকঃ’ ভগবান্ ‘অত্র’ বৃন্দাবনে ‘কিশোরঃ’ ‘ধর্মী’ আদিবোদ্ধ-
 বর্ববয়োধর্মী ‘এব’ সন্ ইত্যর্থঃ ‘নিত্যলীলাবিনাসবান্’ স্যাৎ ॥ ৩১৭ ॥

বাল্যপৌগণ্ডাদি বয়সের বৈচিত্র্য থাকিলেও সর্বভক্তি-
 রসাত্মক ভগবান্ বৃন্দাবনে কৈশোর ধর্মী হইয়া নিত্য-
 লীলা বিহার করিয়াছেন ॥ ৩১৭ ॥

‘পুত্নাবধানি যত লীলা কণে কণে ;
 সব লীলা নিত্য প্রকট করে অমুক্তনে ।
 অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তার নাহিক গণন ;
 কোন লীলা কোন ব্রহ্মাণ্ডে করে প্রকটন ।
 এই মত সব লীলা যেন গঙ্গাধার ;
 সে সে লীলা প্রকট করে ব্রহ্মেন্দ্রকুমার ।
 ক্রমে বাল্য পৌগণ্ড কৈশরতা প্রাপ্তি ;
 রাস আদি লীলা করে কৈশোরে নিত্য স্থিতি । (১)

১ যেন গঙ্গাধার—কৈশোরে নিত্যস্থিতি—গঙ্গাতীরের যেমন আদি অন্ত নাই ; সেইরূপ
 ভগবত্তীলাও অনন্ত ও নিত্য ; তাহার বিরাট নাই । কিন্তু সর্বদা এই সব লীলা হইলেও
 তিনি কখন পুরাতন হন না ; ভক্তের নিকট চির কিশোররূপে প্রতীয়মান হন ।

'নিত্যলীলা কৃষ্ণের সর্ব শাক্তে কর ;
 বৃষ্টিতে না পারি লীলা কেমনে নিত্য হয় ?
 দৃষ্টান্ত দিয়া কহি যদি তবে লোক জানে ;
 কৃষ্ণলীলা নিত্য, জ্যোতিষ্কক্র প্রমাণে ।
 জ্যোতিষ্কক্ষে সূর্য্য যেন ভ্রমে রাত্রি দিনে ;
 সপ্তদ্বীপাধু ধি লজ্জি ফিরে ক্রমে ক্রমে ।
 রাত্রি দিনে হয় বষ্টি দণ্ড পরিমাণ ;
 তিন সহস্র ছয় শত পল তার মান ।
 সূর্য্যোদয় হৈতে বষ্টি দণ্ড ক্রমোদয় ;
 সেই এক দণ্ড, অষ্ট দণ্ডে প্রহর হয় ।
 এক দুই তিন চারি প্রহরে অন্ত হয় ;
 চারি প্রহর রাত্রি গেলে পুনঃ সূর্য্যোদয় ।
 ঐছে কৃষ্ণের লীলা মণ্ডল চৌদ মনস্তরে ;
 ব্রহ্মাণ্ড মণ্ডল ব্যাপি ক্রমে ক্রমে ফিরে ।
 সপ্তাশত বৎসর কৃষ্ণের একট প্রকাশ ;
 তাহা বৈছে ব্রজপুরে করিলা বিলাস ।
 আলালচক্র প্রায় সেই লীলাচক্র ফিরে ;
 সব লীলা সব ব্রহ্মাণ্ডে ক্রমে উদয় করে ।
 জন্ম বাল্য পৌরুষ কৈশোর প্রকাশ ;
 পুতনা বধাদি করি মৌর্যলান্ত বিলাস ।
 কোন ব্রহ্মাণ্ডে কোন লীলার হয় অবস্থান ;
 তাতে নিত্য লীলা কহে আগম প্রাণ ।
 গোলোক গোকুল ধাম বিভূ কৃষ্ণ সম ;
 কৃষ্ণেচ্ছায় ব্রহ্মাণ্ডগণে তাহার সংক্রম ।
 অতএব গোলোকে কহি নিত্য বিহার ;
 ব্রহ্মাণ্ডগণে ক্রমে একট তাহার ।
 ব্রজে কৃষ্ণ সর্কস্বর্য্য একাশে পূর্বতম ;
 পুরীধরে, পরব্যোমে, পূর্বতর, পূর্ণ ।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিদ্ধৌ দক্ষিণবিভাগে বিভাব-
লহর্যাং দশাধিকশতশ্লোকে ত্রীরূপগোষামিবাক্যং

‘হরিঃ পূর্ণতমঃ পূর্ণতরঃ পূর্ণ ইতি ত্রিধা ।

শ্রেষ্ঠমধ্যাদিভিঃ সর্বৈর্ নাত্যোয়ঃ পরিকীর্তিতঃ’ ॥ ৩১৮ ॥

‘হরিঃ’ ভগবান্ ‘পূর্ণতমঃ’ সর্বশ্রেষ্ঠঃ ‘পূর্ণতরঃ’ মধ্যমঃ তথা ‘পূর্ণঃ’
কনিষ্ঠঃ ‘শ্রেষ্ঠমধ্যাদিভিঃ’ ‘সর্বৈঃ’ ‘তুগৈঃ’ ‘ত্রিধা’ ‘নাত্যোয়ঃ’ প্রকাশিতঃ ‘ইতি’
‘পরিকীর্তিতঃ’ কথিতঃ ॥ ৩১৮ ॥

ভগবান্ হরি পূর্ণতম, পূর্ণতর, ও পূর্ণ এইরূপ শ্রেষ্ঠ-
মধ্যাদি গুণ দ্বারা তিন প্রকারে প্রকাশিত হন বলিয়া কথিত
হইয়াছেন ॥ ৩১৮ ॥

তথাহি তত্রৈব একাদশাধিকশতশ্লোকে ত্রীরূপ-
গোষামিবাক্যং

‘প্রকাশিতাখিলগুণঃ স্মৃতঃ পূর্ণতমো বৃধৈঃ ।

অসর্বব্যঞ্জকঃ পূর্ণতরঃ পূর্ণোহন্নদর্শকঃ’ ॥ ৩১৯ ॥

‘প্রকাশিতাখিলগুণঃ’ প্রকাশিতাঃ অখিলাঃ অসংখ্যাঃ গুণাঃ যেন সঃ
অতএব ‘বৃধৈঃ’ পণ্ডিতৈঃ ‘পূর্ণতমঃ’ ‘স্মৃতঃ’ কথিতঃ । ‘পূর্ণতরঃ’ ‘অসর্ব-
ব্যঞ্জকঃ’ সর্বগুণপ্রকাশকো ন স্মাদিত্যর্থঃ ‘পূর্ণঃ’ ‘অন্নদর্শকঃ’ অন্নগুণ
প্রকাশকঃ স্মাৎ ॥ ৩১৯ ॥

পূর্ণতর বলিলে সকল গুণ প্রকাশ হয় না ; পূর্ণ বলিলে
অন্নগুণমাত্র প্রকাশিত হয় ; অতএব অখিলগুণ প্রকাশ
করেন বলিয়া পণ্ডিতেরা তাঁহাকে পূর্ণতম বলিয়া
থাকেন ॥ ৩১৯ ॥

তথাহি তত্রৈব দ্বাদশাধিকশতশ্লোকে ত্রীরূপ গোষামি-
বাক্যং

‘কৃষ্ণস্ত পূর্ণতমতা ব্যক্তাহুং গোহুলান্তরে ।

পূর্ণতা পূর্ণতরতা দ্বারকামধুরাদিষু’ ॥ ৩২০ ॥

‘কৃষ্ণ’ ভগবতঃ ‘পূর্ণতমতা’ মর্শোৎকর্ষতা ‘গোকুলান্তরে’ মাধুর্য্যপূর্ণ-
বৃন্দাবনমধ্যে ‘ব্যক্তা’ প্রকটিতা ‘অভূত’ ‘সারকামধুর্য্যাদিবু’ জ্ঞানৈশ্বর্য্যাদিমা-
দিবু ‘পূর্ণতা’ ‘পূর্ণতরতা’ চ ব্যক্তাভূতিতেশ্বয়ঃ ॥ ৩১০ ॥

শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণতমতা মাধুর্য্যপূর্ণ গোকুলধামে প্রকটিত ;
আর জ্ঞানৈশ্বর্য্যাদিবিষাণ্ড মধুরাদ্বারকাদিধামে পূর্ণতা ও পূর্ণ-
তরতা প্রকাশিত হইয়াছে ॥ ৩১০ ॥

‘এই কৃষ্ণ ব্রজে পূর্ণতম ভগবান্ ;
আর সব স্বরূপ পূর্ণতর পূর্ণ নাম ।
সংক্ষেপে কহিল কৃষ্ণের স্বরূপ বিচার ;
অনন্ত কহিতে নারে ইহার বিস্তার ।
অনন্ত স্বরূপ কৃষ্ণের নাহিক গণন ;
শাখাচঞ্জ জায় করি দিগ্‌দরশন’ ।
ইহা যেই শুনে পড়ে সেই ভাগ্যবান্ ;
কৃষ্ণের স্বরূপ তবের হয় কিছু জ্ঞান ।
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ ;
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ।

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে স্বরূপতত্ত্বরূপশ্রীভগবৎস্বরূপভেদ-
বিচারো নাম বিংশতিতমপরিচ্ছেদঃ ॥ ২০ ॥

একবিংশতি পরিচ্ছেদ ।

ঐহিকারম্ভ

অগত্যেকগতিং মহা হীনার্থাধিক সাধনং ।

শ্রীচৈতন্যং লিখাম্যস্ম মাধুর্য্যৈশ্বর্য্য শীকরং ॥ ৩২১ ॥

‘অগত্যেক গতিং’ অগতীনং গতিরহিতানং জ্ঞানানং একগতিং কেবলা-
ধররূপং ‘শ্রীচৈতন্যং’ ‘নন্দা’ নন্দকৃষ্ণ ‘অস্ম’ চৈতন্য ‘মাধুর্য্যৈশ্বর্য্যশীকরং’

মাধুর্য্যব্যাধাৎ কনিকাং 'লিখামি' । কীদৃশং চৈতন্যং 'হীনার্থাধিক্সাধনং'
হীনার্থানাং সৎসলহীনানাং অনান্যং অধিকং অতিশয়ঃ সাধনং সাধনরূপং
উপায়স্বরূপমিত্যর্থঃ ॥ ৩২১ ॥

নিঃসম্বলদিগের উপায় ও অগতিদিগের গতি শ্রীচৈ-
তন্ত্যকে নমস্কার করিয়া তাঁহার মাধুর্য্যময় ঐশ্বর্য্যকণিকা
লিখিতেছি ॥ ৩২১ ॥

অয় অয় শ্রীচৈতন্ত ! অয় নিত্যানন্দ !
অয়াবৈতচন্দ্র ! অয় গৌরভক্তবৃন্দ !
'সর্ব্বস্বল্পের ধাম পরব্যোম ধামে ;
পৃথক্ পৃথক্ বৈকুণ্ঠ, নাহিক গণনে ।
শত সহস্রাবৃত লক্ষ কোটি বোজন ;
এক এক বৈকুণ্ঠের বিস্তার বর্ণন ।
সব বৈকুণ্ঠ ব্যাপক আনন্দ চৈতন্য ;
পারিষদ বড়ৈচ্ছাৰ্য্যপূর্ণ সব হয় ।
অনন্ত বৈকুণ্ঠ ব্যোম যার দলশ্রেণী ;
সর্ব্বোপরি কৃকলোক কর্ণিকার গণি ।
এইমত বড়ৈচ্ছাৰ্য্য স্থান অবতার ;
ব্রহ্মা শিব অন্ত না পায় ; জীব কোন্ হার ?

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে চতুর্দশাধ্যায়ে এক-
বিংশতি শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি ব্রহ্মস্তুতিঃ

‘কো বেতি ভূমন্ ভগবন্ পরাশ্রন্
যোগেশ্বরোতী র্ভবত ত্রিলোক্যাং
কাহো কথং বা কতি বা কদেতি
বিস্তারয়ন্ ক্রীড়সি যোগমায়াং’ ॥ ৩২২ ॥

হে ‘ভূমন্’ অপরিচ্ছিন্ন হে ‘ভগবন্’ সর্বৈশ্বর্য্যযুক্ত ! হে ‘পরাশ্রন্’ সর্বাত্ত-
র্যামিন্ হে ‘যোগেশ্বর’ স্বাভাবিকযোগশক্তি। সর্বকালব্যাপক ! ‘ভবতঃ’ তব
‘ভীতীঃ’ ভীতিঃ ‘অহো’ বিস্ময়ে ‘ত্রিলোক্যাং’ মধ্যে ‘ক’ ক্ব ‘কথংবা’ ‘কতি’

কতিপয়সংখ্যা বা 'কদা বা' শ্রুতঃ 'ইতি' 'কঃ' জনঃ 'বেত্তি' জানাতি ন
কোহপীতার্থঃ স্বঃ 'যোগমায়াং' মহাস্বরূপশক্তিঃ 'বিস্তারয়ন্' সন্ 'ক্ৰীড়সি' ।
অচিন্ত্যং তব মায়াবৈভবমিত্যিতিভাষঃ ॥ ৩২২ ॥

হে ভূমন্ ! ভগবন্ ! পরাঙ্গন ! যোগেশ্বর ! ত্রিলোকী-
মধ্যে কবে, কোথায়, কি প্রকারে, কত লীলা আপনি প্রকাশ
করেন ; তাহা কে জানিতে পারে ? আপনি যোগমায়া বিস্তার
করিয়া নিয়তই ক্রীড়া করিতেছেন ॥ ৩২২ ॥

‘এইমত কৃষ্ণের দিব্য সঙ্গুণ অনন্ত ;

ব্রহ্ম শিব সনকাদি না পায় যার অন্ত ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে চতুর্দশাধ্যায়ে সপ্তম-
শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণঃ প্রতি ব্রহ্মবাক্যং

‘গুণান্ননস্তেহপি গুণান্ বিমাতুং

হিতাবতীর্ণস্ত ক ঈশিরেহস্ম

কালেন যৈ র্বা বিমিতাঃ স্ককন্মৈ

ভূপাংশবঃ খে মিহিকা দ্যুভাসঃ’ ॥ ৩২৩ ॥

‘গুণান্ননঃ’ গুণানামান্ননঃ গুণাবিষ্ঠাতুঃ ‘তে’ তব ‘গুণান্’ ‘বিমাতুং’
এতাবস্ত ইতি গণরিতুং ‘কে’ জনাঃ ‘ঈশিরে’ সমর্থ্য বভূবুঃ কথন্তু তত্ তব
‘অস্ত’ বিশ্বস্ত ‘হিতাবতীর্ণস্ত’ হিতায় পালনার বহুগুণাবিকারেণ অবতীর্ণস্ত ।
‘বা’ বিতর্কে ‘স্ককন্মৈঃ’ অতিনিপুণৈঃ বৈঃ ‘কালেন’ বহুজন্মনা কালেন
‘ভূপাংশবঃ’ পৃথিব্যাঃ পরমাণবঃ ‘বিমিতাঃ’ বিশেষেণ গণিতাঃ ভবেয়ুঃ ; তথা
‘খে’ আকাশে ‘মিহিকাঃ’ হিমকণাঃ ‘অপি’ তথা ‘দ্যুভাসঃ’ দিবি নক্ষত্রাদি
কিরণপরমার্ণবোহপি গণিতাঃ ভবেয়ুঃ তথাপি তব গুণান্ বিমাতুং ন সমর্থ্য
বভূবুঃ রিত্যর্থঃ ॥ ৩২৩ ॥

হে দেব ! আপনি সকলগুণের অধিষ্ঠান ভূমি ; অশেষ-
গুণাবিকার করতঃ জগতের হিতের নিমিত্ত অবতীর্ণ হইয়া-
 থাকেন ; কে আপনার গুণ পরিমাণ করিতে সমর্থ হইবে ?
অতিনিপুণ ব্যক্তিগণ বহুজন্মে ও কালে বরং পৃথিবীর পর-

মাণু, আকাশের হিমকণা এবং নক্ষত্রাদির পরিমাণ করিতেও সমর্থ হইতে পারেন ; তথাচ তাঁহার। আপনার গুণপরিমাণ করিতে সমর্থ হন না ॥ ৩২৩ ॥

‘ব্রহ্মাদি রহ সহস্রবদনে অনন্ত

নিরন্তর গায় মুখে না পায় গুণের অন্ত ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে সপ্তমাধ্যায়ে চত্বারিংশ-
শ্লোকে নারদং প্রতি ব্রহ্মবাক্যং

‘নাস্তং বিদাম্যাহমসী মুনয়োহগ্রজাস্তে

মায়াবলস্ত পুরুষস্ত কুতোহবরা যে

গায়ন্ গুণান্ দশশতানন আদিদেবঃ

শেষোহধুনাপি সমবস্ততি নাস্ত পারং’ ॥ ৩২৪ ॥

হে নারদ ! ‘পুরুষস্ত’ ভগবতঃ ‘মায়াবলস্ত’ যন্মায়াবলং তস্ত ‘অন্তং’ ‘অহং’ ব্রহ্মা ‘ন’ ‘বিদামি’ ন বেদ্বি ‘তে’ তব ‘অগ্রজাঃ’ ‘অসী’ ‘মুনয়ঃ’ ন বিদন্তি ইতিশেষঃ ‘অবরাঃ’ পশ্চাজ্জাতাঃ ‘যে’ জনাঃ ‘কুতঃ’ কথং বেদিয্যন্তি ? ‘দশশতাননঃ’ দশশতানি আননানি মুখানি यस্য সঃ ‘আদিদেবঃ’ ‘শেষঃ’ অনন্তঃ ‘অস্য’ ভগবতঃ ‘গুণান্’ ‘গায়ন্’ সন্ ‘অধুনাপি’ ‘পারং’ ‘ন’ ‘সম বস্ততি’ ন প্রাপ্নোতি ॥ ৩২৪ ॥

হে নারদ ! আমি ব্রহ্মা ও তোমার অগ্রজ মুনিগণ সেই ভগবানের মায়াবলের অন্ত জানিতে পারি নাই ; পশ্চাৎ জাত ব্যক্তিগণ কিরূপে জানিবে ? আদিদেব অনন্ত সহস্র-বদনে চিরকাল তাঁহার গুণগান করিতেছেন ; এখনও তাহার পার প্রাপ্ত হন নাই ॥ ৩২৪ ॥

‘সেহো রহ সর্বজ পিরোমনি শ্রীকৃষ্ণ ;

নিজ গুণের অন্ত না পান, হরেন সত্বক ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে সপ্তাশীতিতমাধ্যায়ে সপ্ত-
ত্রিংশৎ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণমুদ্दिश्य ऋतिवाक्यং

‘দ্যুপতয় এব তে ন যযুরন্তমনস্ততয়া
ত্বমপি যদন্তরাণ্ডনিচয়া ননু সাবরণাঃ
খ ইব রজাংসি বাস্তি বয়সা সহ যচ্ছ তয়
ত্বয়ি হি ফলন্ত্যতম্মিরসনেন ভবম্মিধনাঃ’ ॥ ৩২৫ ॥

হে ভগবন্ ! ‘তে’ তব ‘অন্তঃ’ নীমানঃ ‘দ্যুপতয়ঃ’ স্বর্গাদিলোকপতর
ব্রহ্মাদয়ঃ ‘এব’ ‘ন’ ‘যযুঃ’ ন প্রাপুঃ কথং ? ‘অনস্ততয়া’ যদন্তবৎ বস্ত তৎ
কিমপি ন ভবসি তে তু অন্তবস্তঃ অতঃ কথং তে তবাস্তঃ প্রাপ্যন্তীতি ভাবঃ ।
‘যৎ’ যস্য তব ‘অন্তরা’ মধ্যে ‘ননু’ অহো ‘সাবরণাঃ’ উত্তরোত্তরদশগুণ-
সপ্তাবরণযুতাঃ ‘অণ্ডনিচয়াঃ’ ব্রহ্মাণ্ডসমূহাঃ ‘বাস্তি’ পরিভ্রমন্তি ‘বয়সা’
কালচক্রেণ ‘খে’ আকাশে ‘রজাংসি’ রেণবঃ ‘ইব’ ‘সহ’ একদৈব নতু
পর্যায়ক্রমেণ । ‘যৎ’ যদ্বাদেবং অতঃ ‘ঋতয়ঃ’ ‘ত্বয়ি’ ‘হি’ নিশ্চিতং
‘ফলন্তি’ সফলা ভবন্তি তাত্পর্যাবৃত্ত্যা পর্যাবসন্তি নতু সাক্ষাৎ বদন্তি কীদৃশাঃ
অতম্মিরসনেন’ ন তৎ ইতি পরিত্যাগেন অন্তদেব তষিদিতিাদখ্য বিদিতাদভ্য্রত,
ধর্মাদভ্য্রতাসাং কৃতাকৃত্যং অস্থলমনণু ইত্যাদি প্রকারেণ লক্ষণ্যাচ ‘ভব-
ম্মিধনাঃ’ ভবতি ত্বয়ি নিধনং সমাপ্তির্ধাসাং তাঃ ভবমসীত্যাদয় ত্বয়ি পর্য-
বসন্তীতি ভাবঃ ॥ ৩২৫ ॥

হে ভগবন্ ! আপনি অনন্ত ; স্ততরাং দেবগণও আপনার
অন্ত পান নাই । আকাশে পরমাণুভ্রমণের ন্যায় সাবরণ
ব্রহ্মাণ্ডসকল কালচক্রে সহিত আপনার অন্তরে বৃগপৎ
বিচরণ করিতেছে । অতএব ঋতিসকল আপনার কথা
‘তম্ম’ ‘তম্ম’ করিয়া বলিয়া শেষ করিতে না পারিয়া অবশেষে
আপনাতেই পর্যাবসিত হয় ॥ ৩২৫ ॥

‘সেহো রহ ব্রজে যবে কৃক অবতার ;

ভায় চরিঅ বিচারিতে যন না পায় পায় ।

‘প্রাকৃতপ্রাকৃত নৃটি কৈল এককণে ; (১)

অশেষ বৈকুণ্ঠজাও স্ববনাথ সনে ।

এমত অন্তর নাহি ওনিরে অকৃত ;

বাহারপ্রবণে চিত্ত হয় অবধূত ।

কৃষ্ণের বৎসের সংখ্যাতে শুকদেব বাণী ;

কৃষ্ণ সঙ্গে কত গোপ ? সংখ্যা নাহি জানি ।

একেক গোপ করে যে বৎস চারণ ;

কোটি অর্কুণ্ড পদ্ম সংখ্যা তাহার গণন ।

বেজ বেণু দল শৃঙ্গ বস্ত্র অলঙ্কার ;

গোপ গণের যত তার নাহি লেখা পার ।

সবে হৈলা চতুর্ভুজ বৈকুণ্ঠের পতি

পৃথক্ পৃথক্ ব্রহ্মাণ্ডের ; ব্রহ্মা করে স্তুতি ।

এক কৃষ্ণ দেহ হৈতে সবার প্রকাশে ;

ক্ষণেকে সবাই সেই শরীরে প্রবেশে ।

ইহা দেখি ব্রহ্মা হৈলা মোহিত বিম্বিত ;

স্ততি করি এই পাছে করিলা নিশ্চিত :—

“যে কহে কৃষ্ণের বৈভব মুক্তি সব জানৌ ;

সে আনন্দ ; কায় মনে মুক্তি এই মানৌ—

১ প্রাকৃতপ্রাকৃত নৃটি ইত্যাদি—এক দিন গোপবালকদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণ পুলিন-
ভোজন করিতে ছিলেন ; ইতিমধ্যে তাঁহাদের গাভীবৃষ দুর্বনে গমন করায় বালকগণ
চিন্তিত হইলেন ; তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের নিঃশব্দে ভোজনকরিতে বলিয়া আপনি
গাভী আনিতে গমন করিলেন ; এদিকে ব্রহ্মা মায়াবলে দুর্বনহিত গাভীবৎস ও পুলিন-
ভোজনে উপবিষ্ট বালকদিগকে হরণ করিয়া লইয়া গেলেন । ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাহা জানিতে
পারিয়া সেইরূপ গোবৎস ও বালকবৃন্দ যোগবলে নৃটি করিয়া পূর্ববৎ ক্রীড়া করিতে লাগি-
লেন ; এইরূপে সন্ধ্যাসর অভীত হইয়া গেল । ব্রহ্মা যখন যমুনা পুলিনে আসিয়া আহরিভ
গোপবালক ও গোবৎস লইয়া কৃষ্ণকে ক্রীড়া করিতে দেখিলেন ; তখন তাঁহার মোহ উপস্থিত
হইল ও তিনি এক আশ্চর্য্য দৃষ্ট দেখিলেন ; সন্ধ্যার বৎস ও বৎসপাল তথা বটি, শূন, বেণু
প্রভৃতি সমস্তই চতুর্ভুজ বিকৃষ্ণধারী হইয়াছেন ; ও সমস্ত বিশ্বচরাচর তাঁহাদিগের উপাসনা
করিতেছে । ব্রহ্মা তখন আনন্দে বিহ্বল হইয়া ভগবানের স্তুতিপাঠ করিতে লাগিলেন ।
ভাগবত ১০ম স্কন্ধ ১০।১১ অধ্যায় দেখ ।

“এই যে তোমার অনন্ত বৈভবামৃত সিদ্ধ ;

মোর বাঞ্ছানোগমা নহে এক বিন্দু ।”

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে চতুর্দশাধ্যায়ে ষট্‌ত্রিংশৎ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণঃ প্রতি ব্রহ্মবাক্যং

‘জানন্তু এব জানন্তু কিং বহুত্বা ন মে প্রভো

মনসো বপুষো বাচো বৈভবং তব গোচরঃ’ ॥ ৩২৬ ॥

হে ‘প্রভো’ ‘বহুত্বা’ বহু বাক্ প্রয়োগেন ‘কিং’ কলং ; ‘জানন্তুঃ’ তব বৈভবং জানীম ইতি কথরন্তঃ জনাঃ ‘জানন্তু’ ‘এব’ । ‘তব’ ‘বৈভবং’ মহিমা তু ‘মে’ মম ‘মনসঃ’ ‘বপুষঃ’ শরীরস্য ‘বাচঃ’ বাক্যস্য ‘ন’ ‘গোচরঃ’ বিষয়ঃস্তাৎ ॥ ৩২৬ ॥

হে প্রভো ! বাক্ বাহুল্যে প্রয়োজন কি ? যাঁহারা বলেন যে তোমার মহিমা জানিয়াছি ; তাঁহারা জানুন ; কিন্তু তাহা আমার কায়মনোবাক্যের বিষয় নহে ॥ ৩২৬ ॥

‘কৃষ্ণের মহিমা বহু ; কেবা তার জ্ঞাতা ?

বৃন্দাবন স্থানের দেখ আশ্চর্য্য বিভূতা !

বোল কোশ বৃন্দাবন শাস্ত্র পরকাশে ;

তার এক দেশে ব্রহ্মাণ্ডজাগরণ ভাসে ।

অপার ঐশ্বর্য্য কৃষ্ণের নাহিক গণন ;

শাখাচন্দ্র ভায় করি দিগ্‌ দরশন’ ।

ঐশ্বর্য্য কহিতে ফুরিল ঐশ্বর্য্য সাগর ;

মনেন্দ্রিয় ডুবিল, প্রভু হইল কাঁকর ।

ভাগবতের এই শ্লোক পড়িলা আপনে ;

অর্থ্‌ আশ্বাদিতে সুখে করেন ব্যাখ্যান্যে ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়ে এক-
বিংশতি শ্লোকে বিদূরং প্রতি উদ্ধববাক্যং

‘স্বয়ম্ভুসাম্যাতিশয়ন্ত্যধীশঃ

স্বারাজ্যলক্ষ্ম্যাণ্ডসমস্তকামঃ

বলিং হরন্তিচ্চিরলোকপালৈঃ

কিরীটকোটিভিতপাদপীঠঃ' ॥ ৩২৭ ॥

‘যঃ’ শ্রীকৃষ্ণঃ ‘স্বয়ং’ ‘তু’ এবংভূতঃ তস্য তৎকৈবল্যং নোহস্মান্ বিম্বা-
পরভৌতাস্তরেণাশ্রয়ঃ । কীদৃশঃ সঃ ? ‘অসাম্যাতিশয়ঃ’ ন বিদ্যতে সাম্যং
কিমুতাতিশয়ো यस্য সঃ সমপেক্ষানাস্য সাম্যমতিশয়শ্চ নাস্তীত্যর্থঃ । তত্র
হেতবঃ ‘জ্যাদীশঃ’ জরাগাং পুরুষাণাং লোকানাং গুণানাং দৈশঃ ; পুনঃ
‘স্বারাজ্যলক্ষ্ম্যাপ্তসমস্তকামঃ’ স্বৈরঃশৈর্ভক্তৈঃ শক্তিভিলীলাভিরৈবৈধ্য
মধুৈধ্যশ্চ রাজত ইতি তস্য ভাবঃ স্বারাজ্যং তদেব লক্ষী স্তয়া হেতুনা আশ্রাঃ
প্রাপ্তাঃ সমস্তাঃ কামা যঃ সঃ পরমানন্দস্বরূপসম্পট্টৈব প্রাপ্তসমস্তভোগঃ
‘বলিং’ করং অর্হণং বা ‘হরন্তিঃ’ সমর্পয়ন্তিঃ ‘চিরলোকপালৈঃ’ চিরকালীন-
লোকপালৈঃ কোটি ব্রহ্মাণ্ডেবু সৃজন্তিঃ ব্রহ্মভিঃ পালয়ন্তিঃ বিকৃন্তিঃ সংহরন্তিঃ
কৃত্তৈঃ ধারয়ন্তিঃ শেবৈরিত্তিভাবঃ পুনঃ- ‘কিরীটকোটিভিতপাদপীঠঃ’ কিরীটা-
শ্রেণে ভিত্তিতং স্তভং পাদপীঠং यस্য সঃ প্রণমতাং কিরীটসংঘট্টধ্বনিরেব স্ততি-
ত্বেনোৎপ্রেক্ষ্যতে ॥ ৩২৭ ॥

সেই শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ত্রিলোকেশ্বর ; তাঁহার সমান বা তাঁহা
অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কেহ নাই ; আনন্দলক্ষ্মীপ্রাপ্তিহেতু তিনি
সমস্তভোগৈশ্বর্য লাভ করিয়াছেন ; লোকপালসকল
তাঁহাকে পূজোপহার সমর্পণ পূর্বক প্রণত হইলে তাহাদের
কিরীটাগ্র তাঁহার পাদপীঠে স্পৃষ্ট হইয়া ধ্বনিত হওয়ায়
নিরন্তর তাঁহার বন্দনা হইয়া থাকে ॥ ৩২৭ ॥

‘পরম দৈশ্বর কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ ;

তাতে বড়, তাঁর সম, কেহ নাহি আন ।

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াং পঞ্চমাধ্যায়ে প্রথমশ্লোকঃ

‘দৈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ ।

অনাদিরাদিগৌবিন্দঃ সর্বকারণকারণং’ ॥ ৩২৮ ॥

টাকা ও ব্যাখ্যা আদিঃ ৬৬ পৃঃ ৪৫ শ্লোকে দেখ ॥ ৩২৮ ॥

‘ব্রহ্মা বিষ্ণু হর এই ত্রয়্যাদির ঈশ্বর ;
তিন আচ্ছাকারী কৃষ্ণের, কৃষ্ণ অধীশ্বর ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে ষষ্ঠাধ্যায়ে ত্রিংশৎ-
শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণঃ প্রতি ব্রহ্মবাক্যং

‘স্বজামি তন্নিযুক্তোহহং হরো হরতি তদ্বশঃ ।

বিশ্বং পুরুষরূপেণ পরিপাতি ত্রিশক্তিশ্রুত’ ॥ ৩২৯ ॥

টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যঃ ৩০৪ শ্লোকে ৪২৮ পৃঃ দেখ ॥৩২৯॥

‘অসামান্ত অধীশ্বরের অর্থ শুন আর ;
জগতকারণ তিন পুরুষাবতার—
মহাবিষ্ণু, পদ্মনাভ, ক্ষীরোদক স্বামী ;
এই তিন হূল স্বক সর্ব অন্তর্ধামী ।
এই তিন সর্বাংশর জগত ঈশ্বর ;
এহো কলা অংশ যার—কৃষ্ণ অধীশ্বর ।

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াং পঞ্চমাধ্যায়ে চতুঃপঞ্চাশৎ-
শ্লোকঃ

‘যত্শ্রুতকনিখসিতকালমথাবলম্ব্য
জীবন্তিলোমবিলজ্জ। জগদশুনাথাঃ
বিষ্ণু ম’হান্ স ইহ যত্শ্রু কলাবিশেষো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি’ ॥ ৩৩০ ॥

টীকা ও ব্যাখ্যা আদিঃ ১৭৯ পৃঃ ১৩১ শ্লোকে দেখ ॥ ৩৩০ ॥

‘এই অর্থ বাহু, গুহ অর্থ শুন আর ;
তিন আবাস স্থান কৃষ্ণের শাস্ত্রে খ্যাতি বার ।
অন্তঃপুর গোলোক শ্রীকৃষ্ণাবন ;
বাহা নিত্যস্থিতি মাতা পিতা বহুসং ।
মধুর ঐশ্বর্য্য মাহুর্ষ্য কৃপাদি ভাণ্ডার ;
যোগমায়া দাসী বাহা দাসাদি লীলা সার ।

তথাহি গৌতমিপাদোক্তশ্লোকঃ

‘করুণানিকুরম্বকোমলে মধুরৈশ্বৰ্য্যাবিশেষশালিনি

জয়তি ব্রজর জনন্দেন নহি চিন্তাকণিকাভ্যাদেতি নঃ’ ॥৩৩১॥

‘ব্রজরাজনন্দনে’ নন্দনন্দনে ‘জয়তি’ সতি ‘নঃ’ অস্মাকং ব্রজজনানা-
মিত্যর্থঃ ‘চিন্তাকণিকা’ অস্মাপি চিন্তা ‘হি’ নিশ্চিতং ‘ন’ ‘অভ্যাদেতি’ ।
কীদৃশে ‘করুণা নিকুরম্বকোমলে’ করুণাসমূহেন হেতুনা কোমলে কোমল-
স্বভাবে পুনঃ ‘মধুরৈশ্বৰ্য্যাবিশেষশালিনি’ মাধুর্য্যমিশ্রিতৈশ্বৰ্য্যাবিশেষ
যুক্তে ॥ ৩৩১ ॥

করুণাকোমল ও মাধুর্য্যৈশ্বৰ্য্যশালী ব্রজরাজনন্দনের
জয়ন্তী যখন বর্ধিত হইতেছে ; তখন আমাদের অল্পমাত্র
চিন্তারও কারণ নাই ॥ ৩৩১ ॥

‘তার তলে পরব্যোম বিকুলোক নাম ;

নারায়ণ আদি অনন্তস্বরূপের ধাম ।

মধ্যম আবাস কুণ্ডের বড়ৈশ্বৰ্য্য ভাণ্ডার ;

অনন্ত স্বরূপে বাঁহা করেন বিহার ।

অনন্ত বৈকুণ্ঠ বাঁহা ভাণ্ডার কোঠরী ;

পারিষদগণ বড়ৈশ্বৰ্য্য আছে ভরি ।

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াং পঞ্চমাধ্যায়ে ঊনপঞ্চাশৎ শ্লোকঃ

‘গোলোকনাম্নি নিজধাম্নি তলে চ তন্ত

দেবীমহেশহরিধামসু তেহু তেহু

তে তে প্রভাবনিচয়া বিহিতাশ্চ যেন

গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি’ ॥ ৩৩২ ॥

‘গোলোকনাম্নি’ ‘নিজধাম্নি’ ভগবান্ স্বরম্বেব বিরাজতে ইতিশেষঃ ‘তন্তচ’
ধায়ঃ ‘তলে’ নিরে ‘তেহু’ ‘তেহু’ তন্তৎনামভি বিদিত্তেহু ‘দেবীমহেশহরি-
ধামসু’ ‘তে’ ‘তে’ ‘প্রভাবনিচয়াঃ’ দেব্যাদিনামধেয়াঃ দেবসমূহাঃ ‘যেন’
ভগবতা ‘বিহিতাঃ’ প্রতিষ্ঠিতাঃ ‘তং’ ‘আদিপুরুষং’ ‘গোবিন্দং’ ‘অহং’
‘ভজামি’ ॥ ৩৩২ ॥

গোলোকধামই ভগবানের নিজধাম ; তাহার নিম্নে দেবী মহেশ ও হরিধামে যিনি তত্তৎ নামধেয় দেবগণকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন ; সেই আদিদেব গোবিন্দের আমি ভজনা করি ॥ ৩৩২ ॥

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে পূর্বখণ্ডে শ্রীবিষ্ণোর্ধামকথনে সপ্তাশীত্যক্ধৃতপাদ্যোত্তরখণ্ডঃ

‘প্রধানপরমব্যোমরস্তুরে বিরজানদী

বেদাঙ্গশ্বেদজনিতৈ স্তোয়ৈঃ প্রস্রাবিতা শুভা’ ॥৩৩৩॥

‘প্রধানপরমব্যোমঃ’ গোলোকস্য ‘অন্তরে’ মধ্যে ‘বিরজা’ নাম্নী ‘নদী’ ‘বেদাঙ্গশ্বেদজনিতৈঃ’ বেদানাং অঙ্গাং নিঃসৃতঃ যঃ শ্বেদ স্তেন উৎপাদিতৈঃ ‘স্তোয়ৈঃ’ জনৈঃ ‘শুভা’ শোভনা সতী ‘প্রস্রাবিতা’ প্রবাহিতা ॥ ৩৩৩ ॥

সর্বশ্রেষ্ঠপরমব্যোম অর্থাৎ গোলোক মধ্যে বিরজা নাম্নী শোভনানদী বেদাঙ্গশ্বেদজলে প্রবাহিতা হই-
তেছে ॥ ৩৩৩ ॥

তথাহি তত্রৈব বিষ্ণোর্ধামকথনে অষ্টাশীত্যক্ধৃত পাদ্যোত্তরখণ্ডঃ

‘তস্মাঃ পারে পরব্যোম ত্রিপাদ্বুতং সনাতনং

অমৃতং শাস্বতং নিত্যমনন্তং পরমং পদং’ ॥ ৩৩৪ ॥

‘তস্যঃ’ বিরজায়াঃ ‘পারে’ তীরোপাঙ্গে ‘সনাতনং’ ব্রহ্মরং ‘পরব্যোম’ নাম ধাম বিরাজতে কীদৃশং ‘ত্রিপাদ্বুতং’ ত্রিপাদৈশ্বর্য্যাসংযুক্তং ‘অমৃতং’ অমর-
ধাম ‘শাস্বতং’ ‘নিত্যং’ ‘অনন্তং’ ‘পরমং’ ‘পদং’ উৎকৃষ্ট স্থানং ॥ ৩৩৪ ॥

বিরজার পারে ত্রিপাদৈশ্বর্য্যযুক্ত সনাতন ধাম আছে ;
উহা অমৃত, শাস্বত, নিত্য, অনন্ত এবং উৎকৃষ্ট ॥ ৩৩৪ ॥

‘তার তলে বাহ্যাবাস বিরজার পার ;
 অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড বাঁহা কোঠরী অপার ।
 দেবীধাম নাম তার, জীব যার বাসী ;
 জগলক্ষ্মী রাখে, বাঁহা রহে মায়ী দাসী ।
 এই তিন ধামে রহয়ে কৃষ্ণ অধীশ্বর ;
 গোলোক পরব্যোম প্রকৃতির পর ।
 চিচ্ছক্তি বিভূতি ধাম ত্রিপাদৈশ্বর্য নাম ;
 মায়িক বিভূতি একপাদ অভিধান ।

তথাহি লঘুভাগবতান্মতে পূর্বখণ্ডে ত্রিপাদভূমিকথনে
 চতুর্থাঙ্কধ্বতপাদ্যোত্তরখণ্ডঃ

‘ত্রিপাদিভূতে ধামত্বাৎ ত্রিপাদভূতং হি তৎ পদং ।
 বিভূতি মায়িকী সর্ব্বা প্রোক্তা পাদাঙ্গিকা যতঃ’ ॥ ৩৩৫ ॥

‘ত্রিপাদিভূতেঃ’ ত্রিপাদৈশ্বর্যস্য ‘ধামত্বাৎ’ হেতুভূতাৎ ‘তৎপদং’ তস্য
 ভগবতঃ স্থানং ‘হি’ নিশ্চিতং ‘ত্রিপাদভূতং’ কথিতং । ‘যতঃ’ যন্মাৎ ‘সর্ব্বা’
 ‘মায়িকী’ নাম্যাস্বকীয়া ‘বিভূতিঃ’ ঐশ্বর্য্যঃ ‘পাদাঙ্গিকা’ একপাদা ‘প্রোক্তা’
 কথিতা ॥ ৩৩৫ ॥

ত্রিপাদিভূতির ধাম বলিয়া ভগবানের স্থানকে ত্রিপা-
 দভূত বলা যায় ; আর সর্ব্ব প্রকার মায়িকবিভূতি পাদাঙ্গিকা
 মাত্র ॥ ৩৩৫ ॥

‘ত্রিপাদ বিভূতি কৃষ্ণের বাক্য অগোচর ;
 এক পাদ বিভূতির গুনহ বিস্তার ।
 অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের যত ব্রহ্মাকল্পগণ ;
 ‘চিরলোকপাল’ শব্দে তাহার গণন ।
 একদিন যারকাতে কৃষ্ণ দেখিবারে
 ব্রহ্মা আইলা ; যারপাল জানাইল কৃষ্ণেরে ।
 কৃষ্ণ কহেন “কোন ব্রহ্মা ? কি নাম তাহার ?”
 যারী আসি ব্রহ্মাকে পুছরে আর যার ।

'বিস্মিত হইয়া ব্রহ্মা দ্বারীকে কহিল ;
 "কহ গিয়া লনকণিতা চতুর্দ্বার আইল ।"
 কহে আনাইয়া দ্বারী ব্রহ্মা লয়ে গেলা ;
 কহের চরণে ব্রহ্মা দণ্ডবৎ কৈলা ।
 কহ মান্য পূজা করি তাঁরে প্রায় কৈল ;
 "কি লাগি তোমার ইহা আগমন হৈল ?"
 ব্রহ্মা কহে "তাহা পাছে করিব নিবেদন ;
 এক সংসার মনে হয়, করহ ছেদন ।
 "কোন্ ব্রহ্মা" পুছিলে তুমি কোন্ অভিপ্রায়ে ?
 আমি বহি অগতে আর কোন্ ব্রহ্মা হয়ে ?"
 শুনি হাসি কহ তবে করিলেন ধ্যানে ;
 অসংখ্য ব্রহ্মার গণ আইল ততক্ষণে ।
 দশ বিংশ শত সহস্রাবৃত লক্ষ বদন ;
 কোট্যর্কুণ মুখ কারো না বার গণন ।
 ক্রতুগণ আইলা লক্ষ কোটি বদন ;
 ইন্দ্রগণ আইলা লক্ষ কোটি নয়ন ।
 দৈব চতুর্দ্বার ব্রহ্মা কাঁকর হইল ;
 হস্তীগণ মধ্যে যেন শশক রহিল ।
 আসি সব ব্রহ্মা কহ গানপীঠ আগে
 দণ্ডবৎ করি পড়ে ; মুকুট পীঠে লাগে ।
 কহের অচিন্ত্য শক্তি লিখিতে কেহ নারে :
 যত ব্রহ্মা তত মূর্তি একই শরীরে ।
 গানপীঠ মুকুটের সংঘটে উঠে ধ্বনি ;
 গানপীঠে ভক্তি করে মুকুট হেন জানি ।
 বোড়হাতে ব্রহ্মাক্রান্তি করয়ে শুভন ;
 "বড় কৃপা কৈলে প্রভু ! দেখাইলে চরণ ।
 ভাগ্য ! মোরে বোলাইলা দাস অদ্বী করি ;
 কোন্ আজ্ঞা কর ? তাহা করি নিরে ধরি ।"
 কহ কহে "তোমা সবার বেধিতে চিত্ত হৈল ;
 তাহা লাগি এক ঠাকুরি সব বোলাইল ।

“হুখী হও সবে ; কিছু নাহি দৈত্য ভয় ?”
 তারা কহে “তোমার প্রসাদে শরীরই ভয় ।
 সংপ্রতি পৃথিবীতে বেবা হৈত ভয় ;
 অবতীর্ণ হঞা তাহা করিলে সংহার ।”
 দ্বারকা দি বিভূতির এইত প্রমাণ ;
 “আমারি ব্রহ্মাণ্ডে কুক” সবার হৈল জ্ঞান ।
 কুক সহ দ্বারকা বৈভব অমৃতব হৈল ;
 একত্র মিলনে কেহ কাহ না দেখিল ।
 তবে কুক সব ব্রহ্মাগণে বিদায় দিলা ;
 দণ্ডবৎ হঞা সবে নিজ ঘরে গেলা ।
 দেখি চতুর্দ্বার ব্রহ্মার হৈল চমৎকার !
 কুকের চরণে আসি কৈল নমস্কার ।
 ব্রহ্মা বলে “পূর্বে আমি যে নিশ্চয় করিল ;
 তার উদাহরণ আমি আজি ত দেখিল ।”

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে চতুর্দশাধ্যায়ে ষট্‌ত্রিংশৎ-
 শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণঃ প্রতি ব্রহ্মস্তুতিঃ

‘জানন্তু এব জানন্তু কিং বহুত্যা নমে প্রভো
 মনসো বপুষো বাচো বৈভবং তব গোচরং’ ॥ ৩৩৬ ॥

টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যঃ ৩২৬ শ্লোকে ১১৬ পৃঃ দেখ ॥ ৩৩৬ ॥

‘কুক কহেন “এই ব্রহ্মাণ্ড পকাশং কোটি বোজন ;
 অতি ক্ষুদ্র ; তাতে তোমার চারি বদন ।
 কোন ব্রহ্মাণ্ড পত কোটি, কোন লক্ষকোটি ;
 কোন নিম্নত কোটি, কোন কোটি কোটি ।
 ব্রহ্মাণ্ডাত্মরূপ ব্রহ্মার শরীর বদন ;
 এইরূপে পালি আমি ব্রহ্মাণ্ডের গণ ।
 এক পাখ বিভূতি, ইহার নাহি পরিমাণ ;
 ত্রিপাখ বিভূতির কে বা করে পরিমাণ ?”

তথাহি লঘুভাগবতায়তে পূর্বখণ্ডে বিষ্ণোর্ধামকথনে
অষ্টাবিংশত্যঙ্কধৃতপাদ্যোত্তরখণ্ডঃ

‘তস্তাঃ পারে পরব্যোম ত্রিপাদুতং সনাতনং

অমৃতং শাস্তং নিত্য মনন্তং পরমং পদং’ ॥ ৩৩৭ ॥

টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যঃ ৩৩৪ শ্লোকে ৫২০ পৃঃ দেখ ॥ ৩৩৭ ॥

‘তবে কৃষ্ণ ব্রহ্মারে দিলেন বিদায় ।

কৃষ্ণের বিভূতি স্বরূপ জানন না যায় ।

‘অধীশ্বর’ শব্দের অর্থ গুট আর হয় ;

‘ত্রি’ শব্দে কৃষ্ণের তিন লোক কর ।

গোলোকাখ্য গোকুল, মথুরা, দ্বারাবতী ;

এই তিন লোকে কৃষ্ণের সহজ নিত্য স্থিতি ।

অস্তরঙ্গ পূর্ণৈশ্বর্য্য পূর্ণ তিন ধাম ;

তিনের অধীশ্বর কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ ।

পূর্ব উক্ত ব্রহ্মাণ্ডের যত দিক পাল ;

অনন্ত বৈকুণ্ঠাবরণ চিরলোক পাল ;

তা সবার মুকুট কৃষ্ণ পাদপীঠ আগ ;

দণ্ডবৎ কালে তার মণি পীঠে লাগে ।

মণি পীঠে ঠেকাঠেকি উঠে বনঝনি ;

পীঠের স্বতি করে মুকুট হেন অনুমানি ।

নিজ চিহ্নজ্যো কৃষ্ণ নিত্য বিরাজমান ;

চিহ্নজ্যো সম্পত্তির বড়ৈশ্বর্য্য নাম ।

সেই স্বারাজ্যলক্ষী করে নিত্য পূর্ণকাম ; (১)

অতএব বেদে কহে স্বয়ং ভগবান্ ।

কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য অপার অমৃতের সিদ্ধ ;

‘অবগাহিতে নারি তার ছুইল এক বিন্দু ।’

১ সেই স্বারাজ্য লক্ষী করে ইত্যাদি—ভগবানের চিহ্নজ্যো স্বরূপ সম্পত্তির নাম বড়ৈশ্বর্য্য তাহাই স্বারাজ্য বা পরমানন্দরূপিনী লক্ষী নামে অভিহিত। সং ৩২৭ শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা দেখ ।

ঐশ্বর্য্য করিতে প্রভুর কৃষ্ণ কুর্তি হৈল ;

নাথুর্য্যে মজিল মন এক শ্লোক পড়িল ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়ে আদশ-
শ্লোকে বিদ্যুৎ প্রতি উদ্ধববাক্যং

‘মম্মর্ত্যালীলোপয়িকং স্বযোগ-

মায়াবলং দর্শয়তা গৃহীতং

বিস্মাপনং স্বস্ত চ সৌভগন্ধেঃ

পরং পদং ভূষণভূষণাঙ্গং ॥ ৩৩৮ ॥

ভগবতঃ বিধং বর্ণয়তি । ‘মং’ ‘মর্ত্যালীলোপয়িকং’ মর্ত্যালীলাসু
উপয়িকং যোগাং ‘স্বযোগমায়া বলং’ স্বরূপভূতা চিহ্নকৃতি স্তম্ভাঃ বলং সম্পূর্ণ-
মেব সানর্থ্যং ‘দর্শয়তা’ দর্শয়িতুমিতি ‘গৃহীতং’ বহা যদ্বিধং দর্শয়িতুং স্বযোগ-
মায়াবলং গৃহীতমিত্যর্থঃ ‘স্বস্ত চ’ স্বস্তাপি ‘বিস্মাপনং’ বিস্ময়জনকং
‘সৌভগন্ধেঃ’ সৌভাগ্যাতিশয়ন্ত ‘পরং’ শ্রেষ্ঠং ‘পদং’ স্থানং পরাকাষ্ঠেত্যর্থঃ
‘ভূষণভূষণাঙ্গং’ ভূষণানাং ভূষণান্যঙ্গানি যন্ত পরমসৌন্দর্য্যযুক্তং ॥ ৩৩৮ ॥

ভগবানের সেই মূর্ত্তি (শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তি) মর্ত্যালীলার উপ-
যুক্ত ছিল ; ভগবান্ স্বীয় যোগমায়ার বল প্রদর্শন করাইবার
জন্য তাহা গ্রহণ করিয়াছিলেন ; উহা সৌভাগ্যের পরা-
কাষ্ঠা এবং ভূষণাদিকেও ভূষিত করিত । অশ্চর্য্য কথা
দূরে থাকুক, ভগবান্ নিজেই সেই রূপে মুগ্ধ হইয়া
যাইতেন ॥ ৩৩৮ ॥

যথা রাগঃ ।

‘কঙ্কের বভেক খেলা,

মর্দোত্তম মরলীলা,

নরবপু ভাটার স্বরূপ ;

গোগবেশ বেণু কর,

নব কিশোর নটবর,

মরলীলার হর অরূপ ।

‘কৃষ্ণের মধুর রূপ শুন সনাতন ।

যে রূপের এক রূপ, ভূবার সব জিহ্বাবন,
সব প্রাণী করে আকর্ষণ । ৫ ।

যোগদারা চিহ্নজি, বিগুহ সব পরিণতি,
তার শক্তি লোকে দেখাইতে
এইরূপ রতন, ভক্তগণের গুচন,
একট কৈল নিত্য লীলা হৈতে ।

রূপ দেখি আপনার, কৃষ্ণের হয় চমৎকার !
আবাদিতে মনে উঠে কাম ;
অসৌভাগ্য বার নাম, শৌন্দর্য্যাদি গুণগ্রাম,
এই রূপে তার নিত্য ধাম ।

ভূষণের ভূষণ অঙ্গ, তাহে ললিত জিভঙ্গ,
তার উপর ক্রমস্থ নর্তন ;
ভেরুছে নেত্রান্ত বাণ, তার দৃঢ় সন্ধান,
বিহুঁ রাধা গোপীগণ মন ।

ব্রহ্মাণ্ডাধি পরব্যোম, তাঁহা যে স্বরূপগণ,
তা সবার বলে হরে মন ;
পতিব্রতা শিরোমণি, যায়ে কহে বেদবাণী,
আকর্ষয়ে সেই লক্ষ্মীগণ ।

চড়ি গোপী মনোরথে, মন্থকের মন মথে,
নাম ধরে মদনমোহন ;
বিনি পঞ্চরস রূপ, স্বরং নব কন্দর্প,
রাস করে লঞা গোপীগণ ।

নিজ সম সখা সঙ্গে, গোপণ চারণ রঙ্গে,
বুলাবনে স্বচ্ছন্দ বিহার ;
বার বেণুধ্বনি শুনি, হাবর অকম প্রাণী,
পুলক কল্প অঙ্গ বহে ধার ।

সুকাহার বক পাতি, ইন্দ্রবহু শিখ তথি,
পীতাম্বর বিরলী সকার ;

‘কক নব কলধর,

জয়ং শস্য উপর,

বদ্রিষয়ে লীলামৃত ধার ।

মাধুর্য্য ভগবতা সার,

মুখে কৈল পরচারি,

তাহা শুক ব্যাসের নন্দন

হানে হানে ভাগধতে,

বর্ণিরাছে নানামতে, (১)

তাহা শুনি নাচে ভক্তগণ ।

কহিতে ককের রসে,

মোক পক্ষে প্রেমাবেশে,

প্রেমে সনাতন হাতে ধরি ;

গোপী ভাগ্য, ককগুণ,

যে করিল বর্ণন,

ভাবাবেশে মধুরানাগরী ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে চতুশ্চছারিংশাধ্যায়ে
ত্রেয়োদশশ্লোকে কংসসভায়াং মল্লযুদ্ধং দৃষ্ট্বা যোষিষাক্যং

‘গোপান্তপঃ কিমচরন্ যদমুখ্যরূপং

লাবণ্যসারমসমোর্ধ্ব মনস্তাসিদ্ধং

দৃগ্ভিঃ পিবন্ত্যনুসরাভিনবং ছুরাপ

নেকাস্তধাম যশসিঃ প্রিয় ঈশ্বরস্ত’ ॥ ৩৩৯ ॥

টীকা ও ব্যাখ্যা আদিঃ ১৩৩ পৃঃ ১০০ শ্লোকে দেখ ॥ ৩৩৯ ॥

‘ভারুণ্যমৃত পারাবার,

তরঙ্গ লাবণ্যসার,

তাতে সে আবর্ত তাবোদগম ;

বংশীধ্বনি চক্রবাক,

নারীর মন তৃণপাত,

তাহা ছুবার, না হয় উপগম ।

সধিছে ! কোন তপ কৈল গোপীগণ ?

ককরূপ হুবাধুরী,

পিবি পিবি নেত্র ভরি,

প্রাণ্য করে অমৃত তরু মন । ৫ ॥

যে মাধুরীর উর্ধ্ব আন,

নাহি আর সমান,

পরব্যোম স্বরূপের গুণ ;

‘যিঁহো সব অবতারা, পরবোমের অধিকারী,

এ মাধুর্য্য নাহি নারায়ণে ।

তাতে সাক্ষী সেই রমা, নারায়ণের প্রিয়ভমা,

পতিব্রতাগণের উপাস্তা ;

তিঁহো এ মাধুর্য্য লোভে, ছাড়ি সব কামভোগে,

ব্রত করি করিল তপস্তা ।

সেই তো মাধুর্য্য সার, অস্ত সিদ্ধ নাহি তার,

তিঁহো মাধুর্য্যা দি গুণধনি ;

আর সব প্রকাশে, তাঁর দত্তগুণ ভাসে,

বাহা যত প্রকাশে কার্য্য জানি ।

গোপীভাবদর্পণ, নব নব রূপে রূপ,

তার আগে কৃষ্ণের মাধুর্য্য ;

দৌহে করি ছড়াছড়ি, বাড়ে মুখ নাহি মুড়ি,

নব নব দৌহার প্রাচুর্য্য ।

কর্ম্ম তপ যোগ জ্ঞান, বিধি ভক্তি জপ ধ্যান,

ইহা হৈতে মাধুর্য্য তুল্যত ;

কেবল যে রাগমার্গে, ভজে কৃষ্ণে অমুরাগে,

তারে কৃষ্ণ মাধুর্য্য সুলভ ।

সেই রূপ ব্রজাশ্রয়, ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যময়,

দিব্য গুণগণ রত্নালয় ;

আনের বৈভব সত্তা, কৃষ্ণদত্ত ভগবত্তা,

কৃষ্ণ সর্ব্ব অংশী সর্ব্বাশ্রয় ।

শ্রী, লজ্জা, দয়া, কীর্ত্তি, ধৈর্য্য, বৈশারদী যতি,

এসব কৃষ্ণের প্রতিষ্ঠিত ;

সুশীল, মুহু, বদানা, কৃষ্ণ বিনা নাহি অন্য,

কৃষ্ণ করে জগতের হিত ।

কৃষ্ণ দেখি নানা জন, কৈল নিষিধ নিবন্ধন,

ব্রজে বিধি নিষে গোপীগণ ;

সেই সব শ্লোক পড়ি, মহাপ্রভু অর্ঘ্য করি,

হৃথ মাধুর্য্য করে আশ্বাসন ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে নবমস্কন্ধে চতুর্বিংশাধ্যায়ে পঞ্চ-
ত্রিংশ শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং

‘যস্থাননং মকরকুণ্ডল চারুকর্ণ

ভ্রাজৎকপোলশ্চভগং সবিলাস হাসং

নিত্যোৎসবং ন তত্পু দৃশিভিঃ পিবন্ত্যে।

নার্যো নরাশ্চ মুদিতাঃ কুপিতা নিমেষ্ট’ ॥ ৩৪০ ॥

‘যস্থ’ শ্রীকৃষ্ণস্য ‘আননং’ মুখারবিন্দং ‘দৃশিভিঃ’ নেত্রৈঃ ‘পিবন্ত্যঃ’ ‘নার্যঃ’
পিবন্তঃ ‘নরাশ্চ’ ‘মুদিতাঃ’ আনন্দিতাঃ সন্তঃ ‘ন’ ‘তত্পুঃ’ ন তত্পাঃ নিমেষো-
ন্মেষমাত্রাব্যবধানমপ্যসহমানা স্তৎকর্তৃঃ ‘নিমেষঃ’ নিমিঃ নিমেষং প্রতি
কুপিতাঃ বভূবুঃ। আননং কথন্তুতং ‘মকরকুণ্ডলচারুকর্ণভ্রাজৎকপোল-
শ্চভগং’ মকরকুণ্ডলভাঃ যৌ চারু কর্ণৌ ভাভ্যাং ভ্রাজন্তৌ শোভমানৌ
কপোলৌ ভাভ্যাং শ্চভগং শ্চন্দ্রং পুনঃ ‘সবিলাসহাসং’ বিলাসেন সহ হাসো
বদ্বিন্ তৎ পুনঃ ‘নিত্যোৎসবং’ নিত্যং উৎসবো বদ্বিন্ তৎ ॥ ৩৪০ ॥

তঁহার সুন্দর কর্ণ দুইটাতে মকরকুণ্ডল দোহুল্যমান
হইয়া কপোলযুগলের শোভা বর্দ্ধন করত মুখশ্রী উজ্জ্বল
করিত ; মুখকমলে বিলাসসম্বলিত হাসি প্রকটিত
থাকিত ; সেজন্ত সেখানে যেন নিত্যই উৎসব হইত ।
সেই মুখারবিন্দ দর্শনেন্দ্রিয়ের দ্বারা পান করিয়া নরনারীগণ
আনন্দিত হইতেন সত্য ; কিন্তু তঁাহাদের তৃপ্তি না হওয়ার
নয়নে নিমেষোন্মেষ হওয়া হেতু নিমেষের প্রতি কুপিত
হইতেন ॥ ৩৪০ ॥

তথাহি তত্রৈব দশমস্কন্ধে একত্রিংশাধ্যায়ে পঞ্চদশশ্লোকে
শ্রীকৃষ্ণমুদ্दिष्ट गोपीवाक्यं

‘স্মৃতি যন্তবানহি কাননং

ক্ৰটি যুগায়তে স্বাপশ্যতাং ।

কুটিলকুন্তলশ্রীমুখক তে

জড় উদৌক্ষতাং পক্ষ্মকৃদ্ধ শাং ॥ ৩৪১ ॥

টীকা ও ব্যাখ্যা আদিঃ ২৭ শ্লোকে ১৩০ পৃঃ দেখ ॥ ৩৪১ ॥

বধা রাগঃ ।

‘কামগায়ত্রী মন্ত্ররূপ, হর কৃষ্ণের স্বরূপ,
 সার্ব্ব চক্ষিণ অক্ষর তার হর ;
 সে অক্ষর চক্রে চর, কৃষ্ণ করি উপর,
 জিজ্ঞাসিত কৈল কামমর ।
 সধি হে ! কৃষ্ণ মুখ দ্বিজরাজ ;
 কৃষ্ণ বপু সিংহাসনে, বসি রাজ্য শাসনে,
 করে সঙ্গে চক্রে সমাজ । ৬ ।
 হুই গুণ সূচিকণ, জিনি মণি দর্পণ,
 সেই হুই পূর্ণচক্রে আনি ;
 ললাটে অষ্টমী ইন্দু, তাহাতে চন্দন বিন্দু,
 সেও এক পূর্ণচক্রে মানি ।
 কর নথ চাঁদের ঠাট, বংশী উপর করে নাট,
 তার গীত মুরলীর তান ;
 পদনথ চক্রেগণ, ভলে করে মর্দন,
 নুপুরের ধ্বনি যার গান ।
 নাচে মকর কুণ্ডল, নেত্রলীলা কমল,
 বিলাসী রাজা সতত নাচার ;
 ক্রমহু, নাগাবান, ধনুর্গণ হুই কাণ,
 মারী মন লক্ষ্য বিহে তার ।
 এই চাঁদের বড় নাট, পসারি চাঁদের হাট,
 যিনি মূলে বিলার নিভাসিত ;
 কাহো মিত জ্যোৎস্নাসুভে, কাহাকে অধরাসুভে,
 সব লোকে করে আপ্যায়িত ।

তৎ ‘অহো’ আশ্চর্য্যঃ অন্য বিভোঃ সর্বং ‘মধুরং’ ‘মধুরং’ ‘মধুরং’ ‘মধুরং’
অনির্কচনীরসস্বরূপমিতিভাবঃ ॥ ৩৪২ ॥

কি আশ্চর্য্য ! এই প্রভুর শরীর অতিশয় মধুর, বদন
মণ্ডল অতি সুমধুর ; মুছু স্মিতই বা কি মধুগন্ধি ! অহো !
ইঁহার সকলই মধুর ! মধুর ! মধুর ! মধুর ! ॥ ৩৪২ ॥

যথা রাগঃ ।

‘সনাতন ! কৃষ্ণমাধুর্য্য অমৃতের সিদ্ধি ;
মোর মন সান্নিপাতি, সব পিতে করে মতি,
ছুইব বৈদ্য না দেয় এক বিন্দু । ঐ ॥
কৃষ্ণ লাংগ্য পূর, মধুর হৈতে সুমধুর ।
তাতে যেই মুখ সুধাকর
মধুর হৈতে সুমধুর, তাহা হৈতে সুমধুর ।
তার যেই স্নিত জ্যোৎস্না ভর
মধুর হৈতে সুমধুর, তাহা হৈতে সুমধুর,
তাহা হৈতে অতি সুমধুর ;
আপনার এক কণে, ব্যাপে সব ত্রিভুবনে,
দশ দিক ব্যাপে যার পূর ।
স্নিত কিরণ শুকপূরে, পৈশে অধর মধুরে,
সেই মধু মাতার ত্রিভুবনে ;
বংশী ছিন্ন আকাশে, তার গুণ শব্দে পৈশে,
ধ্বনি রূপে পাঞা পরিণামে ।
সে ধ্বনি চৌদিকে যায়, অত ভেদি বৈকুণ্ঠে যায়,
অগতের বলে পৈশে কাণে ;
সবা মাতোয়াল করি, বলাৎকারে আনে ধরি,
বিশেষতঃ যুবতীরগণে ।
ধ্বনি বড় উচ্চত, পতিব্রতের ভাঙ্গে ব্রত,
পতি কোল হৈতে টানি আনে ;
বৈকুণ্ঠের সজীপণে, বেই করে আকর্ষণে,
তার আগে কেবা পৌপীপণে ?

‘নীলী ধসার পতি আগে,
গৃহ ধর্ম করার ত্যাগে,
বলে ধরি আনে কৃষ্ণ হানে ;

লোক ধর্ম লজ্জা ভয়,
সব জ্ঞান লুপ্ত হয়,
এহে নাচার সব নারীগণে ।

কাননের ভিতর বাসা করে, আপনি তাঁহা সঙ্গী ফুরে,
অস্ত্র শব্দ না দেয় প্রবেশিতে ;

আন কথা না শুনে কাণ,
আন বলিতে বলে আন,
এই কৃষ্ণের বংশীর চরিতে’ ।

পুনঃ কহে বাহু জ্ঞানে, ‘আন কহিতে কহিল আনে,
কৃষ্ণ কৃপা তোমার উপরে ;

মোর চিত্ত ভ্রম করি,
নিজৈশ্বর্য মাধুরী,
মোর মুখে শুনার তোমারে’ ।

‘আমি ত বাউল আন কহিতে আন কহি ;

কৃষ্ণের মাধুর্য্য স্রোতে আমি যাই বহি’ ।

তবে প্রভু কণ এক মৌন করি রহে ;

মনে ধৈর্য্য করি পুনঃ সনার্থনে কহে ।

কৃষ্ণের মাধুরী আর মহাপ্রভুর মুখে ;

ইহা যেই শুনে সেই ভাসে প্রেমসুখে ।

ত্রিপুর রঘুনাথ পদে বার আশ ;

চৈতন্তচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ।

ইতি শ্রীচৈতন্তচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে সখদ্বৈতবিচারে শ্রীকৃষ্ণশর্য্যমাধুর্য্য-
বর্ণনং নাম একবিংশতি পরিচ্ছেদঃ ॥ ২১ ॥

দ্বাবিংশতি পরিচ্ছেদ ।

প্রহরকারস্থ ।

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্তদেবং তং করুণার্ণবং

কলাবপ্যতিগুণেরং ভক্তি যেন প্রকাশিতা ॥ ৩৪৩ ॥

‘তং’ ‘করুণার্ণবং’ ‘শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবং’ অহং ‘বন্দে’ ‘যেন’ প্রকৃন্দা ‘কলৌ
কলিযুগে’ ‘ভক্তি গুণাণি’ অত্যন্ত দোশনীরূপি ‘ভক্তিঃ’ ‘প্রকাশিতা’ ॥ ৩৪৩ ॥

সেই করুণাসিকু শ্রীচৈতন্যদেবকে বন্দনা করি ; যিনি
কলিযুগে অতি গোপনীয় ভক্তি প্রকাশ করিয়াছেন ॥ ৪৪৩ ॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্ত ! নিত্যানন্দ !

জয়ধৈতচন্দ্র ! জয় গৌরভক্তবৃন্দ !

‘এই ত কহিল সবদ্বন্দ্বের বিচার ;

বেদ শাস্ত্রে উপদেশে কৃষ্ণ এক সার ।

এবে কহি তুমি অভিধেয় লক্ষণ ;

বাহ্য হৈতে পাই কৃষ্ণ, কৃষ্ণপ্রেমধন ।

কৃষ্ণভক্তি অভিধেয় সর্ব শাস্ত্রে কয় ;

অতএব মুনিগণ করিয়াছে নিশ্চয় ।

তথাহি মুনিবাক্যং

‘ঋতি মাতা পৃষ্ঠা দিশতি ভবদারাদনবিধিং

যথা মাতৃক্যাণী স্মৃতিরপি তথা বক্তি ভগিনী ।

পুরাণাদ্যা যে বা সহজনিবহা স্তে তদমুগা

অতঃ সত্যং জাতং মুরহর ভবানেব শরণং’ ॥ ৩৪৪ ॥

হে ‘মুরহর’ ভগবন্ ‘ঋতিঃ’ এব ‘মাতা’ বেদমাতা ‘পৃষ্ঠা’ জিজ্ঞাসিতা কৃত-
প্রশ্না সত্য ‘যথা’ তেন প্রকারেণ ‘ভবদারাদনবিধিং’ তব ভজনবিধানং
‘দিশতি’ উপদিশতি ‘তথা’ তেন প্রকারেণ ‘মাতৃঃ’ বেদমাতৃঃ ‘বাণী’
‘ভগিনী’ রূপা ‘স্মৃতিরপি’ ‘বক্তি’ বদতি ; ‘বা’ অথবা ‘বে’ ‘সহজনিবহাঃ’
ভাতৃরূপাঃ ‘পুরাণাদ্যাঃ’ হ্যাঃ ‘তে’ চ ‘তদমুগাঃ’ ঋতিং অমুগচ্ছতি তব
ভজনবিধিং ঋত্যমুগারেণ বদন্তীত্যর্থঃ ‘অতঃ’ অতএব ‘ভবানেব’ তমেব
‘শরণং’ আশ্রয়ণীয়ং ‘সত্যং’ নিশ্চয়ং ‘জাতং’ ময়েত্যর্থঃ ॥ ৩৪৪ ॥

হে ভগবন্ ! মাতৃরূপা ঋতিকে জিজ্ঞাসা করিলে
যে রূপে তোমার ভজনবিধি উপদেশ দেন ; মাতার বাণী
ভগিনীরূপা স্মৃতিসকলও তাহাই বলিয়া দেন ; আবার
ভাতৃরূপ পুরাণাদিও মাতার অনুসারী হইয়া তাহাই

বলিতেছেন ; অতএব ভূমিই শরণীয় ইহ। আমি নিশ্চয় রূপে
জানিলাম ॥ ৩৪৪ ॥

‘অবয়বজ্ঞান তব্ব কৃষ্ণ বরঃ ভগবান্ ;
বহুগুণশক্তিরূপে তাঁর হয় অবস্থান ।
বাংল বিভিন্নাংশ রূপে হইয়া বিস্তার ;
অনন্ত বৈকুণ্ঠ ব্রহ্মাণ্ডে করেন বিহার ।
বাংল বিস্তার চতুর্ভূজ অবতারগণ ;
বিভিন্নাংশ জীব তাঁর শক্তিতে গণন ।
সেই বিভিন্নাংশ জীব হই ত প্রকার ;
এক নিত্য মুক্ত, একের নিত্য সংসার ।
নিত্য মুক্ত নিত্য কৃষ্ণ চরণে উদ্ভূত ;
কৃষ্ণ পারিষদ নাম, ভূক্কে সেবা সুখ ।
নিত্য বদ্ধ কৃষ্ণ হৈতে নিত্য বহির্গুণ ;
নিত্য সংসার ভূক্কে মরকাদি হুঃখ ।
সেই দোষে যারা পিশাচী বশ করে তারে ;
আধ্যাত্মিক ভাপত্রর তারে আরি মারে ।
কাম,ক্রোধের দাস হঞা তার লাগি ধার ।
অমিতে অমিতে বহি সাধু বৈরাগ্য পার ;
তার উপদেশ মত্রে পিশাচী পলার ;
কৃষ্ণভক্তি,পার তবে, কৃষ্ণ নিকট যার ।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পশ্চিমবিভাগে প্রীতিভক্তি-
লহর্য্যাং অপরাধভঞ্জে বর্ষশ্লোকে ত্রিরূপগোন্ধামিবাক্যঃ

‘কামাদীনাং কতিন কতিধা পালিতা ছুনিদেশাঃ
স্তেবাং জাতা মরি ন করুণা ন ত্রপা নোপশান্তিঃ
উৎসৃজ্যেতানথ বহুপতে সাস্প্রতং লববুদ্ধি
স্বামায়তঃ শরণমতরং মাং নিযুক্তাস্তবাস্তে’ ॥ ৩৪৫ ॥

‘কামাদীনাং’ রিপুণাং ‘ছুনিদেশাঃ’ পাপায়াঃ ‘কতিন’ ‘কতিধা’ বহু-

সময়ে বারবার ‘পালিতাঃ’ অহুষ্টিতাঃ ময়েতিশেষঃ তথাপি ‘তেরাং’ কামা-
দীনাং ‘মরি’ বিবরে ‘করণা’ কৃপা ‘ন’ ‘জাতা’ ; অথবা তেবাং ‘ত্রপা’ লজ্জা
‘ন’ ‘উপশান্তিঃ’ বিরামশ্চ ‘ন’ ভবভীতিশেষঃ । হে ‘যত্নপতে’ ‘অথ’ অনন্তরঃ
‘এতান্’ কামাদীন দেহবিকারান্ ‘উৎসৃজ্য’ পরিত্যজ্য ‘সাম্প্রতং’ অধুনা
‘লব্ধবুদ্ধিঃ’ প্রাপ্তাস্ববোধঃ সন্ ‘অভয়ং’ ভয়রহিতং ‘স্বাং’ শরণং ‘আয়াতঃ’ লব্ধঃ
‘মাং’ আশ্রদান্তে’ তব সেবায়াং ‘নিযুক্ত’ নিযুক্ত কুরু ॥ ৩৪৫ ॥

আমি চিরজীবন কামাদির পাপাজ্ঞা পালন করিলাম ;
তথাপি তাহাদের আমার উপর দয়া হইল না ; বা তাহারা
লজ্জিত কি উপশান্ত হইল না ; হে যত্নপতি ! তাহাদের
পরিত্যাগ করিয়া এখন আমার আশ্রবোধ জন্মিয়াছে ;
তাই তোমার অভয় পদে শরণাপন্ন হইলাম ; তুমি আমাকে
তোমার সেবায় নিযুক্ত কর ॥ ৩৪৫ ॥

‘কৃষ্ণভক্তি হর অভিধের প্রধান ;
ভক্তিসুখ নিরীক্ষক কণ্ঠযোগ জ্ঞান ।
এই সব সাধনের অতি তুচ্ছ ফল ;
কৃষ্ণভক্তি বিনা কৃষ্ণ দিতে নাহি বল ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে পঞ্চমাধ্যায়ে দ্বাদশ-
শ্লোকে ব্যাসদেবং প্রতি নারদবাক্যং

‘নৈকর্ষ্যমপ্যচ্যুতভাববজ্জিতং
ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনং
কৃতঃ পুনঃ শব্দভদ্রমীশ্বরে
ন চার্চিতং কৰ্ম যদপ্যাকারণং’ ॥ ৩৪৬ ॥

‘নৈকর্ষ্যং’ নিকর্ষ ব্রহ্ম তদেকাকারস্মারিকর্ষভারগং নৈকর্ষ্যং ‘নিরঞ্জনং’
অজ্যতে অনেন ইত্যঞ্জনং উপাধিস্তম্ভিবর্জকং নিকৃপাধিকং এবম্ভূতমপি ‘জ্ঞানং’
‘অচ্যুতভাববজ্জিতং’ অচ্যুতে ভগবতি ভাবো ভক্তিস্তদবজ্জিতং চেৎ ‘মলং’
অভ্যর্থঃ ‘ন’ ‘শোভতে’ সম্যক্ পয়োকার ন কল্পতে ইত্যর্থঃ তদা ‘পুনঃ’
‘শব্দং’ সাধনকালে কলকালেচ নিরন্তরবিত্যর্থঃ ‘অকারণং’ হেতুরহিতঃ

অকামমিত্যর্থঃ ‘অভ্যর্থ’ হুঃখজনক ‘বৎ’ কর্তৃ ভগবতি ‘ঈষরে’ ভগবতি
‘নচাপিতং’ চেৎ ‘কৃতঃ’ শোভতে ? ॥ ৩৪৬ ॥

যখন সর্বোপাধিশূন্য নির্মল ব্রহ্মজ্ঞানও হরিভক্তি-
বিহীন হইলে কিছুই শোভা পায় না ; তখন অকাম কন্মই
হউক আর হুঃখজনক কন্মই হউক ; ভগবানে অর্পিত না
হইলে শোভা পাইবে কেন ॥ ৩৪৬ ॥

তথাহি তত্রৈব দ্বিতীয়স্কন্ধে চতুর্থাধ্যায়ে ষোড়শশ্লোকে
পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং

‘তপস্বিনো দানপর্য্য যশস্বিনো

মনস্বিনো মন্ত্রবিদঃ স্ময়ঙ্গলাঃ

ক্ষেমং ন বিন্দন্তি বিনা যদর্পণং

তস্মৈ স্মভদ্রজ্ঞবসে নমোনমঃ’ ॥ ৩৪৭ ॥

‘তপস্বিনঃ’ জ্ঞানিনঃ ‘দানপর্য্য’ কর্ণিণঃ ‘যশস্বিনঃ’ যশঃ পিণাসরঃ
অশমেধাদিকর্তারঃ কর্ণিণিশেষা ইত্যর্থঃ ‘মনস্বিনঃ’ যোগিনঃ ‘মন্ত্রবিদঃ’
আগমীরাঃ ‘স্ময়ঙ্গলাঃ’ সদাচার্য্যঃ ‘বৎ’ বস্বিন্ ভগবতি ‘অর্পণং’ তপ আদ্য-
র্পণং ‘বিনা’ ‘ক্ষেমং’ মঙ্গলং ‘ন’ ‘বিন্দন্তি’ প্রাপ্নুবন্তি ‘তস্মৈ’ ‘স্মভদ্রজ্ঞবসে’
স্ময়ঙ্গলবশবিনে ভগবতে ‘নমঃ’ ‘নমঃ’ ॥ ৩৪৭ ॥

তপস্বী, দানশীল, যশোলিপ্ত, যোগী, মন্ত্রজ্ঞাপক কি
সদাচারী, যে কোন ব্যক্তি হউন না কেন ; বাঁহাতে আপন
আপন তপস্বাদি অর্পণ না করিলে মঙ্গল প্রাপ্ত হন না ; সেই
মঙ্গল স্বরূপ যশঃশালী ভগবানকে নমস্কার ! নমস্কার ! ॥

‘কেবল জ্ঞান বৃদ্ধি দিতে নায়ে ভক্তি বিনে ;

তথাহি তত্রৈব দশমস্কন্ধে চতুর্দশাধ্যায়ে চতুর্থশ্লোকে
ত্রীকুং প্রতিং ব্রহ্মবাক্যং

‘শ্রেয়ঃ সৃতিং ভক্তিযুদন্ততে বিভে।

ক্লিশাস্তি যে কেবলবোধলকরে

তেষামমৌ ক্লেশলং এব শিষ্যতে

নাস্তদ্ যথা স্থলতুষাবঘাতিনাং ॥ ৩৪৮ ॥

হে 'বিভো' ! ভগবন্ 'যে' সাধকঃ 'শ্রেয়ঃ সৃষ্টিঃ' শ্রেয়সাং মঙ্গলরূপা-
বর্ণনাকথনানাং সৃষ্টিঃ স্রবণং করণং বস্যাঃ করল ইব নিকরাণাং তাং 'তে'
তব 'ভক্তিঃ' 'উন্নয়' জ্ঞাতুঃ। 'কেবলবোধলভ্যরে' কেবলঃ শুদ্ধজ্ঞানলাভায়
নিমিত্তায় 'ক্লিশ্যন্তি' বমনিয়মানিভিঃ শ্রমঃ কুর্বন্তি 'তেবাং' সাধকানাং
'অসৌ' 'ক্লেশলঃ' শ্রম 'এব' হি 'শিষ্যন্তে' অবশেষন্তিষ্ঠতি 'যথা' 'স্থলতুষাব-
ঘাতিনাং' অল্পপ্রমাণং ধাতুং পরিভ্রাজ্য অস্তঃকণ্ঠহীনান্ স্থলধাত্তাত্তাসাংস্ত-
বান্ যে অপস্রন্তি তেবাং জনানাং 'নাস্তদ্' ন কিঞ্চিৎ ফলমেব স্যাৎ । এবং
ভক্তিঃ তুচ্ছীকৃত্য যে কেবলবোধলাভায় প্রযতন্তে তেষামপীতি ॥ ৩৪৮ ॥

হে ভগবন্ ! যে সকলসাধক সর্বমঙ্গলপ্রদ ভক্তি পরি-
ত্যাগ করিয়া কেবল শুদ্ধজ্ঞান লাভার্থ ক্লেশ করে ; তাহা-
দের, তুষাবঘাতী* লোকদিগের ন্যায় কিছু লাভ না হইয়া
কেবল শ্রম মাত্রই সার হয় ॥ ৩৪৮ ॥

‘কৃষ্ণোদ্বোধে সেই হুক্তি হয়, কিনা জানে ।

তথাহি শ্রীভগবদগীতায়াং সপ্তমাধ্যায়ে চতুর্দশশ্লোকে
অর্জুনঃ প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যঃ

‘দৈবীহ্যেষা গুণময়ী মম মায়ী হুরতায়্য।

মামেব বে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে’ ॥ ৩৪৯ ॥

টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যঃ ৪৭০ পৃঃ ২৬২ শ্লোকে দেখ ॥ ৩৪৯ ॥

.. ‘কৃষ্ণের নিত্যদাস জীব তাহা ছুলি গেল ;

সেই দোবে মায়ী তার গলায় বান্ধিল ।

তাতে কৃষ্ণ ভজে করে শুক্লর সেবন ;

মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ ।

• মায়ীরা তত্ত্ব লাভার্থ বান্ধা পরিভ্রাজ্য করিয়া বান্ধাৎ প্রতীহমান ভুব আঘাত করে।

‘চারি বর্ণাশ্রমী বহি কৃকে নাহি ভজে ;

অধর্ম করিলেও সে মৌরবে পড়ি নবে ।

তথাহি ত্রীমস্তাগমতে একাদশকণ্ডে পঞ্চমাধ্যায়ে দ্বিতীয়-
শ্লোকে জনকং প্রতি যোগেন্দ্রবাক্যং

‘মুখবাহুরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্তাশ্রমৈঃ সহ

চত্বারো জজিরে বর্ণা শুণৈ বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্’ ॥ ৩৫০ ॥

‘পুরুষস্য’ ভগবতঃ ‘মুখবাহুরুপাদেভ্যঃ’ ‘চত্বারঃ’ ‘বর্ণাঃ’ ব্রাহ্মণাদয়ঃ
‘আশ্রমৈঃ’ আশ্রমধর্মৈঃ ‘সহ’ ‘জজিরে’ জাতবন্তঃ । ‘শুণৈঃ’ শব্দরসতযোতিঃ
হেতুভূতৈঃ ‘বিপ্রাদয়ঃ’ ‘পৃথক্’ সন্ধান বিপ্রঃ শব্দরসভাভাঃ কজিয়ঃ রসভ-
যোভাঃ বৈশ্যঃ তমসা শূদ্র ইতি পৃথক্ পৃথক্ কৃতা ইত্যর্থঃ ॥ ৩৫০ ॥

পরম পুরুষ ভগবানের মুখ, বাহু, উরু ও পাদ হইতে
ব্রহ্মচর্যাদি চতুরাশ্রম সহিত ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণ উৎপন্ন
হইয়া গুণানুসারে পৃথক্ পৃথক্ শ্রেণী বিভক্ত হইয়াছে ॥ ৩৫০ ॥

তথাহি তত্রৈব তৃতীয়শ্লোকে জনকং প্রতি যোগেন্দ্র-
বাক্যং

‘য এবাং পুরুষং সাক্ষাদান্নপ্রভবমীশ্বরং ।

ন তজন্ত্যবজানন্তি হানাদ্রুটীঃ পতন্ত্যধঃ’ ॥ ৩৫১ ॥

‘এবাং’ বর্ণানাং মধ্যে ‘যে’ জনাঃ ‘আশ্রম প্রভবঃ’ আশ্রমঃ প্রভবো জন-
ব্রহ্মভূতঃ ‘সাক্ষাৎ’ ‘ইশ্বরং’ ‘পুরুষং’ ভগবতঃ অজ্ঞানং ‘ন’ ‘তজতি’ জাহ্নাপি
‘অবজানন্তি’ তে জনাঃ ‘হানাদ্রুটীঃ’ বর্ণাশ্রমধর্ম্যাং ভ্রষ্টাঃ সন্ত ‘অধঃ’ ‘পতন্তি’
গচ্ছন্তি ॥ ৩৫১ ॥

চারি বর্ণের মধ্যে বাহারা আশ্রমজন্মা পুরুষরূপী সাক্ষাৎ
ভগবানকে অজ্ঞতানিবন্ধন ভজনা করে না, বা জানিয়াও
অবজা করে ; তাহারা বর্ণাশ্রম হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অধঃ-
পতিত হয় ॥ ৩৫১ ॥

‘জানী জীবমুচ্ছদশা পাইমু করি মানে ;

বহুতঃ বুদ্ধি শুদ্ধ নহে, কৃষ্ণ ভক্তি বিনে ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়ে ষড়্বিংশ-
শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি দেবস্তুতিঃ

‘যেহন্তেহরবিন্দাক্ষ বিমুক্ত মানিন

স্বহ্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ,

আরুহ্য কৃচ্ছেন পরং পদং ততঃ

পতন্ত্যধোহনাদৃতযুগ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ’ ॥ ৩৫২ ॥

হে ‘অরবিন্দাক্ষ’ পদ্যালোচন ‘হ্রয়ি’ ভগবতি ‘অন্তভাবাৎ’ অন্তো
নিরন্তো যো ভাবঃ ভক্তিস্তদ্ব্যং ভক্তেরভাবাদিত্যর্থঃ ‘অবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ’ ন
বিশুদ্ধা বুদ্ধি র্যেবাং তে অতএব ‘বিমুক্তমানিনঃ’ বিমুক্তা বয়মিতি মন্তমানাঃ
‘যে’ ‘অন্তে’ জনাঃ ‘কৃচ্ছেন’ বহুপ্রমেণ ‘পরং’ ‘পদং’ মোক্ষসম্বিহিতং সং-
কুলতপঃপ্রতাদি ‘আরুহ্য’ ‘অনাদৃতযুগ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ’ ন আদৃতৌ যুগ্মদঙ্ঘ্রী তব
চরণৌ যেষন্তে এবমুতাঃ সন্তঃ ‘ততঃ’ স্থানাৎ মোক্ষসামিধ্যাৎ ‘অধঃ’ নিম্নে
‘পতন্তি’ বিধৈরভিভূয়ন্তে ইত্যর্থঃ ॥ ৩৫২ ॥

“হে অরবিন্দলোচন ! তোমাতে ভক্তির অভাব থাকিলে
বুদ্ধি পরিশুদ্ধ হয় না ; এইরূপ অবিশুদ্ধচিত্ত লোক আপনা-
দিগকে মুক্ত বলিয়া অভিমান করিয়া থাকে ; তাহার। বহু
পরিশ্রমে মোক্ষসম্বিধিতে আরোহণ করিয়াও তোমার চরণার-
বিন্দ অনাদর করার প্রায়ই অধঃপতিত হয় ॥ ৩৫২ ॥

‘কৃষ্ণ সূর্য্য সম, মায়া হয় অন্ধকার ;

বাঁহা কৃষ্ণ তাঁহা নাহি মায়ায় অধিকার ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে পঞ্চমাধ্যায়ে ত্রয়োদশ-
শ্লোকে নারদং প্রতি ব্রহ্মবাক্যং

‘বিলজ্জমানয়া যন্ত স্বাভূমীক্ষাপথেহমুয়া ।

বিমোহিতা বিকণ্ঠন্তে মমাহমিতিহৃদ্বিরঃ’ ॥ ৩৫৩ ॥

‘বস্য’ ভগবতঃ ‘ঈকপথে’ দৃষ্টিপথে ‘স্বাতঃ’ ‘বিলজ্জমানয়া’ মৎকপট-
মর্দো জানাতীতি বিলজ্জমানা তয়া তস্মিন্ স্বকার্যমকূর্ষত্যা। ‘অমুয়া’ মায়য়া।
‘বিমোহিতাঃ’ অশ্রদাদয়ঃ ‘হৃদয়ঃ’ অবিদ্যাবৃত্তজ্ঞানা এব ‘মমাহমিতি’
কেবলং ‘বিকথন্তে’ ব্রাধ্যন্তে ॥ ৩৫৩ ॥

‘ইনি আমার কপট জানেন’ এই বলিয়া মায়া তাঁহার
(ভগবানের) দৃষ্টিপথে থাকিতে যেন লঙ্ঘিত হইয়া কেবল
অশ্রদাদিকে বিমোহিত করে ; আর আমরাও অবিদ্যাচ্ছন্ন
হইয়া ‘আমি’ ‘আমার’ এইরূপ আত্মপ্রাণা করিয়া
থাকি । ৩৫৩ ।

“কৃক তোমার হৃৎ” যদি বলে একবার ;

মায়া বন্ধ হৈতে কৃক তারে করে পার ।

তথাহি হরিভক্তিবিলাসস্ত একাদশবিলাসে সপ্তনবত্য-
ধিকত্রিশতাক্ষতরামায়ণ বচনং

‘সকৃৎ’ ‘এব’ একবারমেব ‘বঃ’ জনঃ ‘তবাস্মীতিচ’ ‘বাচতে’ প্রার্থয়ন্তে ।

অভয়ং সর্বদা তস্মৈ দদাম্যেতদ্বৃতং মম’ ॥ ৩৫৪ ॥

‘সকৃৎ’ ‘এব’ একবারমেব ‘বঃ’ জনঃ ‘তবাস্মীতিচ’ ‘বাচতে’ প্রার্থয়ন্তে
‘সর্বদা’ ‘অহং’ ‘তস্মৈ’ জনার ‘অভয়ং’ ‘দদামি’ ‘এতৎ’ ‘মম’ ‘ব্রতং’ প্রতিজ্ঞা-
বচনং জানীহীত্যর্থঃ ॥ ৩৫৪ ॥

যে ব্যক্তি ‘আমি তোমারই’ এই কথা বলিয়া একবার
মাত্র প্রার্থনা করে ; আমি সর্বদাই তাহাকে অভয় দিই ;
এই আমার প্রতিজ্ঞা । ৩৫৪ ।

‘ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধি কামী মুক্তি যদি হয় ;

পাছ ভক্তিযোগে তবে কৃকরে ভয় ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে তৃতীয়াধ্যায়ে দশম-
শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুক বাক্যং

‘অকামঃ সর্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ ।

তীত্রেণ ভক্তিয়োগেন যজ্ঞেত পুরুষং পরং’ ॥ ৩৫৫ ॥

‘উদারধীঃ’ উদারবুদ্ধিঃ ‘অকামঃ’ একান্তভক্তো জনঃ ‘সর্বকামঃ’ উক্তা-
হুত্বে সর্বকামঃ ‘মোক্ষকামঃ’ মোক্ষাভিলাষী ‘বা’ ‘তীত্রেণ’ ‘ভক্তিয়োগেন’
‘পরং’ নিরুপাধিঃ পূর্ণং ‘পুরুষং’ ‘যজ্ঞেত’ ভজতে ॥ ৩৫৫ ॥

যিনি উদারবুদ্ধি ও ভগবানের একান্তভক্ত ; তাঁহার
পূর্বোক্ত বা অনুক্ত কামনাসকল থাকুক বা না থাকুক ;
আর তিনি মোক্ষাভিলাষীই বা হউন ; তিনি ঐকান্তিক-
ভক্তিয়োগে নিরুপাধিপরমেশ্বরের উপাসনা করিয়া
থাকেন ॥ ৩৫৫ ॥

‘অন্তকামী যদি করে কৃষ্ণের ভজন ;

না মাগিলেও কৃষ্ণ তারে দেন স্বচরণ ।

কৃষ্ণ কহে “আমা ভজে মাগে বিবরহুধ ;

অহুত ছাড়ি বিব মাগে এত বড় মূৰ্খ !

আমি বিজ্ঞ এই মূৰ্খে বিবর কেন দিব ?

স্বচরণামৃত দিয়া বিবর ভুলাইব” ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে পঞ্চমস্কন্ধে ঊনবিংশাধ্যায়ে অষ্টা-
বিংশশ্লোকে শ্রীকৃষ্ণমুদ্दिष्टा देवस्तुतिः

‘সত্যং দিশত্যর্থিতমর্থিতো নৃণাং

নৈবার্থদো যৎ পুনরর্থিতা যতঃ ।

স্বয়ং বিধন্তে ভজতামনিচ্ছতা

মিচ্ছাপিধানং নিজপাদপল্লবং’ ॥ ৩৫৬ ॥

‘অর্থিতঃ’ প্রার্থিতঃ সন্ ভগবান্ ‘নৃণাং’ সমুদয়ে ‘অর্থিতং’ প্রার্থনা-

বিষয়ঃ ‘দিশতি’ দ্ব্যতীতি ‘দত্যঃ’ তথাপি ‘অর্থদঃ’ পরমার্থঃ ‘নএব’ ভবতি ;
 ‘বৎ’ যন্মাৎ ‘বতঃ’ দত্তাদনস্তরং ‘পুনরর্থিতা’ ভবতি । কিন্তু ‘অনিচ্ছতাং’
 নিচ্ছামাণাঃ ‘ভক্ততাং জনানাং সম্বন্ধে ‘ইচ্ছাপিধানং’ ইচ্ছানাং পিধানং
 আচ্ছাদকং সৰ্বকামপরিপূৰ্ণকামিত্যর্থঃ ‘মিলনাপন্নমং’ ‘স্বয়ং’ এব ‘বিষভে’
 সম্পাদয়তি ॥ ৩৫৬ ॥

ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিলে তিনি প্রার্থনাকারীর
 প্রার্থিতবিষয় প্রদান করেন সত্য ; কিন্তু পরমার্থ দেন না ;
 সে জন্য তাহাকে আবার প্রার্থী হইতে হয় ; কিন্তু নিচ্ছাম-
 ভক্তগণ প্রার্থনা না করিলেও তাঁহাদিগকে সৰ্বকামনা-
 প্রদ নিজ পাদপল্লব তিনি স্বয়ং প্রদান করেন । ৩৫৬ ।

‘কথং লাপি কুত ভবে পার কুরুসে ;

কাম হৃদ্বি কাম হৈতে হর অভিলাষে ।

তথাহি হরিতত্ত্ববোধদয়ে সপ্তমাধ্যায়ে ঋষচরিতে-
 ইষ্টাবিংশতি শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি ঋষবাক্যং

‘স্থানাভিলাষী তপসি স্থিতোহহং

স্বাং প্রাপ্তবান্ দেব মুনীন্দ্রগুহং ।

কাচং বিচিহ্নমপি দিব্যরত্নং

স্বামিন্ কৃতার্থোহস্মি বরং ন যাচে’ ॥ ৩৫৭ ॥

হে ‘দেব’ ‘অহং’ ‘স্থানাভিলাষী’ রাজসিংহাসনাভিলাষী সন্ ‘তপসি’
 ‘যতিতঃ’ তপস্যাৎ কুরুন্ ‘মুনীন্দ্রগুহং’ মুনীন্দ্রাবীনাঃ অশ্রাণ্যঃ ‘স্বাং’ ‘প্রাপ্ত-
 বান্’ ; ‘কাচং’ ‘বিচিহ্ন’ অবিদ্যান্ জনঃ ‘দিব্যরত্নং’ বহুমূল্যরত্নং বধা
 প্রাপ্নোতি তৎ । হে ‘স্বামিন্’ প্রভো অহং ‘কৃতার্থোহস্মি’ ‘বরং’ ‘ন’ ‘যাচে’
 প্রার্থয়ে ॥ ৩৫৭ ॥

হে দেব ! কাচ অন্বেষণ করিতে করিতে লোকে যেমন
 দিব্য রত্ন পায়, আমি সেইরূপ রাজসিংহাসন পাইবার জন্য
 তপস্যা করিয়া মুনীন্দ্রাদির তুল্য তখন তোমাকে পাইয়াছি ;

প্রভো ! আমি কৃতার্থ হইলাম ; আর বর লইবার প্রয়ো-
জন নাই । ৩৫৭ ।

‘সংসার ভ্রমিতে কোন ভাগ্যে কেহ তরে ;
নদীর প্রবাহে যেন কাঠ লাগে তীরে ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে অষ্টত্রিংশাধ্যায়ে চতুর্থ-
শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণমুদ্दिष्ट অক্রুর বাক্যং
‘মৈবং মমাদমস্ত্যাপি স্মাদেবাচ্যতদর্শনং ।
হ্রিয়মাণঃ কালনদ্যা কচিস্তরতি কশ্চন’ ॥ ৩৫৮ ॥

‘মা’ ‘এবং’ এবং মা স্যাৎ ; কিন্তু ‘অদমস্ত্যাপি’ নীচস্ত্যাপি ‘মম’ ‘অচ্যুত-
দর্শনং’ ভগবদদর্শনং ‘স্মাদেব’ কৃতঃ ‘কালনদ্যা’ ‘হ্রিয়মাণঃ’ ‘কশ্চন’ জনঃ
‘কচিৎ’ কদাচিৎ ‘তরতি’ । যথা নদ্যা হ্রিয়মাণানাং তৃণাদীনাং মধ্যে কিঞ্চিৎ
কদাচিত্তরতি তথা কৰ্ম্মবশেন কালেন হ্রিয়মাণানাং জীবানামপি মধ্যে
কচিস্তরেদিত্যর্থঃ ॥ ৩৫৮ ॥

আমার এ আশঙ্কা মিথ্যা ! আমি অতিঅধম হইলেও
ভগবদদর্শন পাইব । নদীবেগে তৃণাদি আহত হইলে তাহার
কোনটি যেমন তীরে উত্তীর্ণ হয়, তেমনি কালনদীতে
হ্রিয়মাণ জীবদিগের মধ্যে কেহ কদাচিৎ উত্তীর্ণ হইয়া
থাকে । ৩৫৮ ।

‘কোন ভাগ্যে কারো সংসার করোমুখ হয় ;
সামু সন্ধে তরে, কৃষ্ণে রতি উপভর ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে একপঞ্চাশত্তমাধ্যায়ে
পঞ্চত্রিংশশ্লোকে শ্রীকৃষ্ণঃ প্রতি মুচুকুন্দবাক্যং
‘ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবেৎ
জনস্ত তর্হ্যচ্যুত সংসমাগমঃ ।

সং সঙ্গোমো যহি তদৈব সঙ্গতো
পরাবরেশে স্বয়ি জায়তে রতিঃ ॥ ৩৫৯ ॥

ভো 'অচ্যুত' 'ত্রয়তঃ' সংসরতো জনস্য 'যদা' স্বদুঃখগ্রহেণ 'ভবাপর্গঃ'
ভবস্য বন্ধস্য অপবর্গঃ অস্তো 'ভবেৎ' প্রাপ্তকালঃ স্যাৎ 'তর্হি' তদা 'সংসমা-
গমঃ' সাধুসঙ্গমঃ স্যাৎ । 'যহি' বদা 'সংসঙ্গমঃ' ভবেৎ 'তদৈব' সর্ব নিবৃত্ত্যা
'সঙ্গ:তো' সভাং গতিরূপে 'পরাবরেশে' কার্যাকারণনিয়ন্তরি 'স্বয়ি' 'রতিঃ'
ভক্তিঃ 'জায়তে' ততো মুচ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৩৫৯ ॥

হে অচ্যুত ! আপনার অনুগ্রহে যখন সংসারী জনের
ভববন্ধ ক্ষয় হয় ; তখনই সাধুসমাগম হইয়া থাকে ; সাধুসঙ্গ
হইলে সাধুদিগের পরমগতি ও পরাবরেশ তোমাতে রতি
হয় ; রতি হইলেই সে ব্যক্তি মুক্ত হয় । ৩৫৯ ।

'কৃষ্ণ যদি রূপা করে কোন ভাগ্যবানে ;
শুক্র অন্তর্গামীরূপে শিখায় আপনে ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে একোনত্রিংশধ্যায়ে
ষষ্ঠশ্লোকে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি উদ্ধববাক্যং

'নৈবোপযন্ত্যপচিতিং কবয়ন্তবেশ
ব্রহ্মারূষাপি কৃতমুদ্রমুদঃ স্মরন্তঃ-
যোহিস্তব'হিস্তমুভূতামশুভং বিধুয়
স্নাচার্য্যচৈত্যবপুষা স্বগতিং ব্যনক্তি' ॥ ৩৬০ ॥

টীকা ও ব্যাখ্যা আদি: ১১ শ্লোকে ২১ পৃ: দেখ ॥ ৩৬০ ॥

'সাধুসঙ্গে কৃষ্ণভক্তো প্রজা যদি হয় ;
ভক্তিকল প্রেম হয়, সংসার যায় ক্ষয় ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে বিংশাধ্যায়ে অষ্টম-
শ্লোকে উক্তং প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যং

‘যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্ত যঃ পুমান্

ন নিবির্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগস্য সিদ্ধিদঃ’ ॥ ৩৬১ ॥

‘যঃ’ ‘পুমান্’ ‘যদৃচ্ছয়া’ কেনাপি ভাগ্যোদয়েন ‘মৎকথাদৌ’ মম লীলাগুণ-
শ্রবণবিষয়ে ‘জাতশ্রদ্ধঃ’ সন্ ‘নিবির্ণঃ’ কর্মফলাদৌ অভিশয়েন বিরক্তঃ ‘ন’
‘অতিসক্তঃ’ অত্যাশক্তঃ ‘ন’ ভবতি ‘তু’ পুনঃ ‘ভক্তিযোগস্য’ ‘সিদ্ধিদঃ’
অস্যা জনস্য সম্বন্ধে ভক্তিযোগ এব সিদ্ধিং দদাতীত্যর্থঃ ভগবানিতিশেষঃ ॥ ৩৬১ ॥

‘যে ব্যক্তি মৌভাগ্যক্রমে আমার প্রসঙ্গে শ্রদ্ধাবান্ হইয়া
কর্মফলাদিতে অতিবিরক্ত বা অত্যাশক্ত না হন ; সেই
ভক্তিযোগেই তিনি সিদ্ধি লাভ করেন । ৩৬১ ।

‘মহৎকুপা বিনা কোন কর্ণে ভক্তি নয় ;

কৃষ্ণভক্তি দূরে রহ সংসার না যায় ক্ষয় ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে পঞ্চমস্কন্ধে বিংশাধ্যায়ে দ্বাদশ-
শ্লোকে রত্নগণং প্রতি ভরতবাক্যং

‘রত্নগণৈতত্তপসা ন যাতি, ন চেজ্যয়া নির্বপণাদ্ হৃদায়

ন চ্ছন্দসা নৈব জলায়ি সূর্য্যে, কিংবা মহৎপাদরজোভিষেকং’ ॥ ৩৬২ ॥

‘হে ‘রত্নগণ !’ ‘এতৎ’ ভগবজ্জ্ঞানং ‘মহৎপাদরজোভিষেকং’ সাধুসেবাং
‘বিনা’ কেবলং ‘তপসা’ ‘ন’ ‘যাতি’ ‘ইজ্যয়া চ’ বৈদিককর্মণা চ ‘ন’ ভবতি
‘নির্বপণাৎ’ অন্নাদিসংবিভাগাৎ ‘গৃহাৎ’ ‘বা’ গৃহং তন্নিমিত্তপরোপকারাদি
ভেন ন ভবতীত্যর্থঃ ‘ছন্দসা’ বেদাভ্যাসেন ‘ন’ ‘জলায়িসূর্য্যে’ জলায়াদি
ভিরূপাসিতৈঃ ‘নৈব’ যাতীত্যর্থঃ ॥ ৩৬২ ॥

হে রত্নগণ ! ভগবদ্বিষয়ক এইরূপ জ্ঞান, সাধুসেবা বিনা
কেবল তপস্যা বা বৈদিককর্ম, কিম্বা অন্নদান বা পরো-
পকার অথবা বেদাভ্যাস কি জল, অগ্নি ও সূর্য্যের উপাসনা
করিলে লাভ করা যাইতে পারেনা ॥ ৩৬২ ॥

তথাহি তত্রৈব সপ্তমস্কন্ধে পঞ্চমাধ্যায়ে পঞ্চবিংশতিশ্লোকে
হিরণ্যকশিপুঃ প্রতি প্রহ্লাদবাক্যং

‘নৈবাং মতি স্তাবদুক্রমাজ্জিঃ

স্পৃশত্যনর্থাপগমো বদর্থঃ

মহীয়সাং পাদরজোহভিষেকং

নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ’ ॥ ৩৬৩ ॥

‘নিষ্কিঞ্চনানাং’ নিরস্তবিবরাভিমানানাং ‘মহীয়সাং’ মহন্তমানাং জনানাং
‘পাদরজোহভিষেকং’ ‘যাবৎ’ ‘ন’ বৃণীত ‘তাবৎ’ প্রতিবাক্যতো আভেদপি
‘এবাং’ জনানাং ‘মতিঃ’ বুদ্ধিঃ ‘উক্রমাজ্জিঃ’ ভগবৎপাদপদ্মং ‘ন’
‘স্পৃশতি’ ন প্রাপ্নোতি । ‘বদর্থঃ’ বস্যা অভ্যুস্পর্শিন্যা মতে বর্থঃ প্রয়ো-
জনঃ ‘অনর্থাপগমঃ’ অনর্থস্য সংসারস্য অপগমো নাশঃ স্যাৎ ॥ ৩৬৩ ॥

বিষয়নিরভিমান সাধুদিগের পদোরজোভিষিক্ত না হইলে
ভগবৎপাদপদ্মে মতি হয় না ; আর ঐ রূপ মতি না হই-
লেও অনর্থ নাশ হইতে পারে না ॥ ৩৬৩ ॥ *

‘সাধু সজ্জ, সাধু সজ্জ, সর্বশাস্ত্রে কর ;

লবামাত্র সাধুসজ্জ সর্বসিদ্ধি হয় ।

তথাহি ত্রীমহাভাগবতে প্রথমস্কন্ধে অষ্টাদশাধ্যায়ে ত্রয়ো-
দশশ্লোকে সৌনকাদীন্ প্রতি সূতবাক্যং

‘তুলয়াম লবেনাপি ন স্বর্গং নাপুনর্ভবং ।

ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্ত মত্যানাং কিমুতাশিষঃ’ ॥ ৩৬৪ ॥

‘ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্ত’ ভগবৎসঙ্গিনো বিমুক্ততাঃ তেবাং সঙ্গস্ত ‘লবেনাপি’
অত্যন্নকালেনাপি ‘স্বর্গং’ ‘ন’ ‘তুলয়াম’ সমং ন গম্যাম ‘ন’ ‘অপুনর্ভবং’
অপবর্গং তুলয়াম (সম্ভাবনায়ঃ মোট) ‘মত্যানাং’ বরনশীলানাং অহব্যাপাং
‘আশিষঃ’ তুষ্করাজ্যাদ্যাঃ ন তুলয়াম ইতি ‘কিমুত’ বক্তব্যং ॥ ৩৬৪ ॥

* ইহার পর নব্যালনীলের হাপার পুস্তকে সাধুসজ্জ বাহাওয়া হচক ১-ম অঙ্কের
৮-০ অধ্যায়ের ৩য়, হরিভক্তিবিলাসের বর্ণনবিলাসের ৭৬ ও ৭৭ শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে ;
অন্ত কোন গ্রন্থে তাহা না থাকায় মূলে বৃণীত হইল না ।

ভগবন্তের সহিত অত্যল্পকাল সঙ্গ হইলে যে ফল হয়,
তাহার সহিত স্বর্গ ও মোক্ষের তুলনা করিতে পারি না ;
তবে তাহা মরণশীলমানবের তুচ্ছ রাজ্যাদিস্বপ্নের সহিত
কি প্রকারে তুলনা হইবে ? ॥ ৩৬৪ ॥

‘কৃষ্ণ কৃপালু অর্জুনের লক্ষ্য করিয়া ;

জগতেরে রাখিয়াছে উপদেশ দিয়া ।

তথাহি শ্রীভগবদগীতায়াং অষ্টাদশাধ্যায়ে চতুঃষষ্ঠিশ্লোকে
অর্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং

‘সর্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ ।

ইকোহসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতং ॥ ৩৬৫ ॥

‘সর্বগুহ্যতমং’ সর্বোত্তমোহপি গুহ্যভ্যো গুহ্যতমং ‘পরমং’ শ্রেষ্ঠং ‘মে’
মম ‘বচঃ’ বাক্যং তত্র তত্রোক্তমপি ‘ভূয়ঃ’ পুনরপি বক্ষ্যমাণং ‘শৃণু’ ; পুনঃ
পুনঃ কথনে हेतুमाह স্বং ‘মে’ মম ‘দৃঢ়ং’ অত্যন্তং ‘ইষ্টঃ’ ‘অসি’
প্রিয়োহসীতি মত্বা ‘ততঃ’ এব হেতোঃ ‘তে’ ‘হিতং’ ‘বক্ষ্যামি’ ॥ ৩৬৫ ॥

তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয় ; তোমার হিতার্থে আমি পুন-
র্বার গুহ্য হইতে গুহ্যতম পরমবাক্য বলিতেছি, শ্রবণ
কর ॥ ৩৬৫ ॥

তথাহি তত্রৈব পঞ্চষষ্ঠিশ্লোকে অর্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণ-
বাক্যং

‘মদ্যনা ভব মন্তকো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু ।

মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োহসি মে’ ॥ ৩৬৬ ॥

‘মদ্যনাঃ’ মদ্রিভ্যো ‘ভব’ ‘মন্তকঃ’ মন্তকনশীলো ভব ‘মদ্যাজী’ মদ্রি
বজনশীলো ভব ‘মাং’ ‘নমস্কুরু’ এবং বর্তমান স্বং মংপ্রাপদগুরুজ্ঞানেন ‘মামেব’

‘এবাসি’ প্রাপ্যাসি ; যং হি ‘মে’ ‘প্রিয়োহসি’ অতঃ ‘সত্যং’ বখ্যাতব্যতোব্যং
‘তে’ তুভ্যমহং ‘প্রতিজ্ঞানে’ প্রতিজ্ঞাং করোমি ॥ ৩৬৩ ॥

তুমি আমাতে মন সমর্পণ কর, আমার ভজনা কর, মহু-
দ্দেশ্যে যজ্ঞ কর ; আমাকে নমস্কার কর ; তুমি আমার প্রিয়,
আমি সত্য বলিতেছি তাহা হইলে তুমি আমাকে প্রাপ্ত
হইবে ॥ ৩৬৬ ॥

‘পূর্ব্ব আজ্ঞা বেদ ধর্ম্ম কর্ম্ম যোগ জ্ঞান ;
সব লাধি শেষে এই আজ্ঞা বলবান ।
এই আজ্ঞা বলে ভক্তের শ্রদ্ধা যদি হয় ;
সর্ব্ব কর্ম্ম ত্যাগ করি সে কৃষ্ণ ভজয় ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে বিংশাধ্যায়ে নবম-
শ্লোকে উক্তবং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং

‘তাবৎ কৰ্ম্মাণি কুৰ্ব্বীত ন নির্বিদ্যোত যাবত।
মৎকথাশ্রবণাদৌ বা লজ্জা যাবন্নজায়তে’ ॥ ৩৬৭ ॥

টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যঃ ১০২ শ্লোকে ২১৭ পৃঃ দেখ ॥ ৩৬৭ ॥

‘শ্রদ্ধা শব্দে বিশ্বাস কহে স্মৃদুচ নিশ্চয় ;
কৃষ্ণ ভক্তি কৈলে সর্ব্ব কর্ম্ম হৃত হয় ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে চতুর্থ স্কন্ধে একত্রিংশাধ্যায়ে দ্বাদশ-
শ্লোকে প্রচেতসংপ্রতি নারদবচনং

‘যথা তরোর্মূলনিষেচনেন
তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভূজে পশাথাঃ
প্রাগোপহারাচ্চ যথেষ্ট্রিয়াণাং
তথৈব সর্ব্বাহংমচ্যুতেজ্যা’ ॥ ৩৬৮ ॥

‘যথা’ ‘তরোঃ’ বৃক্কত ‘মূলনিষেচনেন’ মূলদেশস্য শিকনেন ‘তৎস্কন্ধ-’

‘ছোপশাখাঃ’ তত্ব বৃক্ষস্য বৃক্ষাঃ মূলোর্ধ্ববিভাগাঃ ছুজাঃ তেষাং উপশাখাঃ
উপলক্ষণমেতৎ পত্রপুষ্পাদিরৌপ্যি ‘তৃপ্যন্তি’ ‘ত’ পুনঃ ‘বথা’ ‘প্রাণোপ-
হারঃ’ প্রাণস্য উপহারঃ ভোজনং তস্মাৎ ‘ইন্দ্রিয়াণাং’ তৃপ্তির্ভবতি নতু তত-
দিন্দ্রিয়েষু পৃথক্ পৃথক্ অমূলপনাৎ ; ‘তথা’ ‘অচ্যুতেভ্যঃ’ ‘এব’ ভগবদারা-
ধনমেব ‘সর্ক্সাহং’ সর্ক্সদেবতারাদ্বয়ং স্যাৎ ন পৃথগিত্যর্থঃ ॥৩৬৮॥

যেমন বৃক্ষের মূলদেশ সেচন করিলে তাহার স্কন্ধ,
শাখা, উপশাখা প্রভৃতি পুষ্ট হয় ; আর যেমন প্রাণের
ভোজনেই সকল ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি হয় ; তেমনি ভগবান্ অচ্যু-
তের আরাধনা করিলেই সকল দেবতার আরাধনা হয় ;
তাহাদের পৃথক আরাধনার প্রয়োজন নাই ॥ ৩৬৮ ॥

‘শ্রদ্ধাবান্ জন হয় ভক্তি অধিকারী ;
উত্তম, মধ্যম, কনিষ্ঠ, শ্রদ্ধা অঙ্গসারী ।
শাস্ত্র যুক্তি ওনি পুনঃ দৃঢ় শ্রদ্ধা ধার ;
উত্তম অধিকারী তিহ তরয়ে সংসার ।
শাস্ত্র যুক্তি নাহি জানে দৃঢ় শ্রদ্ধাবান্ ;
মধ্যম অধিকারী সেও মহাভাগ্যবান্ ।
যাহার কমল শ্রদ্ধা সে কনিষ্ঠ জন ;
ক্রমে ক্রমে তিহো ভক্ত হইবেন উত্তম ।
রতি প্রেম তারতম্যে ভক্তি তর, তম ;
একাদশঙ্কে তার করিয়াছে লক্ষণ ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশঙ্কে দ্বিতীয়াধ্যায়ে ত্রিচত্বা-
রিংশল্লোকে জনকং প্রতি যোগেন্দ্র বাক্যং

‘সর্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবন্তাবমান্তনঃ
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেব ভাস্বত্যতোত্তমঃ’ ॥ ৩৬৯ ॥

টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যঃ ১১০ শ্লোকে ১৮৮ পৃঃ দেখ ॥ ৩৬৯ ॥

তথাহি তত্রৈব চতুঃস্কারিংশল্লোকে জনকং প্রতি
যোগেন্দ্রবাক্যং

‘ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ

প্রেমমৈত্রীকৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ’ ॥ ৩৭০ ॥

‘ঈশ্বরে’ ভগবতি ‘তদধীনেষু’ ভগবদ্বক্তেষু ‘বালিশেষু’ ভগবদ্বক্তৃমজা-
নংসু উদাসীনেষু ‘দ্বিষৎসু’ শত্রুজনেষু ‘চ’ চতুর্ষু ‘প্রেমমৈত্রীকৃপোপেক্ষাঃ’
প্রেমচ মৈত্রীচ কৃপাচ উপেক্ষাচ তাঃ ‘যঃ’ জনঃ ‘করোতি’ ‘সঃ’ ‘মধ্যমঃ’
ভাগবতঃ ; এবমুভয়ভেদদর্শনাৎ ॥ ৩৭০ ॥

যিনি ঈশ্বরে প্রেম, ভক্তজনে মৈত্রী, অজ্ঞজনের প্রতি
কৃপা এবং শত্রুর প্রতি উপেক্ষা করেন ; তিনি ভগবদ্বক্তের
মধ্যে মধ্যম ॥ ৩৭০ ॥

তথা তত্রৈব দ্বিতীয়াধ্যায়ে পঞ্চচ্চারিংশল্লোকে জনকং
প্রতি যোগেন্দ্রবাক্যং

‘অর্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ প্রক্ৰয়েহতে

ন তদ্বক্তেষু চান্নেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ’ ॥ ৩৬১ ॥

‘যঃ’ জনঃ ‘অর্চায়ামেব’ প্রতিমায়াম্ ‘প্রক্ৰয়া’ করণভূতয়া ‘হরয়ে’ ‘পূজাং’
‘ঈহতে’ করোতি ‘ন’ ‘তদ্বক্তেষু’ ‘অন্যেষু’ ‘চ’ স্মৃত্যং ‘ন’ করোতি ‘সঃ’
‘প্রাকৃতঃ’ ‘ভক্তঃ’ প্রকৃতিপ্রারম্ভঃ প্রারম্ভভক্তিরিত্যর্থঃ ‘স্মৃতঃ’ কথিতঃ শনৈ-
কভবো ভক্তো ভবিষ্যতীত্যর্থঃ ॥ ৩৬১ ॥

যিনি প্রজ্ঞা পূর্বক প্রতিমাতে হরিপূজা করেন, কিন্তু
হরিভক্ত বা অন্যের পূজা করেন না ; তিনি প্রাকৃত অর্থাৎ
ক্রমশঃ ভক্তির অধিকারী হইবেন ॥ ৩৬১ ॥

‘সর্ব মহাভগবৎ বৈকুণ্ঠশরীরে ;

কৃষ্ণভক্তে কৃষ্ণের ৩৭ সকল সকারে ।

তথাহি তত্রৈব পঞ্চমস্কন্ধে অষ্টাদশাধ্যায়ে দ্বাদশশ্লোকে
হয়শীর্ষাভিধানভগবন্তনু মুদ্दिशा ভদ্রশ্রবোবাধ্যাং

‘যশ্যাস্তি ভক্তিভগবত্যকিঞ্চন।

সর্বৈঃ শুণৈঃ স্তত্র সমাসতে হুয়াঃ ।

হরাবভক্তস্য কুতো মহদাণুণা

মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ’ ॥ ৩৭২ ॥

টীকা ও ব্যাখ্যা আদি: ১৩৬ শ্লোকে ২৫৭ পৃ: দেখ ॥ ৩৭২ ॥

‘এই সব গুণ হয় বৈষ্ণব লক্ষণ ;

সব কথা না যায় করি দিগ দরশন ।

কুপালু, অকৃত জ্ঞোহ, সত্য সার, সম ;

নির্দোষ, বদান্ত, মুহু, শুচি, অকিঞ্চন ।

সর্বোপকারক, শাস্ত্র, কঠোর শরণ ;

অকাম, নিরীহ, স্থির, বিজিত বড়্‌গুণ ।

মিতভুক, অপ্রমত্ত, মানদ, অমানী ;

গম্ভীর, করুণ, মৈত্র, কবি, দক্ষ, মোনী ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে পঞ্চবিংশতিতমাধ্যায়ে
বিংশতিশ্লোকে দেবহুতিং প্রতি কপিলদেববাধ্যাং

‘তিতিক্ষবঃ কারুণিকাঃ সুহৃদঃ সর্বদেহিনাঃ

অজাতশত্রবঃ শাস্তাঃ সাধবঃ সাধু ভূষণাঃ’ ॥ ৩৭৩ ॥

সাধুনাং লক্ষণমাহ । ‘তিতিক্ষবঃ’ সর্বদুঃখসহনশীলঃ ; ‘কারুণিকাঃ’
‘সর্বদেহিনাঃ’ ‘সুহৃদঃ’ ‘অজাতশত্রবঃ’ শত্রুরহিতাঃ ‘শাস্তাঃ’ অহুগ্রাঃ
‘সাধবঃ’ সরলাঃ ‘সাধুভূষণাঃ’ সাধু স্ত্রীলঃ তদেব ভূষণং যেহাং যদা সাধব-
এব ভূষণানীব প্রিয়া যেহাং তে ॥ ৩৭৩ ॥

সাধুব্যক্তি পরমসহিষ্ণু, কারুণিক ও সকল প্রাণীর
মিত্র ; তাঁহার কেহ শত্রু নাই ; তিনি শাস্ত্র ও সরল ; এবং
সুশীলতাই তাঁহার ভূষণ ॥ ৩৭৩ ॥

তথাহি তত্রৈব পঞ্চমঙ্কে পঞ্চমাধ্যারে দ্বিতীর্ল্লোকে ব-
পুত্রশতং প্রতি ঋষভদেবোক্তিঃ

‘মহৎসেবাং দ্বারমাহ বিমুক্তে
স্তমোদ্বারং বোধিতাং সঙ্গিসঙ্গং
মহান্ত স্তে সমচিত্তাঃ প্রশান্তা
বিমন্তবঃ হৃহদঃ সাধবো য়ে’ ॥ ৩৭৪ ॥

‘মহৎ সেবাং’ সাধুবৎ ‘বিমুক্তেঃ’ ভগবৎপ্রাপ্তেঃ ‘দ্বারং’ উপারং তথা
‘স্তমোদ্বারং’ সংসারস্য নরকস্য বা উপারং ‘বোধিতাং’ স্ত্রীণাং ‘সঙ্গিসঙ্গং’ যে
সঙ্গিনন্তেবাং সঙ্গং ‘আহঃ’ পণ্ডিতা ইতিশেষঃ । মহতাং লক্ষণমাহ ‘তে’
জনাঃ ‘মহান্তঃ’ ‘য়ে’ ‘সমচিত্তাঃ’ সর্বত্র সমদর্শিনঃ ‘প্রশান্তাঃ’ ‘বিমন্তবঃ’
ক্রোধরহিতাঃ ‘হৃহদঃ’ বহুভাবাপন্নঃ ‘সাধবঃ’ সদাচারীঃ ॥ ৩৭৪ ॥

পণ্ডিতেরা মহৎসেবাকে মুক্তির দ্বার, ও রমণীসঙ্গীদিগের
সঙ্গকে নরকের দ্বার বলিয়া থাকেন ; তাঁহারা ই মহৎ,
যাঁহারা সমদর্শী, হৃহদ, প্রশান্ত, ক্রোধহীন ও সদাচার-
নিরত ॥ ৩৭৪ ॥

‘কৃকতক্তিভগ্নমূল হর সাধু সঙ্গঃ

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমঙ্কে একপঞ্চাশত্তমাধ্যারে
পঞ্চত্রিংশ ল্লোকে শ্রীকৃষ্ণঃ প্রতি মুচুকুন্দবাক্যং

‘ভবাপবর্গেী ভ্রমভো যদাভবে
জ্ঞানস্ত তহ্যুচ্যত সংসমাগমঃ
সংসঙ্গমো য়হি তদৈব সদগতো
পরাবরেশে য়রি জায়তে রতিঃ’ ॥ ৩৭৫ ॥

ভীক। ৩ ব্যাখ্যা মধ্যঃ ৩৫১ ল্লোকে ৫৪৪—৫৪৫ পৃঃ দেখ ॥ ৩৭৫ ॥

ତଥା ତତ୍ତ୍ୱେବ ଏକାଦଶସ୍କନ୍ଧେ ଦ୍ୱିତୀୟାଧ୍ୟାୟେ ଅଷ୍ଟାବିଂଶ-
ଶ୍ଳୋକେ ନବଯୋଗେନ୍ଦ୍ରାନୁ ପ୍ରତି ନିମିବାକ୍ୟଃ

‘ଅତ ଆତ୍ୟନ୍ତ୍ରିକଂ କ୍ଳେମଂ ପୃଛାମୋ ଭବତୋହନୟାଃ

ସଂସାରେହସ୍ମିନ୍ କ୍ଳଣାକ୍ତୋହପି ସଂସନ୍ନଃ ସେବଧି ନୃଣାଂ’ ॥ ୩୭୬ ॥

ହେ ‘ଅନୟାଃ’ ପାପରହିତାଃ ‘ଅତଃ’ ଏବ ‘ଭବତଃ’ ସ୍ୱାମୀ ‘ଆତ୍ୟନ୍ତ୍ରିକଂ’
‘କ୍ଳେମଂ’ ମନ୍ଦଳଂ ‘ପୃଛାମଃ’ ଯତଃ ‘ଅସ୍ମିନ୍’ ‘ସଂସାରେ’ ‘କ୍ଳଣାକ୍ତଃ’ ‘ଅପି’ କ୍ଳଣକାଳ-
ଭବୋହପି ‘ସଂସନ୍ନଃ’ ‘ନୃଣାଂ’ ‘ସେବଧିଃ’ ନିଧିର୍ଭବତି ନିଧିଲାଭେ ସନ୍ଧାନନ୍ଦୋ
ଭବତି ତଥା ପରାମଳ୍ପ ଇତ୍ୟର୍ଥଃ ॥ ୩୭୬ ॥

ହେ ନିଷ୍ପାପ ଶ୍ଵାସିଗଣ ! ଆପନାମିଗକେ ଏଥନ ଆତ୍ୟନ୍ତ୍ରିକ
ମନ୍ଦଳବିଷୟ ଜିଜ୍ଞାସା କରି ; ଏ ସଂସାରେ କ୍ଳଣକାଳ ସଂସନ୍ନ-
ଲାଭେଓ ପରମ ନିଧିଲାଭ ହୟ ॥ ୩୭୬ ॥

‘କ୍ଳେମଂ ଶ୍ରେୟଃ ଲାଭେ, ଶିହୋ ପୁନଃ ସୁଧା ଲଭ ।

ତଥାହି ତତ୍ତ୍ୱେବ ତୃତୀୟସ୍କନ୍ଧେ ପଞ୍ଚାବିଂଶାଧ୍ୟାୟେ ଅଷ୍ଟାବିଂଶ-
ଶ୍ଳୋକେ ଦେବହୃତିଂ ପ୍ରତି କପିଳଦେବବାକ୍ୟଃ

‘ସତାଂ ପ୍ରସନ୍ନାନ୍ୟମ ବୀର୍ଯ୍ୟସନ୍ଧିଦୋ

ଭବନ୍ତି ହଂକର୍ଣ୍ଣରସାୟନାଃ କଥାଃ

ତତ୍ତ୍ୱୋପାଦାନପର୍ବଗବନ୍ଧୁ ନି

ପ୍ରହ୍ଲା ରତି ଉକ୍ତି ରମୁକ୍ତମିଷ୍ଠାତି’ ॥ ୩୭୭ ॥

ଜାକା ଓ ବ୍ୟାଧ୍ୟା ଆଦିଃ ୨୨ ଶ୍ଳୋକେ ୨୮ ପଃ ଦେବ ॥ ୩୭୭ ॥

‘ଅସଂ ନମ ତ୍ୟାଗ ଏହି ବୈକବ ଆଚାର ;

ଦ୍ୱିତୀୟୀ ଏକ ଅମାସୁ, ହକାଦତ୍ତ ଆର ।

ତଥାହି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ତୃତୀୟସ୍କନ୍ଧେ ଏକାବିଂଶାଧ୍ୟାୟେ ଅଷ୍ଟ-
ତ୍ରିଂଶ ଶ୍ଳୋକେ ଦେବହୃତିଂ ପ୍ରତି କପିଳଦେବବାକ୍ୟଃ

‘ନ ତଥାନ୍ତ ଭବେନ୍ମୋହୋ ବହୁଚାନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନତଃ

ଯୋଷିଂ ସନ୍ଧାନସ୍ତଥା ପୁଂସୋ ସ୍ତଥା ତତ୍ତ୍ୱସନ୍ନିସନ୍ନତଃ’ ॥ ୩୭୮ ॥

‘সত্যং’ ‘শৌচং’ ‘দয়া’ ‘মোহঃ’ ‘বুদ্ধিঃ’ ‘হীঃ’ ‘শ্রীঃ’ ‘যশঃ’ ‘কমা’
‘শমো’ ‘দমো’ ‘ভগশ্চেতি’ ‘যৎসঙ্গাদব্যাতি’ ‘সংকরঃ’ ॥ ৩৭৮ ॥

ত্ৰীসং ও ত্ৰীসংগিগের সঙ্গ বেগন মোহ ও বন্ধনের
কারণ, অস্ত সঙ্গ তেমন নয় ॥ ৩৭৮ ॥

তথাহি তত্রৈব একত্রিংশাধ্যায়ে ত্রয়ত্রিংশশ্লোকে দেব-
হুতিং প্রতি কপিলদেববাক্যং

‘সত্যং শৌচং দয়া মোহঃ বুদ্ধিঃ হীঃ শ্রীঃ যশঃ কমা

শমো দমো ভগশ্চেতি যৎসঙ্গাদব্যাতি সংকরঃ’ ॥ ৩৭৯ ॥

অসং সঙ্গং নিবর্তি । এতৎ সর্গঃ ‘বৎ সঙ্গাৎ’ অসতঃ সঙ্গাৎ ‘সংকরঃ’
বিনাশঃ ‘ব্যাতি’ ‘মোহঃ’ সংপ্রবৃত্তিভাজঃ ‘ভগঃ’ ঐশ্বর্যঃ ॥ ৩৭৯ ॥

অসং সঙ্গং সত্য, শৌচ, দয়া, সংপ্রবৃত্তি, বুদ্ধি, সঙ্গা,
শ্রী, যশ, কমা, শম, দম, ঐশ্বর্য সকলই কয় প্রাপ্ত হয় ॥ ৩৭৯ ॥

তথাহি তত্রৈব একত্রিংশাধ্যায়ে চতুত্রিংশ শ্লোকে দেব-
হুতিং প্রতি কপিলদেববাক্যং

‘ভেষজাশ্বেষু মূঢ়েষু ঋগিতাস্ত্রস্বসাধু

সঙ্গং ন কুর্ধ্যাচ্ছোচ্যেযু যোষিৎকীড়াযুগেষু চ’ ॥ ৩৮০ ॥

‘ভেষু’ ‘অসাধুযু’ জনেষু ‘সঙ্গং’ ‘ন’ ‘কুর্ধ্যাৎ’ কীর্ণণেষু ? ‘অশান্তেষু’
‘মূঢ়েষু’ ‘ঋগিতাস্ত্রস্ব’ দেহান্ত্রবৃত্তিষু ‘শোচ্যেযু’ শোকবোধেষু ‘যোষিৎকীড়া-
যুগেষু চ’ যোষিতাং কীড়ানুগ ইব ভেষু তদধীনেষু ॥ ৩৮০ ॥

যে সকল লোক অশান্ত; মূঢ়, দেহান্ত্রাভিমानी, শোচা
এবং কীড়ানুগের দ্বায় ক্রীড়ণের অধীন ; সেই সকল অসাধু-
দিগের সঙ্গ করিবে না ॥ ৩৮০ ॥

তথাহি হরিতক্তিবিলাসস্ত দশমবিলাসে চতুর্বিংশাদিক-
দ্বিশততমাক্ষধ্বতকাত্যায়নসংহিতাবচনং

‘বরং হতবহজাল। পঞ্জরাস্তব্যবস্থিতিঃ ।

ন শৌরিচিস্তাবিমুখজন সংবাসবৈশষণং’ ॥ ৩৮১ ॥

‘হতবহজালপঞ্জরাস্তব্যবস্থিতিঃ’ হতবহস্ত অগ্রে: জালায়াং হিতস্ত পঞ্জরস্ত
লৌহময়বস্ত্রস্ত অন্তঃ মধ্যে ব্যবস্থিতিঃ অবস্থানং ‘বরং’ ভদ্রং স্ত্রাং তথাপি
‘শৌরিচিস্তাবিমুখজনসংবাসবৈশষণং’ হরে: চিস্তায়াং বিমুখজনেন সহ সংবাস-
বৈশষণং একজবাসবিশেষং ‘ন’ কুর্ঘ্যাৎ ॥ ৩৮১ ॥

অগ্নিদাহ মধ্যে লৌহময় পিঞ্জরে অবস্থান করাও ভাল ;
তথাচ ভগবচ্চিস্তাবিহীন জনের সহিত একত্র বাস করা
উচিত নহে ॥ ৩৮১ ॥

তথাহি গোস্বামিপাদোক্ত পাদং

‘মাদ্রাকীঃ ক্লীণপুণ্যান্ কচিদপি ভগবদ্ভক্তিহীনান্

মনুষ্যান্’ ॥ ৩৮২ ॥

‘ভগবদ্ভক্তি হীনান্’ ‘ক্লীণপুণ্যান্’ অসাধুন্ ‘মনুষ্যান্’ ‘কচিদপি’ কুত্র-
চিৎ সময়েহপি ‘মাদ্রাকীঃ’ ন পশ্যে: ॥ ৩৮২ ॥

ভগবদ্ভক্তিহীন অসাধু ব্যক্তির সহিত কখন পরিচয় করা
উচিত নহে ॥ ৩৮২ ॥

‘এত সব ছাড়ি আর বর্ণাপ্রম ধর্ম ;

অকিঞ্চন হঞা লয় কৃষ্ণের শরণ ।

তথাহি শ্রীভগবদগীতারং অষ্টাদশাধ্যায়ে ষট্‌ষষ্ঠিতম-
শ্লোকে অর্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং

‘সর্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ

অহং হ্যং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মাশুচঃ’ ॥ ৩৮-৩৯ ॥

চিহ্না ৩ ব্যাখ্যা বধ্যাঃ ৬৬ শ্লোকে ১৫৩ গুঃ দেবঃ ৬৬৩ ।

‘ভক্তবৎসল, কৃতজ্ঞ, সখ্য, বদাম্য ;

যেন কৃষ্ণ ছাড়া পণ্ডিত নাহি তবে অন্য ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে অষ্টচত্বারিংশাধ্যায়ে
ষাণ্ডিন্যশ্লোকে ত্রীকৃষ্ণং প্রতি অক্রুরবাক্যং

‘কঃ পণ্ডিতঃ স্বদপরং শরণং সমীয়া

ভক্তপ্রিয়াদৃতগিরঃ সুহৃদঃ কৃতজ্ঞাৎ

সর্বান দদাতি সুহৃদো ভজন্তোহভিকামা

নাঙ্গানমপ্যুপচর্যাপচর্যো ন যন্ত’ ॥ ৩৮৪ ॥

‘কঃ’ ‘পণ্ডিতঃ’ জনঃ ‘স্বদপরং’ স্বতোহপরং দেবঃ ‘শরণং’ ‘সমীয়াৎ’
গচ্ছেৎ ন কোহপি । কৌশল্যং স্বং ‘ভক্তপ্রিয়াৎ’ ‘ভূতগিরঃ’ সত্যবাচঃ তথা
‘সুহৃদঃ’ পুনঃ ‘কৃতজ্ঞাৎ’ । যতো ভবান্ ‘ভজতঃ’ ‘সুহৃদঃ’ জনস্ত সযত্বে
‘সর্বান্’ ‘অভিকামান্’ অতিতঃ কামান্ তথা ‘নাঙ্গানমপি’ দদাতি । ‘যন্ত’
তব ‘উপচর্যাপচর্যো’ ‘ন’ ভবতঃ ॥ ৩৮৪ ॥

প্রভো! আপনি ভক্তপ্রিয়, সত্যবাদী, সুহৃদ এবং
কৃতজ্ঞ; কোন্ বুদ্ধিমান ব্যক্তি আপনা ভিন্ন অপরের শরণ
লইবে? ভজনশীল সুহৃদজনের প্রতি আপনি সকল কাম্য-
বিষয় ও আপনাকে পর্য্যন্ত দিয়া থাকেন। আপনার হ্রাস
বৃদ্ধি নাই ॥ ৩৮৪ ॥

‘বিজ্ঞ জনের হয় যদি কৃষ্ণ গুণগান ;

অন্য ত্যজি তবে তাতে উদ্ধব প্রমাণ ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে বিত্তীয়াধ্যায়ে ত্রয়ো-
বিংশ শ্লোকে বিহুরং প্রতি উদ্ধববাক্যং

‘অহো বকী বং স্তনকালকৃষ্টং

পদ্মিমাংসয়া পায়রদপ্যামাষী

লেভে গতিং ধাতুচিহ্নাং ততোহন্যং

কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেম' ॥ ৪৮৫ ॥

‘অহো’ আশ্চর্য্যঃ ‘বকৌ’ পুতনা ‘জিহ্বাংসরা’ দয়ালুতারাঃ হস্তঃ ইচ্ছা
‘স্তনকালকূটং’ স্তনরোঃ সঙ্কূটং বিষং ‘বং’ ভগবন্তং ‘অপারয়ং’ । সা
‘অপারী’ ‘অপি’ ছটাপি ‘ধাতুচিহ্নাং’ ধাতু্য বশোদ্যায়ঃ উচিহ্নাং ‘গতিং’
‘লেভে’ ভক্তবেশমাত্রেণ বঃ সঙ্গতিং দস্তবান্ ‘ভতঃ’ তন্মাত্ ‘অন্তঃ’ ‘কং’
‘বা’ দয়ালুং ‘ব্রজেম’ ভজেম ॥ ৩৮৫ ॥

কি আশ্চর্য্য ! ছুট পুতনা যাঁহার প্রাণহিংসা করিবার
জন্ত স্তনদ্বয়ে বিষলেপন করিয়া পান করাইয়াও ধাতু-
সদৃশী সদগতি লাভ করিল ; এমন দয়ালু আর কে বা
আছে যাঁহার শরণ লইব ? ॥ ৩৮৫ ॥

‘শরণাগত অকিকনের একই লক্ষণ ;

তার মধ্যে প্রবেশরে আত্মসমর্পণ ।

তথাহি হরিভক্তিবিলাসস্ত একাদশবিলাসে সপ্তদশাধিক-
চতুঃশততমাক্ষরত বৈকবতন্ত্রঃ

‘আত্মকূল্যস্ত সংকল্পঃ প্রাতিকূল্যবিবর্জ্জনঃ

রক্ষিয়াতীতি বিশ্বাসো গোপ্ত্বে বরণং তথা

তৎক্রিয়ান্নবিনিক্ষেপঃ বড়িধা শরণাগতিঃ’ ॥ ৩৮৬ ॥

‘আত্মকূল্যস্ত’ ভগবদত্মকূলসেবনস্ত ‘সংকল্পঃ’ গ্রহণং ‘প্রাতিকূল্যবিব-
র্জ্জনঃ’ তৎপ্রতিকূলবিষয়ত্যাগঃ ‘রক্ষিয়াতি’ স মাং রক্ষিয়াতি ‘ইতি’ বিশ্বাসঃ
‘তথা’ ‘গোপ্ত্বে’ তত রক্ষিত্বে ‘বরণং’ আত্মসমর্পণঃ ‘তৎক্রিয়ান্নবিনি-
ক্ষেপঃ’ তত ক্রিয়ায়াং সুব্রহ্মঃসমব্যাহিত্যর্থঃ আত্মনঃ নিক্ষেপঃ ‘শরণাগতিঃ’
শরণবিষয়ে আগতিঃ নিষ্ঠাবৃত্তমতিঃ শরণাগতস্ত লক্ষণং ইতি ‘বড়িধা’
ভাঃ ॥ ৩৮৬ ॥

ঈশ্বর সেবার অত্মকূল বিষয় গ্রহণ, প্রতিকূল পরিত্যাগ,
‘ভিনি আমাকে রক্ষা করিবেন’ এই বিশ্বাস, ঈহাঃ রক্ষি-

ভূমি আত্মসমর্পণ, তাঁহার কার্যে আত্মনিবেশ, তাঁহার
শরণনিষ্ঠমতি, এই ছয়টি শরণাগতের লক্ষণ । ৩৮৬ ।

তথাহি তত্রৈব একাদশাধিকচতুঃশতাব্দ্যুতবৈকবতঃ
'তবাস্মীতি বদন্ বাচা তথৈব মনসা বিদন্
তৎস্থান মাজ্জিত স্তথা মোদতে শরণাগতঃ' । ৩৮৭ ।

'শরণাগতঃ' জনঃ অহং 'তবাস্মি' ইতি 'বাচা' বাক্যেন 'বদন্' 'তথা'
'এব' তং ভগবন্তঃ 'মনসা' 'বিদন্' জানন্ 'তথা' শরীরেণ 'তৎস্থানং' তত
লীলাস্থানাদিকং 'মাজ্জিতঃ' সন্ 'মোদতে' হঠাৎ ভবতি । ৩৮৭ ।

শরণাগত ব্যক্তি 'আমি তোমারই' এই কথা বলিয়া, মনে
মনে তাঁহার বিদ্যমানতা অনুভব করিয়া ও তাঁহার লীলা-
স্থান শরীরের দ্বারা স্পর্শ করিয়া স্থানানুভব করিয়া
থাকেন । ৩৮৭ ।

'শরণ লঞা করে কৃকে আত্মসমর্পণ ;

কৃক তাঁরে করে তৎকালে আত্ম সম ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে একোনবিংশাধ্যায়ে
দ্বাত্রিংশল্লোকে উদ্ধবঃ প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যং

'মৰ্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকৰ্ম্মা

নিবেদিতান্মা বিচিকীৰ্ষিতো মে

তদামৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো

ময়াজ্জুহুরায় চ কল্পতে বৈ' । ৩৮৮ ।

'মৰ্ত্যঃ' মরণশীলমহুযাঃ, 'বদা' 'ভ্যক্তসমস্তকৰ্ম্মা' সন্ 'মে' মমর্ষে
'নিবেদিতান্মা' ভবতি 'তদা' অসৌ মে 'বিচিকীৰ্ষিতঃ' বিশিষ্টকৰ্ত্ত্বমিষ্টঃ
মৎসেবাং কৰ্ত্ত্বমিচ্ছন্ সন্ 'অমৃতত্বং' 'প্রতিপদ্যমানঃ' প্রাপ্নুযন্ 'বৈ' বিশিষ্টত্বং
'ময়া' সহ 'আজ্জুহুরায় চ' মতুল্যায় মৎসমামৈবদ্ব্যয়োরেতি বাবৎ 'কল্পতে'
যোগ্যো ভবতি । ৩৮৮ ।

মৰ্ত্ত্যুযা কখন সমস্ত কৰ্ম্ম পরিত্যাগ পূৰ্বক মায়ায় সেবা

কার্য্য করিতে ইচ্ছুক হইয়া আমাতে আশ্রয়বিবেচন করিতে
সমর্থ হন ; তখন তিনি অমৃতফলাভ করিয়া আমার তুল্য
ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইবার যোগ্য হইলেন ॥ ৩৮৮ ॥

‘এবে সাধনভক্তি কহি শুন সনাতন !

যাহা হৈতে পাই কৃষ্ণে প্রেম মহাধন ।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিঙ্ধৌ পূর্ববিভাগে দ্বিতীয়লহর্যাং
দ্বিতীয়শ্লোকে শ্রীরূপ গোস্বামিবাক্যং

‘কৃতিসাধ্যা ভবেৎ সাধ্যতাবা সা সাধনাভিধা ।

নিত্যসিদ্ধস্ত ভাবস্ত প্রাকট্যং হৃদি সাধ্যতা’ * ॥ ৩৮৯ ॥

‘সা’ ‘সাধনাভিধা’ সাধননামভক্তিঃ ‘কৃতিসাধ্যা’ ইন্দ্রিয়াদিব্যাপারেণ
সাধনীয়া ‘ভবেৎ’ কীদৃশা সা ? ‘সাধ্যতাবা’ সাধ্যঃ সাধনীয়াঃ ভাবো যদা ।
‘নিত্যসিদ্ধস্য’ স্বতঃ সিদ্ধস্য, স্বাভাবিকস্ত ইত্যর্থ ‘ভাবস্য’ ‘হৃদি’ হৃদয়ে
যৎ ‘প্রাকট্যং’ প্রকটীকরণঃ উদ্দীপনমিত্যর্থঃ তৎ ‘সাধ্যতা’ সাধনঃ
স্যাৎ ॥ ৩৮৯ ॥

ইন্দ্রিয়াদির সাহায্যে যদ্বারা ভাবসাধন করিতে পারা
যায়; তাহার নাম সাধন ভক্তি । স্বভাবজ স্বতঃসিদ্ধ কতক-
গুলি ভাব আছে, সেই গুলিকে হৃদয়ে উদ্দীপন করার নামই
সাধন ॥ ৩৮৯ ॥

‘শ্রবণাদি ক্রিয়া তার স্বরূপ লক্ষণ ;

তটস্থ লক্ষণে উপজায় প্রেমধন ।

নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নর ;

শ্রবণাদি শুদ্ধ চিত্তে করয়ে উদয় ।

‘এই ত সাধন ভক্তি হই ত প্রকার ;

এক বৈধী ভক্তি, রাগানুগা ভক্তি আর ।

* ইহার পরে সূত্যানাল শ্লোকের এবে বৈধীভক্তির লক্ষণ স্বরূপ ভক্তিরসামৃত-
সিঙ্ধুর পূর্ববিভাগের ৩২ শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে ; অথ কোন্ এবে তাহা না থাকায় সূত্র-
সম্বন্ধেপিত হইল না ।

‘সাগরীণ জন ভজে শায়ের আভার’;

বৈদীভক্তি যদি ভায়ে সর্ব শায়ে পার।

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায় দ্বিতীয়স্কন্ধে প্রথমাধ্যায়ে পঞ্চম-
শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাচ্যং

‘তস্মাস্ত্যক্তং সৰ্ব্বাঙ্গা ভগবান্ হরিশীশ্বরঃ

শ্রোতব্যঃ কীর্তিতব্যশ্চ শ্রুতব্যঃ শেচ্ছতাভয়ং । ৩১০ ।

হে ‘ভারত’ পরীক্ষিতং ‘তস্মাৎ’ হেতুঃ ‘অভয়ঃ’ মোক্ষং ‘ইচ্ছতা’
অনেন ‘সৰ্ব্বাঙ্গা’ ‘কেশ্বরঃ’ ‘ভগবান্’ ‘হরিঃ’ ‘শ্রোতব্যঃ’ ‘কীর্তিতব্যঃ’ ‘শ্রুত-
ব্যঃ’ ॥ ৩১০ ॥

হে রাজন্! মোক্ষোচ্চু ব্যক্তির কর্তব্য যে সৰ্ব্বাঙ্গা,
পরমহুন্দর ও বহুহরণকারী ভগবানের অবগণ, কীর্তন ও
শ্রবণ করেন ॥ ৩১০ ॥

তথাহি তত্রৈব একাদশস্কন্ধে পঞ্চমাধ্যায়ে দ্বিতীয়শ্লোকে
জনকং প্রতি চমসবাচ্যং

‘মুখবাহুরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ

চত্বারো জজিরে বর্ণা শুণৈর্কিপ্রাদয়ঃ পৃথক্’ ॥ ৩১১ ॥

টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যঃ ৩৫০ শ্লোকে ৫৩২ পৃঃ দেখ ॥ ৩১১ ॥

তথাহি ভক্তিরসায়ুতসিন্দৌ পূর্ববিভাগে লামনভক্তি-
লহর্যাং ষষ্ঠাঙ্কস্থতপদ্মপুরাণং

‘শ্রুতব্যঃ সত্যং বিষ্ণুর্কি শ্রুতব্যো ন জাতুচিৎ ।

সর্বৈ বিধিনিবেধাঃ শ্রুতায়োরেব কিঙ্করাঃ’ ॥ ৩১২ ॥

‘সত্যং’ সত্য ‘বিষ্ণুঃ’ ভগবান্ ‘শ্রুতব্যঃ’ ‘জাতুচিৎ’ কদাচিদপি ‘ন’
‘বিশ্রুতব্যঃ’ ‘সর্বৈ’ ‘বিধিনিবেধাঃ’ ‘এতয়োঃ’ ‘শ্রবণবিশ্রবণয়োঃ’ ‘যয়োঃ’
‘কিঙ্করাঃ’ ভূত্যাঃ ‘শ্রুতায়োঃ’ ‘এতয়োঃ’ তদন্তীভাষ্যঃ ॥ ৩১২ ॥

সৰ্বদা ভগবান্কে স্মরণ করা কর্তব্য; কখন বিস্মৃত হওয়া উচিত নহে ; যত বিধিও নিষেধ এই দুইটী লইয়াই হই-
য়াছে ॥ ৩৯২ ॥

‘বিবিধাঙ্গ সাধনভক্তি বহুত বিস্তার ;
সংক্ষেপে কহিয়ে কিছু সাধনাদ্ধ সার ।
গুরু পদাশ্রয়, দীক্ষা, গুরুর সেবন ;
সঙ্কল্প শিক্ষাপৃচ্ছা, সাধুমাগ্নামুগমন ।
কৃষ্ণ ঐতে ভোগ ত্যাগ, কৃষ্ণ তীর্থে বাস ;
বাবৎ নির্বাহ প্রতীগ্রহ, একাদন্ত্যপবাস ।
খাল্যাস্থং গো বিপ্র বৈষ্ণব পূজন ;
সেবা নামাশরাধাদি দূরে বর্জন ।
অবৈষ্ণব সঙ্গ ত্যাগ, বহু শিষ্য না করিবে ;
বহু গ্রন্থ কলাভ্যাস ব্যাখ্যান বর্জিবে ।
হানি লাভ সম, শোকাদি বশ না হইবে ;
অন্য দেব অস্ত্র শাস্ত্র নিন্দা না করিবে ।
বিষ্ণু বৈষ্ণব নিন্দা, গ্রাম্য বার্তা না শুনিবে ;
প্রাণীমাত্রে মনোবাক্যে উদ্বেগ না দিবে ।
শ্রবণ কীর্তন স্মরণ পূজন বন্দন ;
পরিচর্যা দাস্ত সখ্য আশ্রয় নিবেদন ।
অগ্রে নৃত্য গীত বিজ্ঞপ্তি দণ্ডবৎ নতি ;
অভ্যুত্থান, অমুদ্রজ্য, তীর্থ গৃহে গতি ।
পরিক্রমা, তব, পাঠ, জপ, সংকীৰ্তন ;
ধূপ মালা গন্ধ মহাপ্রসাদ ভোজন ।
আরাটিক মহোৎসব ঐশ্বৰ্য্য দর্শন ;
নিজ প্রিয় দান ধ্যান, ভদ্রীয় সেবন ।
ভদ্রীয় তুলসী, বৈষ্ণব, মধুরা, ভাগবত ;
এই চারি সেবা হর কৃষ্ণের অতিমত ।
কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টা, তৎকৃপাবলোকন ;
অন্ন দিনাদি মহোৎসব লক্ষ্য ভক্তগণ ।

‘সৰ্বদা শরণাগতি, কার্তিকাদি ব্রত ,

চতুঃবৰ্টি অথ এই পরম মহত্ব ।

সাধুসঙ্গ, নামকীর্তন, ভাগবত শ্রবণ ;

মধুরাশন, শ্রীমূর্তির শ্রদ্ধারে সেবন ;

সকল সাধন শ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ ।

কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অঙ্গ সঙ্গ ।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূৰ্ববিভাগে সাধনভক্তি-
লহর্যাং ভক্ত্যাঙ্গে চত্বারিংশ শ্লোকে শ্রীৰূপগোস্বামিবাচ্যঃ

‘স্বজাতীয়াশয়ে স্নিগ্ধে সাধৌ সঙ্গঃ স্বতো বরে

শ্রীমদ্ভাগবতার্থানামাস্বাদো রসিকৈঃ সহ’ ॥ ৩৯৩ ॥

‘সাধৌ’ অর্থে ‘সঙ্গঃ’ কথনোপবেশনাদি কর্তব্যঃ । কৌণ্ডিনে ‘স্বজাতীয়া-
শয়ে’ একধর্ম্যাবস্থিতে পুনঃ ‘স্নিগ্ধে’ কোমল স্বভাবে পুনঃ ‘স্বতো’ আত্মনঃ
‘বরে’ শ্রেষ্ঠে ঈদৃশৈঃ ‘রসিকৈঃ’ ভট্টকৈঃ ‘সহ’ ‘শ্রীমদ্ভাগবতার্থানামঃ’ ‘আস্বাদঃ’
গ্রহণং কর্তব্যঃ ॥ ৩৯৩ ॥

একধর্ম্যা, কোমল স্বভাব ও আপনা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সাধু-
দিগের সঙ্গ করিবে ; এবং এরূপ রসজ্ঞ ভক্তের সঙ্গে
শ্রীমদ্ভাগবতের অর্থ আস্বাদন করিবে ॥ ৩৯৩ ॥

তথাহি তত্রৈব দ্বিচত্বারিংশশ্লোকে শ্রীৰূপগোস্বামি-
বাচ্যঃ

‘প্রজ্ঞাঃ বিশেষতঃ প্রীতিঃ শ্রীমূর্তে রংপ্রসেবনে

নামসংকীর্তনং শ্রীমদ্ভগুরামণ্ডলে স্থিতিঃ’ ॥ ৩৯৪ ॥

‘শ্রীমূর্তেঃ’ ‘অঙ্গুসেবনে’ ‘প্রজ্ঞা’ ‘বিশেষতঃ’ ‘প্রীতিঃ’ কর্তব্যঃ । তথা
‘নামসংকীর্তনং’ কর্তব্যঃ ‘শ্রীমদ্ভগুরামণ্ডলে’ বৃন্দাবনে ‘স্থিতিঃ’ বাসঃ
কর্তব্যঃ ॥ ৩৯৪ ॥

শ্রীবিগ্রহের পদসেবায় শ্রদ্ধা ও প্রীতি করা কর্তব্য ;
নাম সংকীৰ্তন করা ও বৃন্দাবনে বাস করা উচিত ॥ ৩৯৪ ॥

তথাহি তত্রৈব দশাধিকশততমশ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামি-
বাক্যং

‘দুঃসহাদুঃখবীর্যোহস্মিন্ শ্রদ্ধা দূরেহস্ত পঞ্চকে

যত্র স্বল্লোহপি সম্বন্ধঃ সন্ধিয়াং ভাবজন্মনে’ ॥ ৩৯৫ ॥

‘দুঃসহাদুঃখবীর্যো’ কঠিনাশ্চর্য্যপ্রভাবে ‘অস্মিন্’ ‘পঞ্চকে’ ঈশ্বরবিষয়ে
সংসঙ্গাদিপ্রাপ্তপঞ্চবিষয়ে ইত্যর্থঃ ‘শ্রদ্ধা’ ‘দূরে’ ‘অস্ত’ ভবতু ‘যত্র’
বিষয়ে ‘স্বল্লোহপি’ ‘সম্বন্ধঃ’ অতিঅল্পমাত্রসম্বন্ধোহপি ‘সন্ধিয়াং’ সহুতীনাং
জনানাং ‘ভাবজন্মনে’ ভাবোৎপন্নায় নিমিত্তায় সমর্থো ভবতি ॥ ৩৯৫ ॥

অতি কঠিন ও আশ্চর্য্য সংসঙ্গাদি প্রাপ্ত পঞ্চবিষয়ে
শ্রদ্ধা দূরে থাকুক, অত্যল্পমাত্র সম্বন্ধ হইলেই বুদ্ধিমান
ব্যক্তির ভাব জন্মিতে পারে ॥ ৩৯৫ ॥

‘এক অঙ্গ সাধে কেহ সাধে বহু অঙ্গ ;

নিষ্ঠা হৈলে উপজয় প্রেমের তরঙ্গ ।

এক অঙ্গে সিদ্ধি পাইল বহু ভক্তগণ ;

তথাহি পদ্যাবল্যাং ভক্তমাহাত্ম্যে দ্বিতীয়াঙ্কধৃতদাক্ষি-
ণাত্য শ্রীবৈষ্ণব কৃত শ্লোকঃ তথা ভক্তিরসামৃতসিদ্ধৌ সাধন-
ভক্তি লহর্যাং দ্বিশততমাঙ্কধৃত গ্রন্থান্তরং

‘শ্রীবিষ্ণোঃ শ্রবণে পরীক্ষিতভবদ্বৈয়াসকিঃ কীর্তনে

প্রহ্লাদঃ স্মরণে তদংপ্রিতজনে লক্ষ্মীঃ পৃথুঃ পূজনে

অঙ্গুরস্তু ভিবন্দনে কপিপতি দ্বীপ্তোহথ সখ্যোহর্জুনঃ

সর্বস্বাস্ত্রনিবেদনে বলিরত্নং কৃষ্ণাণ্ডি রেখাং পরং’ ॥ ৩৯৬ ॥

‘শ্রীবিষ্ণোঃ’ শ্রীভগবতঃ ‘শ্রবণে’ শুনণীলাচরিত্রশ্রবণে ‘পরীক্ষিতং’ রাজা
‘কৃষ্ণাণ্ডিঃ’ কৃষ্ণ এব আণ্ডিঃ আণ্ডির্বাণ্ড্য সঃ ‘অভবৎ’ ‘কীর্তনে’ ভক্তিরম্যাকি-

বর্ণনে 'বৈরাগিকিঃ' ব্যাসপুত্রঃ শুকদেবঃ । 'স্বরণে' 'প্রহ্লাদঃ' 'হৃৎকিতম্বনে'
পাদসেবায়ঃ 'লক্ষ্মীঃ' 'পূজনে' 'পুং' বেণপুত্রঃ 'তু' এবং 'অভিবন্দনে'
নমনে 'অক্রুরঃ' 'দাস্যে' 'কপিপতিঃ' পবনপুত্রঃ 'সথ্যে' 'অর্জুনঃ' 'সর্বসাম্ব-
নিবেদনে' 'বলিঃ' রাজা কৃষ্ণাণ্ডিঃ 'অতুং' । অতএব 'এবাং' নববিধমাহতানাং
কৃষ্ণাণ্ডিঃ 'পরঃ' শ্রেষ্ঠমতুং ॥ ৩৯৩ ॥

ভগবানের গুণলীলা অবশ্যে রাজা পরীক্ষিত, কীর্তনে
ব্যাসনন্দন, স্বরণে প্রহ্লাদ, পাদসেবায় লক্ষ্মী, পূজাতে
পুংরাজা, অভিবন্দনে অক্রুর, দাস্যে পবননন্দন, সথ্যে
অর্জুন, আত্মনিবেদনে বলি রাজা, ক্রীকৃষ্ণকে পাইয়াছিলেন ।
ইহাদের সাধনা উত্তম ॥ ৩৯৬ ॥

'অমরীবাদি ভক্তের বহু অঙ্গ সাধন ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে নবমস্কন্ধে চতুর্থাধ্যায়ে পঞ্চদশ-
শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং

'স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়ো
ব্রীচাংসি বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে
করৌ হরে মন্দিরমার্জনাদিবু
শ্রুতিককারাচ্যুতসংকথোদয়ে' ॥ ৩৯৭ ॥

'সঃ' অমরীবঃ 'বৈ' নিশ্চিতং 'কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ' 'মনঃ' 'বৈকুণ্ঠ গুণানু-
বর্ণনে' 'ব্রীচাংসি' 'হরিশ্রম্মির মার্জনাদিবু' 'করৌ' 'চ' তথা 'অচ্যুত সংকথো-
দয়ে' ভগবৎপ্রসঙ্গ অবশ্যে 'শ্রুতিং' 'চকার' সর্বত্র বোধ্যমেতৎ ॥ ৩৯৭ ॥

সেই রাজা কৃষ্ণপদারবিন্দে মন, বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে
বাক্য, হরিশ্রম্মির মার্জনায় কর, এবং অচ্যুতের সংকথাপ্রবণে
কর্ণধর নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন ॥ ৩৯৭ ॥

তথাহি তত্রৈব ষোড়শশ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং

'মুকুন্দলিঙ্গালয়দর্শনে দৃশৌ
তদু-তাগাত্রস্পর্শেহঙ্গমসম্মঃ ।

আগচ্ছ তৎপাদসরোজসৌরভে

শ্রীমন্তুলস্যা রসনাং তদর্পিতে' ॥ ৩৯৮ ॥

কিঞ্চ সঃ 'মুকুন্দলিঙ্গানদর্শনে' মুকুন্দল্যাং লিঙ্গানাং প্রতিমানাং আল-
য়াঃ স্থানানি ভেবাং দর্শনে, 'দূশৌ' নেত্রে, 'ভক্ত্যাগাড্র স্পর্শে' সাধুগাড্র-
সংস্পর্শে 'অঙ্গসঙ্গমঃ' 'শ্রীমন্তুলস্যাঃ' শ্রীমত্যাং তুলস্যাঃ 'তৎপাদসরোজ-
সৌরভে' তৎপাদসরোজেন সঙ্গস্পর্শেন যৎ সৌরভঃ তস্মিন্ 'আগচ্ছ' তথা 'তদ-
র্পিতে' তদ্রিবেদিতে অন্নাদৌ 'রসনাং' চকারেতি পূর্বোক্তবিশেষঃ ॥ ৩৯৮ ॥

তিনি মুকুন্দস্থানদর্শনে নয়ন, ভক্তগাড্রসংস্পর্শে অঙ্গ,
ভগবৎপাদপদ্যসম্পৃক্ততুলসীসৌরভগ্রহণে নাসিকা এবং
ভগবন্নিবেদিতঅন্নাদিআশ্বাদে রসনাকে নিযুক্ত রাখিয়া-
ছিলেন ॥ ৩৯৮ ॥

তথাহি তত্রৈব সপ্তদশশ্লোকৈ পরীক্ষিতং প্রতি শুক-
বাচ্যং

'পাদৌ হরেঃ ক্ষেত্রপদানুসর্পণে

শিরো হৃষীকেশপদাভিবন্দনে

কামঞ্চ দাস্যে নতু কামকাম্যয়া

যথোত্তমঃশ্লোকজনাশ্রয়া রতিঃ' ॥ ৩৯৯ ॥

অপিচ সঃ 'হরেঃ' 'ক্ষেত্রপদানুসর্পণে' তীর্থাদিস্থানগমনে 'পাদৌ' 'হৃষী-
কেশপদাভিবন্দনে' 'শিরঃ' 'দাস্যে' নিমিত্তে 'কামং' অক্চন্দনাদিসেবাং
তৎপ্রসাদস্বীকারায় 'নতু' 'কামকাম্যয়া' কাঞ্চন্য বিবরণ্য কাম্যয়া ভোগে-
চ্ছয়া ভোগেচ্ছায়ামিতি সপ্তম্যার্থে তৃতীয়া; কথঞ্চকার 'উত্তমঃ' শ্লোকজনাশ্রয়া
উত্তমঃশ্লোকজনাঃ ভগবত্কতাঃ প্রজ্ঞাদায়কঃ আশ্রয়ঃ বস্যাংতথাভূতা নিষ্কামৈব
'রতিঃ' 'বধা' যেন একারেণ ন্যাং তথা চকারেতি পূর্বোক্তবিশেষঃ
ইত্যর্থঃ ॥ ৩৯৯ ॥

যাহাতে ভক্তজনাশ্রিত নিকামরতি লাভ হয়, সে নিমিত্ত

তিনি ভগবতীর্থস্থানাদিগমনে চরণ, ও হরিপাদবন্দনে শির
নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন ; এবং নিজভোগেচ্ছাবিরহিত হইয়া
কেবল ভগবানের প্রসাদ অঙ্গীকার করত দাস্যসেবার জন্য
কামনা উপভোগ করিতেন ॥ ৩৯৯ ॥

‘কামত্যাগী কুরু ভজে শাস্ত্র আত্মা মানি ,

দেবঋষিপিত্রাদিকের কতু নহে ঋণী ।

তথাহি ত্রীমহাভাগবতে একাদশস্কন্ধে পঞ্চমাধ্যায়ে সপ্ত-
ত্রিংশ শ্লোকে জনকং প্রতি করভাজনবাক্যং

‘দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৃণাং

ন কিঙ্করো নায়য়ুগী চ রাজন্

সর্বভাজনা যঃ শরণং শরণ্যং

গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্ত্তং’ ॥ ৪০০ ॥

হে ‘রাজন্’ ‘যঃ’ ‘কর্ত্তং’ শাস্ত্রনির্দিষ্টং কৃত্যং ভেদং বা ‘পরিহৃত্য’ ‘সর্বা-
ভাজনা’ সর্বভাবেন ‘শরণ্যং’ ‘মুকুন্দং’ ‘শরণং’ ‘গতঃ’ প্রাপ্তঃ স ‘অয়ং’ জনঃ
‘দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং’ ভূতাঃ প্রাণিনঃ আত্মাঃ পোষ্যাঃ কুটুম্বিন ইত্যর্থঃ
এতেষাং তথা ‘পিতৃণাং’ ‘ঋণী’ ‘ন’ ‘চ’ তথা ‘কিঙ্করঃ’ ‘ন’ স্যাৎ । অভক্তো
জনঃ যথা দেবাদীনাম্ ঋণিত্বাৎ তদর্থং কৈকর্ষ্যরূপং নিত্যপঞ্চবজ্রাদি কৰোতি
ভগবন্তস্য তদ্রূপবাধ্যতা নাস্তীতিভাবঃ ॥ ৪০০ ॥

হে রাজন্ ! যিনি শাস্ত্রবিহিত কৃত্যাদি পরিত্যাগ পূর্বক
সর্বতোভাবে মুকুন্দের শরণ লইয়াছেন ; তিনি দেবতা,
ঋষি, প্রাণী, কুটুম্ব, বা পিত্রাদি কাহারও নিকট ঋণী বা
কাহার কিঙ্কর নহেন ॥ ৪০০ ॥

‘বিধি বর্ষ ছাড়ি ভজে কৃকের চরণ ;

নিবিড় পাণাচারে তার কতু নহে বন ।

অজ্ঞানেও হয় যদি গাপ উপহিত ;

কুকৃত্যে তত্ব করেন, না করে প্রারক্তি ।

তথাহি শ্রীমদ্রূপবতে একাদশস্কন্ধে পঞ্চমাধ্যায়ে অক-
ত্রিংশ শ্লোকে জনকং প্রতি করভাজনধাক্যং

‘স্বপাদমূলং ভজতঃ প্রিয়ম্ভ

তাত্তান্তভাবস্ত হরিঃ পরেশঃ

বিকর্ম যচ্চোৎপত্তিতং কথঞ্চিৎ

ধুনোতি সর্বং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ’ ॥ ৪০১ ॥

‘স্বপাদমূলং’ নিজচরণং ‘ভজতঃ’ ‘প্রিয়ম্ভ’ ভক্তস্য কীদৃশস্য ‘তাত্তান্য-
ভাবস্য’ ত্যক্তোহন্যস্মিন্ দেহাদৌ দেবভাস্তরে বা ভাবো যেন তস্য বিকর্মনি
প্রবৃ্ত্তি ন’ সম্ভবতি ‘বচ্চ’ ‘বিকর্ম’ পাপকর্ম ‘কথঞ্চিৎ’ প্রমাদাদিনা ‘উৎ-
পত্তিতং’ ভবেৎ তদপি ‘সর্বং’ ‘পরেশঃ’ ‘হরিঃ’ ‘হৃদি’ ‘সন্নিবিষ্টঃ’ আবিস্কৃতঃ
সন্ ‘ধুনোতি’ ॥ ৪০১ ॥

নিজচরণভজনশীল, অশ্রুভাববিরহিত প্রিয়ভক্ত প্রমাদ
বশতঃ যদি কখন বিকর্মে পতিত হন; তাহা হইলে ভক্ত-
বৎসল হরি তাঁহার হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া উহা বিনষ্ট
করেন ॥ ৪০১ ॥

‘জ্ঞান বৈরাগ্য ভক্তির কতু নহে অঙ্গ ;

তথাহি তত্রৈব বিংশাধ্যায়ে একত্রিংশৎ শ্লোকে উক্তং
প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং

‘তস্মান্মমভুক্তিযুক্তস্য যোগিনো বৈ মদান্বনঃ

ন জ্ঞানং নচ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ প্রয়ো ভবেদিহ’ ॥ ৪০২ ॥

‘তস্মাৎ’ হেতোঃ ‘মমভুক্তিযুক্তস্য’ ‘মদান্বনঃ’ মরি আত্মা চিত্তং বস্য তস্য
‘যোগিনঃ’ ‘বৈ’ নিশ্চিতং ‘জ্ঞানং’ ব্রহ্মাহুসজ্ঞানং ‘ন’ বিনা ‘চ’ তথা ‘বৈরাগ্যং’
গৃহত্যাগঃ ‘ন’ বিনা ‘ইহ’ বৎসারে ‘প্রায়ঃ’ প্রায়শ্ ‘প্রয়ো’ প্রেরঃ ‘প্রেরঃ’ সাধনং
মদনং ‘ভবেৎ’ ॥ ৪০২ ॥

অতএব আশ্রিতে অর্পিতচিত্ত ভক্তিমান্ বোগীর জ্ঞান ও

গৃহত্যাগাদিরূপ নৈরাগ্য ব্যতীতও ইহলোকে প্রায়ই জ্ঞেরঃ
লাভ হইয়া থাকে ॥ ৪০২ ॥

‘অহিংসা নিরমাদি বুলে কৃষ্ণ সঙ্গ ।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিদ্ধৌ পূর্ববিভাগে সাধন ভক্তি-
লহর্যাং দ্ব্যধিকশততমাক্ষধৃতস্কাঙ্কবচনং

‘এতে নহুত্বতা ব্যাধ তবাহিংসাদয়ো গুণাঃ

হরিভক্তিপ্রবৃত্তা যে ন তে হ্যঃ পরতাপিনঃ’ ॥ ৪০৩ ॥

হে ‘ব্যাধ’ ‘তব’ ‘এতে’ ‘অহিংসাদয়ঃ’ ‘গুণাঃ’ ‘ন’ ‘অত্বতাঃ’ আশ্চর্য্যাঃ
‘হি’ যতঃ ‘বে’ জনাঃ ‘হরিভক্তিপ্রবৃত্তাঃ’ ভবন্তি ‘তে’ ‘পরতাপিনঃ’ পরজ্যো-
হিণঃ ‘ন’ ‘হ্যঃ’ ॥ ৪০৩ ॥

হে ব্যাধ ! এ সকল অহিংসাদিগুণ তোমার পক্ষে
আশ্চর্য্য নহে ; কারণ হরিভক্তিপ্রবৃত্ত ব্যক্তি কখন পরজ্যোহী
হইতে পারেন না ॥ ৪০৩ ॥

‘কিধিভক্তি সাধনের কহিল বিবরণ ;

রাগাঙ্গুণা ভক্তির লক্ষণ গুন সনাতন !

রাগাঙ্গুণা ভক্তি মুখ্য। ব্রজবাসী জনে ;

তার অঙ্গুণত ভক্তের রাগাঙ্গুণ নাথৈ।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিদ্ধৌ পূর্ববিভাগে সাধনভক্তি-
লহর্যাং চতুর্দ্ব্যধিকশততমশ্লোকে ত্রীকূপগোশ্বামিবাক্যং

‘ইকে স্বারসিকী রাগঃ পরমাবিক্ততা ভবেৎ

তন্ময়ী যা ভবেদ্ভক্তিঃ সাদ্র রাগাঙ্গিকোদিতা’ ॥ ৪০৪ ॥

‘ইটে’ অভিলষিতবস্তুর ‘স্বারসিকী’ স্বাভাবিকী নহু প্রবণকীর্তনাদি-
ভিরূপরা তথা ‘পরমা’ মনোরাগাদিসকলচেষ্টাযুক্ত। বা ‘আবিষ্টতা’ জ্ঞেয়-
মরগাচ্ছক। সা ‘রাগঃ’ ‘ভবেৎ’ । ‘যা’ ‘ভক্তিঃ’ ‘তন্ময়ী’ রাগময়ী ‘ভবেৎ’
‘অত্র’ সাধনভক্তিলক্ষণে ‘সা’ ‘রাগাঙ্গিকা’ ‘উদিতা’ কথিতা ॥ ৪০৪ ॥

অভিলষিত বস্তুতে শ্রবণকীর্তনাদি অনপেক্ষিত স্বাভা-
বিক প্রেমময় গাঢ়ত্বঃ। যে জন্মিয়া থাকে, তাহার নাম
রাগ ; রাগময়ী ভক্তির নাম রাগাঙ্গিকা ॥৪০৪॥

‘ইষ্টে গাঢ়ত্বঃ রাগ স্বরূপ লক্ষণ ;
ইষ্টে আবিষ্টতা তটস্থ লক্ষণ কথন ।
রাগময়ী ভক্তির হয় রাগাঙ্গিকা নাম ;
তাহা শুনি লুক্ক হয় কোন ভাগ্যবান ।
লোভে ব্রজবাসীর ভাবে করে অহুগতি ;
শাজয়ুক্তি নাহি মানে রাগাহুগার প্রকৃতি ।

তথাহি ভক্তিরসায়ুতসিদ্ধৌ পূর্ববিভাগে সাধনভক্তি-
লহর্যাং ত্র্যধিকশততমশ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিবাচ্যং

‘বিরাজস্তী মভিব্যক্তং ব্রজবাসিজনাদিষু
রাগাঙ্গিকা মনুষ্যতা যা সা রাগানুগোচ্যতে’ ॥৪০৫॥

‘যা’ ভক্তিঃ ‘ব্রজবাসিজনাদিষু’ ‘অভিব্যক্তং’ স্বব্যক্তং যথা স্যাৎ তথা
‘বিরাজস্তীঃ’ বিরাজমানাঃ ‘রাগাঙ্গিকাঃ’ ভক্তিঃ ‘অনুষ্যতা’ অহুগামিনী ভাং
‘সা’ ‘রাগাহুগা’ ভক্তিঃ ‘উচ্যতে’ কথ্যতে ॥ ৪০৫ ॥

রাগাঙ্গিকা ভক্তি ব্রজবাসীজনে সুস্পষ্ট বিরজমানা ; যে
ভক্তি তদ্রূপ রাগাঙ্গিকা অনুসরণ করে, তাহার নাম রাগা-
নুগা ভক্তি ॥৪০৫॥

তথা তত্রৈব পূর্ববিভাগে সাধনভক্তিলহর্যাং অষ্টাদশা-
ধিকশততম শ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিবাচ্যং

‘তত্তত্তাবাদিমাধুর্য্যে ঋতে ধীর্যদপেক্ষতে ।

নাত্র শাস্ত্রং ন যুক্তিঞ্চ তল্লোভোৎপত্তি লক্ষণং’ ॥৪০৬॥ *

‘তত্তত্তাবাদিমাধুর্য্যে’ ব্রজজনানাং লব্ধাদিত্যবমাধুর্য্যে ‘ঋতে’ সাধু-

* ইহার পর বৃত্তান্তাল শীলের গ্রন্থে ভক্তিরসায়ুতসিদ্ধৌ পূর্ব বিভাগের ১১৭।১১৮
শ্লোক উদ্ধৃত আছে ; অতঃকোম গ্রন্থে তাহা দুই হইল না ।

যথাং শাস্ত্রযথাবা শ্রুতে সতি ‘যীঃ’ বৃত্তিঃ শ্রোত্রিয়ভ্যর্থঃ ‘বৎ’ ভাবাদিমাধুর্য্যং ‘অপেক্ষতে’ তত্ত্বংভাবাদিমাধুর্য্যসমা ভবেদিত্যর্থঃ ‘অত্র’ বিষয়ে ‘শাস্ত্রং’ ‘ন’ ‘যুক্তিক’ ‘ন’ অপেক্ষতে ‘ভল্লোভোৎপত্তি লক্ষণং’ ‘উচ্যতে’ ॥ ৪০৬ ॥

ব্রহ্মজনের সখাদিভাবমাধুর্য্য প্রবণ করতঃ, কি শাস্ত্রের কি যুক্তির অপেক্ষা না করিয়া, তত্ত্বং ভাবমাধুর্য্যলাভের যে ইচ্ছা ; তাহার নাম লোভোৎপত্তি লক্ষণ ॥ ৪০৬ ॥

‘বাহু, অস্ত্র, ইহার দুইত সাধন ;

বাহুে সাধক বেহে করে প্রবণ কীর্জন । (১)

মনে নিজ সিদ্ধবেহে করিয়া ভাবন ;

রাত্রি দিনে করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন ।

তথাহি তত্রৈব পূর্ববিভাগে সাধনভক্তিলক্ষ্যং অক্টা-
দশাধিকশততম শ্লোকে ত্রীরূপগোষ্ঠামি বাক্যঃ

‘সেবা সাধকরূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্র হি

তদ্ভাবলিপ্সুনা কার্য্যা ব্রজলোকানুসারতঃ’ ॥ ৪০৭ ॥

‘তদ্ভাবলিপ্সুনা’ ব্রজভাবলোভাধিকারিণা সাধকেন ‘ব্রজলোকানুসারতঃ’ স্বকীয়াদর্শব্রহ্মজনানুসারেণ তদ্রূপব্রজবাসিতভ্রমজনমহুসৃত্যোভ্যর্থঃ যথা ব্রহ্মজনেন সেবা কৃত্তা তথা ইতিভাবঃ ‘হি’ নিশ্চিতঃ ‘অত্র’ সাধনবিষয়ে ‘সাধকরূপেণ’ ভাবনামরবাহুদেহেন ‘সিদ্ধরূপেণ’ মনোময়সিদ্ধবেহেন ‘সেবা’ ‘কার্য্যা’ কর্তব্য্যা ॥ ৪০৭ ॥

ব্রজভাবলিপ্সু সাধক সাধনবিষয়ে স্বীয় আদর্শ ব্রহ্মজনের

১ বাহুে সাধক বেহে—মনে নিজ সিদ্ধবেহে ইত্যাদি—ব্রহ্মভাবের কোন একটা নবী, বা ঈশানাদি রাখাল, অথবা অন্য ব্যক্তিকে, নিজ আদর্শ হানে রাখিয়া সাধক মনে মনে সেই আদর্শ ব্যক্তির সিদ্ধ বেহে পাইরাহেন চিন্তা করিবেন ও সাধকরূপ বহির্বেহে প্রবণকীর্জনাদি আচরণ করিবেন ।

দৃষ্টান্তানুসারে সাধকরূপবহির্দেহে ও সিক্করূপমানসদেহে
ভগবৎ সেবা করিবেন ॥৪০৭॥

‘নিজাভীষ্ট কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ পাছেত লাগিরা ;

নিরন্তর সেবা করে অন্তর্মনাঃ হঞা ।

তথাহি তত্রৈব পূর্ববিভাগে সাধনভক্তিলহর্যাং বিংশ-
ত্যাধিকশততমশ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যং ।

‘কৃষ্ণং স্মরন্ জনকাস্ত্র প্রেষ্ঠং নিজ সমীহিতং

তত্তৎকথারতশ্চাসৌ কুর্যাদ্বাসং ব্রজে সদা’ ॥৪০৮॥

‘অসৌ’ ভাবনাময়সাধকঃ ‘কৃষ্ণং’ ‘চ’ তথা ‘অস্ত্র’ কৃষ্ণস্ত ‘প্রেষ্ঠং’ প্রিয়ঃ
‘জনং’ তত্ত্বক্ৰমিতার্থঃ ‘নিজসমীহিতং’ নিজসমীপস্থং ‘স্মরন্’ ‘তত্তৎকথার-
তচ্চ’ ভগবদ্ভগলীলাদিশ্রবণকীৰ্ত্তনে রতশ্চ সন্ ‘সদা’ সৰ্বদৈব ‘ব্রজে’
ভগবদ্ভাসি ‘বাসং’ ‘কুর্য্যাৎ’ ॥ ৪০৮ ॥

সাধক ভাবনাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণ ও তত্ত্বক্ৰমিতার্থকে নিজ সমী-
পস্থ জ্ঞান করিয়া, ভগবদ্ভগলীলাদি শ্রবণ কীৰ্ত্তনে রত হওতঃ
সৰ্বদা ব্রজধামে বাস করিবেন ॥৪০৮॥

‘দাম সখা পিত্রাদি প্রেমসীর গণ ;

রাগনার্থে নিম্ন নিজ ভাবের গণন ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে পঞ্চবিংশাধ্যায়ে পঞ্চ-
ত্রিংশ শ্লোকে দেবহুতিং প্রতি কপিলদেব বাক্যং

‘ন কহিঁ চিন্মৎপরাঃ শাস্তরূপে

নঙ্ক্যন্তি নো মেহনিমিষো লেটি হেতিঃ

ষেবামহং প্রিয় আজ্ঞা হুতশ্চ

সখা গুরুঃ হুহদো দৈবমিচ্ছং’ ॥৪০৯॥

হে ‘শাস্তরূপে’ মাতঃ দেবহুতে ‘মৎপরাঃ’ মন্তকাঃ ‘কহিঁতিং’ কহাভিনপি

‘ন’ ‘নঙ্ক্যক্তি’ ভোগ্যবীনা ন ভবতি; ‘মে’ বন ‘অনিমিষঃ’ নিমেষবৃদ্ধা
‘হেতিঃ’ কালচক্রং ‘নো’ ‘নেহি’ ন এসতি; তত্র হেতুঃ ‘যেবাং’ ভক্তানাং
সম্বন্ধে ‘অহং’ ‘প্রিয়ঃ’ ‘আত্মা’ আত্মেব প্রিয়ঃ ‘সুতঃ’ পুত্র ইব দেহবিষয়ঃ
‘সখা’ সখেব বিশ্বাসাত্মকঃ ‘গুরুঃ’ ইব উপদেষ্টা ‘স্বহৃদ্’ ইব হিতকারী ‘ইষ্টং’
‘দৈবং’ ইব পূজ্যঃ। এবং সর্বতোভাবে যে যাং ভক্তিত্ত্বান্ বদীয়হেতি ন এস-
তীত্যর্থঃ ॥ ৪০২ ॥

জননি ! অদাপ্রতিভক্তগণ ভোগ্যবিষয় প্রাপ্ত হইয়া
কখনই তাহা হইতে ভ্রষ্ট হয়েন না এবং আমার অনিমিষ
কাল চক্রও তাঁহাদিগকে গ্রাস করিতে পারে না। কারণ
আমি তাঁহাদের আত্মবৎ প্রিয়, পুত্রবৎ স্নেহপাত্র, সখার
স্থায় বিশ্বাসভাজন, গুরুর স্থায় উপদেষ্টা, স্বহৃদসম হিত-
কারী এবং ইচ্ছদেব তুল্য পূজনীয়; তাঁহারা এই রূপে
সর্বতোভাবে আমাকেই ভজনা করেন; সুতরাং কালচক্র
তাঁহাদের গ্রাস করিতে পারে না ॥ ৪০২ ॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিদ্ধৌ পূর্ববিভাগে সাধনভক্তি-
লহর্যাং ধৃতনারায়ণব্যুৎসবঃ

‘পতিপুত্রস্বহৃদ্রূপিতৃপিতৃবন্ধিত্রবন্ধরিং

যে ধ্যায়ন্তি সদোদ্ভুক্তা স্তেভ্যোহপীহ নমোনমঃ’ ॥ ৪১০ ॥

‘মে’ ‘উদ্ভুক্তাঃ’ সেবাভংগরাঃ ‘বরিং’ ‘পতিপুত্রস্বহৃদ্রূপিতৃপিতৃবৎ’ তথা
‘মিত্রবৎ’ ‘সদা’ ‘ধ্যায়ন্তি’ ভক্তিত্ত্ব ‘তেভ্যঃ’ ভক্তেভ্যঃ ‘ইহ’ অত্র ‘নমোনমঃ’
নম নমনমন্ত ॥ ৪১০ ॥

যে সকল সেবাভংগর ভক্ত ভগবান্কে পতি, পুত্র, স্বহৃদ
ভ্রাতা, পিতা, ও বন্ধু মনে করিয়া সর্বদা ভজনা করিয়া
থাকেন; তাঁহাদিগকে আমার নমস্কার ॥ ৪১০ ॥

‘এইমত করে যে বা রাগাহুতা ভক্তি;

ককের চরণে তার উপজরে প্রীতি।

‘প্রেমাকুরে রতি, ভাব, হর হই নাম ;

যাহা হৈতে বশ হন শ্রীভগবান্ ।

যাহা হৈতে পাই কৃষ্ণের প্রেমরস ধন ;

এইত কহিল অভিধের বিবরণ’ ।

অভিধের সাধনভক্তি শুনে যেইজন ;

অচিরাতে পায় সেই কৃষ্ণপ্রেমধন ।

শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ ;

চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ।

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে অভিধেরভক্তিতত্ত্ববিচারো নাম

ষাবিংশ পরিচ্ছেদঃ ॥ ২২ ॥

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ ।

প্রভুকারন্য

চরাদদন্তং নিজগুপ্তবিতং

স্বপ্রেমনামামৃতমত্বাদারঃ

আপামরং যো বিততার গৌরঃ

কৃষ্ণে জনেভ্য স্তমহং প্রপদ্যে ॥৪১১॥

‘যঃ’ ‘গৌরঃ’ ‘কৃষ্ণঃ’ কৃষ্ণচৈতন্যঃ কীদৃশঃ ‘অত্বাদারঃ’ মহাবদান্তঃ ‘চিরাৎ’ চিরকালেন ‘অদন্তং’ ‘নিজগুপ্তবিতং’ স্বকীরগোপনীরধনং কিং তৎ ? ‘স্বপ্রেমনামামৃতং’ নিজপ্রেম। সহ ভগবদ্ভাস্বরূপং অমৃতং ‘আপামরং’ অতি পামরপর্য্যন্তং ব্যাপ্য ‘জনেভ্যঃ’ ‘বিততার’ দত্তবান্ ‘তং’ ‘অহং’ প্রপদ্যে তত্ত শরণং গতোহস্মি ইত্যর্থঃ ॥ ৪১১ ॥

যিনি মহাবদান্ততাপ্তগে নিজ প্রেমের সহিত ভগবদ্ভাস্বরূপ স্বকীরগুপ্তসম্পত্তি আপামর সকলকেই বিতরণ করিয়াছেন ; আমি সেই কৃষ্ণচৈতন্য প্রভুর শরণাপন্ন হই ॥৪১১॥

অর অর গৌরচন্দ্র ! অর নিত্যানন্দ !
 অর বৈভবচন্দ্র ! অর গৌরভক্ত বৃন্দ !
 'এবে শুন ! ভক্তিকল প্রেম প্রয়োজন ;
 বাহার প্রবণে হয় ভক্তিরস জ্ঞান ।
 কৃষ্ণে রতি গাঢ় হৈলে প্রেম অভিধান ;
 কৃষ্ণ ভক্তিরসের সেই স্বামীভাব নাম ।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিদ্ধৌ পূর্ববিভাগে রতিভক্তি-
 লহর্যাং প্রথমশ্লোকে গোস্বামিবাচ্যঃ

‘শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা প্রেমসূর্যাংশুসাম্যভাক্
 রুচিভিশ্চিন্তামান্য়াকৃদসৌ ভাব উচ্যতে’ ॥৪১২॥

ভাবলক্ষণমুচ্যতে । ‘অসৌ’ বচমাণো ‘ভাবঃ’ ‘উচ্যতে’ ; কৌদৃশঃ ‘শুদ্ধ-
 সত্ত্ববিশেষাত্মা’ শুদ্ধং নির্মলং সত্ত্বং সত্ত্বগুণঃ তেন বিশেষো বিশেষীকৃত আত্মা
 অভ্যন্তরং যন্ত নঃ ; পুনঃ ‘প্রেম সূর্যাংশু সাম্যভাক্’ প্রেমৈব সূর্য্যস্ত্যক্তাংশু
 স্তেজ স্তত্ত্ব সাম্যং সমানধর্মং ভজতে যঃ নঃ । পুনঃ ‘রুচিভিঃ’ করণৈঃ
 ‘চিন্তামান্য়াকৃৎ’ চিন্তং সাধকস্ত মানসং মান্য়ং প্রায়ো নির্মলং কয়োতি
 যঃ নঃ ॥ ৪১২ ॥

বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ দ্বারা আত্মা বিশেষীকৃত হইলে, ও প্রেম-
 সূর্য্যাকিরণের সাম্যভাব ধারণ করিলে, এবং রুচিশক্তির
 প্রভাবে চিন্তা মন্থন হইলে, তাহার নাম ভাব কহা যায় ॥৪১২॥

‘এই হই ভাবের, স্বরূপ—তটস্থ, লক্ষণ ;
 প্রেমার লক্ষণ এবে শুন সনাতন !

তথা তত্রৈব প্রেমভক্তিলহর্যাং প্রথম শ্লোকে ত্রীরূপ-
 গোস্বামিবাচ্যঃ

‘সম্যগ্ভ্যস্মিত স্বাস্তো মমহ্মাতিশয়াক্রিতঃ ।
 ভাবঃ স এব সাম্রাজ্ঞা বুদ্ধেঃ প্রেমা নিগদ্যতে’ ॥৪১৩॥

‘সম্যগ্ভ্যস্মিত স্বাস্তঃ’ সম্যক্ৰূপেণ মন্থনিতঃ নির্মলীকৃতঃ যন্ত অন্তঃ

মানসং বেন সঃ ‘মমত্যাতিশয়াক্রিতঃ’ মমত্বং মমতা দেহ স্তেন অতিশয়েন যুক্তঃ
 ‘সাম্রাজ্যা’ সাত্ত্বঃ ঘনীভূত আত্মা অভ্যন্তরং বস্তু সঃ ‘এব’ ‘ভাবঃ’ ‘বুধৈঃ’
 ‘প্রেমা’ ‘নিগদ্যতে’ কথ্যতে ॥ ৪১৩ ॥

যাহাতে অন্তঃকরণ সম্যকরূপে নিৰ্ম্মল হয় ; যাহা অতি-
 শয় মমতায়ুক্ত ; এবং যাহার স্বরূপ অতিশয় ঘনীভূত ; এরূপ
 ভাবকে পণ্ডিতেরা প্রেমা कहিয়া থাকেন ॥ ৪১৩ ॥

তথাহি হরিভক্তিবিলাসশ্চৈকাদশবিলাসে দ্ব্যশীত্যাধিক-
 ত্রিশততমাক্ষুত নারদপঞ্চরাত্রঃ

‘অনন্তমমতা বিকৌ মমতা প্রেমসঙ্গতা ।

ভক্তিরিত্যুচ্যতে ভীষ্মপ্রহ্লাদোদ্ধবনারদৈঃ’ ॥ ৪১৪ ॥

‘ভীষ্মপ্রহ্লাদোদ্ধবনারদৈঃ’ ভক্তৈঃ সা ‘ভক্তিঃ’ উচ্যতে’। কৌশলা সা
 ‘অনন্তমমতা’ ন অন্যান্যিহ বিষয়ে মমতা দেহঃ বলাঃ ‘বিকৌ’ ভগবতি
 ‘প্রেমসঙ্গতা’ প্রেমযুক্তা ‘মমতা’ আবিষ্টিতা ॥ ৪১৪ ॥

দেহাদি অন্ত অন্য বিষয়ে মমতা না হইয়া কেবল ভগ-
 বানে অত্যন্ত অধিক মমতাকেই ভীষ্ম, প্রহ্লাদ, নারদ, উদ্ধব,
 ভক্তেরা ভক্তি বলিয়াছেন ॥ ৪১৪ ॥

‘কোর ভাপ্যে কোন জীবের প্রজ্ঞা যদি হয় ;

তবে সেই জীব সাধুসঙ্গ করয় ।

সাধুসঙ্গ হৈতে হয় শ্রবণ কীৰ্ত্তন ;

সাধন ভক্যে হয় সৰ্ব্বানর্থ নিবৰ্ত্তন ।

অনর্থ নিবৃত্তি হৈলে ভক্তি নিষ্ঠা হয় ;

নিষ্ঠা হৈতে শ্রবণাভ্যে কচি উপায় ।

কচি হৈতে হয় তবে আগক্তি প্রচুর ;

আগক্তি হৈতে চিন্তে অঙ্গে কৃষ্ণে রতাক্ষর ।

সেই ভাব পাড় হৈলে যবে প্রেম নাম ;

সেই প্রেমা প্রয়োজন সৰ্ব্বানন্দ ধাম ।

তথাহি ভক্তিরসায়তনিকৌ পূর্ববিভাগে প্রেমভক্তি-
লহর্যাং একাদশশ্লোকে ত্রিরূপগোপ্তামিবাক্যং

‘আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধু সন্ধোহুত জনকিয়া

ততোহনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাৎ ততো নিষ্ঠা কুচি স্ততঃ ।

অধাসক্তি স্ততোভাব স্ততঃ প্রেমাভ্যুদয়তি

সাধকানাময়ং প্রেমঃ প্রাহুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ’ ॥৪১৫॥

ভগবৎপ্রেমলাভে ‘আদৌ’ সর্বাগ্রে ‘শ্রদ্ধা’ ‘ততঃ’ ‘সাধুসঙ্গঃ’ ‘অথ’
অনন্তরং ‘জনকিয়া’ জননারম্ভঃ ‘ততঃ’ ‘অনর্থনিবৃত্তিঃ’ অসংক্রিয়া-
কপট কুটিনাটিনাশঃ ‘ত্যাং’ ‘ততঃ’ ‘নিষ্ঠা’ একাগ্রচিত্ততা ব্যাকুলতা বা ‘ততঃ’
‘কুচিঃ’ গুণলীলাদিশ্রবণে প্রবৃত্তিঃ ‘অথ’ ‘আসক্তিঃ’ গুণাদিশ্রবণে অত্যন্তা-
গ্রেঃ ‘ততঃ’ ‘ভাবঃ’ শুদ্ধস্ববিশেষায়। ভবেৎ ‘ততঃ’ ভাবাৎ ‘প্রেমা’ ‘অভ্যুদ-
য়তি’ অতি সর্বতোভাবে উদিতঃ স্যাৎ । ‘প্রেমঃ’ ‘প্রাহুর্ভাবে’ বিষয়ে ‘সাধ-
কানাং’ ‘অয়ং’ ‘ক্রমঃ’ ‘ভবেৎ’ ॥ ৪১৫ ॥

সাধকদিগের এইরূপ ক্রমানুসারে প্রেমোৎপত্তি হইয়া
থাকে যথা :—প্রথমে শ্রদ্ধা, তৎপর সাধুসঙ্গ ; অনন্তর সাধ-
নারম্ভ ; তাহার পর অসং ক্রিয়া কাপট্যাদি নিবৃত্তি ; তাহার
পর নিষ্ঠা ; অনন্তর গুণলীলাদি শ্রবণে কুচি ; তাহার পর
আসক্তি ; অনন্তর শুদ্ধভাব জন্মিয়া থাকে ; আর ভাবোৎপত্তি
হইলে তবে প্রেমোদয় হয় ॥৪১৫॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে পঞ্চবিংশাদ্যায়ে ষাণ্ণিশ-
শ্লোকে দেবহুতিং প্রতি কপিলদেববাক্যং

‘সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্যাসংবিদো

ভবন্তি হংকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ ।

তজ্জ্যোত্স্নানাদবপবর্গবস্ত্বনি

শ্রদ্ধা রতি ভক্তি রমুক্রমিষ্যতি’ ॥৪১৬॥

মানসং যেন সঃ 'মমত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ' মমত্বং মমতা মেহ তেন অতিশয়েন যুক্তঃ
'সাক্ষাৎস্বা' সাক্ষঃ ঘনীভূত আত্মা অত্যন্তরং বস্ত সঃ 'এব' 'ভাবঃ' 'বুধৈঃ'
'প্রেমা' 'নিগদ্যতে' কথ্যতে ॥ ৪১৩ ॥

যাহাতে অন্তঃকরণ সম্যাকরূপে নির্মল হয় ; যাহা অতি-
শয় মমতায়ুক্ত ; এবং যাহার স্বরূপ অতিশয় ঘনীভূত ; এরূপ
ভাবে পণ্ডিতের। প্রেমা কহিয়া থাকেন ॥৪১৩॥

তথাহি হরিভক্তিবিলাসৈশ্বকাদশবিলাসে দ্ব্যশীত্যধিক-
ত্রিশততমাকৃষ্ট নারদপঞ্চরাত্রঃ

‘অনন্তমমতা বিকৌ মমতা প্রেমসঙ্গতা ।

ভক্তিরিত্যুচ্যতে ভীষ্মপ্রহ্লাদোদ্ধবনারদৈঃ’ ॥৪১৪॥

‘ভীষ্মপ্রহ্লাদোদ্ধবনারদৈঃ’ ভট্টকঃ সা ‘ভক্তিঃ’ উচ্যতে’। কীদৃশা সা
‘অনন্তমমতা’ ন অন্যত্মিন্ বিষয়ে মমতা মেহঃ বলায়াঃ ‘বিকৌ’ ভগবতি
‘প্রেমসঙ্গতা’ প্রেমযুক্তা ‘মমতা’ আবিষ্টিতা ॥ ৪১৪ ॥

দেহাদি অন্য অন্য বিষয়ে মমতা না হইয়া কেবল ভগ-
বানে অত্যন্ত অধিক মমতাকেই ভীষ্ম, প্রহ্লাদ, নারদ, উদ্ধব,
ভক্তেরা ভক্তি বলিয়াছেন ॥৪১৪॥

‘কোন ভাগ্যে কোন জীবের প্রহ্লা যদি হয় ;

তবে সেই জীব সাধুসঙ্গ করয় ।

সাধুসঙ্গ হৈতে হয় শ্রবণ কীর্তন ;

সাধন ভক্ত্যে হয় সর্বানর্থ নিবৰ্ত্তন ।

অনর্থ নিবৃত্তি হৈলে ভক্তি নিষ্ঠা হয় ;

নিষ্ঠা হৈতে শ্রবণাদ্যে কৃতি উপায়য় ।

কৃতি হৈতে হয় তবে আসক্তি প্রচুর ;

আসক্তি হৈতে চিত্তে অগ্নে কুণ্ডে রতাকুর ।

সেই ভাব পাড় হৈলে যবে প্রেম নাম ;

সেই প্রেমা প্রয়োজন সর্বানর্থ ধার ।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ববিভাগে প্রেমভক্তি-
লহর্যাং একাদশশ্লোকে ত্রিরূপগোন্ধামিবাক্যং

‘আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধু সন্তোষ তজজনক্রিয়া

ততোহনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাৎ ততো নিষ্ঠা রুচি স্ততঃ ।

অধাসক্তি স্ততোভাব স্ততঃ প্রেমাভ্যুদয়কতি

সাধকানাময়ং প্রেমঃ প্রাচুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ’ ॥৪১৫॥

ভগবৎপ্রেমলাভে ‘আদৌ’ সর্বাগ্রে ‘শ্রদ্ধা’ ‘ততঃ’ ‘সাধুসঙ্গঃ’ ‘অথ’
অনন্তরং ‘ভজনক্রিয়া’ ভজনানন্তরঃ ‘ততঃ’ ‘অনর্থনিবৃত্তিঃ’ অসংক্রিয়া-
কপট কুটিনাটিনাশঃ ‘ত্যাং’ ‘ততঃ’ ‘নিষ্ঠা’ একাগ্রচিত্ততা ব্যাকুলতা বা ‘ততঃ’
‘রুচিঃ’ গুণলীলাদিশ্রবণে প্রবৃত্তিঃ ‘অথ’ ‘আসক্তিঃ’ গুণাদিশ্রবণে অত্যন্তা-
গ্রেঃ ‘ততঃ’ ‘ভাবঃ’ শুদ্ধস্ববিশেষায়া ভবেৎ ‘ততঃ’ ‘ভাবাৎ’ ‘প্রেমা’ ‘অভ্যুদ-
কতি’ অতি সর্কতোভাবে উদিতঃ স্যাৎ । ‘প্রেমঃ’ ‘প্রাচুর্ভাবে’ বিষয়ে ‘সাধ-
কানাং’ ‘অয়ং’ ‘ক্রমঃ’ ‘ভবেৎ’ ॥ ৪১৫ ॥

সাধকদিগের এইরূপ ক্রমানুসারে প্রেমোৎপত্তি হইয়া
থাকে যথা :—প্রথমে শ্রদ্ধা, তৎপর সাধুসঙ্গ ; অনন্তর সাধ-
নানন্তর ; তাহার পর অসংক্রিয়া কাপট্যাদি নিবৃত্তি ; তাহার
পর নিষ্ঠা ; অনন্তর গুণলীলাদি শ্রবণে রুচি ; তাহার পর
আসক্তি ; অনন্তর শুদ্ধভাব জন্মিয়া থাকে ; আর ভাবোৎপত্তি
হইলে তবে প্রেমোদয় হয় ॥৪১৫॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে পঞ্চবিংশাধ্যায়ে ষাণ্ডিশ-
শ্লোকে দেবহুতিং প্রতি কপিলদেববাক্যং

‘সতাং প্রসঙ্গান্মম বীৰ্য্যসংবিদো

ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ ।

তজ্জোষণাদাশপবর্গবদ্ভনি

শ্রদ্ধা রতি ভক্তি রমুক্রমিষ্যতি’ ॥৪১৬॥

শ্রীক। ও বাধ্য আদিঃ ২০ শ্লোকে ২৮ পুঃ দেখ ॥ ৪১৬ ॥

‘বাহার হৃদয়ে এই ভাবানুর হর ;

তাহাতে এতেক চিত্ত সর্ব শাস্ত্রে কর ।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিকৌ পূর্ববিভাগে রতিভক্তি-
লহর্যাং একাদশশ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যং

‘কাস্তি রব্যর্থকালত্বং বিরক্তির্মানশূন্যতা।

আশাবদ্ধঃ সমুৎকর্থা নামগানে সদা রুচিঃ ।

আসক্তি স্তদগুণাখ্যানে প্রীতি স্তদ্বসতিস্থলে

ইত্যাদয়োহনুভাবাঃ স্য জ্ঞাতভাবানুরে জনে’ ॥৪১৭॥

‘জ্ঞাতভাবানুরে’ জ্ঞাতঃ ভাবস্য অনুরঃ বস্য তস্মিন্ ‘জনে’ সাধকে ‘ইত্যা-
দয়ঃ’ ‘অনুভাবাঃ’ বোধাঃ ‘স্যঃ’ কিং তে ? ক্রমেণাহ । ‘কাস্তিঃ’
ক্রোধশূন্যতা ক্রমেতি যাবৎ । ‘অব্যর্থকালত্বং’ বৃথা কালক্ষেপণভাবত্বং ।
‘বিরক্তিঃ’ বিষয়াদিভোগে অস্পৃহা । ‘মানশূন্যতা’ নিরতিমানিতা ।
‘আশাবদ্ধঃ’ ভগবতঃ প্রাপ্তিবিষয়ে হৃদচাশা । ‘সমুৎকর্থা’ তন্মাত্রায় সম্যক
লুক্কতা । ‘সদা’ ‘নামগানে’ নামকীর্তনে ‘রুচিঃ’ । ‘স্তদগুণাখ্যানে’ ভগবদ্-
গুণকথনে ‘আসক্তিঃ’ । ‘স্তদ্বসতিস্থলে’ ভগবদ্গুণকীর্তনস্থানে যথা ‘নাহং
বসামি বৈকুণ্ঠে ভক্তানাং হৃদয়ে ততঃ মন্তরা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ’
ইতি প্রমাণাৎ তৎকীর্তনস্থানমেব তদ্বসতিস্থানমুচ্যতে যথা তীর্থাদিস্থানে
‘প্রীতিঃ’ ত্রাং ॥ ৪১৭ ॥

বাহার ভাবানুর জন্মিয়াছে, তাহার হৃদয়ে এই সকল
বোধজন্মিয়া হইয়া থাকে :—অর্থাৎ তিনি ক্রমান্বিত হন,
বৃথা কালক্রম করেন না, বিষয়াদি ভোগে বীতরাগ ও নিরতি-
মানী হন ; ‘ভগবৎপ্রাপ্তি’ বিষয়ে তাহার হৃদয়ে হৃদুচ আশা
বদ্ধ হয়, ও সম্যক উৎকর্থা জন্মিয়া থাকে ; আর সর্বদা
নামকীর্তনে রুচি ও গুণকথনে আসক্তি এবং ভগবদ্বাসস্থানে
প্রীতি হইয়া থাকে ॥৪১৭॥

‘এই নব ঐত্যাঙ্কুর বার চিত্তে হয় ;
প্রাকৃত কোভে তার কোভ নাহি হয় ।

তথাহি ত্রীমহাদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে একোনবিংশাধ্যায়ে
ত্রয়োদশশ্লোকে ব্রাহ্মণান্ প্রতি পরীক্ষিষ্যাকাং

‘তং যোপযাতং প্রতিযন্ত বিপ্রা
গঙ্গাচ দেবী ধৃতচিন্তমীশে ।

দ্বিজোপসৃষ্টঃ কূহক স্তককো বা ।

দশত্বলং গায়ত বিষ্ণুগাথাঃ’ ॥৪১৮॥

হে ‘বিপ্রাঃ’ ‘তং’ এবম্ভূতং ‘মা’ মাং ‘উপযাতং’ শরণাগতং ‘প্রতিযন্ত’
জানন্ত মা কীদৃশং ‘দিশে’ ভগবতি ‘ধৃতচিন্তং’ ; ‘চ’ পুনঃ ‘দেবী’ দেবতারূপা
‘গঙ্গা’ প্রত্যেতু প্রসঙ্গা ভবতু । ‘দ্বিজোপসৃষ্টঃ’ মুনিমহ্যানা উক্তবঃ ‘কূহকঃ’
মায়া ‘তককো বা’ সর্পো বা ‘বা’ শব্দঃ প্রতিক্রিয়াহীনাদরে মাং ‘অলং’ অভ্যন্তং
‘দশত্ব’ দংশনং করোতু যুগং ‘বিষ্ণুগাথাঃ’ ভগবৎকথাঃ ‘গায়ত’ গানং
কুরুত ॥ ৪১৮ ॥

হে বিপ্রগণ ! আপনারা এবং গঙ্গাদেবী আমাকে শরণা-
গত বলিয়া জামুন ; ব্রাহ্মণের ক্রোধোদ্ভব কূহকই হউক,
আর তককই হউক, আমাকে যথেষ্ট দংশন করুক, তাহা
প্রাছ করি না ; আপনারা বিষ্ণুগাথা গান করুন ॥৪১৮॥

‘কৃষ্ণসকল বিনা বার্ষ কাল নাহি বার ;

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিদ্ধৌ পূর্ববিভাগে রতিভক্তিলহ-
র্যাং দ্বাদশাঙ্কধৃতো হরিতত্ত্বিত্ত্বধোদয়স্ত দ্বাদশাধ্যায়ীয়াষ্ট-
ত্রিংশশ্লোক

‘বাগ্ভি স্তবস্তো মনসা স্মরন্ত

স্তম্বা নমস্তোহিপ্যনিশং ন তৃপ্তাঃ

ভক্তাঃ অবরোজ্জ্বলাঃ সমগ্র

মায়ু হরেরেব সমর্শয়ন্তি’ ॥৪১৯॥

‘ভক্তাঃ’ ‘বাগ্ভিঃ’ রচনৈঃ ‘অনিশং’ ‘স্ববস্তঃ’ স্তবঃ কুর্কস্তঃ ‘মনসা’
করণেন ‘স্মরস্তঃ’ ‘তথা’ শরীরেণ ‘নমস্তঃ’ ‘অপিঃ’ ‘ভৃগুঃ’ ‘ন’ ভবন্তি । ‘অব-
রেজজলাঃ’ অবন্তি নেত্রাভ্যাং জলামি বেবাং তে এবস্তূতাঃ সন্তঃ ‘সমগ্রঃ’
‘আয়ুঃ’ জীবনং ‘হরেরেব’ ভগবতঃ সম্বন্ধে চৈব ‘সমর্পয়ন্তি’ ॥ ৪১০ ॥

ভক্তগণ দিবানিশি বাক্যের দ্বারা স্তব করিয়া, মনের দ্বারা
চিন্তা করিয়া, এবং শরীর দ্বারা নমস্কার করিয়া, পরিতৃপ্ত
হয়েন না ; অশ্রুজল মোচন করিতে করিতে তাঁহারা সমস্ত
জীবন ভগবানেরই জন্য সমর্পণ করিয়া থাকেন ॥ ৪১০ ॥

‘ভুক্তি সিদ্ধি ইল্লিয়ার্থ তারে নাহি ভয় ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে পঞ্চমস্কন্ধে চতুর্দশাধ্যায়ে ষিচত্বা-
রিংশ শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাচ্যং

‘যো হুন্ত্যজান্ দারস্থতান্ হৃদ্রাজ্যং হৃদি স্পৃশঃ

জহৌ যুৈব মলবহুত্তমঃ শ্লোকলালসঃ’ ॥ ৪২০ ॥

‘যঃ’ রাজা ভরতঃ ‘উত্তমঃ শ্লোকলালসঃ’ উত্তমঃ শ্লোকে লালসা তৃকা
বস্য সঃ ভগবৎপ্রাপ্তকামঃ সন্ ‘যুৈব’ যৌবনপ্রাপ্তোহপি ‘হুন্ত্যজান্’ হঃধেন
তাক্তুমসমর্থান্ ‘হৃদি স্পৃশঃ’ মনোজ্ঞান্ ‘দারস্থতান্’ স্বীপুত্রাদীন তথা ‘হৃদ্রা-
জ্যং’ ‘মলবৎ’ বিষ্ঠামিব ‘জহৌ’ ত্যক্তবান্ ॥ ৪২০ ॥

মহারাজ ভরত ভগবৎপ্রাপ্তির লালসায় যৌবন সময়েই
বাঞ্ছনীয় ও হুন্ত্যজ শ্রী, পুত্র, হৃৎ, রাজ্য ইত্যাদি মলবৎ
পরিত্যাগ করিয়াছিলেন ॥ ৪২০ ॥

‘সর্বোত্তম আপনাকে ছীন করি মানে ;

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিঞ্ছৌ পূর্ববিভাগে রতিভক্তিলহ-
র্যাং পঞ্চদশাঙ্কধৃতপদ্মপুরাণং

‘হরৌ রতিং বহমেবো নরেন্দ্রাণাং শিখামণিঃ ।

ভিক্শামটমরিপুরে স্বপাকমপি বন্দতে’ ॥ ৪২১ ॥

‘এবঃ’ ভরতঃ ‘নরেন্দ্রাণাং’ মহারাজাদীনাম্ ‘শিখামণিঃ’ শিরোমণিঃ
সর্বশ্রেষ্ঠোহপি ‘হরৌ’ ভগবতি ‘ব্রতিঃ’ ‘বহনু’ ‘অরিগুরে’ শত্রুগৃহে ‘ভিক্কাং’
‘অটনু’ যাচনু সনু ‘ঋণাকমপি’ চণ্ডালমপি ‘বন্ধতে’ নমতি অরিগৃহে
ভিক্কাটনে চণ্ডালাদিনমনেচ মানহানিঞ্চ ন মম্বতে ইত্যর্থঃ ॥ ৪২১ ॥

নরেন্দ্রদিগের শিরোমণি মহারাজ ভরত ভগবানে অশু-
রকৃত হইয়া, শত্রুদিগের গৃহে ভিক্কা যাচঞা করিতে ও চণ্ডাল
দিগকে নমস্কার করিতে মানহানি বিবেচনা করিতেন না ॥ ৪২১ ॥

‘কৃকৃপা করিবেন দৃঢ় করি মানে ।

তথাহি শ্রীরূপগোস্বামিনোক্তং

‘ন প্রেম প্রবণাদি ভক্তিরপি বা যোগোহথবা বৈষ্ণবো
জ্ঞানং বা শুভকর্ম বা কিয়দহো সজ্জাতিরপ্যস্তি বা
হীনার্থাধিকসাধকে ত্বয়ি তথাপ্যচ্ছেদ্যমূলা সতী
হে গোপীজনবল্লভ ! ব্যথয়তে হাহা মদাটশব মাং’ ॥ ৪২২ ॥

মম ‘প্রেম’ ‘ন’ ‘অস্তি’ ‘প্রবণাদিভক্তিরপি’ ‘বা’ ‘যোগঃ’ ‘অথবা’
‘বৈষ্ণবঃ’ বৈষ্ণবোচিতধর্মঃ নাস্তি ‘জ্ঞানং’ নির্মলতত্ত্বজ্ঞানং ‘বা’ ‘কিয়ৎ’
কিয়দপি ‘শুভকর্ম’ নাস্তি ‘বা’ ‘সজ্জাতিরপি’ নাস্তি ‘অহো’ হে ‘গোপী-
বল্লভ’ ! ‘তথাপি’ ‘ত্বয়ি’ ‘অচ্ছেদ্যমূলা’ অচ্ছেদ্যঃ অচ্ছেদনীয়ঃ মূলঃ বস্যাঃ
স। ‘সতী’ ‘মদাশা’ মম আশা ‘হা হা’ খেদে ‘মাং’ ‘ব্যথয়তে’ কৌতুশে ত্বয়ি ?
‘হীনার্থাধিকসাধকে’ হীনজনবল্লভে ॥ ৪২২ ॥

প্রেম, বা প্রবণাদি নয় প্রকার ভক্তি, যোগ বা বৈষ্ণব-
ভনোচিত ধর্ম, তত্ত্বজ্ঞান অথবা সংকল্পানুষ্ঠান, কিম্বা সজ্জাতি,
এ সকলের আমার কিছুই নাই ; তথাপি তুমি দীনজনবৎসল
বলিয়া হে গোপী বল্লভ ! তোমার জন্য আমার মনে অদম্য
আশা সঞ্চারিত হইয়া আমাকে কষ্ট দিতেছে ॥ ৪২২ ॥

‘সমুৎকর্ষা ইয় নবা লাগবা প্রধার :

তথাহি কর্ণামৃতে ষাট্রিংশল্লোকে বিলম্বমলবাক্যং

‘স্বচ্ছেশবং ত্রিভুবনাস্তু তমিত্যবেহি

মচ্চাপলক তব বা মম বাধিগম্যং

তৎ কিং করোমি বিরলং মুরলীবিলাসি

মুগ্ধং মুখাস্থ জমুদীক্ষিতু মীক্ষণাত্যাং’ ॥৪২৩॥

টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যঃ ২২ শ্লোকে ৪২-৪৩ পৃঃ দেখ ॥৪২৩॥

‘নামগানে সদা কচি লর কৃষ্ণনাম ;

তথাহি ভক্তিরসায়তসিকৌ পূর্ববিভাগে রতিভক্তিলহ-
র্যাং ষোড়শল্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যং

‘রোদনবিন্দুমকরন্দশ্রুদ্দিদৃগিন্দীবরাদ্য গোবিন্দ

তব মধুরস্বরকণ্ঠী গায়তি নামাবলিং বালা’ ॥৪২৪॥

হে ‘গোবিন্দ’ ‘অদ্য’ অধুনা ‘মধুরস্বরকণ্ঠী’ ‘বালা’ শ্রীরাধিকা ‘তব’
‘নামাবলিং’ নামসমূহঃ ‘গায়তি’ কীদৃশা সা ? ‘রোদনবিন্দুমকরন্দশ্রুদ্দি-
দৃগিন্দীবরা’ রোদনস্য বিন্দবঃ অশ্রুজলানি তান্যেব মকরন্দাঃ পুস্পরসা স্তান্
স্যান্ধতি করতি বা দৃক্ চক্ষুঃ সা এব ইন্দীবরং নীলপদ্মং যস্য্যাঃ সা ॥ ৪২৪ ॥

হে গোবিন্দ ! বালিকা শ্রীরাধার নীলোৎপল সদৃশ নয়ন
দিয়া মকরন্দের আয় অশ্রুবিন্দু ঝরিতেছে ; আর তিনি
মধুরস্বর সংযোগে তব নামাবলি কীর্তন করিতেছেন ॥৪২৪॥

‘কৃষ্ণ গুণাখ্যানে হহ সর্বদা আসক্তি ;

তথাহি শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে দ্বিাবতীতমল্লোকে বিলম্বমলবাক্যং

‘মধুরং মধুরং বপূরস্য বিভো

মধুরং মধুরং বদনং মধুরং ।

মধুগন্ধি মৃদুশ্রিতমেতদহো

মধুরং মধুরং মধুরং মধুরং’ ॥৪২৫॥

টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যঃ ৫৩১ পৃষ্ঠাঃ ৩৪২ শ্লোঃ দেখ ॥ ২৩৫ ॥

‘কৃষ্ণলীলা স্বপ্নে করে সর্বদা বসতি ।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ববিভাগে সাধনভক্তি-
লহর্যাং পঞ্চদশশ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যং

‘কদাহং যমুনাতীরে নামানি তব কীৰ্ত্তয়ন্

উদ্বাস্পঃ পুণ্ডরীকাক রচয়িষ্যামি তাণ্ডবং’ ॥৪২৬॥

হে ‘পুণ্ডরীকাক’ ‘যমুনাতীরে’ ‘কদা’ ক’মিন্ কালে ‘অহং’ ‘তব’ ‘নামানি’
‘কীৰ্ত্তয়ন্’ ‘উদ্বাস্পঃ’ উল্লসিতঃ বাস্পঃ অশ্রুজলঃ যস্য স মেজ্জতলৈ রাস্পূতঃ
সন্ ‘তাণ্ডবং’ নৃত্যং ‘রচয়িষ্যামি’ করিষ্যামি ॥ ৪২৬ ॥

হে পুণ্ডরীকাক ! কবে আমি যমুনাতীরে তোমার নাম
কীৰ্ত্তন করিয়া অশ্রুজল বিসর্জন করিতে করিতে নৃত্য
করিতে থাকিব ॥৪২৬॥

‘কৃষ্ণে রতির চিত্র এই কৈল বিবরণ ;

কৃষ্ণপ্রেমের চিত্র এবে শুন সনাতন !

যার চিত্তে কৃষ্ণপ্রেমা করয়ে উদয় ;

তার বাক্য, ক্রিয়া, মূর্ত্তা, বিজ্ঞে না বুঝব ।

তথাহি ভক্তিরসামৃতাসিন্ধৌ পূর্ববিভাগে প্রেমভক্তি-
লহর্যাং ষাটশ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যং

‘ধন্যস্তায়ং নবপ্রেমা যশ্চোন্মীলতি চেতসি ।

অন্তর্বাণীতি রূপাস্যমুদ্রা হৃষ্ঠু হৃদ্বর্গমা’ ॥৪২৭॥

‘বস্ত’ ‘বস্তত’ কৃতচিৎ সাধকস্য ‘চেতসি’ ‘অহং’ ‘নবপ্রেমা’ ‘উন্মীলতি’
উদ্ভবতি ‘অন্য’ সাধকস্য ‘অন্তর্বাণীতিঃ’ যনঃকথাভিঃ সহ ‘মূর্ত্তা’ ভজনব্যব-
হারাদিকং ‘হৃষ্ঠু হৃদ্বর্গমা’ হৃষ্টরূপেণ জাতৃমশক্যা তবৎ ॥৪২৭॥

যে সাধকের চিত্তে নবপ্রেম উন্মীলিত হইয়া তাঁহাকে
চরিতার্থ করিয়াছে ; তাঁহার অন্তরের কথা ও ভজন ব্যবহা-
রাদি কিছুই ভাল করিয়া বুঝা যায় না ॥৪২৭॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়ে অষ্ট-
ত্রিংশৎ শ্লোকে জনকং প্রতি কবিবাক্যং

‘এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্য।

জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচৈঃ

হস্যত্যাগো রৌদ্রিতি রৌতিগায়

তুস্মাদবস্মৃত্যতি লোক বাহুঃ’ ॥ ৪২৮ ॥

টীকা ও ব্যাখ্যা আদিঃ ১৫৮ শ্লোকে ২৩৬ পৃঃ দেখ ॥ ৪২৮ ॥

‘প্রেম ক্রমে বাড়ি হয় স্নেহ, মান, প্রণয় ;

রাগ, অহুঃরাগ, ভাব, মহাভাব, হয় ।

যেহে বীজ ইন্দুরস শুড়, খণ্ড, সার ;

শর্করাসিতা, মিছরি, শুদ্ধ মিছরি আর ।

ইহা যৈহে ক্রমে নির্মল, ক্রমে বাড়ে স্বাদ ;

রতি প্রেমাদি তৈহে বাড়য়ে আশ্বাদ ।

অধিকারী ভেদে রতি পঞ্চ প্রকার ;

শান্ত, দাস্ত, সখা, বাৎসল্য, মধুর আর ।

এই পঞ্চ স্থায়ীভাব হয় পঞ্চ রস ;

যে রসে ভক্ত সুখী, কৃষ্ণ হয় বশ ।

প্রেমান্দিক স্থায়ীভাব সামগ্রী মিলনে ;

কৃষ্ণভক্তি রসরূপে পায় পরিণামে ।

বিভাব, অহুঃভাব, সাত্বিক, ব্যভিচারী ;

স্থায়ীভাব হয় রস মিলে এই চারি ।

কথি যেন খণ্ড মরিচ কপূর মিলনে ;

রসলাগা রস হয় অপূর্ণাশ্বাদনে ।

দ্বিবিধ বিভাব আলম্বন, উদ্দীপন ;

বংশীধরাদি উদ্দীপন, কৃষ্ণাদি আলম্বন ।

অহুঃভাব, স্মিত নৃত্য গীতাদি উদ্দীপন ;

স্তম্ভাদি সাত্বিক অহুঃভাবের ভিতর ।

নির্দোষ হর্বাদি তেজস্ব ব্যভিচারী ;

সব মিলি রস হয় চমৎকার কারী ।

‘পঞ্চবিধ রস—শান্ত, হান্ত, লম্বা, বাৎসল্য ;
 মধুর নাম শৃঙ্গার রস সবান্তে প্রাবল্য ।
 শান্তরসে শান্তিরতি প্রেম পর্য্যন্ত হয় ;
 শান্তরতি রাগপর্য্যন্ত ক্রমেতে বাড়য় ।
 লম্বা বাৎসল্য রতি পার অধুরাগ লীলা ;
 সুবল্যদোর তার পর্য্যন্ত প্রেমের মহিমা ।
 শান্তাদি রসের যোগ, বিরোগ, হুই ভেদ ;
 লম্বা বাৎসল্য যোগাদির অনেক বিভেদ ।
 রূঢ় অধিরূঢ় ভাব কেবল মধুরে ;
 মহিষীগণে রূঢ়, অধিরূঢ় গোষ্ঠীকা নিকরে ।
 অধিরূঢ় মহাভাব দৃষ্ট প্রকার ;
 সন্তোষে মদন, বিরহে মোহন, নাম তার ।
 মাদনে চূষনাদি’হর অনন্ত বিভেদ ;
 উদ্বৃণা, চিত্রজয়, মোহনে হুই ভেদ ।
 চিত্রজয় বন অঙ্গ প্রোঙ্গাদিনাম ;
 জয়গীতা বনপ্রোক তাহাতে প্রমাণ ।
 উদ্বৃণা বিরহচেষ্টা দিব্যোদ্গাদি নাম ;
 বিরহে কৃষ্ণ কুর্তি, আপনাকে কৃষ্ণ জ্ঞান ।
 সন্তোষ, বিশ্রাম, দ্বিবিধ শৃঙ্গার ;
 সন্তোষ অনন্ত অঙ্গ নাহি অন্ত তার ।
 বিশ্রাম চতুর্বিধ—পূর্বরাগ, মান,
 প্রবাসাধা, আর প্রেম-বৈচিত্র আখ্যান ।
 রাধিকাদো পূর্বরাগ প্রসিদ্ধ প্রবাস মানে ;
 প্রেমবৈচিত্র শ্রীমদ্রমে মহিষীগণে ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে নবতিতমোধ্যায়ে সপ্তম-
 শ্লোকে কুরুরাং প্রতি মহিষীবাচ্যঃ

‘কুরুরি-বিলপসি হং বীতনিদ্রা ন শেষে

স্বপ্নিতি ভগ্নতি রাজ্য্যামীষরো গুণবোধঃ ।

বয়সিব সখি কচ্চিদগাঢ়নির্কিঙ্কচেতা

নলিননয়নহাসোদারলীলেক্ষিতেন' ॥ ৪২৯ ॥

কৃষ্ণ মহিষ্যঃ কুবতীঃ কুররীঃ পক্ষিনীঃ প্রত্যাহঃ হে 'সখি' 'কুররি' 'ঈশ্বরঃ' 'অশ্বাকং পতিঃ' 'শ্রীকৃষ্ণঃ' 'রাজ্য্যং' 'গুপ্তবোধঃ' 'কৃত্রাপ্যচ্ছন্নঃ' সন্ 'বপিত্তি' শেতে । 'জগতি' 'বং' এব একা 'বীতনিদ্রা' 'সতী' 'ন' 'শেবে' শরনে-
চ্ছামপি ন কুরুবে নিদ্রাভঙ্গং কুর্ত্তী বিলপসি' উচ্চৈঃ পরিবেদনামেব
কুরুবে তদহুচিতমিত্যর্থঃ অথবা নাপরাধস্তবাস্তীত্যাশয়েনাহঃ হে সখি স্বঃ
'বয়সিব' 'নলিননয়নহাসোদারলীলেক্ষিতেন' নলিননয়নশ্রু শ্রীকৃষ্ণস্ত হাসেন
সহিতঃ উদারং বল্লীলেক্ষিতং লীলাকটাক্ষন্তেন 'কচ্চিদ্' 'গাঢ়নির্কিঙ্কচেতা'
কিংবিৎ গাঢ়ং বধাতথা নির্কিঙ্কং চেতো বস্যাঃ সা অসি ॥ ৪২৯ ॥

প্রেম বৈচিত্রের উদাহরণ । কৃষ্ণ মহিষীগণ কুররীনাম্নী
পক্ষীগণকে কহিলেন হে সখি ! কুররি ! নিশাকালে আমা-
দিগের ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ সংজ্ঞাহীন হইয়া গাঢ় নিদ্রা যাইতে-
ছেন । তুমি এখন নিদ্রা পরিহার করিয়া উচ্চ বিলাপ ধ্বনিতে
তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ করিতেছ ; তোমার ইহা উচিত নহে ।
অথবা বুঝিয়াছি তোমার অপরাধ নাই ; কৃষ্ণের হাশ্বময়
লীলাকটাক্ষে আমাদের স্মায় তোমারও বুঝি চিত্ত গাঢ়বিদ্ধ
হইয়াছে ॥ ৪২৯ ॥

'ব্রহ্মেন্দ্রনকম কৃষ্ণ নারক শিরোরশি ;

নারিকার শিরোরশি রাধা ঠাকুরাণী ।

তথাহি ভক্তিরসায়তসিদ্ধৌ দক্ষিণবিভাগে বিভাব-
লম্ব্যং নগুধরোকে শ্রীকৃষ্ণগোষ্ঠাধিবাক্য

'নারকানাং শিরোরত্নং কৃষ্ণস্ত তগবান্ স্বয়ং

যত্র নিত্যতয়া সর্বৈ বিরাজন্তে মহাশুভাঃ' ॥ ৪৩০ ॥

'বদ' কৃষ্ণে 'নিরাকর' নিরাকর ॥ ৪৩০ ॥

অয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ই নারকনিগের মধ্যে শিরোভূষণ ;
তাঁহাতে সর্বপ্রকার মহানুগ নিত্যকাল বিরাজ করি-
তেছে ॥ ৪৩০ ॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ প্রথমশ্লোকব্যাখ্যায়াং হৃত-
বৃহদ্রোতমীয়তন্ত্রং

‘দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা সর্বধামিকা ।

সর্বলক্ষ্মীময়ী সর্বকান্তিঃ সন্মোহিনী পরা’ ॥ ৪৩১ ॥

টীকা ও বাখ্যা আদি: ৮৯ শ্লোকে ১১৫-১১৬ পৃ: দেখ ॥ ৪৩১ ॥

‘অনন্ত কৃষ্ণের গুণ. চৌষটি প্রধান ;

এক এক গুণ তিন জুড়ায় ভক্তরাণ ।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে বিভাব-
লহর্যাং একাদশাঙ্কধৃতসপ্তমশ্লোকে শ্রীরূপগোষামিবাক্যানি

‘অয়ং নেতা হরম্যাক্ষঃ সর্বসল্লকণাস্বিতঃ ।

রুচিরস্তেজসা যুক্তো বলীয়ান্ বরদাস্বিতঃ ।

বিবিধানুতভাষাবিৎ সত্যবাক্যঃ প্রিয়ম্বদঃ ।

বাবদূকঃ সুপাণ্ডিত্যো বুদ্ধিমান্ প্রতিভাস্বিতঃ ।

বিদগ্ধশচতুরো দক্ষঃ কৃতজ্ঞঃ হৃদ্যতরতঃ ।

দেশকালসুপাত্তজ্ঞঃ শাস্ত্রচক্ষুঃ শুচির্বশী ।

স্থিরো দান্তঃ কমাশীলো গভীরো ধৃতিমান্ সমঃ ।

বদান্তো ধার্মিকঃ শূরঃ করুণো মান্ত্রমানকুৎ ।

দক্ষিণো বিনয়ী হ্রীমান্ শরণাগতপালকঃ ।

স্বধী ভক্ততন্ত্রং প্রেমবন্তঃ সর্ব ভক্তকরঃ ।

প্রতাপী কীর্তিমান্ রক্তলোকঃ সাধু সমাশ্রয়ঃ ।

নারীগণমনোহারী সর্বারাধ্যঃ সমৃদ্ধিমান ।

বরীয়ান্ ঈশ্বরশ্চেতি গুণাস্তস্মানুকীৰ্তিতাঃ ।

সমুদ্রা ইব পঞ্চাশৎ দুর্বিগাহা হরেরমী' ॥ ৪৩২ ॥

'হরেঃ' ভগবতঃ 'গুণাঃ' 'সমুদ্রাঃ' ইব 'দুর্বিগাহাঃ' অভলম্পর্শাঃ সন্তি । 'ইহ' অগ্নিন্ প্রত্যাবে 'অমী' পূর্বোক্তাঃ 'পঞ্চাশৎ' গুণাঃ 'অনুকীৰ্তিতাঃ' বর্ণিতাঃ । কে তে গুণাঃ ? তানাহ 'অয়ং' কৃষ্ণঃ 'নেতা' সর্বজননায়কঃ 'বরসা' 'অদ্বিতঃ' নবীনকৈশোরগাধিতঃ চিরনূতন ইত্যর্থঃ । 'বাবদুকঃ' সুবক্তা । 'বিদগ্ধঃ' বিবিধরসবিলাসবান্ । 'বলী' জিতেন্দ্রিয়ঃ । 'দক্ষিণঃ' সৌন্দর্য্যসাম্যচরিতঃ । 'হীমান্' লজ্জাশীলঃ । 'রক্তলোকঃ' লোকানুরক্তঃ । 'ঈশ্বরঃ' বৈভবার্থ্য-শালিস্বতন্ত্রঃ 'ইতি' পঞ্চাশৎ গুণাঃ ॥ ৪৩২ ॥

এই কৃষ্ণ সকলের নেতা, শোভনাসু, সর্বসম্পদগুণযুক্ত, রুচির, তেজোযুক্ত, বলীয়ান্ ও চিরনবীন । তিনি বিবিধা-
স্থত ভাষাজ্ঞ, সত্যবাদী, প্রিয়স্বদ, সুবক্তা, সুপণ্ডিত, বুদ্ধি-
মান্, প্রতিভাশালী । তিনি সুরসিক, চতুর, দক্ষ, কৃতজ্ঞ,
এবং দৃঢ়ব্রত । তিনি দেশকাল পাত্রের জ্ঞাতা, শাস্ত্র সক-
লের চক্ষু স্বরূপ, পবিত্র স্বরূপ ও জিতেন্দ্রিয় । তিনি স্থির,
দান্ত, ক্ষমাশীল, গম্ভীর, ধৃতিমান্ ও সাম্যপরায়ণ । তিনি
বদান্ত, ধার্মিক, শূর, করুণস্বভাব ও মানদ । তিনি সুশীল,
বিনয়ী, লজ্জাশীল এবং শরণাগত পালক । তিনি সুখী,
ভক্তসুহৃৎ, প্রেমের বশীভূত ও সকলের কল্যাণকারী । তিনি
মহাপ্রতাপী, কীর্তিমান্, লোকানুরক্ত এবং সাধুদিগের
আশ্রয় । তিনি নারীগণের মনোহারী, সকলের আরাধ্য ও
মহাসমৃদ্ধিশালী ; এবং তিনি সকলের শ্রেষ্ঠ ও স্বতন্ত্র ঈশ্বর ।
ভগবানের গুণসকল অভলম্পর্শ সমুদ্রের ত্রায় গভীর ;
তাহার মধ্যে এখানে এই পঞ্চাশটী কীর্তিত হইল ॥ ৪৩২ ॥

তথা ভক্তিরসায়ুতসিদ্ধৌ দক্ষিণবিভাগে বিভাবলহর্য্যাং
ষাদশল্লোকে শ্রীরূপগোষামিবাক্যং

‘জীবেষ্বেতে বসন্তোহপি বিন্দুবিন্দুতয়া কচিৎ ।

পরিপূর্ণতয়া ভাস্তি তত্রৈব পুরুষোত্তমে’ ॥ ৪৩৩ ॥

‘এতে’ পঞ্চাশৎগুণাঃ ‘জীবেবু’ গ্রাণিবু ‘কচিৎ’ কুয়চিৎ ‘বিন্দু বিন্দুতয়া’
অত্যল্পপরিমাণেন ‘বসন্তোহপি’ ‘তত্রৈব’ ‘পুরুষোত্তমে’ ভগবতি ‘পরিপূর্ণ-
তয়া’ পূর্ণরূপেণ ‘ভাস্তি’ বিরাজন্তে ॥ ৪৩৩ ॥

পূর্বোক্ত পঞ্চাশৎগুণ কোন কোন জীবদিগের মধ্যে
অত্যল্পভাগে থাকিলেও পূর্ণরূপে কেবল পুরুষোত্তম ভগবানেই
বিরাজিত দেখা যায় ॥ ৪৩৩ ॥

তত্রৈব দক্ষিণবিভাগে বিভাবলহর্য্যাং চতুর্দশল্লোকেষু
শ্রীরূপগোষামিবাক্যং

‘অথ পঞ্চগুণা যে হ্য রংশেন গিরিশাদিবু
সদা স্বরূপসংপ্রাপ্তঃ সর্বজ্ঞো নিত্যনূতনঃ,
সচ্চিদানন্দসাক্ষাত্ সচ্চিদানন্দঘনাকৃতিঃ,
স্ববশাখিলসিদ্ধিঃ স্মাৎ সর্বসিদ্ধিনিবেবিতঃ ।

অথোচ্যন্তে গুণাঃ পঞ্চ যে লক্ষ্মীশাদিবর্তিনঃ
অবিচিন্ত্যমহাশক্তিঃ কোটিব্রহ্মাণ্ডবিগ্রহঃ,
অবতারাবলৌকিকং হতারিগতিদায়কঃ,
আত্মারামগণাকর্ষাত্মনী কৃষ্ণে কিলাদুর্ভাঃ ।

সর্বাত্মতচমৎকারিলীলাকল্লোলবারিধিঃ
অতুল্যমধুরপ্রেম মণ্ডিত প্রিয় মণ্ডলঃ ।

বিজগন্মানসাকর্ষিমুরলীকলকৃষ্ণিতঃ

অসমানে করুণাশ্রীবিদ্যাপিত চরাচরঃ ॥

ইত্যসাধারণং প্রোক্তং গোবিন্দস্য চতুর্ভুজঃ ।

এবং গুণাশ্চতুর্ভেদাঃ চতুঃষষ্টি রূপদ্ব্যজ্ঞতাঃ ॥ ৪৩৪ ॥

ভগবতঃ 'বে' 'পঞ্চগুণাঃ' 'গিরিশ্যাদিষু' শিবত্রয়াদিষু 'অংশেন' অভ্যঙ্গ-
ভাগেন 'স্বাঃ' বর্ত্তন্তে কিং তে ? 'অথ' তানাহ 'সদা' 'স্বরূপসংপ্রাপ্তঃ' স্বরূ-
পেণাশ্রিতঃ সারাবশব্দাৎ 'সর্বজ্ঞঃ' অন্তর্য়ামিদ্ধাৎ 'নিভন্নভূতনঃ' সদাহভূত-
মানোহপি চিরস্থবদঃ পুনঃ 'সক্তিদ্বানন্দসাক্ষাৎ' 'চিদানন্দধনাকৃতিঃ' ঘনী-
ভূতসক্তিদ্বানন্দরূপইত্যর্থঃ পুনঃ 'স্ববশাদ্বিশিদ্ধিঃ' 'সর্বসিদ্ধিনিষেধিতঃ'
'স্তাৎ' । 'অথ' অনন্তরং 'বে' 'পঞ্চ' 'গুণাঃ' 'লক্ষ্যোপাদিবর্জিতঃ' লক্ষ্যোপাদৌ
নারায়ণাদৌ বর্ত্তন্তে যে তে স্যুঃ তে 'উচ্যন্তে' কথ্যন্তে । কিং তে ? তানাহ
'অবিচিত্তামহাশক্তিঃ' অচিন্তনীয়শক্তিলালী 'কোট্যব্রহ্মাণ্ডবিগ্রহঃ' অনন্ত-
কোট্যব্রহ্মাণ্ডং বিগ্রহে শরীরে বস্য সঃ । 'অবতারাবলীকৃতঃ' অবতারাব-
লীনাং অবতারসমূহানাং বীজং উৎপত্তিস্থানং । 'হতাগতিগতিদারকঃ' হতা-
গীণাং পুতনাপিশুপালাদীনাং সঙ্গতিং দদাতি যঃ সঃ 'আত্মারামগণাকর্ষী'
আত্মারামগণানাং বোহগিরাং আকর্ষণশীলঃ 'জ্যৈষ্ঠ' পঞ্চগুণঃ । 'অমী' বক্ষ্য-
মাণাঃ গুণাঃ 'কৃকে' 'অজুতাঃ' আশ্চর্যাঃ 'কিন' স্তম্ভাঃ । 'সর্বজুত-
চমৎকারিলীলাকল্লোলবরিধিঃ' সর্বজুতানাং চমৎকারিণীনাং লীলা-
নাং যে কল্লোলাঃ তরঙ্গান্তেবাং বারিধিঃ সমুদ্রপৃষ্ঠাঃ । 'অতুল্যমধুর-
প্রেমমণ্ডিতপ্রিয়মণ্ডলঃ' অতুল্যমধুরপ্রেমভিঃ মণ্ডিতং ভূষিতং প্রিয়-
মণ্ডলং ভক্তমণ্ডলং যেন সঃ । 'জিহগজ্ঞানলাকর্ষিবুরধীকলকৃজিতঃ'
জিহগজ্ঞাতং মনোলাকর্ষিণী বা মুরলী রংগী তস্যঃ কলং রবঃ কৃজিতং
যেন সঃ । 'অসমানো করুণাশ্রীবিদ্যাপিতচরাচরঃ' স্নান্তি সন্নান উচ্চাচ
বত্ভাঃ সা অসমানোক্তিঃ সা চ সা রূপাশ্রীশ্চেতি তত্র বিদ্যাপিতঃ সম্বোধিতঃ
চরাচরঃ যেন সঃ । 'গোবিন্দস্য' 'ইতি' 'চতুর্ভুজঃ' 'অসাধারণং' 'প্রোক্তং' ।
'এবং' টং প্রকারেণ 'চতুর্ভেদাঃ' চতুর্ভেদিকা 'চতুঃষষ্টিঃ' 'গুণাঃ' 'বিদ্যজ্ঞতাঃ'
কথিতাঃ ॥ ৪৩৪ ॥

ভগবানের যে পঁচটি গুণ গিরিশাদিতে স্নতি স্মার্ত্তাঃ-

* কোন কোন পুঁথিতে ইহার পর এই পাছটি দুই হয় ; বখা—লীলাপ্রেমপ্রিয়বিকাং
মাদুবাং বেগুপয়োঃ । কিন্তু 'অসাধারণ চারিটি গুণ' বখার পর অত্র ভগবতের পরিচয় না
কবারই সম্ভব, সেজন্য এটি দুইটি বইল বার ।

শে একটি হইয়াছে তাহা এই—মায়ার জর করিয়া তিনি সর্বদা স্বরূপাবস্থায় স্থিতি করিতেছেন ; সকলের অন্তর্ধামী হুতরাং সর্বজ্ঞ ; চিরনূতন ; ধনীভূত সক্তিমানন্দবিগ্রহ ; এবং অনিবার্য সর্বপ্রকার সিদ্ধি তাঁহার আয়ত্তাধীন । ভগবানের যে পাঁচটা গুণ বারম্বার গীতের বর্তমান আছে, তাহা কথিত হইতেছে :—তিনি অচিন্তনীয় মহাশক্তিশালী পুরুষ ; অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার বিগ্রহে লুকায়িত ; সমস্ত অবতারগণের তিনি বীজস্থান ; নিহত শত্রুদিগের তিনি সঙ্গতি-প্রদাতা ; এবং আত্মারাম যোগীগণেরও তিনি চিত্তাকর্ষণকারী । আর বাক্যমাণ গুণচতুষ্টয়ের কেবল ত্রিকূলে আশ্চর্য্য ও অসাধারণরূপে স্থিতি করিতেছে :—অতি অদ্বুত এবং চমৎকারী লীলাতরঙ্গের তিনি সমুদ্রসদৃশ ; তিনি তাঁহার ভক্তমণ্ডলীকে নিরুপম মধুরপ্রেমে মগ্নিত করিয়া থাকেন ; তিনি মধুরমুরলীরূপে ত্রিজগতের মন আকর্ষণ করিয়া থাকেন ; আর তদীয় অসমমানোৰ্দ্ধ রূপকান্তিতে তিনি বিশ্বচরাচরকে সম্মোহিত করিতেছেন । এই প্রকারে ত্রিকূলের চতুর্দিক চতুষ্টি গুণ কথিত হইয়াছে ॥ ৪৩৪ ॥

‘অনন্ত গুণ ত্রিবিধিকার পাঁচপ প্রধান ;

যেই ভগবৎকন ৩৪ কক ভগবান্ ।

তথাহি উজ্জলনীলমণৌ ত্রিবিধিকাগুণকথনে নবমাদি-
শ্লোকেহু ত্রিরূপগোষাধিকারঃ

‘অথ বৃন্দাবনৈবধ্যাঃ কীর্ত্যন্তে প্রবরা গুণাঃ :—

মধুরেয়ং মধুরা শ্চন্দাপান্দোজসম্মিতা,

চাক্রসৌভাগ্যবেষট্যা গছোজ্যামিতমাধবা,

সকীতপ্রবর্তিকা রমাধায়াশ্চ শক্তিভা,

বিনীতা ককণাপূর্ণা বিদম্বা পাটবাষিতা,
 লজ্জাশীল। হুমধ্যাদা ধৈর্য্যগান্ধীয়াশালিনী,
 সুবীলাসা মহাভাবপরমোৎকর্ষতর্ষিণী ;
 গোকুলপ্রেমবসতি জগৎশ্রেণী লসদ্যশাঃ ।
 শুর্কপিত্তগুরুস্নেহা সখীপ্রায়িতা বশা,
 কৃষ্ণপ্রিয়াবলী মুখ্যা সন্ততাপ্রবকেশবা' ॥ ৪৩৫ ॥

‘অথ’ অনন্তরং ‘বৃন্দাবনেশ্বরীয়াঃ’ শ্রীরাধায়াঃ ‘প্রবরাঃ’ মুখ্যাঃ। ‘শুণাঃ’
 ‘কীর্ত্তাস্তে’ । তানাহ ‘ইয়ং’ শ্রীরাধা ‘মধুরা’ মাধুর্য্যময়ী । ‘নববরাঃ’
 নবীনযৌবনা ‘চলাপঙ্গা’ চলং চঞ্চলং অপাঙ্গং নেত্রকটাক্ষঃ বস্যাঃ সা ।
 ‘উজ্জলম্বিতা’ । ‘চাকুসৌভাগ্যরেখাঢ্যা’ চাকুতিঃ সৌভাগ্যরেখাভিঃ কর-
 চরণেযু শঙ্খপদ্মরেখাভিঃ আঢ্যা যুক্তা । ‘গন্ধোন্মাদিতমাধবা’ নিজাঙ্গ-
 সৌরভেণ উন্মাদিতঃ প্রেমভীকৃতঃ মাধবো যয়া । ‘সদ্বীতপ্রবরাভিজা’ স্থল-
 লিত সদ্বীতাভিজা । ‘রম্যবাক্’ ‘নন্দপণ্ডিতা’ কৌতুকাদিবু পণ্ডিতা । ‘বিদম্বা’
 রসিকা । ‘পাটবাষিতা’ জ্বরবিষয়করতিকৌশলনিপুণা । ‘মহাভাব
 পরমোৎকর্ষতর্ষিণী’ মহাভাবস্যা যঃ পরমোৎকর্ষঃ তস্মিন্ তৃষা বস্যাঃ সা ।
 ‘গোকুলপ্রেমবসতিঃ’ গোকুলমেব প্রেমবসতি রস্যাঃ । ‘জগৎশ্রেণী-
 লসদ্যশাঃ’ জগতাং শ্রেণীনাং মধ্যে লসন্তি বিরাজন্তি বশাংসি বস্যাঃ । ‘শুর্ক-
 পিত্তগুরুস্নেহা’ গুরুভিঃ গুরুরসৈঃ অর্পিতঃ গুরুস্নেহঃ বহুস্নেহো বস্যাং সা ।
 ‘সখীপ্রণয়িতাবশা’ সখীনাং প্রণয়িতয়া প্রণয়েন বশীভূতা । ‘কৃষ্ণপ্রিয়া-
 বলীমুখ্যা’ কৃষ্ণস্য প্রিয়াবলীনাং প্রিয়লীনাং মধ্যে প্রধানা । ‘সন্ততাপ্রব-
 কেশবা’ সন্ততং নিরন্তরং আপ্রবঃ অঙ্গীকারো কেশবে কৃষ্ণবিনয়ে বস্যাঃ
 সা ॥ ৪৩৫ ॥

এক্ষণে বৃন্দাবনেশ্বরীর প্রধান গুণাবলী কীর্ত্তিত হইতেছে ।
 তিনি মাধুর্য্যময়ী, নবীন বয়স্কা, চঞ্চলাক্ষী, এবং উজ্জল হাস্য-
 ময়ী ; তাঁহার করচরণ হৃন্দর সৌভাগ্যরেখায় অঙ্কিত, এবং
 অঙ্গদৌরভ মাধবোন্মাদকারী । তিনি স্থলনিত সদ্বীতা-
 ভিজা, তাঁহার বাক্যগুলি অতি মনোহর এবং তিনি নানাবিধ

ক্রোড়া কোতুকে নিপুণা । তিনি বিনীত, করুণাময়ী, রসজ্ঞা,
এবং ভাগবতী রতিনিপুণা ; তিনি লজ্জাশীলা, হৃদয়ব্যাধা-
দায়িনী, ধৈর্য্য এবং গান্ধার্য্যশালিনী ; তিনি বিলাসময়ী ও
মহাভাষোৎকর্ষাকাজিগী । গোকুলধামই তাঁহার প্রেম-
বসতি ও সমস্ত জগতে তাঁহার যশঃকলা বিরাজ করিতেছে ।
তিনি গুরুজনের স্নেহভাগিনী, সখীপ্রেমের বশীভূতা, কৃষ্ণ-
কান্তাদিগের মধ্যে প্রধানা এবং একমাত্র কেশব-
পরায়ণা ॥ ৪৩৫ ॥

‘নারিক নারিকা হুই রসের আলম্বন ;
সেই হুই শ্রেষ্ঠ রাধা ব্রজেনলক্ষন ।
এইমত দাত্তে দাস, মধ্যে সখাসখ ;
বাৎসল্যে পিতা মাতা আলম্ব আলম্বন ।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিকৌ দক্ষিণবিভাগে বিভাব-
লহর্যাং চতুর্থাঙ্গিল্লোকেষু শ্রীকৃষ্ণগোবিন্দাবাক্যানি
‘ভক্তিनिधू’তদোবাধাং প্রসন্নোজ্জ্বলচেতসাং
শ্রীভাগবত রক্তানাং রসিকাসঙ্গরসিণাম্
জীবনীভূত গোবিন্দপাদভক্তিসুখপ্রিয়াং
প্রেমাস্তরঙ্গভূতানি কৃত্যন্তেবানুভূতিষ্ঠতাং
ভক্তানাং যদি রাজস্বী সংস্কারবৃগলোচ্ছল্য
রতিরানন্দরূপৈব নীরমানানুবৃত্ততাং ।
কৃষ্ণাদিভি বিভাবাদৈর্গতিতরনুভবান্বিত
প্রোচানন্দচরৎকারকাষ্ঠাশাপদ্যতে পরাং’ ॥ ৪৩৬ ॥

‘সংস্কারবৃগলোচ্ছল্য’ রাধাকৃতভাবেন উচ্ছল্য সা ‘রতিঃ’ ‘ভক্তানাং
‘সখি’ ‘রামতী’ নতী ‘অনুবৃত্ততাং’ বশীভূততাং ‘নীরমানা’ হু আশ্রয়তী নতী

‘আনন্দরূপা’ ‘এব’ ভবতি । কীদৃশানাং ভক্তানাং? ‘ভক্তিবিধিতদোষাণাং’
 ‘প্রসন্নোজ্জ্বলচেতসাং’ প্রসন্ন উজ্জ্বলক পাপমলিনভাবর্জিতক চেতঃ চিত্তং
 যেষাং তেষাং । ‘শ্রীভাগবতরক্তানাং’ ভগবৎকথানুরক্তানাং ‘রসিকাসঙ্গ-
 স্জিণাম্’ রসিকানাং আসক্ত রসে। যেষাং । ‘জীবনোভূতগোবিন্দপাদ-
 ভক্তিসুখপ্রিয়াং’ জীবনোভূতস্য প্রাণৈঃ সহ একীভূতস্য গোবিন্দস্য পাদে
 চরণে ভক্তিসুখমেব শ্রীঃ মঙ্গলরূপং যেষাং । পুনঃ ‘প্রেমাস্তরঙ্গভূতানি’
 প্রেমাস্তরঙ্গভূতানি ‘কৃত্যানি’ সেবাদীনি ‘এব’ ‘অমুতিষ্ঠতাং’ অমুকূর্ততাং ।
 ‘কৃষ্ণাদিভিঃ’ কৃষ্ণবর্ণাদিভিঃ নীলমেঘবর্ণাদিভিঃ ‘বিভাবাদৈঃ’ আলম্বনো-
 দীপনাদিভিঃ করণৈঃ ‘গঠৈঃ’ প্রাট্টৈঃ জটনৈঃ কর্তৃভূতৈঃ ‘অমুভবাম্বনি’
 অমুভব এব অম্বা। মার্গস্তম্বিন্ অমুভবকালে সাধনসময়ে ইত্যর্থঃ ‘পর্যাপ্ত-
 শ্রেষ্ঠাং’ ‘প্রোঢ়ানন্দ চমৎকারকাষ্ঠাং’ মহানন্দচমৎকারপর্যাপ্তিঃ ‘আপদ্যতে’
 প্রাপ্যতে ॥৪৩৬॥

ভক্তিজলে ঐহাদের দোষসকল বিধৌত হইয়াছে ;
 ঐহাদের চিত্ত পাপমলিনতা বর্জিত হইয়া প্রসন্ন ও উজ্জ্বল
 হইয়াছে ; ঐহারা ভগবৎকথানুরক্ত ও ভক্তসঙ্গাভিলাষী ;
 ঐহারা জীবনের সহিত ভগবান্কে একীভূত করিয়া লইয়া
 তাঁহার চরণে মঙ্গলপ্রদভক্তিসুখ সমর্পণ করিতে পারিয়া-
 ছেন ; এবং ঐহারা প্রেমের অঙ্গীভূত সেবাকার্য্যাদি অনু-
 ষ্ঠান করিয়া থাকেন ; সেই সকল ভক্তদিগের হৃদয়ে রাখা-
 কৃষ্ণের যুগলভাবসংস্কৃতা রতি উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগের
 চিত্তকে বশীভূত করতঃ আনন্দরূপে প্রকাশ পাইতে থাকে ।
 ও সাধনসময়ে কৃষ্ণবর্ণাদি বিভাবসকল পরিলক্ষিত হইলে
 তাঁহারা চমৎকারময়ী পরানন্দপর্যাপ্তি প্রাপ্ত হইয়া
 থাকেন ॥ ৪৩৬ ॥

‘এই রসাবাদ নাহি অন্তরেগণে ;

কৃষ্ণভক্তগণ করে রস আবাদনে ।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিদ্ধৌ মক্ষিপবিভাগে রসলানাত-

মিরূপণে স্থায়িতাবলহর্য্যাং একসপ্ততিতমশ্লোকে ত্রিরূপণো-
স্থামিবাক্য

‘সর্বধৈবঃ দুর্বোধোহস্মভক্তৈঃ ভগবত্ত্বসঃ ।

তৎপাদান্বজসর্বশ্চৈ ভক্তিরেবানুরক্ততে’ ৪৩৭ ।

‘অয়ং ভগবত্ত্বসঃ’ ভগবত্ত্বক্তিরসঃ ‘অভক্তৈঃ’ জনৈঃ ‘সর্বধা’ ‘দুর্বোধঃ’
‘এব’ দুর্বোধোহপি ‘তৎপাদান্বজসর্বশ্চৈঃ’ ভক্তৈঃ ‘ভক্তিঃ’ এব ‘অনুরক্ততে’
আশ্বাদনোয়া ভবতি ॥ ৪৩৭ ॥

ভগবন্ত্বক্তিরসঃ অভক্তজনের পক্ষে সর্বধা দুর্বোধ হইলেও
তাহার চরণসর্বশ্চ ভক্তগণ অনায়াসে আশ্বাদন করিতে সমর্থ
হয়েন ॥ ৪৩৭ ॥

‘সংক্ষেপে কহিল এই প্রয়োজন বিবরণ :

পঞ্চম পুরুষার্থ এই কৃষ্ণপ্রেমধন ।

পূর্বে প্রয়াগে আমি রসের বিচারে

তোমার ভাই রূপে কৈল শক্তি লক্ষ্যারে ।

তুমি হ করিহ ভক্তিশাস্ত্রের প্রচার ;

মথুরার লুপ্ত তীর্থের করিহ উদ্ধার ।

কৃষ্ণাবনে কৃষ্ণসেবা বৈকুণ্ঠ আচার ;

ভক্তিস্বভিষ্যন্ত করি করিহ প্রচার’ ।

যুক্ত বৈরাগ্য স্থিতি সব শিক্ষাইল ;

ভক্ত বৈরাগ্য জ্ঞান সব নিবেধিল ।

তথাহি ত্রীভগবদ্গীতায়াং ষাটশাধ্যায়ে ত্রয়োদশাদি-
শ্লোকেষু অঙ্কনং প্রতি ত্রীকৃষ্ণবাক্যানি

‘অদ্বৈকো সর্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এবচ’

নির্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখঃ সখী ।

সন্তুষ্টঃ সন্ততং যোগী যতাত্মা দুর্জনশ্চরঃ

মহার্পিত মনোবুদ্ধি যো মহতঃ স মে প্রিয়ঃ ।

বস্মাম্বোদ্বিজতে লোকো লোকাম্বোদ্বিজতে চ যঃ

হর্ষামর্ষভয়োদ্বৈগৈ বুদ্ধো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ ।

অনপেক্ষঃ শুচি দক্ষ উদাসীনো গভব্যধঃ

সর্বরক্তপরিত্যাগী যো মে ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ।

যো ন হৃষ্যতি ন ঘেষ্টি ন শোচতি ন কাক্ষতি

শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ ।

সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ

শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জিতঃ ।

তুল্যানিন্দাস্তুতি মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেন চিৎ

অনিকেতঃ স্থিরমতি উক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ ।

যে তু ধর্ম্মামৃতমিদং যথোক্তং পর্য্যুপাসতে

শ্রদ্ধধানা নৃপং পরমা ভক্তান্তেহতীব মে প্রিয়াঃ ॥৪৩৮॥

‘সর্বভূতানাং’ বধ্যাযথঃ ‘অদ্বৈতা’ অদ্বৈতকারী। ‘সমঃ’ সমঃ ‘সুখঃ’ সুখঃ ‘সমঃ’ সমঃ
 দুঃখসুখে বস্যা। ‘ক্ষমী’ ক্ষমাশীলঃ। ‘সত্যতঃ’ লাভালাভে চ ‘সন্তুষ্টঃ’ প্রসন্ন-
 চিত্তঃ ; ‘বোগী’ অগ্রমভ্যঃ ; ‘বতাস্তা’ সংবতস্ততাবঃ ‘দৃঢ়নিষ্ঠয়ঃ’ দৃঢ়ঃ মনস্বিনে
 নিষ্ঠুরো বস্যা। ‘বস্মাৎ’ সকাশাৎ ‘লোকঃ’ ‘নোদ্বিজতে’ ভয়ানকরূপা কোভং
 ন প্রাপ্নোতি। ‘বচ্’ ‘লোকাৎ’ জনাৎ ‘নোদ্বিজতে’। ‘বচ্’ ‘হর্ষামর্ষভ-
 যোদ্বৈগৈঃ’ স্বাভাবিকৈ হর্ষাদিভিঃ ‘বুদ্ধঃ’ তদ্বৎ হর্ষঃ বসোদ্বৈগৈঃ উৎসাহঃ
 অমর্ষঃ পরস্য লাভেহসহনং তরং জ্ঞানঃ উৎসাহঃ ভয়ানকনিমিত্তে ক্ষিত্ত
 কোভঃ এতৈর্বিমুক্তঃ। ‘অনপেক্ষঃ’ বদিক্ষরে পন্থিতেহপ্যর্থে নিম্প্রঃ ‘শুচিঃ’
 বাহ্যভ্যন্তরে শৌচসম্পন্নঃ ‘দক্ষঃ’ অনলসঃ ‘উদাসীনঃ’ পক্ষপাতরহিতঃ
 ‘গভব্যধঃ’ গভভরঃ। ‘সর্বরক্তপরিত্যাগী’ আরভ্যক্ত ইতি আরভ্য ইহামুক্ত-
 ফলভোগার্থানি কামহেতুনি কাম্যনি সর্বরক্তান্তান্ পরিত্যজুঃ শীলং বস্যা
 সঃ। ‘সঙ্গবিবর্জিতঃ’ অনাসক্তঃ ‘তুল্যানিন্দাস্তুতিঃ’ তুল্যা নিন্দা স্তুতিচ
 বস্যা সঃ। ‘মৌনী’ সংযতবাক্। ‘অনিকেতঃ’ নিরতবাসন্তঃ। ‘যে’ ‘তু’
 ‘যথোক্তং’ উক্তপ্রকারং ‘ইদং’ ‘ধর্ম্মামৃতং’ ‘পর্য্যুপাসতে’ অমুদিত্তি। ‘শ্র-
 দ্ধাধনা’ শ্রদ্ধাং কুর্যাণ্যঃ সত্যঃ ‘নৃপং’ নরত্বাঃ ভবতি ‘তে’ ‘মে’ বস ‘অতীব’
 প্রিয়াঃ ভবতি ॥ ৪৩৮ ॥

যিনি সর্বভূতে ঘেঘরহিত, মৈত্র, কৃপালু, নির্ভয়, অহংকারশূন্য, হৃৎকণ্ঠে সমভাব, ও কমানীল, সর্বদা সন্তুষ্ট, অপ্রমত্ত, সংযতস্বভাব, মৃদুনিশ্চয় এবং বাঁহাঃ মন ও বুদ্ধি আমাতে অর্পিত হইয়াছে ; এরূপ মনুষ্যই আমার প্রিয় ।
যে ব্যক্তি হইতে লোকসকল ভয়প্রাপ্ত হয় না, বা যিনি লোককর্তৃক উদ্ভিন্ন হয়েন না, যিনি নিজ ইচ্ছাভে হৃৎকণ্ঠ ও অন্যের ইচ্ছাভে অসহিষ্ণু হই না, ও যিনি ভয়োদ্বেগ-রহিত, তিনি আমার প্রিয় । আপনা হইতে আগত অর্থে যিনি নিস্পৃহ, যিনি শৌচসম্পন্ন, নিরলস, নিরপেক্ষ, নির্ভয়, এবং সকামকর্ম্মপরিত্যাগী ; সেই ভক্তই আমার প্রিয় ।
লাভে হর্ষশূন্য এবং অলাভে ঘেঘনশূন্য, শোক ও আকাঙ্ক্ষা বিহীন এবং পুণ্যপাপবর্জিত মনুষ্যই আমার প্রিয় ।
শত্রু, মিত্র, মান, অপমান, শীত, উষ্ণ, হৃৎকণ্ঠে সমভাব এবং বিষয়ে অনাসক্ত ; নিন্দাস্তুতিতে তুল্যজ্ঞান, সংযত বাক্য, যথা-লাভে সন্তুষ্ট, নিয়তবাসশূন্য, হিরচিত্ত ভক্তিমান ব্যক্তিই আমার প্রিয় । বাঁহারা ভক্তিমান ও মৎপরাধন হইয়া প্রাপ্তস্ত ধর্ম্মায়ত পান করেন, তাঁহারা আমার অতীব প্রিয় ॥ ৪০৮ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়ে পঞ্চম-
শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাচ্যঃ

‘চীরানি কিং পথি ন সন্তি দিশস্তি তিষ্ঠাং

নৈবাজিগ্ৰূপাঃ পরভূতঃ সরিতোহপ্যশ্বিন্

কৃতা শুভাঃ কিমজিতোহবতি নোপসন্নান্

কস্মাৎভজন্তি কবরো ধনহর্ষদাছান্’ ॥ ৪০৯ ॥

‘কবরঃ’ সাধবঃ ‘ধনহর্ষদাছান্’ ধনেন বো হর্ষ বভূবোহান্ কস্মান্ ‘কস্মান্’

হেতুত্বাৎ 'ভবতি,' পর্য্যবৃত্ত্যাহ 'পবি' যার্মে 'চীরাবি' বস্ত্রবস্ত্রানি পরি-
ধানার্থমিত্যর্থঃ 'কিং' 'ন' 'নস্তি' ? 'পরত্বতঃ' পরান্ বিব্রতি পুঙ্খভিঃ পুঙ্খাদি-
ভির্বে 'অভি' পাঃ' পাদপাঃ 'ভিক্কাং' ভোজনার্থফলপুষ্পাদিকং কিং 'ন' 'এব'
'দিশস্তি' দদতি ? 'সরিতঃ' নদ্যঃ 'অপি' কিং 'অণুবান্' শুভাঃ অভবন্ ?
পানার্থফলং ন দদতি ইতিভাষঃ 'ভুহাঃ' গিরিদ্বীপাঃ 'কিং' 'রুহাঃ' নস্তি
'অভিতঃ' হরিঃ 'উপসন্নান্' শরণাগতান্ কিং 'ন' 'অভতি' রকতি ? উক্তঞ্চ
ভোজনান্ধাদনে চিত্তাৎ বুধা কুর্কন্তি বৈষ্ণবাঃ ॥ ৪৩৯ ॥

সাধুগণ ধনভূমিদে অক্ষ ব্যক্তিদিগের সেবা কেন করি-
বেন ? পশ্চিমধ্যে কি জীর্ণ বস্ত্রখণ্ড পড়িয়া থাকে না ? পাদপ-
গণ কি ফল পুষ্পাদি দ্বারা অন্যকে প্রোষণ করে না ? তাহা-
দের নিকট ভিক্ষা চাহিলে কি পাওয়া যায় না ? সকল নদীই
কি শুকাইয়া গিয়াছে ? পর্ব্বতের শুভা কি রুহু হইয়া-
গিয়াছে ? ভগবান্ হরি কি শরণাগতদিগকে রক্ষা করেন
না ? ॥ ৪৩৯ ॥

তবে সনাতন সব সিদ্ধান্ত পুছিল ;
ভাগবত সিদ্ধান্ত প্রভু সকল কহিল ।
হরিবংশে কহিয়াছে গোলোকের স্থিতি ;
ইন্দ্র আসি কৈল হবে শ্রীকৃষ্ণকে ভক্তি ।
মৌবললীলা আর কৃষ্ণ অন্তর্ধান ;
কেশবাবতার আর বিকট ব্যাখ্যান ।
মহাবীহরণ আদি সব মারামর ;
ব্যাখ্যা শিখাইল যৈছে হুসিদ্ধান্ত হর ।
তবে সনাতন প্রভুর চরণে ধরিতা ;
নিবেদন করে দত্তে ভূণ শুদ্ধ লকা ।
'নীচজাতি নীচসেবী মুক্তি স্থপামর ;
নিদ্ধান্ত শিখাইলে বেই প্রসার অগোচর
যোর বন ভুজ্জ এই নিদ্ধান্তান্তবিকট ;
যোর বন হুইতে পারে ইহার একবিকট ।

‘পদু নাচাইতে পার, যদি হয় তোমার বল’;

‘যর দেহ মোর মাখে ধরিয়া চরণ :—

“হৃদে যে শিকাইলু তোরে কুক্ক সন্ধান”;

‘এই তোমার বল হৈতে হবে মোর বল’ ।

‘তবে মহাপ্রভু তাঁর শির ধরি করে ;

বর দিল’ এই সব কুক্ক তোমারে’ ।

সংক্ষেপে কহিল প্রেম প্রয়োজন সংবাদ ;

বিস্তারি কহন না বার প্রভুর প্রসাদ ।

প্রভুর উপদেশাবৃত্ত শুনে যেই জন ;

অচিরান্তে মিলয়ে তারে কুক্ক প্রেমধন ।

ত্রিঙ্গণ রঘুনাথ পথে বার আশ ;

চৈতন্যচরিতামৃত কহে ককাদাস ।

ইতি ত্রিচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে প্রেমপ্রয়োজনবিচারনাম অষ্টো
ঈবিংশতিতম পরিচ্ছেদঃ ॥ ২৩ ॥

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ ।

প্রস্তুতকৃত

আত্মারামেতি পদ্যার্কস্তার্থাংগুণ যঃ প্রকাশয়ন্ ।

অগতমো জহারাখ্যাং স চৈতন্তো বরাচলঃ ॥ ৪৪০ ॥

‘যঃ’ চৈতন্যঃ ‘আত্মারামেতি’ ‘পদ্যার্কস্য’ পদ্যমেব শ্লোক এব স্বব্যক্তস্য
‘অর্থার্থং’ অর্থঃ ব্যাখ্যা এব অংশঃ কিরণাত্মান ‘প্রকাশয়ন্’ ‘অগতমঃ’
অগতঃ অজানাত্ত্বকারং ‘জহার’ জহত্বান ‘যঃ’ ‘বরাচলঃ’ ককাদাসঃ
‘চৈতন্যঃ’ অত্মানু ‘অব্যাহত’ রক্ষতু ॥ ৪৪০ ॥

যিনি ‘আত্মারামার্থি’ শ্লোকসূর্যের অর্থকিরণ প্রকাশ
করিয়া অগতের অজানাত্ত্বকার হরণ করিয়াছেন; সেই
করণবর ত্রিচৈতন্য আত্মানিকে রক্ষা করনু ॥ ৪৪০ ॥

অর অর শ্রীচৈতন্য ! অর নিত্যানন্দ !

অর বৈতলচন্দ্র ! অর গৌরভক্তবৃন্দ !

তবে সনাতন প্রভুর চরণে ধরিসা

পুনরপি কহে কিছু বিনয় করিয়া ।

‘পূর্বে তনিরাহি তুমি সার্কভৌমতানে ;

এই স্নেহের আঠার অর্থ করিয়াছে ব্যাখ্যানে :—

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে সপ্তমাধ্যায়ে দশম-
স্লোকে সৌনকাদীন্ প্রতি সূতোক্তিঃ

‘আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নিগ্রহা অধ্যাক্রম্যে

কুর্ষন্ত্যহৈতুকীঃ ভক্তিমিশ্রস্তৃতগুণো হরিঃ’ ॥ ৪৪১ ॥

টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যঃ ৪৮ স্লোকে ১২১ পৃঃ দেখ ॥ ৪৪১ ॥

‘আশ্চর্য্য তনিরা মোর উৎকণ্ঠিত মন ;

কৃপা করি কহ বহি ছাড়ার শ্রবণ’ ।

প্রভু কহে ‘আমি বাতুল, আমার বচনে

সার্কভৌম বাতুলতা সত্য করি মানেন ।

কিবা প্রলাপিলাম কিছু নাহিক শ্ররণে ;

তোমার সঙ্গ বলে বহি কিছু হয় মনে ।

সহজে আমার কিছু অর্থ নাহি ভালে ,

তেরমা সখা সঙ্গ বলে যে কিছু প্রকাশে ।

একাংশ পদ এই স্লোক সুনির্মল ;

পৃথক্ নানা অর্থ পদে করে বলয়ল ।

‘আত্মা’ শব্দে ব্রহ্ম, দেহ, মন বস্তু, বুদ্ধি,

বুদ্ধি, স্বভাব, এই সাত অর্থ প্রাপ্তি ।

তথাহি বিশ্বপ্রকাশে

‘আত্মা দেহমনোব্রহ্মস্বভাববুদ্ধিবুদ্ধির্নু । অবহেচ ॥ ৪৪২ ॥

‘আত্মা’ শব্দঃ এতেনু অর্থেষু বর্ততে যথা দেহে, মনসি, ব্রহ্মণি, স্বভাবে,
বুদ্ধৌ, বৈবর্ত্যে, বুদ্ধৌ, জানে ‘অবহেচ’ অহে চ ॥ ৪৪২ ॥

‘আত্মা’ শব্দের অর্থ এই সাতটী বস্তুঃ—দেহ, বন, ব্রহ্ম, স্বভাব, বৈৰ্য্য, বুদ্ধি এবং যত্ন ॥ ৪৪২ ॥

‘এই নাতে রনে বেই, সেই আত্মারাগণ ;

আত্মারাগণের আগে করিয়ে গণন ।

মুক্তাদি শব্দের অর্থ তন সমান্তর ।

পৃথক্ পৃথক্ অর্থ করি পাছে করিব মিলন ।

‘মুনি’ শব্দে মননশীল আর কহে মৌনী ;

তপস্বী, ব্রতী, বতি আর কবি মুনি ।

‘নির্জ্জ্বাঃ’ শব্দে কহে অবিদ্যাগ্রহিণী ;

বিধি নিবেধ বেদশাস্ত্র জ্ঞানাদি বিহীন ।

মূৰ্খ, নীচ, স্বেচ্ছ, আদি শাস্ত্রবিরুদ্ধগণ ;

ধনসকলী নির্জ্জ্বা আর যে নির্ধন ।

তথাহি বিধে ।

‘নি নিশ্চয়ে নিষ্ক্ৰমার্থে নি নির্মাণনিবেধনোঃ ।

এছো ধনে চ সন্দর্ভে বর্ণসংগ্রহেহপিচ’ ॥ ৪৪৩ ॥

‘নিঃ’ শব্দে নিশ্চয়ার্থে তথা ‘নিঃ’ ক্রমার্থে তথা ‘নিঃ’ ‘নির্মাণনিবেধনোঃ’ নির্মাণার্থে নিবেধার্থে চ বর্ততে । ‘এছঃ’ শব্দে ‘ধনে’ ‘সন্দর্ভে’ ‘বর্ণসংগ্রহে’ চ বর্ততে ॥ ৪৪৩ ॥

‘নিঃ’ শব্দে নিশ্চয়ার্থে, ক্রমার্থে, নির্মাণার্থে ও নিবেধার্থে ব্যবহৃত হয় ; এবং ‘এছ’ শব্দে ধন, সন্দর্ভ এবং বর্ণসংগ্রহ বুঝাইয়া থাকে ॥ ৪৪৩ ॥

‘উরুক্রম’ শব্দে কহে বড় বার ক্রম ;

‘ক্রম’ শব্দে কহে এই গান বিক্ষেপণ ।

(১) ‘পতি’-কর, পরিপাটী, বৃত্তি, শব্দে আক্রমণ ;

চরণ চলনে কাঁপাইল ত্রিভুবন ।

১ পতি-কর, পরিপাটী, বৃত্তি শব্দে আক্রমণ—পতি শব্দের অর্থ কর, পরিপাটী বৃত্তি ; আর পতিশব্দে আক্রমণও বুঝায় ।

তথাহি ত্রিমহানবতে বিতীর স্বৰ্কে সপ্তমাব্যাপ্তে একোন-
চত্বারিংশলোকে নারদঃ প্রতি ব্রহ্মবাক্যং

‘বিক্ষো নু বীৰ্য্যগণনাং কতনোহহীতীহ ?

যঃ পার্থিবান্ধপি কবি বিমমে রজাংসি ।

চক্ৰস্ত যঃ স্বরহসাস্থলতা ত্রিপৃষ্ঠং

যস্মাজ্জিসাম্যসদনাতুরকম্পযানং’ ॥ ৪৪৪ ॥

‘পার্থিবানি’ পৃথিবীস্বকীর্ত্তয়ানি পৃথিব্যা ইত্যর্থঃ ‘রজাংসি’ ‘অপি’
পরমাণুনি ‘যঃ’ ‘কবিঃ’ জনঃ ‘বিমমে’ বিগণিতবান্ ‘নু’ ভোঃ ‘ইহ’ জগতি
ভানুশোহপি ‘কতমঃ’ কোহপি জনঃ ‘বিক্ষোঃ’ ভগবতঃ ‘বীৰ্য্যগণনাং’ কৰ্ত্তুন্
‘অহীতি’ বোগ্যো ভবতি ন কোহপীত্যর্থঃ । ‘যঃ’ বিষ্ণুঃ ‘অস্থলতা’ প্রতি-
শাতশূন্যেন ‘স্বরহসা’ ত্রৈবিক্রমে স্বচরণবেগেন ‘ত্রিপৃষ্ঠং’ ত্রয়াপাং
লোকানাং পৃষ্ঠং অশ্বকটাহং সত্যলোকমিত্যর্থঃ ‘চক্ৰস্ত’ হস্তবান্ ক্রুদ্।
হিরীচকারেত্যর্থঃ । ত্রিপৃষ্ঠং কীর্ত্তনং ‘যস্মাৎ’ এব স্বরহসো হেতোঃ
‘জিসাম্যসদনাৎ’ জিসাম্যরূপং সস্বরকম্পমসাং সাম্যরূপং প্রকৃতিরূপমিত্যর্থঃ
সদনং অধিষ্ঠানং ঐধানং তস্মাৎস্বরহস্য ‘উরকম্পযানং’ উর অধিকং কম্প-
যানং কম্পযানং কম্পেন যানং যস্যোতি বা সত্যলোকমতিব্যাপ্য যঃ সৰ্ব্বাঃ
হস্তবানিত্যর্থঃ ॥ ৪৪৪ ॥

পৃথিবীর পরমাণু গণনা করিতে সমর্থ হইলেও কোন
ব্যক্তিও কি ভগবান্ বিষ্ণুর বীৰ্য্য গণনা করিতে পারেন ?
তিনি ত্রিবিক্রমরূপ ধারণ করিলে তাঁহার অস্থলিত চরণ-
বেগে ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির আবুল পর্য্যন্ত ঘন কম্পিত হইয়া-
ছিল ; তাহাতে তিনিই স্বয়ং সত্যলোকাধিপতি ব্যাপ্ত
হইয়া চরাচর ধারণ করিয়াছিলেন ॥ ৪৪৪ ॥

‘বিভূত্বপে’ ব্যাপ্তে শক্ত্যে ধারণ পৌষণ ;

সাদৃশ্যশক্ত্যে যোগ্যত্ব, ঐশ্বর্য্যে পরব্যোম ।

যাযাপকো ব্রহ্মভাবি পরিপাটী স্বরহস্য ;

‘উরকম্প’ শব্দের এই অর্থ নিরূপণ ।

তথাহি বিধে ।

‘ক্রমঃ শব্দো’ পরিপাট্যং ক্রম চালনকল্পয়োঃ’ ৪৪৫ঃ

‘ক্রমঃ’ শব্দঃ ‘শব্দো’ শব্দার্থে ‘পরিপাট্যং’ পরিপাট্যার্থে ভবতি ‘ক্রমঃ’
‘চালনকল্পয়োঃ’ চালনে কল্পমেচ বর্ততে ৪৪৫ ।

‘ক্রম’ শব্দের অর্থ শক্তি, পরিপাটি, চালন ও কল্প ৪৪৫ঃ

‘কুর্জতি’ পদ এই পদেই পদ হয় ;

ককম্বুখ নিমিত্ত ভবনে তাৎপর্য্য কর্তব্য ।

তথাহি পাণিনিঃ ।

‘স্মৃতিভক্তিঃ কৰ্ত্তভিপ্রায়ে ক্রিয়াকলে’ ৪৪৬ঃ

‘স্মৃতিভক্তিঃ’ স্মৃতিভেদঃ ক্রিতস্তথাভোক্তাভ্যনেপদং তাত্ ‘কৰ্ত্তভি-
প্রায়ে’ ‘ক্রিয়াকলে’ কৰ্ত্তগামিনি ক্রিয়াকলে ৪৪৬ঃ

যে সকল উভয়পদীধাতুর স্মৃতিতত্ত্বর ও ঐ ইং হয় ;
এবং তাহাদের ক্রিয়ার ফল যদি কৰ্ত্তা প্রাপ্ত হয় ; তাহা
হইলে ঐ সকল ধাতু আত্মনেপদে প্রয়োগ করিতে
হইবে ৪৪৬ঃ

‘হেতু’ শব্দে কহে ভুক্তি আদি বাহ্যভয়ে ;

ভুক্তি, সিদ্ধি, বৃদ্ধি, বৃথ্য এ তিন প্রকারে ।

এক ভুক্তি কহে ভোগ অনন্ত প্রকার ;

সিদ্ধি অষ্টাদশ, বৃদ্ধি পঞ্চ বিধাকার ।

এই বাহ্য নাই সেই ভক্তি অহৈতুকী ;

যাহা হৈতে বশ হয় ঐতর্য্য কোহুতী ।

‘ভক্তি’ শব্দের অর্থ হয় বশ বিধাকার ;

এক সাধন, প্রেয়সভক্তি মন প্রকার ।

স্বতিলক্ষণা প্রেমলক্ষণা ইত্যাদি প্রচার ;

তাবরণা, মহাভাব লক্ষণপ্রণা অত্রি ।

'ନାଭ ଉଦ୍ଭବ ରତି ବାଢ଼େ ଶ୍ରେୟପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ;
 ନାଭ ଉଦ୍ଭବ ରତି ହର ରାମ ନାମ ଅନ୍ତ ।
 ନାଭାଗ୍ନେର ରତି ଅହରାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ;
 ପିତୃ ଯାତ୍ର ସେହ ଆଦି ଅହରାଗ ଅନ୍ତ ।
 କାନ୍ତାଗ୍ନେର ରତି ପାର ମହାତାର ମୀମା ;
 'ଭକ୍ତି' ଶବ୍ଦର ଏହି ସବ ଅର୍ଥେର ମହିମା ।
 'ହିତଜୁତଂ' ଶବ୍ଦର ଶୁଦ୍ଧ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ;
 'ହିତଂ' ଶବ୍ଦର ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ 'ଜ୍ଞାନ' ଶବ୍ଦର ଆନ ।
 'ହିତଜୁତ' ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ପୂର୍ଣ୍ଣାନନ୍ଦ ଯମ୍ଭ ;
 ବାର ଆଗେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଜ୍ଞାନ ଫଳ ହୟ ।

ତଥାହି ଭକ୍ତିରସାୟତସିନ୍ଧୋ ପୂର୍ବବିଭାଗେ ଭକ୍ତିସାମାନ୍ୟଜ-
 ହର୍ଷାଂ ଅତୀବିଂଶାକ୍ରନ୍ଧତୋ ହରିଭକ୍ତିସ୍ତ୍ରୋଧୋଦୟଞ୍ଚ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶା-
 ଧ୍ୟାୟୀୟ ଷଟ୍ତ୍ରିଂଶ ଶ୍ଳୋକଃ

‘ହଂସାକ୍ଷୀଂ କରଣାହ୍ଲାଦବିଷ୍ଣୁକାକ୍ଷିହିତଞ୍ଚ ମେ ।

ଅଧାନି ଗୋଷ୍ପଦାୟନ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମାପି ଜଗଦ୍ଗୁରୋ’ ॥ ୫୫୧ ॥

ଟିକା ଓ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଆଦି: ୧୧୨ ଶ୍ଳୋକେ ୨୦୧-୨୦୮ ପୃ: ଦେଖ ॥ ୫୫୧ ॥

‘ସର୍ବାକର୍ଷକ ସର୍ବାହ୍ଲାଦକ ମହାରାମାନ ;
 ଆମନାର ବେଶେ କରେ ସର୍ବ ବିସ୍ମୟନ ।
 ଭୁକ୍ତି ସିଦ୍ଧି ସୁକ୍ତି ଅଥ ହାତୀର ଧାର ଗଢ଼େ ;
 ଅନୌକିକ ଶକ୍ତିଶ୍ରେଣେ କ୍ରନ୍ଦ କ୍ରମେ ବାଢ଼େ ।
 ନାହିଁ ଭୁକ୍ତି ନାହିଁ ହିଁହା ନିହାତ ବିଚାର ;
 ଏହି ବସ୍ତବ ଶ୍ରେଣେ, ବାଢ଼େ ଯାହୁର୍ବୋର ସାର ।
 ‘ଜ୍ଞାନ’ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ—ଜ୍ଞାନ ହୃଦ୍ଭବ ଅନନ୍ତ ;
 ସଂ ଚିତ୍ତ ଶ୍ରେଣେ ଶ୍ରେଣେ ସର୍ବ ପୂର୍ଣ୍ଣାନନ୍ଦ ।
 ଶ୍ରେଣୀ ଯାହୁର୍ବୋ କାରଣା ଅକ୍ଷୟ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ;
 ତତ୍ତ୍ୱ ବାଂଞ୍ଛା ଆଦି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପୀତା ।

‘অলৌকিক রূপ হয় সৌরভাহি তপ ;
 কারও মন কোন ভণে করে আকর্ষণ ;
 মনকাদির মন হরিল সৌরভাহি তপে ,

তথাহি ত্রিমহাভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে পঞ্চদশাধ্যায়ে ত্রয়-
 শ্চত্বারিংশশ্লোকে কুমারাদীনু প্রতি ব্রহ্মবাক্যঃ

‘তস্যারবিন্দনয়নস্ত পদারবিন্দ
 কিঞ্চিদমিঞ্জতুলসী মকরন্দ বায়ুঃ
 অন্তর্গতঃ স্ববিবর্জেন চকার তেবাং
 সংকোভমক্ষরজুসামপি চিত্ততম্বোঃ’ ॥ ৪৪৮ ॥

টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যঃ ২০১ শ্লোকে ৩২৩ পৃঃ দেখ । ৪৪৮ ॥

‘তকবেবের মন হরিল লীলা প্রবণে ।

তথাহি তত্রৈব দ্বিতীয়স্কন্ধে প্রথমোধ্যায়ে নবমশ্লোকে
 পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং

‘পরিনিষ্ঠিতোহপি নৈষ্ঠণ্যে উত্তমঃশ্লোকলীলয়া
 গৃহীতচেতা রাজর্ষে আখ্যানং যদধীতবান্’ ॥ ৪৪৯ ॥

হে ‘রাজর্ষে’ পরীক্ষিতং ! ‘নৈষ্ঠণ্যে’ সূচ্যাতীতনিষ্ঠণ্যে ব্রহ্মণি ‘পরি-
 নিষ্ঠিতোহপি’ অবস্থিতোহপি ‘উত্তমঃশ্লোকলীলয়া’ ভগবতঃ লীলাতপাদি-
 শ্রবণেনৈব ইত্যর্থঃ ‘গৃহীতচেতাঃ’ আকৃষ্টচিত্তঃ সন্ ‘যৎ’ বলা ভগবতঃ
 ‘আখ্যানং’ লীলাপ্রবন্ধং ‘অধীতবান্’ গঠিতবান্ । ব্রহ্মাহুতবাহপি লীলায়া
 মাধুর্ঘ্যাধিক্যে অহবেব প্রমাণমিতিভাবঃ ॥ ৪৪৯ ॥

হে রাজন্ ! সৃষ্টির অতীত নিষ্ঠূর্ণত্বক্কে অবস্থিত থাকি-
 রাও উত্তমঃ শ্লোক ভগবানের শুণলীলাশ্রবণে আকৃষ্টচিত্ত
 হওতঃ তদীয় লীলাপ্রবন্ধ অধ্যয়ন করিয়াছি ॥ ৪৪৯ ॥

‘ঐশ্বর্য রূপ হয়ে গোপীকার মন ;

তথাহি তত্রৈব বর্ণনকালে ঊনত্রিংশাধ্যায়ে ষট্‌ত্রিংশ-
শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ প্রতি স্নেহীবাণ্যঃ

‘বীক্ষ্যলকাবৃতমুখং তব কুণ্ডলজি

গণ্ডস্থলাধরমুখং হসিতাবলোকং

দত্তাতরঙ্গ কুঞ্জলগুণং বিলোক্য

বক্ষঃ প্রিয়ৈকরমণঞ্চ ভবাম দাস্ত্যঃ’ ॥ ৪৫০ ॥

হে কৃষ্ণ ! ‘তব’ ‘লকাবৃতমুখং’ কেশাচ্ছন্নৈরাবৃতং মুখং ‘বীক্ষ্য’ দৃষ্ট।
‘দত্তাতরং’ দত্তং অতরং যেন তং ‘কুঞ্জলগুণং’ ‘চ’ বীক্ষ্য ‘প্রিয়ৈকরমণং’
প্রিয়াঃ লক্ষ্ম্যাঃ একমেব রমণং রতিজনকং ‘বক্ষঃ’ ‘চ’ ‘বিলোক্য’ দৃষ্ট। তব
‘দাস্ত্যঃ’ ‘ভবাম’ । মুখং পুনঃ কীদৃশং ‘কুণ্ডলপ্রিগণ্ডস্থলাধরমুখং’ কুণ্ডলমোঃ
ত্রিধরোস্তে গণ্ডস্থলেবসিন্, অধরে স্থা বসিন্, ওচ তচ্চ পুনঃ ‘হসিতাবলোকং’
হসিতঃ হাস্যবৃত্তঃ অবলোকঃ নেত্রকটাকঃ বসিন্ তৎ ॥ ৪৫০ ॥

হে কৃষ্ণ ! তোমার মুখমণ্ডল অলকাবৃত ; উহার উভয়
গণ্ডস্থলে কুণ্ডলজী শোভা পাইতেছে ; অধরে স্থা মাখান
রহিয়াছে ; নয়নে মহাস্ত্র অবলোকন ; তোমার কুঞ্জল অতর
দান করিতেছে ; এবং বক্ষঃস্থল লক্ষ্মীর রতিস্থান ; এ সকল
দর্শন করিয়া আমরা তোমার দাসী হইতে ইচ্ছা করি-
য়াছি ॥ ৪৫০ ॥

‘রমণঞ্চ প্রবে কল্পিয়াহি আকর্ষণ ।

তথাহি তত্রৈব ত্রিংশততমোধ্যায়ে ঊনত্রিংশশ্লোকে
শ্রীকৃষ্ণমুদ্दिश्य कल्पिणीवाक्यः

‘অস্মা গুণান্ ভুবনস্থলয় শৃণু তং তে

নির্বিশা কর্ণবিবরৈ হরতোহঙ্গ তাপা

রূপং দৃশ্যং দৃশিমতামখিলার্থলাভং

স্বব্যচ্যুতাবিশিতি চিত্তবশজ্ঞানং মে’ ॥ ৪৫১ ॥

হে 'ভুবন'হর' হে 'প্রিয়' প্রিয়। হে 'অচ্যুত' 'হে' ভব 'ভবান্'
'জগদা' 'জগৎ' চকরা 'হে' হর 'চিহ্ন' 'অগস্ত্য' 'অগস্ত্য' 'অগস্ত্য'
বহাং লজ্জারহিতং নং 'হরি' 'আবিশতি' 'আবিশতি'। ভবান্ কীদৃশান্
'পুত্র' 'প্রবণকারিণাং' 'জগদান' 'কণবিরহঃ' 'সিদ্ধি' 'অন্তঃপ্রবিত্ত'
'ভাপং' 'মনস্তাপং' 'হরতঃ' 'হরণীলান্'। 'জগৎ' কীদৃশং 'দৃশিতাং' 'চক্ষুঃ' 'জগদান'
'দৃশ্যং' 'অধিলার্পিতাং' 'সকলার্ঘ্যলভ্যকং' ৪৫১ ।

ক্লান্তিগীদেবী শ্রীকৃষ্ণকে পত্র লিখিতেছেন :—হে ভুবন-
হন্দর ! হে অচ্যুত ! হে প্রিয় ! তোমার গুণ, জবণকারী
ব্যক্তির প্রবণ বিবর দিয়া অন্তরে প্রবেশ করিয়া সমুদায় তাপ
নাশ করে ; এবং তোমার রূপ, দর্শনকারী ব্যক্তির দর্শনে-
শ্রিত্বের অধিলার্প চরিতার্থকারী । তোমার এই গুণ ও রূপ
প্রবণ করিয়া আমার চিত্ত নিলজ্জভাবে তোমাতে আসক্ত
হইয়াছে ॥ ৪৫১ ॥

‘বংশীগীতে হরে লক্ষ্যাদিকের মন ।

তথাহি তত্রৈব ষোড়শাধ্যায়ে ষাট্ৰিংশল্লোকে শ্রীকৃষ্ণ
প্রতি নাগপত্নীবাক্যঃ

‘কস্মানুভাবোহস্মৈ ন দেব বিদ্যাহে

তবাংস্ত্রিরেণুস্পর্শাধিকারঃ

যদ্বাঙ্কুরা শ্রীললনাচরন্তপে।

বিহায় কামান্ হচিরং মৃতভ্রতা’ ৪৫২ ॥

টীকা : ও ব্যাখ্যা : মধ্যঃ ৩২ সৌকে ১৬৮ পৃঃ দেখ ৪ ৪৫২ ॥

‘যোগ্যভাবে অগস্ত্যের বক্তৃতাভরণ ।

তথাহি তত্রৈব ঊনত্রিংশাধ্যায়ে সপ্তত্রিংশল্লোকে শ্রীকৃষ্ণ
প্রতি গোপীবাক্যঃ

‘কাল্যাক্তে কলপকায়ন্তবেণুগীত-

সম্মোহিতার্থচরিতামঙ্গলৈল্লোক্য

ত্ৰৈলোক্যসৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং

যদ্যোষিজক্রমমুগা পুলকান্তবিভ্রন্ ॥ ৪৫০ ॥

হে 'অন্ন !' শ্রিয় । 'তে' তব 'রূপপদ্যুক্তবেণুগীতসম্মোহিতা' কলানি
মধুরানি পদ্যানি যন্মিন্ তৎ যদমৃতময়ং বেণুগীতং তেন সম্মোহিতা সতী
'কা' বা 'জী' 'ত্রিলোক্যঃ' অগতি 'আৰ্ঘ্যচরিতাং' নিম্নকুলধৰ্ম্মাং 'ন'
'চলেন' ? কিঞ্চ, 'ত্ৰৈলোক্যসুভগং' ত্রিলোকসুন্দরং 'ইদং' তব 'রূপং'
'নিরীক্ষ্য' 'বদ্' যতঃ 'যোষিজক্রমমুগাঃ' 'পুলকানি' 'অবিভ্রন্' অবিভকঃ
প্রতবন্ত ইত্যর্থঃ ॥ ৪৫০ ॥

হে শ্রিয় । মধুরপদযুক্ত আপনার অমৃতময় বেণুগীত
জ্বলনে সম্মোহিতা হইলে ত্রিলোকীমধ্যে কোন্ জী নিজ
কুলধৰ্ম্ম হইতে বিচলিত না হয় ? যেহেতু আপনার ত্রিলোক-
সুন্দর এইরূপ দর্শন করিয়া গাভী, হরিণ, তরুলতা ও
বিহঙ্গমাदिও পুলকে পূর্ণিত হইল ॥ ৪৫০ ॥

‘শুক তুলা জীগণের বাৎসল্যে আকর্ষণ ;

দাস্য সখাদি ভাবে পুরুষাদিগণ ।

পক্ষী মৃগ বৃক্ষ লতা চেতনাচেতন ;

প্রেমের মত্ত করি আকর্ষণে কৃতকণ ।

তথাহি পূর্বব্লোকস্ত পরাৰ্জঃ

‘ত্ৰৈলোক্যসৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং

যদ্যোষিজক্রমমুগা পুলকান্ত বিভ্রন্’ ॥ ৪৫৪ ॥

ইহার টীকা-৩ বাবা পূর্বোক্ত ৪৫০ স্লোকের পরাৰ্জঃ দেখ ॥ ৪৫৪

‘হরি’ শব্দে নানার্থ হই বুধ্যতম ;

সৰ্ব্ব অমঙ্গল হরে, প্রেম দিয়া করে যন ।

বৈছে ভৈছে বোহি কোহি করে অন্ন ;

চারিবিধ ভোগ তার করে সংস্রব ।

‘চ’ শব্দ একতর প্রাধান্তে, সমূহার্থে, ইতরেতর যোগে, সংযোগার্থে, যত্নবিশেষে, পাদপূরণে এবং অবলম্বনার্থে ব্যবহৃত হয় ॥ ৪৫৬ ॥

‘অপি’ শব্দের দুখ্য অর্থ সাত বিধাত ।

তথাহি বিশ্বপ্রকাশে ।

‘অপি সম্ভাবনাপ্রশ্নশঙ্কাগর্হাসমুচ্চয়ে ।

তথা যুক্তপদার্থেষু কামাচারক্রিয়াসূচ’ ॥ ৪৫৭ ॥

‘অপি’ শব্দ: ‘সম্ভাবনাপ্রশ্নশঙ্কাগর্হাসমুচ্চয়ে’ সম্ভাবনায়াং প্রশ্নে শঙ্কায়াং ভর্যার্থে, গর্হায়াং নিন্দার্থে, সমুচ্চয়ে সংযোগার্থে তথা ‘যুক্তপদার্থেষু’ উদ্যার্থেষু ‘কামাচারক্রিয়াসূচ’ আভিপ্রায়সূচস্বয়ং ক্রিয়াসম্পাদনার্থে বর্ততে ॥ ৪৫৭ ॥

‘অপি’ শব্দ সম্ভাবনা, প্রশ্নজিজ্ঞাসা, ভয়, নিন্দা, সংযোগ, উদ্যার্থ এবং যথেষ্ট ক্রিয়াসম্পাদন অর্থে প্রযুক্ত হয় ॥ ৪৫৭ ॥

‘এই একাদশ পদের অর্থ মিশ্র ;

এবে মোকার্থ করি যাঁহা যে লাগয় ।

‘ব্রহ্ম’ শব্দের অর্থ সর্ব ব্রহ্মতম ;

অরূপ ঐশ্বর্য করি নাহি যার সম ।

তথাহি বিষ্ণুপুরাণে প্রথমমংশে দ্বাদশাধ্যায়ে সপ্তপঞ্চাশৎ-
শ্লোক:

‘ব্রহ্মাণ্ডং হৃৎকাক তদব্রহ্ম পরমং বিদুঃ’ ॥ ৪৫৮ ॥

‘ব্রহ্মাণ্ড’ সর্বগত্যাং ‘ব্রহ্মকাক’ ব্যাপকত্বাচ্চ হেতো: ‘তৎ’ পদং
‘পরমং’ সর্বশ্রেষ্ঠং ‘ব্রহ্ম’ ‘বিদুঃ’ জানন্তি পণ্ডিতা ইতি শেখ: ॥ ৪৫৮ ॥

যিনি অতি ব্রহ্ম ও ব্যাপক ; পণ্ডিতেরা তাঁহাকেই
পরমব্রহ্ম বলিয়া জানেন ॥ ৪৫৮ ॥

তথা: ত্রিংশদাগবতে একাদশক্কে দ্বিতীয়াধ্যায়ঃ প্রথম-
ছায়াংশলোকব্যাখ্যায়ঃ ত্রিংশদাগবিত্ততঃ

‘আততহাচ্চ মাতৃহাদান্নাহি পরমো হরিঃ’ ৪৫৩ ৷

‘আততহাচ্চ’ বিভক্তবাচ্যে আত্মবচনং ‘মাতৃহাদ’ পরিমাতৃপদবাচ্যে সর্ব-
সাক্ষিপদবাচ্যে হেতোঃ ইত্যর্থঃ ‘হরিঃ’ ‘পরমঃ’ ‘আত্মা’ ‘হি’ পরমাত্মা হি-
কথ্যতে ইতিশেষঃ ৪৫৩ ৷

যিনি আতত অর্থাৎ বিস্তৃত, ও মাতা অর্থাৎ সর্বসাক্ষী ;
সেই হরিই পরমাত্মা। বলিয়া কথিত করেন ৪৫৩ ৷

‘সেই ব্রহ্ম শব্দে কহে অরং ভগবান ;
অবিত্তীর জ্ঞান বাহা বিনা নাহি আন ।’

তথাহি ত্রিংশদাগবতে প্রথমক্কে দ্বিতীয়াধ্যায়ে একাদশ-
লোকে সৌনকাদীনু প্রতি সূতবাক্যং

‘বদন্তি তত্তত্ত্ববিদ স্তব্ধং যজ্ঞজ্ঞানমবয়ং ।

ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দাতে’ ৪৬০ ৷

টীকা ও ব্যাখ্যা আদি: ৪১ লোকে ৪০—৪৪ পৃঃ দেখ ৪৬০ ৷

‘সেই ছই ভব কৃষ্ণ অরং ভগবান ;
তিন কালে সত্য সেই শাস্ত্র প্রবাহন ।’

তথাহি তত্রৈব দ্বিতীয়ক্কে নবমাধ্যায়ে ছায়াংশলোকে
ব্রহ্মপং প্রতি ত্রিংশদগবদ্বাক্যং

‘অহমেবাসমেবাগ্রে নাস্তদৃ যং সদসং পরং ।

পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোহবশিষ্যোত সোহস্মাহং’ ৪৬১ ৷

টীকা ও ব্যাখ্যা আদি: ২০ লোকে ২০—২৪ পৃঃ দেখ ৪৬১ ৷

‘আত্মা শব্দে কহে কৃষ্ণ ব্রহ্ম অরং ভগবান ;
সর্ব ব্যাপক সর্ব সাক্ষী পরম ব্রহ্মপং ।’

তথাহি একাদশস্কন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়ে ত্রয়োদশোপশ্লোক-
ব্যাখ্যায়াং শ্রীধরস্বামিনুভক্তাঃ

‘আততস্বাক মাভুসান্নাহি পরমো হরিঃ’ ॥ ১৬২ ॥

টীকা ও ব্যাখ্যা উপরে ৪৫৯ স্লোকে দেখ ॥ ৪৬২ ॥

‘সেই কৃষ্ণপ্রাপ্তি হেতু জীবির সাধন ;
জ্ঞান যোগ ভক্তি তিনের পৃথক্ লক্ষণ ।
তিন সাধনে ভগবান্ তিন স্বরূপে ভাসে ;
ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ভগবৎ, একাশে ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়ে একাদশ-
শ্লোকে সৌনকাদীন্ প্রতি সূতবাক্যং

‘বদন্তি তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং বজ্জ্ঞানমবয়ং ।

ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে’ ॥ ৪৬৩ ॥

টীকা ও ব্যাখ্যা আদিঃ ৪১ স্লোকে ৪০—৪৪ পৃঃ দেখ ॥ ৪৬৩ ॥

‘ব্রহ্ম আত্মা শব্দে বদি কৃষ্ণকে কহয় ;
কৃষ্টি ব্রহ্মে নির্কিংশেব অন্তর্ধামী কর ।
জ্ঞানমার্গে নির্কিংশেব ব্রহ্ম একাশে ;
যোগ মার্গে অন্তর্ধামী স্বরূপেতে ভাসে ।
রাগভক্তি বিবিভক্তি হয় দুই রূপ ;
স্বরঃ ভগবৎ একাশে দুইত স্বরূপ ।
রাগভক্ত ব্রহ্মে স্বরঃ ভগবান্ পার ;

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে নবমাধ্যায়ে সপ্তদশ-
শ্লোকে পরীক্ষিতঃ প্রতি সূতবাক্যং

‘নিরং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং সৌমিকাত্মতঃ ।

জানিনাকাস্তৃত্বতানং যথা ভক্তিমতামিহ’ ॥ ৪৬৪ ॥

টীকা ও ব্যাখ্যা অধ্যঃ ১০৭ স্লোকে ১০১ পৃঃ দেখ ॥ ৪৬৪ ॥

‘বিবিভক্তের পার্থক্যেতে সৌম্যই যাহ ।

তাহারি উত্তর দ্বিতীয়কতে পকবশ্যায়ারে পকবিশ-
মোকে দেবান্ প্রতি ব্রজবাক্য

‘বচ ব্রজন্ত্যানিবিবাম্বভানুবৃত্তা

দূরেবমা হ্যপরি নঃ স্পৃহণীরশীলাঃ

ভর্তৃমিথঃ স্মরণঃ কথনানুরাগ-

বৈরব্যাপ্পকলরা পুলকীকৃতানাঃ’ ১৪৬৫

ব্রজা আহ হে দেবাঃ। শ্রুত তে ‘নঃ’ অর্থাৎ ‘উপরিঃ উপরিঃ’ ‘বচঃ’
স্থানং তৎ ‘হি’ নিশ্চিতং ‘ব্রজি’। তে তে হুহাহ ‘অনিবিবাৎ’ কালান-
ধীনানাং দেবানামিত্যর্থঃ ‘ব্রজভানুবৃত্তা’ ব্রজভক্ত প্রাধান্য হরেঃ অহবৃত্তা
ভক্তভক্তা ‘দূরেবমাঃ’ দূরে বমো দূতাত্মকং বেবাং তে। পুনঃ ‘স্পৃহণীরশীলাঃ’
স্পৃহণীরঃ বাঞ্ছনীরঃ শীলং ককণাদিশীলং বেবাং। কিং ‘ভর্তৃঃ’ হরেঃ ‘স্মরণঃ’
সং স্মরণভক্ত ‘মিথঃ’ পরস্পরং ‘কথনানুরাগবৈরব্যাপ্পকলরা’ কথনে
আলাপনে বোহিহুরাগভক্তে বৈরব্যঃ বৈবস্তঃ তেন ব্যাপ্পকলা নেত্রভলঃ
ভরা সহ ‘পুলকীকৃতানাঃ’ পুলকীকৃতঃ অঙ্গঃ বেবাং তে ১৪৬৫

ব্রজা বলিতেছেন :—সকল দেবগণের প্রবান ভগবান্
হরির সেবা করাতে বাঁহাদের নিকট হইতে যম দূরে পলা-
য়ন করিয়াছে ; বাঁহাদের করুণাশ্রয় সকলেরই বাঞ্ছনীর ;
বাঁহারা একত্র বসিয়া অনুরাগভরে ভগবানের স্মরণ-
কাহিনী পরস্পর আলাপ করিতে করিতে বিবশ হন, অজ-
জল মোচন করেন ও পুলকিত হইয়া থাকেন ; হে দেবগণ।
প্রবণ কর। তাহারা আমাদের উপরিঃ স্থানে বাইতে
সকল ১৪৬৫]

‘দেই উপায়ক হইয়া দিবি-প্রদান’

অবশিষ্ট, মোক্ষদায়ক, ব্রজবান্-আদি।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে কৃতীরাভ্যাসেন বশম-
শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাচ্যঃ

‘অকামঃ সর্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ ।

তীব্রেষ ভক্তিযোগেন যজ্ঞেত পুরুষঃ পরঃ’ ॥৪৬৬॥

টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যঃ ৩৫৫ শ্লোকে ৫৪২ পৃঃ দেখ ॥ ৪৬৬ ॥

‘বুদ্ধিমানের অর্থ যদি বিচারজ হয় ;

নিজ কাম লাগি তবে কৃষ্ণেরে ভজয় ।

ভক্তি বিনা কোল সাধন দিতে নারে কল ;

সব কল দেয় ভক্তি পরম প্রবল ।

অজাগলন্তন ভার অন্য সাধন ;

অতএব হরি ভজে বুদ্ধিমান জন ।

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতার্যঃ সপ্তমাধ্যায়ে ষোড়শশ্লোকে
অর্জুনং প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যঃ

‘চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ শ্রুতিনোহর্জুন ।

আর্তো জিজ্ঞাসু রথার্থী জ্ঞানীচ ভরতর্ষভ’ ॥৪৬৭॥

হে ‘অর্জুন’ ! ‘চতুর্বিধা’ চতুঃপ্রকারাঃ ‘শ্রুতিনাঃ’ পুণ্যকর্মাণঃ ‘মাং’
পরমেশ্বরং ‘ভজন্তে’ কে তে ? তদাহ ‘আর্তাঃ’ ভরতব্যাসরোগাদিনা অভি-
ভূতঃ ‘জিজ্ঞাসুঃ’ ভগবত্বজ্ঞানেচ্ছুঃ ‘অর্থার্থী’ ধর্মার্থকামী হে ‘ভরতর্ষভ’
‘জ্ঞানীচ’ আত্মবিজ্ঞ ॥ ৪৬৭ ॥

হে ভরতর্ষভ অর্জুন ! রোগাদি প্রাপ্তিভিত, তত্ত্বজ্ঞানেচ্ছু,
অর্থার্থিলাষী, এবং আত্মজ্ঞানী, এই চারিপ্রকার শ্রুতি
ব্যক্তির, আমার ভজনা করিয়া থাকে ॥ ৪৬৭ ॥

‘আর্তা, অর্থার্থী, হই সকাম ভিতরে গণি ;

জিজ্ঞাসু, জ্ঞানী, হই মোক্ষকামী মানি ।

এই চারি শ্রুতি হয় মহাভাগ্যবান ;

ভক্ত্যং কামাদি ছাড়ি হয় শুদ্ধ ভক্তিবান ।

সাধুসঙ্গকলা, কিবা কৃষ্ণের কুলায় ;

কামাদি হৃদয় ছাড়ি তর ভক্তি পায় ।

তথাহি ত্রিমহাভাগবতে প্রথমসকলো দশমাধ্যায়ে একাদশ-
শ্লোকে সৌনকাদীন প্রতি সূতবাক্যঃ

‘সৎসঙ্গান্মুক্ত হুঃসঙ্গঃ হাকুং নোৎসহতে যুধঃ ।

কীর্ত্যমানঃ যশো যন্ত সক্রদাকর্ষ্য রোচনং’ ৪৬৮ ॥

‘যন্ত’ ভগবতঃ ‘রোচনং’ রুচিকরং তথা ‘কীর্ত্যমানং’ সতিঃ গীঃমানং
‘যশঃ’ ‘সক্রং’ বাটেরকমাজঃ ‘আকর্ষ্য’ অর্ষা ‘যুধঃ’ যুধনঃ সৎসঙ্গং ‘হাকুং’
ভাকুং ‘ন’ ‘উৎসহতে’ ন শকোতি, তত্ত বিরহঃ পার্থাঃ কথং সহেরমিত্যধরঃ ।
যুধঃ কীর্ত্তনঃ ? ‘সৎসঙ্গং’ সতাং সাধুনাং সঙ্গাভ্যন্তোঃ মুক্তঃ হুঃসঙ্গঃ পূজাদি-
বিষয়সঙ্গে বেন সঃ ॥ ৪৬৮ ॥

সাধুসঙ্গের গুণে যিনি বিষয়হুঃসঙ্গ হইতে মুক্ত হইয়াছেন,
তিনি সাধুযুগে গীঃমান ভগবানের রুচিকর যশঃকথা যদি
একবার মাত্র শুনিতে পান, তাহা হইলে আর সৎসঙ্গ
ছাড়িতে পারেন না ; ইহাতে তাঁহাদের (পাণ্ডবদিগের)
ক্লমবিরহ ঐরূপ অসহ্য হওয়া আশ্চর্য্য নহে ॥ ৪৬৮ ॥

“হুঃসঙ্গ” কহি কৈতব আস্ববকনা ;

কক, ককে ভক্তি বিনা অমা কামনা ।

তথাহি তত্রৈব প্রথমমাধ্যায়ে দ্বিতীয়শ্লোকে ব্যাসবাক্যঃ

‘ধর্ম্যঃ প্রোক্ত্বিতকৈতবোহত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাং

বেদাং বাস্তবমত্র বস্ত শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনং

ত্রিমহাভাগবতে মহাভূনি কুতে কিন্না পীরেরীশ্বরঃ

সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেহত্র কুতিভিঃ শুশ্রুত্বিত্তৎকণাৎ’ ৪৬৯ ॥

মীমা ও ব্যাখ্যা আদিঃ ৩৭ শ্লোকঃ ৩৭ পৃঃ দেখ ॥ ৪৬৯ ॥

‘অ’ পদে মোকবাছা কৈতব অমান ;

এই শ্লোকে ত্রিমহাভাগবতের ব্যাখ্যান । (১)

১ এই শ্লোকে ইত্যদি—আদিঃ ৩৭ পৃষ্ঠায় ত্রিমহাভাগবতের ‘অ’ পদের ব্যাখ্যা দেওয়া
হইয়াছে ।

‘পঞ্চানন্দক অঙ্ক আনি লড়াই চণ্ডুরান’
‘বচন দিয়া করে ইচ্ছার পিধান’ । (১)

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে পঞ্চমস্কন্ধে একোনবিংশোধ্যায়ে
অষ্টাবিংশশ্লোকে শ্রীকৃষ্ণমুদ্दिष্য দেবভূতিঃ

‘নত্যং দিশত্যর্থিতমর্থিতো নৃণাং

নৈবার্থদো যৎ পুনরর্থিতা যতঃ ।

স্বয়ং বিধতে ভক্ততামনিচ্ছত।

মিচ্ছাপিধানং নিরূপাদপল্লবং’ ॥৪৭০॥

টীকা ও ব্যাখ্যা অধ্যঃ ৩৫৬ শ্লোকে ৪৪২—৪৪৩ পৃঃ দেখ ॥ ৪৭০ ॥

‘সাবুলক কৃষ্ণকৈবর্তিকির বভাবিঃ

এ ভিনে সব ছাড়ার করে কৃষ্ণে ভাবি ।

আগে যত বক্ত অর্থ ব্যাখ্যান করিব;

কৃষ্ণগুণাবাদের এই হেতু আনিব ।

শ্লোক ব্যাখ্যা লাগি এই কহিল আভাস;

এবে করি শ্লোকের মূলার্থ প্রকাশ ।

জ্ঞানমার্গে উপাসক দুইত প্রকার;

কেবল ব্রহ্ম উপাসক, যোক্ষাকাজী আর ।

কেবল ব্রহ্ম উপাসক তিন তের হয়;

সাধক, ব্রহ্মময়প্রাপ্ত, ব্রহ্মলয় ।

ভক্তি বিনা কেবল জ্ঞানে যুক্তি নাহি হয়

ভক্তি সাধন করে যেই প্রাপ্তব্রহ্মলয় ।

ভক্তির বভাব ব্রহ্মে করে আকর্ষণ;

বিষ্য বেহু দিয়া কৃষ্ণে করার ভজন ।

ভক্তদেহ পাইলে হয় ভূপের স্বরূপ;

ভগাকট হঞা করে নির্বিল ভজন ।

১. ইচ্ছার পিধান—কাঁধের দ্বারা দেখাবার পণ্ডিত দাঁপ করেব ।

তথাহি ত্রীমদ্ভাগবতং ত্রীবিম্বপানবির্ভাবব্যাখ্যায়া
মুতপ্রতি:

‘মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃৎ। ভগবন্তং ভজন্তীত্যাদি’ ॥৪৭১॥

‘মুক্তাঃ’ নির্বিশেষব্রহ্মভাবপ্রাপ্তাঃ। মুনয়ঃ ‘অপি’ ‘লীলয়া’ সহ ‘বিগ্রহঃ’
ভগবতঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ ‘কৃৎ’ চিত্তরিখা ‘ভগবন্তং’ ‘ভজতি’
‘ইত্যাদি’ ॥ ৪৭১ ॥

নির্বিশেষব্রহ্মভাবপ্রাপ্ত মুক্তা ঋষিগণও লীলার সহিত
সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ চিন্তা করতঃ ভগবানের ভজন করিয়া
থাকেন ॥ ৪৭১ ॥

‘অন্য হৈতে শুক সনকাদি ব্রহ্মময় ;
কৃষ্ণগুণাকুট হঞা কৃষ্ণেরে ভজন ।
সনকাদ্যে কৃষ্ণকৃপা সৌরভে হরে মন ;
গুণাকুট হঞা করে নির্মল ভজন ।

তথাহি ত্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে পঞ্চদশাধ্যায়ে ত্রয়-
শ্চত্বারিংশল্লোকে দেবাদীন্ প্রতি ব্রহ্মবাক্যং

‘তস্যারবিন্দনয়নশ্চ পদারবিন্দ
কিঞ্জকমিশ্রতুলসীমকরন্দবায়ুঃ
অস্তর্গতঃ স্ববিবরেণ চকার তেষাং
সংকোভ মক্ষরজুষ্মানপি চিত্ততমোঃ’ ॥৪৭২॥

টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যঃ ২০১ শ্লোঃ ৩২৩ পৃঃ দেখ ॥ ৪৭২ ॥

‘ব্যান কৃপার শুকদেবের লীলাদি মরণ ;
কৃষ্ণ গুণাকুট হঞা করেন ভজন ।

তথাহি ত্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে সপ্তমাধ্যায়ে একাদশ-
ল্লোকে সোনকাদীন্ প্রতি সুত বচনঃ

‘হরে গুণাক্ষিপ্তমতি ভগবান্ বাদরায়ণিঃ

অধ্যগামহদাখ্যানং নিত্যং বিকুঞ্জনপ্রিয়ঃ’ ॥৪৭৩॥

‘ভগবান্’ ‘বাদরায়ণিঃ’ ইদ্ব্য্যাং বদরিকাশ্রমে অয়নং আশ্রমো যন্ত স
ব্যাসনন্দনঃ গুরুদেবঃ ‘হরেঃ’ ভগবতঃ ‘গুণাক্ষিপ্তমতিঃ’ গুণেন আক্ষিপ্তা
আকৃষ্টা মতির্যন্ত সঃ সন্ পষ্ঠাৎ ‘মহদাখ্যানং’ অতিমুখ্যতীর্ণলীলাকাব্য-
পূর্ণং শ্রীমদ্ভাগবতমিত্যর্থঃ ‘অধ্যগাৎ’ অধীতবান্ কীদৃশঃ সঃ ? ‘বিকুঞ্জন-
প্রিয়ঃ’ বিকুঞ্জনানাং প্রিয়ঃ বা ভক্তজনঃ প্রিয়ঃ বস্য ॥ ৪৭৩ ॥

বিকুভক্তপ্রিয় ভগবান্ বাদরায়ণি হরির গুণে আকৃষ্টচিত্ত
হইয়াই শ্রীমদ্ভাগবতরূপ ভগবল্লীলাপূর্ণ বিস্তীর্ণাখ্যান
অধ্যয়ন করিয়াছিলেন ॥ ৪৭৩ ॥

‘নব যোগেশ্বর জন্ম হৈতে সাধক জ্ঞানী ;

বিধি শিব নারদ মুখে কৃষ্ণগুণ শুনি

গুণাকৃষ্ট হঞা করে কৃষ্ণের ভজন ;

একাদশক্কে তার ভক্তিবিবরণ । (১)

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিঙ্ধৌ পশ্চিমবিভাগে শান্তভক্তি-
লব্ধ্যাং সপ্তমল্লোকে শ্রীকৃ পগোস্বামিবাক্যং

‘অক্ৰেণাং কমলভুবঃ প্রবিশ্য গোষ্ঠিঃ

কুর্কস্তুঃ শ্রুতিশিরসাং শ্রুতিং শ্রুতিজ্ঞাঃ

উত্তুঙ্গং যদুপুর সনমায় রজঃ

যোগেন্দ্ৰাঃ পুলকভূতো নবাপ্যবাপুঃ’ ১৪৭৪॥

‘শ্রুতিজ্ঞাঃ’ বেদপারগাঃ ‘নব’-‘যোগেন্দ্ৰাঃ’ স্বভূতপুত্রাঃ ‘কমলভুবঃ’
ব্রাহ্মণত ‘গোষ্ঠিঃ’ ‘প্রবিশ্য’ ‘শ্রুতিশিরসাং’ বেদানাং শিরোভূষণানাং উপ-

১ নবযোগেশ্বর...একাদশক্কে ইত্যাদি—নবযোগেশ্বর বা নব যোগেন্দ্র ; ইত্যাদিপের
বৃত্তান্ত দেখাঃ ৪৪৬ পৃষ্ঠার ২ টীকার দেখা হইয়াছে। “নবশিষ্ট নরজল আত্মবিদ্যাভ্যাসে
কৃত জ্ঞান, পরমার্থ নিরূপক, আত্মবিদ্যাবিশারদ মহাত্ম্য বিগম্যর মুনি হইলেন.” একাদশ-
ক্কে ১৪৭৪-অধ্যায় ২০ স্লোকের পণ্ডিত রামনারায়ণ ভট্টরত্নের অনুবাদ।

নিবদামিতার্থঃ অক্লেপাং ক্লেপমহিভাং ক্লেপিঃ প্রবণঃ 'ক্লম্ভঃ' সন্তঃ 'অপি'
'বহুপুংসজমার' ঐক্যসজমার নিষিদ্ধার 'পুলকভূতাঃ' সন্তক 'উভূতাঃ'
মহোচ্চঃ 'রজঃ' প্রেমসুখঃ 'অবাণুঃ' প্রাপ্তবন্তঃ ॥ ৪৭৪ ॥

বেদপারগ নয়জন যোগেন্দ্র ভ্রাক্ষণ গোষ্ঠিতে প্রবেশ
করিয়া অক্লেপে বেদের শিরোভাগ উপনিষৎ গ্রহণ করিয়াও
ঐক্যের সঙ্গমলাভের জন্য পুলকান্ত হইয়া মহোচ্চ আনন্দ-
স্থ অমুভব করিতে লাগিলেন ॥ ৪৭৪ ॥

‘মোক্ষাকাক্সী জ্ঞানী হয় তিন প্রকার ;

মুমুক্ জীবমুক্ত, প্রাপ্তস্বরূপ আর ।

মুমুক্ অনেক ভগতে সংসারী জন ;

মুক্তি লাগি ভক্ত্য করে কৃষ্ণের ভজন ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়ে ষড়্বিংশ-
শ্লোকে সৌনকাদীন্ প্রতি সূতবাক্যং

‘মুমুকুবো ঘোররূপান্ হিত্বা ভূতপতীনধ

নারায়ণকলাঃ শাস্ত্রা ভজন্তি হননূরবঃ’ ॥ ৪৭৫ ॥

‘মুমুকবঃ’ মুক্তিবিজ্ঞবঃ জনাঃ ‘ঘোররূপান্’ তমোভগা বিতান্ ‘ভূতপতীন’
পিতৃপ্রজেশ্বরীন্ কলগণান্ বা ‘হিত্বা’ ‘অথ’ ‘অননূরবঃ’ দেবতাক্ষরানি-
ন্দকাঃ সন্তঃ ‘শাস্ত্রাঃ’ শাস্ত্রিগুণাবিতাঃ ‘নারায়ণকলাঃ’ নারায়ণভেদাংশি
‘ভজন্তি’ ॥ ৪৭৫ ॥

মুমুক্ ব্যক্তি ভীষণমূর্তি পিতৃপ্রজেশ্বরি পরিভাগ
অথচ দেবতাস্তরের নিন্দা না করিয়া শাস্ত্রমূর্তি নারায়ণ-
কলার উপাসনা করিয়া থাকেন ॥ ৪৭৫ ॥

‘সেই সবার সাধুসঙ্গে গণ হুঁয়ার ।

কৃষ্ণ ভজন করার, মুমুকু হাজার ।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পশ্চিমবিভাগে প্রীতিভক্তি-
লহর্যাং ষষ্ঠাঙ্কধৃতো হরিতত্ত্বিহুদোদয়স্য প্রথমাধ্যায়ীর-
পঞ্চাশৎ শ্লোকঃ

‘অহো মহাত্মন্ বহুদোষদৃষ্টোহ
প্যেকেন ভাত্যেব ভবো গুণেন
সৎসঙ্গমাখ্যেন সুখাবহেন
কৃতাদ্য নো যেন কৃশা মুমুক্ষা’ ॥৪৭৬॥

হে ‘মহাত্মন্’ ‘এষঃ’ ‘ভবঃ’ ক্রতঃ ‘বহুদোষদৃষ্টোহপি’ বহুদোষঃ দৃষ্টঃ
যন্ত সঃ ‘একেন’ ‘গুণেন’ ‘ভাতি’; ‘যেন’ ‘সুখাবহেন’ ‘সৎসঙ্গমাখ্যেন’
গুণেন ‘অদ্য’ ‘নো’ ‘অস্মাকং’ ‘মুমুক্ষা’ মুক্তেরিচ্ছা ‘কৃশা’ কীণা ভবতীতি-
শেষঃ ‘অহো’ আশ্চর্য্যং ॥ ৪৭৬ ॥

হে মহাত্মন্! রুদ্রের বহুদোষ দৃষ্ট হইলেও একটী
গুণ আছে; কি আশ্চর্য্য! সুখাবহ সাধুসঙ্গাখ্য এই গুণ-
প্রভাবে অদ্য আমাদের মুক্তির ইচ্ছা লঘু হইতেছে ॥৪৭৬॥

‘নারদের সঙ্গে সৌনকাদি মুনিগণ;
মুমুক্ষা ছাড়িয়া কৈল কৃষ্ণের ভজন।
কৃষ্ণের দর্শনে কারও কৃষ্ণের কুপার;
মুমুক্ষা ছাড়িয়া গুণে ভজে তাঁর পার।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ শান্তভক্তিলহর্যাং ত্রয়ো-
দশশ্লোকে শ্রীকৃপগোস্বামিবাक्यং

‘অগ্নিন্ সুখঘনমূর্ত্তৌ পরমাত্মনি বৃষ্টিপতনে ক্ষুরতি
আত্মারামতয়া মে বৃথা গতো বত চিরং কালঃ’ ॥৪৭৭॥

‘অগ্নিন্’ ‘সুখঘন মূর্ত্তৌ’ বনীভূত সুখবিগ্রহে ‘পরমাত্মনি’ ভগবতি
‘বৃষ্টিপতনে’ দারকানাইবর্ষারসধারি ‘আত্মারামতয়া’ করণয়া ‘ক্ষুরতি’ নতি
‘বত’ যথৈ ‘মে’ মম ‘চিরং’ কালঃ ‘বৃথা’ ‘গতঃ’ ॥ ৪৭৭ ॥

হায় ! ভগবানের এমন হৃদয়ন ঐশ্বর্য্যমূর্তি আশ্চর্য্যামা-
কারে প্রকাশিত থাকায়নে আমার চিরকাল যুধা নত
হইল ॥৪৭৭॥

‘জীবমুক্ত অনেক, সেও হই তেজ তামি ;
ভজ্যে জীবমুক্ত, জ্ঞানে জীবমুক্ত মামি ।
ভজ্যে জীবমুক্ত যেই শুণে কৃষ্ণ ভজ্যে ;
ভজ জ্ঞানে জীবমুক্ত অপরাধে অধো মজ্যে ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়ে বড়্বিংশ-
শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণমুদ্दिश्या দেवस्तुतिः

‘যেহন্তোহরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন
স্বব্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ
আরুহ কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোহনাদৃতযুগ্মদংত্রয়ঃ’ ॥৪৭৮॥

টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যঃ ৩৫২ শ্লোকে ৫৪০ পৃঃ দেখ ॥ ৪৭৮ ॥

তথাহি শ্রীভগবদগীতায়াং অষ্টাদশাধ্যায়ে চতুঃপঞ্চাশৎ-
শ্লোকে অর্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং

‘ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাংক্ষতি
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্যক্তিং লভতে পরাং’ ॥৪৭৯॥

টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যঃ ৩৭ শ্লোকে ১৫৩-১৫৪ পৃঃ দেখ ॥ ৪৭৯ ॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিঙ্ধৌ দক্ষিণবিভাগে শান্ততত্ত্ব-
লহর্যাং বিংশতধ্বতো বিলম্বমলকৃতশ্লোকঃ

‘অবৈতবীধীপথিকৈ রূপাত্মাঃ
স্বানন্দসিংহাসনলকণীকৈঃ

শঠেন কেনাপি বয়ং হঠেন

দামীকৃত গোপবধুবিটেন' ॥৪৮০॥

টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যঃ ১৪২ শ্লোঃ ২৪১-২৪২ পৃঃ দেখ ॥ ৪৮০ ॥

‘ভক্তিবলে প্রাপ্তস্বরূপ দিবাদেহ পার ;

কৃষ্ণগুণাকট হঞা ভলে কৃষ্ণপার ।

তথাহি ত্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে দশমাধ্যায়ে ষষ্ঠশ্লোকে
পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং

‘নিরোধোহস্মানুশয়ম মাজ্ঞনঃ সহ শক্তিভিঃ

মুক্তি হিতানুধারুপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ’ ॥৪৮১॥

‘অস্য’ ‘আজ্ঞনঃ’ জীবস্য হরেঃ যোগনিদ্রা ‘অহু’ পশ্চাৎ ‘শক্তিভিঃ’
সোপাধিভিঃ ‘সহ’ ‘শয়নং’ লয়ঃ ‘নিরোধঃ’ উচ্যতে ইতিশেষঃ । স্তিত্যানন্তরং
মহাপ্রলয়ে জীবানাং পরমেশ্বরে লয় উক্তঃ । ‘অনুধারুপং’ অবিদ্যায়া ধাত্তং
কর্জ্বাদি ‘হিতা’ তাক্কা, ‘স্বরূপেণ’ শুদ্ধজীবস্বরূপেণ ‘ব্যবস্থিতিঃ’ ‘মুক্তিঃ’
কথ্যতে ইতিশেষঃ ॥ ৪৮১ ॥

মহাপ্রলয়ে ভগবান্ যোগনিদ্রা অবলম্বন করিলে
জীবের আত্ম উপাধির সহিত যে লয়, তাহার নাম নিরোধ;
আর অবিদ্যারোপিত অহঙ্কারাদি পরিত্যাগপূর্বক বিশুদ্ধ
জীব স্বরূপে অবস্থিতির নাম মুক্তি ॥৪৮১॥

‘স্বকৃৎ বহির্ভূত দোষ মায়া হৈতে হয় ;

কৃষ্ণোদ্ভূত ভক্তি হৈতে মায়া মুক্ত হয় ।

তথাহি ত্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়ে পঞ্চ
ত্রিংশশ্লোকে জনকং প্রতি কবিবাক্যং

‘ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্তা-

দীশাদপেক্ষত বিপর্যয়োহস্মৃতিঃ ।

তন্মায়রাতো বৃথ আভভেত্তঃ

ভক্ত্যেকয়েশং গুরুদেবতায়্য।' ৪৮২।

টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যঃ ২৬৮ শ্লোকে ৪৮২ পৃঃ দেখ । ৪৮২ ।

তথাহি শ্রীভগবদগীতার্যঃ সপ্তম.ধ্যায়ে চতুর্দশশ্লোকে
অৰ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং

‘দৈবী হ্রেষা গুণময়ী মম মায়া কুরত্যয়া

মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে’ ৪৮৩।

টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যঃ ২৬৯ শ্লোঃ ৪৭০ পৃঃ দেখ । ৪৮৩ ।

‘ভক্তি বিনা যুক্তি নাহি, ভক্ত্যে যুক্তি হয় ;

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে চতুর্দশাধ্যায়ে চতুর্থ-
শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি ব্রহ্মবাক্যং

‘শ্রেয়ঃ সৃতিং ভক্তি মুদস্ততে বিভো

ক্লিষ্যন্তি যে কেবল বোধলকয়ে

তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে

নাশ্বদ্যথা স্থলতুষাবঘাতিনাং’ ৪৮৪।

টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যঃ ৩৪৮ শ্লোকে ৫৩৭-৫৩৮ পৃঃ দেখ । ৪৮৪ ।

তথাহি তত্রৈব দ্বিতীয়াধ্যায়ে ষড়্বিংশ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ-
মুদিশ্য দেবস্তুতিঃ

‘যেহ্মেহরবিন্দ্যাক বিমুক্তমানিন

স্থয্যন্তি ভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ

আরুহ কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ

পতন্ত্যধোহনাদৃতবুদ্ধদংত্রয়ঃ’ ৪৮৫।

টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যঃ ৩৫২ শ্লোকে ৫৪০ পৃঃ দেখ । ৪৮৫ ।

তথাহি তত্রৈব একাদশক্কে পঞ্চমাধ্যায়ে তিথীরল্লোকে
জনকং প্রতি চমসবাধ্যং

‘মুখবাহুরূপাদেভ্যঃ পুরুষস্ত্যাশ্রমৈঃ সহ

চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈ বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্’ ॥৪৮৬॥

টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যঃ ৩৫০ শ্লোকে ৫৩৯ পৃঃ দেখ ॥ ৪৮৬ ॥

‘তবে মুক্তি পাইলে অবশ্য কৃষ্ণ ভজয় ।

তথাহি ভগবৎসন্দর্ভে শ্রীবিষ্ণুপাদাবির্ভাবব্যাখ্যায়াং
ধৃত্য শ্রুতিঃ

‘মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে’ ॥৪৮৭॥

টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যঃ ৪৭১ শ্লোকে ৬১৭ পৃঃ দেখ ॥ ৪৮৭ ॥

‘এই ছয় (১) আত্মারাম কৃষ্ণেরে ভজয় ;

পৃথক্ পৃথক্ চকার ইহার অপির অর্থ হয় ।

‘আত্মারামাশ্চ অপি’ করে কৃষ্ণে ‘অট্টহতুকী ভক্তি’ ;

‘মুনয়ঃ সন্ত ইতি’ কৃষ্ণ মননে আসক্তি ।

‘নিগ্রহাঃ’ অবিরম্যাহীন, কেহ বিধিহীন ;

যাহা যেই মুক্ত সেই অর্থের অধীন ।

‘চ’ শব্দে করি যদি ইতরেতর অর্থ ;

কার এক অর্থ কহে পরম সমর্থ ।

আত্মারামাশ্চ আত্মারামাশ্চ করি বার ছয় ;

পঞ্চ আত্মারাম ছয় চকারে লুপ্ত হয় ।

এক আত্মারাম শব্দ অবশেষ রহে ;

এক আত্মারাম শব্দে ছয় জন কহে ।

১. এই ছয় আত্মারাম—এক উপাসক তিন প্রকার বর্ণা—সামক, ব্রহ্মসরস্বতী, ব্রহ্ম-
সর ; দোষাকাংক্ষী তিন প্রকার বর্ণা—মুহুর্ত, জীবমুক্ত, প্রাপ্তবর্তন । এই ছয় প্রকার
উপাসকের নামই ‘আত্মারাম’ । এই ছয় প্রকারের ব্যাখ্যা মূলে বিধিত হইয়াছে ।

তথ্য বিখ্যাপক

‘সরুপাণামেকশেষ একবিত্তো উক্তার্থানামপ্রয়োগঃ ।

‘রামাশ্চ রামাশ্চ রামাশ্চ রামা ইতিবৎ’ ॥৪৮৮॥

‘এক বিত্তো’ ‘সরুপাণাং’ বানি সরুপাণ্যেব দুটানি ভেবাং ‘একশেষঃ’ এক এব শিবাতে । ‘উক্তার্থানাং’ উক্তানাং বৃত্ত্যানিতিরতিহিতানাং অর্থানাং অভিধেয়ানাং ‘অপ্রয়োগঃ’ ভবতি ॥ ৪৮৮ ॥

কোন বিভক্তিতে এক শব্দের যদি পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ হয়, তাহা হইলে তাহার একমাত্র অবশেষ থাকে ; এবং উক্ত অর্থের প্রয়োগ হয় না ; যথাঃ—রাম, রাম, রাম, এই তিন রাম শব্দ ব্যবহার কালে একটি মাত্র রাম শব্দ অবশেষ থাকিবে ॥৪৮৮॥

‘তবে যে চকার সেই সমুচ্চর কর ;

আত্মারামাশ্চ মুনরশ্চ কৃককে উচ্চর ।

নিগ্রহ্ম। অপি এই অপি সম্ভাবনে ;

এই সাত (১) অর্থ প্রথম করিল ব্যাখ্যানে ।

অন্তর্যামী উপাসক আত্মারাম হয় ;

সেই আত্মারাম যোগী হুই ভেদ কর ।

সগর্ভ, নিগর্ভ, (২) এই হয় হুই ভেদ ;

এক এক তিন ভেদে হয় বিভেদন ।

১ এই সাত অর্থ এখন ইত্যাহি—পূর্বোক্ত হয় একর আত্মারামগণ আসক্তিবিহীন হইয়াও অবিদ্যা অন্ধকার দূর করতঃ বেদবিহিত পথ পরিত্যাগ পূর্বক কৃককে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন ; এই হরপ্রকার অর্থ ও ই হরপ্রকারের আত্মারামগণ ও মুনগণ নিগ্রহ্ম হইয়া কৃককে অহৈতুকী ভক্তি করেন এই এক প্রকার মোট সাতপ্রকারের অর্থ হইল ।

২ সগর্ভ নিগর্ভ ইত্যাহি—অর্থাৎ সর্বাঙ্গ ও নির্বাঙ্গ । যোগসময়ে মন চকল ও অবিদ্য হইয়া বিবরান্তরে ধাবিত হইলে নিরামি যায়। তাহাকে পুনর্বার বশে আনিতে হয় ; ইহার নাম নির্বাঙ্গ সমাদি, ইহা অতি দুষ্কর । যে যোগে সক্তিমান্ব হরিশেষ চিন্তা করিতে করিতে মন উপরত হয়, তাহার নাম সর্বাঙ্গ ; ইহা অপেক্ষাকৃত সুকর । কিন্তু ইহাকে এই নিগর্ভ আছে যে পরমানন্দে বস হইলে মন যের বস্তু হইতে শিথিল হইয়া থাকিতে পারে ।

তথাহি শ্রীমদাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়ে অষ্টম-
শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাচ্যঃ

‘কেচিৎ স্বদেহান্তহৃদয়াবকাশে প্রাদেশমাত্রঃ পুরুষং বসন্তঃ
চতুর্ভুজং কঙ্করখাদ্রশঙ্খগদাধরং ধারণয়া স্মরন্তি’ ॥৪৮৯॥

‘কেচিৎ’ লোকাঃ ‘স্বদেহান্তহৃদয়াবকাশে’ স্বদেহন্ত অন্ত মধ্যো বহুদয়ঃ
তত্র যোহবকাশস্তস্মিন্ ‘বসন্তঃ’ ‘প্রাদেশমাত্রঃ’ তর্জন্যকূটরোবিত্তারঃ প্রাদেশঃ
শব্দে মাত্রা প্রমাণং যত্তেতি হৃদয়পরিমাণং ‘পুরুষং’ দেবঃ ‘ধারণয়া’ ধারণং
কুশেৰ্ঘঃ ‘স্মরন্তি’ । কীদৃশং পুরুষং ‘চতুর্ভুজং’ পুনঃ ‘কঙ্করখাদ্রশঙ্খগদাধরং’
কঙ্কঃ পদ্মং রথাদ্রং চক্রং শঙ্খং গদাং ধরন্তি বসন্তঃ । ৪৮৯ ॥

কোন কোন ব্যক্তি স্বদেহান্তরস্থ হৃদয়াকাশবাসী
প্রাদেশপরিমাণ পুরুষকে চতুর্ভুজ এবং শঙ্খচক্রগদাপদ্ম-
ধারীরূপে মনে মনে ধারণাপূর্বক স্মরণ করিয়া থাকেন ॥৪৮৯॥

তথাহি তত্রৈব তৃতীয়স্কন্ধে অষ্টবিংশাধ্যায়ে চতুস্ত্রিংশ-
শ্লোকে দেবহুতিং প্রতি কপিলদেববাচ্যঃ

‘এবং হরৌ ভগবতি প্রতিলক্যতাবো

ভক্ত্যা দ্রবজ্জদয় উৎপুলকঃ প্রমোদাৎ

ঔৎকর্ষ্যাম্পকলয়া মুহুর্দ্ধ্যমান

স্তূচ্যপি চিত্তবড়িশং শনৈর্কৈর্কিয়ুঙক্তে’ ॥৪৯০॥

‘এবং’ ধ্যানমার্গেণ ‘ভগবতি’ ‘হরৌ’ ‘প্রতিলক্যতাবো’ প্রতিলকঃ ভাবঃ
প্রোবা বেন ‘ভক্ত্যা’ করণয়া ‘দ্রবজ্জদয়ঃ’ দ্রবং জদয়ং বস্যা । ‘প্রমোদাৎ’
আনন্দাৎ ‘উৎপুলকঃ’ উদগতানি পুলকানি বস্যা । ‘ঔৎকর্ষ্যাম্পকলয়া’
ঔৎকর্ষ্যপ্রযুক্তাকলয়াচ ‘মুহুর্দ্ধ্যমানঃ’ আনন্দসংগ্ৰবে নিমগ্না মানঃ সন্
‘মপি’ ‘জৎ’ চিত্তবড়িশং হৃৎ হৃদয় ভগবতো প্রেহণে বড়িশং মৎস্যবেধন-
মিব উপাধকৃতং চিত্তং ‘শনৈর্কৈঃ’ ধোয়াং ‘বিযুঙক্তে’ তদ্বারণে শিথিলপ্রযতো
তদবতীভ্যর্থঃ । ৪৯০ ॥

এইরূপ ধ্যানমার্গে প্রাপ্ত যোগীর ভাববান্ধু হরিতে প্রেম জন্মে, ভক্তিতে হৃদয় জীবীভূত হইতে থাকে, এবং প্রমোদজন্ত শরীর পুলকিত হইয়া উঠে; তখন তিনি উৎসুক্যজনিত অশ্রুতলা দ্বারা আনন্দ সংগ্ৰবে নিমগ্ন হন। তাহাতে বড়শী যেমন মৎস্ত বিদ্ধ করিতে বাইরা বিমুক্ত হইয়া যায়, তদ্রূপ ছবিগাহ ভগবানের গ্রহণবিষয়ে তাঁহার চিত্ত অল্পে অল্পে অসমর্থ হইয়া শিথিলপ্রবন্ধ হইয়া পড়ে ॥৪৯০॥

‘যোগাকরুণ, যোগাকরু, প্রাপ্তিসিদ্ধ আর ;

এই তিন ভেদে হয় ছয় প্রকার।

তথাহি ! শ্রীভগবদগীতায়ঃ বৰ্ঠাধ্যায়ে তৃতীয়েশ্লোকে
অৰ্জুনঃ প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যঃ

‘আকরুণো যুনে যোগং কৰ্ম্মকারণমুচ্যতে।

যোগাকরুণ তত্শৈব শমঃ কারণমুচ্যতে’ ॥৪৯১॥

‘যোগঃ’ জ্ঞানযোগঃ ‘আকরুণোঃ’ আরোহণমিচ্ছতঃ ‘যুনেঃ’ কৰ্ম্মকল-
সন্ন্যাসিনঃ পুংসঃ ‘কৰ্ম্ম’ এবং ‘কারণঃ’ সাধনঃ ‘উচ্যতে’। ‘যোগাকরুণা’
জ্ঞানযোগনিষ্ঠতা ‘তস্য’ তু ‘শমঃ’ বিক্লেপকৰ্ম্ম ‘এব’ ‘কারণঃ’ ত্যাগকারণ
‘উচ্যতে’ ॥ ৪৯১ ॥

জ্ঞানযোগে আরোহণেচ্ছু যুনির কৰ্ম্মই সোপান স্বরূপ ;
এবং যিনি জ্ঞানযোগে আরোহণ করিয়াছেন, তাঁহার শম
অর্থাৎ সৰ্ব্বকৰ্ম্মনিবৃত্তিই পরমজ্ঞান পরিপাকের উপায় ॥৪৯১॥

তথা তত্রৈব বৰ্ঠাধ্যায়ে চতুর্থশ্লোকে অৰ্জুনঃ প্রতি
শ্রীকৃষ্ণবাক্যঃ

‘যদা হি নেদ্রিয়ার্থেষু ন কৰ্ম্মস্বল্পবজ্জতে ।

সৰ্বসংকল্পসম্মানী যোগারূঢ় স্তদোচ্যতে’ ॥৪৯২॥

কীদৃশোহং যোগারূঢ় স্তদাহ । ‘ইদ্রিয়ার্থেষু’ ইদ্রিয়ভোগ্যেষু তৎসাধনে-
ষুচ ‘কৰ্ম্মস্ব’ ‘যদা’ ‘হি’ ‘ন’ ‘অল্পবজ্জতে’ আসক্তিং ন করোতি তত্র হেতুঃ
‘সৰ্বসংকল্পসম্মানী’ সৰ্বান্ সংকল্পান্ আসক্তিমূলভূতান্ ভোগবিবৰ্জান্
সংন্যাসিতুং শীলং বস্য সঃ ‘তদা’ ‘যোগারূঢ়ঃ’ ‘উচ্যতে’ ॥ ৪৯২ ॥

যখন সাধকের ইদ্রিয়ভোগা ও ভোগসাধনকর্মে
আসক্তি না থাকে ; এবং সর্বপ্রকার ফলসংকল্প পরিত্যক্ত
হয় ; তখন তাঁহাকে যোগারূঢ় বলা যাইতে পারে ॥৪৯২॥

‘এই ছয় যোগী সাধুসঙ্গাদি হেতু পাঞা ;

কৃষ্ণ ভজে কৃষ্ণগুণে আকৃষ্ট হইয়া ।

‘চ’ শব্দে অপির অর্থ ইহাও কহয় ;

মুনি, নিরঞ্জন, শব্দের পূর্ববৎ অর্থ হয় ।

‘উরুক্রমে’ ‘অহৈতুকী’ কাঁহা কোন অর্থ ;

এই তের অর্থ কহিল পরম সমর্থ ।

এই সব শাস্ত হবে ভজে ভগবান্ ;

শাস্তভক্ত করি তবে কহি তার নাম ।

‘আত্মা’ শব্দে মন কহে ; মনে বেই রয়ে ;

সাধুসঙ্গে সেহ ভজে শ্রীকৃষ্ণ চরণে ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে সপ্তাশীতিতমাধ্যায়ে
চতুর্দশশ্লোকে শ্রীকৃষ্ণমুদ্दिष्टा বেদ স্তুতিঃ

‘উদরমুপাসতে য ঋষিবজ্জস্ব কূর্পদৃশঃ

পরিসরপঙ্কতিং হৃদয়মারুণয়ো দহরং

তত উদগাদনস্ত তব ধাম শিরঃ পরমঃ

পুনরিহ যৎ সমেত্য ন পতন্তি কৃতান্তমুখে’ ॥৪৯৩॥

‘ঋষিবজ্জস্ব’ ঋষীণাং সত্মকারমার্গেব ‘বে’ ‘কূর্পদৃশঃ’ কূর্পঃ শরীররূপো
বিদ্যতে বৃক্ষ অকিঞ্চিৎ বেদাঃ তে তথা রসঃ পিহিতদৃষ্টঃ স্থলদৃষ্ট ইত্যর্থঃ অন্যঃ

তে 'উদরং' উদরালম্বনং মণিপূরহং ব্রহ্ম 'উপাসতে' ব্যাখ্যতি । 'আরুণব' 'হৃদয়ং' সাক্ষাৎ হৃদয়হং 'বহরং' সূক্ষ্মেব উপাসতে ; হৃদয়ং কীৰ্ত্তনং ; 'পরি-
সরপদ্ধতিং' পরিভঃ সরতি প্রসর্পতি পরিসরাঃ নান্য স্তাং পদ্ধতিঃ সার্ব
প্রসরণহানিমিত্যর্থঃ । 'ততঃ' হৃদয়াৎ ভো 'অনন্ত' 'তব' 'ধাম' উপলক্ষিত্বানং
সুসুমাধাং পরমং শ্রেষ্ঠং জ্যোতির্ময়ং 'শিরঃ' মূর্ধনং প্রতি 'উদগাৎ' মূলধারা-
দারভ্য হৃদয়মধ্যাৎ ব্রহ্মরহং প্রত্যাক্রমিত্যর্থঃ । কথং তং ধাম ? 'বৎ' 'সম্যেতা'
প্রাপ্য 'পুনঃ' 'ইহ' 'কৃতান্তমুখে' মৃত্যুমুখে সংসারে 'ন' 'পততি' ॥ ৪৯৩ ॥

ঋষিসম্প্রদায়মধ্যে স্থূলদর্শী ঋষিগণ উদরমধ্যে মণিপূরহ
ব্রহ্মের ধ্যান করেন ; আর আরুণিরা হৃদয়মধ্যস্থ নাড়ী-
মার্গে সূক্ষ্মরূপ ব্রহ্মের উপাসনা করেন ; হে অনন্ত ! পরে
তঁাহারা তোমার উপলক্ষিত পরমহান মস্তকে উপগত হয়েন ;
সে স্থানে গমন করিতে পারিলে আর সংসার মুখে পতিত
হইতে হয় না ॥ ৪৯৩ ॥

‘এই কৃষ্ণগাঙ্কট মহামুনি হঞা ;

অহৈতুকী ভক্তি করে নিঃস্বহ হইঞা ।

‘আত্মা’ শব্দে বহু কহে ; বহু করিয়া

‘সুনয়োহপি’ কৃষ্ণ ভজে নিঃস্বহ হইয়া ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে পঞ্চমাধ্যায়ে অষ্টাদশ-
শ্লোকে ব্যাসঃ প্রতি নারদবাক্যঃ

‘তস্মৈব হেতোঃ প্রযতেত কোবিদো

ন লভ্যতে যদুত্তমতামুপর্য্যধঃ

তল্লভ্যতে দুঃখবদন্ততঃ স্থখং

কালেন সর্বত্র গভীরবঃহসা’ ॥ ৪৯৪ ॥

‘কোবিদঃ’ বিবেকী জনঃ ‘তস্মৈব’ ‘হেতোঃ’ তদর্থং যথার্থীচরণে চ কল-
লাভস্য তু সদ্ধাবনাবিরহাদিত্যর্থঃ ‘প্রযতেত’ বহুঃ কুর্বাৎ ‘বৎ’ বহু উপ-
র্য্যধঃ উপরি ব্রহ্মলোকপর্য্যন্তঃ অধঃ হাবরণপর্য্যন্তঃ ‘বদন্তঃ’ কীর্ত্তনঃ ব্রহ্ম

কীৰ্ত্তিৰিতি যজীতু সৰ্বজনাত্মবিবক্ষয়া 'ন' 'লভাতে' । 'পতীৱরংহস্য'
মহাবেগশালিনা 'কালেন' কৰণেন 'তৎ' 'বিবরংহস্য' 'অন্যতঃ' এব প্ৰাচীন-
বকৰ্ণণা 'সৰ্বজ্ঞ' নৱকানপি 'লভাতে' । 'হৃৎস্বং' কথ্য হৃৎস্বং এবকং বিনাপি
লভাতে তৎ ॥ ৪২৪ ॥

উপরে ত্ৰক্ষলোক নিম্নে স্থাবরলোক পৰ্য্যন্ত ভ্ৰমণ
কৰিয়াও যাহা পাওয়া যায় না, তাহারই জন্ত বিবেকী
ব্যক্তিৰ যত্ন করা কৰ্ত্তব্য । যেমন চেকী ব্যতীত হৃৎ লাভ
হয়; সেই রূপ কালচক্ৰেৰ গতি পৰিবৰ্ত্তনেৰ সঙ্গে সঙ্গে
পূৰ্ব্ব কৰ্মফলে বিষয়স্ব লাভ হইয়া থাকে ॥ ৪২৪ ॥

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিকৌ পূৰ্ববিভাগে সাধনভক্তি-
লক্ষ্য্যাং পঞ্চমাস্থতনাদীং

‘সদ্ধৰ্ম্মস্থাববোধায় যেযাং নিৰ্বন্ধিনী মতিঃ ।

অচিরাদেব সৰ্বার্থঃ সিধ্যতেষ্যামভীপ্সিতঃ’ ॥৪২৫॥

টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্য: ২৬২ স্লোকে ৪৩৬ পৃ: দেখ ॥ ৪২৫ ॥

‘চ’ শব্দ ‘অপি’ অৰ্থে, ‘অপি’ অবধারণে ;

যত্নাৎহ বিনা ভক্তি না অমায় প্রেমে ।

তথাহি তত্রৈব পূৰ্ববিভাগে সামান্যনিরূপণে ত্ৰয়ো-
বিংশ স্লোকে ত্ৰিৰূপপোষ্মি বাক্যং

‘সাধনৌঘৈরনাসন্ধৈরলভ্যা হুচিরাদপি ।

হরিণা চাখদেয়েতি দ্বিধা সা স্যাৎ হুহুৰ্ভতা’ ॥৪২৬॥

‘ইতি’ অমেন ‘স’ হরিভক্তিঃ ‘বিধা’ বিশ্লেষণে ‘হুহুৰ্ভতা’ হুহুৰ্ভত্যা
‘স্যাৎ’ প্রথমতঃ ‘অনাসন্ধৈঃ’ আনন্দিরহিতৈঃ ‘সাধনৌঘৈঃ’ সাধনসমূহৈঃ
‘হুচিরাৎ’ বহুকালং ব্যাপ্য ‘অলভ্যা’ । দ্বিতীয়তঃ ‘হরিণা’ কৰ্ত্তৃত্বেন ‘চ’
‘অনাসন্ধৈঃ’ ‘অনেনা’ । ৪২৬ ॥

এইরূপে বহুকাল অনাসক্ত হইয়া সাধন করিলেও
পাওয়া যায় না বলিয়া, দ্বিতীয়তঃ ভগবান্ও ইহা আশু
প্রদান করেন না বলিয়া, উহা (হরি ভক্তি) দ্বিবিধ প্রকারে
হৃদয়ভিত্তিক হইতেছে ॥৪৯৬॥

তথাহি শ্রীভগবদগীতায়াং দশমাধ্যায়ে দশমশ্লোকে
অৰ্জুনঃ প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং

‘তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকং ।

দদামি বুদ্ধিবোগং তং যেন মামুপযাস্তি তে’ ॥৪৯৭॥

টীকা ও ব্যাখ্যা আদিঃ ২০ শ্লোকে ২২ পৃঃ দেখ ॥ ৪৯৭ ॥

‘ভাক্তা’ শব্দে ভক্তি কহে ; ধৈর্য্যে যেই রয়ে ;

ধৈর্য্যবস্ত্র এবে হঞা করয়ে ভজনে ।

‘মুনি’ শব্দে গরী, ছন্দ ; নির্ভীক মূৰ্খজন ;

কৃষ্ণকপার, সাধু কপার, হুঁহার ভজন ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে একবিংশতিতমাধ্যায়ে
চতুর্দশশ্লোকে বেণুগীতং শ্রদ্ধা গোপীবাক্যং

‘প্রায়ো বতাস্থ মুনয়ো বিহগা বনেহশ্মিন্

কৃষ্ণেক্ষিতং তদুদিতং কলবেণুগীতং

আরুহ য়ে ক্রমভূজান্ কুচিরপ্রবালান্

শৃণুস্তি মীলিতদৃশো বিপতাস্ত্রবাচঃ’ ॥৪৯৮॥

ভো ‘অথ’ মাতঃ ‘অশ্মিন্’ ‘বনে’ য়ে ‘বিহগাঃ’ গরীণঃ সন্তি তে ‘প্রায়ঃ’
প্রায়শ্চ ‘মুনয়ঃ’ ভবিতুমর্হন্তি ‘বত’ আকর্ষ্যো ; কৃতঃ ? বত ভে ‘কৃষ্ণেক্ষিতং’
কৃষ্ণবর্ণনং যথা ভবন্তি তথা ‘কুচিরপ্রবালান্’ কুচিরঃ মনোহরঃ প্রবালান্
নৃত্যমগ্গবানি বেবাং তান্ ক্রমভূজান্ বৃক্ষশাখাঃ ‘আরুহ’ ‘তদুদিতং’ ভেন
কৃষ্ণেণ উদিতং একচিতং ‘কলবেণুগীতং’ মধুর মূলীগীতং ভেনাসি ‘অবন

‘মীলিতদৃশঃ’ দৃশিতেন্দ্রিয়াঃ তথা ‘বিশতান্যবাচঃ’ নিবৃত্তান্যান্যকম্বাঃ নতঃ
‘শৃংখলি’ ॥ ৪৯৮ ॥

হে মাত ! কি আশ্চর্য্য ! এই বনে যে সকল বিহগ
রহিয়াছে ; দেখিতেছি তাহারা মূনি হইবার উপযুক্ত ;
কারণ তাহারা মনোহর নব কিশলয়ারূত তরুশাখায় উপ-
বিষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণদর্শন করিতে করিতে যেন কি স্থখে মগ্ন
হওতঃ নিমীলিতনয়নে ও নীরবে মধুর মুরলীগীত শ্রবণ
করিতেছে ॥ ৪৯৮ ॥

তথা তত্রৈব পঞ্চদশাধ্যায়ে ষষ্ঠলোকে বলরামঃ প্রতি
শ্রীকৃষ্ণবাক্যং

‘এতেহলিন স্তবযশোহখিললোকতীর্থং

গায়ন্ত আদিপুরুষানুপথং ভজন্তে

প্রায়ো অমী মূনিগণা ভবদীয়মুখ্যা

গুচং বনেহপি ন জহত্যনঘাত্মদৈবং’ ॥ ৪৯৯ ॥

হে ‘আদিপুরুষ’ হে ‘অনঘ’ ‘এতে’ ‘অলিনঃ’ ভ্রমরাঃ ‘তব’ ‘অখিললোক-
তীর্থং’ অখিললোকানাম্ পাবনং ‘যশঃ’ ‘গায়ন্তে’ তব ‘অনুপথং’ পথি পথি
‘ভজন্তে’ যঃ অমুখ্যভক্তে । ‘প্রায়ঃ’ অহং মন্যে ‘অমী’ ‘ভবদীয়মুখ্যাঃ’ ভবত
উপাসকপ্রধানাঃ ‘মূনিগণাঃ’ ‘বনে’ ‘গুচমপি’ ‘আত্মদৈবং’ নিজাতীষ্টং যঃ
‘ন’ ‘জহতি’ ত্যজতি অস্মি মহাব্যবেশেন নিগুচে সতি মুনয়োহপি অলিবেশেন
নিগূঢ়ায়াঃ ভক্ততীত্যর্থ ॥ ৪৯৯ ॥

হে আদিপুরুষ ! এই সকল অলি তোমার অখিল
লোকপাবন যশঃ গান করত তোমার বজ্রানুবর্তী হইতেছে ;
আমার অনুমান হইতেছে ইহারা তোমার উপাসকপ্রধান
সেই মূনিগণ ; তুমি ইহাদের অতীক দেবতা ; এজন্য তুমি

সমুদ্রবেশে গুচরূপে বনে আসিলেও ইহারা তোমাকে ত্যাগ
করিতেছে না ॥৪৯৯॥

তথা তত্রৈব পঞ্চত্রিংশাধ্যায়ে একাদশশ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ-
মুদ্दिष्ट গোপীবাক্যং

‘সরসি সারসহংস বিহঙ্গা, চাক্র গীতহৃতচেতস এত্যা
হরিমুপাসত তে যতচিত্তা, হস্ত নীলিতদৃশো ধৃতমৌনাঃ’ ॥৫০০॥

‘সরসি’ ‘সারসহংসবিহঙ্গাঃ’ ‘চাক্রগীতহৃতচেতসঃ’ চাক্রা গীতেন
অতং চেতো যেষাং তে ‘এত্যা’ আগত্যা ‘হস্ত’ খেদে ‘যতচিত্তাঃ’ একাগ্রচিত্তাঃ
‘নীলিতদৃশঃ’ নিমীলিতনেত্রাঃ তথা ‘ধৃতমৌনাঃ’ নিবৃত্তকলরবাঃ সন্তঃ ‘হরিং’
‘উপাসত’ অভ্যস্ত তৎসমীপে উপবিবিস্তৰ্বা ॥৫০০॥

তখন সেই সরোবরস্থ সারসহংস প্রভৃতি বিহঙ্গগণ মনো-
হর গীতে আকৃষ্ট হইয়া আগমন পূর্বক একাগ্রচিত্তে নিমী-
লিত নয়নে ও নীরবে কৃষ্ণসমীপে উপবেশন করিত ॥৫০০॥

তথা তত্রৈব দ্বিতীয়স্কন্ধে চতুর্থাধ্যায়ে সপ্তদশশ্লোকে
পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং

‘কিরাতহুনাক্ষ পুলিন্দপুকশা আভীরশুক্রা যবনাঃ খসাদয়ঃ ।
যেহন্তেচ পাপা যদপাশ্রয়াশ্রয়াঃ শুধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিকবে
নমঃ’ ॥৫০১॥

‘কিরাতহুনাক্ষ পুলিন্দপুকশাঃ’ ‘আভীরশুক্রাঃ’ ‘যবনাঃ’ ‘খসাদয়ঃ’ যে
পাপজাতয়ঃ ‘অন্যেচ’ ‘যে’ ‘পাপাঃ’ কর্মতঃ পাপরূপাঃ ‘যদপাশ্রয়াশ্রয়াঃ’ যদপা-
শ্রয়াঃ ভাগবতাঃ ভদ্রাশ্রয়াঃ সন্তঃ ‘শুধ্যন্তি’ ‘তস্মৈ’ ‘প্রভবিকবে’ প্রভবনশীলায়
ভগবতে ‘নমঃ’ ॥ ৫০১ ॥

কিরাত, হুন, অক্ষ, পুলিন্দ, পুকশ, আভীর, শুক্র, যবন,
খস, প্রভৃতি পাপ জাতি, ও বাহারা কর্মদোষে পাপরূপ

হইয়াছে তাহারাও যে ভগবানের আশ্রিতজনের আশ্রয়
নইলে শুদ্ধ হয়; প্রভাবশালী সেই ভগবানকে নমস্কার ॥৫০১॥

‘কিঞ্চিৎ ‘স্বতি’ শব্দে নিজ পূর্ণতাদি জ্ঞান কল্প ;

হুঃখাভাবো উত্তমপ্রাপ্তো মহাপূর্ণ হয় ।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে ব্যাভিচারি-
লহর্যাং ষষ্টিতমশ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যং

‘স্বতিঃ স্মাৎ পূর্ণতাজ্ঞানং হুঃখাভাবোত্তমাশ্চিতিঃ ।

অপ্রাপ্তাতীতনষ্টার্থানভিসংশোচনাদিকৃৎ’ ॥৫০২॥

‘হুঃখাভাবোত্তমাশ্চিতিঃ’ হুঃখস্ত অভাবাদহু উত্তমানাং বস্তুনাং ভগবৎ-
প্রেমামিত্যর্থঃ আশ্চিতিঃ প্রাপ্তিভিঃ করুণৈঃ যৎ ‘পূর্ণতাজ্ঞানং’ পূর্ণতয়া জ্ঞানং
পূর্ণজ্ঞানমিত্যর্থঃ তৎ ‘স্বতিঃ’ নাম ‘স্মাৎ’ । সা তু ‘অপ্রাপ্তাতীতনষ্টার্থানভি-
সংশোচনাদিকৃৎ’ অপ্রাপ্তানাং বাঙ্খিতানাং অতীতানাং বিগতানাং তথা
নষ্টানাং অপঙ্ক্তানাং অর্থানাং বিষয়াণাং নিমিত্তে ন অভিসংশোচনাদি
শোকাদি ন করোতি য়া সা ॥৫০২॥

সৰ্ব্বপ্রকার হুঃখের অভাব হইয়া ভগবৎপ্রেমলাভ
হইলে যে পূর্ণতাজ্ঞান হয়, তাহার নাম স্বতি ; স্বতি লাভ
হইলে বাঙ্খিতার্থ, বিগত ও নষ্ট বিষয়ের অপ্রাপ্তি জন্য
শোকাদি থাকে না ॥৫০২॥

‘কৃষ্ণভক্ত হুঃখহীন বাঙ্খান্তর হীন ;

কৃষ্ণপ্রেম সেবাপূর্ণানন্দ প্রবীণ ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে নবমস্কন্ধে চতুর্থাধ্যায়ে পঞ্চাশৎ-
শ্লোকে দুর্কাসং প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যং

‘মৎ সেবয়াপ্রতীতং তে সালোক্যাদি চতুষ্কয়ং ।

নেচ্ছন্তি সেবয়াপূর্ণাঃ কুতোহন্যৎকালবিপ্লুতং’ ॥৫০৩॥

টীকা ৩ ব্যাখ্যা আদি: ১১৩ শ্লোকে ১৪৭ পৃ: দেখ ॥৫০৩॥

তথা শ্রীগোশ্বামিপাদোক্তশ্লোকঃ ।

‘হৃষীকেশে হৃষীকানি যন্ত হৈর্হ্যাগতানি হি ।

সএব ধৈর্য্যম্মাপ্নোতি সংসারে জীবচক্লে’ ॥ ৫০৪ ॥

‘যস্য’ জনস্য ‘হৃষীকেশে’ ভগবতি ‘হৃষীকানি’ ইন্দ্রিয়ানি ‘হি’ নিশ্চিতং
‘হৈর্হ্যাগতানি’ স্থিরগতিপ্রাপ্তানি ভবন্তি ; ‘জীবচক্লে’ কণ্ঠভঙ্গুরে ‘সংসারে’
‘সএব’ জনঃ ‘ধৈর্য্যং’ ‘আপ্নোতি’ ॥ ৫০৪ ॥

যাঁহার ইন্দ্রিয় সকল ভগবানে স্থিরগতি লাভ করিয়াছে,
এই কণ্ঠভঙ্গুর সংসারে তিনিই ধৈর্য্য পাইয়াছেন ॥ ৫০৪ ॥

‘চ’ অবধারণে ইহা ‘অপি’ সমুচ্চরে ;
যতিমন্ত হঞা ভজে পক্ষী মূর্খচরে ।
আত্মা শব্দে ‘বুদ্ধি’ কহে, বুদ্ধি বিশেষ ;
সামান্যবুদ্ধিযুক্ত যত জীব অশেষ ।
বুদ্ধ্যে রমে আত্মারাম দুইত প্রকার ;
পণ্ডিত মনিগণ, নিগ্রহ মূর্খ আর ।
কৃষ্ণ রূপায় সাধু সঙ্গে রতি বুদ্ধি পায় ;
সব ছাড়ি গুহ ভক্তি করে কৃষ্ণ পায় ।

তথাহি শ্রীভগবদগীতায়াং দশমাধ্যায়ে অষ্টমশ্লোকে
অৰ্জুনঃ প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যং

‘অহং সর্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে ।

ইতি মত্তা ভক্তস্তে মাং বুধা ভাবসমম্বিতাঃ’ ॥ ৫০৫ ॥

‘অহং’ ‘সর্বস্য’ জগতঃ ‘প্রভবঃ’ উৎপত্তিহেতুঃ ‘মত্তঃ’ মম শকাশা
দেব ‘সর্বং’ বুদ্ধিজ্ঞানং সংমোহ ইত্যাদি ‘প্রবর্ততে’ ‘ইতি’ এবং ‘মত্তা’
‘বুধাঃ’ বিবেকিনঃ ‘ভাবসমম্বিতাঃ’ প্রীতিসমম্বিতাঃ বধা বৃত্তাঃ মত্তঃ ‘মাং’
‘ভক্তস্তে’ ॥ ৫০৫ ॥

আমাকে জগতের উৎপত্তির কারণ ও আমি হইতেই

বুদ্ধি প্রভৃতি সমস্তই প্রবর্তিত জানিয়া বিবেকী ব্যক্তি প্রীতি-
পূর্বক আমার উপাসনা করেন ॥ ৫০৫ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে সপ্তমাধ্যায়ে পঞ্চচত্বা-
রিংশল্লোকে নারদংপ্রীতি ব্রহ্মবাক্যং

‘তে বৈ বিদস্ত্যতিতরন্তি চ দেবমায়াং

শ্রীশূদ্রহুনশবরা অপি পাপজীবাঃ ।

যদ্যদুতক্রমপরায়ণশীলশিক্ষা

তির্য্যগ্জনা অপি কিমু শ্রুতধারণা য়ে’ ॥ ৫০৬ ॥

‘অদুত ক্রমপরায়ণশীলশিক্ষাঃ’ অদুতাঃ ক্রমাঃ পাদভাঙ্গা যন্ত হরে স্তৎ
পরায়ণা স্তস্তক্কা ত্রেবাং শীলে চরিত্রে শিক্ষা য়েবাং তে তথা ‘যদি’ ভবন্তি
তহি ‘তে’ ‘শ্রীশূদ্রহুন শবরাঃ’ ‘পাপজীবাঃ’ ‘অপি’ তথা ‘তির্য্যগ্জনাঃ’ হংস-
গজশুকশারিকাদয়ঃ ‘অপি’ ‘বৈ’ নিশ্চিতং ‘দেবমায়াং’ ‘বিদস্তি’ জানন্তি
‘অতিতরন্তিচ’ ‘য়ে’ পুনঃ ‘শ্রুতধারণাঃ’ শ্রুতে ভগবতো রূপে ধারণা মনো-
নিয়মনং য়েবাং তে বিদস্তীতি ‘কিমু’ বক্তব্যং ॥৫০৬॥

ভগবৎপরায়ণ ব্যক্তির চরিত্র পাঠ করিলে শ্রী, শূদ্র,
হুন, শবর প্রভৃতি পাপজাতি এবং হংসশুকশারিকাদি
তির্য্যগ্জাতিও যখন দেবমায়া জানিতে পারিয়া তাহা
হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারে ; তখন যাঁহারা তাঁহার রূপাদি
ধারণা করিতে সক্ষম ; তাঁহারা যে উত্তীর্ণ হইবেন, ইহাতে
আশ্চর্য্য কি ? ॥ ৫০৬ ॥

‘বিচার করিয়া যবে ভজে কৃষ্ণপায় ;

সেই বুদ্ধি দেন তারে যাতে কৃষ্ণ পায় ।

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াং দশমাধ্যায়ে দশমল্লোকে
সর্বজনং প্রীতি শ্রীভগবদ্বাক্যং

‘তেষাং সততযুক্তানাং তজ্জতাং প্রীতিপূর্বকং ।

দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযাস্তি তে’ ॥ ৫০৭ ॥

টীকা ও ব্যাখ্যা আদিঃ ২০ শ্লোকঃ ২২ পৃঃ দেখ ॥৫০৭॥

‘সৎসঙ্গ, কৃষ্ণসেবা, ভাগবত, নাম,

ব্রজে বাস, এই পঞ্চ সাধন প্রধান ।

এই পঞ্চ মধ্যে এক স্বল্প যদি হয় ;

সুবুদ্ধি জনের হয় কৃষ্ণপ্রেমোদয় ।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিঞ্চে পূর্ববিভাগে সাধনভক্তি-
লহর্যাং সপ্তাশীতিতম শ্লোকে ত্রীরূপগোষ্মমিবাক্যং

‘দুর্লভাসুতবীৰ্য্যোহস্মিন্ শ্রদ্ধা দুরেহস্ত পঞ্চকে ।

যত্র স্বল্পোহপি সন্থকঃ সন্ধিয়াং ভাবজন্মনে’ ॥ ৫০৮ ॥

টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যঃ ৩১৫ শ্লোঃ ৫৬৪ পৃঃ দেখ ॥৫০৮॥

‘উদার মহতী বার সর্বোত্তমা বুদ্ধি ;

নানা কামে ভজে তবু পায় ভক্তি সিদ্ধি ;

তথাহি ত্রীমঙ্গাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে তৃতীয়াধ্যায়ে দশম-
শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং

‘অকামঃ সর্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ ।

তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরং’ ॥ ৫০৯ ॥

টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যঃ ৩৫৫ শ্লোকঃ ৫৪২ পৃঃ দেখ ॥৫০৯॥

‘ভক্তিপ্রভাব সেই কাম ছাড়াইয়া ;

কৃষ্ণপদে ভক্তি করায় ওণে আকাঙ্ক্ষিয়া ।

তথাহি ত্রীমঙ্গাগবতে প্রথমস্কন্ধে সপ্তমাধ্যায়ে দশমশ্লোকে
সৌনকাদীন প্রতি সূতবাক্যং

‘আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নিগ্রহা অপ্যুত্ক্রমে
কুর্বন্ত্যহৈতুকাং ভক্তি মিথস্তুতন্তুণো হরিঃ’ ॥ ৫১০ ॥

টীকা ও ব্যাখ্যা। মধ্যঃ ৪৮ শ্লোঃ ১২১ পৃঃ দেখ ॥ ৫১০ ॥

তথাহি তত্রৈব পঞ্চমস্কন্ধে ঊনবিংশাধ্যায়ে অষ্টাবিংশ-
শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণমুদ্दिष्ट দেবানাং স্তুতিঃ

‘সত্যং দিশত্যর্থিতমর্থিতো নৃণাং
নৈবার্থদো যৎ পুনরর্থিতা যতঃ
স্বয়ং বিধন্তে ভজতামনিচ্ছতা
মিচ্ছাপিধানং নিজপাদপল্লবং’ ॥ ৫১১ ॥

টীকা ও ব্যাখ্যা। মধ্যঃ ৩৫৬ শ্লোঃ ৫৪২—৫৪৩ পৃঃ দেখ ॥ ৫১১ ॥

‘আত্মা’ শব্দে স্বভাব কহে, তাতে যেই রমে ;

আত্মারাম জীব যত স্বাবর জন্মমে ।

জীবের স্বভাব কৃষ্ণদাস অভিমান ;

দেহে আত্মা জ্ঞানে আচ্ছাদিত সেই জ্ঞান ।

‘চ’ শব্দে এব অর্থ ‘অপি’ সমুচ্চয়ে ;

আত্মারাম এব হঞা শ্রীকৃষ্ণ ভজয়ে ।

এই জীব সনকাদি সব মুনিগন ;

নিগ্রহ মূৰ্খ নীচ স্বাবর পশুগণ ।

ব্যাস শুক সনকাদ্যের প্রসিদ্ধ ভজন :

নিগ্রহ স্বাবরাদ্যের স্তন বিবরণ ।

কৃষ্ণকৃপাদি ছেতু কৈতে স্বভাব উদয় ;

কৃষ্ণ শুণাকৃষ্ট হঞা তাঁহারে ভজয় ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে পঞ্চদশাধ্যায়ে অষ্টম-
শ্লোকে শ্রীবলদেবং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং

‘ধন্যেয়মদ্য ধরণী ভৃগবীকৃষ্ণস্বত্বে-

পাদস্পৃশো ক্রমলতাঃ করজাভিমুখাঃ ।

নদ্যোহিজয়ঃ খগমৃগাঃ সদয়াবলোকৈ
গোপ্যোহস্তরোণ ভূজয়ো রপি যৎস্পৃহা শ্রীঃ ॥৫১২॥

‘অন্য’ ‘ইয়ং’ ‘ধরণী’ বৃন্দাবনভূমিঃ ‘যন্তা’ সকলজন্মা স্তাৎ ‘তৃণবীকথঃ’
‘স্বংপাদস্পর্শঃ’ তব পাদৌ স্পৃশস্তীতি তথা ‘ক্রমলতাঃ’ • ‘করজাভিমুখাঃ’
করজৈঃ নৈধঃ স্তম্ভাঃ সত্যঃ ধন্যাঃ ভবস্তীতিশেষঃ । ‘নদ্যঃ’ ‘অজয়ঃ’ ‘খগ-
মৃগাঃ’ পশুপক্ষিণঃ ‘সদয়াবলোকৈঃ’ স্বদীয়সদয়াবলোকনৈঃ করণৈঃ ধন্যা
ভবস্তীতিশেষঃ । ‘শ্রীঃ’ লক্ষ্মীরপি ‘যৎস্পৃহা’ যৎস্পৃহাভ্যন্তরায় স্পৃহয়তি ;
কেবলং তেন তব ‘ভূজয়োঃ’ ‘অস্তরোণ’ বক্ষসা ইত্যর্থঃ করণেন ‘গোপাঃ’
অপি ধন্যা ইতিশেষঃ ॥৫১২॥

আজ এই বৃন্দাবনভূমি যন্ত হইল ! ইহার তৃণশুল্ক ধন্য !
কেননা তাহার তোমার পাদস্পর্শ পাইয়াছে ; ক্রমলতা
যন্ত ! কারণ তাহার তোমার নখরস্পর্শ হইয়াছে ; এখান-
কার নদী, পর্বত, মৃগ, পক্ষী যন্ত ! কারণ তাহার স্বদীয়
স্নেহাবলোকন পাইয়াছে ; আর গোপীগণ যন্ত ! কেননা
তাঁহার লক্ষ্মীর বাঞ্ছিত তোমার ভূজান্তর অনায়াসে পাইয়া-
ছেন ॥ ৫১২ ॥

তথা তত্রৈবৈকবিশতিতমাধ্যায়ে ঊনবিংশশ্লোকে ত্রীকৃষ্ণ-
মুদ্दिष्ट গোপীবাক্যং

‘গা গোপকৈ রমুবনং নয়তো রুদার
বেণুস্বনৈঃ কলপমৈ স্তম্ভভৃংসু সখাঃ
অস্পন্দনং গতিমতাঃ পুলকস্তরুণাঃ
নির্ধোগ পাশকৃতলক্ষণয়ো বিচিহ্নঃ’ ॥ ৫১৩ ॥

হে ‘সখাঃ’ ইয়ং তু ‘বিচিহ্নঃ’ অত্যাশ্চর্য্যঃ । ‘গোপকৈঃ’ গোপবালকৈঃ সখ
‘রমুবনং’ বনে বনে ‘গাঃ’ ‘নয়তোঃ’ সখা রয়তোঃ রমিক্করোঃ ‘কলপমৈঃ’

মধুরপটৈঃ ‘উদারবেণুশ্বনৈঃ’ মহাবেণুমাটৈঃ ‘তরুভৃৎসু’ শরীরিহু ‘গতিমতাং’
 যে গতিমন্ত স্তেবাং ‘অস্পন্দনং’ স্বাবরধর্মঃ স্তাং তথা ‘তরুণাং’ ‘পুলকঃ’ জঙ্গম-
 ধর্মঃ স্তাং ইতি চিত্রং ইত্যধরঃ । কীদৃশয়ো স্তয়োঃ ‘নির্বোগপাশকৃত
 লক্ষণয়োঃ’ নির্বোগাঃ গোপাদবন্ধনরজ্জবঃ অধ্বাংগবাং ধ্বংগার্থাঃ পাশাশ্চ তৈঃ
 কৃতং লক্ষণং চিত্রং যয়োঃ শিরসি নির্বোগবেষ্টনেন স্বক্লেশপাশেনচ গোপপরি-
 বৃত্তপ্রিয়া বিরাজমানরোরিত্যর্থঃ ॥৫১০॥

হে সখি ! মস্তকে গোপাদবন্ধন রজ্জু বেঁটন করিয়া ও
 স্কন্ধে পাশ স্থাপন করিয়া এবং মধুর বেণু গান করিয়া রাম-
 কৃষ্ণ গোপবালকদিগের সহিত বনে বনে গোচারণ করিয়া
 বেড়াইতেছেন ; আর তাঁহাদের বেণু নিনাদ শ্রবণ করিয়া
 গমনশীল জীবদিগের অস্পন্দন এবং তরুদিগের পুলক হই-
 তেছে ; ইহা অতীব আশ্চর্য্য ! ॥৫১০॥

তথা তত্রৈব পঞ্চত্রিংশাধ্যায়ে পঞ্চমশ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ-
 মুদ্दिशु गोपीगीतं

‘বনলতা স্তরব আত্মনি বিষ্ণুং ব্যঞ্জয়ন্ত্য ইব পুষ্পফলাঢ্যাঃ ।
 প্রণতভারবিটপা মধুধারাঃ প্রেমহৃষ্টতনবোঃ বহুব্রহ্ম’ ॥৫১৪॥

টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যঃ ১১১ শ্লোঃ ১৮৭ পৃঃ দেখ ॥৫১৪॥

তথা তত্রৈব দ্বিতীয়স্কন্ধে চতুর্থাধ্যায়ে সপ্তদশশ্লোকে
 পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং

‘কিরাতহুনাঙ্ক পুলিন্দ পুঙ্কমাঃ
 আভীরশুঙ্ক্য যবনাঃ খসাদয়ঃ ।
 যেহন্তে চ পাপা যদপাশ্রয়াশ্রয়াঃ
 শুধ্যস্তি তস্মৈ প্রভবিষ্যবে নমঃ’ ॥ ৫১৫ ॥

টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যঃ ৫০১ শ্লোঃ ৬০০-০৪ পৃঃ দেখ ॥৫১৫॥

‘আগে তের অর্থ করিল আর ছয় এই ;
 উনবিংশ অর্থ হৈল মিলি এই দুই ।
 এই উনিশ অর্থ করিল আগে তন আর ;
 ‘আত্মা’ শব্দে দেহ কহে চারি অর্থ তার ;
 দেহরাম দেহ ভজে দেহোপাধি ত্রয় ;
 সংসদে সেও করে ত্রিকৃতজন ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে সপ্তাশীতিতমোধ্যায়ে
 চতুর্দশশ্লোকে ত্রিকৃষ্ণমুদ্दिष्ट্য প্রতিস্থতিঃ

‘উদর মুপাসতে য ধামি বজ্রাস্ত্র কুর্পদৃশঃ
 পরিসরপদ্ধতিং হৃদয়মারুণয়ো দহরং ।
 তত উদগাদনস্ত তব ধাম শিরঃ পরমং
 পুনরিহ বৎ সমেত্য ন পতন্তি কৃতান্তমুখে’ ॥৫১৬॥

টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যঃ ৪২৩ শ্লোঃ ৬২৮-২৯ পৃঃ দেখ ॥৫১৬॥

‘দেহরামী কৰ্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তিকাদি জন ;
 সংসদে কৰ্ম্ম ত্যজি করয়ে ভজন ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে অষ্টাদশাধ্যায়ে দ্বাদশ-
 শ্লোকে সূতং প্রতি সৌনকাদিবাচ্যঃ

‘কৰ্ম্মণ্যশ্মিন্ননাশাসে ধূমধূত্নান্নানং ভবান্
 আপায়য়তি গোবিন্দপাদপদ্মাসবং মধু’ ॥৫১৭॥

হে সূত ! ‘অশ্মিন্’ ‘কৰ্ম্মণি’ সত্রে ‘অনাশাসে’ অবিশ্বলনীয়ে বৈশ্বণ্যবাহ-
 ল্যেন কলনিষ্ঠরাতাবাং ‘ধূমধূত্নান্নানং’ ধূমেন বজ্রধূমেন ধূমঃ বিবৰ্ণ আত্মা
 শরীরং যেষাং তেষাং তানান্নানিভার্থঃ (কৰ্ম্মণি বজ্রী) ‘ভবান্’ ‘গোবিন্দপাদ-
 পদ্মাসবং’ গোবিন্দস্ত পাদপদ্মস্য যশোরূপং আসবং মকরকং কৌতুহলং ‘ভৎ ১’
 ‘মধু’ মধুরং ‘আপায়য়তি’ পানং কারয়তি ॥৫১৭॥

হে সূতা! আমরা এই যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছি ; কিন্তু ইহা সকল হইবে কি না নিশ্চয় নাই ; যজ্ঞধূমে আনাদের শরীর বিবর্ণ হইতেছে ; এ সময়ে তুমি আমাদিগকে গোবিন্দচরণারবিন্দের মধুর যশোমধু পান করাইয়া আশ্বস্ত করিলে॥৫১৭॥

‘তপস্বী প্রভৃতি যত দেহরামী হয় ;

সাধুসঙ্গে তপ ছাড়ি শ্রীকৃষ্ণ ভজয় ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে চতুর্থস্কন্ধে একবিংশাধ্যায়ে উন-
ত্রিংশং শ্লোকে সভ্যান্ প্রতি পৃথুবাক্যং

‘যংপাদসেবাভিক্রুচি স্তপস্বিনা-

মশেষ জন্মোপচিতং মলং ধিয়ঃ

সদ্যঃ ক্রিণোত্যম্বহমেধতী সতী

যথা পদাস্কৃষ্ঠবিনিঃসৃত্য সরিং’ ॥৫১৮॥

‘যংপাদসেবাভিক্রুচিঃ’ যন্ত ভগবতঃ পাদয়োঃ সেবারাং অভিক্রুচিঃ
‘তপস্বিনাং’ সংসারতাপতপ্তানাং তপোভিরপি বুদ্ধৈর্মালিন্যং দুরীকর্তৃমশ-
ক্লুবতামিত্যর্থঃ ‘অশেষজন্মোপচিতং’ অশেষৈঃ জন্মভিঃ সমৃদ্ধং ‘ধিয়ঃ’ ‘মলং’
‘সদ্যঃ’ ‘ক্রিণোতি’ কপয়তি তমেব ভজ্যতেতি তৃতীয়েনাদ্বয়ঃ । কথঙ্কুতা
অভিক্রুচিঃ ? ‘অম্বহং’ প্রতিদিনং ‘এধতী’ বর্জমানা ‘সতী’ সাত্বিকীত্যর্থঃ । তৎ-
পাদসম্বন্ধেইহং এব মহিমেতি দৃষ্টান্তেনাহ ‘যথা’ তস্য ‘পদাস্কৃষ্ঠবিনিঃসৃত্য’
‘সরিং’ গঙ্গা পাপানি ক্রীণেতি তদ্বদিত্যর্থঃ ॥৫১৮॥

হে প্রজাগণ! যাঁহার চরণসেবাভিলাষ সংসারতাপ-
সমুত্তপ্ত জীবদিপের অশেষ জন্মার্জিত বুদ্ধিমলা বিনষ্ট
করিয়া পদাস্কৃষ্ঠ বিনিঃসৃত্য হরতরঙ্গিণীর শ্রায় অনুদিন বুদ্ধি
পাইতে থাকে, তোমরা তাঁহারই উপাসনা কর ॥৫১৮॥

‘দেহরামী, সর্বকাম, সব আত্মারাম ;

কৃষ্ণ কুপার কৃষ্ণ ভজে ছাড়ি সব কাম ।

তথাহি হরিভক্তিহৃদোদয়ে সপ্তমাধ্যায়ে প্রবচরিতে অষ্টা-
বিংশ শ্লোকঃ

‘স্থানান্তিলাষী তপসি স্থিতোহহং

ত্বাং প্রাপ্তবান্ দেব মুনীন্দ্রগুহং

কাচং বিচিস্মমিব দিব্যরত্নং

স্বামিন্ কৃতার্থোহস্মি বরং ন যাচে’ ॥১৯॥

টীকা ও ব্যাখ্যা। মধ্যঃ ৩৫৭ শ্লোঃ ৫৪৩ পৃঃ দেখ ॥৫১৯॥

‘এই চারি অর্থ সহ হইল তেইস অর্থ ;

আর তিন অর্থ শুন পরম সমর্থ ।

‘চ’ শব্দ সমুচ্চরে আর অর্থ কর ;

আত্মারামাশ্চ মুনরশ্চ কৃষ্ণেরে ভজয় ।

নিগ্রহ হইয়া, ইহা ‘অপি’ নির্ধারণে ;

রামশ্চ কৃষ্ণশ্চ যথা বিহরয়ে বনে ।

চ শব্দ অষ্টাচরে অর্থ কহে আর ;

‘বটো ভিকামট গাঞ্চানয়’ বৈছে প্রকার । (১)

কৃষ্ণমনন মুনি কৃষ্ণে সর্বদা ভজয় ;

আত্মা রামা অপি ভজে গোপ অর্থ কর ।

চ এবার্থে, মুনয় এব কৃষ্ণ ভজয় ;

‘আত্মারামা অপি’ ‘অপি’ গর্হী, অর্থ কর ।

নিগ্রহ হইয়া এই হুঁ হার বিশেষণ ;

আর অর্থ শুন বৈছে সাধু সঙ্গম ।

‘নিগ্রহ’ শব্দে কহে তবে ব্যাধি, নির্ধন ;

সাধু সঙ্গে সেও করে ত্রিকক ভজন ।

১. বটো ভিকা ইত্যাদি—হে ‘বটো’ ভিকা: অট পক্ষ বাং আদিত’ মে বটু । ভিকা
করিতে বাণ্ড এবং পক্ষটো আন ।

'কৃষ্ণরামক' এব কৃষ্ণ মনন ;
 ব্যাধ হঞা হয় পূজ্য ভাগবতোত্তম ।
 এক ভক্ত ব্যাধের কথা শুন সাবধানে ;
 যাহা হৈতে হয় সংসঙ্গ মহিমার জানে ।
 এক দিন শ্রীনারদ দেখি নারায়ণ ;
 ত্রিবেণী স্নানে প্রয়াগে করিলা গমন ।
 বনপথে দেখে মৃগ আছে ভূমি পড়ি ;
 বাণবিক্ত ভগ্নপদ করে ধড় ফড়ি ।
 আর কত দূরে এক দেখিল শূকর ;
 তৈছে বিদ্ধ ভগ্নপদ করে ধড়ফড় ।
 এঁছে এক শঙ্কর দেখে আর কত দূরে ;
 জীবের দুঃখ দেখি নারদ ব্যাকুল অন্তরে ।
 কত দূরে দেখে ব্যাধ বৃক্ষ ওত হঞা ;
 মৃগ মারিবারে আছে বাণ যুড়িয়া ।
 শ্রীমবর্ণ রক্তনেত্র মহা ভয়ঙ্কর ;
 ধনুর্বাণ হস্তে যেন যম দণ্ডধর ।
 পথ ছাড়ি নারদ তার নিকটে চলিলা ;
 নারদ দেখি মৃগ সব পলাইয়া গেলা ।
 ক্রুদ্ধ হঞা ব্যাধ তাঁরে গালি দিতে চায় ;
 নারদ প্রভাবে মুখে গালি নাহি আয় ।
 'গৌসাক্ষি ! প্রমাণ পথ ছাড়ি কেন আইলা ?
 তোমা দেখি মোর লক্ষ্য মৃগ পলাইলা ।'
 নারদ কহে 'পথ ভুলি আইলাম পুছিতে ;
 মনে এক সংশয় চর তাহা খণ্ডাইতে ।
 পথে যে শূকর মৃগ জানি তোমার হয় ?'
 ব্যাধ কহে 'যেই কহ সেই ত নিশ্চয় ।'
 নারদ কহে 'যদি জীবের মার ভূমি বাণ ;
 অর্জু যারা কর কেন ? না লভ পরাণ ?'
 ব্যাধ কহে 'শুন গৌসাক্ষি ! মৃগারি মোর নাম ;
 পিতার শিকাতে আমি করি এঁছে কাম ।

‘অর্জু মারা জীব যদি খড়্ কড় করে ;
 তবে ত আনন্দ মোর বাড়য়ে অন্তরে’ ।
 নারদ কহে ‘এক বস্তু মাগি তোমা হানে’ ;
 ব্যাধ কহে ‘মৃগাদ লও যেই তোমার মনে ।
 মৃগছাল চাহ যদি আইস মোর ঘর ;
 যে চাহ তাহা দিব মৃগবাঙ্গাঘর ।’
 নারদ কহে ‘ইহা আমি কিছুই না চাই ;
 আর এক বস্তু আমি মাগি তোমার ঠাঞি ।
 কালি হৈতে তুমি যেই মৃগাদি মারিবে ;
 প্রথমেই মারিবে, অর্জু মারা না করিবে ।’
 ব্যাধ কহে ‘কিবা দান মাগিলা আমারে ?
 অর্জু মারিলে কিবা হয় ; তাহা কহ মোরে ।’
 নারদ কহে ‘অর্জু মারিলে জীবে পায় ব্যাধা ;
 জীবে দুঃখ দিছ তোমার হইবে অবস্থা ।
 ব্যাধ তুমি জীব মার, এ অন্ন পাপ তোমার ;
 কদর্থ না দিয়া মার ; এ পাপ অপার ।
 কদর্থিয়া তুমি যত মারিলে জীবেরে ;
 তারা তোমা তৈছে মারিবে অন্য অন্যান্তরে ।’
 নারদের সঙ্গে ব্যাধের মনঃ প্রসন্ন হৈল ;
 তাঁর বাক্য শুনি মনে ভর উপজিল ।
 ব্যাধ কহে ‘বাল্য হৈতে এই আমার কৰ্ম ;
 কেমনে তরিব আমি পায়ের অধম ?
 এই পাপ বার মোর কেমন উণার ?
 নিস্তার করহ মোরে পড়ে’ । তোমার পায় ।’
 নারদ কহে ‘যদি ধর আমার বচন ;
 তবে সে করিতে পারি তোমার মোচন ।’
 ব্যাধ কহে ‘যেই কহ সেইত করিব ;’
 নারদ কহে ‘ধনুক ভাঙ্গ তবে সে কহিবা ।’
 ব্যাধ কহে ‘ধনু ভাঙ্গিলে বাঁচিব কেমনে ?’
 নারদ কহে ‘আগ্নি অন্ন দিব প্রতি দিমে ।’

'ধনুক ভাঙ্গি ব্যাধ তাঁর চরণে পড়িল ;
 তারে উঠাইয়া নারদ উপদেশ কৈল :—
 'ঘরে গিয়া ব্রাহ্মণে দেহ যত আছে ধন ;
 এক এক বস্ত্র পরি বাহির-হও ছুই জন ।
 নদীতীরে একস্থানি কুঁড়িয়া করিয়া ;
 তার আগে এক পিণ্ডি তুলসী রোপিয়া ;
 তুলসী পরিক্রমা কর তুলসী সেবন ;
 নিরন্তর কৃষ্ণনাম করহ কীর্তন ।
 আমি তোমার বহু অন্ন পাঠাইব দিনে দিনে ;
 সেই অন্ন নিও, যত খাও ছুই জনে ।'
 তবে সেই যুগাদি তিনে নারদ মুহু কৈল ;
 মুহু হরে যুগাদি তিন ধাক্কা পলাইল ।
 দেখিয়া ব্যাধের মনে হৈল চমৎকার !
 যথা স্থানে গেলো নারদ, ব্যাধ আইলা ঘর ।
 নারদের উপদেশ সকল করিল ;
 গ্রামে ধর্মি হৈল ব্যাধ বৈষ্ণব হইল ।
 গ্রামের লোক সব অন্ন আনিতে লাগিল ;
 অন্ন আনি সবে তাঁর আগেতে ধরিল ।
 এক দিনে অন্ন আনে দশ বিশ জনে ;
 দিলে তত লয় যত খায় ছুই জনে ।
 এক দিন নারদ কহে 'শুনহে পর্বতে ;
 আমার এক শিষ্য আছে চলহ দেখিতে ।'
 তবে ছুই গুণি আইলা সেই ব্যাধ স্থানে ;
 ঘরে হৈতে ব্যাধ পাইল গুরুদর্শনে ।
 আস্তে আস্তে ধাক্কা আইলে পথ নাহি পায় ;
 পথে পিপীলিকা ইতি উত্তি ধরে পায় ।
 দণ্ডবৎ স্থানে পিপীলিকারে দেখিয়া ;
 বজ্রে স্থান বাড়ি পড়ে দণ্ডবৎ হঞা ।
 নারদ কহে 'ব্যাধ !' এই না হর আশ্চর্য্য ;
 হরিতক্যে হিংসাত্ম্য হর লক্ষ্মণব্য ।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিদ্ধৌ পূর্ববিভাগে সাধনভক্তি-
লহর্যাং দ্ব্যধিকশততমাক্ষধৃতস্কন্দপুরাণে ব্যাধং প্রতি
নারদবাক্যং

‘এতে নহন্তুতা ব্যাধ তবাহিংসাদয়ো গুণাঃ ।

হরিভক্তৌ প্রবৃত্তা যে ন তে হ্যঃ পরতাপিনঃ’ ॥৫২০॥

টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যঃ ৪০৩ শ্লোঃ ৫৬৯ পৃঃ দেখ ॥৫২০॥

‘তবে সেই ব্যাধ ছুঁতা অঙ্গনে আনিল ;

কুশাসন আনি ছুঁহা ভক্ত্যে বসাইল ।

জল আমি ভক্ত্যে ছুঁহার পদ প্রক্ষালিল ;

সেই জল ছী পুরুষে পিয়া শিরে লইল ।

কম্প পুলকাক্র হর বৃক নাম গাঞা ;

উদ্ধাবাহ নৃত্য করে বঙ্গ উড়াইয়া ।

দেখিয়া ব্যাধের প্রেম পর্বত মহামুনি ;

নারদেরে কহে ‘তুমি হও স্পর্শমণি ।’

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিদ্ধৌ পূর্ববিভাগে দশমাক্ষধৃত-
স্কন্দপুরাণে নারদং প্রতি পর্বতবাক্যং

‘অহো ধন্যোহসি দেবর্ষে কুপয়া যন্ত তৎক্ষণাৎ

নীচোহপ্যুৎপুলকো লেভে লুক্কো রতিমুচ্যতে’ ॥৫২১॥

‘হে দেবর্ষে !’ নারদ ! অঃ ‘ধন্যোহসি’ ‘যস্য’ তব ‘কুপয়া’ ‘নীচঃ’ ‘লুক্কঃ’
ব্যাধঃ ‘অপি’ ‘উৎপুলকঃ’ উল্লভঃ পুলকঃ রোমাঞ্চঃ যস্য স সন্ ‘তৎক্ষণাৎ’
‘রতিঃ’ হরিভক্তিঃ ‘লেভে’ ‘অহো’ আশ্চর্য্যঃ ইতিঃ ‘উচ্যতে’ ॥৫২১॥

হে দেবর্ষে ! তুমি ধন্য ! তোমার কুপায় নীচ ব্যাধও
পুলকিত হইয়া তৎক্ষণাৎ হরিভক্তি লাভ করিল ; অহো !
কি আশ্চর্য্য ॥৫২১॥

‘নারদ কহে ‘বৈকব ! তোমার অঙ্গ কিছু আর ?’

ব্যাধ কহে ‘দ্বারে পাঠাও সেই দিয়া বার ।’

'এত অন্ন না পাঠাও কিছু কার্য্য নাই ;
 সবে দুই আমার বোগ্য ভক্ষ্য মাত্র চাই ।'
 নারদ কহে 'এঁহে রহ তুমি ভাগ্যবান ;'
 এত বলি দুই জন হৈল অন্তর্দান ।
 এই ত কহিল ভোমার ব্যাধের আখ্যানি
 যা শুনিলে হর সাধুসদ প্রভাষ জ্ঞান ।
 এইত আর তিন অর্থ গণনাতে পাইল ;
 এই দুই অর্থ মিলি ছাত্রিশ অর্থ হৈল ।
 আর অর্থ তন যাহা অর্থের ভাণ্ডার ;
 দুগ্ধে দুই অর্থ, স্নেহে বজ্রিশ প্রকার ।
 আত্মা শব্দে কহে সর্কবিধ ভগবান ;
 এক স্বয়ং ভগবান আর ভগবানাখ্যান ।
 তাঁতে রমে যেই সেই সব আত্মারাম ;
 বিধিভক্ত, রাগভক্ত, দুই বিধ নাম ।
 দুই বিধ ভক্ত হর চারি চারি প্রকার ;
 পারিষদ, সাধনসিদ্ধ, সাধকগণ আর ।
 যত যত রতিভেদে সাধক দুই ভদ ;
 বিধি রাগ মার্গে চারি চারি অষ্ট ভেদ ।
 বিধি ভক্তে নিত্যসিদ্ধ পারিষদ—দাস,
 সখা, গুরু, কান্তাগণ চারিভ প্রকাশ ।
 সাধন সিদ্ধ দাস সখা গুরু কান্তাগণ ;
 উৎপন্ন রতি সাধক ভক্ত চারিবিধ জন ।
 অজাত রতি সাধক ভক্ত এ চারি প্রকার ;
 বিধি মার্গে ভক্ত ষোড়শ প্রকার ।
 রাগমার্গে এঁহে আর ষোড়শ বিভেদ ;
 দুই মার্গে আত্মারাম বজ্রিশ বিভেদ । (১)

১ দুই মার্গে আত্মারাম বজ্রিশ বিভেদ—দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই চারি প্রকার
 রসভেদে ভক্ত চারি প্রকার যথা :—দাস, সখা, গুরু ও কান্তা । শান্তরস সকলেরই মূলী-
 কৃত, একত শান্তরসের সাধককে ভক্ত আখ্যা দেওয়া যায় না । 'নিত্যসিদ্ধ, সাধনসিদ্ধ'
 জাতরতি ও অজাতরতি, ইহার প্রত্যেকে উক্ত চারি রূপ ভক্ত মিলিয়া ১৬ প্রকার আত্মারাম

‘মুনি’ ‘নির্জ’ ‘হ’ ‘চ’ ‘অপি’ চারি পদের অর্থ;

যাঁহা সেই লাগে তাহা করিলে সমর্থ।

বহিঃস্থ ছান্ধিন মিলি অষ্ট পঞ্চাশ;

আর এক ভেদ গুন অর্থের প্রকাশ।

ইতরেতর ‘চ’ দ্বারা সমাস করিলে;

আটারবার আত্মারাম নাম লইলে।

আত্মারামাশ্চ আত্মারামাশ্চ আটার বার;

শেবে সব লোপ করি রাখি একবার।

তথাহি পাণিনিঃ

‘স্বরূপানামেকশেষএকবিভক্তৌ উক্তার্থানামপ্রয়োগ
ইতি’ । ৫২২।

টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যঃ ৪৮৮ মোকে ৩২৫ পৃঃ দেখ । ৫২২।

‘আটার বার আত্মারাম সব লোপ হয়;

এক আত্মারাম শেবে আটার অর্থ কর।

তথাহি

‘অবথবৃক্ষাশ্চ বটবৃক্ষাশ্চ কপিথবৃক্ষাশ্চ আত্মবৃক্ষাশ্চ
বৃক্ষাঃ’ ॥৫২৩॥

অবথবৃক্ষ, বটবৃক্ষ, কপিথবৃক্ষ ও আত্মবৃক্ষ ইতরেতর
সমাস করিলে ‘বৃক্ষাঃ’ এই পদ মাত্র অবশিষ্ট থাকে ॥৫২৩॥

‘অগ্নিন্ বনে বৃক্ষা কলতি’ যৈছে হয়;

তৈছে সব আত্মারাম ককভক্তি কর।

‘আত্মারামাশ্চ’ সমুচ্চরে কহিলে চকার;

‘মুনবৃক্ষ’ ভক্তি করে এই অর্থ তার।

হইতেছে। বিধিমাৰ্গে ১৩ ও রাগমাৰ্গে ১৩ : হুত্তরায় সৰ্ব্বভূত ৩২ আকার আত্মারাম। আত-
বা উপসর্গভি—বাঁহাদের রতি অগ্নিহুত্রে; অমাত রতি—বাঁহাদের তাহা লভ্য হই।
রতি অগ্নিহুতির ব্যাখ্যা পূর্বে ৫৭৬—৫৮৬ পৃঃ দেখ।

‘নিগ্রহা এব হঞা, অপি নির্দারণে;
এই উনবটি প্রকার অর্থ করিল ব্যাখ্যানে ।
সর্ব সমুচ্চরে এক আর অর্থ হয় ;
আত্মারামান্ত মুনরন্ট নিগ্রহাণ্ড ভঙ্গন ।
অপি শব্দ অবধারণ দেও চারিবার ;
চারি শব্দ সনে এবে করিবে উচ্চারণ ।

যথা—

‘উল্লঙ্ঘন এব, ভক্তিমেষব, অহৈতুকীমেব, কুর্বন্ত্যেব’ ॥৫২৪॥

‘এইত করিল মোকের যটি সংখ্য অর্থ ;
এক অর্থ শুন আর প্রমাণ সমর্থ ।
‘আত্মা’ শব্দে কহে কেন্দ্রজ জীব লক্ষণ ;
প্রবাহি কীট পর্যন্ত তার শক্তিতে গণন ।

তথাহি শ্রীভগবৎসন্দর্ভে সত্বং রজস্তম ইত্যশ্চ ব্যাখ্যায়া
ম্বতো বিষ্ণুপূরাণীয় বর্তমানস্য সপ্তমাধ্যায়ীয় ষষ্টিতমল্লোকঃ

‘বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা কেন্দ্রজা চ তথাপরা ।

অবিদ্যাকর্মসংজ্ঞাস্তা তৃতীয়া শক্তিরীম্যতে’ ॥ ৫২৫ ॥

টীকা ও ব্যাখ্যা আদি: ১৬১ শ্লো: ২৪১ পৃ: দেখ ১৫২৪১

তথা চ অমরঃ ।

‘কেন্দ্রজ আত্মা পুরুষঃ প্রধানঃ প্রকৃতিঃ ত্রিমাষ ॥৫২৬॥

কেন্দ্রজ শব্দে আত্মা, পুরুষ, প্রধান এবং প্রকৃতি
বুঝায় ॥৫২৬॥

‘অবিতে অমিতে বহি সাধুন পায় ;
ভবে সব ভাবি দেও কৃষ্ণকে ভঙ্গন ।
যটি অর্থ করিল সব কৃষ্ণের ভঙ্গন ;
এই অর্থ চর দেউ পব উচ্চারণ ।

‘একবার্ধ অৰ্ধ এবৈ হুৱিল তোমা নহে ;
 তোমার ভক্তিবশে তাঁই অৰ্ধের তরঙ্গে’ ।
 অৰ্ধ তুনি সনাতন বিদিত হইয়া
 ভক্তি করে যথাশ্রদ্ধার চরণে ধরিতা ।
 ‘সাক্ষাৎ ইখর তুমি ব্রহ্মেন্দ্র নন্দন ;
 তোমার নিখাসে সব বৈদ্য প্রবর্তন ।
 তুমি বক্তা ভাগবতে তুমি জান অৰ্ধ ;
 তোমা বিনা অন্য জানিতে নাহিক সমৰ্ধ’ ।
 এতু কহে ‘কেন কর স্তবন আমার ?
 ভাগবতের স্বরূপ কেন না কর বিচার ?
 কৃষ্ণ তুল্য ভাগবত বিতু সর্গাশ্রয় ;
 প্রতি শ্লোকে প্রতি অক্ষরে নানা অৰ্ধ কর ।
 এয়োত্তরে ভাগবতে করিয়াছে নির্দায় ;
 বাহার শ্রবণে লোকে লাগে চমৎকার ।

তথাহি প্রাচীন কৃত শ্লোকঃ

‘অহং বেতি শুকো বেতি ব্যাসো বেতি ন বেতি বা ।

ভক্ত্যা ভাগবতং গ্রাহং ন বুধ্যা ন চ টীকয়া’ ॥ ৫২৭ ॥

হে নারদ ! ‘অহং’ নারায়ণঃ ভাগবতঃ শ্রীমদ্ভাগবতার্থবিভার্যঃ ‘বেতি’
 বৈদীতি অৰ্ধঃ ‘শুকঃ’ ব্যাসনন্দনঃ ‘বেতি’ জানাতি ‘ব্যাসঃ’ ‘বেতি’
 ‘ন বেতি’ ‘বা’ সম্ভাবনার্থঃ ; ‘ভাগবতং’ ‘ভক্ত্যা’ ‘গ্রাহং’ গ্রহণীয়ং ‘বুধ্যা’
 ‘ন’ ‘টীকয়া’ ‘ন চ’ গ্রাহমিত্যশেষঃ ॥ ৫২৭ ॥

হে নারদ ! শ্রীমদ্ভাগবতার্থ আমি জানি, ব্যাসনন্দন শুকও
 জানেন, ব্যাস কিছু জানিলেও জানিতে পারেন ; ভক্তি
 দ্বারাই ভাগবত গ্রাহ ; টীকা বা বুজি দ্বারা নহে ॥ ৫২৭ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে প্রথমোধ্যায়ের ত্রয়ো-
 বিংশ শ্লোকে সূতং প্রতি সৌনকাদিযাক্যং

‘ক্রহি যোগেশ্বরে কৃষ্ণে ব্রহ্মণ্যে ধর্মবান্মনি

স্বাং কাঠানধুনোপেতে ধর্মঃ কং শরণং দত্তঃ’ ॥ ৫২৮ ॥

‘ধর্মবর্ধনি’ ধর্মস্ত বর্ধনি কথ্যবজ্রককে ‘যোগেশ্বরে’ ‘ব্রহ্মণ্যে’ দয়ালো
‘কৃষ্ণে’ ‘অধুনা’ ইদানীং ‘বাং’ স্বকীয়ং ‘কাটাং’ সর্বাঙ্গাং স্বরূপমিত্যর্থঃ
‘উপগতে’ প্রাপ্তে সতি স্বধামোপগতে সতি ইত্যর্থঃ ‘ধর্মঃ’ ‘কং’ জনং ‘শরণং’
‘গতঃ’ তৎ ‘জাহি’ কথয় ॥ ৫২৮ ॥

হে সূত ! ধর্মরক্ষক, যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ একগুণে নিত্যধামে
গমন করিয়াছেন ; বল দেখি ধর্ম এখন কাহার শরণাপন্ন
হইলেন ? ॥ ৫২৮ ॥

তথাহি তত্রৈব তৃতীয়াধ্যায়ে বিচছারিংশ শ্লোকে সৌনকা-
দীনু প্রতি সূত বাক্যং

‘কৃষ্ণে স্বধামোপগতে ধর্মজ্ঞানাদিভিঃ সহ ।

কলৌ নষ্টদৃশ্যমেবঃ পুরাণাকৌহধুনোদিতঃ’ ॥ ৫২৯ ॥

‘ধর্মজ্ঞানাদিভিঃ’ ‘সহ’ ‘কৃষ্ণে’ ‘স্বধাম’ বৈকুণ্ঠধাম ‘উপগতে’ সতি
‘কলৌ’ কলিযুগে ‘নষ্টদৃশ্যং’ নেত্রহীনানাং মুগ্ধজ্ঞানানামিত্যর্থঃ জনানাং
সম্বন্ধে ‘এবঃ’ ‘পুরাণাকঃ’ পুরাণসূচ্যঃ শ্রীমদ্ভাগবতমিত্যর্থঃ ‘অধুনা’ পরীক্ষিতঃ
প্রায়োপবেশনকালে উদ্ভিতঃ কৃষ্ণস্বর্গোহস্তমিতে সতি লোকজ্ঞানার্থঃ পুরাণ-
স্বর্গোহস্মিত ইতিভাবঃ ॥ ৫২৯ ॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের স্বধামে গমনের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মজ্ঞানাদি
অস্তমিত হইলে কলিযুগের লোকের জ্ঞান চক্ষুঃ অজ্ঞানাক-
কারে আবৃত হইয়াছিল ; এইরূপ সময়ে এই পুরাণসূচ্য
উদ্ভিত হইল ॥ ৫২৯ ॥

‘এইত করিল এই শ্লোকের ব্যাখ্যান ;

বাকুলের প্রলাপ করি কে করে প্রমাণ ?

আমা হৈন বেদা কেহ বাকুল ধর ;

এই বুঝে ভাগবতের অর্থ জানয়’ ।

পুনঃ সনাতন করে হুঁড়ি হুই করে ;
 এতু আজ্ঞা দিলা বৈকুণ্ঠ স্থিতি করিবারে ।
 'হুঁড়ি নীচ আতি কিছু না জানি আচার ;
 মো হৈতে কৈছে হয় স্থিতি পরচার ?
 হুঁড়ি করি দিশা যদি কর উপদেশ ;
 আপনি করহ যদি ছদ্মরে প্রবেশ ;
 তবে তার দিশা ক্ষুরে মো নীচের ছদ্মর ।
 দেবর তুমি, যে কহাও, সেই সিদ্ধ হয়' ।
 এতু কহে যে করিতে করিবে তুমি মন ;
 কৃষ্ণ সেই সেই তোমা করাবেন ক্ষুরণ ।
 তথাপি হুঁড়ি রূপ শুন দিগ্‌ দরশন ;
 সর্কাবরণ লিখি আদৌ গুরু আশ্রয়ণ ।
 গুরু লক্ষণ, শিষ্য লক্ষণ, হুঁহার পরীক্ষণ ;
 সেবা ভগবান্, সব মন্ত্র বিচারণ ।
 মন্ত্র অধিকারী, মন্ত্র শুদ্ধাদি শোধন ;
 দীক্ষা, প্রোক্তঃস্থতি, কুতা, নৌচ, আচমন ।
 দত্তধাবন, স্নান, সন্ধ্যাদি বন্দন ;
 গুরুসেবা, উর্দ্ধ পুণ্ড্র চক্রাদি ধারণ ।
 গোপী চন্দন মালাধৃতি, তুলসী আহরণ ;
 বস্ত্র পাঠি গৃহ সংস্কার, কৃষ্ণ প্রবেশন ।
 পঞ্চ, ষোড়শ, পঞ্চাশৎ উপচারে অর্চন ;
 পঞ্চকাল পূজারতি কৃষ্ণের ভোজন শরন ।
 ত্রীমূর্তি লক্ষণ আর শালগ্রাম লক্ষণ ;
 কৃষ্ণকৈবল্যাত্মা, কৃষ্ণমূর্তি দরশন ।
 নাম মহিমা, নামাগরাধ দূরে বর্জন ;
 বৈকুণ্ঠ লক্ষণ, সেবা অপরাধ বর্জন ।
 শম্ভু জল গন্ধ পুষ্প ধূপাদি লক্ষণ ;
 জগৎ স্থিতি পরিক্রমা রত্নবৎ বন্দন ।
 পুরস্কার-বিধি, কৃষ্ণ প্রসাদ ভোজন ;
 অনিবেদিত ত্যাগ, বৈকুণ্ঠ নিকাদি বর্জন ।

‘মাদু লক্ষণ, মাদু মন, মাদু দেহন ;
 অসং মদ ভ্যাগ, শ্ৰিতাগবত শ্ৰবণ ।
 দিনকৃত্য, পক্ষকৃত্য, একাদশ্যাধি বিবরণ ;
 মাসকৃত্য, জন্মষ্টম্যাধি বিধি বিচারণ ।
 একাদশী জন্মষ্টমী বামন দ্বাদশী ;
 ত্ৰিমাখনবমী আৰ কুনিংহ চতুৰ্দশী ।
 এই নবাব বিদ্বাত্যাস (১) অবিদ্বা কৰণ ;
 অকরণে দোষ, কৈলে ভক্তি সন্তান ।
 সৰ্ব্বত্র প্রমাণ দিবে পূরণ ঘটন ;
 শ্ৰীমুৰ্ত্তি বিম্ব মন্দির করণ লক্ষণ ।
 সামান্য সনাতান আৰ বৈষ্ণব আচাৰ ;
 কৰ্ত্তব্যাকৰ্ত্তব্য সাক্ষ্য ব্যবহার ।
 এই সংক্ষেপে কৰিল সিংহ দয়নন ;
 ববে তুমি লিখিবে কৃষ্ণ কৰাবে ‘কুৰণ’ ।
 এইত কহিল প্রভুর সনাতনে প্রসাদ ;
 বাহাৰ শ্ৰবণে ভক্তের ধৰ্মে অবলাদ ।
 নিজ গ্রহে কণপুৰ বিস্তার করিলা ;
 সনাতনে প্রভুর প্রসাদ রাখিয়াছে লিখিলা ।

তথাহি চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে নবমাস্তে শততমল্লোকে
 প্রতাপরুদ্রঃ প্রতি বার্তাহারিবাচ্যঃ

‘গৌড়েন্দ্রস্য সভাবিজুৰ্ণনমপি স্ত্যক্তং। য যজ্ঞাং ত্ৰিয়ং
 রূপস্যাগ্রজ এব এব তরুণীং বৈরাগ্যলক্ষ্মীং দধে ।

অন্তৰ্ভক্তিৰসেন পূৰ্ণসরসো বাহেহবধু তাকুতিঃ

শৈবালৈঃ পিহিতং মহাসর ইব প্রীতিপ্রদন্তদ্বিদাং’ ॥৫৩০॥

‘কঃ’ ‘এবঃ’ ‘গৌড়েন্দ্র’ বন্দেবরত’ ‘সভাবিজুৰ্ণনমপি’ ‘রূপস্যা’ ভগ্নাব-

১ বিদ্বাত্যাস—যে যিনে উল্লিখিত তিথির সহিত তাহার পূৰ্ববৰ্ত্তী তিথির কোন থাকে
 সে যিনে উপবাসাধি পরিচয়ন কৰিতে হইবে। যেনন দশমীমুখ একাদশীদিনে উপবাস
 হইবে না ।

যেহা 'অজ্ঞানঃ' জ্ঞাননাশনঃ 'কৃত্যং' মহানবুদ্ভিসম্পন্নঃ 'জিহ্বা' লক্ষীঃ
'ভ্যক্তা' 'ভক্তী' নবীনঃ ভরণীঃ পার্শ্বতঃ সংসারার্ণবভরণীঃ 'বৈরাগ্য-
লক্ষীঃ' 'বধে' আশ্রিতবান্ ? কীদৃশঃ নঃ ? 'অজ্ঞঃ' বাহে 'জ্ঞিরসেন' 'পূর্ণ-
সরসঃ' পূর্ণঃ সরসঃ হৃদয়রূপঃ বস্য সঃ 'বাহে' 'অবধূতাকৃতিঃ' মহাবৈরাগী
'শৈবালৈঃ' 'গিহিতঃ' সমাচ্ছাদিতঃ 'মহাসর ইব' মহাসরোবরবৎ ; 'ভবিদ্যঃ'
ভগবদ্বিদ্যঃ অনান্যঃ 'প্রীতিপ্রদঃ' প্রেমদায়কঃ ॥ ৫০ ॥

রূপাঞ্জন এই সনাতন গোড়েশ্বরের সভার অলঙ্কার
ছিলেন ; ইনি মহাসম্পত্তিলক্ষীকে পরিত্যাগ করিয়া নবীন-
বৈরাগ্যলক্ষীকে আশ্রয় করিয়াছেন ; শৈবালাচ্ছাদিত মহা-
সরোবরের স্থায় ইহার হৃদয় ভক্তিরসে পূর্ণ ; কিন্তু বাহিরে
অবধূত বেশ ; ইনি ভগবত্তত্ত্বজ্ঞদিগের প্রীতিপ্রদ ॥ ৫০ ॥

তথা তত্রৈব একাধিকশততমশ্লোকে প্রতাপরুদ্রঃ প্রতি
বার্তাহারিবাক্যং

‘তং সনাতনমুপাগতমক্লে। দৃষ্টিমাজ্ঞমতিমাজ্ঞদয়াজ্ঃ ।

আলিলিঙ্গ পরিবারতদোর্ভ্যাং সানুকম্পমথ চম্পক-

গৌরঃ’ ॥ ৫০১ ॥

‘চম্পকগৌরঃ’ ত্রিগৌরাদঃ ‘অথ’ অনন্তরং ‘উপাগতং’ সমাগতং ‘তং’
সনাতনম্ ‘অক্লেঃ’ নেত্রয়োঃ ‘দৃষ্টিমাজ্ঃ’ ‘অতিমাজ্ঃ দয়াজ্ঃ’ সন্ ‘পরিবারত-
দোর্ভ্যাং’ আরতদীর্ঘবাহভ্যাং ‘সানুকম্পং’ বধা স্যাৎ তথা ‘আলিলিঙ্গ’ ॥ ৫০১ ॥

চম্পকের স্থায় গৌরবর্ণ ত্রিগৌরাস সনাতনকে সমাগত
দেখিয়া অতিমাত্র দয়াজীভূত হওতঃ আরতদীর্ঘ বাহুদ্বয় দ্বারা
সানুকম্প আলিঙ্গন করিলেন ॥ ৫০১ ॥

তথাহি ভট্টৈব চতুর্থধিকপততয় শ্লোকে প্রতাপকথঃ
প্রতি বার্তাহারিবাক্যঃ

‘কালেন বৃন্দাবনকেলিবর্ত্ত।

নুপ্তেতি তাং খাপয়িতুং বিশিষ্য

কৃপায়ুতেনাভিষিষে চ দেব

স্তত্ৰৈব রূপঞ্চ সনাতনঞ্চ’ ॥ ৫৩২ ॥

টীকা ও ব্যাখ্যা। মধ্যঃ ২২৮ শ্লোকঃ ৪৩৪—৩৫ পৃঃ দেখ ॥ ৫৩২ ॥

এই কহিল সনাতনে প্রভুর প্রসাদ ;

বাহার শ্রবণে ভক্তের খণ্ডে অবলাদ ।

কৃষ্ণের স্বরূপগণের সকল হয় জ্ঞান ;

বিধি রাগমার্গে সাধনভক্তির বিধান ।

কৃষ্ণপ্রেম, ভক্তিরস, ভক্তির সিদ্ধান্ত ;

ইহার শ্রবণে ভক্ত জ্ঞানেন সব অন্ত ।

শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অধৈত চরণ

যার প্রাণধন, সেই পার এই ধন ।

শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ ;

চৈতন্য চরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ।

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে আত্মারামাশ্চেতি শ্লোকব্যাখ্যায়ঃ
সনাতনান্নগ্রহো নাম চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদঃ ॥ ২৪ ॥

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ ।

গ্রন্থকারস্ত ।

বৈকবীকৃত্য সন্ন্যাসিমুখান্ কানীনিবাসিনঃ ।

সনাতনং হুসংকৃত্য প্রভু নীলাদ্রিমাগতঃ ॥ ৫৩৩ ॥

‘প্রভুঃ’ চৈতন্যপ্রভুঃ ‘কানীনিবাসিনঃ’ ‘সন্ন্যাসিমুখান্’ প্রকাশানন্দাদীন
সন্ন্যাসিগ্ৰেষ্ঠান ‘বৈকবীকৃত্য’ ‘সনাতনং’ ‘হুসংকৃত্য’ চ উপবিষ্ট চ ‘নীলাদ্রিঃ’
‘আগতঃ’ ॥ ৫৩৩ ॥

চৈতন্যপ্রভু কাশীবাণী সন্ন্যাসীদিগকে বৈষ্ণবধর্মে
লোকিত করিয়া ও সনাতনকে শিক্ষা দিয়া নীলাদ্রি আগমন
করিলেন ॥ ৫৩৩ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য ! জয় নিত্যানন্দ !
অমায়ৈভক্ত্য ! জয় গৌরভক্তযুগ !
এই মত মহাপ্রভু হুই মাস পর্য্যন্ত ;
শিক্ষাইল তাঁরে ভক্তি সিদ্ধান্তের অন্ত ।
পরমানন্দ কীর্তনীর। শেখরের সঙ্গী ;
প্রভুকে কীর্তন শুনার অতি বড় রঙ্গী ।
সন্ন্যাসীরগণ প্রভু যদি উপেক্ষিল ;
ভক্ত হুঃখ শণ্ডহিতে ভারে কৃপা কৈল ।
সন্ন্যাসীয়ে কৃপা পূর্বে লিখিয়াছি বিস্তারিয়া ; (১)
উদ্দেশে করিয়ে ইহা সংক্ষেপ করিয়া ।
বাঁহা তাঁহা প্রভুর নিন্দা করে সন্ন্যাসীগণ ;
তুনি হুঃখে মহারাত্রী করয়ে চিন্তনঃ—(২)
'প্রভুর স্বভাব যে বা দেখে সন্নিধানে ;
স্বরূপ অনুভাবি তাঁরে ঈশ্বর করি মানেন ।
কোন প্রকারে পারি যদি একত্র করিতে ;
ইহা দেখি সন্ন্যাসীগণ হবে ইহার ভক্তে ।
বারাণসী বাস আমার হয় সর্বকালে ;
সর্বকাল হুঃখ পাইব ইহা না করিলে' ।
এত চিন্তি নিমন্ত্রিল সন্ন্যাসীরগণে ;
তবে সেই বিপ্র আইল মহাপ্রভুর স্থানে ।
হেনকালে নিন্দা শুনি পৈথর তপন ;
হুঃখ পাক্সা প্রভু পদে কৈল নিবেদন ।

১ লিখিয়াছি বিস্তারিয়া—আদি: ২৩০—২৪৮ পৃ: দেখ ।

২ মহারাত্রী করয়ে চিন্তনঃ—মধ্য: ৩৮৭—৩৯৯ পৃ: দেখ ।

তত্ক্ষণে দেখি প্রভু মনেতে চিহ্নিল ;
 সন্ন্যাসীর মন ফিরাইতে মন হৈল ।
 হেনকালে বিপ্র আসি করিল নিমন্ত্রণ ;
 অনেক দৈন্যাদি করি ধরিল চরণ ।
 তবে মহাপ্রভু তাঁর নিমন্ত্রণ মানিলা ;
 আর দিনে মধ্যাহ্ন করি তাঁর ঘরে গেলা ।
 তাঁহা যৈছে কৈল প্রভু সন্ন্যাসী নিস্তার ;
 পঞ্চ তত্ত্বাধ্যানে তাহা করিয়াছি বিস্তার ।
 এত্বে বাড়ে পুনরুজ্জ্বলিত হয়ত কখন ;
 তাঁহা যে না লিখিল তাহা করিয়ে লিখন ।
 যে দিবসে প্রভু সন্ন্যাসীকে কৃপা কৈল ;
 সে দিবস হৈতে গ্রামে কোলাহল হৈল ।
 লোকের সংঘট আইসে প্রভুরে দেখিতে ;
 নানাশাস্ত্রে পণ্ডিত আইসে শাস্ত্র বিচারিতে ।
 সর্বশাস্ত্র খণ্ডি প্রভু ভক্তি করে সার ;
 সুযুক্তিক বাক্যে মন ফিরায় সবার (১) ।
 উপদেশ লয়ে করে কৃষ্ণসংকীৰ্ত্তন ;
 সর্বলোক হানে গায় করয়ে নরন ।
 প্রভুরে এণ্ড হৈল সন্ন্যাসীরগণ ;
 আত্ম মধ্যে গোষ্ঠী করে ছাড়ি অধ্যয়ন ।
 প্রকাশানন্দের শিষ্য এক, তাঁহার সমান ;
 সভা মধ্যে কহে প্রভুরে করিয়া সম্মান ।
 'শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য হয় সাক্ষাৎ নারায়ণ ;
 ব্যাস হৃদয়ের অর্থ করেন অতি মনোরম ।
 উপনিষদের করেন মুখ্যার্থ ব্যাখ্যান ;
 গুনিয়া পণ্ডিত লোকের জুড়ায় মন কাণ ।
 স্ত্রী উপনিষদের মুখ্যার্থ ছাড়িয়া ;
 আচার্য্য করনা করে আশ্রয় করিয়া ।
 আচার্য্যকল্পিত অর্থ পণ্ডিত যে শুনে ;

‘সুখে হয় হয় করে, দ্বয়রে না মানে ।
 শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য বাক্য দৃঢ় সত্য মানি ;
 কলিকালে সন্ন্যাসে সংসার নাহি জিনি ।
 ‘হরেনার্ম’ নৌকের যেই করিল ব্যাখ্যান ;
 সেই সত্য স্বধর্মার্য পরম প্রমাণ ।
 ভক্তি বিনা মুক্তি নহে ভাগবতে কর ;
 কলিকালে নামাভাসে সুখে মুক্তি হয় ।

তথাহি জীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে চতুর্দশাধ্যায়ে চতুর্থ-
 শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণঃ প্রতি ব্রহ্মবাক্যং

‘শ্রেয়ঃ সৃতিং ভক্তি মুদস্ততে বিভো
 ক্রিশ্চিস্তি যে কেবলবোধলকয়ে
 তেবামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
 নান্দ্রবধা স্থলতুষাবঘাতিনাং’ ॥ ৫৩৪ ॥

টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যঃ ৩৪৮ শ্লোকে ৫৩৭—৩৮ পৃঃ দেখ ॥ ৫৩৪ ॥

তথা তত্রৈব দ্বিতীয়াধ্যায়ে ষড়্বিংশশ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ-
 মুদ্दिष्ट দেবস্তুতিঃ

‘বেহন্তেহরবিন্দাক বিমুক্তমার্মিন
 স্ত্র্যাস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ
 আরুহ্য কুচ্ছেৎ পরং পদং ততঃ
 পতন্ত্যধোহনাদৃত মুগ্ধদম্ভুরঃ’ ॥ ৫৩৫ ॥

টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যঃ ৩৫২ শ্লোকে ৫৪০ পৃঃ দেখ ॥ ৫৩৫ ॥

‘ব্রহ্ম শব্দে কহে বড়ৈক্য পূর্ণ ভগবান ;
 তাঁরে নিরীশেষ হাপি পূর্ণতা হয় হান ।

‘অতি পুরাণ কহে কৃষ্ণের চিহ্নকি বিলাস ; (১)

তাহা নাহি মানি পণ্ডিত করে উপহাস ।

চিদানন্দ কৃষ্ণবিগ্রহ মায়িক করি মানি ;

এই বড় পাপ সভ্য চৈতন্যের বাণী ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে নবমাধ্যায়ে তৃতীয়-
শ্লোকে ব্রহ্মবাক্যং

‘নাতঃ পরং পরম যদ্বতঃ স্বরূপ

মানন্দমাত্রমবিকল্প মবিক্লবচ্চঃ ।

পশ্যামি বিশ্বসৃজমেকমবিশ্বমাত্মনু

ভূতেন্দ্রিয়ান্নকমদন্ত উপাশ্রিতোহস্মি’ ॥ ৫৩৬ ॥

হে ‘পরম’ ! শ্রেষ্ঠ ! ‘অবিক্লবচ্চঃ’ অনাবৃততেজঃ ‘অবিকল্পঃ’ নির্বিশেষঃ অতএব ‘আনন্দমাত্রঃ’ ‘ভবতঃ’ তব ‘যৎ’ ‘স্বরূপং’ অস্তুত্বিশেষঃ তৎ ‘অতঃ’ অস্মাৎ দৃশ্যমানাৎ রূপাৎ ‘পরং’ ভিন্নং ‘ন’ ‘পশ্যামি’ ; কিন্তু ইদমেব তৎ । অতঃ কারণাৎ হে ‘আত্মনু’ ‘তে’ তব ‘অদঃ’ ইদং রূপং অহং ‘উপাশ্রিতোহস্মি’ কীদৃশং তৎ ‘একং’ উপাশ্রয়েষু মুখ্যং যতঃ ‘বিশ্বসৃজং’ বিশ্বং সৃজ-
তীতি তৎ কিন্তু ‘অবিশ্বং’ বিশ্বমাদ্যন্যং পুনঃ ‘ভূতেন্দ্রিয়ান্নকং’ ভূতানাং ইন্দ্রিয়ানাঞ্চ আত্মানং কারণম্ ॥ ৫৩৬ ॥

ব্রহ্মা ধ্যানযোগে হৃদয় মধ্যে ভগবানের সবিশেষ সচ্চিদা-
নন্দবিগ্রহ অনুভব করিয়া স্তব করিতেছেন :—হে পরম !
তোমার প্রমুক্ততেজ, নির্বিশেষ আনন্দবিগ্রহ হইতে
আমি এখন যে স্বরূপ অনুভব করিতেছি, তাহা ভিন্ন দেখা
ষায় না ; বরং দেখিতেছি ইহাই তাহা । অতএব হে
আত্মনু । আমি এই রূপের আশ্রয় লইলাম ; এই মূর্তি বিশ্ব-

১ অতি পুরাণ কহে কৃষ্ণের চিহ্নকি বিলাস—ইহার পর কোন কোন গ্রন্থে এই পাঠ
দেখা যায় :—“তাহার প্রবণে মনে হয় তো উদাস । তাহা নাহি মানি পণ্ডিত করে উপহাস ;
যে বিগ্রহ না মানে তার হয় সর্বনাশ ।”

হইতে বিভিন্ন অর্থক বিবৃষ্টিকারিণী, উপাস্য স্বরূপের মধ্যে মুখ্য, এবং ভূতেন্দ্রিয়াদিগণের উৎপত্তি কারণ ॥ ৫৩৬ ॥

তথা তত্ৰৈব চতুর্থশ্লোকে ব্রহ্ম বাক্যং

‘ব্রহ্মা ইদং ভুবনমঙ্গল মঙ্গলার

ধ্যানে স্ম নো দর্শিতং ত উপাসকানাং

তস্মৈ নমো ভগবতেহুবিধেম ভুভাং

যো নাদৃতো নরকভাগ্ভিরসংপ্রসঙ্গৈঃ’ ॥ ৫৩৭ ॥

হে ‘ভুবনমঙ্গল’ ‘মঃ’ অম্বাকং উপাসকানাং ‘মঙ্গলার’ ভরা ‘ঈদং’ ‘তথা’ আনন্দময়রূপং বা ‘ধ্যানে’ ‘দর্শিতং’ ‘স্ব’ বিশ্বরে। অতঃ ‘তস্মৈ’ ‘ভগবতে’ ‘ভুভাং’ ‘নমঃ’ মঙ্গলকারং ‘অহুবিধেম’ অহুত্বত্যা পরিচর্য্যা ইত্যর্থঃ করবায। তর্হি কিমিতি কেচিন্মাং ন আভিযন্তে তত্রাহ ‘য’ স্বং ‘নরকভাগ্ভিঃ’ ‘অসংপ্রসঙ্গৈঃ’ নিরীশ্বর কুতর্ক নিষ্ঠৈঃ অনৈঃ ‘ন’ ‘নাদৃতঃ’ স্যাৎ ১৫৩৭ ॥

হে ভুবনমঙ্গল ! আমরা তোমার উপাসক ; তুমি কি আমাদের মঙ্গলের জন্য ধ্যানযোগে এইরূপ দর্শন করাইলে ? হে ভগবন্ ! পরিচর্যা দ্বারা আমরা তোমাকে নমস্কার করি ; নিরীশ্বরবাদী কুতর্কনিষ্ঠ লোকেরাই কেবল তোমার (সচ্চিদানন্দ বিগ্রহের) আদর করে না ॥ ৫৩৭ ॥

তথাহি শ্রীভগবদগীতার্থং নবমাধ্যায়ে একাদশশ্লোকে অর্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং

‘অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমান্ত্রিতং ।

পরং ভাবমজানন্তঃ সর্বভূতমহেশ্বরং’ ॥ ৫৩৮ ॥

‘সর্বভূতমহেশ্বরং’ মদীরং ‘পরং’ ‘ভাবং’ তদ্বং ‘অজানন্তঃ’ ‘মূঢ়াঃ’ মূঢ়াঃ ‘মানুষীং’ ‘তনুং’ তদনুসবরীমপি মহাবাক্যকারং ‘মান্ত্রিতং’ আশ্রিতবস্তং ‘মাং’ ‘অবজানন্তি’ অবদনন্তে । ৫৩৮ ।

আমি সর্বভূত মহেশ্বর ; আমি কনুযাদেহ ধারণ করি-
য়াছি বলিয়া মূঢ়ব্যক্তিগণ পরমতত্ত্ব অবগত না হইয়া আমাকে
অরজ্ঞ করিয়া থাকে ॥ ৫৩৮ ॥

তথা তত্রৈব ষোড়শাধ্যায়ে ঊনবিংশশ্লোকে অর্জুনঃ প্রতি
শ্রীকৃষ্ণ বাক্যং ।

‘তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্
ক্ৰিপাম্যজ্ঞশ্চমশুভানাস্তরীক্ষেব যোনিষু’ ॥ ৫৩৯ ॥

‘তান্’ সাধুন্ ‘দ্বিষতঃ’ ‘ক্রূরান্’ ‘অশুভান্’ ‘নরাধমান্’ ‘সংসারেষু’ অস-
মুতুম্যার্গেষু ‘আস্তরীষু’ ‘যোনিষু’ ‘অজ্ঞঃ’ ‘অমশুঃ’ অনবরতঃ ‘ক্ৰিপাঙ্কি’
তেবাং পাপকন্মণাং তাদৃশং কলং দদামীত্যর্থঃ ॥ ৫৩৯ ॥

সেই সকল ক্রূর, অশুভকারী, সাধু বিদ্বেষ্টা নরাধম-
দিগকে আমি আস্তর্যোনিতে সর্বদা নিক্ষেপ করি ॥ ৫৩৯ ॥

‘স্বত্রে পরিণাম বাদ, তাহা না মানিয়া ;
বিবর্তবাদ স্থাপে ব্যাস ভ্রান্ত বলিয়া । (১)
এইত করিত অর্থ মনে নাহি ভাব ;
শাস্ত্র ছাড়ি কুকল্পনা পাবও বুঝায় ।
পরমার্থ বিচার পেল করি মাজ বাদ ;
কীহা মুক্তি পাব কীহা কুকের প্রসাদ ।
বাস সূত্রে অর্থ আচার্য্য করে আচ্ছাদন ;
এই সত্য হয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য বচন ।
চৈতন্য পৌঁসাঞি যেই কহে সেই মত সার ;
আর যত মত সেই সব ছারখার ।’
এত কহি সেই করে কৃষ্ণ সংকীর্তন ;
শুনি প্রকাশনক কিছু কহেন বচন ।

‘আচার্য্যের আদর্শ অবৈতবাদ স্থাপিতে ;
 তাতে স্বত্বের ব্যাখ্যা কয়ে অন্য রীতে ।
 ভগবৎ মানিলে অবৈত না ধাম স্থাপন ;
 অতএব সব শাস্ত্র করয়ে খণ্ডন ।
 যেই গ্রন্থ কর্তা চাহে সমস্ত স্থাপিতে ;
 শাস্ত্রের সহজ অর্থ না হয় তাঁহা হৈতে ।
 নীমাংসক কহে ঈশ্বর হন কর্মের অঙ্গ ;
 সাংখ্য কহে জগতের প্রকৃতি কারণ ।
 ন্যায় (১) কহে পরমাণু হৈতে বিশ্ব হয় ;
 মার্যবাদী নির্বিশেষ ব্রহ্ম হেতু কয় ।
 পাতঞ্জল কহে বৃক্ষ স্বরূপ আখ্যান ;
 অতএব বেদমতে স্বয়ং ভগবান্ । (২)
 পরম কারণ ঈশ্বর কেহ নাহি মানে ;
 স্ব স্ব মত স্থাপে পরমতের খণ্ডনে ।
 তাতে ছয় দর্শন হৈতে তত্ত্ব নাহি আমি ;
 মহাজন যেই কহে সেই সত্য মানি ।

তথাহি একাদশীতত্ত্বে দশমীবিদ্বৈকাদশীবিচারে ধৃত-
 হিমাঙ্গিনির্বন্ধীয়ব্যাসবচনং

‘তর্কোহপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্না
 নাসাম্বুধি র্ষস্ত মতং ন ভিন্নং
 ধর্ম্মস্ত তদ্বৎ নিহিতং গুহায়াং
 মহাজনো যেন গতঃ স পস্থাঃ’ ॥ ৫৪০ ॥

টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যঃ ২০৩ শ্লোকে ৩৯৭ পৃঃ দেখ ॥ ৫৪০ ॥

‘শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য বানী অমৃতের ধার ;
 তিহ যে কহয়ে বস্ত্র সেই তত্ত্ব সার’ ।

১. তায় কহে—বৈশেষিক দর্শনে জগদ্রূপান্তর কারণ পরমাণু ।

২. পাতঞ্জল ইত্যাদি—কোন কোন পুঁথিতে এই পয়ারটি নাই ।

এ সব বৃত্তান্ত শুনি মহারাজী বাঞ্ছন ;
 প্রভুকে কহিতে শ্রুতে করিলা গমন ।
 হেনকালে প্রভু পঞ্চনদে স্নান করি ;
 দেখিতে চলিয়াছেন বিষ্ণুমাধব জীহরি ।
 পথে সেই বিগ্রহ সব বৃত্তান্ত কহিল ;
 শুনি মহাপ্রভু হুখে কৈবল্য হাসিল ।
 মাধব মৌল্যধ্য দেখি আবিষ্ট হইলা ;
 অঙ্গনেতে আসি প্রেমে নীচিতে লাগিলা ।
 শেখর, পরমানন্দ, তপন, সনাতন ;
 চারি জন মিল করে নাম সংকীৰ্ত্তন ।

তথাহি ।

‘হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ ষাদবায় মনঃ ।
 গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন’ ॥ ৫৪১ ॥

চৌদিগেতে লোক লক্ষ বলে হরি হরি ;
 উঠিল মঙ্গলধ্বনি স্বর্গ মর্ত্য ভরি ।
 নিকটেতে ধ্বনি শুনি সেই প্রকাশানন্দ ;
 দেখিতে কোতুকে আইল লঞা শিষ্যবৃন্দ ।
 দেখিয়া প্রভুর নৃত্য দেহের মাধুরী ;
 শিষ্যগণ সঙ্গে সেই বলে হরি হরি ।
 কম্প স্বরভঙ্গ শ্রব বৈবৰ্ণ্য স্তম্ভ ;
 অজ্ঞধারায় ভিজে লোক পুলক কদম্ব ।
 হর্ষ দৈন্য চাপল্যাঙ্গি লক্ষারী বিকার ;
 দৈর্ঘ্য কালীবাণী লোকের হৈল চমৎকার ।
 লোক সংঘট্ট দেখি প্রভুর বাহু হৈল ;
 সন্ন্যাসীরগণ দেখি নৃত্য সম্মিল ।
 প্রকাশানন্দের প্রভু বদ্বিলা চরণ ;
 প্রকাশানন্দ আনি তাঁর ধরিল চরণ ।

প্রভু কহে 'তুমি অগবন্ধু প্রিয়তম ;
 আমি তোমার না হই শিষ্যের শিষ্য সম ।
 শ্রেষ্ঠ হঞা কেন কর হীনের বন্ধন ?
 আমার সর্জন্য হই তুমি ব্রহ্মসম ।
 বদ্যপি তোমারে সব ব্রহ্ম সম ভাসে ;
 লোক শিক্ষা লাগি এমন করিতে না আইসে ।'
 তিহু কহে 'তোমার নিম্না পূর্বে যে করিল ;
 তোমার চরণ স্পর্শে সব কর গেল ।

তথাহি প্রথমস্কন্ধে পঞ্চমাধ্যায়ে দ্বাদশশ্লোকস্ত চক্র-
 বর্ত্তি কৃতব্যাখ্যায়াং ধৃতং বাসনাভাষাধৃতং পরিশিষ্টে বচনং
 'জীবমুক্তা অপি পুনর্বন্ধনং যান্তি কৰ্ম্মভিঃ ।
 যদ্যচিন্ত্যমহাশক্তৌ ভগবত্যাপরাধিনঃ' ॥ ৫৪২ ॥

'যদি' 'অচিন্ত্যমহাশক্তৌ' 'ভগবতি' 'অপরাধিনঃ' যান্তি তদা 'জীব-
 মুক্তাঃ' 'অপি' জনাঃ 'পুনঃ' 'কৰ্ম্মভিঃ' অপরাধযুক্তকৰ্ম্মভিঃ 'বন্ধনং'
 যান্তি ॥ ৫৪২ ॥

জীবমুক্ত ব্যক্তিও যদি অচিন্ত্যশক্তি ভগবানের নিকট
 অপরাধী হয় ; তবে সেই অপরাধপ্রযুক্ত তাহাকে আবার
 কষ্টভোগ করিতে হয় ॥ ৫৪২ ॥

তথা ত্রীমস্তাগবতে দশমস্কন্ধে চতুস্ত্রিংশাধ্যায়ে সপ্তম-
 শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকদেববাক্যং

'স বৈ ভগবতঃ ত্রীমংপাদস্পর্শহতাশুভতঃ ।

ভেজে সর্ববপু হিহা রূপং বিদ্যাধরার্চিতং' ॥ ৫৪৩ ॥

'ভগবতঃ' 'ত্রীমংপাদস্পর্শহতাশুভতঃ' ত্রীমতঃ ঐশ্বর্যযুক্তস্য পাদস্য
 স্পর্শেন হতানি শুভতানি বসন্ত 'সঃ' সর্গঃ 'বৈ' নিশ্চিতং 'সর্ববপুঃ' সর্ব-
 নরীরঃ 'হিহা' 'বিদ্যাধরার্চিতং' বিদ্যাধরেযু অর্চিতং পূজিতং 'রূপং' 'ভেজে'
 প্রাপ্তবান্ ॥ ৫৪৩ ॥

ভগবানের ঐশ্বর্যযুক্ত পাদস্পর্শমাত্র তাহার সমুদায়
অশুভ বিনষ্ট হইল ; তখন সে সর্পশরীর পরিত্যাগ করতঃ
বিদ্যাধরপূজিত রূপ ধারণ করিল ॥ ৫৪৩ ॥

প্রভু কহে 'বিষ্ণু ! বিষ্ণু ! আমি জীব হীন ;
জীবে বিষ্ণু মানি এই অপরাধ চিহ্ন ।
জীবে বিষ্ণু বুদ্ধি করে যেই ব্রহ্ম সম ;
নারায়ণে মানে তারে পাষণ্ডে গণন' ।

তথাহি পাদ্যোত্তরখণ্ডে ত্রয়োবিংশাধ্যায়ে দ্বাদশশ্লোকঃ
তথা হরিভক্তিবিলাসস্ত প্রথমবিলাসে একমণ্ডতিতমাকবৈষ্ণব-
তত্ত্বমিতি কৃষ্ণা ধৃতশ্চ ।

‘যন্ত নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ
সমন্তেনৈব মন্তেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ ভ্রুবং’ ॥ ৫৪৪ ॥

শ্লোকা ও ব্যাখ্যা মধ্যঃ ২১৬ শ্লোকে ৪১৪ পৃঃ দেখ ॥ ৫৪৪ ॥

প্রকাশানন্দ কহে ‘তুমি সাক্ষাৎ ভগবান্ ।
তবু যদি কর তাঁর দাস অভিমান ;
তবু পূজ্য হও তুমি আমা সবাই হৈতে ;
সর্বনাশ হয় আমার তোমার নিন্দাতে ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ষষ্ঠস্কন্ধে চতুর্দশাধ্যায়ে চতুর্থ-
শ্লোকে শুকদেবং প্রতি পরীক্ষিত্বাক্যং ।

‘মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ ।
হুত্ব ভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষপি মহায়ুনে’ ॥ ৫৪৫ ॥

শ্লোকা ও ব্যাখ্যা মধ্যঃ ২৩৬ শ্লোকে ৪৪০—৪১ পৃঃ দেখ ॥ ৫৪৫ ॥

তথা তত্রৈব দশমস্কন্ধে চতুর্থাধ্যায়ে একত্রিংশশ্লোকে
পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং ।

‘আয়ুঃ শ্রিয়ং যশো ধর্ম্যং লোকানাশিষ এবচ ।

হস্তি শ্রেয়াংসি সর্বাণি পুংসো মহদতিক্রমঃ’ ॥৫৪৬

টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যঃ ১৮৯ শ্লোকে ৩৫৩ পৃঃ দেখ ॥ ৫৪৬ ॥

তথাহি তত্রৈব সপ্তমস্কন্ধে পঞ্চমাধ্যায়ে পঞ্চবিংশশ্লোকে
হিরণ্যকশিপুং প্রতি প্রহ্লাদবাক্যং ।

‘নৈবাং মতি স্তাবদুরুক্রমাজ্জিৎ

স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ ।

মহীয়সাং পাদরজোহভিষেকং

নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত বারৎ’ ॥ ৫৪৭ ॥

টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যঃ ৩৬৩ শ্লোকে ৫৪৭ পৃঃ দেখ ॥ ৫৪৭ ॥

‘এবে তোমার পাদাজে উপজিবে ভক্তি ;

তবি লাগি করি তোমার চরণে প্রণতি ।’

এত বলি প্রভু লঞা তথায় বসিলা ;

প্রভুকে প্রকাশানন্দ পুছিতে লাগিলা :—

‘মারাবাদে করিলে যত দোষের আখ্যান ;

সবে এই জানি আচার্য্যের কল্পিত ব্যাখ্যান ।

হুজের করিলে তুমি সুখমর্ষ বিবরণ ;

তাহা শুনি সবার হৈল চমৎকার মন ।

তুমি ত দৈবর তোমার আছে সর্গশক্তি ;

সংক্ষেপরূপে কহ তুমি শুনিতে হয় মতি ।’

প্রভু কহেন ‘আমি জীব, অতি তুচ্ছ জ্ঞান ;

ব্যান হুজের গভীরার্থ ব্যাস ভগবান ।

(তোমার হুজের অর্থ কোন জীব নাহি জানে) ।

‘অতএব আপনি শ্রদ্ধার্থ করিরাছে ব্যাখ্যানেন ।
 যেই শ্রদ্ধকর্তা সে যদি করয়ে ব্যাখ্যান ;
 তবে শ্রদ্ধের মূল অর্থ লোকের হয় জ্ঞান ।
 প্রণবের যেই অর্থ গায়ত্রীতে সেই হয় ;
 সেই অর্থ চতুঃশ্লোকীতে (১) বিবরিয়া কর ।
 ব্রহ্মাকে দৈব চতুঃশ্লোকীতে যে কহিল ;
 ব্রহ্মা নারদেয়ে সেই উপদেশ কৈল ।
 সেই অর্থ নারদ ব্যাসদেবেরে কহিল ;
 শুনি বেদবাস মনে বিচার করিল :—
 ‘এই অর্থ আমার শ্রদ্ধের ব্যাখ্যা রূপ
 শ্রীভাগবত করিব শ্রদ্ধের ভাষা স্বরূপ ।
 চারি বেদ উপনিষদ্ যত কিছু হয় ;
 তার অর্থ লঞা ব্যাস করিল সঞ্চয় ।
 যেই শ্রদ্ধে যেই এক বিবর বচন ;
 ভাগবতে সেই এক শ্লোক নিবন্ধন ।
 অতএব শ্রদ্ধের ভাষা শ্রীভাগবত ;
 ভাগবত শ্লোক উপনিষদ কহে এক অর্থ ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে অষ্টমস্কন্ধে প্রথমাদ্যায়ে অষ্টম-
 শ্লোকে ভগবন্তমুদ্दिष्टা মনুবাক্যং

‘আত্মাবাস্য মিদং বিশ্বং যৎকিঞ্চিজ্জগত্যাং জগৎ ।

তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মাগৃধঃ কশ্চস্বিদ্ধনং’ ॥ ৫৪৮ ॥

‘জগত্যাং’ জিভুবনে ‘যৎ’ ‘কিঞ্চিৎ’ ‘জগৎ’ স্থানং তত্ত্বস্বাত্মিকার্থঃ
 অস্তীতিশেষঃ তৎ সর্বং ‘ইদং’ ‘বিশ্বং’ ‘আত্মাবাস্যং’ আত্মনা দৈবরেন
 আবাদ্যং আবাদবিষয়ীভূতং সর্বাচৈতন্যগত্যাং ব্যাপ্তিমিত্যর্থঃ অতঃ ‘তেন’
 দৈবরেন ত্যক্তং দত্তং বন্ধনং তেনৈব ‘ভুঞ্জীথাঃ’ ভোগান্ ভুক্ত্ব । স্বার্থং

১ চতুঃশ্লোকীতে—ভাগবতের মূল শ্লোক চারিটি মাত্র ; অর্থাৎ পঞ্চাশ্লোক ৫৪৯ নাং
 ৫৫২ পর্যন্ত । কথিত আছে যে এই ৪টি শ্লোক প্রথমতঃ ভগবান্ নারায়ণ ব্রহ্মাকে
 উপদেশ করেন ; ব্রহ্মা নারদকে, নারদ ব্যাসকে তাহা বলেন । বেদবাস ই ৪টি শ্লোককে মূল
 করিয়া ভাগবত রচনা করিয়াছিলেন ।

‘কস্যচিৎ’ কস্যচিদপি জনস্য ‘ধনং’ ‘বাগ্ধনং’ যাকাজ্ঞাঃ । তথাচ কতিঃ
ঈশাবাস্যমিহমিতি ॥ ৫৪৮ ॥

জগতে যে কিছু পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায় ; তাহা
সকলই ঈশ্বরের সত্ত্বা ও চৈতন্য দ্বারা ব্যাপ্ত ; অতএব ঈশ্বর
যাহা প্রদান করিয়াছেন, তাহাই ভোগ কর ; আপনার জন্য
অপরের ধন আকাজক্ষা করিও না ॥ ৫৪৮ ॥

‘এক শ্লোক দেখাইয়া কৈল দিগ্ দরশন ;
এই মত ভাগবতের শ্লোক স্তম্ভ সম ।
ভাগবতে সৰ্ব্বত্র, অভিধেয়, প্রয়োজন ;
চতুঃশ্লোকীতে প্রকট তার করিয়াছে লক্ষণ ।
আমি সৰ্ব্বত্র তব, আমার জ্ঞান বিজ্ঞান ;
আমা পাইতে সাধন তত্ত্ব অভিধেয় নান ।
সাধনের ফল প্রেম মূল প্রয়োজন ;
সেই প্রেমে পার জীব আমার সেবন ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে নবমাধ্যায়ে ত্রিংশ-
শ্লোকে ব্রহ্মাণং প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যং

‘জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে যদ্বিজ্ঞানসমম্বিতং ।

সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহ্যণ পদিতং ময়া’ ॥ ৫৪৯ ॥

টীকা ও ব্যাখ্যা আদিঃ ২১ শ্লোঃ ২২-২৩ পৃঃ দেখ ৫৪৯

‘এই তিন অর্থ আমি কহিছ তোমারে ;
জীব তুমি এই তিন দ্বারিবে জানিবারে ।
বৈছে আমার স্বরূপ, বৈছে আমার ক্রিতি ;
বৈছে আমার গুণ কর বড়ৈবর্ষা নতি ;
আবার কৃপার এ সব ক্ষুদ্রক তোমারে ;
এক যদি তিন তব কহিল তাঁহারে ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে নবমাধ্যায়ে একত্রিংশ-
শ্লোকে ব্রহ্মাণং প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যং ।

‘যাকানহং যথা ভাবো যজ্ঞপশুগকর্ষকঃ ।

ভুতৈব তত্ত্ববিজ্ঞান মন্ত তে মদমুগ্রহাৎ’ ॥ ৫৫০ ॥

টীকা ও ব্যাখ্যা আদিঃ ২২ শ্লোঃ ২৩ পৃঃ দেখ ॥৫৫০॥

‘সৃষ্টির পূর্বে যষ্টৈশ্বর্য্য পূর্ণ আমি হইয়ে ;

প্রপঞ্চ প্রকৃতি পুরুষ আমাতেই লয়ে ।

সৃষ্টি করি তার মধ্যে আমি ত বসিয়ে ;

প্রপঞ্চ যে দেখে সব সেও আমি হইয়ে ।

প্রলয়ে অবশিষ্ট আমি পূর্ণ হইয়ে ;

প্রাকৃত প্রপঞ্চ পায় আমাতেই লয়ে ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে নবমাধ্যায়ে চত্বত্রিংশ-
শ্লোকে ব্রহ্মাণং প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যং ।

‘অহমেবাসমেবাগ্রে নাশ্চিদ্ যৎ সদসৎপরং ।

পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোহবশিষ্যোত সোহস্মাহং’ ॥ ৫৫১ ॥

টীকা ও ব্যাখ্যা আদিঃ ২৩ শ্লোঃ ২৩-২৪ পৃঃ দেখ ॥৫৫১॥

‘অহমেব অহমেব শ্লোকে তিন বার ;

পূর্ণৈশ্বর্য্য বিগ্রহের স্থিতি নির্দ্বার ।

যেই জন এই বিগ্রহ না মানে ; (১)

তারে তিরস্করিবারে করিল নির্দ্বারণে ।

‘এই’ শব্দে হয় জ্ঞান বিজ্ঞান বিবেক ;

মারা কার্য্য মারা হৈতে আমি ব্যক্তিরেক ।

যেহে সূর্য্যের স্থানে ভাসরে আভাস ;

সূর্য্য বিনা স্বভঃ তার না হয় প্রকাশ ।

১. যেই জন এই বিগ্রহ না মানে—যত্নর যত্ন পুঁথিতে ভিন্ন ভিন্ন পাঠ দেখা যায়,
যথা—‘যে বিগ্রহ না মানে নিরাশ্রয় মানে।’ ‘যে বিগ্রহ না মানে সে অবনত মনে।’ ইত্যাদি ।

‘সায়ীতীত হৈলে হর আমার অহুতব ;
এই সবছ তব কহিল আর সব ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে নবমাধ্যায়ে ত্রয়ত্রিংশ-
শ্লোকে ব্রহ্মাণং প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যং ।

‘ঋতেহর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাস্মনি ।
ত দ্বিদ্যাদাত্মনো সায়ানং যথাভাসো যথা তমঃ’ ॥৫৫২॥

টীকা ও ব্যাখ্যা আদিঃ ২৪ শ্লোঃ ২৪ পৃঃ দেখ ॥৫৫২॥

‘অভিধেয় সাধনভক্তির গুনহ বিচার ;
সর্বজন দেশ কাল দশায় ব্যাপ্তি বার ।
ধর্মাদি বিষয়ে বৈছে এ চারি বিচার ;
সাধন ভক্তি এই চারি বিচারের পার ।
সর্বদেশ কাল দশায় জনের কর্তব্য ;
গুরু পাশে সেই ভক্তি ঐষ্টব্য শ্রোতব্য ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয় স্কন্ধে নবমাধ্যায়ে পঞ্চত্রিংশ-
শ্লোকে ব্রহ্মাণং প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যং ।

‘এতাবদেব জিজ্ঞাস্তুং তত্ত্বজিজ্ঞাসুনাত্মনঃ ।
অন্যব্যতিরেকাভ্যাং যৎ স্তাৎ সর্বত্র সর্বদা’ ॥৫৫৩॥

টীকা ও ব্যাখ্যা আদিঃ ২৬ শ্লোঃ ২৫ পৃঃ দেখ ॥৫৫৩॥

‘আমাতে যে প্রীতি সেই প্রেম প্রয়োজন ;
কার্য্য হারে কহি তার স্বরূপ লক্ষণ ।
পঞ্চভূত বৈছে ভূতের ভিতরে বাহিরে ;
ভক্তগণে করি আমি বাহিরে অন্তরে ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে নবমাধ্যায়ে চতুস্ত্রিংশ-
শ্লোকে ব্রহ্মাণঃ প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যং

‘বধা মহাস্তু ভূতানি ভূতেষু চাবচেদনু ।

প্রবিকটান্ প্রবিকটানি তথা তেষু ন তেষহং’ । ৫৫৪ ।

ভীকা ও ব্যাখ্যা আদি: ২৫ শ্লো: ২৪-২৫ পৃ: দেখ ৫৫৪।

‘লঙ্ক আমা বান্ধিরাছে হৃদয় কমলে ;

বাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা দেখয়ে আমারে ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়ে পঞ্চা-
শৎ শ্লোকে জনকং প্রতি হরিবাক্যং ।

‘বিস্মৃজতি হৃদয়ং ন যন্ত সাক্ষা

জরিরবশাভিহিতোহপ্যবোধনাশঃ ।

প্রণয়রসনয়া ধৃতাজ্জি পদ্মঃ

ন ভবতি ভাগবতপ্রধান উক্তঃ’ । ৫৫৫ ।

‘হরিঃ’ এব ‘সাক্ষাৎ’ স্বয়ং ‘বস্যা’ ভক্তজনস্য ‘হৃদয়ং’ ন ‘বিস্মৃজতি’
ন মুক্তি। কথন্তু তে হরিঃ ‘অবশাভিহিতোহপি’ অবশেনাপি অভিহিতমাত্মো-
হপি ‘অবোধনাশঃ’ অবোধঃ পাপং নাশয়তি যঃ সঃ । তৎকথং ন বিস্মৃজতি ?
যতঃ ‘প্রণয়রসনয়া’ প্রেমরঞ্জন্য ‘ধৃতাজ্জি পদ্মঃ’ যুতং হৃদয়ে বহুং অজ্জি-
পদ্মঃ বস্যা সঃ । ‘সঃ’ জনঃ ‘ভাগবতপ্রধানঃ’ ‘উক্তঃ’ ভবতি ৫৫৫।

বাঁহার নাম অবশে উচ্চারিত হইলেও সমুদয় পাপ
বিনষ্ট হয় ; সেই ‘হরি স্বয়ং বাঁহার হৃদয় পরিত্যাগ না
করিয়া প্রেমরঞ্জু দ্বারা বদ্ধপাদ হইয়া অবস্থিতি করেন ;
তিনিই ভাগবতের মধ্যে প্রধান বলিয়া অভিহিত
হয়েন । ৫৫৫ ।

তথাহি তত্রৈব দ্বিতীয়াধ্যায়ে ত্রয়শ্চত্বারিংশল্লোকে জনকং
প্রতি হরিবাক্যং ।

‘সর্বভূতেষু যঃ পশ্যেত্ত্বগবন্তাবমান্ননঃ ।

ভূতানি ভগবত্যাঙ্কশ্চৈব ভাগবতোত্তমঃ’ । ৫৫৬ ।

টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যঃ ১১০ শ্লোঃ ১৮৩ পৃঃ দেখ । ৫৫৬।

তথা। তত্রৈব দশমস্কন্ধে ত্রিংশাধ্যায়ে চতুর্থল্লোকে
শ্রীকৃষ্ণ মুদিশ্য গোপীবাক্যং ।

‘গায়ন্ত্য উচৈ রমুমেব সংহতাঃ

বিচিক্যুরুশ্মন্তকবদনাদনং ।

পপ্রচ্ছু রাকাশবদন্তরং বহি

ভূতেষু সন্তং পুরুষং বনস্পতীন্’ । ৫৫৭ ।

গোপাঃ ‘সংহতাঃ’ অস্তোভ্যং মিলিতাঃ সত্যঃ ‘অমুমেব’ কৃকমেব ‘উচৈঃ’
‘গায়ন্ত্যঃ’ ‘উশ্মন্তকবৎ’ ‘বনাৎ’ ‘বনং’ বনান্তরং ‘বিচিক্যুঃ’ ‘অমুগরন্’
‘আকাশবৎ’ ‘ভূতেষু’ ‘অন্তরং’ মধ্যে ‘বহিঃ’ চ ব্যাপ্য ‘সন্তং’ ‘পুরুষং’ ‘বন-
স্পতীন্’ ‘পপ্রচ্ছুঃ’ জিজ্ঞাসয়ামাসুঃ । ৫৫৭।

গোপীগণ মিলিত হইয়া উচৈঃস্বরে সেই কৃষ্ণেরই
গান করিতে করিতে উন্মাদের ন্যায় বনে বনে অন্বেষণ
করিতে লাগিলেন; এবং আকাশের ম্যায় যিনি ভূতগণের
অন্তর বাহিরে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন, সেই পুরুষের কথা
বনস্পতিদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন । ৫৫৭ ।

‘অতএব ভাগবতে এই তিন কর ;

সবন্ধ অভিধেয় প্রয়োজন ময় ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়ে একাদশ-
ল্লোকে সৌনকাদীন্ প্রতি সূতবাক্যং ।

‘বদন্তি তত্তত্ত্ববিদ স্তম্বং যজ্ঞজ্ঞানমধরং ।

ত্রয়োতি পরমাত্মোতি ভগবান্নিতি শব্দ্যতে’ । ৫৫৮ ।

টীকা ও ব্যাখ্যা আদি: ৪১ শ্লো: ৪৪ পৃ: দেখ ॥৫৫৮॥

‘এই তিন সৰ্ব্বকৃৎন অভিধেয় ভক্তি ।

ভাগবতে প্রতি শ্লোক ব্যাপি যায় স্থিতি ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে চতুর্দশাধ্যায়ে বিংশতিতম শ্লোকে উক্তবং প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যং ।

‘ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাং ।

ভক্তিঃ পুন্যতি মমিষ্ঠা স্বপাকানপি সন্তুবাৎ’ ॥ ৫৫৯ ॥

টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্য: ২৭১ শ্লো: ৪৭১-৭২ পৃ: দেখ ॥৫৫৯॥

‘এবে শুন প্রেম যেই মূল প্রয়োজন ;

পুলকাত্ম নৃত্য গীত বাহার লক্ষণ ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে তৃতীয়াধ্যায়ে ষাট্ৰিংশশ্লোকে জনকং প্রতি প্রবুদ্ধবাক্যং ।

‘স্মরন্তুঃ স্মারয়ন্তুশ্চ মিথোহঘোষহরং হরিং ।

ভক্ত্যা সংজাতয়া ভক্ত্যা বিজ্ঞাত্যুৎপুলকং তনুং’ ॥ ৫৬০ ॥

‘মিথঃ’ পরস্পরং ‘অঘোষহরং’ পাপনাশকং ‘হরিং’ ‘স্মরন্তুঃ’ ‘স্মারয়ন্তুঃ’
সাধকঃ ‘ভক্ত্যা’ সাধনভক্ত্যা ‘সংজাতয়া’ প্রেমলক্ষণয়া ‘ভক্ত্যা’ ‘উৎপুলকং’
‘তনুং’ ‘বিজ্ঞতি’ ধারয়ন্তি ॥ ৫৬০ ॥

স সর্বপাপবিনাশন ভগবান্ হরিকে পরস্পর স্মরণ করিবে
ও অন্মকে স্মরণ করাইয়া দিবে ; এবং সাধনভক্তি প্রেমভক্তি
উৎপন্ন হইলে পুলকিততনু ধারণ করিবে । ৫৬০ ।

তথাহি তৃত্বৈব দ্বিতীয়াধ্যায়ে ষট্ৰিংশশ্লোকে জনকং
প্রতি কবিবাক্যং ।

‘এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্তা

জাতানুরাগো কৃতচিহ্ন উকৈঃ ।

হস্যত্যাগে রোদিতি রৌতি গায়-

তুগ্মাদবম্ভ্যতি লোকবাহুঃ' ॥ ৫৬১ ॥

টীকা ও ব্যাখ্যা আদি: ১৫৮ শ্লো: ২৩৬ পৃ: দেখ ॥৫৬১॥

‘অতএব ভাগবত সূত্রের অর্থ রূপ ;

নিম্ন কৃত সূত্রের নিম্ন ভাষ্য বরূপ ।

তথাহি হরিভক্তিবিলাসস্য দশমবিলাসে দ্ব্যশীত্যধিক-
দ্বিশততমাকধুতগরুড়পুরাণং ।

‘অর্থোহয়ং ব্রহ্মসূত্রাগাং ভারতার্থ বিনির্ণয়ঃ ।

গায়ত্রীভাষ্যরূপোহসৌ বেদার্থপরিবৃংহিতঃ’ ॥ ৫৬২ ॥

‘অয়ং’ শ্রীভাগবতার্থ: ‘ব্রহ্মসূত্রাগাং’ চতুঃশ্লোকীনাতিার্থ: ‘অর্থঃ’ ব্যাখ্যা,
‘ভারতার্থবিনির্ণয়ঃ’ ; ‘অসৌ’ ‘গায়ত্রীভাষ্যরূপঃ’ ‘বেদার্থপরিবৃংহিতঃ’
বেদার্থপরিবর্জিতস্ত ত্যং ॥৫৬২॥

এই শ্রীমদ্ভাগবত ব্রহ্মসূত্রের অর্থ ; ইহা ভারতার্থ নির্ণা-
য়ক ও গায়ত্রীর ভাষ্যরূপ ; এবং ইহাতে বেদের অর্থ পরি-
বর্জিতরূপে কথিত হইয়াছে । ৫৬২ ।

তথা প্রথমস্কন্ধস্য প্রথমশ্লোকব্যাখ্যায়াং শ্রীধরস্বামিধৃত-
গরুড় পুরাণীয় শ্লোকদ্বয়ং

‘গ্রহোহষ্টাদশসাহস্রঃ শ্রীমদ্ভাগবতাতিথঃ ।

সর্ববেদেতিহাসানাং সারং সারং সমুদ্ভূতং ।

সর্ববেদান্তসারং হি শ্রীভাগবতমীষ্যতে ।

তদ্রসায়ততৃপ্তস্য নান্যত্র স্যাদ্রুতি: কচিৎ’ ॥ ৫৬৩ ॥

‘অয়ং’ শ্রীভাগবতাতিথঃ শ্রীভাগবতনামা ‘গ্রহঃ’ ‘অষ্টাদশসাহস্রঃ’ অষ্টা-
দশসহস্রৈ: শ্লোকৈ রবিত্ত: । ‘তদ্রসায়ততৃপ্তস্য’ জনস্য ‘অন্যত্র’ অন্যদিনি
গ্রহে ‘কচিৎ’ কবাচিদপি ‘রুতি:’ ভক্তি: ‘ন’ স্যাৎ ॥৫৬৩॥

শ্রীভাগবত নাম এই গ্রন্থ অষ্টাদশসহস্রশ্লোকে পূর্ণ
ইহাতে সকল বেদেতিহাসের সার সংগৃহীত হইয়াছে
সকল দেবদেবের সার ভাগকেই শ্রীভাগবত বলে ; ভাগবত-
রদামৃততৃপ্ত জনের অশ্রু গ্রন্থে কখন রুচি হয় না ॥ ৫৬৩ ॥

‘গায়ত্রীর অর্থে এই গ্রন্থ আরম্ভণ ;

সত্যং পরং সৰ্ব্বং ধীমহি সাধনে প্রয়োজন ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে প্রথমোধ্যায়ৈ প্রথম-
শ্লোকে বেদবাস্য বাক্যং ।

‘জন্মাদ্যশ্চ যতোহিম্ময়াদিতরতশ্চার্ধেধভিজ্ঞঃ স্বরাট্
তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদি কবয়ে মুহুস্তি যৎ সূরয়ঃ
তেজো বারি মৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোহিম্ময়া
ধাম্না স্বেন সদা নিরন্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি’ ॥ ৫৬৪ ॥

টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যঃ ১০৯ শ্লোঃ ১৮৪-৮৫ পৃঃ দেখ ॥৫৬৪॥

তথাহি তত্রৈব প্রথমস্কন্ধে প্রথমোধ্যায়ৈ দ্বিতীয়শ্লোকে
ব্যাসদেববাক্যং ।

‘ধর্ম্যঃ প্রোজ্জ্বলিত কৈতবোহত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সত্যং
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনং

শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিস্বা পরৈরীশ্বরঃ

সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেহত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভি স্তংক্ষণাৎ’ ॥৫৬৫॥

টীকা ও ব্যাখ্যা আদিঃ ৩৭ শ্লোঃ ৩৭ পৃঃ দেখ ॥৫৬৫॥

• ইহার পর কোন কোন পুস্তকে এই পদ্যটির দুই হয় :—

‘কৃকভক্তিরম বরণ শ্রীভাগবত ; তাতে বেদপাত্র হৈতে পান্য বহব’ ।

তথাহি তত্রৈব প্রথমকক্ষে প্রথমাব্যায়ৈ তৃতীয়লোকে
বেদব্যাসবাক্যং ।

‘নিগমকল্পতরো গলিতং ফলং

শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতং

পিবত ভাগবতং রসমাগয়ং

মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ’ ॥ ৫৬৬ ॥

হে ‘রসিকাঃ’ রসজ্ঞাঃ তত্রাপি ‘ভাবুকাঃ’ রসবিশেষভাবনাচতুরাঃ ‘অহো’
আশ্চর্য্যং ইদং ‘ভাগবতং’ নাম ‘ফলং’ ‘মুহুঃ’ বারংবারং ‘পিবত’ । নহু ভগট্যা-
দিকং বিহার ফলাভাসঃ পীরতে, কথং ফলমেব পাতবাং ? তত্রাহ ‘রসং’ রসরূপং
অতঃপশ্যেদেহেয়াংশস্যভাবাৎ ফলমেব কুংসং পিবত । নচ ভাগবতামৃত-
পানং মোক্ষেহপি ত্যাদ্যমিত্যাহ ‘আগয়ং’ লয়ে। মোক্ষঃ লভ্যমভিবাণ্য নহীদং
স্বর্গাদিসুখবন্ধুক্তৈ রূপেক্ষ্যতে কিন্তু সেব্যত এব । ফলং কীদৃশং ? ‘নিগম-
কল্পতরোঃ’ নিগমো বেদঃ সএব কল্পতরুঃ সর্বপুরুষার্থোপায়ত্বাৎ তস্য ফল-
মিদং ভাগবতং নাম তত্ত্ব বৈকুণ্ঠগতং নারদেনানীয়ে মহ্যং দত্তং ময়াচ শুকত
মুখে নিহিতং তচ্চ তদ্ব্যখ্যং ‘শুকমুখাৎ’ ‘ভুবি’ পৃথিব্যাং ‘গলিতং’ শিষ্য
শিষ্যাদিরূপপন্নবপন্নরসয়া শনৈরথগমেবাবতীর্ণং নতুলনিপাতেন ক্ষুটিত-
মিতিার্থঃ । অতএব ‘অমৃতদ্রবসংযুতং’ অমৃতরূপেণ ত্রয়েণ সংযুতং । লোকে হি
শুকমুখশ্পষ্টং ফলমমৃতমিষ স্বাদু ভবতীতি প্রসিদ্ধং । অত্র ততো মুনিঃ ।
অমৃতং পরমানন্দঃ সএব ত্রয়ো রসঃ । রসো বৈ স রসং হেবারং লব্ধ্বা নন্দী
ভবতীতি শ্রুতেঃ ॥৫৬৬॥

এই ভাগবত বেদরূপ কল্প বৃক্ষের ফল, শুকমুখ হইতে
গলিত হইয়া অবনীমণ্ডলে অথগুরুপে পতিত হইয়াছে ;
অতএব হে রসজ্ঞ ভাবুকগণ ! পরমানন্দরসসংযুক্ত রস-
পূর্ণ এই ফল তোমরা মোক্ষ পর্য্যন্ত মুহমুহঃ পান
কর ॥৫৬৬॥

তথা তত্রৈব প্রথমস্কন্ধে প্রথমাদ্যায়ে ঊনবিংশশ্লোকে

সূতং প্রতি সৌনকাদি বাক্যং

‘বয়স্তু ন বিভূপ্যাম উত্তমঃ শ্লোক বিক্রমে

যচ্ছৃষতাং রসজ্ঞানান্ স্বাহু স্বাহু পদে পদে’ ॥ ৫৬৭ ॥

‘উত্তমঃ শ্লোক বিক্রমে’ উপাচ্ছত্তি তমো বস্মাৎ স উত্তমাস্থতা তৃতঃ শ্লোকে।
যশো . বসন্ত তস্ত বিক্রমে চরিতাধ্যানে ‘বয়ং’ ‘তু’ যোগবাগাদিতৃপ্তাঃ ‘অ’ অপি
‘ন’ ‘বিভূপ্যামঃ’ অন্যেতু তৃপ্যন্ত নাম বয়স্তু নেতি তু শব্দস্যাধরঃ । তত্র হেতুঃ
‘বচ্ছৃষতাং’ যৎ চরিতং শৃষতাং ‘রসজ্ঞানান্’ জ্ঞানান্ সম্বন্ধে ‘পদে’ ‘পদে’
প্রতিকরণঃ ‘স্বাহু স্বাহু’ স্বাহুতোহপি স্বাহু ভবতি ॥ ৫৬৭ ॥

সূত ! উত্তমঃশ্লোক ভগবানের চরিত্র অবশে আমরা
পরিভূপ্ত হই নাই ; কারণ হরিকথা শুনিতে শুনিতে রসজ্ঞ-
গণ স্বাহু হইতেও স্বাহুতর অনুভব করিয়া থাকেন । ৫৬৭ ।

‘অন্তএব ভাগবত করহ বিচার ;

ইহা হৈতে পারে হুজু প্রতির অর্থ সার ।

নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম সংকীৰ্ত্তন ;

হেলায় মুক্তি পাবে, পাবে কৃষ্ণ প্রেমধন’ ।

তথাহি শ্রীভগবদগীতায়াং অষ্টাদশাধ্যায়ে চতুঃপঞ্চাশত্তম-

শ্লোকে অঙ্কুরং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং ।

‘ব্রহ্মত্বতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাংক্ষতি ।

সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মনুষ্যৈঃ লভতে পরাং’ ॥ ৫৬৮ ॥

টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যঃ ৬৭ শ্লোঃ ১৫০-৫৫ পৃঃ দেখ ॥ ৫৬৮ ॥

তথা ভগবৎসন্দর্ভে শ্রীবিষ্ণুপাদাবির্ভাবব্যাখ্যায়াং

মৃতপ্রতিঃ ।

‘মুক্তা’ অপি লীলয়া রিগ্রহং কৃষ্টা ভগবন্তঃ ভক্তেষু’ ॥ ৫৬৯ ॥

টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যঃ ৫৭১ শ্লোকে ৬১৭ পৃঃ দেখ ॥ ৫৬৯ ॥

তথাহি ত্রীমস্তাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে প্রথমাদ্যায়ৈ নবম-
 শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি ত্রীশকদেববাক্যং ।
 ‘পরিনিষ্ঠিতোহপি নৈষ্ঠণ্যে উত্তমঃ শ্লোকলীলয়া ।
 গৃহীতচেতা রাজর্ষে আখ্যানং যদধীতবান্’ ॥ ৫৭০ ॥

টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যঃ ৪৪৯ শ্লোঃ ৩০৫ পৃঃ দেখ ৪৭০।

তথা তত্রৈব তৃতীয়স্কন্ধে পঞ্চদশাধ্যায়ে ত্রয়শ্চত্বারিংশ-
 শ্লোকে কুমারাদীন্ প্রতি ত্রয়স্বাক্যং ।
 ‘তস্তারবিম্বনয়নস্ত পদারবিম্ব-
 কিঞ্জলু মিশ্র তুলসী মকরন্দবায়ুঃ
 অন্তর্গতঃ স্ববিবরণে চকার তেবাঃ
 সংকোভমকরজুমপি চিত্ততম্বোঃ’ ॥ ৫৭১ ॥

টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যঃ ২০১ শ্লোঃ ৩২৩ পৃঃ দেখ ৪৭১।

তথা তত্রৈব প্রথমস্কন্ধে সপ্তমাধ্যায়ে দশমশ্লোকে সৌন-
 কাদীন্ প্রতি সূতবাক্যং ।
 ‘জাত্মারামাশ্চ মুনয়ো নিগ্রহা অপ্যুক্রজ্জমে ।
 কুর্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তি মিথত্বতত্ত্বগো হরিঃ’ ॥ ৫৭২ ॥

টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যঃ ৪৮ শ্লোঃ ১২১ পৃঃ দেখ ৪৭২।

হেনকালে সেই মহারাত্রী ভ্রামণ ;
 সভাতে কহিল এই শ্লোক বিবরণ ।
 এই শ্লোকের অর্থ প্রভু একবারি প্রকার
 করিয়াছেন, বাহা শুনি শ্লোকে চমৎকার ।
 তবে সব শ্লোক গুলিতে আগ্রহ করিল ;
 একবারি অর্থ প্রভু বিবরি কহিল ।

তনিয়া লোকের বড় চমৎকার হৈল ;
 চৈতন্য গোঁসাই শ্রীকৃষ্ণ নির্দ্বারিল ।
 এত কহি উঠিয়া চলিল গৌরহরি ;
 নমস্কার করে লোক হরিশ্রবণি করি ।
 সব কাশীবাসী করে নাম সংকীৰ্ত্তন ;
 প্রেমে হাসে নাচে গায় করয়ে নৰ্ত্তন ।
 সন্ন্যাসী পণ্ডিত করে ভাগবত বিচার ;
 বারাণসী পুরী প্রভু করিল নিষ্ঠার ।
 নিজগণ লঞা প্রভু আইলা বাঁসাঘর ;
 বারাণসী হৈল দ্বিতীয় নদীয়া নগর ।
 নিজগণ লঞা প্রভু কহে হাস্য করি ;
 ‘কাশীতে বেচিতে আমি আইলাম ভাবকালী ।
 কাশীতে গাহক নাহি, বস্ত্র না বিকার ;
 পুনরপি দেশে বহি লওয়া নাহি যার ।
 আমি বোকা বহিব তোমা সবার হুঃখ হৈল ;
 তোমা সবার ইচ্ছার বিনা মূল্যে বিলাইল’ ।
 তবে কহে ‘লোক তারিতে তোমার অবতারণা ;
 পূৰ্ণ দক্ষিণ পশ্চিম করিলে নিষ্ঠার ।
 এক বারাণসী ছিল তোমাতে বিমুখ ;
 তাহা নিষ্ঠারিয়া কৈলে আমা সবার সুখ’ ।
 বারাণসী প্রায়ে বহি কোলাহল হৈল ;
 তনি গ্রামী দেশী লোক আসিতে লাগিল ।
 লক্ষ কোটি লোক আইসে নাহিক গণন ;
 সংকীৰ্ত্তন হানে প্রভুর না পার বর্ণন ।
 প্রভু তবে জানে যান বিবেচন কর্মনে ;
 দুই দিকে লোক করে প্রভু বিলোকনে ।
 বাহু তুলি প্রভু কহে বল কৃষ্ণ হরি ;
 দণ্ডবৎ করে লোক হরিশ্রবণি করি ।
 এইমত দিন পক্ষ লোক নিষ্ঠারিয়া ;
 আর দিনে চলিল প্রভু উদ্বিগ্ন হইয়া ।

যাত্রে উঠি এতু বহি করিল গমন ;
 পাছে লাগ লইল তবে ভক্ত পঙ্কজন ।
 ভপন মিশ্র, রঘুনাথ, মহারাষ্ট্রী ব্রাহ্মণ,
 চন্দ্রশেখর কীৰ্ত্তনীয়া, পরমানন্দ জন ।
 লবে চাহে এতু সঙ্গে নীলাচল বাইতে ;
 সব্বারে বিদ্যার দিল প্রভু স্বয়ং সহিতে ।
 'বার ইচ্ছা পাছে আইল আমারে দেখিতে ;
 এবে আমি একা বাব কারিখণ্ড পথে' ।
 সনাতনে কহিল 'তুমি বাহ বৃন্দাবন ;
 তেঁমার দুই ভাই তথা করিয়াছে গমন ।
 কাঁথা করিয়া মোর কাঞ্চাল ভক্তগণ ;
 বৃন্দাবনে আইলে যদি করিহ পালন' ।
 এত বলি চলিল। এতু সব্ব আলিঙ্গিয়া ;
 সব্বই পড়িল। তথা মুচ্ছিত হইয়া ।
 কতকণে উঠি সব্ব হুঃখে বহ আইলা ;
 সনাতন গৌলাঞি বৃন্দাবনেতে চলিল ।
 এথা রূপ গৌলাঞি ববে যথুরা আইলা ;
 এব্বাটে তাঁরে সুবুদ্ধি রায় মিলিল ।
 পূর্বে ববে সুবুদ্ধি রায় ছিল। গৌড় অধিকারী ;
 সৈয়দ হুঁসেন খাঁ করে তাঁহার চাকরি ।
 দীর্ঘি খোদাইতে তাঁরে বনসীব ঠেকল ;
 ছিন্ন পাক্য রায় তাঁরে চাবুক মারিল ।
 পাছে ববে হুঁসেন সাহা গোড়ে রাজা হৈল ;
 সুবুদ্ধি রায়েরে তিহ বহ বাড়াইল ।
 তাঁর স্ত্রী তাঁর সঙ্গে দেখি মারণের চিহ্নে ;
 সুবুদ্ধি রায়কে মারিতে কহে রাজা হানে ।
 রাজা কহে 'আমার গোষ্ঠী রায় হয় শিতা ;
 তাঁহারে মারিব আমি ভাল নহে কথা ।'
 স্ত্রী কহে 'জাতি লহ যদি আপনে না মারিলে ;'
 রাজা কহে 'জাতি নিলে ইঁহো মারি খীয়ে ।'

স্ত্রী মারিতে চাহে, স্ত্রী সৰ্বটে পড়িয়া ;
 করোনার পানী তাঁর মুখে দেয়াইলা ।
 ভবে, অশ্রুতি তার সেই দ্রব পাঞা ;
 বারাগণী আইলা সব বিষয় হাড়িয়া ।
 প্রাক্তিত পুঙ্খিল তিহ পণ্ডিতের হানে ;
 তারা কহে 'ভগ্ন হৃত ধাঞা ছাড়ি আগে ।
 কেহ কহে এই নহে অন্ন দোষ হয় ;
 ভনিয়া রহিল রাগ করিয়া লংঘন ।
 ভবে যদি মহাপ্রভু বারাগণী আইলা ;
 তাঁরে মিলি তার আপন বৃত্তান্ত কহিলা ।
 প্রভু কহে 'ই' হা ঠহতে যাহ ব্রহ্মাবন ;
 নিরন্তর কর কৃকনাম সংকীৰ্তন ।
 এক নাম্যতালে তোমার পাপ দোষ ম্রবে ;
 আর নাম লইতে কৃক চরণ পাইবে ।'
 তার আজ্ঞা পাইয়া ব্রহ্মাবনেতে চলিলা ;
 প্রয়াগ অযোধ্যা দিরা নৈমিষারণ্যে আইলা ।
 কতক নিবস তিহ নৈমিষারণ্যে রহিলা ;
 প্রভু ব্রহ্মাবন হৈতে প্রয়াগে আইলা ।
 মধুরা আলিরা তার প্রভুর বার্তা পাইল ;
 প্রভুর লাগি না পাইয়া বড় মনে দুঃখ হৈল ।
 তার শুককাঠ আনি বেচে মধুরাতে ;
 পাঁচ হর পরলা হর একেক বোঝাতে ।
 আপনে রহে এক পরমার চাষানা খাইয়া ;
 আর পরশা বাপিরা স্থানে রাখেন ধরিয়া ।
 দুঃখী বৈকুণ্ঠ দেখিলে তারে করান ভোজন ;
 সৌভাগ্য আইলে দ্বি ভাত ভৈল বর্জন ।
 রূপ সৌন্দর্য আনি তাঁরে বহু ক্রীতি কৈল ;
 আপন নকে লরে বাহন বন দেখাইল ।
 দাস দাস রূপসৌন্দর্য রহিলা ব্রহ্মাবনে ;
 শ্রী চলি আইলা সনাতনানুগমনে ।

সনাতন পথে এতু প্রাপ্তে আইলা ;
 ইহা শুনি দুই ভাই (১) সে পথে চলিলা ।
 এথা সনাতন গৌসাকি প্রাপ্তে আনিয়া ;
 মথুরা আইলা রাজ সনান পথ দিয়া ।
 মথুরাতে অমুখি রায় জীহারে মিলিলা ;
 রূপ অমুগম কণা সকল কহিলা ।
 সনানপথে দুই ভাই, রাজপথে সনাতন ;
 অতএব জীহার সনে না বৈল মিলন ।
 অমুখি রায় বহু বৈহ করে সনাতনে ;
 ব্যবহার দ্বন্দ্ব সনাতন নাহি মানে ।
 মহা বিরক্ত সনাতন ভ্রমে বনে বনে ;
 এতি বৃক্ষে এতি কুঞ্জে রহে রাজি দিনে ।
 মথুরায়াহাঙ্গা শত্রু সংগ্রহ করিয়া ;
 লুপ্ত তীর্থ একট করে বনেতে ভ্রমিয়া ।
 এই মত সনাতন কুলাবনে রহিলা ;
 রূপ গৌসাকি দুই ভাই কানীতে আইলা ।
 মহারাজী বিক, শেখর, মিশ্র তক্ষক ;
 তিনজন সহ রূপ করিল মিলন ।
 শেখরের ঘরে বাঁসা, মিশ্র ঘরে তিকি ;
 মিশ্র ঘুমে তনে সনাতনে এতু পিকি ।
 কানীতে এতু চরিত্ত শুনি তিনের ঘুমে ;
 সন্ন্যাসীরে রূপা শুনি পাইলা বড় সুখে ।
 মহাএতু উপর মোকের প্রণতি দেখিয়া ;
 সুখী বৈলা সোক ঘুমে কীর্তন শুনিয়া ।
 দিন দশ রহি রূপ গৌড়ে বাজা কৈল ;
 সনাতন ভগের এই চরিত্ত করিল ।
 এথা মহাপ্রভু বহি নীলাকি চলিলা ;
 নির্জন বনপথে বহুদূর পাইলা ।

হুখে চলি আসে প্রভু বলভদ্র সঙ্গে ;
 পূর্ববৎ যুগাদি সঙ্গে কৈলা নানা রঙ্গে ।
 আঠারো নালাতে আসি ভট্টাচার্যের বান্ধবে
 পাঠাইয়া বোলাইলা নিজ ভক্তগণে ।
 শুনিয়া সকল ভক্ত পুনরপি জীলা ;
 দেখে প্রাণ আইল বেন ইন্দির উঠিলা ।
 আনন্দে বিহ্বল ভক্ত ধাইয়া আইলা ;
 নরেন্দ্রে আসিলা সব প্রভুরে মিলিলা ।
 পুরী ভারতীর প্রভু বন্দিলা চরণ ;
 হুঁহে মহাপ্রভুরে কৈল প্রেম আলিঙ্গন ।
 দামোদর স্বরূপ, পণ্ডিত গদাধর ;
 জগদানন্দ, কানীশ্বর, গোবিন্দ, বজেশ্বর,
 কানী মিশ্র, প্রহ্লাদ মিশ্র, পণ্ডিত দামোদর,
 হরিন্দাস ঠাকুর আর পণ্ডিত শঙ্কর ;
 আর বত ভক্ত প্রভুর চরণে পড়িলা ;
 সব আলিঙ্গিয়া প্রভু প্রেমাবিষ্ট হৈলা ।
 আনন্দ সমুদ্ভেদে সব ভক্তগণে ;
 সব লঞা চলে প্রভু জগন্নাথ দর্শনে ।
 জগন্নাথ দেখি প্রভু প্রেমাবিষ্ট হৈলা ;
 ভক্ত সঙ্গে বহুকণ নৃত্য গীত কৈলা ।
 জগন্নাথসেবক আনি মালা প্রসাদ দিলা ;
 তুলসী পড়িছা আসি চরণ বন্দিলা ।
 মহাপ্রভু আইলা প্রোমে কোলাহল হৈল ;
 সার্কর্ভোম রামানন্দ বাগীনাথ মিলিল ।
 সব সঙ্গে লয়ে প্রভু মিশ্রবাসা আইলা ;
 সার্কর্ভোম পণ্ডিত গৌসাকি নিবহন কৈলা ।
 প্রভু কহে 'মহাপ্রসাদ আন এই স্থানে ;
 সব সঙ্গে ইহা আছি করিব ভোজনো ।'
 তবে হুঁহে জগন্নাথের প্রসাদ আনিলা ;
 সব সঙ্গে মহাপ্রভু ভোজন করিলা ।

এইত কহিল প্রভু যেবি কুলাবন
 পুনরপি কৈল বৈছে নীলালি গমন ।
 ইহা যেই শ্রদ্ধা করি করয়ে শ্রবণ ;
 অচিরান্তে পার সেই চৈতন্য চরণ ।
 মধ্য নীলার করিল এই দিগ্ দরশন ;
 ছয় বৎসর কহিল বৈছে গমনাগমন ।
 শেব অষ্টাদশ বর্ষ নীলাচলে বাস ;
 ভক্তগণ সঙ্গে করে কীৰ্ত্তন বিলাস ।
 মধ্য নীলার ক্রম এবে করি অনুবাদ ;
 অনুবাদ কৈলে ছয় কথার আশ্বাদ ।
 প্রথম পরিচ্ছেদে শেবনীলার সূত্র কথন ;
 তঁহি মধ্যে কোন ভাণ্ডের বিস্তার বর্ণন ।
 দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে প্রভুর প্রলাপ বর্ণন ;
 তঁহি মধ্যে নানা ভাণ্ডের দিগ্ দরশন ।
 তৃতীয় পরিচ্ছেদে প্রভুর কহিল সম্মান ;
 আচার্য্যের ধরে বৈছে করিল বিলাস ।
 চতুর্থে মাধব পুরীর চরিত্র আশ্বাদন ;
 গোপাল স্থাপন, কীর চুরির বর্ণন ।
 পঞ্চমে সাক্ষীগোপাল চরিত্র বর্ণন ;
 নিত্যানন্দ কহে প্রভু করে আশ্বাদন ।
 ষষ্ঠে সার্কভোমে করিল উদ্বার ;
 সপ্তমে তীর্থযাত্রা, বাহুবল্যের বিস্তার ।
 অষ্টমে রামানন্দ শব্দ বিস্তার ;
 আগনে শুনিল সব সিদ্ধান্তের সার ।
 নবমে কহিল দক্ষিণ তীর্থভ্রমণ ;
 দশমে কহিল সর্ব বৈষ্ণব মিলন ।
 একাদশে শ্রীমন্দিরে বেড়া গংকীৰ্ত্তন ;
 দ্বাদশে শুভিলা মন্দির সাক্ষর আলন ।
 ত্রয়োদশে রথ আগণে প্রভুর মর্তন ;
 চতুর্দশে হোরা পঞ্চমী যাত্রা দরশন ।

তার মধ্যে একদেবীর ভাবের প্রবণ ;
 স্বরূপ কহিল এতু কৈলা আবাসন ।
 পঞ্চদশে ভক্তের গুণ শ্রীমুখে কহিল ;
 সার্বভৌম হয়ে ভক্তি, অমোঘে তারিল ।
 ষোড়শে বৃন্দাবন বাজা গৌড়দেশ পথে ;
 পুনঃ নীলাচলে আইলা নাটশালা হৈতে ।
 সপ্তদশে বনপথে মথুরা গমন ;
 অষ্টাদশে বৃন্দাবন বিহার বর্ণন ।
 ঊনবিংশে মথুরা হৈতে প্রয়াগে গমন ;
 তার মধ্যে শ্রীকৃপে শক্তি সঞ্চারণ ।
 বিংশতি পরিচ্ছেদে সনাতনের বিলম্ব ;
 তার মধ্যে ভগবানের স্বরূপ বর্ণন ।
 একবিংশে কৃষ্ণস্বৰ্ণ মাধুর্য্য বর্ণন ;
 দ্বাবিংশে ত্রিবিধ সাধন, ত্তক্তি বিবরণ ।
 ত্ৰয়োবিংশে প্রেমভক্তি রসের কথন ;
 চতুর্বিংশে আশ্চর্য্যের সৌকার্য্য বর্ণন ।
 পঞ্চবিংশে কাশীবাসী বৈষ্ণব করণ ;
 কাশী হৈতে পুনঃ নীলাচলে আগমন ।
 পঞ্চবিংশতি পরিচ্ছেদের এই অঙ্কসার ;
 বাহার প্রবণে হয় অস্বার্থ আশ্বাস ।
 সংক্ষেপে কহিল এই মধ্যলীলা সার ;
 কোটি গ্রন্থে বর্ণন না বার ইহার বিস্তার ।
 জীব নিস্তারিতে এতু কহিলা দেশে দেশে ;
 আপনি আচরি ভক্তি করিল প্রকাশে ।
 কৃকতন্ব, ত্তক্তিভব, প্রেমভব আর ;
 ভাবভব, রসভব, লীলাভব সার,
 শ্রীভাগবতভবরস করিল প্রসার ;
 কৃক তুল্য ভাগবত আরাইল সংসার ।
 ভক্তি লাগি বিস্তারিল আগন বদনে ;
 কাহা তক মুখে, কাহা কহিল আগনে ।

তাতে কবে অমৃত ফল, ভক্ত খায় নিরন্তর,
 তার প্রেমে জীয়ে অগজন ।
 চৈতন্য লীলামৃত পূর, কৃষ্ণলীলা কপূর,
 ছই মিলি হয় যে মাধুর্য্য ;
 সাধু গুরু প্রসাদে, তাহা যেই আশাদে,
 সেই জানে মাধুর্য্য প্রাচুর্য্য ।
 যে লীলা অমৃত বিনে, খায় যদি অন্ন পানে,
 তবু ভক্তের দুর্লভ জীবন ;
 বার এক বিনু পানে, উৎফুল্লিত তহু মনে,
 হাসে গায় করয়ে নর্ত্তন ।
 এ অমৃত কর পান, বাহা সম নাহি আন,
 চিন্তে করি স্নদুট বিশ্বাস ;
 না পড় কুতর্ক গর্ভে, অমেধ্য কর্কণাবন্ধে,
 বাতে পড়িলে হয় সর্বনাশ ।
 শ্রীচৈতন্য ! নিত্যানন্দ ! শ্রীঅদ্বৈত ভক্তবৃন্দ !
 আর বত শ্রোতা ভক্তগণ ।
 তোমা সবার শ্রীচরণ, শিরে করি ভূষণ,
 বাহা হৈতে অতীষ্ট পূরণ ।
 শ্রীরূপ সনাতন, রঘুনাথ জীব চরণ,
 শিরে ধরি যার করি আশ ;
 কৃষ্ণ লীলামৃতাবিত, চৈতন্য চরিতামৃত,
 কহে কিছু দীন কৃষ্ণদাস ।

শ্রীমন্মদনগোপাল গোবিন্দদেবভূক্তয়ে ।

চৈতন্যার্চিত মস্তেকতৈঃ চরিতামৃতং ॥ ৫৭৩ ॥

‘এতৎ’ ‘চৈতন্য চরিতামৃতং’ ‘চৈতন্যার্চিতম্’ ‘অমৃত’ ॥ ৫৭৩ ॥

শ্রীমন্মদনগোপাল ও গোবিন্দদেবের ভূক্তির জন্য এই
 চৈতন্য চরিতামৃত চৈতন্যার্চিত হইল ॥ ৫৭৩ ॥

তদিদমতিরহস্যং গৌরলীলামৃতং যৎ
 খলসমুদয়লোকৈর্নাদৃতং তৈরলভ্যং
 কিতিরিয়মিহ কামে স্বাদিতং যৎ সমস্তাৎ
 সহদয়স্বমনোভি স্মোদমেবাং তনোতি ॥ ৫৭৪ ॥

‘খলসমুদয়লোকৈঃ’ ‘যৎ’ ‘অতিরহস্যং’ গোপনীয়ং ‘গৌরলীলামৃতং’
 ‘ন’ ‘নাদৃতং’ সম্মানিতং যচ্চ ‘তৈ’ খললোকৈঃ ‘অলভ্যং’ ‘যৎ’ গৌরলীলা-
 মৃতং ‘সহদয়স্বমনোভিঃ’ সাধুভিঃ ‘সমস্তাৎ’ সাকল্যেন ‘স্বাদিতং’ আশ্বা-
 দিতং ‘ইহ’ অগ্নিন্ ‘কামে’ কামনায়াং ‘ইয়ং’ দৃশ্যমাণা ‘কিতিঃ’ পৃথিবী
 ‘এবাং’ সাধুনাং ‘স্মোদং’ হর্ষং ‘তনোতি’ বিস্তারয়তি ॥৫৭৪॥

খল লোকেরা এই অতি রহস্য গৌর লীলামৃতের সম্মান
 না ; উহাদের ইহা অলভ্য ; মনোজ্ঞ সাধুগণ ইহা
 সম্যাকরূপে আশ্বাদন করিয়াছেন ; অতএব সমগ্র পৃথিবী
 তিরদিন তাঁহাদের আনন্দ বর্দ্ধন করুক ॥৫৭৪॥

ইতি মধ্যলীলায়াং সরলা টীকা ব্যাখ্যা চ সম্পূর্ণা ।

ইতি ঐতৈচন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে কাশীবাসিবৈষ্ণবকরণং পুন-
 নীলাচল গমনঞ্চ পঞ্চবিংশতিতমপরিচ্ছেদঃ ॥২৫॥
